[illegible]

রচনাবলী

www.BanglaBook.org

মপাসাঁ রচনাবলী

[প্রথম খণ্ড]

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভূমিকা
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুবাদ
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

www.BanglaBook.org

সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা
ভূমিকা	...		...	৫
বেল-আমি	...	উপন্যাস	..	১৫
নেকলেস	..	গল্প	...	১৯৭
ভয়	...	”	...	২০৪
তার পত্র	...	”	...	২০৯
গোলাকার মহিলা	...	”	...	২১৭
মিস হ্যারিয়েট	...	”	...	২৪১
অলস সৌন্দর্য	...	”	...	২৫৩
ম্যাদময়জেল ফিফি	...	”	...	২৬৫
চন্দ্রালোক	...	”	...	২৭২
প্রেম	...	”	...	২৭৬
বসন্তে	...	”	...	২৭৯
মাদাম প্যারিসী	...	”	...	২৮৩
স্ট্রং এ্যাজ ডেথ	...	উপন্যাস	...	২৮৮

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

বিশাল ও বিচিত্র ফরাসী সাহিত্যের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর দুজন লেখক অনুবাদের মারফতে সারা বিশ্বের বিস্ময়, প্রীতি ও অভিনন্দন লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন ভিক্টর হুগো (১৮০২-৮৫) এবং আঁরি রেনি আলবেয়র গী দ্য মোপাসাঁ, সংক্ষেপে গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০-৯৪)। আমাদের বাংলাদেশেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এঁদের রচনা ইংরেজী অনুবাদের দ্বারা শিক্ষিত বাঙালীসমাজে প্রচার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে প্রায় তাবৎ বাঙালী গল্পলেখকের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে মোপাসাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। যাকে ছোটগল্প বলে, অর্থাৎ এক বিশেষ ধরনের আঙ্গিকের আধারে মানুষের জীবন, কাহিনী, চরিত্র ও চিন্তার একাংশ লেখকের মায়ামুকুরে যে বিচিত্র বর্ণালী সৃষ্টি করে, তার জট বহু দূরে ব্যাপ্ত হলেও য়ুরোপে উনবিংশ শতাব্দীর আগে তার কলারূপ পূর্ণতা লাভ করেনি। গত শতাব্দীর অষ্টম দশকেও ও-দেশের লেখক ও সমালোচকেরা ছোটগল্পের ধরন-ধারণ, আঙ্গিক ও কলারূপ নিয়ে মতামতের ঝড় তুলেছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউ ছোটগল্পের নব পরিপ্রেক্ষিত ও কলাকৌশল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র বা আরও দু'একজন লেখক য়ুরোপ-আমেরিকার ছোটগল্পের ধারা সম্বন্ধে কৌতূহলী হলে ছোটগল্পের জন্য আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না।

গী দ্য মোপাসাঁর জীবনকথা বিচিত্র কিন্তু বিশাল নয়, আনন্দোজ্জ্বল হলেও বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। মানসিক সংবেগের দিক থেকে তিনি অতিশয় হৃদ্য ও বলিষ্ঠ, যা অনেক সময় বেপরোয়া ধৃষ্টতা বলেই মনে হবে। আবার অপরদিকে তিনি মনের সুস্থতা ও ভারসাম্য হারিয়ে বেশ কিছুদিন পাগলাগারদে অবস্থান করেছিলেন। এইভাবে বিপরীতে, বিষমে, কান্না-হাসিতে তাঁর সমগ্র চেতনা আবিষ্ট।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের ৫ই আগস্ট ফরাসী দেশের নর্মাণ্ডিতে মোপাসাঁর জন্ম হয়। জন্মসূত্রে তাঁরা নর্মান। এত খ্যাতিমান লেখক হওয়া সত্ত্বেও ঠিক কোথায় তাঁর জন্ম হয়েছিল তা নিয়ে তাঁর জীবনীকারদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। Chateau do Miromesnil Fecamp, Sotteville, Yvetot—নানা অঞ্চলের নাম পাওয়া যাচ্ছে। পিতা মাতা যথাক্রমে গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁ এবং লরা। তাঁর বারো বছর বয়সের সময়ে পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাল্য-কৈশোরের এই দুর্ঘটনা কি তাঁর সাহিত্যজীবনে বিষণ্ণতার ছাপ ফেলেছিল? মায়ের কাছেই তাঁর বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাঁর মা বিদুষীই ছিলেন। মায়ের কাছে তিনি শেকস্‌পীয়রের অনুবাদ পড়েছিলেন। উত্তরকালে শেকস্‌পীয়রের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণ তাঁর মায়ের প্রভাব। Yvetot-এর বিদ্যায়তনে কিছুকাল লেখাপড়ার পর স্কুল-কর্তৃপক্ষ এই উদ্ধত ছাত্রটিকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করলেন। তখন তিনি Rouen-এর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের এক সাহিত্যরসিক শিক্ষক বোলহেতের কাছে মোপাসাঁ সাহিত্যরসভোগে দীক্ষিত হন।

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ার যুদ্ধে তরুণ মোপাসাঁ যোগদান করেন এবং যুদ্ধান্তে প্যারিসে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা গল্প ও উপন্যাস রচনায় তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সামরিক বিভাগে কর্মরত ছোট-বড়-মাঝারি অফিসার, তাদের জীবন ও চরিত্র তাঁর লেখনীর মুখে যে এতটা জীবন্ত হয়েছে, এর কারণ, এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। প্যারিসে ফিরে তিনি সরকারী নৌবিভাগে কেরাণীগিরি করতে থাকেন, পরে শিক্ষাবিভাগে বদলি হন। ১৮৭২ থেকে ১৮৮০ —আট বছর এইভাবে কাটল। এই ধরনের কলমপেশা কেরাণীর কাজ তাঁর আদৌ ভালো লাগত না। তাঁর গল্পেও দেখা যাচ্ছে এই বৃত্তির প্রতি তাঁর বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম যৌবন পর্যন্ত তিনি বন্ধুবৎসল, খোসমেজাজি ও বেপরোয়া ধরনের ছিলেন। নীরস কেরাণীগিরির অবসরে তিনি ঘরছাড়া বাউণ্ডুলে বন্ধুদের জুটিয়ে প্যারিসের উপকণ্ঠে সেইন নদীতে নৌকা করে ঘুরে বেড়াতেন। এই নৌভ্রমণ তাঁর অতিশয় প্রিয় ছিল। গল্প লিখে বেশকিছু অর্থ সঞ্চিত হলে তিনি ছোট বোটে করে ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগ পাড়ি দিয়ে মানসিক বিষণ্ণতা ও অতি-পরিশ্রমের শারীরিক ক্লান্তি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতেন। স্বনামে গল্প লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার আগেও তিনি বেনামে বা ছদ্মনামে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রায় দু'শোর মতো নানা জাতের লেখা প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী—সবরকম লেখাই ছিল, যার অধিকাংশই এখনও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি, পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই রয়ে গেছে। বোধহয় তিনি এগুলিকে যথেষ্ট পরিণত, পরিপক্ক ও রসোত্তীর্ণ মনে করেননি।

মোপাসাঁর স্বনামে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ একখানি কাব্য Des Vers, ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুচ্ছে জীবনের অনাবৃত নগ্ন দিকটি অতি তীব্রভাবে বর্ণিত হয়েছিল—বোধহয় প্রকৃতিবাদী (naturalistic) কবি সাহিত্যিকদের প্রভাবে। এই কবিতাগুচ্ছে জীবনের কদর্য, অশালীন ও অবক্ষয়ী রূপের নির্ভেজাল বর্ণনা দেখে ফরাসী সরকার শঙ্কিত হয়ে এটি বাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখালেন। অবশ্য কবিতাগুলির ঝাঁঝালো ও নিষিদ্ধ বর্ণনার তীব্রতা বাদ দিলে সাহিত্যের উৎকর্ষের

www.BanglaBook.org

দিক থেকে এই কবিতাগুচ্ছকে বোদলেয়রের (১৮২১-৬৭)* Les fleurs du mal-এর সমতুল্য বলা যায় না।

এই ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দেই মোপাসাঁর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আজ যে তিনি ছোটগল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে পরিগণিত, চেকভকেও যে মাথায় ছাড়িয়ে গেছেন, তার প্রথম সূচনা এই বছর থেকেই শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লোবেয়রের (১৮২১-৮০) কথাও উল্লেখযোগ্য। Madame Bovary-র লেখক ফ্লোবেয়র ফরাসী সাহিত্যে বাস্তব জীবনের চিত্রাঙ্কনে অসাধারণ কুশলতা অর্জন করেছিলেন, এবং যাঁর শিল্পরীতি হেনরি জেমস তুর্গেনিভ প্রভৃতি সাহিত্যজগতের দিকপালেরা অনুসরণ করছিলেন, তাঁর লেখার রীতি বা le mot juste অর্থাৎ যথার্থ শব্দপ্রয়োগকৌশল পাঠক ও লেখকদের চমৎকৃত করেছিল, মোপাসাঁ প্রথম যৌবনে সেই ফ্লোবেয়রের গভীরতর সান্নিধ্যে আসেন—এ তাঁর পরম সৌভাগ্য। বাল্য-কৈশোরে শেকস্‌পীয়র-প্রীতি ও সাহিত্যরসিক শিক্ষকের সাহচর্য এবং পরিণত বয়সে ফ্লোবেয়রের আদর্শ ও উপদেশ তাঁকে লেখক থেকে শিল্পীতে রূপান্তরিত করেছিল। ফ্লোবেয়রের সঙ্গে তাঁর মাতুলবংশের পরিচয় ছিল, সেই সূত্রে তিনি এই বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে পরিচিত হন। শুধু পরিচয় নয়, ছ'-সাত বছর ধরে তিনি ফ্লোবেয়রের কাছে নিত্য যাতায়াত করতেন, গল্প রচনায় শিক্ষানবিশি করতেন—এককথায় ফ্লোবেয়র ছিলেন মোপাসাঁর একমাত্র আদর্শ। ফ্লোবেয়রের সঙ্গীসাথী তুর্গেনিভ, দোদে, জোলা প্রভৃতি লেখকদের সঙ্গেও যুবক মোপাসাঁ পরিচিত হলেন। এই নবীন লেখক প্রবীণ ফ্লোবেয়রের কাছ থেকে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন—জীবন সম্বন্ধে নিস্পৃহ বাস্তব দৃষ্টি এবং সংযত পরিমিত মাপাজোখা বাক্‌রীতি।

১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) আরও কয়েকজন তরুণ লেখকের গল্পসহ একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। জোলা নিজের সাহিত্য সৃষ্টিতে ফ্লোবেয়রের বাস্তব ভঙ্গীতেই সন্তুষ্ট হলেন না বা সেখানেই থেমে থাকলেন না, তাকে অতিক্রম করে প্রকৃতিবাদে (naturalism) পৌঁছাতে চেষ্টা করলেন এবং জীবনকে বৈজ্ঞানিকের মতো তন্ন তন্ন করে ছিঁড়ে খুঁড়ে তার আসল স্বরূপ উপলব্ধি করার দিকেই ঝুঁকলেন। সমকালীন মানুষকে তিনি সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে আবির্ভূত দ্বিপদ জীবনের আধুনিক সংস্করণ বলে মনে করলেন। যে-সমস্ত তরুণ লেখক এই ধরনের মনোভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন জোলা স্বভাবতই তাঁদের উৎসাহ দিতেন। তাঁরই উৎসাহে ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের দিকে তাঁর একটি গল্পসহ কয়েকজন তরুণ লেখকের গল্প নিয়ে যে সঙ্কলন প্রকাশের চেষ্টা করতে লাগল, মোপাসাঁকে তিনি তাতে একটি গল্প দিতে বললেন। এই সঙ্কলনটি ঐ ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দেই Les Soirées de Médan নামে প্রকাশিত হল। এর লেখক হলেন স্বয়ং জোলা, মোপাসাঁ এবং আরও চারজন

* চার্লস পিয়ের বোদলেয়র (১৮২১-৬৭)-এর ব্যক্তিগত জীবন খানিকটা মোপাসাঁর মতো। তিনি মোপাসাঁর মতো অল্প বয়সে রোগে ভুগে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে প্রায় পাগল হয়ে যান। এমন কি শেষ জীবনে নিজের নামটাও মনে করতে পারতেন না, আর্শিতে দেখে নিজের মুখও চিনতে পারতেন না।

www.BanglaBook.org

তরুণ লেখক।* জোলা একটি গল্প (Attaqua du Moulin') দিলেন তরুণ লেখকদের উৎসাহ দেবার জন্য। তাঁরই অনুরোধে মোপাসাঁ উক্ত সংকলনে লিখলেন সেই বিখ্যাত গল্প—'চর্বির তাল' (Boule de Suif') এটি তাঁর স্বনামে-লেখা প্রথম গল্প প্রথম গল্প, কিন্তু প্রাথমিক ত্রুটিবিচ্যুতি, দুর্বলতা, বিহ্বলতা নেই। এর পূর্বেও তিনি অনেক গল্প লিখেছিলেন, অবশ্য নাম গোপন করে। কোন কোন সাময়িকপত্রে এগুলি প্রকাশিতও হয়েছিল। তবে তাঁর 'চর্বির তাল' গল্পটিকেই স্বনামে লেখা প্রথম মুদ্রিত গল্প বলে ধরতে হবে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, তারও আগে নাকি 'সাইমনের বাবা' গল্পটি লেখা হয়েছিল।

তাঁর প্রথম গল্প তাঁকে রাতারাতি খ্যাতি এনে দিল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখায় মেতে উঠলেন। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ও গ্রন্থ ব্যবসায়ীরা তাঁর দুয়ারে ধর্ণা দিতে লাগল—গল্প চাই, আরও গল্প। কারণ প্যারিস তখন তাঁর গল্পের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে, সালোঁতে সালোঁতে তার গল্প নিয়ে আলোচনা চলেছে। অবশ্য শিষ্যের এই গৌরব ফ্লোবেয়র দেখে যেতে পারেননি। মোপাসাঁর 'চর্বির তাল' প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফ্লোবেয়রের মৃত্যু হয়।

মোপাসাঁ ক্রমাগত লিখে চলেছেন, তিনশ' গল্প, ছ'টি উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী—কী নয়? সব লেখা একসঙ্গে প্রকাশ করলে ত্রিশখানি মোটা মোটা খণ্ড হতে পারে। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে ছদ্মনামে লেখা তাঁর রচনাগুলিকে না হয় হিসেব থেকে বাদ দেওয়াই গেল। ছোটগল্পে তিনি ফরাসী জাতির বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজকে অসীম কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুললেন, যেন তাদের নতুন করে সৃষ্টি করলেন। নর্মাণ্ডির কৃষক, অভিজাত সমাজ, প্যারিসের উঠতি বড়লোক, পড়তি ধনী, দরিদ্র কেরাণী, নানা জাতের স্ত্রীচরিত্র—সমস্ত কিছুকে আশ্চর্য নিস্পৃহতা অথচ সহৃদয়তার সঙ্গে ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর ফলপ্রসূ গৌরবোজ্জ্বল সাহিত্যজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, বড় জোর দশ-এগারো বছর এর পরমায়ু। ১৮৮০ থেকে ১৮৯১ সাল—এই ক'বছরেই তিনি বিশ্বের ছোটগল্পকে একশ' বছর এগিয়ে দিয়ে গেলেন। জীবিতকালেই তাঁর গল্প বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে স্বীকৃত হয়েছে, লেখকরা তাঁর রীতি ও আঙ্গিক অনুসরণ করেছেন, এমন কি ক্লাসিক লেখকের মতো তাঁর গল্প উচ্চ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে।

সরস্বতীর কৃপায় মোপাসাঁ লক্ষ্মীর কৃপাও লাভ করেছেন, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গল্প লিখে বিপুল অর্থোপার্জনের আদর্শ পৃথিবীতে তিনিই স্থাপন করেছেন। প্রকাশকদের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট পারিশ্রমিক পেয়েছেন, দরিদ্র কেরাণী এবার ধনীর মতো আরামবহুল জীবনের মুখ দেখলেন, একাধিক ভিলা ক্রয় করলেন, মা ও ছোট ভাইকে প্রচুর অর্থসাহায্য করতে লাগলেন। দুঃস্থ সাহিত্যিকেরাও তাঁর উদার অকৃপণ হৃদয়ের স্পর্শ পেলেন, অনেককেই তিনি আর্থিক সাহায্য করতেন।

* এই চারজন হলেন Huysmans, Ceard, Hennique এবং Aloxis। পরে এঁরা সাহিত্যজগতে সুপরিচিত হয়েছিলেন, কেউ কেউ শেষে জোলার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র ধারায় চলতে আরম্ভ করেন। হুসমান শেষজীবনে পুরোপুরি অধ্যাত্মবাদী ক্যাথলিক মতে প্রবেশ করেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যক্তিগত জীবনে মোপাসাঁ বেপরোয়া হলেও শেষদিকে শারীরিক ব্যাধি এবং তাঁর ফলস্বরূপে মানসিক বিষন্নতায় আক্রান্ত হলেন—সে কাহিনী বড় বেদনাদায়ক। কেরাণীজীবনে এবং প্রথম দিকের সাহিত্যে শিক্ষানবিশিকালে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ফলে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। স্বাস্থ্যহানি হওয়ার অন্য কারণও ছিল। অতিপরিশ্রমে ক্ষয়ব্যাধিতে তাঁর মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু তা হল না। প্রথম যৌবনের অনাচার ও লাম্পট্যের ফলে তিনি দুরারোগ্য উপদংশ ব্যাধির দ্বারা ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হলেন। তখন য়ুরোপে সিফিলিস ও গণোরিয়ার ভালো চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেওয়ার ফলে তাঁর শরীরের উপর ব্যাধির চাবুক পড়ল। অনুমান করতে বাধা নেই, নারীঘটিত ব্যাপারে তিনি ছিলেন বোহেমিয়ান—ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন্ ফরাসী সাহিত্যিকই বা ছিলেন না? তাঁর বহু রচনায় নরনারীর যৌনজীবন সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে বে-আব্রু বর্ণনা আছে, যার কিছুটা পর্নোগ্রাফির ধার ঘেঁষে যায়, এবং যার ফলে, টলস্টয় তাঁর প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়েও, এই রিরংসাতপ্ত লোল বর্ণনার জন্য তাঁকে নানা প্রসঙ্গে ভর্ৎসনা করেছেন—সে সমস্ত গল্পকাহিনীর কাল্পনিক ব্যাপারের মূলে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, নৈরাশ্য ও অশান্তির করাল অঙ্গুলিপেষণ আছে কিনা মনো-বৈজ্ঞানিকেরা বিবেচনা করবেন। সে যাই হোক, সিফিলিসের বিষ প্রথমে তাঁর দেহকে নিস্তেজ করে আনল; বিশাল, দীর্ঘ, ঋজুদেহী এই নর্মান ক্রমেই নুব্জ হয়ে পড়লেন। বহু ডাক্তার বৈদ্যের শরণাপন্ন হলেন কিন্তু এই নির্মম, 'ফেরঙ্গ ব্যাধি' থেকে তাঁকে কেউ মুক্ত করতে পারল না। ক্রমে দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হল, শরীরের সামর্থ্য চলে গেল—তবু তিনি লিখে চললেন। অবশেষে সিফিলিস দানব তাঁর মনের উপর প্রখর নখরাঘাত করল। ইতিমধ্যে আবার তাঁর ছোট ভাই উম্মত্ততারোগে আক্রান্ত হয়ে পাগলাগারদে আশ্রয় নিলেন, পরে সেই অবস্থায় মারা গেলেন। কনিষ্ঠের এই শোচনীয় পরিণাম দেখে তিনি ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরও কি ঐ একই পরিণাম নাকি? ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রথম বুঝতে পারলেন, তাঁর মানসিক সুস্থতা বিদায় নিতে চলেছে। বোধহয় তিনিও কনিষ্ঠের মতো পাগল হয়ে যাবেন। ভাবলেন, পাগল হওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

মোপাসাঁ দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর অনুরাগী ও বিশ্বস্ত পরিচালক ফ্রাঁসিয় দু'বারই তাঁকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করলেও পাগলাগারদের লৌহ-বেষ্টনী থেকে তাকে আর রক্ষা করা গেল না। উম্মাদ মোপাসাঁ কনিষ্ঠের মতোই পাগলাগারদে অবরুদ্ধ হলেন। মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে তাঁকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হল, সেই বিকল মানসিক অবস্থায় দেহেমনে জীর্ণ হয়ে মোপাসাঁ মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে (১৮৯৩) কবরের হিমস্তব্ধ অন্তরালে শেষ শয্যা নিলেন।

স্ফূর্তিবাজ মোপাসাঁ হয়তো তন্ন তন্ন করে নারীদেহ খুঁজেছেন, কোথায় তাঁর সেই হারানো আধখানা, প্লেটো তাঁর Symposium-এ যার কথা বলেছেন। তাই উত্তর-জীবনে মোপাসাঁ বিষন্ন, নিরুৎসুক ও একাকী। কি ভয়াবহ সেই নির্জন একাকীত্ব। 'নিঃসঙ্গতা' ('Solitude') গল্পটি কি তাঁরই আত্মজীবনীর ছিন্নপত্র?

একদিন রাত্রে তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে নৈশাহার সেরে খুশি খুশি মনে লেখক ও তাঁর এক পুরাতন বন্ধু রাস্তায় পদচারণা করছেন। প্যারিসের গভীর রাত্রি। জনকোলাহল

www.BanglaBook.org

নেই, শান্ত নীরব ছায়াচ্ছন্ন তরুবীথিকায় দুই বন্ধু হেঁটে চলেছেন। বন্ধুটি মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন : আমরা কেউ কাউকে চিনি না, বুঝি না, মরুপ্রান্তরের মধ্যে আমরা যেন একাকী হেঁটে চলেছি। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, কাছে আসি, কিন্তু অপরিচয়ের দেওয়াল কিছুতে অতিক্রম করতে পারি না। নারীসাহচর্যে আমরা আরও বেশী করে বুঝি যে, আমরা কত একা-একা, একের সঙ্গে অপরে কত অপরিচিত। যখন মিলনমুহূর্তে আমাদের দ্বৈতসত্তা এক হয়ে যায়, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করি, কত একা আমি—পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে আমার দুস্তর ব্যবধান। দে মুসে তাই বুঝি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন—

Who comes ? Who calls me ? No one—
I am alone. One O'clock strikes
O Solitude ! O Misery !

রাত্রি গভীর। বিদায় নেবার সময়ে বন্ধুটি লেখককে বললেন : "As to myself, now I have closed my soul. I tell no more to any body what I believe, what I think or what I love Knowing myself condemned to this horrible solitude. I look upon things Without expressing my opinion. what matter to me opinions, quarrels pleasures or beliefs ! Being unable to participate with any one. I have withdrawn myself from all."

এই যে জগৎ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা, মোপাসাঁ কি শেষজীবনে এই একাকীত্ব-বোধের দ্বারা অধিকতর পীড়িত হয়েছিলেন ? তাঁর গল্প-কাহিনীতে অনেক হালকা ছবি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, নৈরাশ্য, পীড়ন, নির্মমতা, ভণ্ডামি ও অনাবৃত যৌনজীবনের বাস্তব চিত্র আছে। দুঃখী নরনারীর প্রতি আছে অন্তহীন সহানুভূতি, অভিজাত সমাজের ভণ্ডামির প্রতি তীব্র-তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাস্ত্র বর্ষণ। তবু মনে হয়, জনারণ্যের মধ্যে মোপাসাঁ যেন একাকী, নিঃসঙ্গ উদাসীন।

মাঝে মাঝে তিনিও কি মেতেরলিংক্-এর নাটকের মতো মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেতেন ? তাঁর Bel-Ami উপন্যাসে জীবনের গভীর প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। তাতে এক বৃদ্ধ কবি একজন তরুণকে বলেছেন 'সেই বুড়িটা আমাকে ধরে ফেলেছে, আমার দাঁত কেড়ে নিয়েছে, চুল তুলে ফেলেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেঁকেচুরে অবশ হয়ে আসছে, এবার আমাকে সে গিলে খাবে। এখন আমি পুরোপুরি তার কব্জার মধ্যে চলে গেছি। বিড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে, সেও আমাকে নিয়ে সেইভাবে খেলা করছে। কারণ সে জানে আমি পালাতে পারব না। খ্যাতি, ঐশ্বর্য—এসবে কি হবে ? এই নিরন্তর মৃত্যুভীতির মধ্যে একমাত্র নারীর প্রেমই সান্ত্বনা—কিন্তু তাও ভাগ্যে জোটে না, অথবা মৃত্যু এসে প্রেমকেও গ্রাস করে। পরে স্বাস্থ্য হরণ করে, শক্তি কেড়ে নেয়—অবশেষে জীবনটাকে গ্রাস করে। সকলের ভাগ্যই এইরকম, তার হাত থেকে কেউ বাঁচবে না।

হয়তো মোপাসাঁ নিজের বিষণ্ন অস্তিত্ব থেকে জীবনের নিদারুণ পরিণাম বুঝতে পেরেছিলেন। সারাজীবন তিনি কি খুঁজেছেন ? নারীর দেহ, না দেহাতিরিক্ত প্রেম ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবহেলিতকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেওয়া, অভিজাত সমাজের নষ্টামিকে আঘাত করা—এসব কি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল? টলস্টয় যাকে বলেছেন "Painful condition of isolation, spiritual isolation of man" তিনি কি সেই "isolation"-এর দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন? প্রত্যক্ষতঃ তিনি এর জবাব দেননি। কিন্তু তাঁর রচনা থেকে মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি বোধহয় মৃত্যুবন্ধ্যার পদধ্বনি শুনেছিলেন, জীবনে একা থাকার ব্যথা, নির্জনতার যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও তখন তাঁর চারিদিকে অসংখ্য মুগ্ধ ভক্তের আনাগোনা চলেছে। সে যাই হোক, মোপাসাঁ এখনও পর্যন্ত অসাধারণ জনপ্রিয় লেখক। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ সভ্য ভাষায় তাঁর বহু গল্পের অনুবাদ হয়েছে, দেশে দেশে গল্পলেখকরা তাঁকে শিরোধার্য করেছেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের Illustrated London News পত্রিকায় জর্জ মুর বলেছিলেন, জনপ্রিয় লেখকদের আয়ু বড়জোর পঞ্চাশ বছর। মোপাসাঁর ছোটগল্প তা মিথ্যা প্রমাণ করেছে। তাঁর জনপ্রিয়তা শুধু পাঠকমহলে সঞ্চারিত হয়নি, লেখক-সমাজেও তিনি সমভাবে বল্লভতা লাভ করেছেন। একালের পাশ্চাত্য জগতের খ্যাত-অখ্যাত সাহিত্যিকেরা—সকলেই অল্পাধিক মোপাসাঁর মানস-সন্তান। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুর প্রতি কেউ আকৃষ্ট, কেউ তাঁর রচনার "simplicity, lucidity, restraint and remorseless insight"-এর জন্য যে-কোন গল্প লেখকের তুলনায় তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে চান। শুধু তাঁর সাহিত্যাদর্শ নয়, কেউ কেউ তাঁর জীবনযাপনের প্রণালীকেও নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে উৎসুক।

অবশ্য কেউ কেউ *বলবেন, তাঁর প্রতিভা বিচিত্র হলেও বিশাল নয়, ব্যাপক হলেও গভীর নয়, চিত্তহারী হলেও হৃদয়বিদারী নয়। তার কারণ মুখ্যতঃ মোপাসাঁ ছোটগল্প লেখক। মহাকাব্য, নাটক, এমন কি উপন্যাসেও যে ধরনের বিশালতা ও গভীরতা সৃষ্টি করা যায়, ছোটগল্পে বোধ হয় ততটা সম্ভব নয়। মোপাসাঁ ছ'খানি উপন্যাস লিখেছিলেন। তার দু'একটিতে প্রতিভার স্বাক্ষর থাকলেও ছোটগল্প না লিখে শুধু উপন্যাস লিখলে তিনি তাঁর নিজের দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর প্রতিভার যা কিছু শ্রেষ্ঠ বিকাশ তা হচ্ছে ছোটগল্প। এই ছোটগল্পের মায়ামুকুরে তিনি জীবনের অদ্ভুত রূপ প্রতিফলিত করেছেন। তার অনেক পরিচয় এই খণ্ডের বাংলা অনুবাদে পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করতে পারবেন।

মোপাসাঁ হয়তো প্রথমে মনে করেছিলেন, সুন্দর কিছু পরিবেশন করাই তাঁর প্রধান কাজ ("faire quelque chose de beau")। Pierre et Jean উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"Consolez moi, amusez-moi, attristez-moi,

---

*Yet if technical Perfection is a great asset for a writer, it does not include all other virtues; the art of Maupassant is admirable, but one can admire without loving it supremely. His poignant sense of life leaves out too much of life's poetry, of its finer shades, and of what is unutterable in both its sweetness and its misery: one may prefer Chekov or Katherine Mansfield." (A History of Frence Literature—Kazamian)

www.BanglaBook.org

attendrissez-moi, faites moi rever, faites mio rire, faitos-moi fremir, faites-moi pleurer, faites-moi penser. Seuls quelques esprits d'elite demandent a l'artiste : faites-moi quelque chose de beau la forme que vous conviendra le mieux d'apres votre temperament." লেখকের কাছে পাঠক প্রত্যাশা করে—লেখক তাকে দুঃখে সান্ত্বনা দেবেন, পুলকিত করবেন, বিষণ্ণ করবেন, পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করবেন, তাকে স্বপ্ন দেখাবেন, হাসাবেন, ভয়ে কাঁপাবেন, কাঁদাবেন, তাকে ভাবিয়ে তুলবেন। কেবল দু'-একজন মরমী পাঠক চাইবে—লেখক যেন নিজের মতো করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন।

পাঠকের হুকুম মেনে নিজের সাহিত্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার পাত্র তিনি ছিলেন না। প্রকৃতিবাদী জোলার দলে কিছুকাল থাকলেও, কোন সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর মানসিক সংযোগ দৃঢ় ছিল না। শিল্প-সাহিত্যগত কোন dogma তাঁকে বেশী-দিন পরিচালিত করেনি। এদিক দিয়ে তিনি অতিশয় স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। বিত্তের প্রলোভন বা দলগত ব্যবহার দ্বারা নিজের সাহিত্যরুচিকে কদাচিৎ তিনি প্ররোচিত করেছেন। অথচ তখন একদিকে হুগো এবং অপরদিকে জোলা, ফ্লোবেয়র প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত সাহিত্যগোষ্ঠী ফরাসী সাহিত্যিক ও পাঠকসমাজকে ইচ্ছা-মতো ঘোরাচ্ছিল, ফেরাচ্ছিল। সেই দলে পুরোপুরি ভিড়ে গেলে তাঁকে দোষ দেওয়া যেত না। কিন্তু মোপাসাঁ তাঁর গল্পে বিশেষ দলের মত প্রচার করতে চাননি, বা কোন চিহ্নিত সামাজিক বা দার্শনিক আদর্শকেই গল্পে তুলে ধরবার জন্যে সাহিত্যে অবতীর্ণ হননি। তিনি ধাবমান মিছিল থেকে দুটি-একটি নরনারীকে তুলে নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির করেছেন। ফ্লোবেয়র-জোলার মতো সাহিত্যের আদর্শগত বা নীতিঘটিত তাঁর কোন জিজ্ঞাসাও ছিল না। তিনি প্রথমতঃ ছিলেন শিল্পী, এবং শেষতও তাই।

মোপাসাঁর গল্পের রস কখনও পানকরসের মতো স্বাদু স্নিগ্ধ; কখনও তা তীব্র উত্তেজক গৌড়ী সুরা। কখনও কটু-তিক্ত-কষায়, কখনও সুমিষ্ট মোদকখণ্ড। কখনও তিনি চঞ্চল কৌতুকপ্রবণ; নারীদেহের অকারণ অনাবৃত বর্ণনায় উল্লসিত, কখনও নিরুৎসুক, বিষণ্ণ, আত্মলীন—জীবনের অনিবার্য অন্তিম নিয়তির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি। তাই তাঁর গল্পের আবেদন এক-এক জনের মনের কাছে এক-এক রকম। মার্কিনী লেখক ও সমালোচকেরা তাঁকে মাথায় তুলে নৃত্য করেছেন, য়ুরোপের অনেক লেখকও তাঁর কাছ থেকে গল্প লেখার আর্ট শিক্ষা করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তিনি জীবন যবনিকা তুলে তার নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে সক্ষম হননি, বা ইচ্ছা করেননি। জোহান বয়ার (Johan Bojer) বলেছেন, "As far as I am concerned, he is the greatest writer France has produced." তিনি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন, তাঁর যা কিছু সাহিত্যকর্ম, সবই মোপাসাঁর কাছ থেকে পাওয়া। অপরদিকে সমালোচক লুকাস (F. L. Lucas) মোপাসাঁ ও চেকভের তুলনা করে বলেছেন যে, মোপাসাঁ চেকভের মতো হৃদয়ের গভীরে নামতে পারেননি, জীবনরহস্যও ততটা উদ্ঘাটিত করতে পারেননি। তাঁর রচনায় কোন রহস্যকুহেলিকা বা অস্পষ্টতা সন্ধ্যার ধূসরধূমল ছায়াপটও নেই। "He is the clear French sunlight with no mists"। টলস্টয় মোপাসাঁর রচনাকার্যের প্রচুর প্রশংসা

www.BanglaBook.org

করেছেন, কিন্তু লেখকের অকারণ কামচিত্রাঙ্কন এবং নরনারীর যৌন সম্পর্কের খোলাখুলি বিবরণ আদৌ বরদাস্ত করতে পারেননি। সর্বোপরি এই ফরাসী লেখকের জীবননীতি সম্পর্কে অবহেলা ও উদাসীনতা শ্রেষ্ঠ রুশ মনিষীকে তাঁর প্রতিভার প্রতি প্রতিকূল করে তুলেছিল। বিশেষ ধরনের ধর্ম, নীতি ও আদর্শের প্রতি আনুগত্য থাকলে রসবোধ যে কি পরিমাণে বিপর্যস্ত হয় টলস্টয়ই তার বড় দৃষ্টান্ত। সেকালের দু'একজন নীতিবাগীশ ফরাসী সমালোচকও মোপাসাঁর যৌনবোধের বাড়াবাড়িকে পছন্দ করতেন না। তিনি যে বিচিত্র প্রতিভাধর লেখক, তা তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত থেকেই বোঝা যাবে। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। পাঠক পাঠিকারা এই প্রথম খণ্ডের গল্প-উপন্যাস থেকেই তাঁর শিল্পকর্মের কিছু পরিচয় পাবেন। 'কিছু' এইজন্য বলছি যে, অনুবাদে আসলের পুরো রস পাওয়া যায় না, দুধের স্বাদ আর কবে ঘোলে মেটানো যায়? পরের মুখে ঝাল খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যপাঠের পুরো আনন্দ অনুবাদে নয়, মূল থেকে নিয়ে ভোগ করতে হয়। কিন্তু আয়ু যখন স্বল্প এবং শাস্ত্র যখন বহু, তখন অনুবাদ ছাড়া সাধারণ পাঠকের গত্যন্তর নেই। বলাবাহুল্য এই গল্পগুলির বাংলা অনুবাদ বেশ স্বচ্ছন্দ হয়েছে, পড়বার সময়ে কোথাও কোন বাধা উপস্থিত হয় না, খট্‌কা লাগে না। অনুবাদকের এর চেয়ে বড় গৌরব আর কী হতে পারে? বিশেষতঃ এ যখন অনুবাদের অনুবাদ, অর্থাৎ ফরাসীগল্পের ইংরেজী অনুবাদ থেকেই এগুলি বাংলায় অনূদিত হয়েছে—তবু আমার দিক থেকে বলতে পারি লেখকের অনুবাদ বেশ স্বচ্ছন্দ ও আনন্দপ্রদ। পাঠক-পাঠিকা মোপাসাঁর এই অনুবাদ থেকে নিজেরাই আনন্দ উপভোগ করুন এবং মোপাসাঁ সম্পর্কে মতামত গড়ে তুলুন, অনুবাদকের সঙ্গে আমিও তাই কামনা করি।

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলা বিভাগ,
১৯৭৪

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বেল-আমি

ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে ভাঙ্গানির পয়সা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ল জর্জ দ্যুরয়।

এমনিতেই চেহারা ভাল দ্যুরয়ের; তার উপর সামরিক শিক্ষা আছে। বাইরে বেরিয়ে খাড়া হয়ে একবার দাঁড়াল দ্যুরয়; মোচে একবার তা দিল; তারপর দৃষ্টিজাল নিক্ষেপ করে চারপাশের সব কিছুকে প্রত্যক্ষ করল।

উপস্থিত মেয়েরাও একবার দ্যুরয়ের পানে তাকাল। মেয়েরা বলতে ছিল মোট ছয়জন—হোটেলের তিনজন কমবয়সী মেয়ে কর্মচারী, একজন মধ্যবয়সী সঙ্গীত-শিক্ষিকা; পরনে তার ময়লা আর আলুথালু পোশাক, আর দুজন দোকানদারের স্ত্রী যারা তাদের স্বামীর সঙ্গে বসে খাচ্ছিল। এরা সবাই কিন্তু এই সস্তা দামের হোটেলের রোজকার খরিদ্দার।

যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়াল দ্যুরয়। নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করল এখন সে কি করবে। সেদিন ২৮শে জুন, মাস শেষ হতে দুদিন তখনো বাকি। অথচ তার হাতে আছে মাত্র তিন ফ্রাঁ ও চল্লিশ সেন্তিমে। এই নিয়ে তাকে মাসের এই শেষ ক'টা দিন চালাতে হবে। এর মানে হচ্ছে এই যে হয় তাকে লাঞ্চ ছাড়া দুটো মাত্র ডিনার খেতে হবে অথবা ডিনার ছাড়া দুটো লাঞ্চ খেতে হবে। সে ভাবল, এর আগে দেখা গেছে লাঞ্চ খেতে কুড়ি স্যু করে লাগে আর ডিনার খেতে লাগে তিরিশ স্যু; সুতরাং যদি দুটো মাত্র লাঞ্চ খায় তাহলে তার কাছে এক ফ্রাঁ কুড়ি সেন্তিমে অবশিষ্ট থাকবে। তাহলে সে তাই দিয়ে বুলভার্ডে গিয়ে দুটো রাত ফুর্তিতে কাটাতে পারবে এবং যেটা তার পক্ষে একরকম অমিতব্যয়িতারই পরিচয় হয়ে দাঁড়াবে। এ কথা ভাবতে ভাবতে সে রু দ্য নোতার ড্যাম হোটেল থেকে নেমে এল।

আগেকার মত লম্বা লম্বা পা ফেলে বুক ফুলিয়ে হাঁটতে লাগল দ্যুরয়; যেন সে এইমাত্র ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে এসেছে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে কোন জায়গা থেকে আসার পর। পথের ভীড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল সে। তার পুরনো টুপীটা মাথার একপাশে কাৎ করে পরে ফুটপাতের একধার দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে দেখেও দেখছে না। পথের দুপাশের মানুষ, ঘর-বাড়ি, এমন কি সারা শহরটার সব কিছুকে হেলাভরে উপেক্ষা করে চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে সে যেন মনে মনে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে এখন সৈনিক না থাকলেও একজন মরিয়া বীর সৈনিকের অহঙ্কার আজও বেশ কিছুটা তার বুকে রয়ে গেছে।

তার পরনের স্যুটটার দাম ছিল ষাট ফ্রাঁ। তবু সেটাকে দেখে হালফ্যাশানের বলেই মনে হচ্ছিল। তার চেহারাটা লম্বা, সুগঠিত আর সুন্দর। তার কোঁকড়ানো মোচটা শেষপ্রান্তে একটু বাঁকা। তার চোখ দুটো ছিল নীলচে আর উজ্জ্বল, মাথার

www.BanglaBook.org

চুলগুলো কোঁকড়ানো আর বাদামী রঙের ; সে চুলের মাঝখানে সিঁথি। কোন জনপ্রিয় রোমান্সের বই-এর বেপরোয়া নায়কের মত দেখাচ্ছিল তাকে।

বুলভার্ডে এসে আবার একবার থমকে দাঁড়াল জর্জ দুরয়। সে কি করবে সে বিষয়ে তখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারল না সে। এখন আবার সে ভাবল এক নতুন কথা। ভাবল শ্যাম্প এলিসী এ্যাভেনু দ্য বয় বুলোনে গিয়ে গাছের মুক্ত হাওয়া খাওয়ার কথা। তবে আর একটা ইচ্ছার যন্ত্রণা অনুভব করল সে মনে মনে সে ইচ্ছা হলো ভালবাসাবাসির ইচ্ছা।

এর শেষ পরিণতি কোথায় তা সে জানে না। তবু একথা সে তিনমাস ধরে দিনরাত ভেবে আসছে। তার সুন্দর চোখ আর বীরত্বব্যঞ্জক চেহারাটার জন্য এখানে দু এক টুকরো ভালবাসা এর আগে যে সে পায়নি তা নয়, কিন্তু সে চাইছিল আরও উন্নত ধরনের ও এক পূর্ণাঙ্গ ভালবাসা।

নিজে সে অভিজাত ঘরের ছেলে হলেও নীচু জাতের মেয়েদের প্রতি তার একটা কেমন যেন সহজাত প্রীতি ছিল। তাদের খাওয়া দাওয়া ও আমোদ প্রমোদের রীতি সে পছন্দ করত। তাদের সঙ্গে সে মিশতে, কথা বলতে, রঙ্গ রসিকতা করতে চাইত এবং নিজেকে তাদের খুব কাছের মানুষ বলে মনে করত। সে নিজে উঁচু জাতের হলেও তাদের প্রতি তার কোন সহজাত ঘৃণা ভাব ছিল না।

ম্যাদলেন কাফের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে। সেখানে বহু তাপক্লিষ্ট মানুষের ভিড়। বড় কাফে বলে সেখানে খরিদ্দারের এত ভিড় যে সে ভিড় দোকান ছাপিয়ে ফুটপাতে নেমে এসেছে। রাস্তার আলোয় তাদের জল খেতে দেখা যাচ্ছিল। তার গতিবেগ মন্দ করে দিল দুরয়। এক তীব্র পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে আসছিল তার।

গ্রীষ্মসন্ধ্যার এক নিবিড় তৃষ্ণা পেয়ে বসল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে শীতল পানীয় গলাধঃকরণের এক মনোরম তৃপ্তির অনুভূতি কল্পনা করে নিল সে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় যদি সে সে পানীয় গ্রহণ করে তাহলে তার আর কোন ডিনার খাওয়া চলবে না। মাসের শেষে হাত টানাটানির এই নিদারুণ ঘটনার সঙ্গে ভালই পরিচয় আছে তার।

সে মনে মনে বলল, রাত দশটা পর্যন্ত আমাকে ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে। তারপর আমি না হয় আমেরিকান কাফেতে গিয়ে মদ পান করব। এখন আমার খুব পিপাসা লাগলেও তা সহ্য করতে হবে। টেবিলে বসে যারা মদ খাচ্ছিল, যারা ইচ্ছামত মদ পান করছিল তাদের দিকে একবার তাকাল দুরয়। বেশ একটা হাসিখুশি আর গর্বের ভাব নিয়ে যেতে যেতে সকলের পোশাক আর চেহারার পানে তাকিয়ে কার কাছে কত টাকা পয়সা আছে তা আন্দাজ করতে লাগল। আপন আপন আসনে বসেথাকা সেই সব মানুষগুলোকে দেখে রাগ হতে লাগল তার। তাদের প্রত্যেকের পকেট খুঁজলে তাতে সোনা রূপা বা তামার মুদ্রা কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। গড়ে প্রত্যেকের কাছে অন্তত ছ' লুই করে আছে। সারা কাফেতে একশো লোক থাকলে মোট দুশো লুই অর্থাৎ চার হাজার ফ্রাঁ আছে। এদের মধ্যে একজনকেও যদি সে অন্ধকার রাস্তার কোন কোণে একা পেত তাহলে বিনা দ্বিধায় তার ঘাড়টা মটকে দিত, গাঁয়ে থাকার সময় ঠিক যেমন করে সে মুরগী মারত।

হঠাৎ দুই বছরের আফ্রিকাবাসের কথা মনে করল সে। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে

www.BanglaBook.org

ছোট্ট একটা ঘাটিতে সে যখন থাকত তখন সে কেমন করে আরবীয়দের ধরে সব লুট পাট করে নিত সেকথা সব মনে পড়ল একে একে। আর একটা কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল ও নিষ্ঠুর একফালি হাসি খেলে গেল তার মুখে। একবার উলেদ এ্যালেন উপজাতির একদল লোক তাদের হাতে ধরা পড়লে তারা কোনরকমে হাত ফস্কে পালিয়ে যায়। কিন্তু অল্পাকিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ধরা পড়ে যায় এবং তাদের তিনজন লোক মারা যায়। তাদের কাছ থেকে তখন ভেড়া, মুরগী, সোনা, টাকাকড়ি ও খাদ্যদ্রব্য যা পায় দুরয় তাতে তার ছটা মাস বেশ ফূর্তিতে কেটেছিল।

এত অপরাধ করত তারা কিন্তু কোন অপরাধীই ধরা পড়ত না কোনদিন। তাদের এই অপরাধের জন্য কেউ কিছু বলতও না, কারণ তখন ফরাসী সৈনিকদের কাছে আরব জাতির লোকেরা ছিল শিকারের বস্তু। সুতরাং যে যাকে পেত ধরে যথাসর্বস্ব লুটপাট করে নিত।

প্যারিসে কিন্তু অন্য ব্যাপার। কোমরে তরোয়াল ও হাতে রিভলবার থাকা সত্ত্বেও এখানে কেউ লুটপাট করতে পারবে না পথে। তা যদি কেউ করে তাহলে তাকে শহরের অসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে শাস্তি পেতে হবেই। হঠাৎ তার মনে হলো, কোন এক যুদ্ধজয়ের পর সে এক বিজিত দেশে এসে পড়েছে এবং দায়িত্বহীন এক সামরিক অফিসারের মত অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে। এই ধরনের একটা গূঢ় প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করল দুরয় তার অন্তরের অন্তঃস্থলে। তার আরো মনে হলো, তার দুবছরের সেই মরুভূমির জীবনটা ভালই ছিল একরকম। সেখানে সে চিরদিনের জন্য থেকে গেলেই ভাল হত। কিন্তু সেখানে সে তখন ভেবেছিল বাড়ি ফিরে এলে ভাল হবে, আশা করেছিল অনেক কিছুর। কিন্তু এখন—হায়! এখন তার বেশই আশা পূরণ হচ্ছে। হচ্ছে না ত কি?

তার তৃষ্ণার্ত স্বাদেন্দ্রিয়ের শুষ্কতাটাকে যেন পরীক্ষা করার জন্য তার জিবটাকে একবার চেখে নিল সে।

তার দুপাশে নির্বিকার জনস্রোত বয়ে যেতে লাগল। আর দুরয়ও সেখানে দাঁড়িয়ে সমানে ভাবতে লাগল, 'যেন একপাল শুয়োর! প্রত্যেকেরই ওয়েস্টকোটের পকেটে টাকা আছে।' জনস্রোতের উল্টোদিকে সে হাঁটতে শুরু করল এবং মুখে হাত দিয়ে একটা শীষ দিল। খুব একটা উঁচু গলায় না হলেও সুরটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। যে দুএকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গিয়েছিল তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করল ক্ষুব্ধ স্বরে। মেয়েদের দুএকজন বলল, 'কি অসভ্য?'

বন্দেভিল থিয়েটারটাকে ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমেরিকান কাফের সামনে গিয়ে আবার দাঁড়াল দুরয়। পিপাসার যন্ত্রণায় তখনো কতটা পীড়িত হচ্ছিল তার। দুরয় তাই প্রশ্ন করল নিজেকে, এ পিপাসার পীড়ন থেকে মুক্ত হবার জন্য কি একপাত্র মদও পান করবে না? মনস্থির করার আগে সেই উজ্জ্বল বড় দেওয়াল ঘড়িটার পানে তাকাল। রাত সওয়া ন'টা। সে নিজেকে ভালভাবেই জানে। তার সামনে সে এক গ্লাস মদ দেখতে পেলেই সে তা না খেয়ে পারবে না। কিন্তু তা যদি খায় তাহলে রাত্রি এগারোটার সময় কি খাবে?

ঠিক করে ফেলল দুরয়। 'আমি ম্যাদলেন পর্যন্ত যাব।' এই বলে সে ধীর গতিতে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল।

প্লেস দ্য অপেরার কাছে এসে মোটাসোটা চেহারার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো তার। তার মুখখানা দেখে তার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল, কোথায় যেন দেখেছে সে মুখটা। লোকটার পিছু পিছু সে যেতে লাগল। তার কথা আরো ভাল করে স্মরণ করার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর আপন মনে কিছুটা স্পষ্ট ও কিছুটা অস্পষ্টভাবে বলল, লোকটার সঙ্গে কোথায় যেন আমার পরিচয় হয়েছিল।

কিন্তু স্মৃতিটার মধ্যে অনেক খোঁজ করেও তার কথা মনে করতে পারল না। কিন্তু কিছু পরে তার স্মৃতির আলোর হঠাৎ ঝলকানিতে চকিতে মনে পড়ে গেল লোকটার কথা। মনে পড়ল লোকটার সঙ্গে তার যখন প্রথম আলাপ হয় তখন লোকটার বয়স অনেক কম ছিল এবং তার চেহারাটাও রোগা ছিল; তার পরনে ছিল সামরিক পোশাক। দুরয় চীৎকার করে উঠল, কী ফরেস্টিয়ার না? এই বলে লোকটার একটা কাঁধের উপর হাত রাখল। লোকটা তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমায় কিছু বলছেন মশাই?

দুরয় হো হো শব্দে জোর হেসে উঠল, আরে, তুমি আমায় চিনতে পারলে না?

না।

ষষ্ঠ বাহিনীর জর্জ দুরয়।

ফরেস্টিয়ার তখন হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, কী ব্যাপার! অনেক দিন পর। কেমন আছ বন্ধু?

খুব ভাল! তুমি?

খুব একটা ভাল না। আচ্ছা তুমিই ভেবে দেখ। আমার বুকের ভিতরটা খুবই দুর্বল, বারো মাসের মধ্যে ছমাস আমি কাশিতে ভুগি। আজ হতে বছর বার আগে প্যারিসে ফেরার সময় বুগিভ্যালে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে খুব সর্দি হয়। সেই সর্দি থেকেই কাশির সূত্রপাত।

তারপর ফরেস্টিয়ার তার পুরনো বন্ধু ও সহকর্মীর হাত ধরে তাকে বলল, একে একে তার অনেক কথা। বলল তার অসুখের কথা। এই অসুখের জন্য ডাক্তারদের সঙ্গে কি কি আলোচনা করেছে, ডাক্তাররা কি কি পরামর্শ দিয়েছে এবং তার মত লোকের পক্ষে এই অবস্থায় সে পরামর্শ মেনে চলা কত কঠিন তা সব বলল একে একে। একবার তাকে ডাক্তাররা শীতকালটা দক্ষিণাঞ্চলে কাটাবার জন্য বলেছিল। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? সে বিবাহিত এবং একজন উচ্চপদস্থ সাংবাদিক।

সে বলল, আমি হচ্ছি 'ভাই ফ্রাঁসোয়ার' সম্পাদক। আর 'সালাতের' জন্য সিনেটের অধিবেশনের সব ধারাবিবরণী লিখি। মাঝে মাঝে আবার 'প্লানেত' কাগজের জন্য সাহিত্য সমালোচনাও লিখতে হয়। এইভাবে আমি আমার পথ করে নিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছি।

কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে তার পানে চেয়ে রইল দুরয়। কত পরিবর্তন হয়েছে ফরেস্টিয়ারের জীবনে। সে এখন বেশ পরিণত। তার এখন চেহারা, চালচলন ও পোশাক প্রতিষ্ঠাবান লোকের মত। সুখী মানুষের মসৃণ জীবনযাত্রার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার উপর। আগে কিন্তু সে ছিল খুব রোগা, খিটখিটে আর হালকা মেজাজের; সব সময় হৈ চৈ করতে এবং কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া বাধাতে ভালবাসত। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যেই প্যারিস তাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। এখন সে হয়ে উঠেছে মোটাসোটা আর ভারিক্কি মেজাজের। দুএকটা পাকা চুল দেখা দিয়েছে

www.BanglaBook.org

কপালের আশেপাশে। যদিও তার বয়স এখনো সাতাশের বেশী হয়নি।

ফরেস্টিয়ার শুধাল, কোথায় এখন যাচ্ছ ?

দুরয় বলল, কোথাও না। বাসায় ফেরার আগে আমি শুধু একটু বেড়াচ্ছি।

আচ্ছা, আমার সঙ্গে 'ভাই ফ্রাঁসোয়ার' অফিসে যাবে ? সেখানে আমাকে কিছু প্রুফ সংশোধন করতে হবে। পরে আমরা দুজনে মিলে একপাত্র করে মদ পান করব।

ঠিক আছে।

একই স্কুলের সহপাঠী ও একই সেনাদলের সহকর্মীদের মধ্যে সহজ অন্তরঙ্গভাব বিরাজ করে, সেই ভাবের সঙ্গেই ওরা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যেতে লাগল।

যেতে যেতে ফরেস্টিয়ার একবার প্রশ্ন করল, প্যারিসে তুমি এখন কি করছ ?

দুরয় প্রমাদ গণল। কি আর করব, শুকিয়ে মরছি। সৈন্যবিভাগের কাজ শেষ করে এখানে আসি আমি ভাগ্যান্বেষণে। অথবা এটাও বলতে পার, প্যারিসে আমি বসবাস করার জন্যই এসেছিলাম। ছ'মাস ঘোরাঘুরির পর আমি উত্তর রেলে বাৎসরিক পনেরশো ফ্রাঁ বেতনের একটা কেরাণীর চাকরি পাই।

ফরেস্টিয়ার প্রতিবাদের গুঞ্জন তুলে বলল, চুলোয় যাক ও চাকরি। ওতে কিছুই হবে না।

আমিও তাই মনে করি। কিন্তু এ চাকরি ছেড়ে কেমন করে বেরিয়ে আসি বল। আমি একা ; এখানে কাউকে চিনি না, কোন পরিচয়পত্র যোগাড় করতে পারব না। অনেক কিছুই করার ইচ্ছা আছে, কিন্তু উপায় নেই।

কোন বাস্তববাদী লোক যেমন কোন বস্তুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে তেমনি দুরয়ের গোটা চেহারাটাকে আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করল ফরেস্টিয়ার। তারপর বেশ জোর দিয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, দেখ, সব কিছু নির্ভর করছে তোমার বুদ্ধির উপর। একজন চালাক লোক ইচ্ছা করলে মন্ত্রী হতে পারে। কিন্তু কোন আণ্ডার সেক্রেটারী তা পারে না। আসল কথা জনগণের উপর তোমার আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামালে হবে না। কিন্তু কি ব্যাপার বলত, সামান্য একটা রেল কেরানীর চাকরি ছাড়া তুমি ভাল কোন একটা কিছু জোটাতে পারলে না ?

দুরয় উত্তর করল, আমি সব জায়গাতেই খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি। তবে সম্প্রতি একটা সন্ধান পেয়েছি। পেলারিণে ঘোড়ায় চড়া শেখানোর একটা কাজ। সেখানে আমি পাব কম করে বছরে তিন হাজার ফ্রাঁ।

ফরেস্টিয়ার একটু থামল। তারপর বলল, না, না, ও কাজ করতে যেও না। তোমার মত লোকের দশ হাজার ফ্রাঁ রোজগার করা উচিত। ও কাজ করলে তোমার ভবিষ্যৎকে তুমি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবে নিজের হাতে। তুমি এখন অফিসে কাজ করছ, তোমার কথা এখন কেউ জানে না। যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজের পথ নিজেই করে নিতে পার। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া শেখানোর মাস্টারি একবার করলেই তোমার সব যাবে। এটা কোন হোটেলের প্রধান চাকরের কাজ। তুমি যখন সমাজের যতসব লোকদের অথবা তাদের ছেলেমেয়েদের ঘোড়ায় চড়া শেখাবে তখন সবাই তোমাকে চিনে যাবে। তখন তারা কখনই তোমাকে তাদের সমকক্ষ হিসাবে ভাবতে পারবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি একটা ভেবে নিল ফরেস্টিয়ার। তারপর প্রশ্ন করল, তুমি বি. এ. পাশ করেছ?

না। আমি দুবারই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছি।

তুমি যখন পড়েছিলে তখন তাতে কিছু যায় আসে না। কেউ যদি মিশরের বা টাইবেরিয়াসের কথা নিয়ে আলোচনা করে তুমি নিশ্চয়ই সে কথা শুনে বুঝতে পারবে তারা কার কথা বলছে।

হ্যাঁ, ভালভাবেই তা বুঝতে পারব।

এই ত চাই, এর বেশী কেউ কিছু জানেও না। কিছু লোকের কথা অবশ্য আলাদা যারা গাধার মত খেটে কিছু শেখে। বেশ একজন জানাশোনা লোক হিসাবে বাইরে চলে যাওয়াটা এমন কিছু কঠিন না। তবে বড়রকমের কোন একটা ভুলে জড়িয়ে না পড়লেই হলো। একটা মাত্র অভিধানের সাহায্যে তুমি অনেক কলাকৌশল দেখাতে পার; অনেক বিপদকে এড়িয়ে চলতে পার এবং অপরের মত সব কৃতিত্বকে ওলট পালট করে দিতে পার। সব মানুষই রাজহাঁসের মতই বুদ্ধিহীন আর গাধার মতই অজ্ঞ।

এমন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলছিল ফরেস্টিয়ার যাতে মনে হবে সে যেন জীবনের সব কিছু জেনে ফেলেছে। প্রবহমান জনস্রোতের পানে তাকিয়ে সে যেন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছিল। কিন্তু হঠাৎ সে কাশতে শুরু করে দিল এবং কাশিটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরে কিছুটা হতাশার সুরে বলল, কাশিটার হাত থেকে রেহাই না পাওয়াটা কিরকম একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখ। এখন হচ্ছে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। এবার শীতটা আমি মেঁপেনে গিয়ে কাটাবই। সব কিছুর আগে হচ্ছে শরীর।

বুলেভার্ড পয়সনিয়োরের সামনে এসে তারা থামল। একটা কাঁচের দরজার উপর একটা খোলা খবরের কাগজ চিটিয়ে দেওয়া আছে। তিনজন পথচারী যেতে যেতে দাঁড়িয়ে তাই পড়ছিল। দরজার মাথার উপর জ্বলন্ত নিওন আলোয় লেখা 'লা ভাই ফ্রাঁসোয়া'।

'ভিতরে এস' এই কথা বলে ফরেস্টিয়ার দরজাটা ঠেলল। দুরয় ভিতরে ঢুকল। তারপর সুন্দর অথচ ময়লা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সিঁড়িটা বাইরের রাস্তা থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। যেতে যেতে উল্টো দিকে একটা ঘরের মধ্যে দুজন লোক দেখতে পেল। তারা ফরেস্টিয়ারকে মাথাটা নুইয়ে সম্মান দেখাল। অবশেষে তারা একটা বসার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। ঘরটা ময়লা এবং তার চারদিকে দৈন্যের ছাপ। সবুজ রঙের উট্রেক্টের ভেলভেটের একটা কার্পেট পাতা রয়েছে ঘরের মেঝেয়। সেটাও ময়লা হয়ে গেছে। তার মাঝে মাঝে দাগ, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, দেখে মনে হচ্ছে ইঁদুরে কেটে দিয়েছে।

ফরেস্টিয়ার বলল, বস। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

এই বলে ঘরের মধ্যে যে তিনটি দরজা ছিল তার একটি দিয়ে সে চলে গেল।

সাধারণতঃ যে কোন সংবাদপত্র অফিসে যে একটা গন্ধ পাওয়া যায় অথচ কিসের গন্ধ ঠিক তা বোঝা যায় না, সেই ধরনের একটা অদ্ভুত দুর্বোধ্য গন্ধ ঘরখানার বাতাসে ভাসছিল। দুরয় চুপচাপ স্থির হয়ে বসে রইল। কিছুটা যেন ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে বেশী যা অনুভব করল তা হলো বিস্ময়। প্রায়ই তার সামনে দিয়ে

www.BanglaBook.org

লোক চলাচল করছিল। ঘরের এক দরজা দিয়ে ঢুকে আর এক দরজা দিয়ে তারা এমন ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছিল যে দ্যুরয় একবার তাদের পানে তাকাবার সময়ও পাচ্ছিল না।

আবার লম্বা সমতল মাথাওয়ালা টুপীপরা গণ্যমান্য ভারিক্কী চেহারার ভদ্রলোকও দু'একজন আসছিল মাঝে মাঝে। তাদের চেহারা ও পোশাক আশাক দেখে মনে হচ্ছিল তারা আর পাঁচজনের থেকে আলাদা।

কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যার কালো পোশাকপরা লম্বা রোগা চেহারার এক ভদ্রলোকের হাত ধরে ঘরে ঢুকল ফরেস্টিয়ার। ভদ্রলোকের বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। তার মোচটা শেষের দিকে বাঁকা; তার চেহারায় ও চোখে মুখে বেশ একটা অহংকার আর আত্মপ্রসাদের ভাব।

ফরেস্টিয়ার ভদ্রলোককে বলল, সান্ধ্য নমস্কার মালিক।

ভদ্রলোক তার করমর্দন করে বলল, নমস্কার। এই বলে শীষ দিতে দিতে বেতের লাঠিটা বগলে ভরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

দ্যুরয় বলল, উনি কে?

জ্যাক রাইভেল। তুমি জান, উনি একজন বিখ্যাত বার্তা সম্পাদক। আবার খুব ভাল ডুয়েল লড়তেও পারেন। উনি এখনই প্রুফ সংশোধন করছিলেন। গ্যারিল, মন্তেন, আর উনি—এই তিনজন হচ্ছেন সারা প্যারিসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বার্তা সম্পাদক। ওঁদের মত সংবাদ পরিবেশনের এমন কায়দা কৌশল আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। উনি সপ্তায় দুটো রচনা লেখার জন্য বছরে তিরিশ হাজার ফ্রাঁ পান।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে এমন সময় লম্বা চুলওয়ালা আর ময়লা পোশাকপরা বেঁটে ও বলিষ্ঠ চেহারার একজন ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো।

ফরেস্টিয়ার তার মাথাটা নত করল। তারপর বলল, উনি হচ্ছেন নর্বার্ত দ্য ভেরেনী, একজন কবি, উনি সলেইন মর্ত এর লেখক। উনিও খুব মোটা টাকা মাইনে পান। আমাদের পত্রিকার জন্য উনি যে গল্প লেখেন তার প্রতিটির দাম তিনশ পাউণ্ড আর ওঁর সবচেয়ে বড় গল্পে দুশো লাইনের বেশী থাকে না। কিন্তু চল আমরা এখন যাই নেপোলিয়ান কাফেতে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়ে আমার শ্বাস রোধ হয়ে আসছে।

কাফেতে গিয়ে ওরা একটা টেবিলের ধারে বসতেই ফরেস্টিয়ার দু'পাত্র মদের আদেশ দিল এবং মদ এলে একপাত্র মদ সে একচুমুকেই শেষ করল। দ্যুরয় একপাত্র মদ অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে খেতে লাগল, ধীরে ধীরে তার আস্বাদনটা উপভোগ করতে লাগল, যেন সে হঠাৎ কোন এক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান জিনিস পেয়ে গেছে।

দ্যুরয়ের সঙ্গী স্তব্ধ হয়ে বসে কি যেন গভীরভাবে ভাবছিল। হঠাৎ সে চীৎকার করে বলে উঠল, কেন তুমি সাংবাদিকতার কাজের জন্য চেষ্টা করো না?

দ্যুরয় আশ্চর্য হয়ে তার সঙ্গীর মুখপানে তাকিয়ে বলল, কিন্তু তুমি জান, আমি কখনো কোন কিছু লিখিনি।

বাঃ, একবারে কোন কিছু হয় না। প্রথমে শুরু করতে হবে। আমি তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা চাকরি দিতে পারি। তুমি শুধু আমার জন্য খবর সংগ্রহ করে এনে দেবে। তুমি শুধু এখানে সেখানে যাবে আর খোঁজ খবর নেবে। তুমি মাসে আড়াইশো ফ্রাঁ করে পাবে প্রথমে গাড়ীভাড়া সমেত। দেখ, আমি ম্যানেজারের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব কি?

নিশ্চয়।

ঠিক আছে। তাহলে কাল আমার কাছে এসে খাবে। আমার ওখানে থাকবে, কেবল পাঁচ ছয়জন লোক—স্বত্বাধিকারী মঁসিয়ে ওয়ালটার আর তাঁর স্ত্রী, জ্যাক রাইভেল ও নর্বার্ত দ্য ভেরেনী, যাদের তুমি একটু আগে দেখেছ। এ ছাড়া থাকবে আমার স্ত্রীর এক বান্ধবী। তাহলে ঠিক আছে ত?

দুরয় ইতস্ততঃ করতে লাগল। লজ্জার একটা ভাব দেখা দিল তার চোখে মুখে। সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। অবশেষে সে ক্ষীণ প্রতিবাদের একটা গুঞ্জন তুলে বলল, তুমি হয়ত লক্ষ্য করেছ আমার ভাল পোশাক নেই।

ফরেস্টিয়ার আশ্চর্য হয়ে গেল। তোমার কোন পোশাক নেই বাইরে পরে বেরোবার মত? যদিও অবশ্য ওটার খুবই দরকার তবু যাকগে, না থাক। প্যারিস শহরে কোন লোকের বিছানা ছাড়া চলতে পারে কিন্তু পোশাক ছাড়া চলবে না।

হঠাৎ তার কোটের পকেটে হাত ভরে দুটো স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ দুটো লুই বার করে টেবিলের উপর তার বন্ধুর সামনে রাখল। আন্তরিকতার সঙ্গে সহজভাবে বলল, তুমি যখন পারবে এটা আমায় শোধ দেবে। যে পোশাক তোমার দরকার হয় তা ভাড়া নেবে অথবা কিস্তিতে কেনার চেষ্টা করবে। তোমার যা খুশি করবে। তবে কাল আমার ওখানে আসা চাই। মনে থাকে যেন কাল সাড়ে সাতটা রু্য ফঁতেন, সতের নম্বর ঘর।

বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল দুরয়। টাকাটা তুলে নিয়ে বলল, তুমি সত্যিই খুব ভাল; আমি তোমার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম। আমি একথা কখনো ভুলব না এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার তুমি।

আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে। দুরয়কে একরকম বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল ফরেস্টিয়ার। বলল, আর একপাত্র হবে নাকি? বয়, আরো দুপাত্র নিয়ে এস।

তাদের তা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সাংবাদিক বন্ধু বলল, ঘণ্টাখানেকের জন্য আর একটু বেড়ালে হয় না?

নিশ্চয়।

আবার তারা দুজনে ম্যাদলেনের দিকে যেতে লাগল। দুরয় এতখানি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যে কি বলবে তা সে ভেবে পেল না। অবশেষে কিছু একটা বলার জন্য মনস্থির করে ফেলল সে। সে বলল, আমি ফলি বার্গেরেতে যাইনি। জায়গাটা একবার দেখে এলে ভাল হত।

ফলি বার্গেরে! তার বন্ধু একরকম চীৎকার করে উঠল। গরম চুল্লীর মত জায়গাটা। ওখানে গেলে গরমে ভাজা ভাজা হয়ে যেতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, অবশ্য ওখানে গেলে সব সময়ই কিছু না কিছু আনন্দ পাওয়া যায়।

এবার তারা রু্য দ্য ফবুর্গ মঁতমার্তরের দিকে পা চালিয়ে দিল।

এদিক ওদিক চারটে রাস্তা চলে গেছে। উজ্জ্বল রঙ্গালয়ের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সামনের রাস্তার উপর। ভিতরে অনুষ্ঠান চলছিল। বাইরে কতকগুলো গাড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়েছিল দর্শকদের জন্য।

ফরেস্টিয়ার ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে দুরয় তাকে থামাল। বলল, তুমি যে বক্স অফিসে যাচ্ছ?

ফরেস্টিয়ার বলল, আমি কখনো পয়সা দিয়ে 'শো' দেখি না।

তার কণ্ঠে বেশ কিছুটা গুরুত্ব আর অহমিকার ভাব ছিল।

দ্বাররক্ষকদের কাছে ফরেস্টিয়ার যেতেই তারা অভিবাদন জানাল তাকে। তাদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। সাংবাদিক ফরেস্টিয়ার প্রশ্ন করল, বক্সে ভাল আসন আছে ত?

নিশ্চয় মঁসিয়ে ফরেস্টিয়ার।

প্রবেশপত্র দুটো নিয়ে ফরেস্টিয়ার দরজা ঠেলে একেবারে প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে চলে গেল। তামাকের ধোঁয়া হালকা কুয়াশার মত সারা রঙ্গালয়ের মঞ্চ ও চারদিক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ওদের পিছনে যে লম্বা লম্বা আয়না ছিল তাতে ওদের পিঠ আর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া লোকগুলোর মুখের প্রতিফলন পড়ছিল। বেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ লোকের মত ভাব দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সোজা এগিয়ে যাচ্ছিল ফরেস্টিয়ার। একজনের কাছে গিয়ে সে বলল, সতের নম্বর বক্স।

লোকটি বলল, এইদিকে স্যার।

অবশেষে লাল রং করা বক্সের ভিতরে গিয়ে তারা দেখল পাশাপাশি চারটি চেয়ার রয়েছে। পাশাপাশি দুই বন্ধুতে বসে পড়ল দুটি চেয়ারে। রঙ্গালয়ের চারদিকে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখল দুরয়, আপন আপন আসনে বসেথাকা মানুষগুলোর কেবল মাথা আর বুক দেখা যাচ্ছে।

মঞ্চের উপর তিনজন যুবক খেলা দেখাচ্ছিল।

কিন্তু কোন অনুষ্ঠান দেখছিল না দুরয়। সে শুধু রঙ্গালয়ের মানুষ দেখছিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কখনো সামনে কখনো পিছনে তাকাচ্ছিল শুধু।

ফরেস্টিয়ার একসময় তাকে বলল, স্টলগুলো একবার তাকিয়ে দেখ। ওগুলো মধ্যবিত্ত লোকে ভর্তি। মধ্যবিত্ত লোকেরা তাদের স্ত্রী ও ছেলেপুলে নিয়ে এসেছে বটে কিন্তু অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই। বক্সের দিকে তাকিয়ে দেখ, সেখানে শিল্পী ও সোসাইটি গার্ল সমেত শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে। আমাদের পিছনে দেখ, প্যারিসের কত অদ্ভুত মানুষ এসে ভিড় করেছে। এরা কারা? তাদের ভাল করে দেখ। তারা সকল শ্রেণীর সকল পেশার আর সকল জাতের মানুষ। তবে কেরাণীর সংখ্যাই বেশী। এখানে আছে সকল শ্রেণীর কেরাণী—ব্যাঙ্কের কেরাণী, সরকারী কেরাণী, দোকানদার, সাংবাদিক, ঘরোয়া সাদা পোশাকপরা অফিসার। আবার এখানে এমন কিছু লোকও এসেছে যাদের গতিবিধি সন্দেহজনক। আর মেয়েদের কথা যদি বল, তাহলে বলব, এখানে শুধু এক শ্রেণীর মেয়েই আছে। আমরা তাদের দশ বছর ধরে দেখে আসছি। সারা বছরের প্রতি সন্ধ্যায় একই জায়গায় রোজ তাদের দেখা যায়, অবশ্য যদি তারা কোনদিন সাঁ ল্যাজেয়ার বা সাঁ লোরেনে না যায়।

দুরয় আর শুনল না ফরেস্টিয়ারের কথা। একজন মহিলা তাদের বক্সের দিকে ঝুঁকে তার দিকে তাকিয়েছিল। মহিলাটি বেশ বলিষ্ঠ চেহারার। প্রসাধনের সাহায্যে তার গায়ের চামড়াটাকে বেশী সাদা করে তোলা হয়েছে। চোখের উপর

www.BanglaBook.org

নীল পেনসিল দিয়ে কৃত্রিম ভ্রূ এ'কেছে আর চোখের কোণগুলো একটু টেনে লম্বা করেছে। তার ঠোঁটগুলোতে রং দিয়ে তাজা রক্তের মত লাল করে তুলেছে সেগুলোকে। সব মিলিয়ে তার চেহারাটা কেমন অমানবিক এবং অস্বাভাবিক ধরনের মনে হচ্ছিল।

মহিলাটি তার পাশের বান্ধবীকে ইঙ্গিত করে বলল, লোকটা সত্যিই সুন্দর। তার বান্ধবীও তার মতই বলিষ্ঠ চেহারার আর তার চুলগুলো কটা।

ফরেস্টিয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মুখ ঘুরিয়ে দুরয়ের জানুতে একটা ধাক্কা দিল। মৃদু হেসে বলল, জান, ও তোমাকে ইঙ্গিত করেই বলছে। এটা তোমার পক্ষে খুবই সাফল্যের কথা। আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দুরয় একটু লজ্জা পেল। কিন্তু কোন কথা বলল না। শুধু কোটের পকেটে হাত দিয়ে মুদ্রা দুটো একবার আঙুল ছুঁইয়ে দেখে নিল।

মঞ্চের উপর তখন পর্দা পড়ে গিয়েছিল। একটা নাচের সুর বাজছিল অর্কেস্ট্রায়। দুরয় বলল, আচ্ছা একবার ঘুরে এলে হয় না?

তোমার যা ইচ্ছে।

বক্সের আসন ছেড়ে তারা রঙ্গালয়ের সেই চঞ্চল জনস্রোতের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিল। চারদিকে শুধু মানুষের টুপী। সামনে পিছনে মানুষের ভিড়। ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে যেতে লাগল তারা। পুরুষদের মত মেয়েরাও বেশ স্বচ্ছন্দে যাওয়া আসা করছিল। জলস্রোতে ভেসে যাওয়া মাছের মত পুরুষদের এই ভিড়ের মাঝে এক সহজ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিল তারা।

দুরয়েরও বেশ লাগছিল। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে আলগা করে ছেড়ে দিল। জনস্রোতের সঙ্গে হালকাভাবে ভেসে যেতে খুব ভাল লাগছিল তার। এমন কি মানুষের গন্ধ আর তামাকের ধোঁয়ায় ভরা ঘরের বাতাসটা পর্যন্ত মাদকদ্রব্যের মত উপভোগ করছিল সে। ফরেস্টিয়ারের কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল। সে শুধু থামছিল, অস্বস্তি বোধ করছিল ভিড়ের মধ্যে। সে কাশছিল আর হাঁপাচ্ছিল। সে বলল, চল একটু বাগানে যাই।

বাঁ দিকে ঘুরে তারা বেড়া ঘেরা এক বাগানের মধ্যে ঢুকল। দুটো ফোয়ারা থেকে জল বেরিয়ে বাগানটাকে বেশ শীতল করে রেখেছিল। বাগানের চিরসবুজ গাছের তলায় পাতা জিঙ্কের টেবিলে বসে কত মেয়ে ও পুরুষ মদ খাচ্ছিল। ফরেস্টিয়ার বলল, আর একপাত্র হবে নাকি?

হলে ত ভালই হয়।

তারা এক জায়গায় বসে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মানুষগুলোকে দেখছিল। এমন সময় সেই বলিষ্ঠ চেহারার যে মহিলাটি একটু আগে তাদের বক্সের পিছন থেকে তাদের আসনের উপর ঝুঁকে পড়ে দুরয়ের পানে তাকাচ্ছিল সেই মহিলাটি তার সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে সেখানে এসে হাজির হলো।

দুরয়কে দেখে মহিলাটি মৃদু হাসি হাসল, যেন তাদের চোখে চোখে এক নীরব ভাবময়তায় মন জানাজানির কাজটা গোপনে হয়ে গেছে। মহিলাটি কোন ভূমিকা না করেই দুরয়ের উল্টো দিকে বসে পড়ল এবং তার বান্ধবীকেও বসাল। তারপর স্পষ্ট ভাষায় বলল, বয়, দু গ্রেনেদাইন।

বেশ কিছুটা আশ্চর্য হয়ে ফরেস্টিয়ার বলল, অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি বেশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সহজ হয়ে উঠতে পারেন দেখছি।

মহিলাটি উত্তর করল, আপনার বন্ধুই আমাকে বাধ্য করেছে তা হতে। উনি আমার মনটাকে এমনভাবে মুগ্ধ করে ফেলেছেন যে আমি ওঁর জন্যে বোকার মত যে কোন ভুল করে ফেলতে পারব।

দুরয় যেন ভয় পেয়ে গেল। কি বলবে কিছু খুঁজে পেল না। তার কোঁকড়ান মোচটা হাত দিয়ে মোচড় দিতে দিতে বোকার মত নীরবে হাসতে লাগল। হোটেলের বয় মদ এনে দিতে মহিলা দুজন তা এক চুমুকে খেয়ে নিল। তারপর তারা উঠে পড়ল। প্রথম মহিলাটি তার হাতপাখাটা দুরয়ের হাতে ঠেকিয়ে বলল, আপনি দেখছি মোটেই বেশী কথা বলেন না।

এই কথা বলে দুরয়ের কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়েই চলে গেল তারা।

ফরেস্টিয়ার জোরে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, বলিনি বন্ধু যে তুমি মেয়েদের কাছে বেশ আকর্ষণের বস্তু? প্রেমের ব্যাপারে একটু চেষ্টা করলেই তুমি সফল হবে। আমি অবশ্য তোমাকে সাহায্য করব। এই সব প্রেমের ব্যাপার থেকে অনেক সুবিধা সুযোগও পেয়ে যেতে পার।

বলতে বলতে থেমে গেল ফরেস্টিয়ার। কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভেবে নিয়ে আবার স্বপ্নাবিষ্টের মত বলতে লাগল, এই প্রেমই আবার অনেক সময় দ্রুত পতনের দিকে নিয়ে যায়।

মনে যে কথাটা এতক্ষণ ভাবছিল মুখে সেই কথাটা এবার প্রকাশ করল ফরেস্টিয়ার। হাসিমুখে কথাটা শুনল দুরয়, কোন উত্তর করল না। তাই দেখে প্রশ্ন করল ফরেস্টিয়ার, তুমি কি এখন থাকবে? আমার কিন্তু আর ভাল লাগছে না। আমি বাড়ি যাচ্ছি।

দুরয় শান্তকণ্ঠে বলল, হ্যাঁ আমি আরো কিছুক্ষণ থাকব। এখনও এমন কিছু দেরী হয়ে যায়নি।

ফরেস্টিয়ার উঠে পড়ল। আচ্ছা আমি তাহলে উঠি, কাল আবার দেখা হবে। ভুলো না যেন, সতের রুদ্য ফঁতেন, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা।

এটা নিশ্চিত। কাল দেখা হবেই। ধন্যবাদ।

তারা দুজনে করমর্দন করল। ফরেস্টিয়ার চলে গেল। সে চলে যেতে নিজেকে একেবারে মুক্ত ও বাধাবন্ধনহীন বলে মনে হলো দুরয়ের।

কিছুটা এগিয়ে যেতেই সহসা সেই দুজন মহিলাকে দেখতে পেল দুরয়। তারা তখনো ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে করে এগিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। দুরয় সোজা তাদের কাছে চলে গেল। কিন্তু তাদের খুব কাছে গিয়েই সে যেন সাহসটা হারিয়ে ফেলল। কেমন যেন ভয় ভয় হতে লাগল তার।

প্রথম মহিলাটি প্রশ্ন করল, কী, আপনি কথা খুঁজে পেয়েছেন?

দুরয় আমতা আমতা করে বলল, জোর্তের স্বাদ পেয়েছি।

কিন্তু এ ছাড়া কোন কথাই বলতে পারল না দুরয়।

ওরা তিনজন একসঙ্গে একবার দাঁড়াল। চারপাশের চলন্ত মানুষের ভিড়টাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করতে লাগল।

প্রথম মহিলা দুরয়কে একসময় প্রশ্ন করল, আপনি আমার সঙ্গে একটু বেড়াবেন ত?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোন কথা না বলে তাকে নীরবে অনুসরণ করতে লাগল দুরয়। একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে দুরয়ের মনে হলো ও সহজেই এবার কালকের সন্ধ্যের জন্য এক স্যুট পোশাক ভাড়া করতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মঁসিয়ে ফরেস্টিয়ার ?

চারতলায়, দেখবেন বাঁ দিকে দরজা।

বেশ ভদ্র মোলায়েম গলায় জবাব দিলেন বাড়িওয়ালী। তাঁর কথা শুনে মনে হলো, তিনি তাঁর ভাড়াটেদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করতে চান। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল জর্জ দুরয়।

কিছুটা লজ্জা আর কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল দুরয়। সে জীবনে এই প্রথম স্যুট পরেছে, কিছু প্রসাধনও করেছে। এই সব পোশাকে ও প্রসাধনে তাকে দেখতে কেমন লাগছে সে বিষয়ে একটা অস্বস্তিকর চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল তার মনটা। তা ছাড়া তার মনে হচ্ছিল তার পোশাকের মধ্যে খুঁত রয়ে গেছে। তার বুট জুতো-জোড়াটা খাঁটি চামড়ার না। তবে অবশ্য বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কারণ জুতোর প্রতি সব সময়েই সে যত্ন নেয়। তার জামাটাও ভাল হয়নি। মাগনিসঁ দ্য লভার নামে দোকান থেকে জামাটা সে চার ফ্রাঁ পঞ্চাশ সেন্তিমে দিয়ে কিনে এনেছে আজ সকালে, কিন্তু সে জামাটার সামনের দিকটা এর মধ্যেই ময়লা হয়ে গেছে। তার পায়জামাটাও খুব বেশী ঢিলে হয়ে গেছে। দেখলেই বোঝা যায় সেটা পুরনো আর ভাড়া করা। একমাত্র কোটটাই খারাপ হয়নি। দৈবক্রমে কোটটা তার গায়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে।

খুব ধীর গতিতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল দুরয়। তার বুকের ভিতরটাতে কে যেন ঘা দিচ্ছিল ; তার মনে ছিল দারুণ উৎকণ্ঠা। তার উপর তাকে এই ধরনের পোশাক-পরা অবস্থায় দেখতে হাস্যাস্পদ লাগবে কি না এই ভয়ে মনটা তার পীড়িত হচ্ছিল সব সময়ের জন্য। এমন সময় সে দেখতে পেল তার সামনে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দুরয় তার এত কাছে গিয়ে পড়েছিল যে এক পা পিছিয়ে এল, তারপর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরে বুঝল, সে নিজে, অন্য কেউ না। দোতালার চাতালটায় একটা লম্বা আয়না ছিল। সেই আয়নায় তার গোটা চেহারাটা প্রতিফলিত হ'য়ে উঠেছিল। সহসা আকস্মিক আনন্দের একটা শিহরণ খেলে গেল দুরয়ের মধ্যে। কারণ সে দেখল সে যা ভেবেছিল তার থেকে ঢের বেশী দেখতে ভাল লাগছে তাকে।

তার ঘরে একটিমাত্র দাড়ি কামানোর আয়না আছে। সেটা বড় না। তাতে সে নিজের গোটা চেহারাটা ভাল করে দেখতে পায়নি কোনদিন। তার প্রসাধনের উপাদান-গুলো দীনতায় ভরা। ঘরের চারদিকে দৈন্য আর অপূর্ণতার ছাপ দেখতে দেখতে সেই দৈন্য আর অপূর্ণতাটাকে অনেক বড় করে তুলেছিল দুরয় তার মনের মধ্যে এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে দেখতে খারাপ লাগবে এই ধারণাটা স্বগত উচ্চারণে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে।

কিন্তু হঠাৎ আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে সে চিনতেই পারছিল না নিজেকে। সে নিজেকেই ভেবেছিল অন্য কোন ভদ্রলোক যাকে একনজরে দেখে খুব সুসজ্জিত ও বিলাসী বলে মনে হচ্ছিল। এখন নিজের পানে ভাল করে তাকিয়ে তার মনে হলো তাকে দেখতে মোটের উপর খারাপ লাগছে না। বুঝতে পারল লোকচক্ষে তার পোশাকের প্রতিক্রিয়া খারাপ হবে না।

অভিনেতারা অভিনয় শেখার সময় যা যা করে দুরয়ও তাই করতে লাগল। সে হাসল, হাতটা বাড়িয়ে দিল, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করল, এবং বিস্ময়, আনন্দ ও সমর্থনের ভাবাবেগ প্রকাশ করল। কৃত্রিম হাসি আর দৃষ্টির কটাক্ষ দ্বারা নারীদের প্রতি একটা বীরত্বের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করল, দেখাতে চাইল সে তাদের গুণগ্রাহী এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

তিনতলায় গিয়ে আর একটা আয়না দেখল দুরয়। যেতে যেতে নিজের চেহারার প্রতিফলনটা আর একবার দেখার জন্য গতিটাকে খুব শ্লথ করে দিল। তার চেহারাটা তার চোখে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার হাঁটাটাও ভাল হচ্ছিল। এবার সে এক অপরিসীম আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেল নিজের মধ্যে। তার এইরকম চেহারা, একাগ্রতা, মনের স্বাধীনতা আর সহজাত দৃঢ় চেতনা যদি শেষ পর্যন্ত থাকে তাহলে সে যে জীবনে সাফল্য লাভ করবেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে উঠল সে। ছুটতে ও লাফাতে ইচ্ছা করল দুরয়ের। আবার একবার আয়নার সামনে দাঁড়াল সে। এই নিয়ে হলো তিনবার। তার অভ্যাসমত মোচে একবার তা দিল, টুপীটাকে মাথা থেকে তুলে নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে মাথার চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর অস্পষ্টভাবে আপন মনে বলে উঠল, বাঃ কী চমৎকারই না মানিয়েছে। এটা সে প্রায়ই বলে কোন কিছু দেখে ভাল লাগলে। এরপর হাতটা তুলে সে দরজার উপর 'কলিং বেলটা' টিপল।

সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলে গেল। দাড়িকামানো চকচকে মুখ আর সাদাসিধে পোশাক পরা একজন চাকর এসে তার সামনে দাঁড়াল। লোকটার পোশাক আর চাল-চলন এমন নিখুঁত যে আবার অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল দুরয়। অথচ তার কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। পরে সে বুঝল তার অস্বস্তির এই অস্পষ্ট আবেগের কারণটা হলো তাদের পোশাকের কাটছাঁট সম্পর্কিত এক অহেতুক তুলনা। দুরয় হয়ত লোকটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার পোশাকের সঙ্গে নিজের পোশাকের বোকার মত তুলনা করে ফেলেছে তার অবচেতন মনে। দুরয় লক্ষ্য করেছিল চাকরটির জুতোর চামড়াটা ছিল খাঁটি। দুরয়ের হাত থেকে ওভারকোটটা নিয়ে চাকরটি জিজ্ঞাসা করল, কাকে খবর দেব?

ড্রইংরুমের পথে কিছুটা এগিয়ে চাকরটি দুরয়ের আগমনবার্তা ঘোষণা করল।

এদিকে কিন্তু দুরয় তার আত্মবিশ্বাসটা আবার হারিয়ে ফেলল। সে আবার হাঁপিয়ে উঠল এবং ভয়ে বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে উঠল। যে জগৎটাতে যাবার জন্য এর আগে কত কামনা করেছে, কতদিন ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করেছে, আজ তার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত জগৎটাতে প্রথম পা বাড়াচ্ছে সে। তবু এগোতে পারছে না, পদে পদে কুণ্ঠার কাঁটায় পা আটকে যাচ্ছে তার।

www.BanglaBook.org

একটি সুন্দরী যুবতী একা দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করল। তারপর তাকে সঙ্গে করে সবুজ লতাপাতা ও গাছের চারায় ভর্তি আলোকোদ্ভাসিত একটি বড় ঘরে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল দুরয়। সত্যিই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। কে এই মহিলা যে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে! হঠাৎ তার মনে পড়ল ফরেস্টিয়ার বিবাহিত। কিন্তু এই সুন্দরী মহিলাটিই তার বন্ধুর স্ত্রী একথা মনে করে তার ভয়টা আরো বেড়ে গেল।

দুরয় আমতা আমতা করে বলল, মাদাম, আমি হচ্ছি—

মহিলাটি হাতটা বাড়িয়ে বলল, আমি জানি মঁসিয়ে; শার্ল আমায় বলেছে গত সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল এবং সে আপনাকে আমাদের এখানে খাবার নেমন্তন্ন করায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে কান পর্যন্ত লজ্জায় লাল হয়ে উঠল দুরয়ের। কোন কথা বলতে পারল না। তার মনে হলো একজন তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে, তার চেহারা ও পোশাকপরিচ্ছদের গুরুত্ব বিচার করছে।

তার ইচ্ছা হচ্ছিল সে কোন অজুহাত দেখাবে, তার প্রসাধনের অপরিপূর্ণতার জন্য কোন কারণ দেখাবে। কিন্তু সে ধরনের কোন অজুহাতের কথা মনে এল না। তাই এই কঠিন বিষয়টার অবতারণা করতে সাহস পেল না সে।

একটি আরাম কেদারায় তাকে বসতে বলা হলে সেখানে বসে পড়ল দুরয়। চেয়ারের নরম ভেলভেটের গদিটা যখন তার ভারে অনেকটা বসে গেল, চেয়ারের হাতলের উপর হাত রেখে পিঠটা যখন এলিয়ে দিল পিছনে তখন তার মনে হলো সে যেন এক নতুন মায়াময় জগতে প্রবেশ করছে, মনে হলো সে যেন কোন এক আনন্দের বস্তু হাতে পেয়ে গেছে, মনে হলো সে যেন মানুষের মত মানুষ হয়ে গেছে এবং সব বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। মাদাম ফরেস্টিয়ারের দিকে সে একবার তাকিয়ে দেখল, তখনো তিনি তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

মাদাম ফরেস্টিয়ারের পরিধানে ছিল নীল কাশ্মীরী পোশাক। তাতে তাঁর সরু কোমর আর সুপুষ্ট বক্ষস্থল ভালই দেখা যাচ্ছিল। তাঁর ঘাড়টা আর বাহু দুটো সাদা ফিতের জালের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছিল। তাঁর ব্লাউজের হাতা আর দস্তানাগুলোতে সাদা ফিতের কাজ করা ছিল। তাঁর চুলগুলো উঁচু করে চুড়ার মত বাঁধা ছিল। তার কিছু কিছু গোছা ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভদ্রমহিলার চাউনি দেখে কিছুটা আশ্বাস পেল দুরয়। সে চাউনি দেখে কেন তা সে বলতে পারবে না গতকাল বার্গেরিতে দেখা সেই মহিলাটির কথা মনে পড়ে গেলে তার। তাঁর চোখদুটো ধূসর বর্ণের হলেও কিছুটা নীল আভা আছে তার মধ্যে। সে চোখের চাউনির মধ্যে কিসের যেন একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল। নাকটা পাতলা, ঠোঁট দুটো একটু পুরু, চোয়ালটা একটু মোটা। এ ধরনের চেহারার মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু খুব আকর্ষণীয়। দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এই ধরনের মুখ সাধারণতঃ দেখা যায় না। এ মুখের প্রতিটি রেখায় রেখায়িত হয়ে আছে এক বিশেষ সুষমা আর বিশেষ অর্থ। এ মুখের প্রতিটি ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে কোন কিছু ব্যক্ত করার অথবা কোন কিছু প্রচ্ছন্ন রাখার এক গূঢ় অভিব্যক্তি।

অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাদাম ফরেস্টিয়ার প্রশ্ন করলেন, আপনি

www.BanglaBook.org

কি প্যারিসে দীর্ঘদিন আছেন ?

সে তার আত্মবিশ্বাস কোনরকমে ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে বলল, মাত্র কয়েক মাস আছি মাদাম। আমি কোন একটা রেল কোম্পানীতে কাজ করি ; কিন্তু ফরেস্টিয়ার আশা দিয়েছে সে আমাকে সাংবাদিকতায় ঢোকার সুযোগ করে দেবে এবং এজন্য তাকে ধন্যবাদ।

এবার উনি স্পষ্টতঃ হাসলেন। দয়া ও মমতার ছোঁয়া ছিল সে হাসিতে। গলার স্বরটা একটু নীচু করে বললেন, হ্যাঁ, আমি তা জানি।

আবার কলিং বেলের শব্দ হলো। চাকর এসে মাদাম দ্য মেরিলির আগমনবার্তা ঘোষণা করল।

ছোটখাটো একজন সুন্দরী বলা চলে মাদাম মেরিলিকে। উনি ছিলেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোশাকে সজ্জিত। উনি খুব ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকলেন। ওঁর কালো চুলে একটা লাল গোলাপ বাঁধা ছিল আর তার জন্য দেহটা তাঁর খুব তাড়াতাড়ি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। সেটা তাঁর চেহারা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রকটিত করে তুলছিল বিশেষভাবে। তাঁর সঙ্গে ছিল ফ্রকপরা ছোট্ট একটি মেয়ে।

মাদাম ফরেস্টিয়ার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, এস এস ক্লোরিনদে।

মাদাম ফরেস্টিয়ার মেয়েটিকে চুম্বন করতে যেতেই মেয়েটি বয়স্ক মেয়ের মত তার কপালটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সান্ধ্য নমস্কার দিদি।

মাদাম ফরেস্টিয়ার মেয়েটিকে চুম্বন করার পর পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি হচ্ছেন মঁসিয়ে জর্জ দুরয়, শার্লের পুরনো বন্ধু। আর ইনি হচ্ছেন মাদাম মেরিলি, আমার বান্ধবী এবং একরকম আত্মীয়া।

একটু থেমে উনি আরও বললেন, আপনি দেখছেন আমাদের এখানে রাখা ঢাকার ব্যাপার কিছু নেই, সব খোলাখুলি। আপনি নিশ্চয় সেটা বুঝতে পেরেছেন ?

দুরয় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

আবার দরজাটা খুলে একজন বলিষ্ঠ চেহারার ছোটখাটো লোক প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর একটি হাত দিয়ে একজন লম্বা ও সুন্দরী মহিলাকে ধরেছিলেন। দেখে বেশ বোঝা গেল, মহিলাটি তাঁর থেকে বয়সে ছোট ; আর তাঁর চেহারায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও এক সুগম্ভীর আভিজাত্যের ছাপ আছে। এঁরা হলেন মঁসিয়ে ওয়ালটার নামে দক্ষিণ ফ্রান্সের একজন ইহুদী, 'ভাই ফ্রাঁসোয়া'র একজন পুঁজিপতি ও ম্যানেজার আর তাঁর সঙ্গের মহিলাটি হলেন তাঁর স্ত্রী, মঁসিয়ে রাভাল নামে একজন ব্যাঙ্ক মালিকের মেয়ে তিনি।

এরপর এক এক করে এসে পড়লেন সুন্দর চেহারার জ্যাক রাইভেল আর নর্বার্ত দ্য ভেরেনী। ভেরেনীর কোটের কলারটার উপর দিয়ে তাঁর মাথার লম্বা চুলগুলো ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল বলে সেটা বেশ চকচকে দেখাচ্ছিল। একদিন সে সুন্দর ছিল এই ধরনের একটা গর্বের ভাব দেখিয়ে এল ভেরেনী। তারপর মাদাম ফরেস্টিয়ারের একটা হাত নিয়ে তাঁর কব্জির উপর একটা চুম্বন করলেন। ভেরেনী নত হতেই তাঁর মাথার ধূসর রঙের চুলগুলো মাদাম ফরেস্টিয়ারের খালি হাতখানার উপর ছড়িয়ে পড়ল।

সবশেষে ঢুকল ফরেস্টিয়ার। ঢুকেই তার দেরী হয়ে যাওয়ার জন্য অজুহাত

www.BanglaBook.org

মোরেলের ব্যাপার নিয়ে তার খবরের কাগজের অফিসে দেরী হয়ে র‍্যাডিকাল পার্টির উপপ্রধান ম'সিয়ে মোরেল আলজিরিয়ার উপনিবেশ সম্বন্ধে সরকারী নীতির উপর প্রশ্ন তুলেছেন আইনসভাতে।

চাকরে এসে খবর দিল, খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। সকলে তখন খাবার ঘরে চলে গেছে।

দুরয় দেখল তাকে বসতে দেওয়া হয়েছে মাদাম মেরিলি ও তাঁর কন্যার মাঝখানে। আবার অস্বস্তিবোধ করল দুরয়। কাঁটা চামচের সঙ্গে ভোজসভায় খাওয়ার যে প্রথাগত রীতি আছে সে রীতিতে সে কোন ভুল করে বসবে কিনা সে বিষয়ে ভাবনা হতে লাগল তার। চারটে নীলচে রঙের গ্লাস রয়েছে। ও দিয়ে কি হবে বুঝতে পারল না।

যখন ওরা সুপ খাচ্ছিল তখন কেউ কোন কথা বলল না। তারপর ভেরেনী বলল, তোমরা গড়িয়ারের ব্যাপারটা পড়েছ? কী মজার কথা দেখ ত।

তখন এই প্রতারণার ঘটনাটার উপরেই আলোচনা হতে লাগল। সাধারণতঃ খবরের কাগজে প্রকাশিত যে কোন ঘটনা বাড়িতে যেভাবে আলোচিত হয়ে থাকে ওরা কিন্তু সেভাবে আলোচনা করল না। ওরা আলোচনা করল ঠিক ডাক্তাররা যে-ভাবে কোন রোগের কথা আলোচনা করে অথবা তরিতরকারির চাষীরা যেমন তরি-তরকারির কথা আলোচনা করে। এ ঘটনায় ওরা দুঃখিত বা বিস্মিত কোনটাই হয়নি; শুধু পেশাগত কৌতূহলের দ্বারা ওরা সেই ঘটনার অন্তরালে নিহিত গোপন প্রবৃত্তিটাকে চিরে চিরে বিচার করে দেখতে লাগল। মূল অপরাধটা সম্পর্কে ওরা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। মেয়েরা আগ্রহ দেখাল তদন্তের ব্যাপারে। এছাড়া আরো মন্তব্য প্রকাশ করল। ব্যবসায়ীরা যেমন কোন জিনিস কেনার আগে যাচাই করে দেখে নেয় ওরাও তেমনি প্রতিটি ঘটনাকে পরীক্ষা করছিল।

এরপর এক ডুয়েলের কথা উঠল। এবার মুখ খুলল জ্যাক রাইভেল। এ বিষয়ে জ্যাক রাইভেল সবচেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল। এটা তারই কাজ এবং তার মত এ বিষয়ে অত অন্য কেউ জানে না।

দুরয় সাহস করে একটা কথাও বলতে পারল না। সে শুধু মাঝে মাঝে তার পার্শ্ববর্তিনী মহিলার পানে তাকাচ্ছিল। তাঁকে দেখতে বড় ভাল লাগছিল তার। সরু সোনার চেনে বাঁধা একটা হীরকখণ্ড ঝুলছিল তাঁর কানে, ঠিক যেন একবিন্দু জল ঝরে পড়ছে বলে মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে উনিও একবার করে তাকাচ্ছিলেন আর তাঁর ঠোঁটের উপর একটুখানি হাসি ফুটে উঠছিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি আশাতীতভাবে তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ বুদ্ধির মেয়ে। যে মেয়ে এক সহজ ঔদাসিন্যের সঙ্গে সবকিছুকে বিচার করে দেখে।

মাদাম মেরিলিকে কিছু প্রশংসার কথা বলার জন্য চেষ্টা করল দুরয়। কিন্তু সে কথা খুঁজে না পেয়ে তাঁর মেয়েকে নিয়ে পড়ল। তার গ্লাস ও ডিশ তার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে লাগল। মেয়েটি তার মার থেকে কম গম্ভীর ও উদাসীন। সে দুরয়ের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তুমি খুব ভাল লোক। বলে চুপ করে চিন্তাশীলতার ভাব দেখিয়ে বড়দের কথা শুনতে লাগল।

সব খাবারই খুব ভাল ছিল। প্রত্যেকেই উল্লসিত হয়ে প্রশংসা করছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মঁসিয়ে ওয়ালটার ত রাক্ষসের মত নীরবে খেয়ে চলেছিলেন, কথা বলারই সময় পাচ্ছিলেন না। এমনকি গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েও তাঁকে দেওয়া খাবারের ডিশগুলোর পানে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে ছিলেন ভেরেনী। এক নীরব কৌতূহলের সঙ্গে সবকিছু লক্ষ্য করছিল ফরেস্টিয়ার আর তার স্ত্রীর মুখপানে তাকাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল ওরা দুজনে যেন কোন এক কঠিন কাজে নেমেছে এবং সে কাজ ভালভাবেই সম্পন্ন হয়ে চলেছে।

মদটা খুব পছন্দ হয়েছিল দুরয়ের। এক গ্লাস খাবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্লাসটা পূরণ করার জন্য বাড়িয়ে দিচ্ছিল সেটা। একটা মিষ্টি আনন্দোৎফুল্লতার ঢেউ খেলে যাচ্ছিল দুরয়ের মুখের উপর; একটা গরম আনন্দোৎফুল্লতার ঢেউ তার পাকস্থলীর ভিতর থেকে উৎসারিত হয়ে তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে গিয়ে ঘা দিচ্ছিল। তার দেহগত অস্তিত্বের প্রতিটি গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়েছিল সে ঢেউ। তার দেহমন ও সমগ্রভাবে জীবন সম্পর্কে এক পরিপূর্ণতার আস্বাদ জীবনে প্রথম অনুভব করল দুরয়।

কথা বলতে চাইছিল দুরয়। কথা বলার মাধ্যমে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিল। সে চাইছিল তার কথা আর পাঁচজনে শুনুক, তার কথাকে গুরুত্ব দিক এবং তার কথাকে উপভোগ করুক।

কিন্তু আলোচনার স্রোত অব্যাহতগতিতে তখনো বয়ে যাচ্ছিল। এদিকে সেদিকে তা ঘোরার পর একথা সেকথার প্রসঙ্গে ছিন্নভিন্নভাবে আনাগোনার পর পরিশেষে আবার সেই মোরেলের প্রসঙ্গে এসে পড়ল। আলজিরিয়ার উপনিবেশ সম্পর্কে মোরেলের উক্তির সেই প্রসঙ্গে।

মঁসিয়ে ওয়ালটার মধ্যপন্থা গ্রহণ করে বুদ্ধিদীপ্ত কিছু রসিকতার কথা বললেন, তাঁর রসিকতার মধ্যে সংশয় আর উদারতা দুটোই ছিল। আগামীকাল এ বিষয়ে কী সম্পাদকীয় লিখবে তার সম্বন্ধে বলল ফরেস্টিয়ার। জ্যাক রাইভেল সামরিক শাসনজারির দাবি জানাল, যে সামরিক সরকার তিরিশ বছর সামরিক কোন উপনিবেশে কাজ করলেই তাকে ভূমি দান করবে।

জ্যাক বলল, এই পরিকল্পনার ফলে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে একশ্রেণীর উৎসাহী লোকের সৃষ্টি হবে যারা এর মধ্যে দেশকে বুঝতে ও ভালবাসতে শিখেছে, যারা সে দেশের ভাষা ও সেই সব আঞ্চলিক সমস্যার সঙ্গে ক্রমশই পরিচিত হবে যে সব সমস্যা নবাগতদের সামনে এক অনতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে।

নর্বার্ত দ্য ভেরেনী তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, হ্যাঁ, সব কিছুর সঙ্গেই পরিচিত হবে বটে, তবে একমাত্র কৃষি ছাড়া। তারা আরবী ভাষায় কথা বলবে বটে, কিন্তু কেমন করে বীটগাছ বা গমের বীজ বসাতে হয় তা জানবে না। তারা বেড়া দিতে শিখবে কিন্তু ভাল সারের ব্যবস্থা করতে পারবে না। অপর পক্ষে, সেই নতুন দেশ সকলের পক্ষেই হবে উন্মুক্ত। ফলে সেখানে বুদ্ধিমান সুযোগ সন্ধানী লোকরা সেখানে বড় বড় পদগুলো অধিকার করে বসবে এবং আর পাঁচজনে তাদের তলায় পড়ে থাকবে। যা সাধারণত হয়ে থাকে। এই হচ্ছে সামাজিক নিয়ম।

শ্রোতারা মৃদু হাসলেন। তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলেন।

এবার দুরয় মুখ খুলল। নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল সে। মনে হলো যেন সে নিজেকে কোনদিন কথা বলতে শোনেনি এর আগে। দুরয় বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদেশে যেটার সবচেয়ে বড় অভাব সেটা হলো ভাল জমির। ভাল উর্বর জমির দাম ওখানে ফ্রান্সের মতই। সে জমি ধনী লোকেরা বেশী দাম দিয়ে কিনে নেয়। ফলে যে সব গরীব লোক উপনিবেশে সত্যি সত্যিই জীবিকার জন্যে স্থায়ীভাবে বাস করতে যায় তারা কৃষিযোগ্য ভাল জমি না পেয়ে মরুঅঞ্চলে গিয়ে বাস করতে বাধ্য হয়। যেখানে জল অভাবে কোন ফসলই ফলে না।

শ্রোতাদের সকলেই দুরয়ের মুখপানে তাকাল। তাতে সে লজ্জা পেল। মঁসিয়ে ওয়ালটার প্রশ্ন করলেন, আপনি আলজিরিয়া দেশটাকে জানেন?

জর্জ দুরয় উত্তর করল, হ্যাঁ স্যার, আমি সেখানে আড়াই বছর ছিলাম এবং তিনটি প্রদেশে বাস করেছি।

হঠাৎ মোরেল প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে ভেরেনী দুরয়কে সেখানকার কোন এক বিশেষ দেশের রীতি নীতি সম্পর্কে কতকগুলো প্রশ্ন করলেন। এইসব রীতিনীতি সম্পর্কে কিছু কিছু কথা তিনি এর আগে কোন এক অফিসারের কাছ থেকে শুনেছিলেন। সে দেশের নাম হলো মোজাব। মোজাব হলো সাহারা মরুভূমির সবচেয়ে তপ্ত এক শুকনো অঞ্চলে গড়ে ওঠা এক আরব সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র।

এই মোজাব দেশ দু দুবার দেখেছে দুরয়। দেশের প্রথা ও রীতিনীতির কথা সব বলল সে। সে দেশে নাকি কয়েক ফোঁটা জল সোনার দামে বিক্রি হয়। সেখানে প্রতিটি নাগরিকই সরকারী ও সামাজিক কাজকর্ম করে থাকে এবং সেখানে বাণিজ্যিক সততাকে অন্যান্য সভ্য দেশের থেকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দেওয়া হয়।

দুরয় কথাগুলো মদের ঝোঁকে এবং শ্রোতাদের খুশি করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি বলল। তার সঙ্গে সঙ্গে তার সৈনিক জীবনের কতকগুলো ঘটনার কথা বলল, আরববাসের অভিজ্ঞতার আর সামরিক অভিযানের কথা। অগ্নিস্রাবী সূর্যের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তাপে তপ্ত দগ্ধ সেই বন্ধ্যা ও হলুদ রঙের দেশের কথা বলতে গিয়ে কতকগুলো ভাল বিশেষণ জুড়ে দিল দুরয়।

মেয়েরা সবাই দুরয়ের মুখপানে তাকিয়ে রইল। মাদাম ওয়ালটার কণ্ঠে বেশ গুরুত্ব মিশিয়ে বললেন, আপনি আপনার এই সব স্মৃতিকথাগুলো দিয়ে কতকগুলো প্রবন্ধ লিখতে পারেন।

তাঁর বরাবরের অভ্যাসমত ওয়ালটার তাঁর চশমার উপর দিয়ে দুরয়ের মুখপানে তাকালেন। যখনো কারো মুখখানাকে ভাল করে দেখতে হলে তিনি এইভাবেই তাকান। আবার সেই চশমার তলা দিয়ে খাবারের ডিশগুলোর দিকেও তাকালেন।

এই সুযোগটা ছাড়ল না ফরেস্টিয়ার। স্যার, আমি আপনাকে আগেই মাননীয় জর্জ দুরয়ের কথা বলেছি। রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে আমার সহকারী হিসাবে ওঁকে নেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম। ম্যারামবত চলে যাবার পর থেকে আমাকে গোপন আর জরুরী খবরাখবর পাঠাবার কেউ নেই এবং তার ফলে আমাদের কাগজের ক্ষতি হচ্ছে।

ওয়ালটার গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর চশমাটা কপালের উপর তুলে নিয়ে দুরয়ের মুখখানা আরো ভাল করে দেখলেন। তারপর বললেন, মঁসিয়ে দুরয়ের সত্যি সত্যিই মৌলিক চিন্তার ঝোঁক আছে। যদি উনি আগামীকাল তিনটের সময় এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তাহলে ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলব। তারপর ডান-দিকে দুরয়ের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, তবে এখন আলজিরিয়ার উপর কতক-

www.BanglaBook.org

গুলো হৃদয়গ্রাহী লেখা লিখে ফেলুন। আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক সমস্যার কথাটাও মিশিয়ে দেবেন, একটু আগে আলোচনার সময় আপনি যা করেছিলেন। এগুলো হবে বাস্তব এবং খাঁটি তথ্য। একবর্ণ মিথ্যা নয়, এবং এতে আমাদের পাঠকরা সত্যিই খুশি হবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি লিখতে হবে। এ বিষয়ে প্রথম রচনাটা আগামীকাল বা তার পরের দিন আমায় পেতেই হবে। ঐদিন চেম্বারে ব্যাপারটার আলোচনা হবে এবং ঐ সময় এ রচনা প্রকাশিত হলে সহজেই তা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

মাদাম ওয়ালটার আরও গুরুত্ব আরোপ করে বললেন, আপনি এগুলোর একটা সুন্দর নাম দিতে পারেন, 'সোয়ার দ্য আফ্রিকে,' নামটা ভাল হবে না কি মঁসিয়ে নর্বার্ত?

নর্বার্ত একজন প্রবীণ কবি। শেষ বয়সে নাম করেছেন। তিনি চান না নতুন কোন প্রতিভার আবির্ভাব হোক সাহিত্যের ক্ষেত্রে; তাই কোন নবাগতকেই সহ্য করতে পারেন না তিনি। তিনি নীরসভাবে বললেন, হ্যাঁ, নামটা অবশ্য ভালোই হবে তবে যদি মূল নীতি ঠিক রেখে রচনাটা লেখা হয়। গানের বেলায় যেমন স্বরলিপিটাই হলো আসল।

মাদাম ফরেস্টিয়ার প্রসন্ন দৃষ্টিতে অভয়দানের ভঙ্গিতে তাকালেন দুরয়ের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ হলো, কোন ভয় নেই, তুমি তোমার পথে এগিয়ে চলো। মাদাম মেরিলি কয়েকবার দুরয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছেন তার পানে আর তার ফলে কানের হীরের দুলটা অনবরত দুলছে। দেখে মনে হয়েছে ঝুলতে থাকা জলবিন্দুটা এই বুঝি পড়ে গেল। তাঁর ছোট্ট মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করে মাথা নীচু করে তার প্লেটের দিকে তাকিয়েছিল।

চাকর বারবার এসে টেবিলের শূন্য মদের গ্লাসগুলোকে ভরে দিয়ে যেতে লাগল। ফরেস্টিয়ার মঁসিয়ে ওয়ালটারের নামে ছোট্ট প্রস্তাব করলেন। বললেন, ভাই ফ্রাঁসোয়ার উন্নতি হোক।

প্রত্যেকেই তখন প্রতিষ্ঠানের মালিক ওয়ালটারের দিকে সম্মানস্বরূপ মাথা নত করল। ওয়ালটার তাদের পানে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন দুরয় তার সাফল্যের সম্ভাবনার উন্মাদনায় একচুমুকে মদের গ্লাসটা শেষ করে ফেলল। এইভাবে সে মদের একটা গোটা পিপেই শেষ করে ফেলতে পারত। অথবা একটা সিংহকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারবে। তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক অমানুষিক শক্তির তীব্রতা অনুভব করল, মনে অনুভব করল অপরিসীম আশা আর অটল অপরাজেয় সংকল্প। এখন মনে হলো এই সব লোকের উপস্থিতিতে তার আর কোন অস্বস্তি হচ্ছে না; সে বেশ সহজ হয়ে গেছে এদের সমাজে। সে সর্বত্র তার যোগ্য স্থান আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এক নবজাত আশা ও আশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সে সকলের মুখপানে তাকাল। এবার সে প্রথম সাহস করে তার পার্শ্ববর্তিনী মহিলাকে সম্বোধন করে কথা বলল। বলল, আপনার কানের দুলটার মত এত সুন্দর দুল আমি জীবনে কখনো দেখিনি মাদাম।

মাদাম মেরিলি তার দিকে ঘুরে হাসিমুখে তাকালেন। বললেন, এ পরিকল্পনাটা আমার। আমি চেয়েছিলাম, ঠিক এইভাবে একটা সোনার সুতোয় বাঁধা থেকে হীরেটা

www.BanglaBook.org

ঝুলতে থাকবে। দেখে মনে হবে যেন শূন্যে একটা শিশিরবিন্দু ঝুলছে। তাই নয় কি?

দুরয় নিজের সাহসে নিজেই লজ্জিত হলো। তার ভয় হতে লাগল লোকে তাকে বোকা ভাববে না ত? যাইহোক, সে অনুচ্চ স্বরে বলল, চমৎকার। কিন্তু শুধু দুলটা কেন মাদাম, আপনার কানটাও ভাল। তাই এত মানিয়েছে।

নীরবে দুরয়ের মুখপানে তাকালেন মাদাম মোরিলি। এইভাবে এক নীরব দৃষ্টির দ্বারা দুরয়কে ধন্যবাদ জানালেন তিনি। মেয়েরা মাঝে মাঝে এইভাবে এক নীরব দৃষ্টি মেলে তাকায় যে দৃষ্টি সোজা অন্তরে চলে যায়, সোজা অন্তরকে স্পর্শ করে।

মুখ ঘুরিয়েই দেখতে পেল মাদাম ফরেস্টিয়ার তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর যে দৃষ্টিতে এতক্ষণ শুধু মমতার মেদুরতা ছিল এখন সে দৃষ্টিতে আনন্দের এক সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল এক উৎসাহ আর আনন্দের উচ্ছ্বাস।

এবার উপস্থিত সকলেই হাত নেড়ে, অঙ্গ সঞ্চালন করে, গলার স্বর উঁচু করে আবার তর্ক শুরু করে দিল। এবার তারা রাজধানীর রেলপথের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। মরুভূমির আলোচনা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন তারা শহরের যানবাহন সমস্যা সম্পর্কে আপন আপন মতামত ব্যক্ত করতে পারে। প্যারিসের যানবাহনের ব্যবস্থা বড় শ্লথ। ট্রাম, বাস, ঘোড়ার গাড়ি সব কিছুরই বিশেষ অসুবিধা।

এরপর তারা আবার ঘর ছেড়ে কফি খেতে গেল। দুরয় মজা করার জন্য ছোট মেয়েটির হাত ধরে নিয়ে যেতে লাগল। মেয়েটি তাকে গম্ভীরভাবে বিজ্ঞের মত ধন্যবাদ দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে তার হাতটাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল।

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে আবার দুরয়ের মনে হলো সে যেন কোন বাগানবাড়িতে এসেছে। ঘরের চার কোণে চারটি তাল গাছ ঘরের কড়ি বড়গা পর্যন্ত মাথা উঁচু করে পাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আগুন রাখার জায়গাগুলোতে রয়েছে ভারতীয় রবার গাছের চারা যার ঘন শ্যামল পাতাগুলো ঝাঁক বেঁধে ছড়িয়ে আছে। পিয়ানোর উপর রয়েছে দুটি অজানা ফুলের চারা—একটার ফুল ক্রিমসন রঙের আর একটার ফুল সাদা। এত সাদা যে দেখে মনে হচ্ছিল কৃত্রিম ফুল।

তখন বাতাসটা ছিল শান্ত, একটা মিষ্টি অজানা গন্ধে ভরা। দুরয় বেশ সহজভাবে ঘরটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। ঘরটা এমন কিছু বড় নয়, গাছপাতা ছাড়া আকর্ষণীয় কিছু নেই। তবু সব মিলিয়ে পরিবেশটা বড় স্নিগ্ধ, বড় মনোরম।

আপনি কফি খাবেন ত মঁসিয়ে দুরয়?

মাদাম ফরেস্টিয়ার এক কাপ কফি দুরয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হাসিমুখে। তাঁর মুখখানা এর আগে একবারও হাসিছাড়া হয়নি।

ধন্যবাদ মাদাম। কফির কাপটা হাতে নিয়ে চিনির পাত্র থেকে কিছুটা চিনি নিল দুরয়। মাদাম ফরেস্টিয়ার তার কানের কাছে খুব নীচু গলায় বললেন, মাদাম ওয়াল্টারের দিকে মনোযোগ দিন।

কথাটা বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেলেন মাদাম ফরেস্টিয়ার।

www.BanglaBook.org

কফিটা খাবার সময় দুরয়ের প্রায়ই মনে হচ্ছিল ভাল কার্পেটের উপর কিছুটা যদি পড়ে যায়। কফির কাপটা শেষ করে তার নতুন মালিকের স্ত্রীর সঙ্গে কথা শুরু করার জন্য কোন না কোন অজুহাত আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ দেখল, মাদাম ওয়ালটারের হাতে একটা খালি কাপ রয়েছে। টেবিলটা একটু দূরে থাকার জন্য কাপটা কোথায় রাখবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। দুরয় তীরবেগে সেখানে গিয়ে বলল, আমাকে দিন মাদাম।

ধন্যবাদ স্যার।

কাপটা টেবিলে রেখে আবার মুহূর্তমধ্যে মাদাম ওয়ালটারের কাছে চলে এল দুরয়। এসে বলতে লাগল, আপনি হয়ত শুনে আশ্চর্য হবেন মাদাম, আমি যখন মরুভূমিতে থাকতাম তখন এই 'ভাই ফ্রাঁসোয়া' সেখানে আমার অবসর সময় কাটাতে কত সাহায্য করত। ফ্রান্সের বাইরে এই একটামাত্র কাগজই পড়ার মত। এতে সবই কিছু কিছু করে আছে। এতে আছে সাহিত্যরসের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস, অথচ পড়তে পড়তে এটা কখনো একঘেঁয়ে লাগে না।

প্রথমে এক মধুর ঔদাসিন্যের সঙ্গে একটুখানি হাসি হেসে গম্ভীরভাবে বললেন, মঁসিয়ে ওয়ালটার অনেক করে আজকের দিনের উপযুক্ত এই ধরনের একটা কাগজ গড়ে তুলেছেন।

এইভাবে আলাপ শুরু করল দুরয়। আলাপ শুরু করলে আপনিই তা গড়িয়ে চলে। ছোটখাটো এটা সেটা কথা বেশ সহজভাবে বলতে পারে দুরয়। তার গলাটাও মিষ্টি আর সবচেয়ে দেখার মত তার গোঁফটা। তার ঠোঁটের কাছে গোঁফটা চমৎকারভাবে বেঁকে গেছে। গোঁফের চুলগুলোতে বাদামী রঙের একটা ভাব আছে।

তারা বলতে লাগল প্যারিস আর তার আশপাশের শহরতলীর কথা। সেইন নদীর তীর আর জলাজায়গাগুলোর কথা। বলল গ্রীষ্মকালীন আমোদ প্রমোদের উপকরণের কথা। বর্তমানের এই সব অতিবাস্তব কথাগুলো মানুষ অনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বলে যেতে পারে।

তারপর নর্বার্ত দ্য ভেরেনী একপাত্র মদ হাতে এগিয়ে আসতেই দুরয় চলে গেল।

মাদাম মেরিলি এতক্ষণ মাদাম ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মাদাম মেরিলি দুরয়কে ডাকলেন। ডেকে হঠাৎ বললেন, আচ্ছা মঁসিয়ে, আপনি কি সাংবাদিকতার কাজে যোগদান করতে চান?

তার পরিকল্পনার কথাটা ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারল না দুরয়। সে শুধু একটু আগে মাদাম ওয়ালটারের সঙ্গে যেসব কথা হয়েছিল তা খুলে বলল। এক একবার একই কথা দুবার ঘুরিয়ে বলল। তার প্রতিটি কথাকে অর্থময় করে তোলার জন্য বারবার মাদাম মেরিলির চোখে চোখ রেখে তাকাতে লাগল।

মাদাম মেরিলিও সহজ ও অপ্রতিভভাবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর কথার মাধ্যমে এক মধুর অন্তরঙ্গতা আর তীক্ষ্ন বুদ্ধির পরিচয় দিতে চাইছিলেন। সেই অন্তরঙ্গতার ঝোঁকে মাঝে মাঝে তাঁর একটা হাত দুরয়ের হাতের উপর রাখছিলেন। ঘনিষ্ঠতার নিদর্শনস্বরূপ মাঝে মাঝে দু একটা ঠাট্টা তামাশার কথা বলছিলেন।

দুরয়ও সেই ঘটনাস্থলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি তার অনুরাগ প্রকাশ করতে চাই-

www.BanglaBook.org

ছিল। তাঁর প্রতিটি কথা সমর্থন করছিল। নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং যাতে তাঁর কথার উত্তর দিতে দেরী না হয় সেদিকে তার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিল সব সময়।

হঠাৎ মাদাম মেরিলি অকারণে তাঁর ছোট মেয়েটাকে ডাক দিলেন, লরিণ! মেয়েটি কাছে এলে বললেন, এখানে বস। জানালার ধারে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে তোমার সর্দি হবে।

ছোট্ট মেয়েটিকে চুম্বন করার জন্য একটা দুরন্ত ইচ্ছা জাগল দুরয়ের মনে। তার মনে হলো, এ চুম্বনের একটা ভগ্নাংশ মেয়ের দেহের মাধ্যমে তার মাকেও পরোক্ষভাবে স্পর্শ করবে। কণ্ঠে এক পিতৃসুলভ স্নেহশীলতা ও সাহসিকতা মিশিয়ে সে সরাসরি বলল, আচ্ছা মেয়ে, তুমি কি আমায় একটা চুমু খেতে দেবে?

মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। মাদাম মেরিলি হাসতে হাসতে বললেন, কি, উত্তর দাও?

মেয়েটি বলল, একবার খেতে পার। কিন্তু সব সময় না।

দুরয় তখন বসেছিল। সেই অবস্থাতেই মেয়েটিকে কোলে নিয়ে তার কপালের উপর কোঁকড়ানো সুন্দর চুলগুলোর উপর তার ঠোঁটটা বোলাতে লাগল।

তার মা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, একি, ও পালিয়ে যায়নি! সত্যিই আশ্চর্যের ত! সাধারণতঃ ও শুধু মেয়েদের চুমু খেতে দেয়। সত্যিই আপনার ক্ষমতা আছে মঁসিয়ে দুরয়।

দুরয়ের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সে কোন কথা বলল না, মেয়েটিকে কোলের উপর রেখে তাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রইল।

মাদাম ফরেস্টিয়ার কাছে এসে আশ্চর্য হয়ে বললেন, কি লরিণ, তুমি দেখছি পোষ মেনে গেছ? কী আশ্চর্যের কথা!

চুরুট মুখে জ্যাক রাইভেল কাছে আসতেই উঠে পড়ল দুরয়। তার কিছুটা ভয় হলো। কাজটা অশোভন ঠেকতে পারে তাঁর কাছে এবং তিনি কোন অপ্রিয় মন্তব্য করতে পারেন আর তাহলে তার কাজের আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে। যাই হোক, মোট কথা তার জয়ের অভিযান শুরু হয়ে গেছে।

প্রথম সে মেয়েদের প্রসারিত ছোট ছোট হাতগুলি মৃদুভাবে একটু চাপ দিয়ে মর্দন করল। তারপর পুরুষদের সঙ্গে করমর্দন করল। সে দেখল জ্যাক রাইভেলের হাতটা বেশ শুকনো আর তপ্ত, হাতটা তার ভাল লাগল; নরবার্ত ভেরেনীর হাতটা ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেতে, ধরতে না ধরতেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে যেন গলে গেল হাতটা, মালিক ওয়ালটারের হাতটাও ঠাণ্ডা আর মোটা মেটো, উৎসাহ বা উদ্দীপনার কোন তাপ নেই সে হাতে; ফরেস্টিয়ারের হাতটাও ভিজে ভিজে। ফরেস্টিয়ার বলল, কাল তিনটের সময়, ভুলো না যেন।

না না। ভয়ের কিছু নেই।

বিদায়ের পর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামার সময় ছুটে নীচে যাবার একটা অদ্ভুত ইচ্ছা পেয়ে বসল তার। তার এত আনন্দ হচ্ছিল যে সে একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকে নামছিল। তিনতলায় এসে বড় আয়নাটার সামনে এক ভদ্রলোককে দেখে হঠাৎ থেমে গেল সে। দেখে লজ্জা পেয়ে গেল সে। যেন তার হাস্যকর কাজটা ধরা পড়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

তারপর আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে নিজেকে দেখতে লাগল দুরয়। নিজেকে এতখানি সুন্দর দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। কোন কোন সম্মানীয় ব্যক্তির কাছে নত হয়ে অভিবাদন করার ভঙ্গিতে নিজের প্রতিফলনের কাছে নিজেই বিদায় নিল দুরয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাস্তায় নেমে কি করবে তা খুঁজে পেল না দুরয়। সে ইতস্ততঃ করতে লাগল। তার একবার ছুটতে ইচ্ছা করল। তারপর মৃদুমন্দ বাতাসে বেড়াতে বেড়াতে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ও নতুন নতুন স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করল। তারপর ওয়ালটার যে কয়টি রচনা লেখার জন্য অনুরোধ করেছেন তার কথা মনে পড়ল। সে ঠিক করে ফেলল, বাড়ি গিয়েই কাজে বসে পড়বে।

তাড়াতাড়ি পথ হাঁটতে লাগল দুরয়। হাঁটতে হাঁটতে বুলেভার্ডের বাইরে দিয়ে তার বাসা রু্য বুরসলতে চলে গেল। বাড়ীটা দোতলা। তাতে থাকে যতসব ছোট খাটো ব্যবসাদার, কারখানার শ্রমিক আর কর্মচারি। মোমের বাতি দিয়ে আলোকিত ময়লা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে অস্বস্তিকর চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার মনটা। সঙ্গে সঙ্গে এ জায়গা ছেড়ে দিয়ে সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের মত ভাল পরিচ্ছন্ন জায়গায় বাস করার বাসনা জাগল। সমস্ত সিঁড়িটায় কাগজের টুকরো, সিগারেটের টুকরো, রান্নাঘরের ছাই ছড়িয়ে আছে।

দুরয় থাকে দোতলায়। পশ্চিম রেলের অন্তর্গত বাতিগনল স্টেশনের কাছে সুড়ঙ্গটা তার ঘর থেকে দেখা যায়। তার ঘরের জানালাটা খুলে মরচেধরা রেলিংগুলোর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল দুরয়। নীচে চোখ মেলে তাকাতেই চোখে পড়ে এক অন্ধকার শূন্য গহ্বর। তার মাঝে তিনটে স্থির লাল আলো তিনটে প্রকাণ্ড বন্য জন্তুর চোখের মত মনে হচ্ছিল। আর একবার তাকিয়ে আরো কতকগুলো আলো দেখতে পেল। প্রতিমুহূর্তে রাত্রির নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে রেলের বাঁশির শব্দ আসছিল। সে শব্দ কখনো দীর্ঘ, কখনো হ্রস্ব, কখনো নৈকট্যনিবিড়, কখনো দূরত্বজনিত অস্পষ্টতায় ক্ষীণ। মনে হচ্ছিল সে শব্দ আসছে দূর আসনিয়ের থেকে। সে শব্দের মধ্যে যে স্বর-তারতম্য ছিল তা মানুষের গলার মতই। তাদের মধ্যে একটি স্বর ক্রমশঃ উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে উঠল এক সকরুণ আবেদনে। সে আবেদনের ফলে একটি হলদে আলো জ্বলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে একটি রেলগাড়ি জোর শব্দ করে সুড়ঙ্গপথের মধ্যে ঢুকে গেল।

দুরয় আপন মনে বলে উঠল, যাক, এবারে কাজে বসা যাক।

সে তার টেবিলের উপর আলোটা জ্বালল। কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখল তার কাছে কতকগুলো মাত্র চিঠির কাগজ ছাড়া আর কোন কাগজ নেই। তা হোক, সে ঠিক করল এই কাগজগুলোর পুরো সদ্ব্যবহার করবে সে। কালিতে কলমটা ডুবিয়ে একটা কাগজের মাথায় লিখল, 'সুভেনির দু্য চসোয়ার আফ্রিকে'। এরপর সে প্রথম লাইনটা লেখার চেষ্টা করল। তার সামনের সাদা কাগজটার পানে চোখ রেখে

www.BanglaBook.org

তার হাতে মাথা দিয়ে বসে রইল দুরয়। এর পর কি কথা লিখবে সে? একটু আগে ভোজসভায় সে যা যা বলেছিল তার কিছুই মনে পড়ল না তার। কোন ঘটনা, কোন তথ্য, কিছুই না।

হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল তার। ওখানে যাবার জন্য এখান থেকে আমার বিদায়ের সময়টা দিয়ে শুরু করব আমি।

সে লিখতে শুরু করল, তখন ১৮৭৪ সাল, মে মাসের মাঝামাঝি। সেই ভয়ঙ্কর দুবছরের সমস্ত বিপর্যয়ের পর বিশ্রাম গ্রহণ করছিল যেন ক্লান্ত ও অবসন্নদেহ ফরাসী দেশ।

থেমে গেল দুরয়। কারণ এরপর কি লিখবে তা সে জানে না। তার জাহাজে ওঠা, সমুদ্রযাত্রা ও সে দেশ সম্বন্ধে তার প্রথম অভিজ্ঞতা কিছুই গুছিয়ে লিখতে পারল না সে।

দশ মিনিট ভাবার পর সে ঠিক করল, এখন ভূমিকা লেখার কাজটা থাক। এখন সে আলজিরিয়া বাসের অভিজ্ঞতার কথাটা লিখবে শুধু। পরে ভূমিকাটা জুড়ে দেবে। কিন্তু এবারও সে শুধু লিখল একটা কথা, সারা আলজিরিয়া যেন এক শ্বেত নগরী।

এরপর আর কোন কথা খুঁজে পেল না। সে শুধু সেই শ্বেত নগরীর কথাটা মনে করল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল শুধু পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে সমুদ্রের কাছ পর্যন্ত নেমে যাওয়া সমতল ছাদওয়ালা অসংখ্য বাড়ির কথা। কিন্তু সেখানে সে যা যা দেখেছে বা যা মনে হয়েছে, তার কিছুই মনে পড়ল না।

প্রবল চেষ্টার পর সে লিখল, 'অংশত এ দেশে আরবীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত।' তারপর সে কলমটা ফেলে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল, তার বিছানার খাটের মাঝখানে তার ময়লা পোশাকগুলো ছাড়া রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেগুলো মর্গের মৃত লোকদের ছাড়া ময়লা পোশাক। বেতের চেয়ারটায় তার টুপীটা উল্টোন অবস্থায় ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ওটা ভিক্ষার জন্য হাঁ হয়ে আছে। ঘরের দেওয়ালে নানারকমের দাগ। তেল, সাবানজল প্রভৃতি কত রকমের দাগ। ঘরটা দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল প্যারিসের মধ্যবিত্ত জীবনের দারিদ্র্যের ছাপ প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে সমস্ত ঘরখানায়। তার নিজের জীবনযাত্রার শোচনীয় দৈন্যে দারিদ্র্যে তার নিজেরই রাগ হলো। সে নিজের মনে মনে বলল, ঠিক এই মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে হবে এ ঘর থেকে। অন্ততঃ কালই অবসান ঘটাতে হবে তার এই অস্বস্তিকর অস্তিত্বের।

কাজ করার একটা প্রবল ইচ্ছা হঠাৎ পেয়ে বসল তাকে। টেবিলের ধারে বসে আলজিরিয়ার মনোরম ভূপ্রকৃতি বর্ণনা করার জন্য আবার ভাষা খুঁজতে লাগল সে। আলজিরিয়া যেন এক বিশাল ও রহস্যময় মহাদেশ, আফ্রিকার পাশের ঘর। আরবীয় আর নিগ্রোদের মত অজানা উপজাতিদের দ্বারা অধ্যুষিত আফ্রিকা মহাদেশ কত অদ্ভুত-দর্শন জীবজন্তুতে ভরা, যেসব জীবজন্তু কেবল রূপকথার গল্পে শোনা যায়। সেসব জীবজন্তু বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানায় দেখা যায়। অস্ট্রিচ, বড় বড় বনমুরগী, গেজেল, অদ্ভুত এক ধরনের ছাগল, বিস্ময়কর জিরাফ, গম্ভীর দর্শন উট, ভয়ঙ্কর জলহস্তী, কিম্ভূতকিমাকার গণ্ডার আর মানুষের পূর্বপুরুষ সেইসব ভয়ঙ্কর গোরিলা—এমনি কত সব জীবজন্তুই না আছে সেখানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার কাপড় ধোয়ার বিলটার উপর হঠাৎ চোখ পড়ল দুরয়ের। সেই সন্ধ্যায় সেটা দিয়ে গেছে তাকে। হঠাৎ এক প্রবল হতাশায় নিস্তেজ হয়ে পড়ল দুরয়। নিমেষের মধ্যে সব আনন্দ উবে গেল তার। তার নিজের উপর ও ভবিষ্যতের উপর সব আস্থা নষ্ট হয়ে গেল। সবকিছু শেষ হয়ে গেল। সে আর কিছুই করতে পারবে না, সে আর কিছু হতে পারবে না। নিজেকে আবার সবচেয়ে অযোগ্য ও অভিশপ্ত বলে মনে হলো তার।

সে আবার জানালার ধারে গিয়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল। এইমাত্র একটা ট্রেন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল জোর শব্দ করে। কত প্রান্তর ও সমতলভূমি পার হয়ে ট্রেনটা যাবে সমুদ্রের দিকে। দুরয়ের মধ্যে তার বাপ মার স্মৃতি মনে পড়ল। এই ট্রেনটা তাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দিয়ে যাবে। কল্পনার চোখে সে বাড়িটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেল। ক্যান্তেলো গাঁয়ে ঢোকার মুখে ছোট্ট একটা বাড়ি, সে গাঁটা সেইন নদীর উপত্যকা আর রুয়েনের সামনে ঢালু পাহাড়টার গায়ে অবস্থিত।

তার বাপ মার একটা ছোট হোটেল আছে। রুয়েন শহরের আশপাশের শহরতলীর ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা আসে সে হোটেলে খেতে। তারা হোটেলটাকে 'এ লা বেল ভ্যু' বলে ডাকে। তাঁরা তাঁদের ছেলেকে ভদ্রলোক করতে মানুষ করতেই চেয়েছিলেন। আর সেইজন্যেই পাঠিয়েছিলেন স্কুল থেকে কলেজে। কিন্তু বি, এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে সে ছেলে গেল সৈন্যবিভাগে। তার বাসনা, সে একজন অফিসার, একজন কর্ণেল বা জেনারেল হবে। কিন্তু সৈন্যবিভাগের চাকরি ভাল না লাগায় পাঁচ বছরের কর্মকাল শেষ না করেই সে ছেলে প্যারিসে চলে এল ভাগ্যান্বেষণের আশায়।

সেনাবাহিনীর কাজ শেষ করে সে চলে এল প্যারিসে। তার বাবা-মার কোন কথাই সে শোনেনি। তার বাবা-মা যখন দেখলেন তাঁদের পুত্র সম্পর্কে তাঁদের কোন আশাই পূরণ হলো না তখন তাঁরা দুরয়কে তাঁদের কাছে বাড়িতে থাকার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু দুরয় সেকথা শুনলো না। সে তার নিজের দিক থেকে চেয়েছিল সৌভাগ্য লাভ করতে। কিন্তু কোন পথে যে সৌভাগ্য সে লাভ করবে তা তার নিজের কাছেই ছিল অস্পষ্ট। তবে সে যে একদিন তার সৌভাগ্যলাভের পথ খুঁজে বার করবেই সেবিষয়ে সে ছিল নিশ্চিত।

তার বন্ধুরা তার সম্বন্ধে বলত, ও খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, ওর দূরদর্শিতা আছে এবং ও ওর নিজের যোগ্যতা অনুসারেই কাজ বেছে নেবেই। আর সেও সত্যি সত্যিই তার চরিত্র ও রুচি অনুসারে কাজ বেছে নেবার চেষ্টা করে আসছিল।

তার মধ্যে একটা সহজাত নর্ম্যানসুলভ মনোভাব ছিল। কিন্তু সে মনোভাবটা দূর আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় সৈনিক জীবন কাটাতে গিয়ে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে অনেকখানি। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে আবার সামরিক বীরত্ববোধ ও দেশপ্রীতির বহু গৌরবময় কাহিনী তার কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল, তার উচ্চাকাঙ্খাকে মাতিয়ে তুলেছিল। ফলে জীবনে সাফল্যলাভের বাসনাই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল তার জীবনে।

অন্যদিনকার মত আজকের এই সন্ধ্যায় সে আবার স্বপ্ন দেখতে লাগল। স্বপ্ন দেখতে লাগল তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। কাল্পনিক প্রেমাভিমানের ছবি ফুটিয়ে তুলল সে মনের উপর। যে প্রেমের সাফল্য তার জীবনে এনে দেবে আশা পূরণের

www.BanglaBook.org

এক অভূতপূর্ব সুযোগ। সে কল্পনায় ভাবল সে যেন কোন ধনী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর মেয়েকে পথে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুগ্ধ করে ভালবেসে বিয়ে করেছে।

সুড়ঙ্গ থেকে এক বিশাল খড়গোসের মত বেরিয়ে এসে লেকের দিকে জোর গতিতে এগিয়ে যেতে থাকা একটা এঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজে তার স্বপ্নটা হঠাৎ ছুটে গেল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা অস্পষ্ট অথচ আনন্দদায়ক আশা মনটাকে পেয়ে বসল তার। এ আশা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তার মনে। আর সেই আশার অভিযানে মনটা তার দুলে উঠতেই দুরয় একটা চুম্বন পাঠিয়ে দিল সামনের অন্ধকার রাত্রির উদ্দেশ্যে। কিন্তু আসলে সে চুম্বন যেন তার আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদ আর তার ভবিষ্যৎ সাফল্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে। তারপর সে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে পোশাকটা খুলে ফেলতে ফেলতে অনুচ্চ স্বরে বলে উঠল, কাল সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ রাত্রে আমার মনটা ভাল নেই। আজ বোধহয় মদ্যপান একটু বেশী হয়ে গেছে এবং এসব ক্ষেত্রে কেউ কোন কাজই খুব ভালভাবে বা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না।

দুরয় বিছানায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে আলোটা নিবিয়ে দিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরদিন খুব সকালেই জেগে উঠল সে। তীব্র প্রত্যাশা ও উদ্বেগে আকীর্ণ কোন লোক যেমন করে খুব তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে জেগে ওঠে দুরয়ও তেমনি করে জেগে উঠেই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। উঠেই জানালার ধারে গিয়ে জানালাটা খুলে দিয়ে এক কাপ টাটকা বাতাস খেয়ে নিল। নিজের ভাষায় সে এই কথাই বলল।

রু দ্য রোমের উল্টো দিকে রেলপথের ওপারের বাড়িগুলো সকালের সূর্যের আলোয় চকচক করছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সকালের উজ্জ্বল আলো আর বাতাস দিয়ে কে মেজে ধুয়ে দিয়েছিল বাড়িগুলোকে। দূরে ডান দিকে আর্জেন্তিউল ও অর্গেমণ্ড পাহাড় আর স্যানয়ের শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। দিগন্তের কোলে ভেসে ভাসতে থাকা এক স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনের মতই এক নীলচে আলোভরা কুয়াশায় ঢাকা ছিল ঐসব পাহাড়গুলো।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঐসব পাহাড় আর গ্রাম্য পরিবেশের দৃশ্য দেখল দুরয়। দেখতে দেখতে একসময় অনুচ্চ স্বরে বলে উঠল, আজকের মত দিনে ঐ গ্রাম অঞ্চলে চলে গেলে খুব ভাল হয়। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল তাকে এবার এই মুহূর্তেই লেখার কাজে বসতে হবে এবং বাড়িওয়ালার চাকরটাকে দশ স্যু দিয়ে ভাড়া করে অফিসে বলে পাঠাতে হবে যে সে আজ অসুস্থ। সে টেবিলে বসে কালিতে কলম ডুবিয়ে হাতের তালুতে কপাল রেখে কি লিখবে তা ভাবতে লাগল। কিন্তু কোন ফল হল না। কিছুই খুঁজে পেল না সে। তবু অবশ্য নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল না। সে শুধু ভাবল, আমি এ কাজে অভ্যস্ত নই বলেই পারছি না। অন্যান্য ব্যবসার মত লেখাটাও একটা ব্যবসা এবং সে ব্যবসা শিখতে হবে। প্রথমে এর জন্য আমাকে অপরের সাহায্য নিতে হবে। আমি ফরেস্টিয়ারের কাছে যাব, সে দশ মিনিটের মধ্যেই সব ঠিক করে দেবে।

ফরেস্টিয়ারের কাছে যাবার জন্য পোশাক পরে তৈরী হলো দুরয়। পথে বেরিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার মনে হলো, এত সকালে তার বন্ধুর বাসায় যাওয়া ঠিক হবে না, কারণ সে নিশ্চয় দেরী করে ওঠে। সে তাই খুব ধীর গতিতে বুলভার্ডের বাইরের দিকটায় গাছের তলা দিয়ে হাঁটতে লাগল, সে যখন পার্ক সঁকোতে পেঁছিল তখনও সকাল ন'টা বাজেনি। তখনও পার্কের গাছে গাছে সকালের শিশির-ফোঁটা লেগে ছিল আর তার জন্য সজীব দেখাচ্ছিল বেশ গাছগুলোকে। একটা বেঞ্চের উপর বসে সে আবার যেন স্বপ্ন দেখতে লাগল। তার অদূরে ভাল পোশাক পরা স্বপ্নাবিষ্ট একটি যুবক ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করছিল। দুরয়ের মনে হলো যেন ও নিশ্চয়ই কোন মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। আর হলোও ঠিক তাই। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটি এসে পড়ল। মাথায় ঘোমটা দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি এসে তার প্রেমিকের করমর্দন করেই তার একটা হাত ধরে চলে গেল দুজনে একসঙ্গে।

আপন অন্তরের মধ্যে প্রেমের এক দুরন্ত অভাব অনুভব করল দুরয়—সুন্দর সূক্ষ্ম ও সুগন্ধ এক প্রেম যা তার জীবনকে এক নূতন অর্থে সমৃদ্ধ করে তুলবে। সে আবার উঠে যাত্রা শুরু করল। পথে যেতে যেতে ফরেস্টিয়ারের কথা ভাবতে লাগল। কী সৌভাগ্যেরই না সে অধিকারী! বাড়ির দরজা থেকে বেরোচ্ছে ফরেস্টিয়ার এমন সময় সেখানে গিয়ে পেঁছিল দুরয়। তাকে দেখেই ফরেস্টিয়ার বলে উঠল, এত সকালে কি মনে করে! কি চাও তুমি?

হঠাৎ ফরেস্টিয়ারকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল দুরয়। তার প্রশ্নে তাই আমতা আমতা করে বলল, ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি লেখাটা ঠিক লিখতে পারছি না। মঁসিয়ে ওয়ালটার আমায় আলজিরিয়ার উপর যে লেখাটা লিখতে বলেছিলেন সেটার কথা ত জান তুমি। আমি জীবনে কোনদিন কিছু লিখিনি, সেদিক দিয়ে দেখলে এটা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। অন্যান্য কাজের মত এ কাজেও অনুশীলন দরকার। লিখতে লিখতে খুব তাড়াতাড়িই আমি রপ্ত হয়ে উঠব ঠিক, কিন্তু কিভাবে শুরু করব তা খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক ভাব আমার মনে ভিড় করে আসছে, কিন্তু আমি তা প্রকাশ করতে পারছি না।

ফরেস্টিয়ার থমকে দাঁড়াল। মুখে আত্মপ্রসাদের একটু চতুর হাসি হেসে বলল, আমি তা জানি।

দুরয় বলে চলল, লেখা শুরু করার সময় যে কোন লোকের বেলাতেই এমন হয়। আমি তোমার কাছে তাই কিছু সাহায্যের জন্য এসেছিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে তুমি আমায় কিভাবে শুরু করতে হবে তা দেখিয়ে দিতে পার। তুমি শুধু দেখিয়ে দেবে কিভাবে আমি জিনিসটাকে খাড়া করব। লেখার ভঙ্গিটাও আমাকে শিখিয়ে দেবে। তুমি ছাড়া আমি কাজটা কিছুতেই পেরে উঠব না।

ফরেস্টিয়ার তখনও হাসছিল। দুরয়ের বাহুর উপর একটা চাপড় দিয়ে বলল, আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করো। আমার মতই সে তোমার কাজটা করে দেবে। আমি তাকে একাজ শিখিয়ে দিয়েছি। আমার নিজের আজ সকালে মোটেই সময় নেই, তা থাকলে আমি সানন্দে একাজ তোমার করে দিতাম।

লজ্জা পেয়ে ইতস্তত করতে লাগল দুরয়। কিছুটা ভয়ও পেয়েছিল সে। সে বলল, কিন্তু এত সকালে আমি তাঁকে ডাকতে পারব না।

হ্যাঁ হ্যাঁ যাও তুমি, সে উঠে গেছে। আমার পড়ার ঘরে তুমি তাকে দেখতে পাবে। আমার কাগজপত্র সে গুছিয়ে রাখছে।

www.BanglaBook.org

তবু আপত্তির সঙ্গে দুরয় বলল, না না, এ ধরনের কথা আমি ভাবতেই পারছি না।

ফরেস্টিয়ার দুরয়ের কাঁধটা ধরে অন্য দিকে মুখটা ঘুরিয়ে দিল। তারপর সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, গাধা কোথাকার, যাও বলছি। আমি বলছি যাও ঃ দেখ, তুমি উপরে যাচ্ছ তোমার সব কথা বলে সমস্যার সমাধান করতে, আমাকে কৃতার্থ করতে নয়।

এবার দুরয় মনস্থির করে ফেলল, সে যাবে। বলল, ধন্যবাদ, আমি যাব। আমি গিয়ে বলব যে তুমি জোর করে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছ ; তুমি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

তাই বলো। সে তোমাকে খেয়ে ফেলবে না। তবে বেলা তিনটের সময় আমাদের সঙ্গে দেখা করার যে কথা আছে তা যেন কোনক্রমে ভুলো না।

ও, না না, ওর জন্যে তুমি ভেবো না।

ফরেস্টিয়ার তাড়াতাড়ি চলে গেল। এদিকে দুরয় খুব ধীর গতিতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। একটা একটা করে সিঁড়ি উঠতে লাগল আর ভাবতে লাগল সে কি বলবে। কি ধরনের অভ্যর্থনা সে পাবে সে কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

নীল পোশাক পরা ঝাঁটা হাতে একজন চাকর দরজা খুলে দিল। তাকে দেখেই বলল, মালিক বাড়ি নেই। দুরয়ের কাছ থেকে কোন প্রশ্ন না শুনেই সে বলল কথাটা।

দুরয় তবু ছাড়ল না। বলল, মাদাম ফরেস্টিয়ারকে বল, তিনি আমার কথা শুনবেন কি না। তাঁকে বল, তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার রাস্তায় দেখা হয়েছে এবং তিনিই আমায় পাঠিয়েছেন।

লোকটি চলে গেল এবং ফিরে না আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে লোকটি বলল, মাদাম আপনার সঙ্গে দেখা করবেন স্যার।

মাদাম ফরেস্টিয়ার ছিলেন একটা ছোট ঘরে। উনি একটা আরাম কেদারায় বসেছিলেন। ঘরটা ছোট, কিন্তু সারা ঘরখানা বইয়ে ভর্তি। বইএর কভারগুলো নীল, হলদে, সবুজ, লাল প্রভৃতি নানারকম রংএর। রংগুলো বেশ চকচক করছিল।

মাদাম ফরেস্টিয়ার মুখটা ঘুরিয়ে হাসতে লাগলেন। তাঁর পরনে ছিল লেস দিয়ে কাজ করা একটা সাদা গাউন। উনি একবার নগ্ন হাতটা নাড়লেন। হাতে দস্তানা থাকলেও কোন জামা ছিল না।

মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, এত তাড়াতাড়ি ? এটা অবশ্য তিরস্কারের কথা না। এমনি একটা সাধারণ প্রশ্ন।

ও মাদাম, আমি এখানে আসতে চাইনি। কিন্তু আপনার স্বামী আমায় জোর করে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। ওর সঙ্গে আমার নীচেয় দেখা হয়েছিল। এ ব্যাপারে আমি এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি যে আপনাকে আমি বলতেই পারছি না, কেন এখানে এসেছি।

একটা চেয়ার দেখিয়ে মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, আপনি বসুন, বসে বলুন কি ব্যাপার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাদামের হাতের দুটো আঙুলের মাঝখানে একটা কলম ছিল। তাঁর সামনে টেবিলের উপর একটা আধলেখা কাগজ পড়েছিল। কাগজটা যখন তিনি লিখছিলেন তখনই দুরয় হঠাৎ এসে পড়ে। দেখে মনে হচ্ছিল উনি খুব আরামে কাজ করছিলেন। তাঁর সদ্যসাধিত প্রসাধন আর ড্রেসিং গাউন থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বার হচ্ছিল। দুরয়ের খুব ভাল লাগছিল। মাদাম ফরেস্টিয়ারের নরম সুন্দর পোশাকের মধ্য দিয়ে তাঁর যৌবনবতী সুন্দর দেহটার রেখাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সে।

দুরয়ের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে মাদাম আবার বললেন, ঠিক আছে, কই বলুন সেকথা।

কিছুটা ইতস্ততঃ করে দুরয় বলতে লাগল, বলছি। কিন্তু ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। গতরাত থেকে সকাল পর্যন্ত আমি আলজিরিয়ার উপর সেই লেখাটা লিখতে চেষ্টা করছিলাম। মঁসিয়ে ওয়ালটার লেখাটা চেয়েছেন। কিন্তু আমি তার কিছুই পারিনি; তাই যেটুকু লিখেছিলাম সব ছিঁড়ে ফেলেছি। আমি এ ধরনের লেখা লিখতে ঠিক অভ্যস্ত নই ত। সেজন্য ফরেস্টিয়ারের কাছে কিছু সাহায্যের জন্য এসেছিলাম, একবার সে যদি শুরুটা—

মাদাম প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে দুরয়কে থামিয়ে দিলেন। বললেন, আর তিনি আমার কাছে সোজা পাঠিয়ে দিলেন। বাঃ চমৎকার।

হ্যাঁ মাদাম। সে তাই করল। বলল যে এ সমস্যা থেকে আপনি আমাকে তার থেকে আরো ভালভাবে উদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু আমার আসতে সাহস হচ্ছিল না। বিশ্বাস করুন, আমি এখানে আসতে চাইনি।

মাদাম ফরেস্টিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে একযোগে কাজ করতে ভালই লাগবে। কথাটা ভাবতে আমার ভালই লাগছে। আসুন, আমার কাছে এসে বসুন। ওদের অফিসের সবাই আমার হাতের লেখা চেনে। আপনি লিখুন, আমি একটা ভাল রচনা আপনাকে লিখে দেব।

দুরয় উঠে এসে মাদামের কাছে বসে একটা কলম নিল। একটা কাগজ সামনে পেতে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। মাদাম ফরেস্টিয়ার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরয়ের এই প্রস্তুতিটুকু লক্ষ্য করছিলেন। পরে উনি একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। বললেন, সিগারেট না খেয়েই কিন্তু আপনাকে কাজ করতে হবে। আসুন, আপনার কি বলার আছে বলুন।

দুরয় মুখ তুলে মাদামের মুখপানে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আমি যে কি বলতে চাই তা তো আমি নিজেই জানি না আর তা জানি না বলেই আপনার কাছে এসেছি।

মাদাম বললেন, ও আমি সব ঠিক করে দেব। তবে আমি মশলা তৈরী করে দেব। কিন্তু উপাদান চাই ত।

দুরয় কিছুটা ঘাবড়ে গেল। অবশেষে কিছুটা ইতস্ততঃ করে বলল, তাহলে প্রথম থেকেই অভিজ্ঞতার সব কথাটা বলতে হবে আমায়।

ঠিক আছে। নতুন করে সব বলে ফেলুন। দেখছেন ত, আমি একা আছি। সব শুনে কিভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে ব্যাপারটা আমি বলে দেব।

কিন্তু কোথা থেকে কিভাবে শুরু করবে তা জানত না দুরয়। তাই মাদাম ফরেস্টিয়ার তাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোন লোকের স্বীকারোক্তি করার সময়

www.BanglaBook.org

চার্চে যেমন তাকে প্রশ্ন করা হয় তেমনি দ্যুরয়কে প্রশ্ন করতে লাগলেন। ফলে অনেক বিস্মৃত ছোটখাটো ঘটনার কথা মনে এসে গেল দ্যুরয়ের। অনেক পরিচিত লোকের কথা মনে পড়ল, আবার অর্ধপরিচিত অনেক লোকের মুখের ছবিও ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

এইভাবে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে দুজনের প্রায় মিনিট পনের কথা হলো। তারপর হঠাৎ একসময়ে দ্যুরয়কে থামিয়ে দিয়ে মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, এবার আপনি শুরু করতে পারেন। আপনি শুধু মনে করবেন, আপনি আপনার অভিজ্ঞতার কথা একজন বন্ধুর কাছে প্রকাশ করছেন, এমন একজন বন্ধুর কাছে বলছেন ভাববেন যাঁর কাছে ভাল-মন্দ বাস্তব অবাস্তব সবকিছু বলতে পারবেন অকুণ্ঠভাবে। এইভাবে শুরু করুন :

প্রিয় হেনরী—তুমি জানতে চেয়েছ আলজিরিয়া দেশটা কেমন, সেই কথাই তোমায় বলছি। আমি যে শুকনো মাটির কেবিনে বাস করি সেখানে করার মত কাজ হাতে কিছু না থাকায় আমি আমার অভিজ্ঞতার সব কথা তোমায় কিছু কিছু করে লিখে পাঠাব। তাতে থাকবে আমার প্রতিটি দিনের এমন কি প্রতিটি ঘণ্টার অভিজ্ঞতার কথা। মাঝে মাঝে হয়ত কিছু কড়া কথা থাকবে। কিন্তু তাতে কিছু যাবে আসবে না। তবে যেন, তোমার মেয়ে বন্ধুদের দেখাবে না আমার লেখাটা।

নিভিয়ে যাওয়া সিগারেটটা ধরাবার জন্য মাদাম আবার থামলেন। থামতেই দ্যুরয়ের হাতের কলমটাও থেমে গেল। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, লিখে চলুন।

সাহারা, মধ্য আফ্রিকা প্রভৃতি কতকগুলি বিরাট অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের সীমান্তে অবস্থিত আলজিরিয়া একটি ফরাসী দেশ। এই অদ্ভুত অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের এক আলোকোজ্জ্বল দরজা যেন আলজিরিয়া। এক সুন্দর সাদা সাজানো দরজা।

তবে আগে তোমাকে যেতে হবে সেখানে। কিন্তু সেইটাই হচ্ছে সমস্যা। তুমি জান আমি একজন ভাল অশ্বারোহী, আমি ছিলাম একজন সেনানী। কিন্তু কোন লোক ভাল অশ্বারোহী হলেই যে ভাল নাবিক হবে এমন কোন কথা নেই। আমার ব্যাপারটাও হলো তাই।

সার্জেন-ম্যাজর স্যামব্রেতার কথা তোমার মনে আছে, যাকে আমরা ডাকতাম ডাক্তার ইপেকাকুয়াম্বা। যখন চব্বিশ ঘণ্টা আড্ডা মারার সময় হেতো আর সেকথা ভাবতাম তখনি চলে যেতাম তার ডাক্তারখানায়। এমন আড্ডা মারার চমৎকার জায়গা আর দেখা যায় না। সেকথাও তোমার হয়ত মনে আছে। কেমন করে সে তার পায়-জামা পরা মোটাসোটা পাগুলো ছড়িয়ে হাঁটুতে হাত দিয়ে বসে থাকত, মাঝে মাঝে হাত তুলে চোখগুলো বড় বড় করে তাকাত আর তার সাদা গোঁফটায় আঁচড় কাটত তাও বোধহয় তোমার মনে আছে।

তার চিকিৎসার ধরনটা তোমার মনে আছে? এই লোকটার পাকস্থলীটা খারাপ হয়ে গেছে? আমার ব্যবস্থাপত্র অনুসারে এক দাগ তিন নম্বর এমেটিক দিয়ে দাও আর বার ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে হবে। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এইটাই ছিল তার চরম ব্যবস্থা। চরম এবং অপরিহার্য। যে কেউ তার কাছে যেত এ ওষুধ না খেয়ে সে পারত না। তাকে তা খেতেই হতো। ডাক্তার ইপেকাকুয়াম্বার ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে বারো ঘণ্টা বিশ্রাম সে ভোগ করত।

হ্যাঁ, এবার বলতে হবে আফ্রিকা যাওয়ার কথা। ওখানে যেতে হলে চাই চল্লিশ

www.BanglaBook.org

ঘণ্টা সময়। তার মানে আর এক দাগ এসেটিক খেতে হবে।

মাদাম ফরেস্টিয়ার তার নিজেরই পরিকল্পনায় খুশি হয়ে হাত দুটো একবার ঘষলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই বলতে লাগলেন। চাপা ঠোঁটের ছোট্ট একটু ফাঁক থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন প্রথমে। ধোঁয়াটা ক্রমে মাকড়সার জালের মত সরু স্বচ্ছ একটা কুয়াশার ধূসর রেখা রেখে মিলিয়ে গেল বাতাসে বাষ্পের মত। একবার ধোঁয়ার ঘন রেখাটাকে হাত দিয়ে বা আঙ্গুল দিয়ে মাঝখানে কেটে দিয়ে দুটো ভাগের দিকে লক্ষ্য করলেন।

দুরয় তার চোখদুটো তুলে মাদামের প্রতিটি গতিভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি খেলা করছেন। যা কিছু করছেন যা কিছু বলছেন সব খেলাচ্ছলে, একবারও চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ছেন না।

এবার তিনি আলজিরিয়ায় যাত্রার কথা ভাবতে লাগলেন। পথে কারা সঙ্গী ছিল তা কল্পনায় উচ্চারণ করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন পথে থাকার সময় দুরয় সামরিক বাহিনীর এক ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিল। ভদ্রমহিলা দুরয়ের সঙ্গে তাঁর স্বামীর কাছেই যাচ্ছিলেন।

একবার হঠাৎ বসে পড়ে তিনি আলজিরিয়ার ভৌগোলিক বিবরণের কথা প্রশ্ন করলেন দুরয়কে। এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান মোটেই ছিল না। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই উনি সব ভালভাবে জেনে নিলেন এবং একটা পুরো পরিচ্ছেদ ধরে আলজিরিয়ার রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক অবস্থানের কথা বললেন। এর পরের রচনাগুলিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকবে সে বিষয়ে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গে ওরাণ প্রদেশে এক প্রমোদভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ ছিল স্প্যানিশ, ইহুদী ও মুরজাতীয় মেয়েরা। মাদাম বললেন, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে আগ্রহের বস্তু।

শেষের দিকে সাইদা ভ্রমণের কাহিনীও বললেন। তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন দুরয়ের এক কল্পিত প্রেমের ঘটনা। বিরাট এক মালভূমির পাদদেশে সাইদা একটা সুন্দর জায়গা। সেখানকার এক কারখানায় কাজ করত স্পেনদেশীয় একটি মেয়ে। দুরয় তাকে ভালবাসত। সেই প্রেমিকার কাছে দুরয়ের কয়েকটি বেশ অভিসারের বর্ণনা করলেন মাদাম। পাথরঘেরা নগ্ন পাহাড়ের মাঝে গভীর রাত্রিতে কোন এক বিশেষ সংকেত স্থানে মেয়েটির সঙ্গে মিলিত হত দুরয়। সেই পাহাড়ে থাকত হায়েনা, শেয়াল আর আরবদেশীয় ভয়ঙ্কর কুকুর। কিন্তু সেইসব শেয়াল কুকুরের চীৎকার আর হায়েনার অট্টহাসিকে স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করে দুরয়রা প্রেমচর্চা করে যেত সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত।

শেষে বেশ খুশী হয়ে মাদাম বললেন, লিখে দিন, চলবে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এইভাবে লিখতে হয় বুঝলেন? এবার সই করুন।

দুরয় ইতস্তত করতে লাগল।

আমি বলছি, সই করুন।

দুরয় এবার হাসতে লাগল। লেখাটার তলায় লিখল, 'জর্জ দুরয়।'

পায়চারি করতে করতে সিগারেট খেতে লাগলেন মাদাম ফরেস্টিয়ার। তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার কোন ভাষা না পেয়ে দুরয় বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখপানে। কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তার সমস্ত অন্তর। সঙ্গে সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই নবজাত ঘনিষ্ঠতার একটা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়চেতনা যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছিল তার মনে। তার মনে হলো এই ঘরের আশেপাশে বইঢাকা দেওয়াল পর্যন্ত যা কিছু রয়েছে তার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে, সবকিছুই তার আপন, তার সত্তার এক একটা অংশ যেন। চেয়ার, আসবাবপত্র, তামাকের গন্ধভরা ঘরের নিস্তরঙ্গ নিশ্চল বাতাস যা কিছুর মধ্যেই মাদামের স্পর্শ ছিল তা সব ভাল লাগছিল দুরয়ের।

হঠাৎ মাদাম ফরেস্টিয়ার প্রশ্ন করে বসলেন, আমার বান্ধবী মাদাম মেরিলিকে আপনার কেমন লাগে?

কিছুটা আশ্চর্য হয়ে দুরয় উত্তর করল, আমার—আমার তাঁকে ভালই লাগে।

তাই নাকি?

নিশ্চয়।

দুরয়ের বলতে ইচ্ছা করছিল, ভাল লাগে। কিন্তু আপনার মত অতটা নয়। কিন্তু সাহস করে বলতে পারল না কথাটা।

মাদাম আবার বলতে লাগলেন, আপনি যদি জানতেন ও কত রসিক এবং বুদ্ধিমতী এবং সব বিষয়েই ওর তীক্ষ্ণ মৌলিক চিন্তা আছে। তবে ও সংসারী নয়—ওর মনটা ভবঘুরেই রয়ে গেল চিরদিন। সেইজন্যেই ওর স্বামী ওকে বেশী ভালবাসেন না। তিনি শুধু ওর দোষটাই বড় করে দেখেন, ওর গুণগুলো দেখেন না।

মাদাম মেরিলি বিবাহিতা এবং তাঁর স্বামী এখনো বর্তমান একথা জেনে কিছুটা আশ্চর্য হল দুরয়। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এটা খুবই স্বাভাবিক।

দুরয় বলল, ও উনি বিবাহিতা! কে ওঁর স্বামী?

মাদাম ফরেস্টিয়ার হাত দুটো একটু তুলে ভ্রূদুটো কুঁচকে একটা দুর্বোধ্য অঙ্গভঙ্গি করলেন। করে বললেন, উনি উত্তর রেলপথের একজন ইনসপেক্টর, সারা মাসের মধ্যে আট দিন করে প্যারিসে কাটান তিনি। ওঁর স্ত্রী বলেন, প্রতি মাসে আট দিন করে প্যারিসে কাটানোটা যেন তাঁর এক পবিত্র কর্তব্য, একটা অপরিহার্য বাধ্যবাধকতা। যখন আপনি ওকে আরো ভাল করে জানতে পারবেন তখন বুঝবেন ও কত বুদ্ধিমতী এবং ওর স্বভাবটা কত সুন্দর, এই ক'দিনের মধ্যে একবারও যান না তার কাছে।

উঠতে ইচ্ছা করছিল না দুরয়ের। তার মনে হচ্ছিল ও যেন চিরদিনের জন্য এখানে থেকে যাবে। মনে হচ্ছিল সে যেন বাড়িতেই রয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে কোন খবর না দিয়েই লম্বা একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে ঘাবড়ে গেল দুরয়। মাদাম ফরেস্টিয়ার মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুতবোধ করলেন। কিছুটা লজ্জাও পেলেন। পরে সহজভাবে বললেন, আসুন স্যার। আসুন, আমি আপনার সঙ্গে শার্লের একজন বন্ধু মঁসিয়ে জর্জ দুরয়ের পরিচয় করিয়ে দিই। উনি একজন ভাবী সাংবাদিক।

তারপর গলার স্বরটা পরিবর্তন করে বললেন, আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু কোঁৎ দ্য ভ্যাড্রেক।

দুজনেই নত হয়ে নমস্কার বিনিময় করল। তারপর দুরয় চলে গেল। কেউ তাকে থাকতে বলল না। সে আমতা আমতা করে মাদাম ফরেস্টিয়ারকে কিছু ধন্যবাদ দিল। তার প্রসারিত হাতটা একটু মর্দন করল, নবাগত ভদ্রলোকের সামনে একটু নত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো। তারপর বিচলিত অবস্থায় এবং বোকার মত ঘর থেকে চলে গেল। নবাগত ভদ্রলোকের মুখের হাবভাব দেখে উচ্চপদস্থ লোক বলেই মনে হচ্ছিল।

বড় রাস্তায় এসে কেমন যেন একটা বিস্বাদ আর অস্বস্তিবোধ করতে লাগল দুরয়। একটা অব্যক্ত গোপন বিরক্তিতে মনটা ভরে ছিল তার। পথে যেতে যেতে নিজেকেই প্রশ্ন করল সে, এ বিষাদের কারণ কি। এর উত্তর সে দিতে পারল না। তবে কোন ধনী লোকের অহঙ্কারী কড়া মেজাজের একটা মুখ বারবার তার মনের সামনে ভেসে উঠছিল, সে মুখ কোৎ দ্য ভ্যাণ্ড্রেকের মুখ। সে বুঝতে পারল এই অপরিচিত ভদ্রলোক হঠাৎ এসে তাদের সেই মধুর আলোচনাটা মাঝপথে ভেঙ্গে দিয়েছে যে আলোচনায় তার প্রাণ মন ডুবে গিয়েছিল নিঃশেষে। আর সেই অতৃপ্তিই তার মনে সৃষ্টি করেছে এক হিমশীতল হতাশার। আর এই হতাশা থেকেই সৃষ্টি হয় যতকিছু দুঃখ আর বিষাদের। তার আরো মনে হলো ভদ্রলোক তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

তিনটে পর্যন্ত তাকে কাটাতে হবে, কিন্তু হাতে কোন কাজ নেই। অথচ তখনো দুপুর হয়নি। তার পকেটে ছিল তখন ছয় ফ্রাঁ পঞ্চাশ সেন্তিমে। তইলন দুভাল হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খেল। তারপর কিছুটা ঘুরল এবং অবশেষে তিনটে বাজতেই সোজা ভাই ফ্রাঁসোয়ার অফিসে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। জনকতক পিওন একটা বেঞ্চের উপর বসেছিল আর একটা ডেসকের কাছে একজন সদ্যমাত্র-আসা চিঠিপত্রগুলো বাছাই করছিল। জায়গাটা বাইরের দর্শকের কাছে একেবারে নিখুঁত। সেখানকার উপস্থিত প্রতিটি লোকের চেহারা বেশভুষা ও হাবভাব একটা বড় সংবাদপত্রের অফিসের উপযুক্ত।

আচ্ছা মঁসিয়ে ওয়ালটার আছেন? খোঁজ করল দুরয়। দারোয়ান উত্তর করল, ম্যানেজার এখন ব্যস্ত আছেন স্যার। আপনি একটু বসুন।

কথাটা বলে লোকে ভর্তি বসবার ঘরটা সে দেখিয়ে দিল। সে ঘরে ছিল বিভিন্ন রকমের মানুষ। বেশ দামী সাজপোশাকপরা গম্ভীরমুখো মানুষও ছিল, আবার ছেঁড়া ময়লা পোশাকপরা গরীব লোকও ছিল। লোকগুলোর মধ্যে তিনজন মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল সুন্দরী হাস্যমুখী আর সুসজ্জিতা, মেয়েটিকে দেখে সরল প্রকৃতির বলে মনে হলো। তার পাশের ভদ্রমহিলাও বেশ সুসজ্জিতা কিন্তু তাঁর সাজপোশাকের ধরনটা পুরনো আমলের; তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোন প্রবীণ অভিনেত্রী। দেখে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর সাজপোশাকের কৃত্রিম সমারোহের মধ্যে তিনি তাঁর পলায়মান যৌবনকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছেন। তৃতীয় মহিলাটি শোকসূচক কৃষ্ণবসনে আবৃত ছিলেন। অদম্য অশান্ত শোকাবেগে বিহ্বল এক স্বামীহারা বিধবা। দুরয়ের মনে হলো, তিনি কোন দানের জন্য এসেছেন।

যাইহোক, কুড়ি মিনিট কেটে গেল; কিন্তু পাশের ঘরে কাউকে ডাকা হলো না। হঠাৎ দুরয়ের কি মনে হল সে দারোয়ানের কাছে গিয়ে বলল, মঁসিয়ে ওয়ালটার তাঁকে ঠিক তিনটের সময় ডাকতে বলেছিলেন আমায়। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল। তবে যেমন করে হোক, একবার দেখ, আমার বন্ধু মঁসিয়ে ফরেস্টিয়ার আছে কি না।

লোকটি একটা লম্বা পথ দেখিয়ে দিল। সেই পথে গিয়ে একটা বড় ঘর দেখতে

www.BanglaBook.org

পেল দুরয়। সে ঘরে একটা সবুজ ঢাকনা দেওয়া টেবিলের গা ঘেঁষে বসে চারজন কি লিখছিল।

চুল্লীর পাশে দাঁড়িয়ে ফরেস্টিয়ার সিগারেট খাচ্ছিল আর 'কাপ এ্যাণ্ড বল' খেলছিল। এ খেলা সে ভালই জানে। সে তখন গুণছিল বাইশ, তেইশ, চব্বিশ; পঁচিশ।

ছাব্বিশ। দুরয় বলে উঠল।

তাঁর হাতনাড়া বন্ধ না করেই চোখ তুলে তার বন্ধু বলল, ও তুমি। গতকাল আমি সাতান্নবার মাটিতে ফেলেছিলাম বলটা। সাঁ পোতিন একমাত্র লোক যে আমাকে এ খেলায় হারাতে পারে। তুমি গভর্ণরকে দেখেছ? নর্বার্ত যখন 'কাপ বল' খেলে তখন তাকে দেখতে ভীষণ মজা লাগে। সে মুখটা এমনভাবে হাঁ করে থাকে মনে হয় যেন বলটাকে গিলে ফেলবে।

ঘরে আর যারা ছিল তাদের মধ্যে একজন বলল, একজন সুন্দরী বিক্রি আছে, নেবে? সারা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এমন সুন্দরী আর নেই। মেয়েটি আগে নাকি স্পেনের রাণীর কাজ করত। তার দাম ষাট ফ্রাঁ।

ফরেস্টিয়ার বললো, মেয়েটি কোথায় থাকে?

কাপবোর্ড খুলে দুরয় দেখল, অনেক কাপ আর বল থরে থরে সাজানো রয়েছে। একটা বল মেরে সে আবার আগেকার কথাটার পুনরাবৃত্তি করল, রত্নটি কোথায় আছে?

সাংবাদিক বন্ধু উত্তর করল, সে থাকে বন্দেভিল টারেট এজেন্সিতে। যদি তুমি চাও ত আমি তাকে আগামীকাল নিয়ে আসব।

ঠিক আছে। শুনে ত ভালই মনে হচ্ছে, আমি নেব। এমন সুন্দরী ত খুব বেশী পাওয়া যায় না।

তারপর দুরয়ের পানে মুখ ফিরিয়ে ফরেস্টিয়ার বলল, এস আমার সঙ্গে। গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করবে চল, তা না হলে আবার সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত তোমায় অপেক্ষা করতে হবে।

ওরা সেই বসবার ঘরটার ভিতর দিয়ে যেতে লাগল। একটু আগে দুরয় যাদের বসে থাকতে দেখেছিল সে ঘরে এখনো তারা তেমনিভাবে বসেছিল। ফরেস্টিয়ার সেখানে যেতেই সেই যুবতী মেয়েটি আর প্রবীণা অভিনেত্রী উঠে এসে তার সঙ্গে দেখা করল। দুরয় তাদের জানালার ধারে যেতে দেখল। যদিও তারা খুব নীচু গলায় কথা বলছিল তবু দুরয় বুঝতে পারল ফরেস্টিয়ারের ওরা পরিচিত।

আরো দুটো দরজা পার হয়ে তারা ম্যানেজারের ঘরে পৌঁছল। দুরয় গিয়ে দেখল ঘরের মধ্যে তখন "একাতে" খেলা চলছিল। গতকাল রাত্রে দুরয় যেসব ভদ্রলোকদের দেখেছিল ফরেস্টিয়ারের বাড়িতে এখানেও তাঁরাই যেন ছিলেন। মঁসিয়ে ওয়ালটার খুব মনোযোগ দিয়ে খেলছিলেন। নর্বার্ত দ্য ভেরেনী ম্যানেজারের চেয়ারে বসে কি বলছিলেন। জ্যাক রাইভেল কোচের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে সিগারেট খাচ্ছিলেন।

সারা ঘরখানা জুড়ে ছিল চামড়ামোড়া আসবাবপত্র, বাসি তামাক আর কাগজ-কালির এক মিশ্রিত গন্ধ, সাধারণতঃ সম্পাদক সাংবাদিকদের ঘরে যেমন থাকে। কালো কাঠের টেবিলের উপর ছিল অসংখ্য ফাইলের স্তূপ, খবরের কাগজ, চিঠিপত্র, বিল আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নানা ধরনের কাগজ।

কয়েকজনের সঙ্গে করমর্দন করে ফরেস্টিয়ারের খেলাটা লক্ষ্য করতে লাগল। মঁসিয়ে ওয়ালটার একবার জিততেই তাঁর কানের কাছে বলে উঠল, আমার বন্ধু দুরয় এসে গেছে।

চশমার ভিতর দিয়ে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন ওয়ালটার, আমার সেই লেখাটা এনেছেন? এটা মোরেল বিতর্কের ব্যাপারে কাজ দেবে।

দুরয় তার পকেট থেকে লেখা কাগজগুলো বার করে দিয়ে বলল, এই যে স্যার।

ম্যানেজার খুশি হলেন মনে হলো। তিনি হেসে বললেন, চমৎকার। আপনি দেখছি এককথার লোক। ফরেস্টিয়ার, আমার পক্ষ থেকে এটা তুমি দেখবে।

কিন্তু ফরেস্টিয়ার তাড়াতাড়ি উত্তর করল, তার আর দরকার হবে না মঁসিয়ে ওয়ালটার। এ ব্যাপারে তাকে কিছু শিক্ষা দেবার সময় আমি এটা আগেই পড়েছি। লেখাটা খুবই ভাল হয়েছে।

ম্যানেজার তাঁর কার্ডগুলো গোছাতে গোছাতে বললেন, ঠিক আছে তাহলে। ফরেস্টিয়ার তাঁকে নতুন করে খেলা শুরু করতে না দিয়েই তাঁর কানে কানে বলল, ম্যারামবতের জায়গায় দুরয়কে নেবেন বলে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই একই শর্তে একে কি নিয়ে নেব আমি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় নেবে।

বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে ফরেস্টিয়ার চলে গেল। মঁসিয়ে ওয়ালটার খেলা শুরু করে দিলেন। নর্বার্ত ভেরেনী দুরয়কে দেখে চিনতে পারলেন না। জ্যাক রাইভেল দেখেও দেখলেন না।

তারা সেই বাইরের বসার ঘরে আসতেই সকলেই তাদের দিকে তাকাতে লাগল। ফরেস্টিয়ার সেই যুবতী মেয়েটিকে সবাইকে শুনিয়ে বলল, ম্যানেজার আপনাদের সঙ্গে নিজে দেখা করবেন। তিনি এখন বাজেট কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত আছেন।

কথাটা বলেই খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল ফরেস্টিয়ার। সে এমন একটা ভাব দেখাল যাতে মনে হবে সে কাজের লোক এবং এখনি তাকে একটা জরুরী লেখা লিখতে হবে।

সাংবাদিকদের সেই ঘরে এসেই ফরেস্টিয়ার কাপ বল নিয়ে আবার খেলতে শুরু করে দিল। একসময় সে খেলা থামিয়ে দুরয়কে বলল, তুমি রোজ তিনটের সময় এখানে আসবে। আমি তোমাকে তখন বলে দেব কোথায় কখন তুমি যাবে, দিনের বেলায়, সন্ধ্যের সময় না পরের দিন সকালে কখন যাবে আমি তা বলে দেব। প্রথমে আমি তোমাকে পুলিশ বিভাগের প্রধানের কাছে যাওয়ার জন্য একটা পরিচয়পত্র দেব। তিনি তোমায় তাঁর এক কেরাণীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই তুমি সব খবরাখবর পেয়ে যাবে। এরপর খুঁটিনাটি কিছু জানার থাকলে সঁ পোতিনের কাছে আবেদন জানাবে। তুমি কালই তার সঙ্গে দেখা করতে পার। আমি তোমাকে যেসব লোকের কাছে পাঠাব তাদের কাছ থেকে যত বেশী পার খবর সংগ্রহ করার একটা অভ্যাস গড়ে তুলবে। যেকোন জায়গাতে দরজা বন্ধ থাকলেও ঘরে ঢুকে পড়বে। এরজন্য তুমি মাসে দুশো ফ্রাঁ করে পাবে। তাছাড়া যেসব রচনা তুমি নিজে লিখবে তার প্রতিটি অনুচ্ছেদের জন্য দুই স্যু করে পাবে

www.BanglaBook.org

এবং বিভিন্ন বিষয়ে তুমি যা লিখবে তার জন্য তুমি সাত স্যু করে পাবে।

কথাগুলো শেষ করে ফরেস্টিয়ার তার খেলাতে মন দিল। আপন মনে গুণতে লাগল, নয়, দশ, এগার, বার, তের। চোদ্দ নম্বরটায় সে হেরে গেল। তখন চীৎকার করে বলে উঠল, চুলোয় যাক তের। তেরটা সবসময়ই আমাকে হারিয়ে দেয়। আমার মনে হয় মাসের তের তারিখেই আমি মরব। www.boiRboi.blogspot.com

ফরেস্টিয়ারের অন্য একজন সহকর্মীও তার কাজ শেষ করে কাপ বল নিল কাপবোর্ড থেকে। ভদ্রলোক বেঁটে; তাকে ছেলেমানুষের মত দেখাচ্ছিল, অথচ তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ। একে একে অন্য সব সাংবাদিকরাই বিভিন্ন রঙের আপন আপন বল নিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে খেলা শুরু করে দিলেন। ফরেস্টিয়ার জিতল। আর সেই বেঁটে লোকটি হেরে গেল। কিন্তু হেরে গেলেও একজন পিওনকে ডেকে সে অর্ডার দিল নয় পাত্র মদ।

মদ আসার আগে তারা আবার খেলতে শুরু করে দিল। তার নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে দুরয় এক গ্লাস বিয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে তার বন্ধুকে বলল, আমাকে এখন কি করতে হবে?

এখন তোমার কোন কাজ নেই; মনে করলে যেতে পার।

আমার লেখাটা কি আজ রাতেই ছাপা হবে?

হ্যাঁ, ও বিষয়ে ভাবতে হবে না, আমিই প্রুফটা সংশোধন করে দেব। এর পরে কালকের লেখাটা লিখে কাল তিনটের সময় এখানে এস ঠিক আজকের মত।

উপস্থিত সকলের নাম না জানলেও সকলের সঙ্গেই করমর্দন করল দুরয়। তারপর সুন্দর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। অন্তরটা খুব হালকা লাগছিল দুরয়ের। কিন্তু একটা তেজ আর উদ্যম অনুভব করছিল মনে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তার লেখাটা ছাপা অবস্থায় দেখার জন্য এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল দুরয় যে উত্তেজনায় তার ঘুমই হলো না সে রাতে। দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে পড়ল বিছানা থেকে। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল খবরের কাগজের ফেরিওয়ালারা আসার অনেক আগেই। সে চলে গেল লাজারে টার্মিনাসে। ভাবল সেখানে ভাই ফ্রাঁসোয়া সে পাবেই। কিন্তু অনেক আগে এসে পড়ায় সে ফুটপাথে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

খবরের কাগজের ভেণ্ডার এসে তার কাচের দোকান ঘরটা খুলল। দুরয় দেখল একটা লোক অনেক খবরের কাগজ বয়ে নিয়ে গেল। দুরয় ছুটে গেল তার কাছে। কিন্তু তার কাছে বিভিন্ন রকমের খবরের কাগজ দেখলেও ভাই ফ্রাঁসোয়া পেল না। ভয় পেয়ে গেল দুরয়। যদি লেখাটা ছাপা না হয়ে থাকে অথবা যদি শেষ সময়ে মঁসিয়ে ওয়ালটারের ভাল না লেগে থাকে!

দুরয় খবরের কাগজ যেখানে সাজানো থাকে সেখানে যেতেই দেখল ভাই ফ্রাঁসোয়া সাজানো হয়েছে। সে তিন স্যু দাম দিয়ে একটা কাগজ টেনে নিয়ে প্রথম পাতার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড় বড় লাইনগুলো খুব তাড়াতাড়ি পড়তে লাগল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তারপর একটা স্তম্ভের নীচে বড় বড় অক্ষরে তার নামটা দেখে বুকটা দুরু দুরু করতে লাগল তার।

তাহলে লেখাটা ছাপা হয়েছে। কী আনন্দের কথা। কাগজটা এক হাতে আর তার টুপীটা আর এক হাতে নিয়ে আনমনে হাঁটতে লাগল দুরয়। তার ইচ্ছে করছিল সে যেন পথিকদের সকলকে ডেকে বলে, তোমরা সবাই একটা ভাই ফ্রাঁসোয়া কিনে পড়। ওতে আমার লেখা আছে। লেখাটার নাম 'আফ্রিকার স্মৃতিকথা'। তার আরো ইচ্ছে হচ্ছিল সে যেন কোন দোকানে অথবা কোন জনবহুল জায়গায় গিয়ে লেখাটা চীৎকার করে পড়ে সকলের সামনে। সে দেখল প্রায় সব দোকানই লোকে ভর্তি। অবশেষে সে একটা মদের দোকানে গিয়ে উঠল। সেখানে কয়েকজন মদ খাচ্ছিল। দুরয় গিয়েই বয়কে ডেকে বলল, ভাই ফ্রাঁসোয়া কাগজটা আমাকে এনে দাও।

একজন সাদা পোশাকপরা লোক বলল, আমাদের এখানে অন্য কাগজ আছে, কিন্তু ভাই ফ্রাঁসোয়া নেই।

কিছুটা রাগ আর বিতৃষ্ণার সঙ্গে দুরয় বলল, যাও নিয়ে এস একটা। বয় তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা কাগজ এনে দিল। দুরয় তার লেখাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলল। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, বাঃ বেশ হয়েছে, ঠিক জায়গাতেই ছাপা হয়েছে।

একথা বলে দুরয় অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। তারা যেন আগ্রহ বোধ করে এ কাগজে কি আছে তা জানার জন্য। তারপর সে ইচ্ছে করেই কাগজটা ফেলে রেখে গেল। দুরয় কিছুটা চলে যেতে দোকানের মালিক তাকে ডেকে বলল, স্যার কাগজটা ফেলে যাচ্ছেন। দুরয় চীৎকার করে বলল, আমার ওটা পড়া হয়ে গেছে বলে আপনার জন্যে রেখে গেলাম। খুব ভাল একটা লেখা আছে ওতে।

দুরয় দেখল অন্য একজন লোক তার কাগজটা তুলে দেখছে।

সে ভাবল, এখন আমি কি করব? সে ঠিক করল একবার সে তার আগেকার অফিসে গিয়ে গত মাসের মাইনেটা নিয়ে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আসবে। খবরের কাগজে তার লেখাটা দেখতে পেয়ে তার সহকর্মীরা ও বিভাগীয় প্রধান কি মনে করবে ভেবে খুব একটা আনন্দ অনুভব করতে লাগল সে। তার বিভাগীয় প্রধান তা দেখেই বেশ ঘাবড়ে যাবে একথা ভেবে সে একটা মজাও অনুভব করল।

সে খুব ধীরগতিতে চলতে লাগল। কারণ তাদের ক্যাশিয়ারের অফিস দশটার আগে খোলে না।

তাদের অফিস ঘরটা বড়, কিন্তু অন্ধকার। শীতের দিনে সারাদিন গ্যাস জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সামনে একফালি বারান্দা আছে। ওদিকে আরো অফিস ঘর আছে। এদিকে নয়জন কেরাণী কাজ করে। দুরয় প্রথমে তার মাইনে নিতে গেল। একজন কেরাণীর কাছ থেকে হলদে খামে ভরা একশো আঠারো ফ্রাঁ পঁচিশ সেন্তিমে নিয়ে গর্বের সঙ্গে বড় ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

ঘরে ঢুকতেই প্রবীণ কেরাণী মঁসিয়ে পোতেল তাকে ডেকে বললেন, তাহলে এসেছ মঁসিয়ে দুরয়? আমাদের বড়কর্তা কয়েকবার তোমার খোঁজ করেছিলেন। তুমি জান ডাক্তারের সার্টিফিকেট না দিলে দুদিন অসুখ বলে ঘরে বসে থাকলে তিনি তা

www.BanglaBook.org

মানবেন না।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি বলবে তা ভাবছিল দুরয়। হঠাৎ সে জোরে গলায় বলে উঠল, তিনি মানবেন কি না মানবেন আমি তা গ্রাহ্যই করি না।

দুরয়ের কথা শুনে কেরাণীরা সবাই থ হয়ে গেল। মঁসিয়ে পোতেল যেন ভয় পেয়ে গেলেন। চারদিকে কাগজের স্তূপ দিয়ে ঘেরা বাক্সের মত একটা জায়গায় বসতেন পেতেল। তাঁর বাত রোগ ছিল বলে ঠাণ্ডার ভয়ে তিনি এই ঘেরা জায়গাটায় বসতেন আর কাগজের ফাঁক দিয়ে কর্মচারিদের উপর লক্ষ্য রাখতেন। সারা ঘরখানা একেবারে স্তব্ধ। সবাই চুপ। একটা পিন পড়লে তা শোনা যেত। অবশেষে পোতেল ইতস্তত: করে বললেন, কি বলছিলে তুমি ?

বলছিলাম, আমি তাঁর কথা গ্রাহ্য করি না। আমি আজ শুধু পদত্যাগপত্র দাখিল করার জন্য এসেছি। আমি ভাই ফ্রাঁসোয়ার অফিসে আজ মাসিক পাঁচশো ফ্রাঁ বেতনে নিযুক্ত হয়েছি। তাছাড়া যা কিছু আমি লিখব তার জন্য আলাদা পারিশ্রমিক পাব। আজ সকালেই সেখানে যোগদান করেছি।

কথাটা একে একে আস্তে আস্তে বলতে চেয়েছিল দুরয়। কিন্তু একেবারে লোভ সামলাতে পারল না। এর ফলটাও অভুতপূর্ব হল। তার কথায় সবাই চুপ করে রইল। কেউ একটা কথাও বলল না। দুরয় বলে চলল, আমি মঁসিয়ে পাথুঁই-এর সঙ্গে দেখা করে কথাটা জানিয়ে আবার আপনাদের কাছে এসে বিদায় নেব।

বড়কর্তার ঘরে যেতেই দুরয়কে দেখে চীৎকার করে উঠলেন তিনি, অবশেষে তাহলে এসেছ তুমি। তুমি জান যে আমি—। দুরয় তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, ওরকম করে চেঁচাবেন না।

মঁসিয়ে পাথুঁইএর চেহারাটা বেঁটে এবং তুর্কি মোরগের মত লাল। দুরয়ের কথা শুনে উনি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। দুরয় বলে চলল, এখানে আমি অনেক কণ্ট ভোগ করেছি। আমি আজ সকালে সাংবাদিক হিসাবে যোগদান করেছি একটা প্রতিষ্ঠানে এবং ভাল পদই পেয়েছি। আমি আপনার কাছে বিদায় জানাতে এসেছি।

এই বলে বেরিয়ে এল দুরয় ঘর থেকে। পাথুঁইএর মুখের উপর ঠিক জবাব দেওয়া হয়েছে। তার কথামত সে আবার তার সহকর্মীদের কাছে ফিরে এল। সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। কিন্তু তারা সবাই বড়কর্তার সঙ্গে তার কথাবার্তা ওৎ পেতে শুনেছিল বলে আর কেউ কোন কথা বলল না সাহস করে। দরজা খোলা ছিল। দুরয় বেরিয়ে গেল।

আবার রাস্তায় ফিরে এল মাইনের টাকাটা পকেটে নিয়ে। ভাল অথচ সস্তা দরের একটা হোটেলে সে ভাল করে খেল। হোটেলটার সঙ্গে জানাশোনা ছিল তার। আবার একটা ভাই ফ্রাঁসোয়া কাগজ কিনে ইচ্ছে করে সেখানে ফেলে রেখে চলে এল। কয়েকটা দোকানে গিয়ে সে ছোটখাটো ক'টা জিনিস কিনল। জিনিসগুলো সে দোকানের লোককে তার বাসায় পাঠিয়ে দেবার হুকুম করল। বলল, জর্জ দুরয়। আমি ভাই ফ্রাঁসোয়ার কর্মচারি। তারপর তার বাসার ঠিকানা দিয়ে বলল, বাড়িওয়ালার কাছে এগুলো রেখে দেবেন।

তখনও সময় ছিল তার হাতে। সে একটা কার্ড ছাপার দোকান দিয়ে একবার ঘুরে

www.BanglaBook.org

এল। তারপর তার নতুন অফিসে গেল। ফরেস্টিয়ার তাকে অভ্যর্থনা করল, যেমন সে তার অধীনস্থ কর্মচারিকে করে। বলল, এসে গেছ, ভাল। তোমার জন্য কতকগুলো কাজ ঠিক করে রেখেছি। দশ মিনিট একটু অপেক্ষা করো। আমি আমার হাতের কাজটা সেরে আসি।

এই বলে চিঠিটা লিখতে লাগল সে। তার টেবিলটার উল্টো দিকে টাক মাথার একজন বেঁটে মোটা লোক কি লিখছিল। তার মাথার চুল সাদা আর মাথার টাকটা চকচক করছিল। ভদ্রলোকের চোখটা খারাপ বলে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কাগজে নাকটা ঠেকিয়ে লিখছিল। ফরেস্টিয়ার তাকে বলল, সাঁ পোতেন, বলছি কি কখন আপনি সেই লোকগুলোর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন?

বেলা চারটের সময়।

আপনি যদি ছোকরা দুরয়কে আপনার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারগুলো তাকে শিখিয়ে দেন ত ভাল হয়।

ঠিক আছে।

এরপর ফরেস্টিয়ার তার বন্ধুর দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, আলজিরিয়ার উপর পরের লেখাটা এনেছ? আজকের শুরুটা ভালই হয়েছিল।

দুরয় একটু আশ্চর্য হয়ে আমতা আমতা করে বলল, না। আমি ভেবেছিলাম আজ বিকালেই লেখাটা হয়ে যাবে। কিন্তু অনেক কাজ ছিল। তাই হয়ে ওঠেনি।

ফরেস্টিয়ার তার কাঁধটা নেড়ে অসন্তোষের ভাব দেখাল। তুমি যদি সময়মত কথার ঠিক রাখতে না পার তাহলে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ নিজেই মাটি করবে। ওয়ালটার তোমার জন্য সময় গুণছিলেন। আমি তাঁকে বলব, কাল তৈরী হবে। তুমি যদি মনে করে থাক কিছু না করেই তুমি মাইনে নেবে তাহলে সেটা ভুল।

একটু চুপ করে থেকে ফরেস্টিয়ার আবার বলল, লোহাটা তপ্ত হলেই তাতে ঘা মারতে হয়।

সাঁ পোতিন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি প্রস্তুত।

ফরেস্টিয়ার তখন তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে গম্ভীরভাবে নির্দেশ দিতে লাগল। তারপর দুরয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, শোন কি করতে হবে। দুদিন হলো চীনের সেনাপতি লি থেং ফন হোটেল কন্টিনেন্টালে এসে উঠেছেন আর রাজা তপোসাহেব রামাদারাও উঠেছেন হোটেল ব্রিস্টলে। তুমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করবে।

পোতিনের দিকে ঘুরে ফরেস্টিয়ার বলল, আমি যা যা বলেছি ভুলবেন না যেন। প্রাচ্যে ইংলন্ডের নীতি সম্পর্কে জেনারেল লি থেং ফন ও রাজাকে তাঁদের মতামত জানাতে বলবেন। উপনিবেশবাদ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা কি তাও জানবেন। এ ব্যাপারে ইউরোপের বিশেষ করে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে তাঁর মধ্যস্থতা তাঁরা কিই বা আশা করেন তা জেনে নিন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নাটকীয় ভঙ্গিতে ফরেস্টিয়ার বলে উঠল, এসব বিষয়ে চীন ও ভারত কি ভাবে তা আমাদের এদেশের জনগণ এখন জানতে চায় সুতরাং সে খবর আমাদের কাগজের পাঠকরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। এ কথাগুলো দুরয়ের শিক্ষার জনাই যেন বলল ফরেস্টিয়ার। সে আরো বলল, সাঁ পোতিন কিভাবে কাজ করেন তা লক্ষ্য

www.BanglaBook.org

করবে। উনি একজন ঝানু সাংবাদিক। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা মানুষকে কিভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিয়ে তাকে হাত করতে হয় সে কৌশল শিখে নিও তাঁর কাছ থেকে।

তারপর সে লেখায় মন দিল। গম্ভীরভাবে লিখে যেতে লাগল। সে স্পষ্ট বোঝাতে চাইল তার বন্ধু ও বর্তমান সহকর্মীর থেকে তার কাজের গুরুত্ব অনেক বেশী।

দরজার চৌকাঠ পার হয়েই পোতিন হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে দুরয়কে বলতে লাগল, একটা মিথ্যাবাদীর পাল্লায় পড়েছ। সে আমাদের ধোঁকা দিতে চেয়েছিল। তার কথা শুনে লোকে ভাববে সে যেন আমাদের তার পাঠকদের জন্যই চাকরি দিয়েছে।

বাজারে গিয়ে সাংবাদিক পোতিন বলল, আপনি কিছু পান করবেন?

দুরয় বলল, সানন্দে। বড় গরম।

তারা একটা কাফেতে গিয়ে ঠাণ্ডা পানীয়ের জন্য হুকুম করল। খেতে খেতে কথা বলতে লাগল পোতিন। সে তাদের কাগজ আর তার সঙ্গে জড়িত সকলের সম্পর্কে এমন সব খুঁটিনাটির কথা বলল যাতে আশ্চর্য হয়ে গেল দুরয়।

গভর্নর? একটা আস্ত ইহুদী। আর তুমি জান ইহুদীরা বড় একগুঁয়ে; কোন কিছুই তাদের মত পরিবর্তন করাতে পারে না। এমনই তাদের জন্ম।

এরপর ইসরায়েলের সন্তান ইহুদীদের আশ্চর্য অর্থলোভের কতকগুলো দৃষ্টান্ত দিল। মাত্র দশ সেন্তিমের জন্য কড়াকড়ি দরকষাকষি, নির্লজ্জ আবেদন নিবেদন, সুদখোর আর মহাজনরা যা সাধারণতঃ করে থাকে। পোতিন আরো বলল, এইসব সত্ত্বেও মালিক একজন ভাল লোক। সে অনেক কিছুই করে কিন্তু কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তাঁর কাগজটা সরকার ঘেঁষা, ক্যাথলিক, উদারনীতিবাদী, সাধারণতন্ত্রী ও অর্লিয়াপন্থী। তিনি তোমার কাজ নিয়ে টাকা দেন। তাঁর অন্যান্য পরিকল্পনাগুলো সফল করে তুলতে চান। এব্যাপারে তিনি বেশ চতুর এবং বহু লোককে তাঁর কোম্পানিতে জড়িয়ে ফেলে বিনা মূলধনে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছেন। উনি যেন কথাসাহিত্যিক বালজাকের মত কথা বলেন। বোঝ কি ব্যাপার। সেদিন আমি তাঁর ঘরে ছিলাম। সে ঘরে তখন ছিলেন বুড়ো নর্বার্ত আর ডন কুইকজোটের মত দেখতে রাইভ্যাল জ্যাক। এমন সময় আমাদের ব্যবসাসংক্রান্ত ম্যানেজার মঁতেনিন এলেন তাঁর মরোক্কো ব্রীফ কেস নিয়ে যার কথা প্যারিসে এমন কেউ নেই যে জানে না। ওয়ালটার মুখ তুলে শুধলো, কি খবর। মঁতেনিন তখন সহজভাবে উত্তর করল, 'আমি এইমাত্র কাগজের মিলমালিককে ষোল হাজার ফ্রাঁ দেনা মিটিয়ে দিয়ে এলাম।' কথাটা শুনেই গভর্ণর আশ্চর্যভাবে লাফ দিয়ে উঠল। বলল, 'কি বলছ তুমি?' মঁতেনিন বলল, 'আমি এইমাত্র মঁসিয়ে প্রিভাকে টাকাটা দিয়ে এলাম।' 'তুমি একটি পাগল।' 'কিন্তু কেন, কেন, কেন—' উনি তখন চশমাটা খুলে মুছলেন কাচদুটোকে। তারপর উনি এক অদ্ভুত হাসি হাসলেন। যখন উনি কোন গভীর কথা বলতে চান তখনই তাঁর গালে এই ধরনের একটা অদ্ভুত হাসির ঢেউ খেলে যায় একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। হাসিমুখে উপহাসের ভঙ্গিতে বললেন, 'কেন বলছি? কারণ আমরা ওই ঋণ থেকে চার থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ পর্যন্ত কামাতে পারতাম।' মঁতেনিন উত্তর

www.BanglaBook.org

করল, 'কিন্তু স্যার, সমস্ত হিসাব ত ঠিক আছে। আমি ভাল করে পরীক্ষা করেছি এবং আপনিও তা মঞ্জুর করে দিয়েছেন। তখন গভর্ণর আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি কি বোকা! তুমি কি জান না, ঋণ যতদূরে সম্ভব ফেলে রেখে দিতে হয়।'

পোতিন এবার মাথাটা নেড়ে বলল, এটা কি বালজাকের মত কথা হয়নি? দুরয় বালজাকের কোন লেখা পড়েনি। তবু উত্তর করল, হ্যাঁ।

পোতিন এবার মাদাম ওয়ালটারের কথা বলতে লাগল। একটা বুড়ো রাজহংসী। এরপর একে একে ভেরেনী ও রাইভ্যালের কথা বলে শেষে তুলল ফরেস্টিয়ারের কথা। ওর কথা কি বলব! শুধু বিয়ের ব্যাপারে ওর ভাগ্য ভাল। ওর স্ত্রীভাগ্য ভাল, এর বেশী কিছু না।

দুরয় বলল, কিন্তু আসলে ওর স্ত্রী কেমন?

পোতিন তার হাতটা ঘসতে লাগল। ও, বেশ চটপটে অথচ গম্ভীর। আগে উনি ভ্যাম্ভ্রেক নামে একজন বুড়ো লোকের স্ত্রী ছিলেন। যার পুরো নাম কোঁৎ দ্য ভ্যাম্ভ্রেক। পরে ভদ্রলোক ওঁকে একটা মোটামুটি টাকা দিয়ে বিয়েটা বাতিল করে দিয়েছেন।

দুরয় হঠাৎ হিমশীতল একটা কাঁপুনি অনুভব করল। তার স্নায়ুগুলো যেন টনটন করতে লাগল বেদনায়। তার ইচ্ছে হলো ভ্যাম্ভ্রেক নামে সেই লোকটাকে কাছে পেলে তার মুখে একটা ঘুষি মেরে দিত। কিন্তু সে শুধু পোতিনকে থামিয়ে প্রশ্ন করল, আপনার নাম কি সাঁ পোতিন?

না, আমার নাম টমাস। অফিসে ওরা আমায় সাঁ পোতিন বলে ডাকে।

ওদের মদের দামটা দুরয় মিটিয়ে দিয়ে বলল, আমার মনে হয় দেরী হয়ে যাচ্ছে, দুজন বিদেশীর সঙ্গে আমাদের দেখা করতে হবে।

পোতিন হেসে উঠল। তুমি এখনো একেবারে কাঁচা। তুমি তাই ভাবছ আমি এখন চীনা আর হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি তারা ইংলণ্ড সম্বন্ধে কি ভাবে। তারা যা ভাববে অথবা ভাই ফ্রাঁসোয়া পাঠকদের খুশী করার জন্য যা বলবে আমি তার থেকে ভাল জানি। আমি এর মধ্যেই পাঁচশোজন চীনা, জাপানী, হিন্দু ও পারসিকদের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা সবাই আমি যা ভাবি তাই বলেছে। এ বিষয়ে রচনাটা আমার লেখাই আছে। এখন আমার কাজ শুধু নকল করে দেওয়া। লেখাটার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে এদের চেহারা, নাম, পদবী, বয়স প্রভৃতি। আর দেখবে এসব বিষয়ে সব খবর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওই সব হোটেলের চাকরেরা আমায় দিয়ে দেবে। আমরা একটা চুরুট খেতে খেতে সেখানে চলে যাব। পাঁচ ফ্রাঁ দিয়ে গাড়ি ভাড়া করলেই হয়ে যাবে। কাগজের নামে বিল করব। ব্যাপারটা হচ্ছে এই। দেখছ ত ভাই, ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।

দুরয় বলল, আমার মনে হয় সাংবাদিক হতে হলে এসব বিষয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।

সাংবাদিক পোতিন হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় উত্তর করল, হ্যাঁ, তবে সাংবাদিকদের সবচেয়ে লাভের ব্যাপার হলো তাদের বাড়তি লেখার টাকা আর তাদের প্রচার।

কথা বলতে বলতে তারা ম্যাদলেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পোতিন হঠাৎ তার সঙ্গীকে বলল, তোমার যদি কোন কাজ থাকে তাহলে যেতে পারো। তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার আর দরকার হবে না।

দুরয় তার করমর্দন করে চলে গেল। তার মনে তখন শুধু লেখাটার কথা ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল। সন্ধ্যের সময় লেখাটা লিখতেই হবে। কিন্তু কি লিখবে, তার কি কি চিন্তা, ভাবধারা, মতামত ও পূর্বস্মৃতির কথা ব্যক্ত করবে সেই কথাই ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে সে এ্যাভেনু দ্য শ্যাম্প এলিসিতে চলে এল। সেখানে এত গরম যে মাত্র দুচার জন পথচারী দেখা যাচ্ছিল।

একটা মদের দোকানে কিছু খেয়ে সে সোজা তার বাসায় চলে গেল। তারপর টেবিলে কাজ করার জন্য বসে পড়ল। কিন্তু তার সামনে সাদা কাগজটা যেমনই সে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে একটু আগে ভেবে ঠিক করা সমস্ত চিন্তার উপাদান মাথা থেকে কোথায় উবে গেল। তার স্মৃতিকথার কিছু কিছু সে ধরে রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের ধরতে না ধরতেই তারা সব চলে গেল। তাছাড়া সেই স্মৃতিকথাকে কিভাবে সে ভাষায় প্রকাশ করবে তা সে জানত না।

এক ঘণ্টা বৃথা চেষ্টা করে এবং পাঁচ তা সাদা কাগজ নষ্ট করে সে আপন মনে বলল, এ কাজে আমি মোটেই ভাল না। সে পাঁচ তা কাগজেই একটা ছত্র করে লিখেছিল; কিন্তু আগেকার লেখার সঙ্গে সে লেখার কোন মিলই ছিল না। 'আমাকে আর একবার শিখতে হবে।' তৎক্ষণাৎ মাদাম ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে আর এক সকালে কাজ করার ও তার সঙ্গে আনন্দ ও আন্তরিকতার কয়েকটি মুহূর্ত কাটাবার এক আশা ও ইচ্ছার কম্পিত চঞ্চলতা অনুভব করল সে তার মনে। সে তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল, ভাবল হঠাৎ যদি সে লেখাটা লিখে ফেলতে পারে তাহলে পরদিন সকালে মাদামের কাছে যাওয়ার কোন অবকাশ থাকবে না।

পরদিন সকালে ইচ্ছে করেই একটু দেরী করে উঠল। মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছে যাবার আনন্দের এক অগ্রিম আস্বাদ বেশ কিছুক্ষণ ধরে উপভোগ করল সে।

সে যখন তার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে কলিং বেল টিপল তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। চাকরকে খবর দিতেই চাকর এসে উত্তর করল, মালিক এখন কিছু ব্যস্ত আছেন।

দুরয় ভাবতেই পারেনি যে এসময় বাড়ির মালিক বাড়ি থাকবে। যাইহোক, সে জোর দিয়ে বলল, বল, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে; এখনি দরকার তাঁকে।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর চাকর এসে তাকে নিয়ে গেল একটা পড়ার ঘরে, যে ঘরটাতে গতকাল সকালে সেই আনন্দের মুহূর্তগুলো কাটিয়েছে। গতকাল যে চেয়ারটাতে সে বসেছিল আজ সেটাতে ড্রেসিং গাউন আর পায়ে চটি পরে ফরেস্টিয়ার বসে লিখছে। একটা ছোট টুপি তার মাথায় আর তার স্ত্রী সাদা গাউন পরে দাঁড়িয়ে শ্রুতিলিখন বলছিল সিগারেট খেতে খেতে।

চৌকাঠে পা দিয়েই অনুচ্চ স্বরে দুরয় বলল, আমি সত্যিই ক্ষমা চাইছি, আমার ভয় হচ্ছে আপনাদের কাজে বাধা দিলাম।

তার বন্ধু তার দিকে ঘুরে মুখখানা ক্রুদ্ধ করে গর্জন করে বলল, তুমি আবার কি চাও? তাড়াতাড়ি করো, আমরা এখন ভীষণ ব্যস্ত।

দুরয় আশ্চর্য হয়ে আমতা আমতা করে বলল, না এমন কিছু না, আমায় ক্ষমা করবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু ফরেস্টিয়ার রেগে গিয়ে চীৎকার করে বলল, এস, এস, সময় নষ্ট করো না, তোমার ভনিতা রাখ। নিশ্চয় তুমি এতদূরে থেকে অযাচিতভাবে শুধু শুধু আমাদের প্রাতঃ নমস্কার জানাতে আসনি।

দুরয় বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। না তা ঠিক নয়, ব্যাপারটা কি জান, আসলে আমি আমার লেখাটা ঠিক লিখতে পারছি না কিছুতেই। গতকাল তুমি আমায় সত্যি দয়া করেছিলে, তাই সাহস করে আবার এলাম—

ফরেস্টিয়ার তাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল। তোমার গালদুটো সুন্দর। তাই তুমি ভাবছ, তোমার সব কাজ আমি করে দেব আর তুমি শুধু মাসের শেষে অফিসে গিয়ে মাইনেটা নিয়ে আসবে। না, সে আশা করা তোমার ভুল।

তার যুবতী স্ত্রী তখন নীরবে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল আর দুর্বোধ্যভাবে মুচকি মুচকি হাসছিল। মনে হচ্ছিল তার হাসিটা যেন তার মনের এক নিষ্ঠুর পরিহাসকে ঢেকে রাখার এক মিষ্টি মুখোস।

দুরয়ের মুখখানা লাল হয়ে গেল। আবার সে আমতা আমতা করে বলল, ক্ষমা করো, আমি ভেবেছিলাম—তারপর সে আরো স্পষ্ট করে বলতে লাগল, আমি হাজারবার ক্ষমা চাইছি মাদাম, তার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যে রচনাটা আমায় গতকাল লিখে দিয়েছিলেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দুরয় মাথাটা একটু নত করে ফরেস্টিয়ারকে বলল, আমি অফিসে ঠিক তিনটের সময় যাব। এই বলে চলে গেল সে।

দুরয় সোজা ঘরে চলে গেল। সে আপন মনেই রাগের সঙ্গে বলতে লাগল, আমি নিজেই লিখব, ওদের দেখিয়ে দেব।

ভাবতে না ভাবতেই সে লেখা শুরু করে দিল। যে অভিযানের কথাটা মাদাম ফরেস্টিয়ার শুরু করেছিলেন, সেটার জের টেনে লিখতে লাগল। প্রেমের অনেক খুঁটিনাটি দিয়ে অনেক বিস্ময়কর ঘটনার কথা দিয়ে, অনেক বর্ণনা দিয়ে লেখাটা শেষ করল। কিন্তু সে লেখার ভঙ্গিটা হলো ঠিক স্কুলের ছেলের মত আর তার ভাষাটা হলো বস্তীর লোকদের মত। এক ঘন্টার মধ্যেই লেখাটা শেষ করে এক বিশেষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে সেটা ভাই ক্লাসোয়াকে নিয়ে গেল।

অফিসে যেতে প্রথমেই দেখা হলো পোতিনের সঙ্গে। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হাত ধরে পোতিন বলল, সেই চীনা ও হিন্দুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের লেখাটা পড়েছ? লেখাটা মজার না? অনেকেই এটাতে মজা পেয়েছে। কিন্তু সেখানা আমি একবার চোখেও দেখিনি।

দুরয় সেটার কিছু পড়েনি। সঙ্গে সঙ্গে সে কাগজটা তুলে নিয়ে ভারত ও চীন শীর্ষক একটা বড় লেখার চোখ বুলোতে লাগল। পোতিন সেটার মধ্যে কতকগুলো বিশেষ অনুচ্ছেদের দিকে নির্দেশ করে তাকে কি দেখাতে লাগল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে খুব ব্যস্ত হয়ে ফরেস্টিয়ার এসেই বলল, ভাল। আমি তোমাদের দুজনকেই চাই।

এই বলে সে কতকগুলো রাজনৈতিক সংবাদের কথা বলল যেগুলো আজ বিকালেই তাদের সংগ্রহ করতে হবে। দুরয় তার হাত বাড়িয়ে তার লেখাটা তুলে ধরল। আলজিরিয়ার উপর আমার সেই লেখাটার বাকি অংশটা।

খুব ভাল। আমাকে দাও, আমি গভর্ণরকে দিয়ে দেব।

www.BanglaBook.org

এরপর পোতিন তার নতুন সহকর্মীকে সঙ্গে করে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েই তাকে বলল, তুমি ক্যাশিয়ারের সঙ্গে দেখা করেছ?

না, কেন?

কেন কি, তোমার টাকাটা নিতে সব সময়ই তুমি এক মাসের মাইনেটা আগাম নিয়ে রাখবে। কখন কি হয় বলা যায় না।

তাহলে ত খুব ভালই হয়।

আমি তোমাকে ক্যাশিয়ারের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেব। তিনি কোন অমত করবেন না। ওদের টাকাকড়ি দেবার ব্যবস্থাটা ভালই।

ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে দুরয় দুশো ফ্রাঁ মাইনে আর তার লেখাটার জন্য বাড়তি আটাশ ফ্রাঁ তুলে নিল। এর আগে আজ সকালে রেল কোম্পানি থেকে টাকাটাও তুলে এনেছে। এখন তার পকেটে সবশুদ্ধ মিলিয়ে তিনশো চল্লিশ ফ্রাঁ আছে। এত টাকা সে কখনো পায়নি এর আগে এবং মনে হলো এ টাকা কখনো ফুরোবে না।

পোতিন তাকে চার পাঁচটা খবরের কাগজের অফিসে নিয়ে গেল আড্ডা মারতে। পোতিন ভেবেছিল তাকে যে খবর যোগাড়ের ভার দেওয়া হয়েছিল সে খবর ওখানেই পেয়ে যাবে। কথায় কথায় তাদের কাছ থেকে সব কথা বার করে নেবে। তার কথা বলার ধরন আর আলাপ জমানোর ক্ষমতা বরাবরই ভাল।

সন্ধ্যে হতেই দুরয় ফলি বার্গেরিতে যাবার কথা ভাবল। তার হাতে তখন কোন কাজ ছিল না। সাহস করে সোজা বক্স অফিসে চলে গেল। গিয়ে বলল, আমার নাম জর্জ দুরয়, ভাই ফ্রাঁসোয়ার কর্মচারি। একদিন আমি এখানে মঁসিয়ে ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে এসেছিলাম। তিনি আমাকে আর একদিন বক্সের প্রথম সারিতে দেখাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। জানি না, আমার কথা তাঁর মনে ছিল কি না।

সিটের তালিকাটা দেখা হলো। তাতে দুরয়ের নাম পাওয়া গেল না। তবু বক্স অফিসের লোকটি বড় ভাল। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, দয়া করে ভিতরে যান স্যার, ম্যানেজারের কাছে গিয়ে একটা চিঠি লিখুন; তিনি নিশ্চয়ই আপনার চিঠির প্রতি মনোযোগ দেবেন।

ভিতরে যেতেই সেদিন সন্ধ্যায় দেখা র‍্যাশেল নামে সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলো দুরয়ের। মেয়েটি কাছে এসে বলল, সান্ধ্য নমস্কার দুলাক। ভাল আছ ত?

হ্যাঁ ভাল, ধন্যবাদ। তুমি ভাল ছিলে ত?

ভাল আছি। তুমি জান কি, সেদিন থেকে আমি তোমাকে দু দুবার স্বপ্নে দেখেছি।

দুরয় একটু মুচকি হাসল। কথাটা শুনে তার ভাল লাগল। বলল, কথাটার মানে?

এর মানে এই যে তোমাকে আমার ভাল লাগে এবং তোমার ইচ্ছে হলেই আবার আমরা মিলিত হতে পারব।

তোমার ইচ্ছে হলে আজই।

হ্যাঁ, আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছে।

ভাল, কিন্তু—দুরয় একটু ইতস্তত: করতে লাগল। কি করতে যাচ্ছে তা ভেবে একটু লজ্জাও পেল। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এখন আমার কাছে একটা পয়সাও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই। এইমাত্র আমি ক্লাব থেকে আসছি এবং সেখানে যা ছিল সব ঢেলে দিয়ে এসেছি।

দুরয়ের চোখে চোখ রেখে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল র‍্যাশেল। তার মনে হলো, দুরয় যেন ছলনা করছে তার সঙ্গে। পুরুষদের এই সব ছলনা ও দরকষাকষির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত সে। তাই সে দুরয়ের কথাটা মিথ্যা ভেবে বলল, যাঃ, তুমি চাতুরি খেলছ আমার সঙ্গে।

দুরয় মুষড়ে পড়ে একটু ম্লান হাসি হাসল। আমার কাছে মাত্র দশ ফ্রাঁ পড়ে আছে, তুমি ইচ্ছা করলে নিতে পার।

বাজারের বারবণিতাদের মত নির্লিপ্ততার ভান করে বলল, তোমার যা খুশি প্রিয়তম, আমি শুধু তোমাকেই চাই। এই বলে তার সুন্দর চোখদুটো তুলে দুরয়ের মোচটার পানে তাকিয়ে তার হাত ধরল। তারপর তার হাতটার উপর ঝুঁকে গাড়িয়ে পড়ল। বলল, চল আগে আমরা কিছু মদ খেয়ে নিই ; তারপর একসঙ্গে একটু বেড়াব। তোমার সঙ্গে এইভাবে অপেরায় গিয়ে নাটক দেখতেও আমার খুব ভাল লাগে। আজ আমরা একটু সকাল করে বাড়ি ফিরব। না কি বল ?

রাতটা মেয়েটার কাছেই কাটাল দুরয়। উঠতে বেলা হয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, তাই ফ্রাঁসোয়া কাগজটা দেখতে হবে ; সকালের কাগজটা কিনতে হবে। কাগজটা কিনেই কম্পিত হাতে কাগজটা খুলে দেখতে লাগল। কিন্তু কোথাও তার নামটা দেখতে পেল না। ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে কাগজের প্রতিটি ছাপা লেখা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে তার লেখাটার খোঁজ করতে লাগল। হঠাৎ বুকটা ভারী হয়ে উঠল তার। সারারাত্রির ক্লান্তির পর এই হতাশাটা এক বিরাট বিপদের বোঝাভার হয়ে তার বুকে চেপে বসল।

বাসায় গিয়ে তার পোশাক পরেই বিছানায় শুয়ে পড়ল দুরয়। ঘুমোল কিছুক্ষণ।

ঘুমিয়ে উঠেই অফিসে চলে গেল। অফিসে গিয়েই দেখা করল মঁসিয়ে ওয়াল-টারের সঙ্গে। বলল, আলজিরিয়ার উপর আমার সে লেখাটা আজকের কাগজে বেরোয়নি কেন স্যার ? আজ সকালে লেখাটা দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

ম্যানেজার ওয়ালটার মুখ তুলে নীরস কণ্ঠে বললেন, আমি লেখাটা তোমার বন্ধু ফরেস্টিয়ারকে দিয়েছিলাম পড়ে দেখতে। তিনি দেখেছেন, সেটা ছাপার উপযুক্ত হয়নি। তোমাকে আবার নতুন করে লিখতে হবে।

কাউকে কিছু না বলে রাগের মাথায় হঠাৎ তার বন্ধুর ঘরে ঢুকে দুরয় বলল, কেন আমার লেখাটা আজকের সকালের জন্য ছাপতে দাওনি ?

ফরেস্টিয়ার তখন টেবিলে পা তুলে দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে বলল, গভর্ণর লেখাটা ভাল মনে করেননি বলে তোমায় ফেরৎ দিতে বলেছেন। লেখাটা এখানেই রয়েছে।

পেপার ওয়েটের তলায় রাখা দুরয়ের লেখাটাকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল ফরেস্টিয়ার। দুরয় সেটা পকেটে ভরে রাখতে গিয়ে লজ্জা পেল। ফরেস্টিয়ার বলল, আজ তোমায় সবচেয়ে আগে 'প্রিফেকচারে' যেতে হবে। তারপর কোন্ কোন্ সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে তার একটা তালিকা দিয়ে দিল।

www.BanglaBook.org

তার অমনোনীত লেখাটা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না নিয়েই চলে গেল দুরয়। পরের দিন লেখাটা সংশোধন করে নিয়ে এল। কিন্তু আবার তাকে ফেরৎ দেওয়া হলো। এমনি করে তিনবার দুরয় সেটা নতুন করে লিখল আর তিনবারই সেটা অমনোনীত হলো। তখন দুরয় বুঝল এত তাড়াতাড়ি এই লেখার সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। আরো বুঝল এ বিষয়ে ফরেস্টিয়ারের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। তাই আলজিরিয়ার স্মৃতিকথার উপর লেখাটার ব্যাপারে আর কোন উচ্চবাচ্য করল না দুরয়। শুধু উপযুক্ত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে তৈরী হতে লাগল তলায় তলায় আর বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে সাংবাদিক হিসাবে তার দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করে যেতে লাগল।

রাজনৈতিক ও মঞ্চ জগতের অনেক কিছু জেনে নিল দুরয়। লবীতে গিয়ে আইন-সভার সদসাদের সঙ্গে দেখা করতে লাগল প্রায়ই। আমলাদের কাছেও ঘোরাঘুরি করতে লাগল। মন্ত্রী, সেনাপতি, পুলিশের লোক, রাজা, জমিদার, রাষ্ট্রদূত, বিশপ সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে এক সহজ আগ্রহ ও ঔদাসীন্য সহকারে পরিচয় করতে লাগল। তাদের দেখতে লাগল রোজ আর চিরে চিরে বিচার করতে লাগল। কিন্তু তাদের বুঝতে দিল না ওর পদমর্যাদা কতখানি। তার নিজের সাংবাদিকতার কাজের সঙ্গে মদ চাখার তুলনা করল। বিভিন্ন রকমের মদ চেখেও অনেকে যেমন অনেক সময় মদ চিনতে পারে না, তেমনি সে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেও সব লোক চিনতে পারল না।

অল্পদিনের মধ্যেই সে একজন বিখ্যাত সাংবাদিক হয়ে উঠল। সঠিক সংবাদসংগ্রহ ও দ্রুত সংবাদ পরিবেশনের কলা কৌশলের দিক থেকে অদ্বিতীয় হয়ে উঠল সে। ওয়ালটার একদিন নিজে বললেন, দুরয় তাঁদের কাগজের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু মাসে দুশো ফ্রাঁ বেতন ছাড়া তার লেখার জন্য লাইনপ্রতি দশ সেন্তিমে করে যা পেল তাতে তার চলল না। তাছাড়া কাফে রেস্তোরাঁয় তার খরচ ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। ফলে তার কাছে টাকা পয়সা কখনো থাকত না : সব সময় অভাব লেগেই থাকত। সেজন্য মনে তার ক্ষোভের সীমা থাকত না। তার যে সব সহকর্মীর পকেটভর্তি টাকা পয়সা থাকত তাদের দেখে হিংসা হত তার। তাদের এই আর্থিক প্রাচুর্যের রহস্য বুঝত না; মাঝে মাঝে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে সন্দেহ করত নিশ্চয় কোন অসদুপায়ে তারা টাকা রোজগার করে। ভাবত তাদের এই বাড়তি টাকা রোজগারের নিশ্চয় কোন গোপন উৎস আছে। তার ইচ্ছা হত সেও তাদের সেই সহকর্মীদের দলে ঢুকে পড়ুক, তাদের প্রাচুর্যের রহস্য ভেদ করুক। সন্ধ্যের সময় এক একদিন তার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তার কি করা উচিত প্রায়ই ভাবত সে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দু মাস কেটে গেছে। সেপ্টেম্বর আসছে। কিন্তু যে সৌভাগ্যের আশা করেছিল দুরয় তার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না সে। আপন পেশাগত পদমর্যাদার দীনতায় নিজেই অস্বস্তি বোধ করত দুরয়। ভেবে পেত না কোন্ পথে কেমন করে সে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে যেখানে উঠলে সে একই সঙ্গে অর্থ, প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভ করতে পারবে। তার মনে হত সে যেন সাংবাদিকতার কাজে এমনভাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবদ্ধ হয়ে আছে যে তার থেকে সে আর কোনমতেই বেরিয়ে আসতে পারবে না। তার কাজের অবশ্য অনেক প্রশংসা করে, কিন্তু তার পদমর্যাদা অনুসারে যেটুকু তার প্রাপ্য তার বেশী প্রশংসা বা সম্মান সে কখনো পেত না। এমন কি তার বন্ধু ফরেস্টিয়ারের অনেক কাজ সে করে দিলেও ফরেস্টিয়ার তাকে ভোজসভায় আর নিমন্ত্রণ করত না। উপরন্তু তাকে সব বিষয়েই তার অধীনস্থ একজন কর্মচারী হিসাবে দেখত। তবে অবশ্য তার সঙ্গে কথা বলার সময় তাকে বন্ধু বলেই সম্বোধন করত।

মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই একটা করে ছোটখাটো লেখা লিখত দুরয় এবং আগের থেকে লেখায় বেশ মুন্সিয়ানা অর্জন করেছিল সে এবং আলজিরিয়ার উপর তার সেই দ্বিতীয় লেখাটার মত আর তার কোন বর্ণনামূলক লেখা অমনোনীত বা প্রত্যাখ্যাত হয় না। তবু সে ইচ্ছামত যে কোন বিষয় নিয়ে লিখতে পারত না বা কোন রাজনৈতিক বিষয়ে সে দক্ষতার সঙ্গে কিছু লিখতে পারত না। কোন গাড়ির চালক আর মালিকের মধ্যে যে তফাৎ তার বর্ণনামূলক লেখা আর কল্পনামূলক লেখার মধ্যে সেই তফাৎ রয়ে গেল। তার সবচেয়ে অপমানবোধ হত এই ভেবে যে সমাজের সব দরজাই যেন তার সামনে বন্ধ, সমাজের অভিজাত লোকেরা তাকে তাদের সমকক্ষ বলে মনে করে না, যদিও কয়েকজন অভিনেত্রী মাঝে মাঝে বিশেষ ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে আলাপ করেছিল তার সঙ্গে। একটা জিনিস সে তার অভিজ্ঞতার থেকে লক্ষ্য করেছে, সমাজের অভিনেত্রী ও অভিজাত মেয়েরা বিশেষভাবে তাকে পছন্দ করে। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি মমতা দেখায়। তবে সে কিছুতেই বুঝতে পারত না কোন্ বিশেষ মেয়ের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে।

প্রায়ই তার মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছে যাবার কথা মনে পড়ে। কিন্তু সেদিন যেভাবে সে ওদের বাড়ি থেকে চলে এসেছে সে কথা মনে করে সে অপমানবোধ করে এবং নিজেকে সামলে নেয়। তাছাড়া তার মনে হয়, ফরেস্টিয়ার আগে তাকে যেতে বলুক, তারপর সে যাবে। মাদাম মেরিলির কথাও মনে পড়ল একবার। মাদাম মেরিলি তাকে বারবার যেতে বলেছিলেন। তাই একদিন বিকালে হাতে কোন কাজ না থাকার জন্য তাঁর কাছে চলে গেল।

মাদাম মেরিলি রু্য দ্য বার্নিভিল এ পাঁচতলার একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন। বেলা আড়াইটা বাজতেই তাঁর বাসায় গিয়ে কলিং বেল টিপল। একজন ঝি দরজা খুলে দিয়ে বলল, মাদাম বাড়িতেই আছেন, তবে উঠেছেন কি না বলতে পারছি না।

মাদাম মেরিলি বলল, আমি আজ সকাল থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত বাড়িতে অপেক্ষা করছি।

মাদাম মেরিলি বৈঠকখানার ঘরের দরজাটা ঠেলে দিয়ে খুলে দিল। দুরয় ভিতরে ঢুকে পড়ল। ঘরখানা বেশ বড় এবং বেশী আসবাবপত্র ছিল না। যে ক'টা পুরানো চেয়ার ছিল সেগুলোকে যত্ন করে সাজানো ছিল না। চারটে ছবি ছিল—একটি ছবিতে ছিল স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া একটি নৌকো, আর একটিতে ছিল সমুদ্রের বুকে ভাসমান একটি জাহাজ, একটিতে সমতলভূমির উপর একটি কারখানা আর একটিতে ছিল বনের মাঝে কাঠুরিয়া। চারটি দেওয়ালে চারটি ছবি টাঙ্গানো ছিল। দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল ছবিগুলোর প্রতি বাড়ির কেউ যত্ন নেয় না আর কেউ তাকায় না।

www.BanglaBook.org

দুরয় ঘরের ভিতর বসে পড়ল। একা একা অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর দরজাটা খুলে গেল। মাদাম মেরিলি তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে ছিল গোলাপী সিল্কের একটি গাউন। হলুদ জমিন, তার উপর নীল ফুল আর সাদা পাখির কাজ করা। তিনি বললেন, আমি এইমাত্র বিছানা থেকে উঠছি। আপনি তাহলে দয়া করে আমায় দেখতে এলেন। আমি ত ভেবেছিলাম আপনি আমাকে ভুলেই গেছেন।

এই বলে তিনি তাঁর দুটো হাত বাড়িয়ে দিতেই একটা ধরে অজস্র চুম্বন করল দুরয় ভেরেনীর মত। মাদাম মেরিলি দুরয়ের আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে বললেন, কত পরিবর্তন হয়েছে আপনার। প্যারিসে এসে আপনার উন্নতি হয়েছে। আমাকে সব বলুন।

তারা দুজনে গল্প করতে লাগল, যেন কতদিনের পুরানো বন্ধু। আবার তাদের মনে হলো, তারা যেন এই মুহূর্তে হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পারস্পরিক স্নেহমমতা ও অন্তরঙ্গতার যে একটি সহজ স্রোত দুটি মানুষকে একমুহূর্তে আপন করে তোলে সেই স্রোত শিরায় শিরায় অনুভব করল তারা।

হঠাৎ মাদাম মেরিলি বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, দেখুন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেমন সহজ হয়ে উঠেছি, মনে হচ্ছে যেন আপনি আমার দশ বছরের চেনা। আমাদের বন্ধুত্ব নিশ্চয় গভীর হয়ে উঠবে। আপনি সেটা পছন্দ করেন ত?

নিশ্চয়। দুরয় হাসিমুখে উত্তর করল। অনেক না-বলা কথার আভাস ছিল যেন সে হাসিতে। সাদার থেকে রঙীন গাউনে মাদাম মেরিলিকে দেখতে খুব লোভনীয় লাগছিল দুরয়ের। কিন্তু সেদিন সে যখন মাদাম ফরেস্টিয়ারের পাশে ছিল তখন তাঁর মুখেও ছিল এক একটানা হাসির রেখা। কিন্তু সে হাসিতে ভয় এবং অভয় একই সঙ্গে ছিল। সে হাসির অর্থ সে বুঝতে পারেনি। শুধু তার ইচ্ছা হচ্ছিল সে যেন তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে শুয়ে পড়ে তাঁর বক্ষাবরণীর লেসগুলোকে চুম্বন করে, তাঁর বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা তপ্ত সুগন্ধি নিঃশ্বাসটা শুঁকে উপভোগ করে, কিন্তু মাদাম মেরিলির এই সান্নিধ্যে তার কামনাটা আরো স্পষ্ট ও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠল। পাতলা সিল্কের ভিতর থেকে মাদাম মেরিলির নিটোল গাটা দেখতে পেয়ে এক দুর্বার কামনার আঘাতে কাঁপতে লাগল তার হাতের আঙুলগুলো।

মাদাম মেরিলি যখন কথা বলছিলেন, তাঁর প্রতিটি কথাতে বুদ্ধির ছটা ঝরে পড়ছিল। শুনে মনে হচ্ছিল মাদাম মেরিলি যেন কোন এক কঠিন কাজ করছেন। তাঁর কথাগুলোকে শুনতে দুরয়ের মনে হলো মাদাম মেরিলির মত মেয়ের কাছে বসে গল্প করলে যে কোন লোক প্যারিসে পরচর্চার উপর অনেক ভাল লেখা লিখতে পারে।

কে একজন খুব ধীরে নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। মাদাম মেরিলি ডাকলেন, আসতে পার। তাঁর ছোট্ট মেয়েটি ঘরে ঢুকে সোজা দুরয়ের কাছে চলে গেল। তার হাতটা বাড়িয়ে দিল দুরয়ের দিকে। তার মা আশ্চর্য হয়ে দুরয়কে বললেন, আপনি দেখছি একেবারে ওকে হাত করে ফেলেছেন। আমি কখনো কারো কাছে ওকে ওভাবে যেতে দেখিনি। দুরয় মেয়েটিকে চুমো খেয়ে তার পাশে বসিয়ে কয়েকটি মজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। জিজ্ঞাসা করল তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সে কি কি করেছে।

www.BanglaBook.org

মেয়েটি বাঁশির মত মিষ্টি সুরে গম্ভীরভাবে উত্তর দিতে লাগল।

বেলা তিনটে বাজতেই দুরয় উঠে পড়ল। মাদাম মেরিলি বললেন, মাঝে মাঝে আসবেন, আজকের মত আমরা গল্প করব। আমি তাহলে খুব খুশী হব। কিন্তু আপনাকে আজকাল ফরেস্টিয়ারের ওখানে দেখি না কেন? দুরয় বলল, এমনি। আমি খুব ব্যস্ত থাকি কি না! দিনকতকের মধ্যে আবার একদিন বেলা তিনটের সময় আসব।

অন্তরে একটা আশার গুঞ্জন নিয়ে চলে গেল দুরয়। এ আশার গুঞ্জন কেন তা সে জানে না। ফরেস্টিয়ারের কাছে গিয়ে একথা বলল না দুরয়। কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে এই ঘটনার স্মৃতিটাকে রেখে দিল মনের মধ্যে। শুধু স্মৃতি নয়, একটি নারীর অশরীরী উপস্থিতির নিরবচ্ছিন্ন অথচ কাল্পনিক এক অনুভূতি আচ্ছন্ন করেছিল তার মনকে। তার মনে হচ্ছিল সে যেন সে নারীর বেশ কিছুটা তার সারা দেহগত অস্তিত্বের একটা প্রতিচ্ছবি, তার নৈতিক ব্যক্তিত্বের একটা মনমাতানো সৌরভ চোখের দৃষ্টি দিয়ে অন্তরে যেন গেঁথে নিয়ে এসেছে। কারো সাহচর্যের নিবিড় আনন্দে বেশ কিছুক্ষণ কাটাবার পর যেমন তার কথায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যায় দুরয়ের তাই হলো। যেন কোন সুন্দর রহস্যময় অথচ অস্পষ্ট এক বস্তুর মোহময় আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মনটা।

দিনকতকের মধ্যে আবার একবার গেল দুরয় মাদাম মেরিলির বাড়িতে। বাড়ির ঝি বৈঠকখানা ঘরে দুরয়কে বসাতেই লরিণ এসে বলল, মা আপনাকে বসতে বলেছেন, পনের মিনিটের মধ্যেই উনি তৈরী হয়ে আসবেন। আমি ততক্ষণ আপনার কাছে থাকব।

লরিণের কথা শুনে বেশ মজা লাগছিল দুরয়ের। দুরয় বলল, নিশ্চয় ম্যাদময়জেল। আমি তোমার সঙ্গে মিনিট পনের বেশ আনন্দের সঙ্গেই কাটাব। তবে আমার ইচ্ছা তোমার সঙ্গে লুকোচুরির খেলা খেলি।

কথাটা শুনে কেমন যেন মুসড়ে পড়ল লরিণ। বিজ্ঞের মত বলল, ঘরের মধ্যে কখনো খেলা করতে নেই।

দুরয় বলল, আমার কাছে ঘর বার সব সমান। আমি সব জায়গাতেই খেলা করি। এস, আমাকে ধর দেখি। এই বলে টেবিলের চারদিকে ছুটে বেড়িয়ে লরিণকে উত্তেজিত করতে লাগল আর লরিণ তার হাত বাড়িয়ে না ছুটেই ধরতে লাগল। এক একবার থমকে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে ধরা দেবার ভান করতে লাগল। কিন্তু লরিণ কাছে আসতেই লম্বা পা ফেলে খাবার ঘরের দিকে পালিয়ে গেল দুরয়। মজা পেয়ে লরিণ হাসতে লাগল এবং যখনি তার মনে হতে লাগল সে দুরয়কে ধরে ফেলেছে তখনি সে আনন্দের সঙ্গে অথচ চাপা গলায় চীৎকার করে উঠতে লাগল। এক একবার মাঝখানে চেয়ারে রেখে বাধা সৃষ্টি করছিল দুরয়। লরিণ এবার এই নতুন খেলার আনন্দে মশগুল হয়ে উঠল। আর তার খেলার সাথীকে ধরার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ লরিণ তাকে একবার ছুঁই ছুঁই করতেই দুরয় তাকে ধরে তুলে 'ধরেছি' বলে চীৎকার করে উঠল।

লরিণ হাসতে হাসতে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। এমন সময় মাদাম মেরিলি এসে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কী লরিণ, খেলা করছ? আপনি স্যার যাদু জানেন। দুরয় লরিণকে নামিয়ে রেখে তার মায়ের হাতটা চুম্বন করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারা দুজনে বসলে লরিণ তাদের মাঝখানে বসল। তারা দুজনে কথা শুরু করলে লরিণ আপন মনে বকবক করতে লাগল। তার মা তখন বিরক্ত হয়ে তাকে তার নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিল। লরিণ নীরবে চলে গেল বটে কিন্তু তার চোখে জল এল।

লরিণ চলে গেলেই মাদাম মেরিলি তার গলার স্বরটা নীচু করে বললেন, আপনি হয়ত জানেন না, আমি আপনার কথা ভেবে একটা পরিকল্পনা করে রেখেছি। প্রতি সপ্তার আমি একদিন করে ফরেস্টিয়ারের কাছে যাই, তাদেরও মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে কোন রেস্তোরাঁয় খাওয়াই। বাড়িতে আমার কিছুই গোছানো নেই আর আমি ঘর গৃহস্থালি বা রান্নাবাড়ার কাজ কিছু বুঝি না বলে তাদের রেস্তোরাঁয় খাওয়াবার ব্যবস্থা করি। কিন্তু সেখানে আমরা শুধু তিনজন থাকি বলে ভাল লাগে না। আমার পরিচিত বন্ধুরা কেউ যায় না। আমি চাই আপনিও নিয়মিত আমাদের সঙ্গী হোন। আপনি এই শনিবার রিগে হোটেলে সাড়ে সাতটার সময় যাবেন। জায়গাটা চেনেন ত?

দুরয় আনন্দের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। মাদাম মেরিলি বললেন, আমরা তাহলে চারজন হব। আমরা মেয়েরা যারা ঘরে থাকি তাদের পক্ষে বাইরে এইসব আমোদ প্রমোদ খুবই মজার লাগে।

ঘোর বাদামী রঙের সিল্কের পোশাকের ভিতর থেকে মাদাম মেরিলির কোমর বুক হাত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পোশাক আশাকের প্রতি মাদাম মেরিলির খুব যত্ন অথচ ঘর দুয়োরের উপর কোন নজর নেই তাঁর। এই দুটো ব্যাপারের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পেল না দুরয়। সেদিনকার মত আজও মাদাম মেরিলিকে ছেড়ে চলে যাবার পরও তাঁর অশরীরী উপস্থিতির এক নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতি মনটাকে আচ্ছন্ন করে রইল তার। আবার কবে দেখা হবে তার জন্য দিন গুণতে লাগল অধৈর্য হয়ে।

তখনও নিজের স্যুট কিনতে পারেনি দুরয়। টাকায় কুলোয়নি। তাই দ্বিতীয়বার পোশাক ভাড়া করতে হলো দুরয়কে। তাই পরে নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট আগেই পৌঁছল। দোতলার একটা ছোট ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো দুরয়কে। চারজনের একটা টেবিল পাতা ঘরের মাঝখানে, সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। দুটো লম্বা বাতিদানে বারোটা বাতি জ্বলছিল। ঘরের বাইরে একটা সবুজ গাছ ছিল, ঘরের আলোটা তার উপর পড়ায় চকমক করছিল গাছটা। দুরয় একটা নীচু সোফায় বসল। সোফার তলার একটা স্প্রিং কাটা ছিল। দুরয়ের মনে হলো সে যেন একটা গর্তের মধ্যে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। বড় বড় রেস্তোরাঁয় যেমন সব সময় একটা গোলমাল হয় তেমনি বিভিন্ন ঘর থেকে কাঁচের গ্লাসের টুংটাং আওয়াজ ও একটা চাপা কলগুঞ্জন কানে আসছিল সব সময়। একসময় ফরেস্টিয়ার এসে দুরয়ের করমর্দন করল। দুরয় লক্ষ্য করল ফরেস্টিয়ারের ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতা রয়েছে, ভাই ফাঁসোয়ার অফিসে এ আন্তরিকতা দেখা যায় না। ফরেস্টিয়ার বলল, মেয়েরা আসছে। এইসব ছোট ছোট খাবার ঘরগুলো সত্যিই চমৎকার।

ফরেস্টিয়ার টেবিলের দিকে একবার তাকিয়ে জানালার একটা সার্সি বন্ধ করে দিল। তারপর ঠাণ্ডার ভয়ে ঘরের এক কোণে আশ্রয় নিয়ে বলল, আমাকে সাবধানে থাকতে হবে। একমাস ভালই ছিলাম। কিন্তু এই ক'দিন আবার শরীরটা খারাপ করছে। আমার মনে হয় গত মঙ্গলবার থিয়েটার দেখে আসার সময় ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল আর একজন চাকরের পিছনে পিছনে দুজন মেয়ে মাদাম ফরেস্টিয়ার আর মাদাম মেরিলি প্রবেশ করলেন ঘরে। তাঁদের মাথায় কিছুটা ঘোমটা ছিল। তাঁদের চেহারাগুলো দেখে রহস্যময়ভাবে গম্ভীর বলে মনে হচ্ছিল। এই ধরনের হোটেলের পারিবেশে অভিজাত শ্রেণীর মেয়েরা এইভাবেই আসে।

মাদাম ফরেস্টিয়ারের সামনে নত হয়ে তাঁকে সম্মান জানাতেই তিনি দুরয়কে না যাওয়ার জন্য মিষ্টি সুরে তিরস্কার করলেন। তারপর তিনি তাঁর বান্ধবী মাদাম মেরিলির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমি জানি ব্যাপার কি, আপনি মাদাম মেরিলিকে বেশী ভালবাসেন, সেখানে যাওয়ার আপনার সময় হয়।

টেবিলটার চারদিকে তারা বসল। হোটেলের চাকর অর্ডার নেবার জন্য এলে মাদাম মেরিলি বললেন, এই ভদ্রলোক দুজনকে ওঁদের যা খুশি তাই দাও, আমাদের জন্য নিয়ে এস বরফ দেওয়া শ্যাম্পেন। বেশ মিষ্টি শ্যাম্পেন মনে রেখো,—আর কিছু না।

চাকরটি চলে গেলে মাদাম মেরিলি হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, আজ সন্ধ্যেটা আমি খুব আনন্দে কাটাব।

ফরেস্টিয়ার সেকথায় কান না দিয়ে বলল, জানালাটা বন্ধ করায় আপনাদের কোন অসুবিধে হবে? ক'দিন ধরে আমার বুকে সর্দি লেগেছে।

না না, অসুবিধে হবে না মোটেই।

জানালার খোলা সার্সিটা বন্ধ করে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসল ফরেস্টিয়ার। তার মুখখানা বেশ শান্ত ও প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। তার স্ত্রী কোন কথা বলল না। শুধু ভাবতে ভাবতে টেবিলটার উপর নামানো গ্লাসের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। সে হাসিতে প্রতিশ্রুতি যতখানি ছিল সম্মতি ততখানি ছিল না।

খাওয়া হয়ে গেলে ওরা গল্প শুরু করল। বর্তমানের একটি অবৈধ প্রেমের ঘটনার কথা আলোচনা করতে লাগল। সম্প্রতি অভিজাত ঘরের এক মহিলা কোন এক হোটেলের একটি ঘরে একজন যুবরাজের সঙ্গে নৈশভোজন করছিল যখন তখন তার স্বামীর এক বন্ধু দেখে ফেলে। কথাটা শুনে হেসে উঠল ফরেস্টিয়ার। মাদাম ফরেস্টিয়ার ও মাদাম মেরিলি দুজনেই একবাক্যে বললেন, এই ধরনের কাজ যারা করে তারা দুজনেই শয়তান আর কাপুরুষ—মেয়েটা শয়তান আর পুরুষটা কাপুরুষ। দুরয় তাঁদের মতটা সমর্থন করল বটে তবে বলল, সব ব্যাপারে পুরুষমানুষদের কোন মত প্রকাশ না করে চুপচাপ থাকা উচিত। আমাদের উচিত যে কোন বিষয়ে প্রত্যেকের আপন আপন মতকে শ্রদ্ধা করে চলা। তাহলে আমাদের আলোচনা সত্যিই আরও সুখকর হয়ে উঠবে। সাধারণতঃ মেয়েরা স্বাধীনভাবেই চলতে চায় কিন্তু তাদের গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবার ভয়েই তারা স্বাধীনভাবে তাদের কামনা চরিতার্থ করতে পারে না। বলুন সত্যি নয় কি? এমন অনেকেই আছে যারা চায় ক্ষণিকের খেয়াল খুশি আর প্রেম ভালবাসার আনন্দে গা ঢেলে দিতে, কিন্তু ক্ষণিকের আনন্দের জন্য পরে তাদের অনপনেয় কলঙ্ক আর অনুতাপের বেদনা ভোগ করতে হবে এই ভয়ে তারা তা করে না।

বেশ একটা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলছিল দুরয়। মনে হচ্ছিল সে যেন বলছিল

www.BanglaBook.org

তারই কথা, তারজন্যই সে যেন ওকালতি করছিল। যেন সে বলতে চাইছিল, তোমরা আমায় পরীক্ষা করে দেখতে পার, আমার কাছে ওসব ভয় নেই।

মাদাম ফরেস্টিয়ার ও মাদাম মেরিলি দুজনেই সমর্থনের ভঙ্গিতে দুরয়ের দিকে তাকালেন। তাঁরা বোঝাতে চাইলেন দুরয় ঠিকই বলেছে। তাঁরা যেন নীরবে স্বীকার করলেন তাঁদের গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় না থাকলে তাঁদের এই সব কৃত্রিম নাগরিক নীতিবোধের বাঁধ অনেক আগেই ভেঙে যেত। সংশয়বাদীর মত আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে দুরয় তার জায়গায় বসে একটা পা ডিভানের উপর ছড়িয়ে বলল, শয়তান, হায় হতভাগ্য স্বামীর দল! লোকনিন্দার ভয় না থাকলে তারা অনেক কিছু করত।

এরপর তারা ভালবাসার কথা বলতে লাগল। প্রেম চিরন্তন একথা স্বীকার করল না দুরয়। তবে প্রেম যে এক অক্ষয় বিশ্বাস আর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে মানুষকে সেকথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল সে। তবে সে একথাও বলল যে অন্তরের মিলন না হলে শুধু পরস্পরের দেহমিলনের কোন অর্থই হয় না। কিন্তু কোন বিচ্ছেদের ব্যাপারে সাধারণতঃ যে সব ক্ষুব্ধ ঈর্ষা, নাটকীয় চেঁচামেচি আর তিক্ততার সৃষ্টি হয় তার কথা বলতে গিয়ে রেগে উঠল দুরয়।

দুরয়ের কথা শেষ হলে মাদাম মেরিলি বললেন, প্রেম হচ্ছে জীবনে একমাত্র আনন্দের বস্তু; কিন্তু আমরা অযৌক্তিক যত সব কাজকর্মের দ্বারা বিপদ ও অশান্তিকে ডেকে আনি।

মাদাম ফরেস্টিয়ার একটা ছুরি নিয়ে খেলা করছিলেন। খেলা করতে করতে হঠাৎ বলে উঠলেন, সত্যিই ভালবাসা পাওয়াটা বিশেষ আনন্দের কথা। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন অনেক কিছুরই স্বপ্ন দেখছিলেন মনে মনে। কিন্তু সে সব কথা মুখ ফুটে বলতে পারছেন না।

মাঝে মাঝে এক ঢোক শ্যাম্পেন খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিচ্ছিল তারা। ফোঁটা ফোঁটা মদ তাদের গলা দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে যেমন তাদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল তেমনি প্রেমের কথাগুলো ধীরে ধীরে মাতাল করে তুলছিল তাদের অন্তরাত্মাকে।

পরিচারক কাটলেট দিয়ে গেলে ফরেস্টিয়ার বলল, আঃ চমৎকার!

দুরয় বলল, যখন আমাদের মধ্যে ভালবাসা জাগে তখন জগতের সবকিছু আমি ভুলে যাই। খাবার টেবিলে বসে প্রেমের কথা ভেবে দুরয় বিশেষ আগ্রহ ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটা বলল।

মাদাম ফরেস্টিয়ার উদাসীনভাবে মৃদু গুঞ্জনের ভঙ্গিতে বললেন, যখন একজন আর একজনের হাত ধরে বলে, তুমি আমায় ভালবাস? এবং আর একজন উত্তর করে, হ্যাঁ, তখন সে সুখের তুলনা হয় না।

মাদাম মেরিলি এক গ্লাস শ্যাম্পেন এক চুমুকে শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে খুশির সঙ্গে বললেন, আমার কথা যদি বলেন তাহলে আমি অত অবাস্তব নই। সকলে হাসিমুখে উজ্জ্বল চোখে মাদাম মেরিলির মুখপানে চাইলেন।

ফরেস্টিয়ার গম্ভীরভাবে বলল, আপনার স্পষ্ট কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি বেশ বাস্তববাদী মেয়েছেলে। কিন্তু মঁসিয়ে দ্য মেরিলির মতামত কি এ বিষয়ে জানতে পারি কি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাদাম মেরিলি তাচ্ছিল্যভরে ও গভীর দীর্ঘসঞ্চিত ঘৃণার সঙ্গে বললেন, মঁসিয়ে মেরিলির কোন মতামতই নেই এ বিষয়ে। তিনি প্রেমের সঙ্গে একেবারে সম্পর্করহিত।

এরপর ওদের আলোচনাটা প্রেমের সমুচ্চ স্তর থেকে মার্জিত অশালীনতার বাগানে নেমে এল যেন। শুধু কথার হেঁয়ালি আর মারপ্যাঁচ। ওরা এমন সব কথা বলতে লাগল যার দুরকম মানে হয়। তারা সব কায়দা করে এমন সব কথা বলতে লাগল যাতে অনেক নগ্ন চিত্র ফুটে উঠতে লাগল মনের সামনে, যাতে গোপন সকাম অনুরাগের অনেক বাসনার বর্ণচ্ছটা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল, অবৈধ সম্পর্কের অনেক ভীরু কামনা জাগতে লাগল।

রোস্টের পর সবুজ মটরের জুস দেওয়া হলো। কিন্তু তারা যা কিছু খাচ্ছিল কোন কিছুরই আস্বাদ পাচ্ছিল না কারণ তারা যেন প্রেমের রসে একেবারে ডুবে ছিল; তাদের বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

মাদাম মেরিলি ও মাদাম ফরেস্টিয়ার দুজনেই খোলাখুলিভাবে কথা বলতে লাগলেন। মাদাম মেরিলি এক অকপট ঔদ্ধত্যের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। মাদাম ফরেস্টিয়ারের সব কথার উপরেই সুন্দর কৃত্রিমতার একটা আবরণ ছিল। তাঁর মুখ থেকে বেরোন উদ্ধত কথাগুলোকে একটু নরম করে বলছিলেন। চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে ফরেস্টিয়ার ক্রমাগত মদ খেয়ে যাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে এমন এক একটা অশ্লীল কথা বলছিল যা শুনে মেয়েরা লজ্জা পাচ্ছিল। তারা অস্বস্তি বোধ করছিল। একসময় মোটা গলায় মেয়েদের বলল, তোমরা কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ কিছুটা। এরকম করলে কিন্তু তোমরা বোকা বনে যাবে।

কফি দেওয়া হলো। এরপর আবার মদ দেওয়া হলো। সে মদের প্রভাবে তাদের উত্তেজিত মনগুলো মাতাল হয়ে উঠল। মাদাম মেরিলি টেবিলের উপর বসে নিজেই স্বীকার করলেন তাঁর নেশা হয়েছে, কিন্তু আসলে যত না নেশা হয়েছিল তার থেকে বেশী নেশার ভান করে অতিথিদের আনন্দ দান করতে লাগলেন। মাদাম ফরেস্টিয়ার বিজ্ঞের মত গম্ভীর হয়ে রইলেন। দুরয়েরও খুব নেশা হয়েছিল কিন্তু মাতলামি প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে জোর করে চুপ করে রইল।

সিগারেট ধরিয়ে সবাই খেতে লাগল। হঠাৎ ফরেস্টিয়ারের কাশি এল। সে এত জোরে কাশতে লাগল যে মনে হলো তার বুকটা ফেটে যাবে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। একটা তোয়ালে নিয়ে তার মুখটা ঢেকে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, এইসব ভোজসভা আমার পক্ষে খারাপ ও আমার পক্ষে হাস্যকর।

কথাটা বলার পরই অসুখের ভয়ে মুখ থেকে হাসি খুশি ভাবটা উবে গেল। ভয়ে ভয়ে ফরেস্টিয়ার বলল, চল, এবার বাড়ি যাওয়া যাক।

মাদাম মেরিলি ঘণ্টা বাজিয়ে হোটেলের পরিচারককে ডেকে বিল চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিল আনা হলো। মাদাম মেরিলি পড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অক্ষরগুলো তাঁর চোখের সামনে নাচতে লাগল; নেশার ঘোরে পড়তে না পেরে দুরয়কে সেটা দিয়ে দিলেন। বললেন, ওদের টাকাটা দিয়ে দিন বিলটা দেখে। আমি দেখতে পাচ্ছি না, নেশা হয়েছে। এই বলে টাকার থলেটা দুরয়ের দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। বিল হয়েছিল একশো তিরিশ ফ্রাঁ। দুরয় টাকাটা দিয়ে নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বয়কে কি দেব ?

মাদাম মেরিলি বললেন, যা আপনার খুশি। আমি কিছু জানি না।

টাকার থলেটা মাদাম মেরিলির হাতে দিয়ে দুরয় বলল, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব ?

নিশ্চয়। আমার এখন বাড়ি যাবারও ক্ষমতা নেই।

তারা ফরেস্টিয়ারদের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিল। দুরয় মাদাম মেরিলির সঙ্গে একই গাড়িতে উঠল। অন্ধকার গাড়িটার ভিতর দুরয় দেখল সে মাদাম মেরিলির খুব কাছে ঘন হয়ে বসে আছে। পাশের একটা গলির আলোতে গাড়ির ভিতরটা সামান্য একটু আলোকিত হয়ে উঠেছিল। তার মনে হচ্ছিল মাদাম মেরিলির কাঁধটা তার হাতের কাছে রয়েছে। তার হাতের দস্তানার ভিতর দিয়ে তাঁর গায়ের উত্তাপটা অনুভব করছিল দুরয়। অথচ কোন কথা বলতে পারছিল না। কোন কথা না। শুধু মাদাম মেরিলির দেহটাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরার একটা প্রবল ইচ্ছার আঘাতে অবসন্ন হয়ে ছিল তার মনটা।

দুরয় একবার ভাবল, আমি যদি তাঁকে জড়িয়ে ধরি তাহলে উনি কি করবেন ? ভোজসভার মাদাম মেরিলি যে সব গুহ্য কথা বলেছিলেন নেশার ঘোরে সেই সব কথা মনে করে আরো সাহস পেল দুরয়।

মাদাম মেরিলিও কোন কথা বললেন না। তাঁর জায়গায় অনড় অচল হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁকে দেখে দুরয়ের মনে হচ্ছিল উনি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে যে চকিত আলোতে গাড়িটা আলোকিত হয়ে উঠছিল দুরয় তাতে দেখতে পাচ্ছিল মাদাম মেরিলির চোখদুটো চকচক করছিল।

কী উনি ভাবছেন ? দুরয় ভাবল, এখন সে কোন কথা বলবে না। এখন সে কথা বলে এই নীরবতা ভঙ্গ করলে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মনে কোন সাহস পাচ্ছিল না। হঠাৎ পাশবিক কোন কিছু করে বসার জন্য যে ধরনের সাহস দরকার সে সাহস মনের মধ্যে খুঁজে পেল না সে। হঠাৎ তার পায়ে কিসের একটা স্পর্শ অনুভব করল। তার মনে হলো, মাদাম মেরিলি তাঁর নিজের পাটা নেড়ে কিসের যেন এক অব্যক্ত আবেদন জানাচ্ছেন। এই নীরব অস্পষ্ট ইশারায় এক রোমাঞ্চকর উত্তেজনা খেলে গেল দুরয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুরয়। তাঁর মুখে মুখ দিয়ে তার হাত দিয়ে তাঁর নগ্ন দেহটাকে জড়িয়ে ধরল।

একটা অস্পষ্ট চীৎকার করে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন মাদাম মেরিলি, দুরয়ের হাতটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। তারপর না পেরে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। যেন বাধা দেবার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

কিন্তু গাড়িটা অল্প সময়ের মধ্যেই মাদাম মেরিলির বাসভবনের সামনে এসে পড়ল। দুরয় বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন ভাষাই খুঁজে পেল না। এদিকে মাদাম মেরিলি এই ঘটনার আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি উঠলেন না বা নড়াচড়া করলেন না ; স্থির হয়ে যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন। দুরয়ের ভয় হলো, গাড়ির ড্রাইভার সন্দেহ করতে পারে। তাই সে নিজে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে মাদাম মেরিলিকে ধরে নামিয়ে দিল।

www.BanglaBook.org

অবশেষে টলতে টলতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন মাদাম মেরিলি। কোন কথা বললেন না। দুরয় নিজে কলিং বেল টিপল। দরজাটা খুলে যেতেই দুরয় তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, আবার কবে দেখা করব আপনার সঙ্গে?

কালই আবার এখানে এসে থাবেন। কথাটা মাদাম মেরিলি এত আস্তে বললেন যে দুরয় তা ভাল করে শুনতেই পাচ্ছিল না। কথাটা বলেই মাদাম মেরিলি দরজাটা ঠেলে দ্রুত ঘরে ঢুকে গেলেন আর বন্দুকের আওয়াজের মত সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

ড্রাইভারকে পাঁচ ফ্রাঁ ভাড়া দিয়ে দুরয় বিজয়গর্বে দ্রুত হাঁটতে লাগল। তার অন্তর আনন্দে উপচে পড়তে লাগল। দুরয় ভাবতে লাগল, অবশেষে সে এক নারীমনকে জয় করেছে—এক বিবাহিতা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা। ঘটনাটা অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অনায়াসে ঘটে গেল। এই ঘটনার আগে পর্যন্ত তার মনে হত এই সব বহু-আকাঙ্ক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের আক্রমণ করে তাদের মন জয় করতে হলে দীর্ঘ প্রত্যাশা, অন্তহীন দুঃখ বেদনা, বহু প্রেমের কথা, আর ইঙ্গিত উপহারের দরকার। কিন্তু হঠাৎ আক্রমণ করতে না করতেই প্রথমজনই এত সহজে আত্মসমর্পণ করল যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল দুরয়। দুরয় ভাবল, মাদাম মেরিলির নেশা হয়েছিল। আগামীকাল তিনি হয়ত অন্য মানুষ হয়ে উঠবেন। আগামীকাল অনুতপ্ত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ চোখে দেখা করবেন তিনি। একথা ভেবে কিছুটা বিচলিত হলো সে। তবু সে মনে মনে বলল, যা হয় হবে। তবু তাঁকে ভাল না বেসে পারব না আমি। একবার যখন তাঁকে লাভ করেছি, এক অক্ষয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখে দিতে হবে তাঁকে।

এক অস্পষ্ট মরীচিকার মধ্যে দুরয়ের আশা ঘুরে বেড়াচ্ছিল যেন। ঐশ্বর্য, সাফল্য, অর্থ, খ্যাতি, প্রেম, ভালবাসা, সম্পদ প্রভৃতির কত রকমের আশায় ক্ষণে ক্ষণে ব্যাহত হচ্ছিল তার ঘুমটা। স্বপ্ন দেখছিল দুরয় তার ঘুমের ঘোরে, তার স্বপ্নের সোনালী মেঘমালার পটভূমিকায় একজন সম্ভ্রান্ত, সৌখীন ও সুন্দরী মেয়ে যেন আসা যাওয়া করছিল।

পরদিন মাদাম মেরিলির বাড়ী গিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কেমন যেন এক উত্তেজনা অনুভব করেছিল দুরয় তার মনে। কেমন করে তাকে গ্রহণ করবেন মাদাম মেরিলি? যদি তিনি তাকে মোটেই অভ্যর্থনা না করেন? যদি তাঁর ঝি চাকরদের তাকে ঢুকতে না দেবার জন্য নিষেধ করে দেন? যদি তিনি বলেন—কিন্তু না, সমস্ত ব্যাপারটার সত্যাসত্য যাচাই না করে তিনি কিছু বলতে পারেন না। এই কথায় নিশ্চিন্ত হলো দুরয়।

সেই ছোট ঝি দরজা খুলে দিল। তার স্বাভাবিক মুখ দেখে আশ্বস্ত হলো দুরয়। কারণ সে ভেবেছিল তার মুখে থাকবে একটা বিরক্তির ছাপ। তা না দেখে জিজ্ঞাসা করল, তোমার গিন্নীমা ভাল আছেন ত?

মেয়েটি উত্তর করল, হ্যাঁ স্যার। তিনি ভালই আছেন। এই বলে তাকে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেল। বৈঠকখানায় গিয়ে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দুরয় তার চুলটা ঠিক করে নিল এবং মুখের প্রসাধন ঠিক আছে কি না দেখে নিল। তার নেকটাইটাও ঠিক করে নিল। দুরয় দেখল মাদাম মেরিলি তার ঘর থেকে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তার প্রতিফলন পড়েছে আয়নায়। আয়নাতে দুজনে দুজনের প্রতি-

www.BanglaBook.org

ফলনের দিকে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর তারা সামনাসামনি দাঁড়াল। দুরয় ঘরে দাঁড়িয়ে দেখল মাদাম মেরিলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। 'আমার প্রিয়তমা, প্রিয়তমা আমার' বলে এগিয়ে গেল দুরয়।

মাদাম মেরিলিও হাত দুটো বাড়িয়ে এগিয়ে এসে দুরয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুরয় তার মাথাটা তুলে মুখের কাছে মুখটা এনে অনেকক্ষণ ধরে এক দীর্ঘ চুম্বনে আবদ্ধ হয়ে রইল। সে মনে মনে বলল, আমি যা মনে মনে ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক সোজা। ভালই চলছে। তাদের মুখ দুটো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে মৃদু হেসে দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। ভালবাসার অনেক না-বলা কথা ঝরে পড়ছিল দুরয়ের দৃষ্টিতে। মাদাম মেরিলির দৃষ্টিতে এক সকাম অনুরাগ আর আত্মসমর্পণের ইচ্ছা ফেটে পড়ছিল। মাদাম মেরিলি বললেন, আমরা আজ বাড়ীতে একা আছি, লরিণকে আজ তার এক বন্ধুর বাড়ীতে খেতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

দুরয় মাদাম মেরিলিকে আর একবার চুম্বন করে বলল, ধন্যবাদ। আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য হয়েছি।

মাদাম মেরিলি দুরয়ের একটি হাত ধরে সোফাতে গিয়ে পাশাপাশি দুজনে বসল। ঠিক যেন দুরয়ই তাঁর স্বামী। দুরয় কৌশলে একটা বেশ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা শুরু করতে চাইছিল। কিন্তু তা না পেরে ধীরে ধীরে বলল, তাহলে তুমি আমার উপরে রেগে যাওনি ?

দুরয়ের মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে মাদাম মেরিলি বললেন, চুপ করো। পরস্পরের চোখে চোখ রেখে ওরা দুজনে নীরবে বসে রইল। ওদের দুজনের দুটো হাতের কামনাতপ্ত আঙুলগুলো জড়ানো ছিল। দুরয় বলল, কতদিন ধরে আমি তোমাকে কামনা করছি!

মাদাম মেরিলি আবার বললেন, চুপ করো।

পাশের ঘরে চাকরে খাবার টেবিল সাজাচ্ছিল। ওরা তা শুনতে পাচ্ছিল। দুরয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার গা ঘেঁষে খুব কাছে বসা আমার উচিত হবে না। তাহলে আমি আমার মাথার ঠিক রাখতে পারব না।

চাকরে এসে খবর দিল, খাবার তৈরী। দুরয় হাত বাড়িয়ে মাদাম মেরিলিকে ধরে নিয়ে গেল। ওরা সামনাসামনি বসে খেতে লাগল। হাসিমুখে দুজনে দুজনের মুখপানে সর্বক্ষণ তাকাতে লাগল। তারা যেন দুজনে দুজনের আত্মার রহস্যে ডুবে গেল, ক্রমবর্ধমান প্রেমের মোহময় মাধুর্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারা কি খাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারল না। দুরয় তার পায়ের তলায় মাদাম মেরিলির পাটা পেয়ে সেটাকে যথাসম্ভব জোরে চেপে ধরল। চাকর এসে কোনদিকে না তাকিয়েই ডিশগুলো নিয়ে গেল।

খাবার শেষ করে তারা আবার বৈঠকখানা ঘরে ফিরে এল। সোফায় পাশাপাশি বসল। ধীরে ধীরে মাদাম মেরিলির গা ঘেঁষে বসে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চাইল দুরয়। কিন্তু মাদাম মেরিলি শান্তভাবে আপত্তির সুরে বললেন, সাবধান, কেউ এসে পড়তে পারে।

দুরয় চুপি চুপি বলল, কখন তাহলে তোমায় একেবারে একা পাব আমার প্রেমের কথা জানাবার জন্য ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাদাম মেরিলিও চুপি চুপি উত্তর দিলেন, এই সপ্তায় একদিন আমি তোমার বাসায় যাব।

কথাটা শুনে ঘাবড়ে গেল দুরয়। বলল, তুমি জান—তুমি জান—আমার বাসাটা ছোট।

মাদাম মেরিলি হাসলেন, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তোমার কাছে যাব তোমাকে দেখতে, তোমার ঘর দেখতে না।

দুরয় তখন জানতে চাইল কখন উনি যাবেন। মাদাম মেরিলি সপ্তার শেষের দিকের একটা দিনের নাম করলেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় দুরয় দিন এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য অনুনয়বিনয় করল। তাঁর হাতটা নিয়ে খেলা করতে করতে টিপতে লাগল। কামনার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল দুরয়ের। দুরয়ের অনুনয়বিনয়ের কথা শুনতে খুব ভাল লাগছিল মাদাম মেরিলির। দুরয় কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথা বলতে লাগল, বল কাল যাবে, বল কাল।

অবশেষে মাদাম মেরিলি বললেন, আচ্ছা কালই যাব, কাল বেলা পাঁচটায়।

দুরয় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর তারা আবার এমন এক নিবিড় অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথা বলতে লাগল যাতে মনে হবে তাদের এ সম্পর্ক দীর্ঘ কুড়ি বছরের। দরজার ঘণ্টাটা বেজে উঠল হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে তারা সাবধান হয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। মাদাম মেরিলি বললেন, নিশ্চয় লরিণ এসে গেছে।

লরিণ ঘরে ঢুকে দুরয়কে দেখে প্রথমে একটু বিস্মিত হলো, তারপর আনন্দে হাততালি দিতে দিতে ছুটে গেল দুরয়ের কাছে। চীৎকার করে বলে উঠল, বেল-আমি।

মাদাম মেরিলি হাসতে লাগলেন। কী বলল, বেল-আমি! লরিণ তাহলে তোমাকে নতুন নাম দিয়েছে। বাঃ সুন্দর ডাক নাম, আমিও তাহলে তোমাকে এই নামে ডাকব।

লরিণকে কোলে বসাল দুরয়। তারপর একে একে অন্যদিনকার মত তার সঙ্গে সব খেলাগুলো খেলল। অবশেষে তিনটে বাজার কুড়ি মিনিট আগেই অফিস যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল দুরয়। যাবার সময় চুপিচুপি মাদাম মেরিলিকে বলল, কাল পাঁচটায়।

ঠিক আছে পাঁচটায়। এই কথা বলে ঘরে ঢুকে পড়লেন মাদাম মেরিলি।

দিনের কাজ করতে করতে দুরয়ের বার বার মনে হতে লাগল কেমন করে কাল সে তার প্রিয়তমাকে অভ্যর্থনা করবে এবং কেমন করেই বা সে তার ঘরখানার দৈন্যতাকে ঢেকে রাখবে। হঠাৎ সে ঠিক করল কিছু জাপানী ছবি এনে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেবে আর নিয়ে আসবে ঘর সাজানোর জন্য পাখা, পর্দা। জানালার কাচের উপর কিছু ছবি চিটিয়ে দিল। ছবিগুলিতে ছিল নদীর উপর ভাসমান নৌকো, আকাশের গোলাপী দিগন্তে উড়ে যাওয়া ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, রং বেরঙের জমকালো পোশাকপরা অলিন্দবর্তিনী কিছু নারী আর বরফের উপর দিয়ে হেঁটেযাওয়া কিছু কৃষ্ণকায় লোক। শুধু শোয়া আর বসার পক্ষে তার ঘরখানা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি চীনা লণ্ঠন। ঘরখানাকে দেখে এবার দুরয়ের নিজেরই ভাল লাগল। রঙীন কাগজ থেকে কাটা ক'টা পাখির ছবি সে ঘরের কড়ি বরগাগুলোতেও চিটিয়ে তারপর ট্রেনের বাঁশি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

পরদিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরল দুরয় অফিস থেকে। ফেরার সময় কিছু কেক আর এক বোতল ম্যাদেইরা মদ নিয়ে এল মুদীখানা দোকান থেকে। আবার একবার বেরিয়ে দুটো প্লেট, দুটো গ্লাস কিনে নিয়ে এল এবং সেগুলো আবার টেবিলে সাজিয়ে রাখল। টেবিলের জক আর গামলাটা ঢেকে রাখা ছিল টেবিলের তলায়। সব ঠিকঠাক করে প্রতীক্ষা করতে লাগল সে।

উনি এলেন সওয়া পাঁচটায়। ঘরের রঙীন ছবিগুলোর উজ্জ্বলতায় আকৃষ্ট হয়ে বলে উঠলেন, তোমার ঘরখানা সত্যিই বেশ চমৎকার। কিন্তু সিঁড়িতে ওঠার মুখে অনেক লোকের ভিড় দেখলাম।

মাদাম মেরিলির দেহটাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ঘোমটার উপর থেকেই তার চুলগুলোকে চুম্বন করতে লাগল দুরয়। পুরো দেড় ঘণ্টা পরে মাদাম মেরিলিকে রু্য দ্য রোমে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে এল দুরয়। গাড়িতে চাপলে পর দুরয় বলল, মঙ্গলবার ঠিক একই সময়ে।

মাদাম মেরিলিও উত্তর করলেন, মঙ্গলবার একই সময়ে। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা দুরয়ের মাথা টেনে নিয়ে মাদাম মেরিলি তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুম্বন করলেন। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিলে বললেন, বিদায় বেল-আমি। গাড়িটা এগিয়ে চলল।

এইভাবে পর পর তিন সপ্তা পরে সপ্তায় দু দিন সকালে অথবা সন্ধ্যায় দুরয়ের ঘরে আসতে লাগলেন মাদাম মেরিলি। একদিন বিকালে তাঁর জন্য যখন অপেক্ষা করছিল দুরয় তখন সিঁড়িতে কিসের গোলমাল শুনে দরজার বাইরে বেরিয়ে এল। এসে দেখল একটি মেয়ে কাঁদছে। একটি ক্রুদ্ধ লোক একটি বয়স্ক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করছে, ও কেন কাঁদছে। মহিলাটি তখন বলছে, উপরে প্রায়ই যে একটা মেয়ে বাইরে থেকে এসে দেখা করতে যায় একটা লোকের সঙ্গে সেই ধাক্কা দিয়েছে নিকোলাসকে।

ঘরে ফিরে এল দুরয়। কারণ সিঁড়িতে তাঁর পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল। তার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল দুরয়। তাই দরজায় করাঘাত শুনল সঙ্গে সঙ্গে। দরজাটা খুলে দিতেই মাদাম মেরিলি ভয় পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, শুনতে পাচ্ছ?

দুরয় কিছু না জানার ভান করে বলল, কই না ত! কি?

তারা আমাকে কিভাবে অপমান করছে।

কে, কে?

নীচে যারা থাকে সেই শয়তানগুলো।

কিন্তু তোমায় তারা অপমান করবে কেন? কি ব্যাপার আমাকে বল ত?

'কিছু না' বলেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন মাদাম মেরিলি। দুরয় নিজের হাতে তাঁর জামার বোতাম খুলে দিয়ে তাঁর পোশাক খুলে দিল। তারপর তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কপালটা ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল। আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল তাঁর। আবেগটা কমলে তিনি ঘৃণা মেশানো রাগের সঙ্গে দুরয়কে নীচে গিয়ে তাদের মেরে খুন করে ফেলতে বললেন।

দুরয় বলল, ওরা কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে। নীচ জাতের লোক। মনে রেখো, মারামারি হলে পুলিস আদালত এই সব হবে। তাহলে তোমার নাম প্রকাশিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হবে, ফলে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। এসব নীচ লোকের সঙ্গে নীচতা করা কোন ভদ্রলোকের উচিত না।

মাদাম মেরিলি একটু থেমে বললেন, তাহলে কি করব? আমি এখানে আর আসতে পারব না।

ব্যাপারটা খুবই সোজা, আমি অন্য জায়গায় উঠে যাব।

তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু তাতে সময় লাগবে। দেরী হবে। তারপর মাদাম মেরিলি নিজেই হঠাৎ একটা পরিকল্পনা খাড়া করে আস্তে আস্তে বললেন, শোন, আমি জানি কি করতে হবে। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। কাল সকালেই আমি তোমাকে একটা টেলিগ্রাম করব। মাদাম মেরিলি তাঁর পরিকল্পনার কথাটা ভেবে আপন মনেই খুশি হলেন, কিন্তু সে পরিকল্পনাটা কি তা খুলে বললেন না। তবে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় মাদাম মেরিলির চোখে মুখে দারুণ উত্তেজনার ভাব দেখতে পেল দুরয়। দুরয়ের হাতে ভর দিয়ে তিনি সিঁড়ি বেয়ে যখন নামতে লাগলেন তখন কিন্তু কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না।

সকালে বরাবরই খুব দেরী করে ওঠে দুরয়। সেদিনও তখন বিছানায় শুয়ে ছিল দুরয়। এমন সময় একটা টেলিগ্রাম এল। টেলিগ্রামটা খুলে পড়ল দুরয়, পাঁচটায় আমার সঙ্গে দেখা করো; ১৩৭ রু্য দ্য কনস্তান্তিনোপল। মাদাম দুরয়ের নামে ভাড়া করা ঘর। চুম্বন রইল—ক্লো।'

কাঁটায় কাঁটায় বেলা পাঁচটা বাজতেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে খোঁজ করল দুরয়। এইখানেই ত মাদাম দুরয় ঘর ভাড়া করেছেন?

হ্যাঁ স্যার।

দয়া করে আমাকে দেখাবেন ঘরগুলো?

বাড়িওয়ালা একটা চাবির গোছা থেকে একটা চাবি দিয়ে বলল, আপনিই মঁসিয়ে দুরয়?

হ্যাঁ, আমিই।

বাড়ীওয়ালা তখন দু তিন কামরাওয়ালা একটি স্যুইটের দরজাগুলি খুলে দিলেন। বসার ঘরের দেওয়ালগুলিতে ছিল নানারকমের ফুলের ছবি। মেঝের কার্পেটটা অত্যন্ত পাতলা। কার্পেটটা সবুজ জমির উপর হলুদ কাজ করা। শোবার ঘরটাও ছোট; ঘরের তিন ভাগ জুড়ে আছে বিছানা। পাশাপাশি দুটো বিছানার উপরে লাল সিল্কের লেপ। দুরয় এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করল যে বাসাটা ভাল হলেও তার ভাড়া নিশ্চয় বেশী হবে। তার মনে হলো মাদাম মেরিলি খুব বোকামির কাজ করে ফেলেছেন, কারণ তাকে আবার ধার করতে হবে।

যথাসময়ে দরজা খুলে মাদাম মেরিলি প্রবেশ করলেন ঝড়ের বেগে। হাত বাড়িয়ে খুশিমনে বললেন, ঘরটা ভাল হয়েছে ত? বাসাটা একতলা হয়ে ভালই হয়েছে, আর সিঁড়ি ভাঙ্গতে হবে না। বাড়িওয়ালার অগোচরেই যাওয়া আসা চলবে। এখানে আমাদের ভালবাসাবাসি চমৎকার চলবে।

দুরয় চুম্বন করল। কিন্তু কোন নিবিড়তার উত্তাপ ছিল না সে চুম্বনের মধ্যে। অবশ্য তার মনে যে প্রশ্নটা ঘুরঘুর করছিল সেটা তুলল না। ঘরের মাঝখানে একটা গোল টেবিল; একটা প্যাকেট তার উপর রেখে সেটা খুলে সাবান, বাসতেল প্রভৃতি কতকগুলো জিনিস বার করলেন মাদাম মেরিলি। জিনিসগুলো ঘরে গুছিয়ে রাখ-

www.BanglaBook.org

বার সময় বেশ একটা আনন্দ অনুভব করছিলেন। টেবিলের ড্রয়ারটা খুলতে খুলতে মাদাম মেরিলি বললেন, একটা লিনেনের পোশাক এনে রেখে দেব। যদি কোনদিন রাস্তায় হঠাৎ ভিজে যাই তাহলে এখানে এসে কাপড় ছাড়ব। দুটো চাবি থাকবে—একটা চাবি আমাদের কাছে থাকবে আর একটা থাকবে বাড়িওয়ালার কাছে, কারণ যদি আমরা হারিয়ে ফেলি অথবা ভুলে যাই। আমি তিন মাসের জন্য ঘরটা ভাড়া করেছি তোমার নামে, আমি নিজের নাম দিতে পারিনি।

দুরয় বলল, ভাড়াটা কখন দিতে হবে? মাদাম মেরিলি বললেন, ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাহলে টাকাটা তুমি আমার কাছ থেকে পাবে।

না না প্রিয়তম, ওটা তোমাকে দিতে হবে না। ওটা আমার একটা খেয়াল মাত্র।

দুরয় বিরক্তির ভান করে বলল, না তা ঠিক না। তা আমি মেনে নিতে পারি না।

দুরয়ের কাছে মাদাম মেরিলি কাতরভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। দুরয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, আমার অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে। জর্জ! এটা আমার সত্যিই ভাবতে ভাল লাগবে যে এই ছোট বাসাটা আমার নিজস্ব; একান্তভাবে এটা আমার। কেমন করে তুমি আমার আবেদন অগ্রাহ্য করতে পার? আমার প্রেমের খাতিরে এটুকু আমি দান করতে চাই। বল তুমি রাজী আছ জর্জ; বল রাজী আছ?

কখনো দৃষ্টিতে এক কাতর আবেদন জানিয়ে কখনো চুম্বনের জন্য দুরয়ের দিকে ঠোঁটটা বাড়িয়ে দিয়ে এক পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন মাদাম মেরিলি। দুরয় প্রথমটা কৃত্রিম রাগের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করার পর অবশেষে রাজী হলো। মনে মনে ভাবল, ভালই হলো। মাদাম মেরিলি চলে গেলে তার হাত দুটো ঘষতে ঘষতে মাদাম মেরিলিকে কেন তার ভাল লাগে তার কারণটা তার অন্তরের মধ্যে খুঁজতে লাগল।

দিনকতক পরে সে আবার একটা টেলিগ্রাম পেল। তাতে লেখা ছিল, আজ রাত্রে আমার স্বামী আসছেন ছ' সপ্তাহ পর। সুতরাং এক সপ্তাহ আমাদের দেখা হবে না। কি কষ্টই না হবে প্রিয়তম—ক্লোতিদে।

দুরয় আশ্চর্য হয়ে গেল। বিয়ের আশাটা নষ্ট হয়ে গেল তার। একবার মাদাম মেরিলির স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করতে ইচ্ছা হলো। যাইহোক, তিনি চলে না যাওয়া পর্যন্ত ক্লোতিদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন আশা নেই, অপেক্ষা করতেই হবে। এর মধ্যে দুদিন সন্ধ্যেবেলায় ফলি বার্গেরীতে গিয়েছিল; র‍্যাশেলের সঙ্গে কাটিয়েছিল।

তারপর একদিন সকালে আবার একটা টেলিগ্রাম পেল: 'আজ পাঁচটায়—ক্লো;' পাঁচটার কিছু আগেই তারা দুজনে সেই বাসায় এসে হাজির হলো। দুরয়ের বাহুবন্ধনে আবেগের সঙ্গে ধরা দিয়ে ও তার মুখে চুম্বন করে মাদাম মেরিলি বললেন, যখন আমরা পরস্পরকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসি তখন ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে যে কোন হোটেলে ডিনার খাওয়াতে পার। আমি সময় করে রেখেছি। তখন মাসের প্রথম। দুরয়ের তখন টাকার টানাটানি যাচ্ছিল এবং সে প্রায় অগ্রিম মাইনের টাকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে রাখত। তবু মাসের প্রথম বলে তার কাছে তখন টাকা ছিল আর তাই সে তার প্রেমিকার জন্য কিছু খরচ করার এই সুযোগটি ছাড়তে পারল না। তাই সে বলল, হ্যাঁ প্রিয়তমা, যেখানে তোমার খুশি।

সন্ধ্যা সাতটার সময় তারা বার হলো। দুরয়ের হাতের উপর ভর দিয়ে যেতে যেতে মাদাম মেরিলি বললেন, তুমি যদি জানতে এইভাবে যেতে আমার কত ভাল লাগে, কত ভালবাসি আমি তোমাকে।

দুরয় বলল, লামুলেতে যাবে?

ও, না না, ওটা খুব বড় রেস্তোরাঁ। আমি একটু মজা করতে চাই। আমি কোন গ্রাম্য হোটেলে বসে খেতে চাই, যেখানে ছোটোখাটো দোকানদার আর মেয়ে কর্মচারিরা বসে খায়। তাদের সঙ্গে বসে খেতে আমার ভাল লাগবে। আমি যদি একবার গাঁয়ে যেতে পারতাম।

এ ধরনের কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁ জানা ছিল না দুরয়ের। তাই তারা একসঙ্গে দুজনে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। কিছুদূর গিয়ে তারা একটা মদের দোকান দেখতে পেল; তার ভিতরে ছোট্ট একটা খাবার ঘর ছিল। জানালা দিয়ে ওরা দেখতে পেল, তার ভিতরে দুটো মেয়ে দুজন সৈনিকের সঙ্গে বসে খাচ্ছিল। তিনজন ড্রাইভারও ঘরখানার একধারে বসে খাচ্ছিল আর একজন লোক সিগারেট খাচ্ছিল চেয়ারে হেলান দিয়ে; তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না সে কোন শ্রেণীর লোক বা তার পেশা কি।

ক্লোতিদের সাজপোশাকের জাঁকজমক দেখে সে হোটেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুঞ্জন পড়ে গেল। সৈনিক ও মেয়ে দুজন তাদের চুপি চুপি কথা বলা বন্ধ করে দিল। ড্রাইভার তিনজন তর্ক করা থামিয়ে দিল। আর সেই নিঃসঙ্গ লোকটি মুখ থেকে পাইপটা বার করে তার সামনে থুথু ফেলে মুখ তুলে তাকাল।

মাদাম মেরিলি চুপিচুপি বললেন, খুব সুন্দর। এখানে খুব আরামে খাওয়া যাবে। এরপর একবার আমি শ্রমিক মেয়েদের মত পোশাক পরে আসব। এই বলে বসে পড়লেন মাদাম মেরিলি। কোন অস্বস্তি বা বিতৃষ্ণার চিহ্ন ছিল না তাঁর মুখে। টেবিলের উপর কিছু মদের ফোঁটা পড়ে ছিল। পরিচারক তার গামছা দিয়ে মুছে দিল। মাদাম মেরিলি তাঁর টুপীটা রাখবার কোন জায়গা না পেয়ে চেয়ারের এক কোণে রাখলেন।

ভেড়ার মাংস আর স্যালাড খেতে লাগল ওরা। ক্লোতিদে বললেন, আমি এইসব কমদামী খাবার খেতে ভালবাসি। যদি তুমি আমায় পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে চাও, তুমি আমায় কোন নাচের জায়গায় নিয়ে যেতে পার। আমি জানি কাছেই রেণে ব্ল্যান্সে নামে একটা জায়গা আছে।

একথায় কিছুটা আশ্চর্য হয়ে দুরয় বলল, কেউ তোমাকে এর আগে নিয়ে গিয়েছিল? এই কথা বলে দুরয় ক্লোতিদের মুখপানে চাইল। দেখল তার প্রশ্নে ক্লোতিদে কিছুটা লজ্জা পেয়ে গেছে; এই আকস্মিক প্রশ্নটা যেন তার মনে অতীতের একটা সূক্ষ্ম স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে। নারীসুলভ কিছু লজ্জা ও কুণ্ঠার পর উত্তর করল ক্লোতিদে, আমার একজন বন্ধু, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলল, সে মারা গেছে। এই কথা বলে এক স্বাভাবিক বিষাদের ভারে চোখ দুটো আপনা থেকে নত হয়ে গেল।

এই নারীর অতীত জীবন সম্পর্কে প্রথম আগ্রহ জাগল দুরয়ের মনে। এর আগে

www.BanglaBook.org

নিশ্চয় তার প্রেমিক ছিল। দ্যুরয়ের জানতে ইচ্ছা করল সে কোন শ্রেণীর লোক, কোন ধরনের লোক। ক্লোতিদের সেই অজানা প্রেমিকের প্রতি একটা অস্পষ্ট ঈর্ষা ও শত্রুতার ভাব জেগে উঠল। কিন্তু কেন তা সে বুঝতে পারল না। দ্যুরয় তার দিকে একবার তাকাল। ক্লোতিদের অতীত জীবনের রহস্যের কথা ভেবে তার রাগ হলো। ভাবল, এই ছোট্ট সুন্দর মাথাটার মধ্যে একটা অজানা রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে এবং এখন এই মুহূর্তে হয়ত সে অন্যের কথা দুঃখের সঙ্গে ভাবছে। তাঁর অতীত জীবনের সেসব কথা জানতে পারলে খুশি হত দ্যুরয়।

ক্লোতিদে আবার বললেন, তুমি আমাকে রেণে ব্র্যাম্সেতে নিয়ে যাবে না?

দ্যুরয় একবার ভাবল, অতীতকে নিয়ে দরকার কি? বোকার মত আমি অতীতের কথা ভাবছি কেন? তাই সে হেসে বলল, নিশ্চয় তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব প্রিয়তমা।

পথে বেরিয়ে ক্লোতিদে বললেন, এতদিন তোমায় বলতে পারিনি, সাধারণতঃ বড় ঘরের মেয়েরা যেখানে যায় না আমি সেই সব জায়গায় বেড়াতে গিয়ে আনন্দ পাই। কার্নিভ্যালের সময় আমি স্কুলের ছেলের ছদ্মবেশে যাব।

বল-রুমে গিয়ে পনের মিনিট ধরে প্রচুর আনন্দ করল ক্লোতিদে। তারপর তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ি দিয়ে এল দ্যুরয়। বল-রুমে ঢোকার সময় একজন পুলিস তার পানে কটমট করে তাকিয়ে ছিল।

এরপর মাদাম মেরিলি প্রায়ই এইসব বাজে জায়গায় গিয়ে স্ফূর্তি করতে লাগলেন। দ্যুরয় দেখল, সাধারণ গরীব লোকদের মত এইসব জায়গায় গিয়ে খাওয়াদাওয়া ও স্ফূর্তি করার দিকে তাঁর ঝোঁক বেশী। মাদাম মেরিলি আসতেন একজন সাধারণ মেয়ের মত সুতীর ফ্রক আর চাকরের টুপী মাথায় দিয়ে। তবে তার আংটী, তাগা ও হীরের দুল প্রভৃতি গয়নাগুলো ঠিকই থাকত। দ্যুরয় একদিন ওগুলো খুলে আসতে বলেছিল। কিন্তু মাদাম মেরিলি বলেছিলেন, বাঃ ওরা কেমন এগুলো নকল বলে ভাববে। অথচ তিনি ছদ্মবেশে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই এইসব জায়গায় যেতেন। আর তিনি দ্যুরয়কেও একজন সাধারণ শ্রমিকের বেশে যেতে বলতেন। কিন্তু দ্যুরয় শুনত না। সে তার নিজস্ব পোশাক পরেই যেত, এমন কি সে টুপীটাও পাল্টাত না। তবে দ্যুরয়ের এই গোঁড়ামির জন্য কিছুই মনে করতেন না তিনি। উল্টে ভাবতেন ভালই হয়েছে, লোকে তাদের ভাববে একটা ছোট ঘরের মেয়ে কোন ভদ্রলোকের প্রেমে পড়েছে। একথা ভেবে মজা পেতেন তিনি। এইভাবে ওরা সব ছোট ছোট মদের দোকানে যেত। ওদের টেবিলে দুটো চেরী ব্র্যান্ডি দেওয়া হত। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মাছভাজার গন্ধ মিশে থাকত ছোট ঘরখানায়। মাদাম মেরিলির কেমন যেন ভয় লাগত আবার ভালও লাগত। মদের প্রতিটি ফোঁটা গলাধঃকরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক অস্পষ্ট পাপচেতনা জাগত তাঁর মনে, আবার এক নিবিড় ও দুরন্ত আনন্দের অনুভূতি আচ্ছন্ন করে তুলত তার মনটাকে। মাদাম মেরিলি চুপি চুপি বলতেন, চল এবার যাওয়া যাক।

ওরা তখন উঠে পড়ত। মাদাম মেরিলি তখন মঞ্চ থেকে চলে যাওয়া এক অভিনেত্রীর মত ধীরে ধীরে পা ফেলে হোটেলের সেই ঘরখানা ছেড়ে চলে যেতেন দ্যুরয়ের সঙ্গে। আর উপস্থিত লোকগুলো সন্দিগ্ধ ও ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাদের পানে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকত। ঘরের চৌকাঠটা পার হয়েই স্বস্তির এক গভীর নিঃশ্বাস

www.BanglaBook.org

ছাড়তেন মাদাম মেরিলি, যেন তিনি বড় রকমের একটা বিপদ থেকে কোনরকমে বেঁচে গেছেন।

মাঝে মাঝে মাদাম মেরিলি দুরয়কে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করতেন, আচ্ছা আমি যদি ওদের দ্বারা আক্রান্ত হই?

দুরয় গম্ভীরভাবে উত্তর করত, নিজের চরকায় তেল দাও, ওসব কথা ভাবতে যেও না।

দুরয়ের হাতখানা তখন গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরতেন মাদাম মেরিলি। তাঁর মনে তখন একটা গোপন ও ভীরু ইচ্ছা উঁকি মারত। তিনি যেন চাইতেন ওই নোংরা হোটেলের নীচু শ্রেণীর লোকগুলো তাঁর জন্যই, তাঁকে পাবার জন্যই তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে লড়াই করুক আর তাদের সকলকে পরাস্ত করে দুরয় তাঁকে রক্ষা করুক।

কিন্তু সপ্তায় দু তিন দিন এইভাবে মাদাম মেরিলির সঙ্গে হোটেলে, কাফেতে ও রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়িয়ে কেমন যেন ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠল দুরয়। তাছাড়া দশ ফ্রাঁ করে খরচ করতেও এবার কষ্ট হতে লাগল তার। সে যখন উত্তর বেলওয়ের অফিসে কেরাণীর কাজ করত তখনও এত কষ্ট হয়নি তার। এবার তার অর্থকষ্ট ক্রমশই চরম হয়ে উঠতে লাগল। খবরের কাগজের অফিসে সাংবাদিকতার কাজ করে যা মাইনে পেত তা মাসের প্রথম দিকেই খরচ হয়ে যেত। দুরয় প্রায়ই আশা করত, যে করে হোক কিছু টাকা সে যোগাড় করে ফেলবে দু একদিনের ভিতর। কিন্তু সে টাকা পেত না। বাড়তি টাকা রোজগারের কোন উপায় না পেয়ে ধার করতে হত। কিন্তু ক্রমে ধার পাওয়ার সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগল একে একে। ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে অফিস থেকে সে তার চার মাসের মাইনে অগ্রিম নিয়েছে, তাছাড়া দুশো ফ্রাঁ নিয়েছে সে তার বাড়তি লেখার জন্য। সুতরাং ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে অগ্রিম নেবার আর কোন উপায় নেই। এ ছাড়া সে একশো ফ্রাঁ ধার করেছে তার বন্ধু ফরেস্টিয়ারের কাছে। তিনশো ফ্রাঁ ধার করেছে জ্যাক রাইভেলের কাছে। টাকা পয়সার ব্যাপারে যথেষ্ট উদার প্রকৃতির জ্যাক রাইভেল। এছাড়াও কুড়ি ফ্রাঁর মত খুচরো ধার আছে দু-এক জায়গায়। সাঁ পোতিন ধার করার ব্যাপারে প্রায়ই ওকে যুক্তি দিতেন। কিন্তু এবার তাঁকে আর একশো ফ্রাঁ ধার করে দেবার কথা বলতেই তিনি স্পষ্ট বললেন, আর ধার করা উচিত হবে না। নিজের দারিদ্র্যের কথা ভেবে নিজের উপরেই রাগ হতে লাগল দুরয়ের। তার অভাব যত বাড়তে লাগল, আগের থেকে ততই আত্মসচেতন ও বদরাগী হয়ে উঠতে লাগল সে। একটা ধূমায়িত ক্রোধ তার মনের মধ্যে সব সময় ঘুরপাক খেত, আর সেটা বাড়তে বাড়তে যে কোন অজুহাতে যে কোন মুহূর্তে ফেটে পড়ত। জ্বলে উঠত।

এক এক সময় একথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যেত দুরয়, মাসে গড়ে সে কি করে এক হাজার ফ্রাঁ খরচ করে। অথচ সে যে খুব একটা বড় হোটেলে গিয়ে ডিনার বা লাঞ্চ খায় তাও নয়। তাও গোটা মাসটা চলত না। মাসের অর্ধেক যেতে না যেতেই সব টাকা ফুরিয়ে যেত তার। মোট কথা, সেবার ১৪ই ডিসেম্বর দুরয় দেখল তার পকেটে একটা পয়সাও নেই। আর কোন জায়গা থেকে কিছু পাওয়ার কোন উপায়ও নেই। সেদিন লাঞ্চ খাওয়া হলো না দুরয়ের। আগেও কতদিন এমন হয়েছে। লাঞ্চ না খেয়েই খালি পেটে কাগজের অফিসে কাজ করে যেতে লাগল দুরয়। কাজের মাঝে

www.BanglaBook.org

রাগের সঙ্গে আপন মনে চিন্তা করতে লাগল সে। বেলা চারটের সময় তার প্রেমিকার কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেল, 'আজকে আমরা দুজনে একসঙ্গে খাব।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখল দুরয়, 'না, আজ আমার পক্ষে ডিনার খাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবল, এটা লেখা উচিত হলো না। কারণ তার প্রেমিকার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যে আনন্দ সে লাভ করে সে আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না তার পক্ষে। তাই সে আবার লিখল, 'রাত ন'টা পর্যন্ত আমাদের বাসাতেই অপেক্ষা করবে।'

এই কথা লিখে একটা লোক পাঠিয়ে দিল মাদাম মেরিলির কাছে, কারণ টেলিগ্রাম করার পয়সা নেই তার কাছে।

সন্ধ্যে সাতটার সময়ও কোন কিছু পেল না দুরয়। তীব্র ক্ষিধের জ্বালায় পেটটা জ্বলছিল তার। তারপর মরিয়া হয়ে কোন হতাশ লোকের মত হঠাৎ একটা উপায় খাড়া করল মনে মনে। সে ঠিক করল, একে একে তার সব সহকর্মীরা চলে যাক। অফিসের যা লোক একে একে চলে গেলে দুরয় তার ঘরে বসে হঠাৎ জোরে তার কলিং বেলটা বাজাল। মঁসিয়ে ওয়ালটারের একজন পিওনের উপর রাত্রিতে অফিস দেখাশোনার ভার থাকে। লোকটি ঘণ্টা শুনে দুরয়ের কাছে আসতেই দুরয় তার পকেটে হাত দিয়ে বলল, ফুকার্ত, আজ আমি আমার টাকার ব্যাগটা বাড়ি থেকে আনতে ভুলে গিয়েছি। এখন আমায় লুক্সেমবার্গ হোটেলে গিয়ে ডিনার খেতে হবে। আমাকে গাড়ি ভাড়ার জন্য পাঁচ ফ্রাঁ ধার দাও।

লোকটি তার কোটের পকেট থেকে তিন ফ্রাঁ বার করে দিয়ে বলল, আরো চাই স্যার ?

দুরয় বলল, না না ওতেই হবে। ধন্যবাদ। টাকাটা হাতে নিয়ে অফিস থেকে নীচে নেমে এসে কোন এক সস্তা হোটেলে খেল দুরয়। অভাবের দিনে সে এইসব হোটেলেই খায়।

রাত্রি ন'টা বাজতেই বাসায় এসে তার বসার ঘরে তার প্রেমিকার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণতে লাগল দুরয়। অবশেষে তিনি এলেন। তাঁকে বেশ উৎফুল্ল ও সজীব দেখাচ্ছিল। তিনি এসেই বললেন, যদি কিছু মনে না করো তাহলে চল আমরা প্রথমে একটু বেড়িয়ে আসি, তারপর এগারোটা নাগাদ এখানে ফিরে আসব। আজকের রাতটা বেড়ানোর পক্ষে বড় সুন্দর।

দুরয় ক্ষুব্ধকণ্ঠে উত্তর করল, আমরা ত এখানেই বেশ রয়েছি, আবার বাইরে বেরোনোর দরকার কি ?

জামার বোতাম না খুলেই মাদাম মেরিলি বললেন, তুমি জানো না, চাঁদের আলোটা আজ কী সুন্দর। আজ রাত্রিতে বেড়াতে খুব ভাল লাগবে।

হয়ত তাই ; কিন্তু আজ আমার বেড়াতে ভাল লাগছে না।

কথাটা একটু রাগের সঙ্গে বলল দুরয়। কথাটা শুনে একটু দুঃখিত হলেন মাদাম মেরিলি। মনে বেশ কিছুটা আঘাত পেয়ে বললেন, তোমার কি হয়েছে বল ত ? তুমি এ ধরনের কথা বলছ কেন ? আমি শুধু একটু বেড়াতে চেয়েছি, এতে তোমার রাগের বা আপত্তির কি থাকতে পারে তা ত বুঝতে পারছি না।

দুরয় রাগের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, রাগ নয় শুধু বিরক্তি।

মাদাম মেরিলি এমন এক অদ্ভুত ধরনের মেয়ে যিনি কোন প্রতিরোধ বা অভদ্রতা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সহ্য করতে পারেন না কোনদিন। একটুতেই রেগে যান। তাই রাগ ও ঘৃণার সঙ্গে তিনি উত্তর করলেন, এই ধরনের কথা শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। ঠিক আছে, আমি একাই যাচ্ছি। বিদায়।

দুরের বুঝল ব্যাপার গুরুতর। সে তাই ছুটে গিয়ে মাদাম মেরিলির হাত দুটো ধরে চুম্বন করে বলল, ক্ষমা করো প্রিয়তমা! ক্ষমা করো আমায়। আজকের সন্ধ্যে থেকে আমার মনটা ভাল নেই। কাজকর্মের ব্যাপারে আজ সন্ধ্যে থেকে আমার মন বিরক্তিতে ভরে আছে।

কিছুটা নরম হলেন মাদাম মেরিলি, কিন্তু একেবারে রাগটা পড়ল না। তিনি বললেন, তারজন্য আমি দায়ী নই; আমার তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার মন মেজাজ ভাল নেই বলে আমি তার ফল ভোগ করব না।

দুরেয় তাঁকে দুহাত দিয়ে ধরে কোচে নিয়ে বসাল। তারপর বলল, শোন প্রিয়তমা, আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। আমি কি বলেছি তার খেয়াল নেই আমার। আমি অত ভেবে বলিনি।

মাদাম মেরিলিকে বসিয়ে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুরেয় বলল, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ? বল, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ?

নীরসভাবে মাদাম মেরিলি বললেন, ঠিক আছে। আর কখনো এ ধরনের কথা বলো না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, চল তাহলে বেড়িয়ে আসি।

দুরেয় তখন দাঁড়িয়ে ছিল। ভয়ে ভয়ে বলল, আমার অনুরোধ আজ এখানেই থাক। আমার এই অনুরোধটুকু রাখো। আমি আজ সন্ধ্যায় তোমাকে এখানে একা পেতে চাই। আমি অনুরোধ করছি, বল তুমি রাজী আছ?

মাদাম মেরিলি সহজভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর করলেন, না, আমি বাইরে যেতে চাই। আমি তোমার খেয়ালখুশির কাছে মাথা নত করতে রাজী নই।

দুরেয়ও ছাড়ল না। একটা কারণ আছে, গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ আছে আমার এই অনুরোধের পিছনে।

মাদাম মেরিলিও আবার বললেন, না। তুমি যদি না যাও আমি একাই যাব। বিদায়। এই কথা বলে দুরেয়ের হাত থেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে দরজার কাছে চলে গেলেন মাদাম মেরিলি। দুরেয় ছুটে গিয়ে তাঁকে দুহাত দিয়ে ধরে বলতে লাগল, শোন ক্লো, আমার সোনা ক্লো, আমাকে অন্ততঃ এটুকু দাও।

কোন উত্তর না দিয়ে শুধু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালেন মাদাম মেরিলি। দুরেয় তাঁকে চুম্বন করতে গেলে তিনি তা এড়িয়ে গিয়ে চলে যেতে চাইলেন। দুরেয় আবার কাতর আবেদনের সুরে বলতে লাগল, ক্লো, তুমি আমার যুক্তিটা শোন।

থমকে দাঁড়িয়ে মাদাম মেরিলি বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ, কারণটা কি?

কি বলবে তা খুঁজে পেল না দুরেয়। মাদাম মেরিলি তেমনি রাগ ও ঘৃণার সঙ্গে বলে যেতে লাগলেন, তুমি নিজেই জান তুমি মিথ্যা কথা বলছ। এই কথা বলে তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হলেন।

দুরেয় আবার ছুটে গিয়ে তাঁর কাঁধটা ধরে ফেলল। তারপর দুজনের এই আসন্ন বিচ্ছেদটা এড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে বলে উঠল, আমার পকেটে একটা পয়সাও নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারণটা হচ্ছে এই।

দ্যুরের মুখপানে তাকিয়ে কথাটার সত্যতা পরীক্ষা করতে লাগলেন যেন মাদাম মেরিলি। তারপর বললেন, কি বললে তুমি?

দ্যুরয়ের সর্বাঙ্গ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। আমি বলছি যে আমার একটা পয়সাও নেই, বুঝতে পেরেছ? কোন কাফেতে গিয়ে এক গ্লাস মদের পয়সা দেবারও ক্ষমতা নেই আমার। যে কথা লজ্জায় আমি বলতে চাইনি সেকথা জোর করে তুমি আমায় বলালে। এই জন্যেই তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছিল আমার পক্ষে। কোন জায়গায় খেতে গিয়ে টেবিলে বসে ত আর বলতে পারি না যে দাম দিতে আমি পারব না।

মাদাম মেরিলি তখনও তাকিয়ে ছিলেন দ্যুরয়ের মুখপানে। কথাটা সত্যি তাহলে?

মুহূর্তে দ্যুরয় তার পায়জামা, জামা ও কোটের পকেট ঝেড়ে দেখিয়ে দিয়ে বলল, সন্তুষ্ট ত?

হঠাৎ আবেগে ফেটে পড়ে দু হাত বাড়িয়ে দ্যুরয়ের গলাটাকে জড়িয়ে ধরলেন মাদাম মেরিলি। ও আমার গরীব নিঃস্ব প্রিয়তম! কেন তুমি একথা আগে বলনি আমায়? কেমন করে এ অবস্থা তোমার জীবনে ঘটল?

দ্যুরয়কে আগে সোফার উপর বসিয়ে তার হাঁটুর উপর বসলেন মাদাম মেরিলি। তারপর তার গলাটা জড়িয়ে ধরে তার মুখে চোখে চুম্বন করতে করতে দ্যুরয়কে সব কথা খুলে বলতে বাধ্য করলেন।

দ্যুরয় একটা মর্মস্পর্শী কাহিনী খাড়া করল। তার বাবা দারুণ বিপদে পড়েছিলেন। তাঁকে সাহায্য করতে গিয়ে শুধু তাকে তার সব সঞ্চয় তুলে দিতে হয়নি, মোটা রকমের ধার দেনা করতেও হয়েছে তার জন্য। সে বলল, এখন ছয় মাস আমাকে দারুণ কষ্ট ভোগ করতে হবে। কারণ আমার সব সঞ্চয় ফুরিয়ে গিয়েছে। সে যা হয় হবে। সঙ্কট সব জীবনেই আছে, টাকার কথা ভেবে মনোকষ্ট করে লাভ নেই।

মাদাম মেরিলি চুপি চুপি বললেন, আমি তোমাকে কিছু ধার দেব, নেবে?

আত্মমর্যাদার সঙ্গে দ্যুরয় বলল, তুমি বড় দয়ালু প্রিয়তমা। কিন্তু ওকথা চিন্তা করো না, আমার অনুরোধ। এতে আমার অনুভূতিতে আঘাত লাগবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাদাম মেরিলি তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমাকে কত ভালবাসি তা তুমি কখনই বুঝবে না।

তাদের এই আজকের মিলনের যেন তুলনা হয় না। এক দুর্লভ প্রেমের অনাস্বাদিতপূর্ব নিবিড়তায় আজকের এই সন্ধ্যার প্রতিটি মুহূর্ত যেন ভরে উঠতে লাগল। যাবার সময় মাদাম মেরিলি বললেন, আচ্ছা এই অবস্থায় যদি তুমি তোমার পকেটে কোন মুদ্রা পেয়ে যাও তাহলে কেমন লাগবে?

দ্যুরয় কিছু না ভেবেই এমনি উত্তর দিল, তা বটে।

চাঁদের আলোটা আজ বড় উজ্জ্বল বলে গাড়িভাড়া না করে হেঁটেই বাড়ি ফিরতে চাইলেন মাদাম মেরিলি। চাঁদটাকে বড় ভাল লাগছিল তাঁর। অথচ প্রথম শীতের রাত্রি বলে সেদিন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল। কুয়াশা পড়েছিল। পথচারীরা দ্রুত পথ হেঁটে চলে যাচ্ছিল। ফুটপাতে তাদের জুতোর শব্দ হচ্ছিল। দ্যুরয়ের কাছ থেকে

www.BanglaBook.org

বিদায় নেবার সময় মাদাম মেরিলি বললেন, আবার কি আগামী পরশু আমাদের দেখা হবে ?

নিশ্চয় ।

আজকের মত একই সময়ে ?

হ্যাঁ, একই সময়ে ।

বিদায় প্রিয়তমা । তারা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে চুম্বন করল ।

একা বাসায় ফিরে এল দুরয় । ভাবতে লাগল আগামী পরশু কিভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে ।

ঘরের দরজা খুলে তার কোটের পকেটে দেশলাই খোঁজার জন্য হাত দিতেই একটা মুদ্রা পেয়ে গেল দুরয় । আলোয় নিয়ে এসে সেটা দেখল, একটা লুই । তার মনে হলো আনন্দে সে পাগল হয়ে যাবে । বার বার সে সেটাকে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল । কিন্তু ভেবে পেল না কেমন করে সেটা সেখানে এল । নিশ্চয় সেটা আকাশ থেকে তার পকেটে এসে পড়েনি ।

হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ল । কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণার ও রাগে মনটা ভরে উঠল তার । তার মনে পড়ল তার প্রেমিকা একবার বলেছিল, দারিদ্র্যের সময় পকেটে টাকা দেখতে পেলে কেমন হয় ? নিশ্চয় সেই এটা ভিক্ষাস্বরূপে তাকে দান করে গেছে । এটা কত লজ্জার ব্যাপার । সে প্রতিজ্ঞা করল, আসছে পরশু আমি তাকে একথা বলব । এ বিষয়ে তাকে কথা শুনতে হবে ।

একথা ভাবতে ভাবতে শুতে গেল সে । রাগে ও অপমানে অন্তরটা ভারী হয়ে উঠল তার ।

পরদিন অনেক দেরী করে উঠল বিছানা থেকে । ঘুম ভাঙ্গার পর সে আবার ঘুমোতে চেয়েছিল । সে ভেবেছিল বেলা দুটো পর্যন্ত ঘুমোবে । কিন্তু আবার ভাবল, তাতে কিছু সুবিধা হবে না । আমাকে কিছু টাকা জোগাড় করতেই হবে । এই কথা ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে । ভাবল পথে সে কোন একটা পরিকল্পনা করে নেবে । কিন্তু কোন পরিকল্পনাই পথে মাথায় এল না তার । উল্টে যখনই সে কোন রেস্তোরাঁ বা হোটেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখনই তার জিভে জল আসছিল । অবশেষে কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে সে মনস্থির করে ফেলল, আমি ক্লোতিদের দেওয়া এই কুড়ি ফ্রাঁর থেকেই খরচ করে কিছু খাব । পরে আমি তাকে শোধ দিয়ে দেব ।

দু ফ্রাঁ ও পঞ্চাশ সেন্তিমে খরচ করে এক জায়গায় লাঞ্চ খেল সে । অফিসে গিয়ে সে তিন ফ্রাঁ ফুকার্তকে ডেকে দিয়ে দিল । বলল, এই নাও, গতকাল তুমি আমার গাড়ি ভাড়ার জন্য ধার দিয়েছিলে ।

সে সাতটা পর্যন্ত অফিসে কাজ করল । তারপর বেরিয়ে আবার তিন ফ্রাঁ খরচ করে ডিনার খেল । মদের জন্য কিছু খরচ হলো । পরের দিনও ছয় ফ্রাঁ খরচ হয়ে গেল । অবশেষে দুরয় দেখল, মাদাম মেরিলি আসার দিন সন্ধ্যায় তার পকেটে কুড়ি ফ্রাঁর জায়গায় মাত্র চার ফ্রাঁ কুড়ি সেন্তিমে পড়ে আছে । তার মেজাজটা বেশই কড়া ছিল । সে ঠিক করে রেখেছিল সব কথা সে খুলে বলবে তাঁকে । সে তার প্রেমিকাকে বলবে, তুমি জান, তুমি সেদিন আমার পকেটে টাকা ফেলে দিয়ে গেছ । আমি তা পেয়েছি । কিন্তু এখন তা আমি ফেরৎ দিতে পারছি না । কারণ আমার অবস্থার

www.BanglaBook.org

কোন পরিবর্তন হয়নি এবং টাকার ব্যাপারে ভাবার মত সময়ও আমার নেই। তবে পরের দিন আমাদের দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমায় সেটা দিয়ে দেব।

মাদাম মেরিলি এসে পড়লেন। এক বিশেষ আগ্রহ আর সতর্কতা ঝরে পড়ছিল তাঁর দৃষ্টিতে। দুরয় খুঁজে পেল না কেমন করে সে তাঁকে অভ্যর্থনা করবে। দুরয়কে কোন কথা বলতে না দিয়েই মাদাম মেরিলি তাকে বারবার চুম্বন করতে লাগলেন।

দুরয় তখন মনে মনে বলল, এখন না, পরেও সময় সুযোগ পাব কথাটা বলার। কিন্তু সে সুযোগ পেল না। সে ভেবে পেল না এই সূক্ষ্ম কথাটা কি ভাবে তুলবে। আজ আর ক্লোতিদে বাইরে যাওয়ার কথা বলল না। আজ সর্বক্ষণ ঘরেতে দুরয়ের সঙ্গেই হাসি খুশি করে কাটাল। ও যখন ঘর থেকে বেরোল তখন রাত প্রায় দুপুর। বলে গেল আবার আগামী সপ্তার বুধবার দেখা হবে, কারণ এই ক'দিন তার পর পর বিভিন্ন জায়গায় ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ আছে।

দুরয়ের কাছে মাত্র চার ফ্রাঁ ছিল। কিন্তু পরদিন সকালে জলযোগ করে দাম দেবার সময় পকেটে হাত দিয়ে দুরয় দেখল চারটির পরিবর্তে পাঁচটি মুদ্রা রয়েছে এবং তার মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রা। প্রথমে সে ভাবল আগের দিন ভাঙাবার সময় হয়ত কোন দোকানদার তাকে ভুল করে এটা দিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝতে পারল এটা মাদাম মেরিলিই তার পকেটে রেখে গেছে। এইভাবে রোজ রোজ মাদাম মেরিলি তাকে দয়া করে দান করে যাওয়ায় নিদারুণ অপমান ও লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার সারা অন্তর। মাদাম মেরিলিকে আগেকার দিনের সেই কথাটা না বলার জন্য সে এখন দুঃখ করতে লাগল। কথাটা তুলে সে যদি দ্বিধাহীনভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারত এটা তিনি অন্যায় করেছেন তাহলে আর এমন কাজ তিনি করতেন না।

পর পর চার দিন ধরে দুরয় পাঁচ লুই যোগাড় করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু কোথাও তা না পেরে মাদাম মেরিলির দেওয়া সেই স্বর্ণমুদ্রাটাও খরচ করে ফেলল। এরপর আবার যখন তাদের দেখা হলো, তখন দুরয় তাঁকে রেগে বলল, দেখ, এভাবে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করা তোমার উচিত নয়, এর আগে দুদিন যা করেছ।

কিন্তু সেকথা গ্রাহ্য না করে ক্লোতিদে যাবার সময় আবার কুড়ি ফ্রাঁ তাঁর পকেটে দিয়ে গেল। তা পেয়ে দুরয় এই বলে নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দিল যে আমি একবারে সব শোধ করে দেব। মোটের উপর এসব ধারের টাকা।

অবশেষে একদিন দুরয়ের কাতর আবেদনে ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক তাকে রোজ পাঁচ ফ্রাঁ করে দিতে রাজী হলেন। এই টাকায় একটা লোক ভালই দিনকের দিন চালাতে পারে কিন্তু ষাট ফ্রাঁ ধার শোধ দিতে পারে না। কিন্তু যেহেতু ক্লোতিদে আমার সেই আগেকার মত ছোট ছোট হোটেলে গিয়ে ডিনার খাবার জন্য জেদ ধরল, এ টাকায় তার চলত না। আর ক্লোতিদের দান সে গ্রহণ করতেও পারত না। একদিন তার পকেটে আবার একটা মুদ্রা রেখে গেল ক্লোতিদে। আর একদিন তার ঘড়ির পাক্ষে একটা মুদ্রা রেখে গেল হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার পর। আর দুরয়ও তেমন বিরক্তিবোধ করল না তাতে। যেহেতু ক্লোতিদের আশা পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব না, সেইহেতু সে যদি তার সে আশা পূরণের জন্য কিছু করে দেয় তাহলে তাতে ক্ষতি কি? অবশ্য সে একটা হিসাব রাখল এইভাবে কত টাকা সে নিয়েছে। একদিন সে একবারেই সব

www.BanglaBook.org

শোধ করে দেবে।

একদিন সন্ধ্যায় ক্লোতিদে দুরয়কে বলল, আমি কোনদিন ফলি বার্গেরিতে যাইনি, ওখানে আমাকে নিয়ে যাবে?

র‍্যাশেলের সঙ্গে যদি তার দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল দুরয়। তারপর সে ভাবল, বাঃ আমার ত বিয়ে হয়নি। মেয়েটি আমাকে ক্লোতিদের সঙ্গে দেখলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এবং আর কথা বলবে না। তাছাড়া বক্সে থিয়েটার দেখা যাবে। মাদাম মেরিলিকে বক্সে বিনা খরচে থিয়েটার দেখিয়ে দেবে একথা ভেবে খুশি হলো দুরয়।

মাদাম মেরিলিকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে আগে বক্সের অনুমতিপত্রটা নিয়ে এল দুরয়। তারপর তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল; সমস্ত হলটা লোকে লোকারণ্য। তার মধ্য দিয়ে কোনরকমে পথ করে বক্সে এগিয়ে গেল ওরা। বক্সে বসে মাদাম মেরিলি কেবল পিছনে তাকাতে লাগলেন। সামনে মঞ্চের উপর তখন অর্কেস্ট্রা বাজছিল। কিন্তু সেদিকে একবারও তাকালেন না তিনি। তিনি পিছনে নানা-রকমের মেয়ের ভিড় দেখতে লাগলেন। মনে হলো তিনি যেন তাদের সঙ্গে ভাব করতে চান, তাদের কথা জানতে চান, তাদের পোশাকগুলো স্পর্শ করতে চান।

সহসা একসময় মাদাম মেরিলি বললেন, একটি মোটাসোটা কালো মত মেয়ে আমাদের পানে সকাময় তাকাচ্ছে। একটু আগে মনে হলো ও যেন আমাদের সংগে কথা বলতে চায়। তুমি কি তাকে দেখতে পেয়েছ?

দুরয় উত্তর করল, 'কই, না'ত। তোমার ভুল হয়েছে।' মুখে স্বীকার না করলেও এর আগেই সে লক্ষ্য করেছে তাকে। সে দেখেছে, র‍্যাশেল চোখে রাগ আর মুখে শক্ত কথা নিয়ে তাদের চারপাশে ঘুর ঘুর করেছে। ভিড় ঠেলে আসবার সময় দুরয় র‍্যাশেলকে ধাক্কা দিয়ে এসেছে। র‍্যাশেল চুপি চুপি তাকে সান্ধ্য নমস্কার জানিয়ে তার পানে কটাক্ষপাত করেছে। তার অর্থ এই যে সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তার প্রেমিকা দেখে ফেলবে এই ভয়ে নীরসভাবে তাকে এড়িয়ে গেছে দুরয়। ঘৃণাভরে তার দিকে কটমট করে তাকিয়েছে।

এদিকে র‍্যাশেলের মধ্যেও তখন এক নারীসুলভ ঈর্ষা জেগে গেছে। দুরয় তাকে চিনতে না পারলেও সে চেনা দেবেই। সে তাই একসময় দুরয়ের কাছে এসে জোরে বলে উঠল, নমস্কার জর্জ দুরয়। কিন্তু দুরয় তখনও উত্তর দিল না। তখন র‍্যাশেল বক্সের কাছে এসে অনুকূল সময়ের সুযোগ খুঁজতে লাগল। সে যখন দেখল মাদাম মেরিলি তার দিকে তাকাচ্ছে, তখন দুরয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, নমস্কার, ভাল আছ ত?

দুরয় তবু ঘাড় ঘুরোল না। র‍্যাশেল বলে উঠল, তুমি কি গত বৃহস্পতিবার থেকে কালা হয়ে গেছ? দুরয় তবু কথা বলল না। তার মনে তখন এই বেশ্যা নির্লজ্জ মেয়েটার প্রতি প্রবল ঘৃণা জমে উঠেছে। সে কোনমতেই তাকে স্বীকার করতে চায় না। র‍্যাশেল তখন রাগের মাথায় শুকনো হাসি হাসতে হাসতে বলল, তুমি তাহলে বোবা হয়ে গেছ? হয়ত ভদ্রমহিলা তোমার জিবটা কামড়ে কেটে নিয়েছেন!

দুরয় এবার প্রবল রাগের সঙ্গে বলে উঠল, কেন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছ? দূর হয়ে যাও আমার কাছ থেকে, তা না হলে আমি তোমায় জেলে পাঠাব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাগে বুকটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল র‍্যাশেলের। সে তখন চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, বদমাশ কোথাকার। মেয়েমানুষের কাছে শুতে জান আর দেখা হলে ঘাড় নেড়ে সামান্য একটু ভদ্রতা জানাতে পার না। আজ একজন মেয়ে পেয়েই আমাকে ভুলে গেছ। যদি তখন দেখা হওয়ার সময় আমার প্রতি সামান্য একটু ঘাড় নাড়তে তাহলে আমি তোমায় কিছুই বলতাম না। কিন্তু তুমি খুব ভালমানুষি দেখাতে চেয়েছিলে। আমি তোমাকে মজা দেখাব। দেখা হলে নমস্কারও করতে পার না।

র‍্যাশেল বোধহয় আরো কিছু বলত। কিন্তু হঠাৎ মাদাম মেরিলি বক্সের দরজা খুলে ভিড়ের মধ্যে চলে গেলেন। দুরয় ছুটে গিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করল। আর র‍্যাশেল তাদের দেখে গর্বের সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, ওঁকে ধর, উনি আমার প্রিয়তমাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন।

লোকে হাসাহাসি করতে লাগল। একজন লোক মাদাম মেরিলিকে ধরে চুম্বন করার চেষ্টা করল। কিন্তু দুরয় তৎক্ষণে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে হল থেকে বাইরে চলে গেল। হল থেকে বেরিয়ে সামনে একটা খালি ঘোড়ার গাড়ি পেয়েই উঠে পড়লেন তাতে মাদাম মেরিলি। দুরয়ও তাতে উঠে পড়ল। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, কোথায়? দুরয় বলল, যেখানে খুশি।

দুহাত দিয়ে মুখটাকে ঢেকে এক প্রবল আবেগে হাঁপাচ্ছিল ক্লোতিদে। দুরয়ও বুঝতে পারল না কি করবে বা কি বলবে। ক্লোতিদে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেই দুরয় বলতে লাগল, ক্লো, আমার প্রিয়তমা ক্লো, আমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে দাও মেয়েটাকে আমি আগে চিনতাম। তুমি ত জানতে—

কোন নারীর সঙ্গে তার প্রেমিক বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার যে অবস্থা হয়, যে রাগের অনির্বাণ আগুনে জ্বলতে থাকে সে, ক্লোতিদেরও হলো সেই অবস্থা, সেও তেমনি জ্বলতে লাগল সেই রাগের আগুনে। কোনরকমে টেনে টেনে বলতে লাগল, ও পাজী নচ্ছার কোথাকার, এটা কি সম্ভব? হা ভগবান কি লজ্জার কথা!

তারপর রাগে অবরুদ্ধ কণ্ঠটা তার কিছুটা পরিষ্কার হতেই ক্লোতিদে বলল, এখন বুঝেছি আমার টাকা নিয়ে তুমি ওকে দিতে। ওঃ কী কাপুরুষ, আমি এতদিন ওর জন্যেই টাকা দিয়েছি।

আরো কিছু শক্ত কথা বলতে চাইল ক্লোতিদে। কিন্তু অন্য কোন কথা খুঁজে না পেয়ে শুধু বারবার বলতে লাগল, শুয়োর কোথাকার—তুমি আমার টাকা নিয়ে ওকে দিয়েছ? শুয়োর।

হঠাৎ জানালা দিয়ে ড্রাইভারের হাতটা ধরে চীৎকার করে উঠল ক্লোতিদে, 'থাম'। এই বলে গাড়ির দরজা খুলে লাফ দিল। দুরয় তার পিছু পিছু যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ক্লোতিদে চীৎকার করে বলল, 'আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।' কথাটা এমনভাবে বলল যে তার চারদিকে লোক জমে গেল। তাই লোকনিন্দার ভয়ে আর সাহস পেল না দুরয়। পকেট থেকে টাকার ব্যাগটা বার করে ক্লোতিদে গাড়ির আলোয় টাকা বার করে ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর তীক্ষ্ন গলায় বলল, আমি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি, এই শয়তানটাকে র‍্যু বুরসলতে পৌঁছে দিও।

ক্লোতিদের চারদিকে যেসব লোক জমেছিল তাদের ভিতর থেকে একজন বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক হয়েছে মেয়ে। যেমন কর্ম তেমনি ফল।' আর একজন যুবক দুরয়ের মাথাটা গাড়ির ভিতর একরকম জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'বিদায় প্রেমিকবন্ধু।'

তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল; পিছনে জনতা হাসিতে ফেটে পড়ল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘুম থেকে উঠল দুরয়। ধীরে ধীরে পোশাক পরে জানালার ধারে গিয়ে ভাবতে লাগল। তার সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন এক অব্যক্ত নিবিড় বেদনায় টনটন করছিল। অবশেষে হঠাৎ মনে পড়ল দুরয়ের তার একেবারেই টাকা পয়সা কিছু নেই। কিছু টাকা যোগাড় করতেই হবে। প্রথমে সে ফরেস্টিয়ারের কাছে গেল।

তার বন্ধু পড়ার ঘরে ছিল। দুরয়কে দেখেই বলে উঠল, এত সকালে কি মনে করে?

বিশেষ দরকার। একটা ঋণের ব্যাপার যার সঙ্গে মান সম্মান জড়িয়ে আছে।

খেলতে গিয়ে?

হ্যাঁ।

খুব বেশী টাকা?

পাঁচশো ফ্রাঁ।

আসলে তার ধার ছিল দুশো আশী ফ্রাঁ। ফরেস্টিয়ারের সন্দেহ হওয়ায় প্রশ্ন করল, ঋণটা কার কাছে?

সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারল না দুরয়। ঋণটা—মঁসিয়ে দ্য কার্নেভিলের কাছে।

আচ্ছা, কোথায় তিনি থাকেন?

থাকেন—

ফরেস্টিয়ার জোরে হাসতে লাগল। তার ঠিকানার কোন নম্বর নেই। কোন রাস্তার নাম নেই। আমি জানি সে ভদ্রলোককে। এখন কুড়ি ফ্রাঁ চাও ত আমি দিতে পারি, কাছে আছে। তার বেশী না।

তাই নিয়ে উঠে গেল দুরয়। তারপর সে একে একে তার পরিচিত সকলের কাছে গেল টাকার জন্য। অবশেষে বেলা পাঁচটা নাগাদ সব মিলিয়ে আশী ফ্রাঁ যোগাড় করল। কিন্তু এখনো দুশো ফ্রাঁ দরকার। টাকাটা রেখে হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল দুরয়, আমি সেই বিড়ালচোখো মেয়েটাকে টাকাটা দিতে পারব না। যখন পারব দেব।

পরের দিন হতে খুব ব্যয়সংকোচ করে চলতে লাগল দুরয়। মনে মনে অনেক বড় বড় সংকল্প করতে লাগল। তারপর হঠাৎ একদিন ভালবাসার এক প্রবল আবেগ জেগে উঠল তার মনে। তার মনে হলো যেন সে কয়েক বছর কোন মেয়েকে আলিঙ্গন করেনি। দ্বীপাভিলাষী কোন সমুদ্রনাবিকের মত নারীদেহ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল সে। অবশেষে একদিন সে ফলি বার্গেরিতে চলে গেল। সেখানে র‍্যাশেলের খোঁজ করল। র‍্যাশেলের ঘরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল। কিন্তু র‍্যাশেল

www.BanglaBook.org

তার আপাদ-মস্তক একবার লক্ষ্য করে বলল, কি চাও তুমি আমার কাছে ?

কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল দুরয়। 'আর ন্যাকামি করতে হবে না।' কিন্তু র‍্যাশেল অন্যত্র চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, আমি এ ধরনের বাজে লোকের সঙ্গে মিশি না।

আরো অনেক তিক্ত কথা বলে তাকে অপমান করল র‍্যাশেল। দুরয়ের মনে হলো রাগে তার সমস্ত রক্ত মুখে গিয়ে জমা হয়েছে। এইভাবে সে বাড়ি ফিরে গেল মনের দুঃখে।

ফরেস্টিয়ার যতই দিনে দিনে সর্দি কাশিতে ভুগে ভুগে দুর্বল হয়ে উঠতে লাগল ততই সে খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠতে লাগল। ততই সে কাগজের অফিসে দুরয়ের উপর কঠিন কঠিন কাজের ভার দিয়ে তার মাথাটা খারাপ করে দিতে লাগল। একদিন অনেকক্ষণ ধরে জোর কাশির পর ফরেস্টিয়ার খুব রেগে গেল দুরয়ের উপর, কারণ সে একটা খবর সংগ্রহ করতে ভুলে গেছে। ফরেস্টিয়ার তাই চীৎকার করে উঠল, আমি যা ভেবেছিলাম, দেখছি তুমি তার থেকেও বোকা।

আর একটু হলেই ফরেস্টিয়ারকে একটা ঘুষি মেরে বসত দুরয়। কিন্তু কোন-রকমে সামলে নিয়ে বলল, তুমি যা টাকা পাবে তা আমি একদিন শোধ দিয়ে দেব। তারপর কিছু পরে বলল, একদিন আমি তোমায় মজা দেখিয়ে দেব।

নিজের পরিকল্পনায় নিজেই খুশি হয়ে ঘর থেকে চলে এল দুরয়। পরের দিন থেকেই কাজটা শুরু করে দিল। সে হঠাৎ মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছে চলে গেল ব্যাপারটা যাচাই করার জন্য। দুরয় গিয়ে দেখল একটা কোচের উপর সটান শুয়ে মাদাম ফরেস্টিয়ার একটা বই পড়ছেন। মুখটা না ঘুরিয়েই হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, এস এস বেল-আমি।

দুরয়ের মনে হলো, কে যেন তাকে আঘাত করল। সে বলল, ও নামে আমায় ডাকলেন কেন ?

মাদাম ফরেস্টিয়ার হেসে বললেন, সেদিন মাদাম মেরিলির সঙ্গে দেখা হতে তার কাছে জানলাম, ওদের ঘরে আপনার এক নতুন নাম দেওয়া হয়েছে।

মাদাম ফরেস্টিয়ারের হাসিখুশির ভাব দেখে সাহস পেল দুরয়। এবার সে তাহলে তার কথাটা বলবে। আর ভয়ের কিছু নেই। মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, আপনি ত তার কাছে প্রায়ই যান আর আমার কাছে কখনো কেমনে হঠাৎ মনে পড়ে গেলে অর্থাৎ যে মাসে বত্রিশ দিন আছে অথবা এমনি একটা কিছু।

মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছেই বসেছিল দুরয়। সে এক বিশেষ কৌতুহলের সঙ্গে তাকে দেখছিল। ঠিক যেমন কোন সৌখীন নাট্য পরিচালক কোন বিরল সুন্দরী অভিনেত্রীর খোঁজ করে। মাদাম ফরেস্টিয়ার সত্যিই খুব সুন্দরী, মাদাম মেরিলির থেকে নিঃসন্দেহে বেশী সুন্দরী। হঠাৎ দুরয়ের সাহস বেড়ে গেল। সে ভাবল সে এখানেও যে সাফল্য লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার মনে হলো, মাদাম ফরেস্টিয়ার যেন একটি ফল, সে হাত বাড়ালেই সে ফলটি পেয়ে যাবে।

দুরয় হঠাৎ বলল, আমি আপনার কাছে আসিনি, কারণ আপনার কাছে আসতে পারাটা বেশী সৌভাগ্যের কথা।

কথাটার মানে বুঝতে না পেরে মাদাম ফরেস্টিয়ার প্রশ্ন করলেন, কি বললেন ? কেন ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি তা ধরতে পারলেন না ?

না মোটেই না।

কারণ আমি আপনাকে কিছুটা ভালবাসি এবং গলায় গলায় ভালবাসতে চাই না বলে।

মাদাম ফরেস্টিয়ারকে দেখে বিস্মিত, মর্মাহত বা আনন্দিত, কোন কিছুই মনে হলো না দুরয়ের। আগের মত তেমনি ঔদাসিন্যের হাসি আর স্বাভাবিক প্রশান্তির সঙ্গে বললেন, আপনি আসতে পারেন। আমাকে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কেউ ভালবাসতে পারেনি।

কথাগুলোর থেকে কথা বলার স্বরটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল দুরয়। সে জিজ্ঞাসা করল, কেন পারেনি ?

কারণ সে ভালবাসা অর্থহীন। আমি ব্যাপারটা এখনি পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমি যদি আপনার এই ভয়ের কথাটা আগে জানতাম, তাহলে আপনাকে প্রায়ই আসতে বলতাম। যত খুশি আসতে পারতেন।

দুরয় করুণ কণ্ঠে বলল, আমরা আমাদের অনুভূতির উপর ত খবরদারি করতে পারি না।

এবার দুরয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, আমি কিন্তু মনে করি বন্ধু, যারা ভালবাসাবাসির খেলা খেলে তাদের মানুষ বলে গণ্য করা উচিত না। তারা হয়ে ওঠে বোকা ভুত এবং বিপজ্জনক। যারা আমায় ভালবাসে অথবা ভালবাসার ভান করে আমি তাদের সম্পর্ক এড়িয়ে চলি। প্রথম কারণ, আমার তাদের বিরক্তিকর মনে হয় আর দ্বিতীয় কারণ তারা তখন আমার কাছে সন্দেহের বস্তু বলে মনে হয়। মনে হয় তারা যেন পাগলা কুকুর, ছাড়া পেলেই কাউকে কামড়াবে। আমি তাই তাদের সেই রোগ না সারা পর্যন্ত এক নৈতিক গারদখানায় রেখে দিতে চাই। একথাটা ভুলে যাবেন না। আমি জানি আপনার কাছে ভালবাসার ব্যাপারটা একটা দেহগত ক্ষুধা আর আমার কাছে ভালবাসা হচ্ছে আত্মিক মিলন যেটা ধর্মে পাওয়া যায় না। আপনি কথাটার আক্ষরিক অর্থটাকে বড় করে দেখেন আর আমি তার মর্মার্থটাকে বড় করে দেখি। তবে আমার কথাটা বোঝবার চেষ্টা করবেন।

দুরয় দেখল মাদাম ফরেস্টিয়ারের মুখে আর কোন হাসি নেই। তাঁর মুখখানা হয়ে উঠেছে আশ্চর্যভাবে শান্ত আর শীতল। আবার কণ্ঠে জোর দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, আমি কোনদিন আপনার সেই অর্থে স্ত্রী হতে পারব না, বুঝতে পারলেন ? সুতরাং আমাকে ভালবাসা নিরর্থক। এ ধরনের ভালবাসা আপনার পক্ষে কষ্টকরও হতে পারে। যাক, এবার যখন আমার সব কথা বলা হয়ে গেছে তখন মনে কোন কুণ্ঠা না রেখে সত্যিকারের বন্ধু হয়ে উঠতে পারবেন।

দুরয় দেখল এই অমোঘ কথা শোনার পর তাঁর তরফ থেকে মাদাম ফরেস্টিয়ারের দেহভোগের চেষ্টা করার কোন লাভ হবে না। হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল দুরয়। সে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করল অকুণ্ঠভাবে যে জীবনযুদ্ধে এই ধরনের এক বন্ধুত্ব লাভ করে সে আনন্দিত এবং উপকৃত হয়েছে। সে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, আমি আপনারই। আপনি আমাকে নিয়ে যা করবেন তাই হবে। আমি নিজেকে সঁপে দিলাম।

দুরয়ের কণ্ঠে সততার পরিচয় পেয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন মাদাম

www.BanglaBook.org

ফরেস্টিয়ার। দুরয় তাঁর দুটো হাতই একের পর এক করে চুম্বন করল। তারপর মাথাটা তুলে বলল, হায়, আমি যদি এই ধরনের নারী আগে পেতাম তাহলে তাকে বিয়ে করে সুখী হতাম।

দুরয়ের কথায় বেশ কিছুটা নরম ও অভিভূত হয়ে পড়লেন মাদাম ফরেস্টিয়ার। এই ধরনের কথা নারীদের অন্তরকে যেমন স্পর্শ করে সহজে মাদাম ফরেস্টিয়ারের অন্তরকেও তেমনি করল। তিনি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দুরয়ের মুখপানে তাকালেন। দুরয় কিভাবে প্রসঙ্গটার পরিবর্তন করবে তা ভেবে না পাওয়ায় তার হাতের উপর আঙ্গুলগুলো রেখে মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, আমি এখনি বন্ধুর উপযুক্ত কাজ করতে চাই। আপনি অপরিচ্ছন্ন।

একটু থেমে আবার বললেন, আমি কি কথাটা খোলাখুলিভাবে বলতে পারি?

হ্যাঁ নিশ্চয়।

একেবারে সহজ ভাষায়?

হ্যাঁ, সম্পূর্ণরূপে খোলাখুলিভাবে।

আচ্ছা, তাহলে তুমি এখন মাদাম ওয়ালটারের কাছে যাও। তোমাকে তাঁর ভাল লেগেছে। তুমি তাঁকে গিয়ে প্রীত করো। যদিও তিনি খুবই ধার্মিক ও নীতিবাদী নারী তবু তুমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখালে তার উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। তোমার ভালই হবে। আমি জানি কাগজের অফিসে তোমার স্থান অনেক নীচুতে। তবে ভয়ের কিছু নেই, সব কর্মচারিই প্রথমে এই অবস্থায় থাকে। সেখানে যাও—আমার কথায় বিশ্বাস করো।

মুচকি হেসে দুরয় বলল, ধন্যবাদ হে দেবদূত, আমার অভিভাবক—দেবদূত।

একটার পর একটা করে অনেক কথা হলো। দুরয় অনেকক্ষণ ধরে মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছে রইল। সে যেন দেখাতে চাইল তাঁর কাছে থাকতে পেলে সে আনন্দ পায়। অবশেষে সে বলল, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আমরা এখন পরস্পরের প্রকৃত বন্ধু।

হ্যাঁ ঠিক তাই।

দুরয় দেখল যে শ্রদ্ধা সে এর আগে মাদাম ফরেস্টিয়ারকে দেখিয়েছে তার ফল ফলেছে। সে তাই আরো বলল, যদি আপনি কখনো বিধবা হন, তাহলে আপনার উপর আমার দাবি থাকবে সর্বাগ্রে।

মাদাম ফরেস্টিয়ার যাতে রেগে কিছু বলার সুযোগ না পান তার আগেই তাড়াতাড়ি চলে গেল দুরয়। মাদাম ওয়ালটারের কাছে তার পক্ষে যাওয়া সত্যিই কষ্টকর। কারণ তাকে তাঁরা যেতে বলেননি আর তাকে কেউ পাঠায়নি। তবু নিজেকে বোঝাল দুরয়, মালিক তার প্রতি কিছু শুভেচ্ছা দেখিয়েছেন, তার গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন তারপর তাকে নিয়োগ করেছেন অনেক কঠিন কাজ করার জন্য। কেন তবে সে মনিবের বাড়ি গিয়ে দেখা করতে পারবে না, এটুকু অনুগ্রহ পাবার অধিকার তার অবশ্যই আছে।

একদিন সকালে উঠে বাজারে গিয়ে কিছু ভাল ফল কিনে ওয়ালটারের বাড়ির সদর দরজায় দারোয়ানের কাছে ফলগুলো রেখে এল। ফলগুলোর সঙ্গে একটা কার্ড দিয়ে তার উপর লিখে এল, জর্জ আজ সকালে নর্মান্ডি থেকে এই ফলগুলো পেয়েছে। তার ইচ্ছা মাদাম ওয়ালটার এই সামান্য দানটুকু গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরদিন অফিসে মাদাম ওয়ালটারের কাছ থেকে একটি খামে চিঠি পেল দুরয়। তাতে তিনি দুরয়কে ধন্যবাদ দিয়ে জানিয়েছেন তিনি বাড়িতে প্রতি শনিবার থাকেন।

পরের শনিবারই গেল দুরয়। মঁসিয়ে ওয়ালটারের বাড়িটা হচ্ছে মেনকাতে। তাঁর দুটো বাড়ির একটা ভাড়া দেওয়া আছে আর একটাতে তাঁরা থাকেন। ঢোকবার মুখে জাঁকজমক দেখে ঘাবড়ে গেল দুরয়। অতিথিদের বসার ঘর একতলায়। সামনে বেঞ্চে দুজন দারোয়ান বসে ছিল। সেই ঘরখানার ভিতর দিকে পর্দা ঢাকা আর একটি ঘর। লোক দুজনের একজন দুরয়ের ওভারকোট আর হাতের বেতটা নিয়ে রেখে দিল। তারপর তারা নাম ঘোষণা করে যাবার নির্দেশ দিল। ভিতরে গিয়ে দুটো পর পর শূন্য ঘর পার হয়ে একটা ঘরে গিয়ে দেখল দুরয়, একটা চায়ের টেবিলের চারপাশে চারজন মহিলা গল্প করছে। সাংবাদিকতার কাজের জন্য কিছু বড়লোকের বাড়িতে দুরয় এর আগে গেলেও এবার সে সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিল। অবশেষে মাদাম ওয়ালটারের দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমতা আমতা করে বলল, আমি এসেছি মাদাম।

করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন মাদাম। দুরয় হাতটা নত হয়ে ধরে বলল, আপনি আমায় এখানে আসতে বলে বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছেন।

মাদাম ওয়াল্টার একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন দুরয়কে। দুরয় তার উপর বসে চুপ করে রইল। সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একজন মহিলা প্রথমে কথা বললেন। কথাটা প্যারিস শহরের কুয়াশা সম্বন্ধে। এই কুয়াশার জন্য নানা অসুবিধা হচ্ছে, যেমন টাইফয়েড জ্বর বেড়ে বেড়ে মহামারির পর্যায়ে চলে গেছে। স্কেটিং করা যায় না। তারপর মহিলারা আপন আপন প্রিয় ঋতু আর সেই সম্পর্কে যতসব তুচ্ছ যুক্তির কথা বললেন। কিছু পরে দরজা ঠেলে গ্লাস হাতে একজন মোটা ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। তিনি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সংগে উপস্থিত ভদ্রমহিলাদের একজন হঠাৎ উঠে চলে গেলেন। দুরয় তার পিঠটা দেখতে পেল। এই ঘটনার উত্তেজনা কমলে আবার তারা কথা বলা শুরু করল। এবার তারা মরোক্কো সমস্যার কথা বলল। বলল, প্রাচ্যে যুদ্ধের কথা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংলন্ডের অসুবিধার কথা। মহিলারা এই সব বিষয়ে কথাগুলো যেন তারা তাদের স্মৃতি থেকে উল্লেখ করছিল, যেন কোন নাটকের পাঠ মুখস্থ বলে যাচ্ছিল।

আর একজন বেঁটে ধরনের সুন্দরী মহিলা ঘরে আসতেই আর একজন লম্বা পাতলা চেহারার মহিলা চলে গেলেন। নবাগতা মহিলা এসে বলতে লাগলেন এ্যাকাদেমি ফ্রাঁসেতে ঢুকতে কত তাঁর কষ্ট হয়েছে। তবে মঁসিয়ে ক্যাবানন লেবার জন্য তাঁর বোধহয় আর সদস্যপদ পাওয়া হবে না। মঁসিয়ে ক্যাবানন ডন কুইকজোটের নাট্যরূপ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

নবাগতা বললেন, এই শীতে নাটকটা ওদিয়েঁতে অভিনীত হবে।

সত্যিই ? আমি তাহলে অতি অবশ্যই দেখব নাটকটা।

কথাটা উদাসীনভাবে বললেন মাদাম ওয়ালটার। যেন ভেবে বলেননি, বলার খাতিরেই বললেন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে তিনি আলোচনা শুনতে শুনতেই চাকরকে ডেকে বাতি আনতে বললেন।

মাদাম ওয়ালটারের বয়স কিছু বেশী এবং গায়ে কিছু মেদ জমেছে। তবু তাঁকে

www.BanglaBook.org

সুন্দরী বলা যায়। তাঁর স্বাস্থ্যটা বেশ যত্নের সঙ্গেই রেখেছেন। তাঁর মনটাও বেশ ভাল, ঠিক সুন্দর সাজানো বাগানের মত। সেখানে গেলে ও বেড়ালে ভাল লাগবেই : সকল বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি মাদামের স্নেহ ভালবাসা ও মায়ামমতার অন্ত নেই। সকল দিকেই তাঁর সমান লক্ষ্য।

মাদাম ওয়ালটার কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন, দুরয় কোন কথা বলেনি। আর সে কেমন অস্বস্তি অনুভব করছে। তিনি আরও দেখলেন, মেয়েদের এখন চলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাই নিজেই দুরয়ের সঙ্গে কথা বললেন, আপনার অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ; এখানকার মধ্যে আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে কাকে মঁসিয়ে দুরয় ?

কোন দ্বিধা না করেই দুরয় উত্তর দিল, এ ব্যাপারে কিন্তু মাদাম আমি প্রার্থীদের গুণাবলীকে ধরব না, কারণ গুণের ব্যাপারটা সব সময় বিতর্কমূলক। আমি তাঁদের বয়স আর স্বাস্থ্যটারই বিচার করব। আমি তাদের প্রশংসাপত্র চাইব না। শুধু কার কি রোগ আছে তার কথা জিজ্ঞাসা করব. তাঁদের লিভার, হার্ট, ফুসফুস আর মেরুদণ্ড কেমন আছে তার কথা জানব। আমি কারো ভাল উজ্জ্বল স্বাস্থ্যটাকে প্রাচীন যুগের কাব্যে লেখা দেশপ্রেমের উপর চল্লিশখানা বই-এর থেকে বেশী মূল্যবান মনে করব।

এক আশ্চর্য নীরবতা বিরাজ করতে লাগল দুরয়ের কথাটার পর। মাদাম ওয়ালটার প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কেন ?

দুরয় উত্তর করল, কারণ আমি জীবনে একমাত্র আনন্দ ছাড়া অন্য কিছুই চাই না আর এ আনন্দ একমাত্র মেয়েরাই দিতে পারে।

মেয়েরা প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল দুরয়ের কথা শুনে। পরে তার কথার সত্যতা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে যেন সমর্থন জানালো। দুরয় এবার তার শেষ কথা বলতে লাগল, আপনারাই পুরুষদের নির্বাচন করবেন ভদ্রমহিলাগণ, আর বৃদ্ধ আর রুগ্ন দেখে নির্বাচন করবেন যাতে তারা তাড়াতাড়ি মরতে পারে। কোন কিছু নিয়ে ভাববেন না, মাথা ঘামাবেন না।

তারপর সে আত্মমর্যাদার সঙ্গে চলে গেল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মেয়েরা বলাবলি করতে লাগল। এই ছোকরা ভদ্রলোকটি ত বেশ মজার। উনি কে ?

মাদাম ওয়ালটার বললেন, আমাদের কাগজের অফিসে কাজ করে। এখনও অবশ্য খুব একটা উন্নতি করেনি, তবে আমার মনে হয় ঠিক করবে।

পথে বেরিয়ে বেশ একটা তৃপ্তি বোধ করল দুরয়। আপন মনে গুনগুন করে বলল শুরুটা ভালই হয়েছে।

সেই সন্ধ্যাতেই সে র‍্যাশেলের কাছে গিয়ে সব মিটমাট করে ফেলল।

পরের সপ্তায় দুটো ঘটনা ঘটল। এক, বিভাগীয় প্রধানের পদে উন্নীত হলো দুরয়। সংবাদ ও স্তম্ভ দেখাশোনার বিভাগের প্রধান হলো সে। এ সব ব্যাপারে অনেক লোককে কাজ ভাগ করে দিতে হয় দুরয়কে। সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে চলল দুরয়। কিন্তু সে দেখল কাগজের উন্নতি আগে। তাই সে মুখের মিষ্টি কথা ও নরম ব্যবহারটাকে এক যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে যোগ্য লোকের কাছ থেকে কাজ আদায় করে যেতে লাগল। সে বেছে বেছে পরীক্ষা করে চালাক চতুর আর সাহসী লোককে কাজ দিতে লাগল। ওয়ালটারদের বাড়িতে একদিন ডিনারের নিমন্ত্রণ হলো দুরয়ের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ পদে আগে ছিলেন বয়রেণার্দ নামে একজন পুরনো সাংবাদিক। তিনি প্রধান সহ-সম্পাদকও ছিলেন। দুরয় দেখল তিনি ছিলেন সাধারণ কেরাণীর মতই নির্ভুল, নিয়মানুবর্তী আর ভীরু। তিরিশ বছরের মধ্যে তিনি প্রায় এগারোটি কাগজের অফিসে সহ-সম্পাদকের চাকরি করেছেন। কিন্তু এ কাজ ছাড়া আর কোন কাজের কথা কোনদিন ভাবতে পারেন নি। তিনি কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতবাদ পোষণ করতেন না। তিনি শুধু তাঁর কাজ নিয়েই থাকতেন। তিনি কালা বোবার মত কাজ করে যেতেন। কোন বিষয়ে তাঁর কোন মতামত ছিল না। আবার তাঁর পেশাগত আনুগত্যও ছিল অপরিসীম। কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন সেই প্রতিষ্ঠানটিকে যেন ভালবাসতেন। এদিক দিয়ে কারো কোন অন্যায়কে সমর্থন করতেন না তিনি।

মঁসিয়ে ওয়ালটার তাঁর কাজ পছন্দ করতেন না তা নয়, তবে তিনি এ কাজের জন্য একজন লোক খুঁজছিলেন। কারণ কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর উপর কাগজের উন্নতি ও পাঠকসংখ্যা অনেকখানি নির্ভর করে। এ কাজ যিনি করবেন, তাঁকে ঠিক করতে হবে কোন খবরটা কোথায় বসানো হবে। এ কাজ করতে গিয়ে দেখতে হয় কিভাবে একটা বিশেষ জরুরী খবর গোটাটা ভাল করে প্রকাশ না করে ছোট করে আভাস দিয়ে রাখতে হয়। দুটো মজাদার খবরের মাঝখানে সেটা ছোট্ট করে পরিবেশন করে কৌতূহল সৃষ্টি করতে হয় পাঠকদের মনে। তারা যেটা চায় সে বিষয়ে অনুমান করতে থাক। এর জন্যে অনেক চিন্তাভাবনার দরকার হয়। অনেক সময় অনেক জিনিসের এমনভাবে কায়দা করে প্রতিবাদ করতে হয় যাতে মনে হয় সেটা সমর্থন করা হচ্ছে আবার অনেক জিনিস এমনভাবে সমর্থন করতে হয় যাতে কেউ তা বিশ্বাস করতে না পারে। খবরগুলো ও লেখাগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন নেশার মানুষ আগ্রহ সহকারে কাগজটা পড়তে পারে। শহর-বাসী ও গ্রামবাসী, যোদ্ধা, যাজক, ছাত্র, অধ্যাপক সবরকম মানুষই যেন কিছু না কিছু পড়ার মত খুঁজে পায়। যিনি একাজের ভার নেবেন, যিনি একজন সাংবাদিককে পরিচালনা করবেন তাঁকে সব সময় সুদক্ষ সুচতুর সদাসচেতন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। তাঁকে একনজরে বলে দিতে হবে কোন খবরটা প্রকাশ করতে হবে আর কোন খবরটা চেপে যেতে হবে। মোটকথা পাঠককে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত ও প্রীত করাই হবে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

মঁসিয়ে বয়রেণার্দের দক্ষতা ছিল, অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। কাগজের মালিকদের ভাবধারাকে রূপ দেবার মত তাঁর কোন চাতুর্য ছিল না। দুরয়ের তা ছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে প্রমাণ করল এই কাগজের অফিসের কর্ম-চারীদের মধ্যে সে একাই এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অন্যান্য যে বারোজন সম্পাদক ছিলেন এবং যাদের মধ্যে ফরেস্টিয়ার ছিল একজন তারা সবাই ম্যানেজারের কথামত চলত। আইনসভায় তাদের সবাই বলত, ওয়ালটারের দলবল। ফরেস্টিয়ার ছিল রাজনৈতিক সম্পাদক। কিন্তু অন্যান্য সম্পাদক সবাই ওয়ালটারের কথামত চললেও সবাই কাজ জানত, সবাই ছিল যোগ্য লোক, কাজের লোক। কিন্তু ফরেস্টিয়ারের নিজস্ব কোন যোগ্যতা ছিল না। সে সব সময় তার লেখার বিষয়বস্তুর ভাবধারা ও মূল পরিকল্পনার কথা তার সহকর্মীদের কাছ থেকে জেনে নিত তারপর বাড়িতে গিয়ে লিখত। বলত, নির্জনে লেখা ভাল হবে। এছাড়া কাগজের মর্যাদা ও মান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ানোর জন্য এবং তাতে প্রকাশিত লেখার প্রকাশভঙ্গী উন্নত করার জন্য দুজন নামকরা সাহিত্যিককে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে একজন হলেন নর্বার্ত ভেরেনী। কবি এবং কথাসাহিত্যিক। আর একজন হলেন জ্যাক রাইভেল বর্ণনামূলক গদ্যলেখক। এছাড়া ছিল নাট্য ও সঙ্গীত সমালোচক। আইন সাংবাদিক ও ক্রীড়া সাংবাদিক। পোশাক পরিচ্ছদের ফ্যাশন ও বিভিন্ন বিষয়ে মেয়েদের কথা লেখার জন্য পার্ক ডোমিনো ও লিলি ফিঙ্গার নামে দুজন মেয়েলোকও ছিল। এতগুলি লোকের মিলিত চেষ্টার উপর চলত ভাই ফ্রাঁসোয়া।

দুরয় যখন তার নূতন পদোন্নতির আনন্দে মশগুল হয়েছিল ঠিক তখনি সে একটা কার্ড পেল। তাতে লেখা ছিল, মঁসিয়ে ও মাদাম ওয়ালটার ২৩শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার তাঁদের ভোজসভায় মঁসিয়ে জর্জ দুরয়ের উপস্থিতি প্রার্থনা করছেন।

মালিকের পক্ষ থেকে পর পর এই দুটি অনুগ্রহ লাভ করে দুরয় এত আনন্দ অনুভব করল যে তার আতিশয্যে সে নিমন্ত্রণপত্রটাকে চুম্বন করল, লোকে যেমন কোন প্রেমপত্রকে চুম্বন করে। এরপর টাকার ব্যাপারটা ঠিক করার জন্য ক্যাশিয়ারের কাছে গেল। সাধারণতঃ প্যারিসে সাংবাদিকদের বিভাগীয় প্রধানকে একটা মোটামুটি টাকা দেওয়া হয়। তার থেকে উনি বিভিন্ন সাংবাদিককে তাদের আপন আপন যোগ্যতা ও বুদ্ধি অনুসারে টাকা ভাগ করে দেন। দুরয়কে প্রথমে মাসে বারোশ ফ্রাঁ করে দেবার ব্যবস্থা হলো। দুরয় বলল, তার থেকে সে নিজের জন্য মোটা রকমের একটা অংশ রেখে দেবে। ক্যাশিয়ার দুরয়কে চারশো ফ্রাঁ অগ্রিম দিলেন। টাকাটা পেয়ে দুরয় প্রথমেই ভাবল এর থেকে সে দুশো আশি ফ্রাঁ মাদাম মেরিলিকে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সে আবার ভাবল তা দিলে তার কাছে থাকবে মাত্র একশো ফ্রাঁ। তাতে তার এই ক'দিন চালানো ও নূতন মর্যাদা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। তাই সে ঠিক করল, টাকাটা এখন না পাঠিয়ে পরে পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

অফিসে দুরয়ের বসার জায়গা ঠিক হয়ে গেল। একটা বড় ঘরে তার বিভাগের সব কর্মচারিরা যেখানে কাজ করত তার একধারে একটা বিশেষ টেবিলে বসত দুরয়। আর একধারে বসতেন বয়রেণার্দ। ঘরটার মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল পাতা থাকত। সেখানে কর্মচারিরা আরাম করে বসত অথবা কাপ এ্যান্ড বল খেলত। দুরয়ও এ খেলার প্রতি আগ্রহ 'জাগল এবং পোতিনের কাছ থেকে শিখে নিল। ফরেস্টিয়ারের শরীর ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সে তার ভারী কাপ আর বলটাকে নিয়ে ঠিকমত খেলতে পারছিল না বলে দুরয়কে দিয়ে দিল আর দুরয় তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে অনায়াসে সেই ভারী কালো বলটাকে তাড়াতাড়ি গুণতে পারত—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়। সেদিন ছিল মাদাম ওয়ালটারের কাছে ডিনার খেতে যাওয়ার দিন। খেলা শুরু করেই দুরয় সফলভাবে কালো বলটাকে ধরল। 'শুভ দিন' কথাটা মনে মনে বলল দুরয়। আজ আমি সব দিকেই সফল হয়েছি। সত্যিই কাপ বল খেলার কৌশল ভাই ফ্রাঁসোয়ার অফিসে এক বিশেষ মর্যাদা দান করে খেলোয়াড়কে।

একটু আগেই অফিস থেকে বেরোল দুরয়। বাসায় গিয়ে তাকে তৈরী হতে ও পোশাক পরতে হবে। রু দ্য লোঁদ্রে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ তার সামনে দিয়ে একজন মহিলাকে যেতে দেখে মাদাম মেরিলির কথা মনে পড়ে গেল দুরয়ের। মহিলাটি দেখতে অনেকটা মাদাম মেরিলির মত। হঠাৎ দুরয়ের মনে হলো যদি কোনদিন পথে দেখা হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে তাহলে সে কি তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলবে না এড়িয়ে

www.BanglaBook.org

যাবে। পরে সে ভাবল, তাঁর সঙ্গে আমার আর না দেখা হওয়াই ভাল।

তখন বেশ ঠান্ডা পড়েছে। কিছু কিছু বরফ পড়েছে আর কুয়াশা দেখা যাচ্ছে পথে। ফুটপাতে গ্যাসের আলোটা টিম টিম করে জ্বলছিল। পথগুলোকে কেমন ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল। বাসায় গিয়ে দুরয় ভাবল, আমাকে বাসা পরিবর্তন করতেই হবে। এখানে আর থাকলে চলবে না। ঘরের ভিতর পায়চারি করতে করতে দুরয় ভাবল, সত্যিই এটা সৌভাগ্য, সৌভাগ্য ছাড়া কিছুই না। বাবাকে লিখে জানাতে হবে কথাটা। মাঝে মাঝে তার বাবাকে চিঠি লিখত দুরয় আর সে চিঠি সুদূর সেন নদীর উপত্যকায় রুয়েনের কাছে পথের ধারে এক গ্রাম্য পান্থশালায় এক বৃদ্ধ নর্মানকে প্রচুর আনন্দ দান করত। মাঝে মাঝে দুরয়ও একটা করে ছোট খাম পেত, তার বাবার হাতে লেখা চিঠি। সে চিঠি কাঁপা কাঁপা হাতে শুরু করতেন তার বাবা, 'প্রিয় পুত্র—এই চিঠি লেখার সময় পর্যন্ত আমি ও তোমার মা শারীরিক কুশলেই আছি।' এরপর চিঠিতে থাকত গ্রামের, তাঁর প্রতিবেশীদের ও শস্যের কথা!

সাদা নেকটাইটা আঁটতে আঁটতে দুরয় নিজের মনে মনে বলল, কালই বাবাকে লিখব কথাটা। বাবা যদি আমাকে যে বাড়িতে আমি এখন যাচ্ছি সেই বাড়িতে দেখে তাহলে তার মাথা ঘুরে যাবে। আজ আমি যে ডিনার খেতে যাচ্ছি আমার বাবা সে ডিনার জীবনে কখনো খায়নি। সহসা তার চোখের সামনে সেই শূন্য হোটেলটার পিছনের দিকের অন্ধকার রান্নাঘরটা ভেসে উঠল। তামার প্যানগুলো দেওয়ালে ছায়া ফেলেছে, উনোনের কাছে একটা ঝোল লেগে থাকা ভিজে টেবিল, একধারে একটা বাতি। সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাবা মাকেও দেখল, মন্দগতি বৃদ্ধ এক কৃষক দম্পতি, সারাদিনের কাজের শেষে কথা বলতে বলতে রাতের খাওয়া খাচ্ছেন। তাঁরা সাধারণতঃ কি কথা বলে তাও জানা আছে দুরয়ের। মনে মনে ঠিক করে ফেলল, আমি বাবা মাকে গিয়ে অবশ্যই দেখে আসব। প্রসাধন শেষ হতেই বেরিয়ে পড়ল দুরয়।

বাজারের বাইরেটা দিয়ে যাবার সময় বেশ্যাখানার মেয়েরা ডাকতে লাগল দুরয়কে। রুমাল নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল দুরয়। মনে মনে ভাবল, ওরা কি আমায় দেখেও বুঝতে পারছে না আমি কি ধরনের লোক। সে কি ধরনের পোশাক পড়েছে আর কাদের বাড়িতে ডিনার খেতে যাচ্ছে সে কথা ভেবে নিজেকে এক নতুন মানুষ ভাবে দুরয়—এমন একজন মানুষ যার সমাজে এক বিশেষ মর্যাদা আছে।

আজ এক আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বসার ঘরে ঢুকল দুরয়। ঢুকেই তার ওভারকোট আর হাতের বেতটা চাকরকে দিয়ে দিল রাখতে। সব কয়টি ঘরগুলোতেই আলো জ্বলছিল। মাদাম ওয়ালটার দ্বিতীয় ঘরটিতে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। মিষ্টি হেসে দুরয়কে অভ্যর্থনা জানালেন মাদাম ওয়ালটার। যে দুজন ভদ্রলোক তার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করল দুরয়। এই দুজন ভদ্রলোকের মধ্যে একজন হলেন মঁসিয়ে ফারিমল আর একজন হলেন মঁসিয়ে লারোশে মাথিউ। ভাই ফ্রাঁসোয়ার কোম্পানিতে এঁদের বিশেষ হাত আছে। বিশেষ করে মঁসিয়ে লারোশে আইনসভার একজন প্রভাবশালী সদস্য এবং তার মন্ত্রী হবার সম্ভাবনাও আছে। এরপর এল ফরেস্টিয়ার দম্পতি। মাদাম ফরেস্টিয়ারকে সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। মঁসিয়ে মাথিউর সঙ্গে মাদাম ফরেস্টিয়ারকে প্রায় পাঁচ মিনিটকাল বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল দুরয়। এদিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফরেস্টিয়ার আরো রোগা হয়ে গেছে। সে বলল, 'শীতটা আমার দক্ষিণে কাটাতেই হবে দেখছি।' কথাটা বলতে বলতে সব সময় কাশতে লাগল সে! ভেরেনী ও জ্যাক রাইভেল দুজনে একসঙ্গে এলো। তারপর মঁসিয়ে ওয়ালটার এলো দুজন তরুণী মেয়ের সঙ্গে—(ষোল থেকে আঠারোর মধ্যে তাদের বয়স) একজন দেখতে খারাপ কিন্তু আর একজন খুবই সুন্দরী।

মঁসিয়ে ওয়ালটারের মেয়ে আছে জানত দুরয়! কিন্তু কোনদিন দেখেনি এবং তারা এত বড় হয়েছে তাও ভাবতে পারেনি। করমর্দনের পালা শেষ হয়ে গেলে তারা সবাই আপন আপন জায়গায় বসল। আর মাত্র একজন অতিথি আসেননি, তাঁর জন্যই প্রতীক্ষা। সকলেই কেমন যেন অস্বস্তিকর অধীরতা অনুভব করছিল মনে মনে। সারাদিন আপন আপন কাজকর্ম ও খাটাখাটুনির পর ডিনারের জন্য সকলেই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। কেউই মানসিক মিলনের একটা স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া গড়ে তুলতে পারছিল না কিছুতেই।

হাতে কোন কাজ না থাকায় দুরয় সামনের দেওয়ালে চোখ তুলে তাকাল। মঁসিয়ে ওয়াল্টার তা লক্ষ্য করে তাকে ডাকলেন। বললেন, আপনি দেওয়ালে টাঙ্গানো আমার ছবিগুলো দেখেছেন? আসুন, আমি দেখাচ্ছি। এই বলে তিনি একটা বাতি নিয়ে ছবিগুলোর প্রতিটি খুঁটিনাটি দেখাতে লাগলেন। একবার তিনি বললেন, এই হচ্ছে নিসর্গবিষয়ক ছবি। দেওয়ালের মাঝখানে ছিল গিলেমেতের আঁকা কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। নীচু হয়ে আসা আকাশের তলে নর্মাণ্ডির উপকূলের একটি ছবির তলায় ছিল বনের ছবি আর একটি ছবি ছিল আলজিরিয়ার সমতলভূমির যার প্রান্তসীমায় দিগন্তের দিকে মুখ করে লম্বা লম্বা পা নিয়ে এক আশ্চর্য বিশাল স্মৃতি-স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে একটি উট। অন্য একটি দেওয়ালের কাছে গিয়ে ওয়াল্টার চারটি বড় কাজের ছবি দেখালেন—একটি হাসপাতাল দর্শন, একটি ফসলকাটা, এক-জন বিধবা আর একটি ফাঁসি মঞ্চ—চারটি ছবিই চারজন শিল্পীর আঁকা। মঁসিয়ে ঘুরে ঘুরে চারদিকের দেওয়ালে আরো ছবি দেখালেন। একটি ছবির নাম 'উত্থান পতন' আর একটি ছবির নাম 'উদ্ধার'। ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ দুরয় মাদাম মেরিলির গলা শুনতে পেল। উনিই ছিলেন শেষ অতিথি। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গেল দুরয়। ল্যাম্বার্তের আঁকা 'উদ্ধার' ছবিটি দেখছিল দুরয়। একটি জলের গ্লাসে একটি মাছি ডুবে যাচ্ছে আর তার পাশে একটি বিড়ালছানা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে আর থাবা উঁচু করে মাছিটাকে ধরতে যাচ্ছে। কিন্তু ঠিক সাহস পাচ্ছে না।

মঁসিয়ে ওয়ালটার তাকে আরো ছবি দেখাতে লাগলেন, বোঝাতে লাগলেন কিন্তু দুরয়ের সেদিকে আর মন গেল না। সে শুধু ভাবতে লাগল মাদাম মেরিলির কথা। মঁসিয়ে ওয়ালটার পরিশেষে বললেন, আমি এখন তরুণ শিল্পীদের ছবিও কিনি। কিন্তু সেগুলি আমার ভিতরকার ঘরগুলোতে টাঙিয়ে রাখি। বাইরের ঘরগুলোতে শুধু থাকে নামকরা শিল্পীদের ছবি। আসল কথা, আজকাল কেউ ছবি কেনে না। শিল্পীরা না খেতে পেয়ে মরছে।

ছবি দেখানোর কাজ হয়ে যেতে ওয়ালটার বাতি নিবিয়ে দিয়ে শেষ অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে গেলেন। এদিকে দুরয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, তাঁর পিছনেই মাদাম মেরিলি দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু কি বলবে সে। যদি সে নিজে থেকে কথা বললে মাদাম মেরিলি মুখ ঘুরিয়ে নেন অথবা অসহিষ্ণুভাবে যা তাই বলে ফেলেন।

www.BanglaBook.org

আবার কথা না বললেও লোকে কি মনে করবে? একবার ভাবল অসুস্থতার ভান করে অনুমতি নিয়ে হঠাৎ চলে গেলে হয় না?

ছবি দেখা হয়ে গেলেও নতুন করে ছবি দেখার ভান করছিল দুরয়, যেন সে মাদাম মেরিলিকে মোটেই দেখেনি। এমন সময় মাদাম ফরেস্টিয়ার তাকে ডাকলেন, 'মঁসিয়ে দুরয়!" দুরয় তাঁর কাছে গেল। দেখল মাদাম মেরিলি তাঁর খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। চলে যাওয়ার সাহস হলো না দুরয়ের। এমন সময় মাদাম মেরিলিই হঠাৎ কথা বললেন প্রথমে, নমস্কার বেল-আমি। তুমি আমাকে চিনতেই পারছ না।

দুরয়ের মনে হলো সে এখনি পাগল হয়ে যাবে। সে ঘরে দাঁড়িয়ে দেখল মাদাম মেরিলির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে হাসি আর ভালবাসার আশ্বাসে। মাদাম মেরিলি হাতটা বাড়িয়ে দিতেই দুরয় কম্পিত হাতে সেটা নিয়ে মর্দন করল। ভাবল হয়ত এটা কোন ছলনা। কিন্তু মাদাম মেরিলি শান্তভাবে বললেন, কী হয়েছে তোমার? তোমার আর দেখাই পাওয়া যায় না।

সেদিনের সেই ঘটনার কথা যেন তিনি সব ভুলে গেছেন। কিন্তু দুরয় তবু সহজ হতে পারল না। আমতা আমতা করে বলল, এখন আমার কাজ বেড়ে গেছে মাদাম। মঁসিয়ে ওয়ালটার এখন অনেক কাজের ভার দিয়েছেন। তাই ব্যস্ত থাকতে হয়।

মাদাম মেরিলি দুরয়ের চোখে চোখ রেখে বললেন, আমি তা জানি, তবু শত কাজ সত্ত্বেও কেউ কখনো তার বন্ধুকে ভুলে যায় না।

হঠাৎ তাদের মাঝখানে একজন বলিষ্ঠা মহিলা এসে পড়লেন। দুরয় মাদাম ফরেস্টিয়ারকে প্রশ্ন করলেন, উনি কে?

মাদাম ফরেস্টিয়ার উত্তর করলেন, ভিকমিজ দে পার্সিমার, লিলি ফিঙ্গারের ছদ্মনামে সব লেখা লেখেন।

চাকর এসে বলল, ডিনার প্রস্তুত।

দুরয় গিয়ে দেখল তার আসনের একদিকে মেরিলি আর একদিকে মঁসিয়ে ওয়ালটারের বড় মেয়ে ম্যাদময়জেল রোজ যে দেখতে খুব কুৎসিত। কিন্তু মাদাম মেরিলির সাহচর্যের কথা ভেবেই খুব অস্বস্তি অনুভব করছিল দুরয়। সুর কেটে যাওয়া গায়কের মত বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সে। অথচ মাদাম মেরিলি বেশ সহজ ও উচ্ছ্বলভাবেই কথাবার্তা বলছিলেন। একে একে দুরয়ও বেশ সহজ হয়ে উঠল। দুজনে আবার দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগল। আগেকার মতই সে চোখে ফুটে উঠছিল কত প্রশ্ন আর প্রেমের কথা। হঠাৎ টেবিলের তলায় তার নিজের পায়ের উপর একটা কার পা অনুভব করল দুরয়। সে বুঝতে পারল এটা মাদাম মেরিলির। সে নিজেও পা দিয়ে আবার চেপে ধরল তাঁর পাটাকে। পরে হাঁটু দিয়ে তাঁকে ঠেলা দিতে তিনিও একটু চাপ দিয়ে প্রত্যুত্তর করলেন। দুরয় বুঝতে পারল ভালবাসা নতুন করে শুরু হয়েছে আবার। কিন্তু কি বলবে কেউই তা খুঁজে পেল না। শুধু তাদের নীরব ভাষাহীন ঠোঁটদুটো অধীর হয়ে উঠল এক পরিপূর্ণ চুম্বনের জন্য।

মাঝে মাঝে মালিকের মেয়ের সঙ্গেও কথা বলতে লাগল দুরয়। দুরয় দেখল মালিক ওয়ালটারের পাশে বসে রয়েছেন ভিকমিজ পার্সিমার নামে সেই মেয়েটি যিনি লিলি ফিঙ্গারের ছদ্মনামে লেখেন। হঠাৎ সে মাদাম মেরিলিকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা

www.BanglaBook.org

পিঙ্ক ডোমিনের ছদ্মনামে কে লেখেন জান ?

মাদাম মেরিলি বললেন, 'হ্যাঁ জানি, ব্যারোনে দে লিভার'—তিনিও কি ঐ ধরনের ?'—'না, তবে বেশ মজার দেখতে। ষাট বছর বয়স। পরচুলো পরেন এবং দুশো বছর আগের কায়দায় প্রসাধন করেন।'

এই সব সাহিত্যের উজ্জ্বল তারকাগুলিকে কোথায় পেলেন ?'

মধ্যযুগের এই সব অবশিষ্ট সামন্তদের আজকের বুর্জোয়ারাই আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভোজসভায় এক রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হলো এবং শেষ পর্যন্ত সেই আলোচনাই চলল। সভা শেষে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দুরয় মাদাম মেরিলির চোখে চোখ রেখে বলল, আমি তোমাকে বাড়ি পেঁছে দেব ?

মাদাম মেরিলি উত্তর করলেন, না। দুরয় আবার প্রশ্ন করল, কেন না ?

কারণ মঁসিয়ে লারোশে মাথিউ আমাকে গাড়ি করে বাড়ি পেঁছে দেবেন। এখানে ডিনারের নিমন্ত্রণ থাকলে উনিই আমাকে বাড়ি পেঁছে দেন।

তাহলে কবে আবার দেখা হবে ?

আগামীকালই আমার বাড়িতে লাঞ্চ খাবে।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল। দুরয় আর দাঁড়াল না। সিঁড়িতে নর্বার্ত ভেরেনীর সঙ্গে দেখা হলো। তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ভেরেনী। আর তাঁর আচরণে আগেকার সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব নেই, তার পরিবর্তে রয়েছে পিতৃসুলভ এক স্নেহ আর করুণা।

দুজনে একসঙ্গে এগিয়ে চলল হিমশীতল জনবিরল পথ দিয়ে। দুজনেই চুপচাপ। দুরয় হঠাৎ বলল, মঁসিয়ে লারোশে মাথিউ খুব বুদ্ধিমান এবং ওয়াকিবহাল লোক।

তুমি কি তাই মনে কর ?

প্রশ্নটা শুনে ঘাবড়ে গেল দুরয়। বলল, হ্যাঁ, তাছাড়া লোকে বলে তিনি নাকি আইনসভার পক্ষে খুব যোগ্য লোক।

তা বটে। অন্ধের দেশে কানাই হচ্ছে রাজা, বুঝলে ? আসলে এই লোকগুলো অতি সাধারণ, এদের মধ্যে কিছু নেই। এদের মনটা দুদিকে দুটো দেওয়াল দ্বারা আবদ্ধ—সে দেওয়াল হলো টাকা আর রাজনীতির দেওয়াল। ওদের মনটা কর্দমাক্ত চরে আটকে গেছে। সে মন নীচ আর নোংরা। আমি চাই এমন লোক যার সংস্কারমুক্ত চিন্তার মধ্যে উদারতা আছে, যার মনের স্পর্শে অনন্ত মুক্ত সমুদ্র হতে আগত মুক্ত বাতাসের এক অনাবিল আনন্দের অনুভূতি পাওয়া যায়। আমি এই ধরনের কিছু লোকের সন্ধান পেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা এখন মৃত।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন ভেরেনী। হঠাৎ গলাটা নীচু করে বিষণ্ণ হয়ে বললেন, হলই বা কেউ একটু বেশী বুদ্ধিমান বা কম বুদ্ধিমান। মরতে ত সবাইকেই হবে।

দুরয়ের মনটা সেদিন খুব ভাল ছিল। তাই সে বলল, আজ আপনার মনটা বিষণ্ণ।

প্রবীণ কবি ভেরেনী উত্তর করলেন, আমি সবসময়েই বিষণ্ণ। কয়েক বছরের মধ্যে তুমিও তাই হবে। জীবন হচ্ছে ঠিক একটা পাহাড়ের মত। পাহাড়ে যতক্ষণ

www.BanglaBook.org

উঠবে ততক্ষণ তুমি সুখী, ততক্ষণ তোমার মন থাকবে পাহাড়ের চূড়ার দিকে। কিন্তু সেখানে উঠলেই চোখ পড়বে সামনের খাদের দিকে, সে খাদ হচ্ছে অতল মৃত্যুর খাদ। তোমাদের বয়সে অনেকেরই অনেক আশা থাকে, কিন্তু সে আশার অনেকটাই পূরণ হয় না। আর আমার এখন একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কোন আশা নেই।

দুরেয় হাসতে লাগল। বলল, আপনার কথা শুনে আমার কাঁপুনি আসছে ভয়ে।

ভেরেনী বললেন, এখন তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না, কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই পারবে। অনেকে মৃত্যুর কথা আগেই বুঝতে পারে, এই যেমন আমি, তিরিশের পর থেকেই আমি সদা সর্বক্ষণ মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছি। মৃত্যু আমার চুল পাকিয়ে দাঁত ভেঙ্গে আমার পেশীর বলিষ্ঠতা নষ্ট করে আমাকে অকালে বুড়ো করে দিয়েছে। এখন আমার কাছে বেঁচে থাকা মানেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি গতিভঙ্গি, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি প্রতিটি কাজ আমাকে শুধু মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমার প্রতিটি দিন মৃত্যুকে আমার কাছে আনে। প্রেম? মাত্র কয়েকটা চুম্বন, তারপর তুমি উপভোগের সমস্ত শক্তি হারাবে। টাকা? কি জন্য? নারী? হ্যাঁ বেশ মজা হবে। একগাদা খাওয়া, মোটা হওয়া আর সারারাত তন্দ্রাহীন চোখে জেগে থাকা। তারপর গৌরব? কিন্তু তখন গৌরব বা যশ নিয়ে কি হবে যদি প্রেমের মাধ্যমে সে গৌরব ভোগ করতে না পার? তারপর মৃত্যু। মৃত্যুই সবকিছুর শেষ পরিণতি। আমি এই বিশ্বের সর্বত্রই মৃত্যু দেখছি। পথপিষ্ট পতঙ্গ, বৃন্তচ্যুত পাতা ও মাথার পাকা চুলে—সবকিছুর মধ্যেই দেখছি মৃত্যু এবং এই মৃত্যুই আমার মন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সম্পূর্ণভাবে। যা দেখতে খুব ভালবাসতাম, একদিন সেই সব নদী, সমুদ্র, চাঁদের আলো, সূর্যোদয় এখন আর আমার মোটেই ভাল লাগে না।

ভেরেনী আরো বলে চললেন, আর দেখ, যে মরে সে আর ফিরে আসে না। একটা প্রতিমূর্তির মধ্যে তার দেহটাকে ধরে রেখে দিতে পার কিন্তু তার চিন্তা ভাবনা কখনই আর ফিরে আসবে না। এত অসংখ্য লোক রোজ জন্মাচ্ছে পৃথিবীতে, কিন্তু একটি লোকও যারা মরে গেছে ঠিক তাদের মুখ চোখ পাচ্ছে না। তা যদি হয় তাহলে কাকে আঁকড়ে ধরে থাকব? কি বিশ্বাস করব? সব ধর্মই হচ্ছে বাজে। শুধু এক গাদা নীতিবোধ আর বড় বড় আড়ম্বরতাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি। ভয়ঙ্করভাবে বাজে। একমাত্র মৃত্যুই নিশ্চিত।

সুতরাং মৃত্যুর কথা চিন্তা করো ছোকরা। তাহলে এই মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে তোমার এই জীবন চিন্তা ভাবনা আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তুমি বিপরীত দিকে যেতে শুরু করবে, তুমি নবজীবন লাভ করবে, যা কেউ চায় না তাই চাইবে।

পা চালিয়ে যেতে যেতে ভেরেনী বললেন, কিন্তু কাজটা দেখবে খুবই কঠিন। মরতে গিয়েও মরতে পারবে না, বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবে, সাহায্য চাইবে। তুমি চাইবে প্রেম, সান্ত্বনা, মোক্ষ। কিন্তু দেখবে কেউ আসবে না তোমাকে বাঁচাতে। কিন্তু কেন আমাদের এই দুঃখভোগ? কারণ আমরা সাধারণতঃ আমাদের দেহগত জৈবিক নিয়মে চলি, আত্মার নিয়মে চলি না। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই একটা বিরাট বৈপরীত্য চোখে পড়ে। একদিকে আমাদের অপরিসীম অসহায় বুদ্ধি আর

www.BanglaBook.org

একদিকে জীবনের কতকগুলো অমোঘ অপরিবর্তনীয় শর্ত।

একটু থেমে চিন্তা করে ভেরেনী বললেন, আমি হচ্ছি এক নিঃস্ব নিঃসঙ্গ জীব। আমার বাবা মা, ভাই বোন, স্ত্রী, সন্তান, ঈশ্বর কেউ নেই। আমার বলতে আছে শুধু কবিতা। পাণ্ডুর চাঁদের আলোভরা আকাশের দিকে মুখ তুলে ভেরেনী দুটো কবিতার লাইন আপন মনে আওড়ালেন, যে কবিতার অর্থ হলো, সমস্যা-পীড়িত হয়ে যতই আমরা অন্ধকার আকাশপথে মুখ তুলে তাকাই ততই ম্লান নক্ষত্ররা শূন্য আকাশে আলো দিতে দিতে ব্যর্থ পরিহাসে হাসে।

আরো খানিকটা পথ হেঁটে ভেরেনী বললেন, আমার মত বয়সে একা থাকা যে কি পরিমাণ কষ্ট তা তুমি বুঝবে না। বুড়ো বয়সে সন্তান কাছে থাকলে খুব ভাল হয়। আমি যে ঘরে একা থাকি তার চারদিকের দেওয়ালগুলোকে অত্যন্ত বিষণ্ণ, গম্ভীর বলে মনে হয়। ঘরখানার নিস্তব্ধতায় ভয় পেয়ে যাই আমি। একটা বড় বাড়ির সামনে গিয়ে কবি ভেরেনী থেমে গেলেন। গেটের কলিং বেল টিপে দুরয়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর বললেন, এই বুড়ো লোকটার সব বাচালতা ভুলে যেও ভাই, তুমি তোমার আগের মতই যুগোপযোগী জীবনযাত্রা চালিয়ে যাও।

এই বলে তাঁর বাড়ির অন্ধকার প্রবেশপথটায় ঢুকে পড়লেন ভেরেনী। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পথ চলতে লাগল দুরয়। তার মনে হলো, মানুষের পঞ্জরাস্থিতে ভর্তি এমন একটা গর্ত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে গর্তটাতে একদিন না একদিন সব মানুষকেই পড়তে হবে। সে আরো ভাবল এখন বাড়ি গেলেই ত মনে যত দুশ্চিন্তা আসবে, অসংখ্য দুশ্চিন্তার মিছিল তার সামনে দিয়ে চলে যাবে আর সে চুপ করে বসে বসে তাই দেখবে। না, সে হতে দেবে না। সে এখন বাড়ি যাবে না।

হঠাৎ পথে যেতে যেতে বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। মুখ তুলে দেখল দুরয়। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা তাঁর গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি ঢুকছেন। হঠাৎ একটা আশায় মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল তাঁর। হঠাৎ মাদাম মেরিলির কথাটা মনে পড়ে গেল, কালই ওখানে খাবার নিমন্ত্রণ আছে। নতুন করে বাঁচার আশা ও আনন্দের একটা ঢেউ তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খেলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এই কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল দুরয়। পরদিন সকালে সকাল উঠে এ্যাভেন্য দ্য বয় বুলোনে গিয়ে ঘোড়ায় চাপা খেলা দেখতে লাগল। সেদিন ঠাণ্ডা কম ছিল আর দিনটা ছিল বড় চমৎকার—এপ্রিল মাসের দিনের মতই উজ্জ্বল আর নাতিশীতোষ্ণ। দুরয় দেখল অভিজাত সমাজের পুরুষ ও মহিলারা ঘোড়ায় চড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ধীর গতিতে যাচ্ছে। দুরয় এখন আর তাদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করে না। তার মনে হলো সে এখন তাদের গোপন জীবনের অনেক খুঁটিনাটি কথা জেনে ফেলেছে। তাদের নামে অনেক নিন্দা কুৎসার কথা সে জানে। ছিপছিপে চেহারার মেয়েরা কালো পোশাক পরে ঘোড়ার উপরে চড়ে এমন একটা অহঙ্কারের ভাব দেখাচ্ছিল যাতে মনে হবে তারা পৃথিবীর কাউকে গ্রাহ্য করে না। দুরয় নিজের মনে বলল, নিশ্চয় তারা ব্যারণ, প্রিন্স প্রভৃতি যত সব অভিজাত ঘরের।

খেলাটা খুবই আগ্রহসহকারে দেখছিল দুরয়। তার মনে হচ্ছিল যারা খেলা দেখাচ্ছে তারা সবাই ভণ্ড। মানুষের উপরকার ভদ্র বেশভূষার অন্তরালে শাশ্বত ভণ্ডামির রূপটাকে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। আসলে মানুষের জীবনটাই যেন এক ভণ্ডামির খেলা। তার মধ্যে একদল লোককে চিনতে পারছিল দুরয় যারা শুধু

www.BanglaBook.org

স্নাব করে। এই স্নাবই তাদের জীবিকার একমাত্র উপায়। আর একদল লোক তাদের স্ত্রীর উপার্জনে বসে বসে খায়। আর একদল আছে যারা বিয়ে করেনি অথচ তাদের প্রেমিকার টাকায় জীবিকার্জন করে। আর এক শ্রেণীর লোক আছে এদের মধ্যে যাদের টাকা কোথা হতে বা কোন রহস্যময় উৎস হতে এসেছে তা বাইরের কেউ জানে না। দুরয় জানে কয়েকজন ধনীর টাকা একটি বিরাট চৌর্যবৃত্তির টাকা, অথচ তারা অভিজাত সমাজে প্রচুর খাতির পায় সেই টাকার জন্য। অথচ এদের প্রত্যেকের দুর্বিনীত চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি আর গর্বিত অধরোষ্ঠ দেখলে মনে হবে এরা যেন সত্যি সত্যিই কত বড়। দুরয় এবার মাদাম মেরিলির বাড়ীর দিকে রওনা হলো। হাতে এখনো সময় আছে। তবু নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সেখানে পৌঁছল দুরয়।

মাদাম মেরিলি এমনভাবে দুরয়কে গ্রহণ করলেন, এমন আন্তরিকতার সঙ্গে ঠোঁট-দুটো চুম্বনের জন্য বাড়িয়ে দিলেন যাতে মনে হবে তাদের মধ্যে কোনদিন কোন বিচ্ছেদ হয়নি। বা ড়তে সাধারণতঃ তিনি যে ধরনের লজ্জা ও গোপনতার পরিচয় দিতেন তাও এখন ভুলে গেলেন তিনি। একসময় দুরয়ের মোচের প্রান্তভাগটা চুম্বন করে মাদাম মেরিলি বললেন, জান প্রিয়তম, আমি কি বিরক্তির মধ্যেই না আছি। আমি ভাবছিলাম আমাদের এই নতুন মিলনের জন্য আমরা কোথাও গিয়ে মধুচন্দ্রিমার আনন্দ উপভোগ করব। কিন্তু আমার স্বামী দু সপ্তার ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছেন। কিন্তু দু সপ্তা আমি তোমাকে না দেখে থাকতে পারব না। বিশেষ করে আমাদের এতদিনের ছাড়াছাড়ির পর। সেইজন্য আমি ঠিক করেছি তুমি প্রতি সোমবার আমাদের বাড়িতে এসে খাবে। আমি তোমার কথা আমার স্বামীকে বলে রেখেছি এবং আজই তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।

ইতস্ততঃ করতে লাগল দুরয়। কিছুটা হতবুদ্ধিও হয়ে গেল। যাঁর স্ত্রীকে সে উপভোগ করেছে সেই ভদ্রলোককে এখনো সে চোখে দেখেনি। তার মনে হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে তার দেখা হলে তার আচরণ, দৃষ্টি বা কথাবার্তায় যদি কিছু প্রকাশ পেয়ে যায়, যদি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয়সম্পর্কের কথা তিনি ধরতে পারেন। দুরয় তাই ভয়ে ভয়ে বলল, না, তোমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় আমি করব না।

চোখ দুটো বড় বড় করে মাদাম মেরিলি আশ্চর্য হয়ে বললেন, কিন্তু কেন? কী আশ্চর্য কথা! এতো প্রায়ই ঘটে থাকে। তুমি এত ভীতু আমি জানতাম না।

এবার দুরয়ের পৌরুষে কিছুটা আহত হলো। দুরয় বলল, ঠিক আছে, আমি আগামী সোমবার তোমাদের বাড়িতে এসে ডিনার খাব।

মাদাম মেরিলি বললেন, ব্যাপারটাকে আরো স্বাভাবিক করে তোলার জন্য আমি ফরেস্টিয়ারদেরও নিমন্ত্রণ করব, যদিও বাড়ীতে আমি বেশী লোক নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে চাই না।

সোমবারের আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু ভাবল না দুরয়। কিন্তু সোমবার দিন মাদাম মেরিলিদের বাড়ি পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় অদ্ভুত রকমের অস্বস্তি বোধ করতে লাগল দুরয়। মাদাম মেরিলির স্বামীর সঙ্গে করমর্দন করতে হবে এবং তাঁর মদ ও রুটি খেতে হবে এই ধরনের ঘৃণা থেকে সে কোন অস্বস্তিবোধ করল না, তার অস্বস্তির আসল কারণ হলো একটা অজানা ভয়। ড্রইংরুমে বসতে বলা হলো দুরয়কে। বসে যথারীতি অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু পরেই ঘরের দরজা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুলে গেল এবং সাদা দাড়িবিশিষ্ট লম্বা একজন ভদ্রলোক লিজিয়ন অফ অনার-এর ফিতে হাতে ঘরে ঢুকে যথাবিহিত সৌজন্য ও নিখুঁত আদব কায়দার সঙ্গে বললেন, আপনার কথা আমার স্ত্রী প্রায়ই বলেন, আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।

মুখে এক বিশেষ আন্তরিকতা ফুটিয়ে তুলে সামনে দু পা এগিয়ে গিয়ে অতিরিক্ত উদ্যমের সঙ্গে ভদ্রলোকের হাতটা ধরল দুরয়। কিন্তু করমর্দন করে বসার পর আর কোন কথা খুঁজে পেল না।

আগুনে একটা কাঠ ফেলে দিয়ে মঁসিয়ে মেরিলি প্রশ্ন করলেন, আপনি কি দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতার কাজ করছেন?

না, মাত্র কয়েক মাস।

তাহলে ত আপনি খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করেছেন?

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' এই বলে দুরয় এলোমেলোভাবে কথা বলতে লাগল। ধীরে ধীরে আগের থেকে সহজ হয়ে উঠল দুরয় এবং ব্যাপারটাকে এখন বেশ মজার বলেই মনে হলো। একসময় মঁসিয়ে মেরিলির গম্ভীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুখখানার দিকে তাকিয়ে হাসার লোভ সামলাতে পারছিল না সে। তখন মনে মনে বলল, দেখছ বৃদ্ধ আমি তোমার স্ত্রীর শালীনতা হানি করেছি, আমি তোমাকে বোকা বানিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশীলা অথচ দুরন্ত এক তৃপ্তির ঢেউ খেলে গেল তার মুখে—এ তৃপ্তি হলো কোন এক সফল চোরের মিষ্টি অথচ পৈশাচিক তৃপ্তির মত যে চুরি করেও ধরা পড়ে না, কারো সন্দেহের পাত্র হয় না। সহসা ভদ্রলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছা জাগল দুরয়ের মনে। তাঁর আস্থাভাজন হয়ে তাঁর জীবনের সব গোপন কথা জেনে নিতে চাইল।

হঠাৎ মাদাম মেরিলি এসে ঘরে ঢুকলেন। দুর্বোধ্য হাসি হেসে দুরয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্বামীর সামনে তাঁর হাতটা আর আগের মত চুম্বন করল না সে। আগের থেকে মাদাম মেরিলিকে শান্ত দেখালেও কথাবার্তায় বেশ একটা উচ্ছলতা ছিল। এই উচ্ছলতার দ্বারা তিনি যেন সব কিছুকে সহজ ও স্বাভাবিক করে নিতে চাইলেন। লরিণ এসে ভয়ে ভয়ে দুরয়ের সামনে কপাল তুলে দিয়ে দাঁড়াল। আগের থেকে তাকে শান্ত দেখাচ্ছিল। তার মা তাকে বললেন, কই, আজ ও'কে বেল আমি বললে না?' একথায় লজ্জা পেয়ে গেল লরিণ, যেন একথাটা তার বাবার সামনে না তোলাই ভাল ছিল। যেন একথা তার অন্তরের এক গোপন অপরাধের কথা।

ফরেস্টিয়াররা এসে গেলে ফরেস্টিয়ারের শরীরের অবস্থা দেখে সকলেই ভয় পেয়ে গেল; এক সপ্তার মধ্যেই সে ভয়াবহভাবে রোগা আর মলিন হয়ে গেছে এবং অনবরত কাশছে। সে বলল, পরের বৃহস্পতিবার ডাক্তারের অপরিহার্য পরামর্শের তাড়নায় কেনস্ যাচ্ছে। তারা তাড়াতাড়ি চলে গেল। দুরয় তার মাথা নেড়ে বলল, ওর শরীরটা দারুণ খারাপ। ও আর বেশিদিন বাঁচবে না।

মাদাম মেরিলি শান্তভাবে বললেন, হ্যাঁ, ওর অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গেছে। তবে ভদ্রলোকের স্ত্রীভাগ্য খুব ভাল।

দুরয় প্রশ্ন করল, ওর স্ত্রী কি ওকে অনেক সাহায্য করে?

ও-ই ত সব করে। ও সবকিছুই জানে। কোথাও গিয়ে বা না দেখেও ও

www.BanglaBook.org

সবাইকেই প্রায় চেনে। ও যা চায় তাই পায়। ও অতিশয় বুদ্ধিমতী, আর পাঁচজনের থেকে চতুর ও আদর্শ স্ত্রী।

জর্জ বলল, স্বামীর মৃত্যুর পর উনি আবার বিয়ে করবেন নিশ্চয়।

মাদাম মেরিলি উত্তর করলেন, হ্যাঁ, এর মধ্যেই একজন ডেপুটিকে ওর চোখে লেগেছে, আর ও যদি তাকে বিয়ে করে তাহলে আমি আশ্চর্য হব না। অবশ্য তাঁর দিক থেকে যদি কোন বাধা না থাকে। অবশ্য কোন নীতিগত বাধা থাকলে সেকথা আলাদা।

মঁসিয়ে মেরিলি অসহিষ্ণু হয়ে প্রতিবাদ করলেন, তোমরা সব সময় অন্যের সম্পর্কে যত সব কুৎসিত সন্দেহ করে থাক। পরের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যেও না। আমরা প্রত্যেকে আমাদের বিবেক অনুসারে কাজ করে যাব। এটা প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত।

অন্তরে অস্বস্তি নিয়ে চলে গেল দুরয়। মনে কতকগুলো অস্পষ্ট পরিকল্পনা গজগজ করছিল। পরের দিন সে ফরেস্টিয়ারের বাড়ি গেল। গিয়ে দেখল তাদের মোটঘাট বাঁধা সব হয়ে গেছে। সোফার উপর সটান শুয়ে শার্ল তার শ্বাসকষ্টের কথা বলছিল। বারবার বলছিল, আমার একমাস আগেই ওখানে যাওয়া উচিত ছিল।

তারপর সে অফিসের ব্যাপারে জর্জকে একগাদা পরামর্শ দিল, যদিও এ ব্যাপারে মালিক ওয়ালটারের সঙ্গে সব কথা হয়ে গেছে তার। যাবার সময় করমর্দন করে ফরেস্টিয়ারকে বলল, তাহলে বন্ধু আশা করি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। মাদাম ফরেস্টিয়ার দুরয়কে বাড়ির বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলে দুরয় বলল, আমাদের চুক্তি আপনি ভোলেননি ত? আমরা পরস্পরের বন্ধু তাই নয় কি? সুতরাং যদি আমাকে কখনো আপনার প্রয়োজন হয় তাহলে কোন কুণ্ঠাবোধ করবেন না। একটা চিঠি বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে খবর দেবেন। আমি সেইমত কাজ করব।

মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, 'ধন্যবাদ, আমি ভুলব না।' তাঁর চোখ দেখে দুরয় বুঝতে পারল এ ধন্যবাদ তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসছে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে যাবার সময় দুরয় মঁসিয়ে ভ্যাড্রেককে দেখতে পেল যাঁকে সে আগেও দেখেছে। ভ্যাড্রেককে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল, বোধহয় ফরেস্টিয়াররা চলে যাচ্ছে বলে। সৌজন্যবশত দুরয় নত হয়ে অভিবাদন জানাল। ভ্যাড্রেকও প্রতিনমস্কার জানাল ভদ্র অথচ নীরসভাবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যায় ফরেস্টিয়াররা বাইরে চলে গেল।

শার্ল ফরেস্টিয়ারের অনুপস্থিতি ভাই ওয়ালটার অফিসে সম্পাদকীয় বিভাগে দুরয়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল। বিভিন্ন সম্পাদকদের লেখা সম্পাদকীয়গুলোতে দুরয়ের সই না থাকলে, সে দায়িত্ব না নিলে মালিক তা ছাপাবেন না। দুরয়কে নিয়ে অন্য কয়েকটি খবরের কাগজে কয়েকবার বিতর্ক দেখা দিল। কিন্তু সে সব প্রশংসার সঙ্গে কাটিয়ে উঠল দুরয়। বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে

www.BanglaBook.org

উঠল ভালভাবে এবং এর ফলে অদূরে ভবিষ্যতে তার রাজনৈতিক সম্পাদকের পদলাভের ভিত্তি গড়ে উঠল। শুধু একটা মেঘ দেখা দিল দিগন্তে। প্লিউম নামে একটি ছোট পত্রিকা বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে লাগল তাকে। এইসব আক্রমণ চালাত একজন অজ্ঞাতনামা লেখক। একদিন জ্যাক রাইভেল দুরয়কে বললেন, তোমার ধৈর্য খুব বেশী।

দুরয় বলল, কি করব বলুন। এ ত আর সরাসরি আক্রমণ নয় ?

কিন্তু একদিন বিকালে সম্পাদকের ঘরে দুরয় ঢুকতেই বয়রেণার্দ প্লিউম-এর একটা সংখ্যা দিয়ে বললেন, আবার আপনার প্রতি একটা ঘৃণ্য আক্রমণ চালিয়েছে।

কি ব্যাপার ?

এমন কিছু না—পুলিশ কর্তৃক মাদাম অর্বার্তের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে।

'দুরয়ের সর্বশেষ' এই শীর্ষক একটি লেখা পড়তে লাগল দুরয়। লেখাটিতে আছে, "ভাই ফ্রাঁসোয়ার প্রখ্যাত সাংবাদিক আজ আমাদের জানিয়েছেন, পুলিশ কর্তৃক মাদাম অর্বার্তের গ্রেপ্তারের যে খবর আমরা ঘোষণা করেছিলাম তা আমাদের কল্পনাপ্রসূত। এই বিতর্কিত ভদ্রমহিলা ১৮ রু্য দ্য মঁমার্তেরে এই ঠিকানায় থাকেন। আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে ওয়ালটারের ব্যাঙ্কের লোকেরা পুলিশকে সমর্থন করেছে নিজেদের স্বার্থে, যে পুলিশ তাদের লাভের ভাগ নেয়। আর উপরোক্ত সাংবাদিকের নিকট আমাদের নিবেদন তিনি যেন আমাদের আরো মজার মজার খবর দেন—যেমন এখন সব মৃত্যুসংবাদ যা পরের দিন মিথ্যা প্রমাণিত হবে, যে যুদ্ধ কখনও কোথাও হয়নি সেই মিথ্যা যুদ্ধের খবর, রাজরাজরাদের সেইসব কথা যে কথা তাঁরা কোনদিন বলেননি,—এই সব কত রকমের আজগুবি খবর যাতে তাদের ও তাদের মালিকের লাভ হবে তা যেন পরিবেশন করেন।"

বিরক্তির থেকে বিস্ময় অনুভব করল দুরয় বেশী। না, এ আর সহ্য করা যায় না। বয়রেণার্দ বললেন, এ তথ্য কে আপনাকে দিয়েছিল ?

দুরয় একটু ভেবে নিল, সেকথা সে ভুলে গেছে। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, এ খবর দিয়েছিল পোতিন। দুরয় প্লিউমের লেখাটা আবার পড়ল। এতে সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সে একবার বলে উঠল—ওরা কি বলতে চায় আমি এই মিথ্যা খবরের জন্যই মাইনে—

বয়রেণার্দ তাকে বাধা দিয়ে বলল, ওরা তাই বলতে চায়। আমাদের মালিক এসব পছন্দ করেন না। কিন্তু প্রায়ই আমাদের কাগজে এইসব খবর ছাপা হয়।

পোতিন আসতেই দুরয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি প্লিউমের লেখাটা দেখেছেন ?

হ্যাঁ আমি পড়েছি, আমি মাদাম অর্বার্তের কাছেও গিয়েছিলাম। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এ খবরের সত্যিই ভিত্তি নেই।

দুরয় তাড়াতাড়ি মালিকের ঘরে চলে গেল। ওয়ালটার শান্তভাবে বসেছিলেন। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, তুমি ভদ্রমহিলার কাছে নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করো। তারপর ওদের খবরটার প্রতিবাদ করে বিবৃতি দাও যাতে এধরনের কথা তোমার বিরুদ্ধে লেখা না হয়। এধরনের কথা তোমার কাগজের ও আমার পক্ষে সত্যিই বিরক্তিকর।

দুরয় সঙ্গে সঙ্গে পোতিনকে সঙ্গে করে সেই বিতর্কিত মহিলার বাড়ির ঠিকানায়

www.BanglaBook.org

চলে গেল। বাড়ীটা বড়। পশমী জ্যাকেট পরা একজন বৃদ্ধা মহিলা দরজা খুলে দিলেন। পোতিনকে দেখে মহিলাটি বললেন, আপনারা কি চান?

পোতিন বললেন, আমি এই ভদ্রলোককে এনেছি, ইনি একজন পুলিশের ইনস্পেকটার; ইনি আপনার মুখ থেকে ঘটনাটা শুনতে চান।

ঘরের ভিতর ওদের নিয়ে গিয়ে মহিলাটি বললেন, এর আগেও দুদিন দুজন খবরের কাগজের লোক এসেছিল।

আচ্ছা আপনাকে কি পুলিশে কোনদিন গ্রেপ্তার করেছিল?

হাত তুলে অসম্মতি জানিয়ে মহিলাটি বললেন, আমার জীবনে কখনো না। ঘটনাটা হচ্ছে এই। এক মাংসওয়ালার কাছে আমি মাংস নিই। তার মাংসটা ভাল, কিন্তু ওজন কম। সেটা দেখেও আমি কিছু বলিনি। কিন্তু সেদিন আমার মেয়ে-জামাই এসেছিল বাড়ীতে, আমি দু পাউন্ড চপের মাংস চাইলাম। সে আজেবাজে জিনিস দিতে লাগল। আমি প্রতিবাদ করায় সে আমায় বুড়ো হাঙ্গর বলে গাল দিল। আমি তাকে জোচ্চোর বললাম; এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া হতে প্রায় একশ লোক জমা হলো। অবশেষে একজন পুলিশ এসে আমাদের থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিল। সেই থেকে সেই মাংসওয়ালার দোকানে আর আমি যাই না।

ঘটনাটা মহিলাটি বলে বললেন, এই হচ্ছে ব্যাপারটা। দুরয়কে একপাত্র মদ খেতে দিলেন মহিলাটি। কিন্তু দুরয় তা খেল না। মহিলাটি বললেন, মাংসওয়ালার ওজন সম্বন্ধে যদি কিছু আপনাদের কাগজে লেখেন ত ভাল হয়।

অফিসে গিয়ে দুরয় একটা প্রতিবাদ লিখল: প্লিউম পত্রিকায় কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখক এক বৃদ্ধ মহিলাকে কেন্দ্র করে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চান। তিনি জানিয়েছিলেন মহিলাটিকে পুলিশের একজন গ্রেপ্তার করেছিল। আমি তা অস্বীকার করছি। আমি নিজে মাদাম অবার্তের সঙ্গে দেখা করেছি— তাঁর বয়স ষাট। তিনি আমাকে নিজের মুখে বলেছেন তাঁর সঙ্গে এক কশাই-এর মাংসের ওজন নিয়ে ঝগড়া হয় এবং তার জন্য পুলিশের কাছে তাঁদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কিন্তু কাউকেই এ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই। উপরোক্ত অজ্ঞাতনামা লেখক অন্যান্য যেসব কটাক্ষ করেছেন আমার উপর আমি তা ঘৃণা করি, সেগুলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে মনে করি আমি। তা ছাড়া যিনি দায়িত্বের ভয়ে নিজের নাম গোপন করে কোন অভিযোগ তোলেন তাঁর কথার জবাব দেওয়াই চলে না। জর্জ দুরয়।

মঁসিয়ে ওয়ালটার ও জ্যাক রাইভেল এসে প্রতিবাদপত্রটা দেখে সন্তোষজনক মনে করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেটা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে বললেন। মনে উত্তেজনা ও অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি-চলে গেল দুরয়। লোকটা কে? কি উত্তর দেবে সে তার এই প্রতিবাদের? পরদিন সকালেই তাদের কাগজে প্রতিবাদটা ছাপা হলো। দুরয়ের মনে হলো সেটা কড়া হয়ে গেছে, কয়েকটা কথা একটু নরম করে দিলে ভাল হত। সে রাতেও ঘুম হলো না। এর পরদিন প্লিউম পত্রিকায় এর আবার উত্তর পাওয়া যাবে।

পরের দিন সকাল থেকেই আবার দারুণ শীত পড়ল। রাস্তার দুধারে বরফ পড়েছে। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে প্লিউম কাগজটা খুঁজতে গেল। 'আফ্রিকার স্মৃতিকথা'র উপর তার সেই প্রথম কিস্তির লেখাটা প্রকাশের সময় ঠিক এমনি একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উত্তেজনা অনুভব করেছিল। কাগজটা কোনরকমে হাতে পেয়েই উত্তরটা খুঁজতে লাগল দুরয়। অবশেষে তা পেয়ে পড়তে লাগল। "ভাই ফ্রাঁসোয়ার মঁসিয়ে দুরয় আমাদের লেখার প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রতিবাদ করতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন মাদাম অবার্ত নামে একজন মহিলা আছেন এবং তাঁকে একজন পুলিশের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। শুধু দুটো কথার মারপ্যাঁচ। এটা আমাদের কিছু দোষ না। সাংবাদিকদের বুদ্ধি ও প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে বিবেক বলে একটা জিনিস থাকা উচিত। আমি আমার নাম সই করতে ভীত নই। লুই ল্যাঙ্গরেমঁত।"

দুরয়ের হৃৎপিণ্ড জোরে লাফাতে লাগল। বাসায় গিয়ে পোশাক পরতে লাগল। কিন্তু কি পরছে সে যেন নিজেই তা জানে না। তাকে স্পষ্ট অপমান করা হয়েছে। কিন্তু কেন? কোন সঙ্গত কারণ নেই। এমন একজন কশাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দুরয় মঁসিয়ে ওয়ালটারের বাড়িতে চলে গেল। তখন সকাল সবেমাত্র আটটা। ওয়ালটার উঠে গম্ভীরভাবে প্লিউম কাগজটাই পড়ছিলেন। দুরয়কে দেখে তিনি গম্ভীরমুখে বললেন, এখন তুমি পিছিয়ে আসতে পার না। যাও, এখনই রাইভেলের সঙ্গে দেখা করো। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে।

কিছু না বলে দুরয় জ্যাক রাইভেলের কাছে চলে গেল। তিনি তখনো ওঠেননি ঘুম থেকে। ঘুম থেকে উঠে প্লিউম কাগজটা পড়ে বললেন, ডুয়েলের মাধ্যমে এ অপমানের শোধ নিতেই হবে। তোমার কি মনে হয়, কে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী?

আমি ঠিক জানি না।

বয়রেণার্দ নয়? তোমার কি মনে হয়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বয়রেণার্দ।

তুমি ভাল তলোয়ার খেলতে জান?

না, মোটেই না।

বাজে, পিস্তল ছুঁড়তে জান?

একটু একটু।

আমি যখন অন্য সব ব্যাপারগুলো দেখব তখন তুমি ওটা ভাল করে অনুশীলন করবে। একটু দাঁড়াও।

রাইভেল ভিতরে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে ও পোশাক পরে এলেন; এসে বললেন, 'এবার এস।' জ্যাক রাইভেল থাকতেন একটা ছোট বাড়ির একতলায়। একটা ঘরে টেবিলের উপর দুটো পিস্তল রেখে সামনে লাল নীল রঙ মাখানো লোহার একটা মানুষকে দেখিয়ে রাইভেল কড়া গলায় হুকুম দিলেন, প্রস্তুত? গুলি করো,—এক—দুই—তিন।

দুরয়ের বাবার একটা পিস্তল ছিল, সেটা নিয়ে ছেলেবেলায় খেলা করত দুরয়। তার কিছুটা অভ্যাস ছিল। এবার পিস্তল ধরে রাইভেলের কথামত তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকেই গুলি করল দুরয়। রাইভেল খুশি হয়ে উঠল, ঠিক আছে, তুমি পারবে।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় রাইভেল বলে গেলেন, আমি যাচ্ছি, তুমি দুপুর পর্যন্ত এইভাবে গুলি করে চল। প্রচুর মশলা আছে। কুণ্ঠা করো না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোতাবেক মত সেগুলো খরচ করো. আমি এসে তোমায় লাঞ্চ খেতে নিয়ে যাব। আর কি কি হলো তা বলব।

রাইভেল চলে গেলে একা একা কিছুক্ষণ গুলি চালনা করার পর বসে বসে ভাবতে লাগল দুরয়। ভাবল, এতে কি হবে? 'ডুয়েল' লড়ায় লাভ কি হবে? এর মাধ্যমে কি মানুষের স্বভাবের কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব? যদি একজন অপমানিত ভদ্রলোক বাজে একটা কাপুরুষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তার জীবন বিপন্ন করে তাহলে তাতে লাভ কি হবে? হঠাৎ ভেরেনীর কথাটা মনে পড়ে গেল বিষাদগ্রস্ত দুরয়ের। ভেরেনী সেদিন তাকে বলেছিলেন, বেশীর ভাগ লোকই মনের দারিদ্র্যে ভোগে। তাদের ভাবধারা ভুল, স্বার্থচিন্তা অতি সাধারণ, নীতিবোধ দুর্বল। নিজের মনে মনে স্বীকার করল দুরয়, তিনি ঠিকই বলেছেন।'

পিপাসা পেয়েছিল। একটু জল খেয়ে নিয়ে আবার ভাবতে লাগল দুরয়। এই ঘরটা কবরের ভিতরের মতই অন্ধকার। বড় রাস্তার গাড়ি ঘোড়ার শব্দ দূরাগত ঝড়ের মত অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। মনে হলো সে যেন কোন গারদখানায় আছে। এখন বেলা কত কে জানে। হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেল দুরয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক রাইভেল বয়রেণার্দকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, সব ঠিক হয়ে গেছে।

বয়রেণার্দ বললেন, ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি দিলে যদি ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয় তাহলে তাই দেব।

রাগে তখনো কাঁপছিল দুরয়। বলল, ধন্যবাদ।

রাইভেল বললেন, ল্যাঙ্গরেমঁত এসব বিষয়ে ওস্তাদ। ও আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। পঁচিশ পা এগিয়ে আদেশ মত একটামাত্র গুলি। বুঝলেন বয়রেণার্দ? নিজে একটা গুলি করে দেখিয়ে দিল রাইভেল। তারপর বলল, চল, এবার গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া যাক।

নিকটবর্তী এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে তারা লাঞ্চ খেল। দুরয় কোন কথা বলল না। সামান্য কিছু খেল। তারপর বয়রেণার্দের সঙ্গে বিকালের দিকে অফিসে গেল। আনমনে কিছু কাজকর্ম করল যন্ত্রের মত। এক সময় জ্যাক রাইভেল এসে বললেন, কাল সকাল সাতটায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। দুরয় ভাবতে লাগল, কোথাও সে যায়নি, কারো সঙ্গে একটা কথাও বলেনি অথচ কত তাড়াতাড়ি সবকিছু ঠিক হয়ে গেল।

দুরয় বাসায় ফিরে গেল রাত নটায়। ঘরে একা পায়চারি করতে লাগল। এক নিবিড় অস্বস্তিতে মনটা এমনভাবে ভরে ছিল যে সে কিছু ভাবতেই পারছিল না। তার মনে তখন এক চিন্তা, আগামী কাল সকালে তাকে ডুয়েল লড়তে হবে। একদিন সে ছিল যোদ্ধা। আরবদের বিরুদ্ধে সে নিজে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু তাতে বিপদের ঝুঁকি কম ছিল। যাই হোক, সে তার কর্তব্য পালন করেছে।

দুরয় বসে পড়ে আবার ভাবতে লাগল। লোকটা কি অসভ্য! তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কার্ডটা টেবিলে পড়ে ছিল। ঠিকানাটা পড়ল দুরয়, লুই ল্যাঙ্গরেমঁত, ১২৬ রু মঁমার্তরে। কে এই লোকটা? তার বয়স কত? দেখতে কেমন? একটা কশাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করা সামান্য এক বৃদ্ধ মহিলার জন্য যে একজন অপরিচিত লোক এসে

www.BanglaBook.org

অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে এটা সত্যি সত্যিই বিরক্তিকর। মনে মনে বলল, লোকটা কি অসভ্য!

আবার উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তামগ্ন অবস্থায় কার্ডটার দিকে নজর দিল। রাগ আর অস্বস্তি দুটোই অনুভব করতে লাগল দুরয়। একটা কাঁচি নিয়ে লোকটার নামের অক্ষরগুলোকে খুঁচতে লাগল এক নিবিড় প্রতিহিংসায়। তাকে লড়তেই হবে। তরোয়াল হলে ভালই হত, তার যেখানে হোক তরোয়ালটা বসিয়ে দিয়ে মনের ঝাল মেটানো যেত, কিন্তু পিস্তলের ত কোন ঠিক নেই। যাই হোক, আমাকে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতেই হবে।

এক গ্লাস জল খেয়ে ঘুমোতে গেল দুরয়। বিছানাটা বেশ গরম হলেও ঘরটা খুব ঠান্ডা। তাছাড়া মনেতে দারুণ অস্বস্তির জন্য ঘুম আসছিল না। শুধু এপাশ ওপাশ করছিল। সে কি খুব ভয় পেয়ে গেছে। উঠে আবার জল খেল। কিন্তু সে ভয়ের কোন কারণ খুঁজে পেল না।

না না, ভয় করবে না, সে ঠিক করে ফেলল। সে ভয়ে কিছুতেই পিছোবে না। কিন্তু একটা কথা বুঝল না, সে ভয় করতে না চাইলেও ভয় আসছে কেন মনে। মানুষ না চাইলেও কি ভয় করতে পারে? ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে এল সংশয়। যদি দেখা যায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী তার থেকে বেশী শক্তিমান তাহলে কি হবে? তবু সে লড়াই করবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি সে পিছিয়ে পড়ে, যদি সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে? দুরয় তার পদমর্যাদা, তার যশ, মান, তার ভবিষ্যৎ প্রভৃতির কথা না ভেবে পারল না। উঠে বাতি জেবলে আয়নাটায় নিজের মুখখানাকে দেখল। তার মুখটা কেমন ম্লান আর চোখগুলো বড় বড় দেখাচ্ছে। আবার বিছানায় গিয়ে চিৎ হয়ে শুলো। কিন্তু বিছানাটা খুব ঠান্ডা মনে হলো। উঠে আগুন জ্বালল ঘরে। এক অজানা ভয়ে হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার। সে ভেবে পেল না কি করবে কি তার হবে? যদি তার কোন দুর্ঘটনা ঘটে? তার বাবা ও মাকে কথাটা একবার জানিয়ে রাখা ভাল। তাই চিঠি লিখতে বসল দুরয় না শুয়ে। লিখল: প্রিয় বাবা ও মা, সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডুয়েল লড়তে হবে আর তাতে এও হতে পারে যে— এর বেশী লিখতে পারল না সে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। কিন্তু উপায় ত নেই, তাকে যেতে হবে সেখানে সকাল হলেই। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি ভাল পিস্তল ছুঁড়তে পারে। আর নিশ্চয় তা পারে তা না হলে এককথায় সে কখনো এ ব্যাপারে কোন আলোচনা না করেই রাজী হয়ে যেত না। কাল সকালে ওদের সঙ্গে দেখা হলে সে কি কি করবে বা বলবে সেকথা ভেবে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। হঠাৎ এক বোতল ব্র্যান্ডি বার করে তিন চুমুকে সেটা খেয়ে নিল। গা টা বেশ একটু গরম হলো। এবার সে মনে মনে বলতে লাগল, ঠিক করেছি আমি ঠিক করেছি।

তখন ভোর হয়ে আসছে। ঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল দুরয়। পূবের শান্ত আকাশে তারাগুলো একে একে ডুবে যাচ্ছে। একে একে আলো ফুটে উঠছে। রেলের সমস্ত লাল আলোগুলো জ্বলছে তখনো। প্রথম ট্রেন ছাড়ার জন্য ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে। দুরয়ের একবার মনে হচ্ছে, 'এই সবকিছু আমি হয়ত আর দেখতে পাব না।' তবে এখন কিছুই ভাবা যায় না।

সকালে উঠে দাড়ি কামাবার সময় তার মনে হলো আয়নার যেন এই শেষবারের মত দেখছে তার মুখের প্রতিবিম্ব। আর একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে নিল সে, পোশাক পরা

www.BanglaBook.org

শেষ করল। আর এক ঘণ্টা সময় আছে। তারপর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। তার সহকারী এরই মধ্যে এসে গেছে?

রাইভেল এসে বললেন, ঠিক সাইবেরিয়ার মত ঠাণ্ডা পড়েছে। তারপর কেমন আছ?

খুব ভাল।

তুমি বেশ শক্ত আছ ত?

সম্পূর্ণ।

তাহলে ঠিক আছে। আমাদের জিত হবেই। তুমি কি কিছু খেতে চাও?

হ্যাঁ, কিছু পান করলে ভাল হয়।

বয়রেণার্দ কিছু হলুদ ও সবুজ রঙের ভাল মদ আনল। এ মদ আনাতে দুরয় তাকে কখনো দেখেনি। তারা নীচে নেমে গেল। দুরয় দেখল বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একজন ভদ্রলোক রয়েছেন। রাইভেল পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি ডাক্তার ব্রুমেঁত। রাইভেলের কথামত পিছনের সীটে ডাক্তার ও দুরয় বসল।

ডাক্তার কিছু কথা বলছিলেন আর রাইভেল তার উত্তর দিচ্ছিল। তার মনের জোর যে এখনো আছে একথা বাইরে দেখানোর জন্যে দুরয় কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারল না। কোন কথা খুঁজে পেল না।

গাড়িটা নির্দিষ্ট জায়গায় যখন এল তখন বেলা নটা বাজে। শীতের সোনালী উজ্জ্বল রোদে সবকিছু চকচকে ও স্বচ্ছ দেখাচ্ছিল কাঁচের মত। কুয়াশাঢাকা গাছগুলো থেকে বরফগলা জল ঝরে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা। নীল আকাশটা আয়নার মত ঝকঝকে দেখাচ্ছিল। সূর্যের আলোটা মোটেই গরম লাগছিল না।

পিস্তলে নিজের হাতে গুলি ভরে দিলেন রাইভেল। বললেন, আমাদের 'টস' করে দেখতে হবে কারা আগে গুলি ছুঁড়বে।

দুরয় নির্বিকারভাবে বলল, 'ধন্যবাদ'। রাইভেল তাকে সবকিছু ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। কারণ রাইভেলের সব সময় চিন্তা হচ্ছিল দুরয় যেন কোন ভুল না করে। তিনি বারবার দুরয়কে বলে দিলেন, যখন তারা বলবে, আপনি প্রস্তুত? আপনি তখন জোর গলায় বলবেন হ্যাঁ। যখন তারা বলবে, গুলি করুন, তখন আপনি হাত তুলবেন তাড়াতাড়ি এবং তারা তিন গুণতে না গুণতে আপনি গুলি করবেন।

দুরয় তখন ছেলেমানুষের পড়া মুখস্ত করার মত আপন মনে বারবার মুখস্ত করতে লাগল কথাটা, তারা গুলি করো বললেই আমি হাতটা তুলব।

গাড়িটা যেতে যেতে বনের দিকে মোড় ঘুরল। প্রথমে ডান দিকে তারপর বাঁ দিকে। তারপর একসময় এক জায়গায় গাড়িটা থেমে গেল। তার ভয় হচ্ছিল, গাড়িটা যদি হঠাৎ এ্যাক্সিডেণ্টে পড়ে আর তার একটা পা ভেঙ্গে যায় তাহলে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে। দুরয় দেখল ঠিক সেই জায়গায় আর একটা গাড়ি এসে পৌঁছল এবং চারজন ভদ্রলোক সেই গাড়ি থেকে নামলেন। সেকেণ্ডরা অর্থাৎ দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সহকারীরা করমর্দন করলেন পরস্পরের সঙ্গে। তারপর তাঁরা জায়গাটা মেপে পরীক্ষা করলেন। তারপর টসের ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তার ব্রুমেঁত দুরয়কে বললেন, আপনি ভাল আছেন? আপনি কি কিছু চান?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না, কিছুই না। ধন্যবাদ। দুরয়ের মনে হচ্ছিল সে পাগল হয়ে গেছে, অথবা সে ঘুমোচ্ছে? হয়ত এক অতিপ্রাকৃত শক্তি ভর করেছে তার উপর। সে কি ভয় পেয়ে গেছে? সে কিছুই জানে না, সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেছে তার মধ্যে।

জ্যাক রাইভেল খুশি হয়ে এসে বললেন, ভাগ্যবলে আমরাই আগে গুলি করব।

দুরয়ের সেকথায় কোন খেয়াল নেই। তার গা থেকে ওভারকোটটা খুলে নেওয়া হলো এবং তার হাতে পিস্তল তুলে দেওয়া হলো। দুরয় দেখল তার সামনে একজন বেঁটে মোটাসোটা টাকমাথা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখে চশমা। সে বুঝল উনিই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। হঠাৎ দূর থেকে এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। আপনি কি তৈরী?

দুরয় উত্তর করল. হ্যাঁ।

সেই কণ্ঠস্বর আবার বলল, গুলি করো।

দুরয় যেন তার সামনে কিছুই দেখছিল না, কিছুই শুনছিল না, কোন কিছুই লক্ষ্য করছিল না। সে শুধু বুঝল, সে হাতটা তুলে পিস্তলের ট্রিগারটা টেনেছে। কিন্তু কোন শব্দ শোনেনি। শুধু তার পিস্তলটার নলের কাছে একরাশ ধোঁয়া দেখতে পেল। আর দেখল তার সামনে সেই ভদ্রলোক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন। আরো দেখল ভদ্রলোকের মাথার উপরে ধোঁয়ার ছোট্ট একটা পাতলা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দুরয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীও গুলি করল। কিন্তু লাগল না। যাই হোক, এইভাবে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার ও তার সহকারীরা এসে প্রশ্ন করল তাকে, আপনি আহত হননি ত?

দুরয় এলোমেলোভাবে বলল, না, আমার ত মনে হয় না।

ল্যাঙ্গরেমঁতের দেহেও কোন আঘাত লাগেনি। রাইভেল অসন্তোষের সঙ্গে বলে উঠলেন, আসলে আমার পিস্তলটারই দোষ। এটাতে এই হয়। হয় এতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, না হয় এর আঘাত মারাত্মক হয়।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দুরয়। বিস্ময় ও আনন্দের উত্তেজনায় অসার হয়ে গিয়েছিল যেন তার সব অনুভূতি। হঠাৎ মনের মধ্যে জোর একটা সাহস খুঁজে পেল দুরয়। মনে হলো সে আবার জগতের যেকোন লোককে আহ্বান করতে পারবে ডুয়েলে।

সেকেণ্ডরা ঠিক করল আজকের মধ্যেই এর একটা পুরো বিবরণ তারা লিখে ফেলবে। এরপর দুরয়রা আবার সেই গাড়িটাতে গিয়ে উঠল। বাজারে গিয়ে প্রাতরাশ খেল। দুরয় রাইভেলকে বলল, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছিলেন আমি ত একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

রাইভেল বললেন, তুমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে।

অফিসে যেতেই মঁসিয়ে ওয়ালটার তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বাঃ বাঃ তুমি ভাই ফ্রাঁসোয়ার সম্মান রক্ষা করেছ, ধন্যবাদ।

সন্ধ্যার সময় দুরয় বড় খবরের কাগজের অফিসে বাজারের বড় কাফে ও রেস্তোরাঁয় বেড়াতে লাগল। দুরয় দুবার তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পেল। কিন্তু কোন কথা বলল না। ডুয়েলের প্রথা অনুসারে কারো গায়ে কোন আঘাত লাগেনি বলে কেউ কথা বলতে পারবে না কারো সঙ্গে। দুজনের মধ্যে একজনের গায়ে আঘাত লাগলেও

www.BanglaBook.org

তারা করমর্দন করতে পারত।

পরদিন বেলা এগারোটার সময় একটা টেলিগ্রাম পেল দুরেয়। তাতে লেখা আছে, দারুণ ভয় পেয়ে গেছি। এখনি চলে এস। রুয় দ্য কনস্তান্তিনোপল। ভালবাসা ও চুম্বন। সত্যিই তুমি কত বড় বীর! তোমার গুণমুগ্ধা ক্লো।'

দুরেয় তাড়াতাড়ি সেখানে চলে গেল। তাকে ঘরে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তার আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দিল ক্লো। চুম্বনে চুম্বনে তার সারা মুখখানা ভরে দিল। তারপর বলল, প্রিয়তম, আজ সকালে খবরের কাগজে খবরটা দেখে কি ভয়ই না পেয়েছিলাম আমি। এবার আমাকে সব কথা খুলে বল। আমি সব কিছু জানতে চাই। আগের রাতে বোধহয় তোমার ঘুমই হয়নি?

না, আমি ত ভালই ঘুমিয়েছিলাম।

আমি হলে চোখে-পাতায় করতে পারতাম না। আমাকে যা হয়েছে সব বল।

দুরেয় এক নাটকীয় বিবরণ দান করল। মাঝখানে কুড়ি পায়ের ব্যবধান রেখে আমরা যখন সামনাসামনি দুদিকে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়লাম, তখন জ্যাক চীৎকার করে উঠল, চালাও। আমি তখন হাত তুলে তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলাম। কিন্তু আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। কারণ ওধরনের পিস্তলে গুলি চালাতে আমি অভ্যস্ত নই। সেই লোকটাও ভালই গুলি করতে পারে। কিন্তু তার গুলিটাও আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল।

তখনো ক্লো দুরেয়ের কোলে বসে গলাটা জড়িয়ে ধরে ছিল। দুরেয়ের কথাটা শেষ হতেই বলে উঠল, ও আমার গরীব প্রিয়তম। তুমি কি জান, আমি তোমাকে ছাড়া একেবারেই থাকতে পারি না। প্রায়ই তোমাকে দেখতে মন চায়। কিন্তু প্যারিসে আমার স্বামী থাকাকালে তা সম্ভব না। সকালে একঘণ্টা করে সময় করে তুমি ওঠার আগেই তোমার ওখানে গিয়ে তোমাকে চুম্বন করে আসতে পারি। কিন্তু তোমার সেই ভয়ঙ্কর বাড়িটাতে ঢুকতে পারব না আমি। এখন তাহলে উপায়?

দুরেয় বলল, এ ঘরটার ভাড়া কত?

মাসিক একশ ফ্রাঁ।

ঠিক আছে, আমি এই ঘর দুটো আমার নামে ভাড়া নিয়ে নেব। আমি এখানেই বাস করব। আমি যে বাসায় থাকি আমার পদমর্যাদার সঙ্গে সেটা খাপ খায় না।

একটু ভেবে ক্লো বলল, না তা হয় না।

অবাক হয়ে দুরেয় বলল, কেন তা হয় না?

কারণ আমি তা চাই না।

সেটা ত কোন যুক্তি না। বাসাটা আমার ভাল লেগেছে, তাছাড়া আমার নামেই এটা ভাড়া নেওয়া আছে।

না না, তাহলেও তা হবে না।

কেন?

ক্লো তখন চুপিচুপি বলল, কারণ তুমি এখানে বাইরে থেকে মেয়ে আনবে। আমি সেটা সহ্য করতে পারব না।

দুরেয় রেগে গেল। না, কখনই তা আমি করব না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না তুমি আনবেই।

না কখনো না। বলছি না।

সত্যি!

না আমি শপথ করে বলছি। এ বাসা আমাদের নিজস্ব, এখানে অন্য কেউ আসবে না।

আবেগে আরো নিবিড়ভাবে দুরয়কে কাছে টেনে নিল ক্লো, তাহলে তাই হোক প্রিয়তম। তবে জেনে রেখো, একবার যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা করো তাহলে সব-কিছু শেষ হয়ে যাবে।

দুরয় বারবার শপথ করল। তারপর ঠিক হলো সেইদিনই এ বাসায় চলে আসবে সে। পরে ক্লো বলল, রবিবার দিন আমাদের বাড়িতে এসে খাবে। আমার স্বামীর তোমাকে ভাল লেগে গেছে।

সত্যি? হ্যাঁ, তুমি তার মন জয় করে ফেলেছ। আর একটা কথা, তুমি পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছিলে না?

হ্যাঁ, কিন্তু কেন?

তাহলে তুমি কৃষিকাজ সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু জান।

হ্যাঁ।

তাহলে আমার স্বামীর সঙ্গে তুমি বাগান সম্বন্ধে কিছু কথা বলো। উনি ওসব খুব ভালবাসেন।

নিশ্চয় বলব। আমি ভুলব না।

আবার একবার দুরয়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে চুম্বন করে ক্লো চলে গেল। ডুয়েলের ঘটনাটা যেন দুরয়ের প্রতি তার ভালবাসাটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

অফিস যাবার সময় দুরয় ভাবতে লাগল, কী আশ্চর্যই না মেয়েটা, ও কি চায় আর কি চায় না তা ও নিজেই জানে না। আর ওদের সংসারটাই বা কি আশ্চর্য ধরনের। সেই বুড়ো লোকটা কিকরে যে এই পাগলা মেয়েটাকে বিয়ে করল তা কে জানে। হয়ত ভালবাসা, তবে মোটের উপর মেয়েটা সুন্দরী আর ভালই, ওকে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষেই বোকামি হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ডুয়েলের ঘটনাটা ভাই ফ্রাঁসোয়ার অফিসে দুরয়ের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে। সে এখন অন্যতম বড় সম্পাদক হয়ে উঠেছে। তবে কোন কিছু লিখতে গিয়ে বিষয়-বস্তু নির্বাচন করতে বা মূল পরিকল্পনাটা খাড়া করতে পারত না বলে দুরয় সব সময় সমালোচনামূলক লেখা লিখত। সাধারণভাবে মানুষের নীতিবোধের অবক্ষয়, চারিত্রিক মানের অবনতি, দেশপ্রীতির অভাব আর ফরাসীদের আত্মমর্যাদাবোধের দুর্বলতা—এইসব বিষয় নিয়ে সে প্রায়ই লিখত।

সে তার সব জিনিসপত্র নিয়ে র্যু দ্য কনস্তান্তিনোপলে উঠে এসেছে। সেখানেই সে বাস করছে। প্রতি সপ্তায় দুদিন বা তিন দিন সকালে দুরয় বিছানা থেকে ওঠার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগেই মাদাম মেরিলি তার ঘরে এসে জামা কাপড় খুলে তার বিছানায় লেপের তলায় ঢুকে পড়েন। এত সকালে পথে বেরিয়ে পড়ার জন্য ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকে তাঁর শরীরটা।

প্রতি বৃহস্পতিবার দুরয় তাঁদের বাড়ি গিয়ে ডিনার খায়। তাঁর স্বামীর সঙ্গে কৃষিকাজ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে। দুরয় নিজেও কৃষিকথা ও ভূমি-প্রকৃতির কথা বলতে ভালবাসে বলে তারা দুজনেই সহজে এ আলোচনায় এমনভাবে ডুবে যেত যে তারা কেউ মাদাম মেরিলির দিকে তাকাত না। আর মাদাম মেরিলি একা একা সোফায় ঢুলতেন। লরিণও কোনদিন তার বাবার কোলে কোনদিন তার বেল-আমির কোলে ঘুমিয়ে পড়ত। দুরয় চলে যাবার সময় মঁসিয়ে মেরিলি বলতেন, ছোকরাটি সত্যিই বড় ভাল। ও অনেক কিছু জানে শোনে।

দেখতে দেখতে ফেব্রুয়ারি এসে পড়ল। বাতাসে ভায়োলেট ফুলের গন্ধ পাওয়া যেতে লাগল। দুরয়ের দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল। তার জীবনের সীমাহীন দিগন্তে কোথাও কোন মেঘের লেশমাত্র নেই।

একদিন বাসায় ফিরেই দুরয় একখানা চিঠি পেল। দরজার ফাঁক দিয়ে পিওন সেটা ফেলে দিয়ে গেছে। চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল দুরয়।

ভিরনা লজ, কেনস্

প্রিয় বন্ধু,—তুমি আমায় বলেছিলে, আমি তোমার উপরে সবসময় নির্ভর করতে পারি। শোন তবে, আজ আমি তোমায় এক কঠিন কাজের ভার দিচ্ছি। আজ তোমায় আমার কাছে এসে আমায় তোমার সাহায্য ও সাহচর্য দান করতে হবে যাতে মুমূর্ষু শার্লের শেষ সময়ে আমায় একা থাকতে না হয়। যদিও সে এখনো শয্যাগত হয়ে পড়েনি তবু ডাক্তার আমায় আগে হতে সাবধান করে দিয়েছেন ও আর এক সপ্তাও বাঁচবে না। ওর তিল তিল মৃত্যু দেখার মত শক্তি ও সাহস আমার মনে নেই। তাছাড়া ওর সেই আসন্ন শেষ মুহূর্তের কথা ভেবে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠছি আমি। আমার স্বামীর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, আজ আমি এ সাহায্যের প্রত্যাশা একমাত্র তোমারি কাছে করতে পারি। তুমি ছিলে তাঁরই সহকর্মী, সংবাদপত্রের দরজা তিনিই প্রথম খুলে দেন তোমার সামনে। আমার অনুরোধ, তুমি চলে এস। আর আমার কেউ নেই। আমার উপর বিশ্বাস রাখবে। তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু, ম্যাদলেন ফরেস্টিয়ার।

এক অদ্ভুত অনুভূতিতে মনটা ভরে উঠল দুরয়ের! এক অবাধ স্বাধীনতার উদার উন্মুক্ত অঙ্গন খুলে গেল তার সামনে। আমি বিশ্বাস... যাই হোক, আমরা ত পরস্পরের বন্ধু।

ওয়ালটারকে গিয়ে চিঠিটা দেখাতেই তিনি বেশ অসন্তোষের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিলেন। বললেন, যাও, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে। তুমি আমাদের অফিসে এখন অপরিহার্য।

পরদিন সকাল সাতটার এক্সপ্রেসেই কেনস্-এর পথে রওনা হলো দুরয়।

মেরিলনদের একটা টেলিগ্রাম করার ব্যাপারটা জানিয়ে দিল।

বেলা চারটের সময় কেনস্-এ পৌঁছল দুরয়। একজন পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেল স্টেশন থেকে। পাইনের বনটা যেখানে ঢালু হয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে

www.BanglaBook.org

ওদের বাড়িটা সেইখানে। বাড়িটা ছোট এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে তৈরী। বাড়ির সামনে দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা চলে গেছে পাইন গাছের ভিতর দিয়ে।

একজন চাকর ঘরের দরজা খুলে দিয়েই বলে উঠল, আসুন স্যার। মাদাম আপনার কথাই অধৈর্য হয়ে ভাবছিলেন।

তোমার মালিক কেমন আছেন?

ভাল নেই স্যার। তিনি আর বেশীক্ষণ নেই।

বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসল দুরয়। ঘরখানা বেশ চমৎকার। লম্বা চওড়া বড় বড় জানালাগুলো খোলা থাকলে দূরে শহর আর সমুদ্র দেখা যায়। আপন মনে বলে উঠল দুরয়, বেশ চমৎকার গ্রাম্য বাড়িটা ত। এত টাকা ওরা পেল কোথায়?

মাদাম ফরেস্টিয়ার ঘরে ঢুকেই দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন দুরয়ের দিকে। আপনি এসে কি ভালই না করেছেন! বড় ভাল করেছেন।

এই কথা বলে হঠাৎ দুরয়ের গালে চুম্বন করলেন মাদাম ফরেস্টিয়ার। তারা দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। মাদাম ফরেস্টিয়ারের চেহারাটা একটু রোগা রোগা আর মলিন হয়ে গেছে। তবু মোটের উপর তাঁর সেই সৌন্দর্য ঠিকই আছে। তাছাড়া দুঃখ আর বিষাদ তাঁর সে সৌন্দর্যকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র সুক্ষ্মতার মর্যাদা। তিনি বললেন, আপনি জানেন এটা সত্যিই ভয়াবহ। উনি জানেন যে ওঁর মৃত্যু আসন্ন। আর তা জানার ফলে আমার জীবনটাও দুর্বিষহ করে তুলেছেন। কিন্তু আপনার মালপত্র কোথায়?

আমি সেসব স্টেশনেই রেখে এসেছি। কারণ আমি ত জানতাম না আপনাদের বাড়ির কাছাকাছি কোন্ হোটেলে আমায় থাকতে বলবেন।

একটু চুপ করে থেকে মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, আপনি এখানেই থাকবেন। তা ছাড়া আপনার ঘর ঠিক করা আছে। উনি যেকোন মুহূর্তে মরতে পারেন এবং রাত্রে যদি মারা যান তাহলে একা আমায় রাত কাটাতে হবে। আমি আপনার মালপত্র লোক পাঠিয়ে আনাব?

যা ভাল বোঝেন করুন।

এখন উপরে চলুন।

তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগল দুরয়। দোতলায় গিয়ে একটা ঘরের দরজা খুললেন মাদাম ফরেস্টিয়ার। দুরয় দেখল, জানালার ধারে একটি আর্ম চেয়ারে সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে একটি জীবন্ত মৃতদেহ যেন অর্ধশায়িত অবস্থায় স্থির হয়ে আছে। অস্তগতপ্রায় সূর্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে তার বসার চোখে মুখে। দুরয় যেন তার বন্ধুকে চিনতেই পারছে না। সারা ঘরখানায় ওষুধের গন্ধ। কোনরকমে একখানা হাত তুলে ফরেস্টিয়ার ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমার মৃত্যুকালে তুমি তাহলে আমায় দেখতে এসেছ! ধন্যবাদ।

তোমার মৃত্যু দেখতে এসেছি! সেটা ত খুব আনন্দের হবে না। এ কাজের জন্য কখনই আমি কেনস্-এ আসতাম না। আমি শুধু তোমাকে একবার দেখতে এসেছি।

ফরেস্টিয়ার শুধু বলল, 'বস'। তারপর মাথাটা নীচু করে কি ভাবতে লাগল। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল এবং সে হাঁপাচ্ছিল। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠছিল সে। যেন তার গুরুতর অসুস্থতার প্রতি সচেতন করে তুলতে চাইছিল উপস্থিত সকলকে।

www.BanglaBook.org

ফরেস্টিয়ার কোন কথা বলছে না দেখে তার স্ত্রী জানালার ধারে এসে বলল, দেখ দেখ দৃশ্যটা সুন্দর নয় কি ?

তাদের সামনেই পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের গা ঘেঁষে মাঝে মাঝে একটা করে বাড়ি। পাহাড়টা ঢালু হয়ে অর্ধবৃত্তাকারে সমুদ্রের উপকূলভাগ পর্যন্ত নেমে গেছে। সমুদ্রের মাঝখানে দুটো সবুজ দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুটো বড় সবুজ পাতা সমুদ্রের নীল জলের মাঝে ভাসছে। উপসাগরটার অন্য দিকে দিগন্তে উজ্জ্বল আকাশের নীচে অসংখ্য পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছিল। মাদাম ফরেস্টিয়ার সেদিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, ওটা হলো লেসতেরেল।

পাহাড়গুলোর কালো কালো মাথার উপরে আকাশ থেকে বেলাশেষের লাল আর সোনালী আলো ঝরে পড়ছিল। দুরয়ের মনে কষ্ট থাকা সত্ত্বেও দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। অন্য কোন প্রশংসাজনক ভাষা খুঁজে না পেয়ে সে বলে উঠল, সত্যিই অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

ফরেস্টিয়ার মুখ তুলে তার স্ত্রীকে বলল, আমাকে কিছু মুক্ত বাতাস নিতে দাও।

মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, সাবধান হও। বেলা শেষ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ঠাণ্ডা লাগলে আবার নতুন করে সর্দি লাগবে আর তুমি জান সেটা কত কষ্টকর হবে তোমার পক্ষে।

ফরেস্টিয়ার হঠাৎ ডান হাতটা উত্তেজনায় এমনভাবে নাড়ল যাতে মনে হলো সে যেন কাউকে মারতে যাচ্ছিল। তারপর রাগের সঙ্গে বলল, আমি বলছি শ্বাস নিতে পারছি না। আমি একদিন আগে মরি কি একদিন পরে মরি তাতে তোমার কি আসে যায় ?

মাদাম ফরেস্টিয়ার গোটা জানালাটা খুলে দিলেন। মেদুর ঈষদুষ্ণ বসন্ত বাতাসের একরাশ জোর হাওয়া এসে ওদের যেন ভাসিয়ে দিল। সে বাতাসে ইউক্যালিপটাসের গন্ধ। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বাতাস যেন প্রাণভরে পান করল ফরেস্টিয়ার। কিন্তু বেশী সহ্য করতে না পেরে চেয়ারের হাতলটা হাত দিয়ে ধরে ক্রুদ্ধভাবে বলল, বন্ধ করে দাও জানালাটা। আমার আঘাত লাগছে, আমি এখনি মরে যাব তাহলে।

মাদাম ফরেস্টিয়ার জানালাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে কাচের শার্সিটার উপর কপালটা ঠেকিয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে রইলেন। দুরয় বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে তার রুগ্ন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে তাকে কিছু আশ্বাস দিতে চাইল। কিন্তু কোন কথা খুঁজে পেল না। অবশেষে সে বলল, তাহলে এখানে থেকে কিছু ভাল বোঝনি ?

ফরেস্টিয়ার অধৈর্য হয়ে কাঁধটা নেড়ে বলল, তুমি সেটা ভালই দেখতে পাচ্ছ। কথাটা বলে আবার মাথাটা নীচু করে ঝিমোতে লাগল সে।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দুরয় বলে চলল, তোমার শরীর ভাল না হোক এ জায়গাটা প্যারিসের থেকে অনেক ভাল। আমাদের ওখানে ত এখন পুরো শীত চলছে। প্রায়দিনই বরফ পড়ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, সবকিছু জমে যাচ্ছে। আকাশটা দিনের বেলায় এমনই অন্ধকার হয়ে থাকে যে বেলা তিনটে চারটের সময় আলো জ্বালতে হয়।

ফরেস্টিয়ার জিজ্ঞাসা করল, কাগজের অফিসের নতুন খবর কিছু আছে ?

www.BanglaBook.org

নতুন কিছু না। তোমার জায়গায় কাজ করার জন্য ল্যাক্রিন নামে এক ছোকরাকে নিয়েছি। ছোকরাটি ভলতেয়ার পত্রিকায় আগে কাজ করত। কিন্তু মোটেই কাজের উপযুক্ত নয়। তোমার ত এখনি ফিরে গেলে ভাল হয়।

ফরেস্টিয়ার বলল, আমি—আমি এই মাটির ছ'ফুট নীচে গিয়ে কাজ করব এবার।

সকল কথার মাঝে সকল কথার আগে এই কথাই বারবার মৃত্যুকালীন ঘণ্টাধ্বনির মত সকলের কানের কাছে বাজতে লাগল। এক বেদনাদায়ক নীরবতা বিরাজ করছিল ঘরখানায়। সূর্যাস্তের রং দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছিল আকাশে। ধূসর আকাশের পটভূমিকায় পাহাড়গুলো কালো হয়ে উঠছিল ক্রমশ। ঘরের পোড়া কাঠগুলোর অঙ্গারে কিছুটা আলোকিত হয়ে উঠেছিল আসবাবপত্রগুলো। একটা রঙীন ছায়া রাত্রির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। জানালার কাচে প্রতিফলিত লাল দিগন্তটাকে একচাপ রক্তের মত দেখাচ্ছিল। মাদাম ফরেস্টিয়ার একটুও নড়লেন না। জানালার কাছে মাথা দিয়ে ঘরের দিকে পিছু হয়ে তিনি তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভাঙ্গাভাঙ্গা গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল ফরেস্টিয়ার। তার কথাগুলো সত্যিই বড় হৃদয়বিদারক। 'আর কত সূর্যাস্ত আমি দেখব? আট, দশ, পনের, কুড়ি হয়ত বড়জোর তিরিশ দিন—আর না। তোমার সামনে এখনো অনেক সময়, আমার সবকিছু ফুরিয়ে গেল।' একটু থেমে আবার বলতে লাগল সে, 'যাকিছু এখন আমি দেখছি শুধু আমার এই কথাই তারা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আর আমি এসব কিছুই দেখতে পাব না। এটা ভাবতে সত্যিই ভয়ঙ্কর লাগে। আমি কিছুই দেখব না—এমন কি এইসব প্লেট, গ্লাস, বিছানা ছোটখাটো কোন জিনিসই দেখতে পাব না। সন্ধ্যের সময় গাড়ি করে বেড়ানো কত মনোরম। আমি আগে কত তা ভাল বাসতাম।

কথা বলা শেষ করে দুটো হাতের আঙ্গুলগুলো চেয়ারের হাতলের উপর পিয়ানো বাজানোর ভঙ্গিতে নাড়ল ফরেস্টিয়ার। তার কথাগুলো বেদনাদায়ক হলেও তার নীরবতা আরো বেদনাদায়ক। দুরয়ের হঠাৎ সেদিনকার নর্বার্ত ভেরেনীর কথাগুলো মনে পড়ে গেল, কথাগুলো মাত্র কয়েক সপ্তা আগে শোনা। 'আমি এখন মৃত্যুকে আমার এত কাছে দেখতে পাচ্ছি যে মাঝে মাঝে তাকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। প্রতিটি পথপিষ্ট পতঙ্গ, প্রতিটি পতনশীল গাছের পাতা, মাথা হোতে খসে পড়া প্রতিটি পাকা চুল যেন আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে চীৎকার করে বলে, দেখ, দেখ।'

একথার মানে সেদিন বুঝতে পারেনি দুরয়। কিন্তু এখন ফরেস্টিয়ারকে দেখে তা বুঝতে পারল। এক অস্পষ্ট অজানা ভয় তাকে পেয়ে বসল। সে এখন নিজেই যেন তার খুব কাছে তার হাতের নাগালের মধ্যে তার বন্ধুর চেহারার মধ্যে মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছে। এখনি এখান থেকে পালিয়ে পালিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা হলো দুরয়ের। এমন জানলে সে কখনই আসত না।

মুমূর্ষু ফরেস্টিয়ারের আসন্ন শোকের কালিমার মত সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল ঘরখানায়। শুধু জানালার কাছটায় একটু আলো দেখা যাচ্ছিল। সে আলোয় মাদাম ফরেস্টিয়ারের চেহারাটাও স্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

রাগতভাবে ফরেস্টিয়ার বলে উঠল, ওরা আজ রাতে আলোটালো আনবে না, না

www.BanglaBook.org

কি? একেই বলে রোগীর সেবা করা।

সঙ্গে সঙ্গে জানালার ধারের সেই ছায়াটা সরে গেল। ঘণ্টা বেজে উঠল।

একজন চাকর এসে টেবিলের উপর বাতি দিয়ে গেল। মাদাম ফরেস্টিয়ার তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এখন বিছানায় যাবে না নীচে ডিনার খেতে যাবে?

ফরেস্টিয়ার বলল, আমি নীচে যাব।

কিন্তু ডিনারের জন্য আরো এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো তাদের। কারো মুখে কোন কথা নেই। মাঝে মাঝে অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় দুই একটা কথা আরো অস্বস্তিকর হয়ে কানে বাজে। সেটা ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করে ঘরখানায় আর সে নীরবতায় রহস্যময় এক আসন্ন বিপদের আভাস ফুটে ওঠে।

অবশেষে ডিনার খেতে ডাকা হলো। সবাই চুপ করে নীরবে খেতে লাগল। দুরয়ের মনে হলো এ খাওয়া যেন শেষ হবে না। একমাত্র ঘড়ির টিক টিক শব্দ ছাড়া ঘরখানা একেবারে নীরব।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলেই ক্লান্তির অজুহাতে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে চলে গেল দুরয়। জানালাটার উপর ঝুঁকে সে চাঁদ দেখতে লাগল। মুক্ত আকাশে চাঁদটাকে একটা বিরাট বাতির মত দেখাচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বাড়িগুলোর আর সমুদ্রের জলের উপর চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। সেদিকে খেয়াল নেই দুরয়ের। সে শুধু ভাবতে লাগল, এখান থেকে চলে যাবার কোন একটা অজুহাত খাড়া করলে হয় না। মঁসিয়ে ওয়ালটারের কাছ থেকে আসা কোন টেলিগ্রাম বা অন্য কিছুর একটা অজুহাত।

কিন্তু অবশেষে সকালে উঠে পালিয়ে যাবার সেকথাটা নিজের কাছেই খারাপ লাগল দুরয়ের। মাদাম ফরেস্টিয়ার অত সহজে বিশ্বাস করবেন না তার কথা। তাছাড়া তাতে তার কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া হবে এবং তাতে যে সুযোগ সে পেয়েছে সে সুযোগ সে হারিয়ে ফেলবে। নিজেকে সে বোঝাল, মানুষের জীবনে দুঃসময় আসে এবং শীঘ্রই সেটা কেটে যায়।

ঘর থেকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে চলে গেল দুরয়। দিনটা বড় উজ্জ্বল। দাক্ষিণাত্যের এই নাতিশীতোষ্ণ দিনগুলো আনন্দে মাতাল করে ফেলে মানুষের মনকে। দুরয় ভাবল, বিকেলের দিকে একবার ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। কিন্তু বাড়ি ফিরতেই চাকরে বলল, মঁসিয়ে আপনাকে দুবার খোঁজ করেছিলেন। দয়া করে এখনি উপরে চলে যান।

দুরয় উপরে চলে গেল। ফরেস্টিয়ার চেয়ারে ঘুমোচ্ছিল। তার স্ত্রী সোফায় শুয়ে বই পড়ছিল। ফরেস্টিয়ার মাথাটা তুলতেই দুরয় প্রশ্ন করল, কেমন আছ? আজ সকালে তোমাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, আমি একটু ভাল। একটু বল পেয়েছি। ম্যাদলেনের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পার লাঞ্চ খেয়ে নাও। আজ আমরা একটু বাইরে বেড়াতে যাব ভাবছি।

দুরয়কে একা পেয়ে মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, আজ সকালে একটু ভাল মনে করছে অমনি সকাল থেকে কত পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছে। আমরা গলিতে জুয়ান নামে একটা জায়গায় আমাদের প্যারিসের বাড়ির জন্য কিছু পুতুল

www.BanglaBook.org

কিনতে যাব। আমার ত ভয় হচ্ছে, একটা দুর্ঘটনা না ঘটে, গাড়ির ঝাঁকুনি ও সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু ও কিছুতেই শুনবে না।

গাড়ি আসতেই চাকরের সাহায্যে গাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলো ফরেস্টিয়ার। গাড়িটা দেখেই সে বলল, গাড়ির ঢাকনাটা তুলে দাও। তার স্ত্রী বলল, না না, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে, সর্দি করবে। এটা পাগলামির কাজ হবে।

কিন্তু ফরেস্টিয়ার জেদ করতে লাগল। ও, না না, আমি ভাল আছি আজ।

প্রথমদিকে কিছু ছায়াঘেরা পথ পার হয়ে তারা সমুদ্রতীরে গিয়ে হাজির হলো। ফরেস্টিয়ার উৎসাহভরে গাইডের কাজ করতে লাগল। এটা সেটা দেখাতে লাগল। এটা এর বাড়ি, এটা তার বাড়ি। ওই বাড়িটা থেকে বাদেইন পালিয়ে গিয়েছিল। আসল খবরটা পেতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

অবশেষে তারা একটি মেলাচত্বরের উল্টো দিকে এসে উপস্থিত হলো। তার সামনে একটা লেখা ঝোলানো রয়েছে, 'গলফ্ জুয়ানের কাব্য ও শিল্প' তার পড়ার ঘরের জন্য গোটাকতক ফুলদানি কিনতে চাইল ফরেস্টিয়ার। তাকে কতকগুলো নমুনা এনে দেখান হলো। সে অনেকক্ষণ ধরে বাছাই করতে লাগল। আর মাঝে মাঝে তার স্ত্রী ও দুরয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল। বলল, 'এটা আমার পড়ার ঘরের চারকোণা টেবিলটার উপর থাকবে। আমি চেয়ারে বসে সবসময় আমার চোখের সামনে এটা দেখতে পাব। আমি পুরানো ধাঁচের গ্রীক প্যাটার্নের ফুলদানি ভালবাসি না।' অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পর সে বলল, 'জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি।'

এবার তারা বাড়ির পথে রওনা হলো। উপসাগরের উপকূলভাগটা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ পাহাড়ী উপত্যকা থেকে এক ঝাঁক পাহাড়ী বাতাস ছুটে এল আর রুগ্ন ফরেস্টিয়ার জোর কাশতে লাগল। প্রথমে কাশিটা অল্প ছিল, পরে বাড়তে লাগল। একটানা কাশির মাঝে মাঝে হেঁচকি উঠতে লাগল।

ফরেস্টিয়ারের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। শ্বাস নিতে গেলেই কাশি আসছিল আর মনে হচ্ছিল তার বুকটা ফেটে যাবে। অবশেষে বাড়ি পৌঁছে গাড়ি থেকে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। গরম বিছানায় তাকে শুইয়ে দিলেও কাশি বন্ধ হল না। সারারাত বালিশে হেলান দিয়ে বসে কাটাল ফরেস্টিয়ার। চোখে পাতায় হলো না। সকাল হলে সে প্রথমেই দাড়ি কামানোর জেদ ধরল।

ফরেস্টিয়ার উঠে দাড়ি কামাবার জন্য এগিয়ে যেতেই তার শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। তাকে আবার ধরে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হলো। মাদাম ফরেস্টিয়ার দুরয়কে ডেকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিলেন।

দুরয় যথাসময়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার কিছু ওষুধ আর পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দুরয় ঘরের বাইরে গিয়ে ডাক্তারের আসল মতামত জানতে চাইতেই ডাক্তার বললেন, শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর স্ত্রীকে বলুন এবং যাজককে ডেকে পাঠান। কাল সকালেই উনি মারা যাবেন। আমার তরফ থেকে করার আর কিছুই নেই।

দুরয় আবার মাদাম ফরেস্টিয়ারকে বলল, ওর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। ডাক্তার যাজক ডাকতে বললেন, কি করবেন?

কিছুটা ইতস্তত করার পর মাদাম ফরেস্টিয়ার শান্ত কন্ঠে বললেন, হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে সব দিক থেকে। আমি তাকে কথাটা বলব। তবে কি করে বলব তা জানি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। আপনি যদি একজন যাজক ডেকে আনেন তাহলে কিন্তু খুব ভাল হয়। তাহলে আমি বড় বাধিত হব। তবে দেখে শুনে এমন একজনকে বাছাই করবেন যিনি কেবল স্বীকারোক্তি পেয়েই খুশি হবেন এবং তাঁর করণীয় করে দেবেন। অন্য বিষয়ে ঝামেলা তুলবেন না।

একজন বৃদ্ধ যাজককে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরল দুরয়। তাকে দেখে এ বিষয়ে যোগ্য লোক বলে মনে হলো। যাজক ফরেস্টিয়ারের ঘরে ঢুকতেই মাদাম ফরেস্টিয়ার বেরিয়ে এলেন সে-ঘর থেকে। পাশের ঘরে দুরয়ের কাছে গিয়ে বসলেন।

মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, কথাটা শুনে ও একেবারে ঘাবড়ে গেছে। আমি যাজকের কথা বলতেই ওর মুখের ভাবটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। ও যেন মৃত্যুর পদধ্বনি অনুভব করতে লাগল নিজের বুকের মধ্যে। ও বেশ বুঝতে পারল এবার সবকিছুই শেষ, ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে।

বলতে বলতে মাদাম ফরেস্টিয়ারের মুখখানা মলিন হয়ে উঠল। উনি বললেন, ওর সেই মুখের ভাবটা আমি কখনো ভুলব না। ও যেন সেই সময় মৃত্যুকে সামনা-সামনি দেখতে পাচ্ছিল। ও দেখছিল—

ওরা পাশের ঘর থেকে যাজকের কথা শুনতে পাচ্ছিল। যাজক কানে কালা বলে একটু জোরে কথা বলছিলেন। উনি বলছিলেন, না না, অত ভয়ের কিছু নেই। তুমি অসুস্থ, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। তার প্রমাণ এই যে আমি একজন বন্ধু এবং প্রতিবেশী হিসাবে এসেছি তোমার কাছে।

ফরেস্টিয়ারের কথা ওরা শুনতে পেল না। যাজক তবু বলছিলেন, না, আমি তোমাকে যোগ করার কথা বলব না, তুমি একটু ভাল হলে সে কথা বলব। আমি এখন এসেছি তোমাকে শুধু স্বীকারোক্তির কথা বলতে। তুমি জান আমি একজন রাখাল ছাড়া কেউ না, আমার কাজ হচ্ছে পথ হারিয়ে যাওয়া মেষপালকে দলে ফিরিয়ে আনা।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। ফরেস্টিয়ার বোধহয় ক্ষীণকণ্ঠে কি সব বলছিল।

একসময় যাজক চীৎকার করে বলতে লাগলেন, হয়ত তুমি ভুলে গেছ, ঈশ্বরের করুণা অনন্ত। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ফরেস্টিয়ারকে কথা বলার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিচ্ছিলেন উনি। তারপর শেষে বললেন, এবারে স্বীকারোক্তি করো।

এক গভীর উদ্বেগ আর এক অদ্ভুত অস্বস্তির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল দুরয়। ফরেস্টিয়ার ক্ষীণ স্বরে কি বলল। তখন যাজক বললেন, তুমি বলছ অবৈধ আমোদ প্রমোদকে প্রশ্রয় দিয়েছ, কিন্তু কি ধরনের আমোদ প্রমোদ?

মাদাম ফরেস্টিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কিছুক্ষণের জন্য চলুন বাগানে যাই আমরা। ওর গোপন কথা শুনে আমাদের কাজ নেই।

বাগানে গিয়ে একটি বেঞ্চিতে বসল তারা। তাদের মাথার উপরে ছিল ফোটা ফুলে ভর্তি একটা গোলাপ গাছ। শান্ত নির্জন বাতাসে গন্ধ ঝরে পড়ছিল গাছটা থেকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর দুরয় বলল, প্যারিসে ফিরে যেতে আপনার কি দেরী হবে? ধরুন দিন দশেক।

www.BanglaBook.org

মাদাম ফরেস্টিয়ার উত্তর করলেন, না না। ব্যাপারটা চুকে গেলেই আমি ফিরে যাব। হ্যাঁ দশ দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।

ওর তাহলে কোন আত্মীয় স্বজন নেই ?

খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই ছাড়া আপন বলতে আর কেউ নেই। ওর বাবা মা ওর ছেলেবেলাতেই মারা যান।

ওরা নীরবে দেখতে লাগল একটা প্রজাপতি পাখা নেড়ে নেড়ে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে বেড়াচ্ছিল। ওরা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। একসময় চাকর এসে খবর দিল, যাজকের কাজ শেষ হয়ে গেছে। ওরা উপরে চলে গেল। ওরা গিয়ে দেখল যাজক তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন, তোমার মঙ্গল হোক বৎস, আমি আবার কাল সকালে আসব।

এই কথা বলে যাজক চলে যেতেই ফরেস্টিয়ার হাঁপাতে হাঁপাতে তার দুহাত বাড়িয়ে তার স্ত্রীকে ধরে বলতে লাগল, আমাকে তুমি বাঁচাও প্রিয়তমা। কি করলে ভাল হয় বল। ডাক্তারকে ডাক। তুমি যা খেতে বলবে আমি তাই খাব, আমি মরতে চাই না।

ফরেস্টিয়ার কাঁদতে লাগল। তার চোখের জলের বড় বড় ফোঁটাগুলো সাহসহীন হাড় বারকরা গালদুটো বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কাঁদলে শিশুর মত তার মুখটা কুঁচকে উঠল। এবার তার হাত দুটো বিছানার উপর চলে পড়ে বিছানার চাদরটাকে খুঁটতে লাগল। যেন কি কুড়োবার চেষ্টা করতে লাগল।

মাদাম ফরেস্টিয়ারও কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, না না, এটা কিছুই না, এমনি রোগটা একটু বেড়ে গেছে, আগামীকাল তুমি আবার ঠিক হয়ে যাবে। গতকাল ওখানে গিয়ে তুমি খুব বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তাই এমন হচ্ছে।

ফরেস্টিয়ারের নিঃশ্বাসটা খুব দ্রুত আর ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। এত ক্ষীণ যে তা শোনা যায় না। সে তখনো বলে যাচ্ছিল, আমি মরতে চাই না। হে ভগবান, আমার কি হবে ? আমি আর পৃথিবীর কোন কিছুই দেখতে পাব না—কখনো কখনো না, হে ভগবান।

তারপর আর কিছু সে বলতে পারল না। শুধু হাঁপাতে লাগল। সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। দুপুরের ঘণ্টা পড়ল কাছের একটা স্কুলে।

দুরয় একবার উঠে গিয়ে অল্প কিছু খেয়ে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল। মাদাম ফরেস্টিয়ার কিছুই খেলেন না। ফরেস্টিয়ার আর কোন কথা বলেনি বা নড়াচড়া করেনি, শুধু তার সরু সরু আঙুলগুলো বিছানার চাদরটা নিয়ে টানাটানি করেছে সর্বক্ষণ।

মাদাম ফরেস্টিয়ার রোগীর বিছানার সামনে একটি ঈজি চেয়ারে বসেছিলেন। দুরয় তাঁর পাশের একটি চেয়ারে বসল। ডাক্তার যে একজন নার্স পাঠিয়েছিলেন সে জানালার ধারে বসে ঝিমোতে লাগল।

দুরয় নিজেও ঝিমোচ্ছিল। কি ঘটতে যাচ্ছে সেকথা ভেবে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ দুরয় একবার চোখ মেলেই দেখল, ফরেস্টিয়ারের চোখদুটো চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেন দুটো আলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চিরদিনের জন্য। ফরেস্টিয়ারের গলার মধ্যে কি একটা ঘর্ঘর আওয়াজ হচ্ছিল। তার মুখ দিয়ে কিছুটা

www.BanglaBook.org

রক্ত গড়িয়ে এল। তার হাত দুটো থেমে গেল। তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাদাম ফরেস্টিয়ার বিছানার ধারে হাঁটু গেড়ে বসে ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন। তারপর বিছানার চাদরটাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। দুরয় হাত দিয়ে যন্ত্রের মত ক্রুসের চিহ্ন আঁকল। নার্স হঠাৎ জেগে উঠে বিছানার কাছে ছুটে এসে বলল, 'সব শেষ।' দুরয় আত্মস্থ হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হবে তা ভাবতে পারিনি।

প্রথম ধাক্কাটা কোনরকমে সামলে নেবার পর তারা শেষকৃত্যের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত ছোটাছুটি করল দুরয়। তার ভীষণ খিদে পেয়েছিল। মাদাম ফরেস্টিয়ার খুব কম খেলেন। খাওয়ার পর তারা দুজনে মৃতের ঘরে রাত কাটাতে গেল। টেবিলের উপর একটা পবিত্র জলাধারের পাশে বাতি জ্বলছিল।

ঘরের মধ্যে মৃতদেহ ছাড়া আর কেউ ছিল না। শুধু তারা দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। তারা শুধু বসেছিল, কোন কথা বলছিল না। কোন কিছু ভাবছিল না বা দেখছিল না।

প্রায়ান্ধকার ঘরখানায় মৃতদেহের সামনে বিশেষভাবে অস্বস্তি বোধ করছিল দুরয়। সে মৃতদেহের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। বাতির কম্পিত আলোয় ফরেস্টিয়ারের প্রাণহীন কঙ্কালসার মৃতদেহটা যেন আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল আর তাতে অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল দুরয়ের চোখদুটো। এই তার বন্ধু শার্ল ফরেস্টিয়ার যে গতকালও তার সঙ্গে কথা বলেছে। মানব জীবনের পরিণতি কত ভয়াবহ ও আশ্চর্যজনক। এবার নিরন্তর মৃত্যুভয়ে ভীত নর্বার্ত ভেরেনীর কথাগুলোর তাৎপর্য বুঝতে পারলো দুরয়। ভেরেনী বলেছিলেন মৃত্যুর পর কেউ আর ফেরে না। লক্ষ লক্ষ লোক হয়ত তার মত মুখ, চোখ, নাক, মাথা, মন প্রভৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু যে লোকটি ঐ মৃত্যুশয্যায় শায়িত সে আর কখনো ফিরে আসবে না।

মাত্র কয়েক বছরের জন্য যে পৃথিবীতে এসে আর পাঁচজনের মতই হেসেছিল, ভালবেসেছিল, কত আশা করেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু এখন সবকিছু শেষ হয়ে গেল তার। জীবন মাত্র কয়েকদিনের, তারপরেই তার সব শেষ। কোন একটি লোক জন্মাল, বড় হলো, সুখী হলো, তারপর মারা গেল। বিদায় হে নরনারী। মৃত্যুর পর তোমরা আর কেউ ফিরে আসবে না এ পৃথিবীতে। তবু আমাদের প্রত্যেকেই অমরত্বের এক অর্থহীন আশার উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে থাকে সব সময়। মৃত্যুর পর প্রতিটি জীবনই মহাজীবনের এক বিশাল আবর্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় নিঃশেষে। গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ, গ্রহনক্ষত্র সবকিছুই জন্মগ্রহণ করার পর মরে, মরার পর আবার নতুন জীবনে রূপান্তরিত হয়।

যে মৃত্যু মানুষের এই সব অস্তিত্বকে নিঃশেষে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয় সেই সীমাহীন ধ্বংসের করাল প্রতীক মৃত্যুর এক বিশাল দুর্বোধ্য ভয় দুরয়ের বুকটার উপর ভারী হয়ে চেপে বসল। সেই ভয়ের কাছে আগেই আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে সে। দুরয় ভাবল মাছিরা কয়েক ঘণ্টা বাঁচে, জন্তুরা বাঁচে কয়েকদিন, মানুষ বাঁচে কয়েক বছর আর গ্রহনক্ষত্র বা প্রকৃতি জগৎ বাঁচে কয়েক শতাব্দী। কিন্তু আসল পার্থক্যটা কোথায়? মরতে ত সবাইকেই হবে। শুধু কয়েকটা দিনের ব্যবধান।

মৃতদেহের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল দুরয়। মৃতদেহকে আর দেখতে চায় না

www.BanglaBook.org

সে। তার পাশে মাদাম ফরেস্টিয়ারও মাথা নীচু করে দুশ্চিন্তায় ডুবে ছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্লান্ত মুখের আশেপাশের চুলগুলো বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সহসা মিষ্টি আশার এক অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল দুরয়ের বুকে। দুঃখ কিসের, সে ত এখনো অনেক বছর বাঁচবে। এখনো অনেক বছর বাকি তার জীবনে। মাদাম ফরেস্টিয়ারকে ভাল করে দেখতে লাগল সে। মাদাম চিন্তায় মগ্ন থাকার জন্য তাকে দেখতে পাননি। দুরয় নিজের মনে মনে বলল, এই ভালবাসা, প্রেমের বস্তু এই নারীদেহকে দুহাতে আলিঙ্গন করাই হলো জীবনে সবচেয়ে সুখের ব্যাপার। এছাড়া আর কোন সুখ নেই।

কত সৌভাগ্যেই না ফরেস্টিয়ার এইরকম সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছিল। কিভাবে তাদের প্রথম আলাপ পরিচয় হয়? এই ধরনের এক গরীব সাধারণ ছোকরাকে কিজন্য বিয়ে করতে রাজী হলেন মাদাম ফরেস্টিয়ার, তারপর কেমন করেই বা তিনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন জীবনে? এইভাবে সাধারণ মানবজীবনের অনেক রহস্যের কথাই ভাবল দুরয়। কোঁৎ দ্য ভ্যাড্রেকের কথাও মনে পড়ল। তিনি নাকি মাদাম ফরেস্টিয়ারকে কিছু টাকা দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ করেন।

এখন উনি কি করবেন? কাকেই বা বিয়ে করবেন? উনি কি ডেপুটিকে বিয়ে করবেন, মাদাম মেরিলি যা বলেছিলেন? অথবা অন্য কোন উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ছোকরাকে যার ভবিষ্যৎ আছে অর্থাৎ ফরেস্টিয়ারের থেকে আরও একটু উঁচু স্তরের! এ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা বা স্থির সিদ্ধান্ত খাড়া করেছেন কি মাদাম ফরেস্টিয়ার? কিন্তু তারই বা সেকথা জানার জন্য এত আগ্রহ কিসের? দুরয় বুঝতে পারল এ আগ্রহ এ কৌতূহল তার মনের সেই সব গোপন ভাবনারই অন্যতম যার খবর মানুষ নিজেই জানে না, অন্তরের তল খুঁজতে গিয়ে যা হঠাৎ ধরা পড়ে।

হ্যাঁ ঠিক তাই। কিন্তু তাকে লাভ করার জন্য সে নিজে চেষ্টা করবে না কেন? তিনি কাছে থাকলে সে কত জোর পাবে সর্বদিক দিয়ে। সে কত তাড়াতাড়ি উন্নতি করবে! আর চেষ্টা করলে এ বিষয়ে সফলই বা হবে না কেন? দুরয় আরো ভাবল, এর আগেই তিনি খুশী হয়েছেন তার ব্যবহারে, তার প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছাড়া এমন একটা মমতা আছে যা আত্মার ঘনিষ্ঠতা হতে জন্মলাভ করে এবং যার কথা মুখে কেউ না বললেও যার নীরব আবেদন বিচলিত করে তোলে মানুষকে। দুরয় আরো ভাবল মাদাম ফরেস্টিয়ার ভালভাবেই জানেন, সে বুদ্ধিমান, দৃঢ়চেতা, একাগ্র এবং তিনি তার উপরে সহজেই আস্থা রাখতে পারবেন।

এই ঘোর বিপদের দিনে তিনিই ত তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবং কিজন্য ডেকে পাঠিয়েছেন? এটাও কি এক ধরনের নির্বাচন নয়? এক ধরনের স্বীকারোক্তি নয়? যদি তিনি তার স্বামীকে হারাবার সময় তার কথা ভাবতে পারেন তাহলে স্বামী হারাবার পর তাকে তাঁর জীবনের নতুন সঙ্গী হিসাবে বেছে নেবার কথাই বা ভাববেন না কেন? এই মুহূর্তেই এসব কথা তাকে প্রশ্ন করে তাঁর কাছ থেকে জেনে নেবার এক অধীর কৌতূহল পেয়ে বসল তাকে। আগামী পরশু দিনই তাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে, কারণ তারা এক বাড়িতে দুজনে একা থাকতে পারে না। কিন্তু প্যারিসে যাবার আগেই তাকে সব কথা কৌশলে জেনে যেতে হবে। তাকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। কারণ তা না করলে উনি যদি প্যারিসে ওঁদের সমাজে ফিরে যান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহলে অপর কারো আবেদন নিবেদনে সাড়া দিতে পারেন বা শপথ করে বসতে পারেন।

সারা ঘরখানা একেবারে স্তব্ধ। একমাত্র ঘড়ির কাঁটার একটানা একটা ধাতব শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। দুরয় একসময় খুব আস্তে বলল, আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

উনি বললেন, হ্যাঁ, আমি বিশেষভাবে ভেঙ্গে পড়েছি। এমন কখনো হয়নি।

নিজেদের গলার শব্দে নিজেরাই যেন চমকে উঠল তারা।

মৃদু আলোকিত ছায়া-ছায়া ঘরখানার সুনিবিড় স্তব্ধতায় অদ্ভুতভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল তাদের কথাগুলো। তারা দুজনেই মৃতের মুখপানে একবার চাইল। তারা হয়ত চেয়েছিল আগের মতই সে মুখখানা নড়াচড়া করুক।

দুরয় আবার বলতে লাগল, ওঃ, এটা আপনার পক্ষে সত্যিই এক গুরুতর আঘাত, আপনার সারা জীবন ও অন্তরাত্মার প্রতি এ আঘাত এক আমূল পরিবর্তন এনে দেবে আপনার জীবনে।

কোন কথা না বলে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন মাদাম ফরেস্টিয়ার। দুরয় বলে চলল, আপনার মত এক যুবতী নারীর পক্ষে একা থাকা সত্যিই খুব কষ্টকর হবে।

এবারও কোন উত্তর করলেন না মাদাম ফরেস্টিয়ার। দুরয় তবু বলে চলল, আমাদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে আপনি তা জানেন, যে কোন অবস্থাতেই ইচ্ছামত আপনি আমার সহযোগিতা লাভ করবেন। আমি সম্পূর্ণরূপে আপনারই।

নীরবে একটা হাত দুরয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলেন মাদাম ফরেস্টিয়ার। তারপর মর্মস্পর্শী দৃষ্টিতে তার মুখপানে একবার তাকালেন। অবশেষে কথা বললেন মাদাম ফরেস্টিয়ার, ধন্যবাদ, আপনি সত্যিই খুব দয়ালু। যদি আমি জীবনে কিছু করি তাহলে নিশ্চয় আপনাকে জানাব, আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন আপনি।

মাদাম ফরেস্টিয়ারের প্রসারিত হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে রেখে দিল দুরয়। হাতখানা চুম্বন করার জন্য এক উত্তপ্ত কামনায় ফেটে পড়ছিল তার মন। অবশেষে মনস্থির করে ফেলল দুরয়। ধীরে ধীরে মাদাম ফরেস্টিয়ারের সুন্দর নরম মৃদু-সুগন্ধী হাতখানা তুলে নিয়ে তার উপর মুখ ঠেকিয়ে রেখে দিল কিছুক্ষণ। তারপর দেরী হয়ে যাচ্ছে ভেবে ছেড়ে দিল হাতটা আর সেটা সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ল মাদাম ফরেস্টিয়ারের কোলে। মাদাম ফরেস্টিয়ার তখন বললেন, হ্যাঁ, আমার একাকীত্বটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। তবু আমাকে সাহস অবলম্বন করে সহ্য করতে হবে সবকিছু।

দুরয় খুঁজে পেল না কি করে তাঁকে বোঝাবে তার মনের কথাটা। কি করে সে বোঝাবে যে তাঁকে স্ত্রী হিসাবে পেলে সে কত সুখী হবে। কিন্তু সেকথা এই জায়গায় এই মুহূর্তে সে বলতে পারে না। তবু অর্থবোধক কোন শব্দের মাধ্যমে সে প্রকাশ করতে পারল না কথাটা। কিন্তু মৃতদেহটার কথা ভেবেই তা পারল না দুরয়। বিছানার উপর টানটানভাবে শুয়ে থাকা শক্ত কাঠের মত মৃতদেহটা একটা প্রকাণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াল ওদের দুজনের মাঝখানে।

কিছুক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে একটা গন্ধ পাচ্ছিল দুরয়। যেকোন মৃতদেহের

www.BanglaBook.org

বুকের ভিতর থেকে প্রথমে একটা গন্ধ বেরিয়ে আসে। দুরয় বলল, জানালাটা একটু খুলতে পারি কি? ঘরের বাতাসটা কি দূষিত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি। মাদাম ফরেস্টিয়ার উত্তর করলেন।

জানালার কাছে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল দুরয়। হঠাৎ একরাশ সুগন্ধী সজীব বাতাস এসে ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে জ্বলতে থাকা বাতি দুটোকে নিবিয়ে দিল। আগের রাত্রির মতই আকাশ থেকে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল পাহাড়ের ধারে ধারে সাদা বাড়িগুলো আর সমুদ্রের উপর।

সাধ মিটিয়ে সেই নির্মল বাতাস যেন পান করল দুরয়। সহসা এক আশায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল তার মনটা। অনাগত এক সুখের সম্ভাবনায় দুঃসাহসী হয়ে উঠল সে। ঘরে দাঁড়িয়ে সে বলল, এখানে আসুন। এখানে এসে কিছুটা নির্মল বাতাস উপভোগ করুন। মনটা ভাল হবে।

নিঃশব্দে উঠে এলেন মাদাম ফরেস্টিয়ার। জানালার শার্সিতে হেলান দিয়ে দুরয়ের পাশে দাঁড়ালেন। নীচু গলায় দুরয় বলতে লাগল, আমার কথা শুনুন মাদাম এবং আমি যা বলতে চাই তা বোঝার চেষ্টা করুন। মোটের উপর ঠিক এই সময়ে এই ধরনের কথা বলার জন্য রাগ করবেন না আমার উপর। বলছি, কারণ আমি পরশুই চলে যাবো এখান থেকে এবং আপনি যখন প্যারিসে যাবেন তখন খুব দেরী হয়ে যাবে। আমি একজন গরীব লোক, সৌভাগ্য বা সম্মান বলতে আমার কিছুই নেই, জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে এখনো পারিনি। তবে আমার আছে দৃঢ় সংকল্প, কিছু বুদ্ধি আর তাই দিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি আমার পথে। যে লোক জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ফেলেছে তার কাছে কে কি পেতে পারে তা বোঝা যায়; কিন্তু যে লোক সবেমাত্র শুরু করেছে প্রতিষ্ঠা অর্জন বা তার পরিণতি কোথায় তা কেউ জানে না। তার পরিণতি ভালও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। যাই হোক, সংক্ষেপে বলছি, একদিন আমি আপনার বাড়ীতে আপনাকে বলেছিলাম আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হলো আপনার মত একজন নারীকে বিয়ে করা। আমি আমার সেই স্বপ্নের কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম। এখন উত্তর দেবেন না এ কথার। আমাকে সব কথা বলতে দিন। আমি এখন কোন প্রস্তাবের আকারে কিছু বলছি না। এই স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রস্তাব অত্যন্ত বিসদৃশ শোনাবে। আমি শুধু আপনাকে এই কথাটা বোঝাতে চাই যে আপনার মুখ থেকে একটা কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি খুশি হয়ে চলে যাব। আমি শুধু বলতে চাই যে আমি আমার প্রাণ-মন ও নিজেকে সঁপে দিয়েছি আপনার কাছে। আপনি আমাকে আপনার বন্ধু, ভাই অথবা স্বামী যা খুশি করতে পারেন! আমি এই মুহূর্তেই আপনার কাছ থেকে কোন উত্তর চাই না। আমি এখানে এ নিয়ে আর কোন আলোচনা করতেও চাই না। আপনি প্যারিসে গিয়ে আপনার সিদ্ধান্তের কথাটা জানিয়ে দেবেন। তার আগে একটা কথাও না। কি রাজী ত?

এতক্ষণ ধরে এত কথা বলল দুরয়, কিন্তু একবারও মাদাম ফরেস্টিয়ারের মুখপানে তাকায়নি। সে যেন এত কথা তার সামনে প্রসারিত চন্দ্রালোকিত রাত্রির গায়ে ছড়িয়ে দিল।

মাদাম ফরেস্টিয়ারও যেন এসব কথার কিছুই শোনেননি। তিনি শুধু নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় আলোকিত সামনের নৈশ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ছিলেন

www.BanglaBook.org

একদৃষ্টিতে। আরো কিছুক্ষণ তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল, এত কাছে যে তাদের কাঁধদুটো ঠেকেছিল। নীরবে দাঁড়িয়ে ভাবছিল তারা। অবশেষে মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, 'এখন খুব ঠাণ্ডা পড়েছে।' কথাটা বলে আবার বিছানার কাছে চলে এলেন।

দুরয়ও তাঁর পিছু পিছু চলে এল। বিছানার কাছে এসে দুরয় বুঝতে পারল ফরেস্টিয়ারের মৃতদেহ থেকে সত্যিই গন্ধ বার হচ্ছে। চেয়ারটা একটু দূরে নিয়ে গেল দুরয়, কারণ সে এই পচনশীলতার গন্ধ সহ্য করতে পারছিল না। সে বলল, সকালে আমাদের প্রথম কাজ হবে মৃতদেহটা কফিনে ভরা।

হ্যাঁ, তার সব ঠিক হয়ে গেছে। সকাল আটটা বাজলেই লোক আসবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আহা বেচারা!' মাদাম ফরেস্টিয়ারও একটা গভীর মর্মবিদারক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারা আর মৃতদেহটার দিকে বেশী তাকাল না। অবশ্য এ ব্যাপারে তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল; মৃতদেহটার পানে তাকাতে আর কোন বিকার আসছিল না তাদের মনে। যে লোকটি কিছু আগে জীবন্ত অবস্থায় তার আচরণের দ্বারা তাদের রাগিয়ে দিয়েছে, তাদের ব্যথা তার মৃত্যুটাকে সহজভাবেই মেনে নিতে পেরেছিল ক্রমশঃ। কেউ কোন কথা বলল না। তাদের ঘুমোলে চলবে না। অতন্দ্র দৃষ্টিতে তাদের এখন মৃতদেহের পানে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু মধ্যরাত্রির দিকে তন্দ্রায় ঢুলতে লাগল দুরয়। হঠাৎ একসময় তন্দ্রা ছুটে গেলে দেখল মাদাম ফরেস্টিয়ার বেশ আরাম করে বসে বসে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। দুরয় নিজেও আবার চোখ বন্ধ করল। চুলোয় যাক লক্ষ্য রাখা, এখন আরামে ঘুমোন যাক ত।

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল দুরয়। উঠে দেখে নার্স ঘরে ঢুকছে। তখন বেলা হয়ে গেছে। তার মত মাদাম ফরেস্টিয়ারও আশ্চর্য হয়ে গেছেন এভাবে ঘুমিয়ে পড়ায়। তাঁর মুখখানা একটু মলিন দেখাচ্ছিল। কিন্তু চেয়ারে রাত কাটানো সত্ত্বেও তাঁকে তেমনিই সুন্দর দেখাচ্ছিল; তাঁর দেহ সৌন্দর্য কিছু কমেনি।

মৃতদেহের পানে একবার তাকিয়ে দুরয় চমকে উঠে বলল, ওঃ, দাড়ি গজিয়েছে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পচনশীল এই মৃতদেহের মধ্যে দাড়ি গজিয়ে উঠেছে ঠিক আগের মতই। তারা দুজনেই তখন আশ্চর্য ও অভিভূত হয়ে দেখতে লাগল, মৃত্যুর মধ্যেও জীবন কিভাবে বেড়ে ওঠে। মৃত্যুর জড়ত্ব ভেদ করে এক অক্লান্ত উৎসরণে ফেটেপড়া জীবনের এই দুর্মর অভিপ্রকাশ এক অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার মত ভয়ে অভিভূত করে দিল যেন তাদের, খৃস্টীয় পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

তারা আবার যে যার জায়গায় গিয়ে বেলা এগারোটা পর্যন্ত শুয়ে রইল। তারপর ফরেস্টিয়ারের মৃতদেহটা কফিনের মধ্যে ভরে নিশ্চিন্ত হলো। লাঞ্চ খাবার সময় তারা সামনাসামনি দুজনে বসল। মৃতের কাছে এতক্ষণ থাকার পর মৃত্যুর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার পর এবার তারা জীবনের রাজ্যে ফিরে আসতে চাইল। জীবন সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চাইল। খোলা জানালা দিয়ে বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস আসছিল ঘরে। ঘরের পাশে ফোটা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল সে বাতাসে।

মাদাম ফরেস্টিয়ার বাগানে একটু বেড়াতে চাইলেন। পাইন ও ইউক্যালিপটাস গাছের মিষ্টি হাওয়া উপভোগ করতে করতে ধীর গতিতে বেড়াতে লাগল তারা। হঠাৎ

www.BanglaBook.org

দুরয়ের পানে না তাকিয়েই কথা বলতে শুরু করলেন মাদাম ফরেস্টিয়ার, গত রাত্রিতে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দুরয় যেমন করে কথা বলেছিল তাঁর দিকে না তাকিয়ে। নীচু গলায় আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন মাদাম ফরেস্টিয়ার, শোন বন্ধু, তুমি আমায় যা বলেছ আমি সে বিষয়ে ভেবেছি এবং তুমি চলে যাবার আগেই আমি তার উত্তর দিতে চাই। এ বিষয়ে আমি হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে চাই না। আমরা আরো অপেক্ষা করব, আরো দেখব, পরস্পরকে আরো জানব। তোমার দিক থেকেও কথাটা ভেবে দেখ। কোন আবেগকে প্রশ্রয় দিও না। কথাটা জরুরী হলেও ফরেস্টিয়ারের মৃতদেহটা সমাহিত হবার আগেই যদি আমি এ বিষয়ে কিছু বলি তাহলে তুমি বুঝতে পারবে আমি কি ধরনের মেয়ে। যদি আমাকে ধৈর্য ধরে বোঝার মত তোমার মনের অবস্থা না থাকে তাহলে যে আশা তুমি আমার উপর করেছ সে আশা আর পোষণ করো না। আমার কথা ভাল করে বোঝ। বিয়েটা আমার কাছে কোন শৃংখল নয়, এক যৌথ জীবনযাপন মাত্র। আমি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন থাকতে চাই, আমার মত, পথ, আমার কাজকর্ম, যাওয়া আসা সব ব্যাপারে স্বাধীন। আমার আচরণ সম্পর্কে কোন খবরদারি, কোন ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা তর্কবিতর্ক সহ্য করতে পারব না কোনদিন। অবশ্য আমি দেখব যেলোক আমাকে তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবে সে কখনো কোথাও হেয় না হয়। আবার সেও যেন আমাকে তার অনুগত ও একান্ত বশংবদ স্ত্রী হিসাবে না দেখে, তার সমকক্ষ হিসাবে দেখে। আমার এই নীতি আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলে না তা জানি, তবু আমি এ নীতির পরিবর্তন চাই না। এবার শুনলে ত আমার কথা। আমিও তোমার মতই বলছি এর কোন উত্তর দিও না। উত্তর দিয়ে লাভ নেই। আবার আমাদের দেখা হবে, তখন এ বিষয়ে আবার আমরা আলোচনা করব। এখন যাও বেড়াওগে, আমি মৃতের পাশে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত তার কাছে থাকব।

মাদাম ফরেস্টিয়ারের হাতটা চুম্বন করে কোন কথা না বলে চলে গেল দুরয়। সে-সন্ধ্যায় একমাত্র খাওয়ার টেবিলে তাদের দেখা হলো। তারপর তারা আপন আপন ঘরে চলে গেল। তাদের দুজনকেই ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

পরদিন বিনা সমারোহে কেনস্-এর কবরখানায় ফরেস্টিয়ারের মৃতদেহ সমাহিত হলো। দুরয় বেলা দেড়টার সময় প্যারিস এক্সপ্রেস ধরতে চাইল। মাদাম ফরেস্টিয়ার তাকে গাড়িতে করে স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। ট্রেন আসার আগে পর্যন্ত তারা প্ল্যাটফরমে পায়চারি করতে লাগল। সামান্য দু-একটা কথা বলল। ট্রেন এসে গেল দুরয় গাড়িতে উঠে বসল। তার অন্তরটা দুঃখে ভারী হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল সে যেন চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে মাদাম ফরেস্টিয়ারকে।

ট্রেন ছেড়ে দিলে জানালা দিয়ে দুরয় দেখল প্ল্যাটফরমের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার পানে তাকিয়ে আছেন মাদাম ফরেস্টিয়ার। দুরয় যখন দেখল এবার আড়াল হয়ে যাচ্ছে তখন সে তার মুখে হাতটা ঠেকিয়ে চুম্বন ছুঁড়ে দিল মাদাম ফরেস্টিয়ারের উদ্দেশ্যে। কিছুটা ইতস্ততঃ করার পর মাদাম ফরেস্টিয়ারও অস্পষ্টভাবে সে চুম্বনের প্রতিদান দিলেন।

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জর্জ প্যারিসে এসে আবার তার পুরনো জীবনযাত্রায় ফিরে এল। রু দ্য কনস্তান্তিনোপলের সেই একতলার বাসাটাতেই সে বাস করতে লাগল। এবার সে সত্যিই ভদ্র জীবনযাপন করতে লাগল। সে যেন সর্বদিক থেকে এক নতুন মানুষ হয়ে উঠতে চাইল।

মাদাম মেরিলির সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিক পারিবারিক ব্যাপারের মতই সহজ হয়ে উঠল। ভবিষ্যতের দাম্পত্য জীবনযাপনের এ যেন এক প্রস্তুতি। তাদের মিলন নিয়মিত হলেও সে মিলনের মধ্যে আগের কোন উত্তাপ বা উচ্ছ্বাস ছিল না। তাতে আশ্চর্য হয়ে একদিন মাদাম মেরিলি বললেন, তুমি দেখছি আমার স্বামীর থেকেও নিরুত্তাপ ; তাহলে তাকে পাল্টে লাভ কি।

মাদাম ফরেস্টিয়ার এখনো ফিরে আসেননি। তিনি এখনও কেনস্-এ রয়ে গেছেন। কিছুদিনের মধ্যে দুরয় একটা চিঠি পেয়েছিল। তাতে শুধু লেখা ছিল তিনি এপ্রিলের মাঝামাঝি আসবেন। তাতে কোন আবেগের কথা ছিল না। দুরয় তাঁরই জন্য প্রতীক্ষায় ছিল। সে ঠিক করে ফেলেছে যদি উনি ইতস্ততঃ করেন তাহলে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস সে তাঁকে লাভ করবেই। সে জানে তার মধ্যে নারীমন জয় করার এমন এক ক্ষমতা আছে যার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কোন নারীই পারবে না।

হঠাৎ একটা ছোট্ট চিঠি পেল দুরয়। বুঝল চূড়ান্ত সময় এসে গেছে। তাতে লেখা ছিল, 'আমি প্যারিসে আছি। এসে দেখা করো আমার সঙ্গে। —ম্যাদলেন ফরেস্টিয়ার।'

আর কিছু না। চিঠিটা পেয়েছিল দুরয় বেলা ন'টার সময়। ও সেইদিনই ঠিক বেলা তিনটের সময় গিয়ে দেখা করল মাদাম ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে। হাসিমুখে দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাকে। তারা দুজনে পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল। তারপর মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, সেই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে আমার কাছে গিয়ে যথেষ্ট উপকার করেছ তুমি।

দুরয় বলল, তুমি বললে আমি যে কোন কাজ করতে পারতাম।

তারা দুজনেই বসল। উনি সব খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ওয়ালটারদের খবর, কাগজের অফিসের খবর, কর্মচারিদের খবর—সব জানতে চাইলেন। দুরয়ের মনে হলো উনি কাগজের কথা প্রায়ই ভাবেন।

মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, আমার বড্ড খারাপ লাগে। আমি মনে প্রাণে সাংবাদিক হয়ে পড়েছিলাম। আমি কাজটাকে সত্যিই ভালবাসি।

মাদাম ফরেস্টিয়ার থামলেন। দুরয়ের মনে হলো তাঁর হাসি ও প্রতিটি কথায় কিসের যেন একটা আমন্ত্রণ রয়েছে। দুরয় আমতা আমতা করে বলল, তাহলে কেন তুমি দুরয়ের ছদ্মনামে আবার লেখালেখির কাজটা শুরু করছো না ?

www.BanglaBook.org

দুরয়ের কাঁধে হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, কিছুদিন ও-কথা বলো না।

কিন্তু দুরয়ের মনে হলো উনি যেন তার কথায় রাজী হয়ে গেছেন মনে মনে। হঠাৎ মাদাম ফরেস্টিয়ারের হাঁটুর সামনে বসে তাঁর হাত দুটো আবেগের সঙ্গে চুম্বন করতে লাগল। মাদাম ফরেস্টিয়ার উঠে দাঁড়ালেন। দুরয়ও উঠে দাঁড়াল। দুজনে সামনাসামনি দাঁড়াতেই দুরয় তাঁকে কিছুটা জড়িয়ে ধরে তাঁর কপালে চুম্বন করল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, শোন, আমি এখনো কিছু ঠিক করিনি। তবে মনে হয় হ্যাঁ বলব সবশেষে। কিন্তু একটা কথা, আমি না বলা পর্যন্ত তুমি একথা গোপন রাখবে।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চলে গেল দুরয়।

এরপর থেকে যখন মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছে আসত দুরয় তখন তার সম্মতির জন্য পীড়াপীড়ি করত না। মাদাম ফরেস্টিয়ার অবশ্য মাঝে মাঝে ভবিষ্যতে তাদের দুটি জীবন মিলিত হলে তারা কি কি করবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা করতেন। তাতে আরো আশান্বিত হয়ে উঠত দুরয়।

আগের থেকে পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হয়ে উঠল দুরয়। কিছু কিছু করে সঞ্চয় করতে লাগল। বিয়ের রাতে একটা পয়সাও থাকবে না তা ত হয় না। দেখতে দেখতে গ্রীষ্ম চলে গেল, শরৎও চলে গেল। কিন্তু কেউ কিছু জানতে বা বুঝতে পারল না। কারণ তারা খুব কম দেখা করত।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ম্যাদলেন দুরয়ের চোখে চোখ রেখে বলল, আমাদের কথা মাদাম মেরিলিকে জানিয়েছ ?

না প্রিয়তমা, কারণ আমি তোমায় কথা দিয়েছি কাউকে বলব না।

আচ্ছা, এবার বলতে পার। ওয়ালটারদের আমিই বলব। আর তুমি এই সপ্তাতেই ওদের বলে দেবে।

কিছুটা লজ্জার সঙ্গে বলল, আমি কালই বলে দেব।

দুরয়ের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা না দেখার জন্য মুখটা ঘুরিয়ে ম্যাদলেন বলল, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে মে মাসের প্রথম দিকেই আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক। ঐ সময়টা খুব ভাল হবে!

আমি আনন্দে মেনে নেব তোমার কথা।

১০ই মে শনিবার। ঐ দিনটা আমার পক্ষে খুব ভাল হবে কারণ ঐ দিন আমার জন্মদিন।

খুব ভাল কথা, ১০ই মে।

তোমার বাবা মা রুয়েনের কাছে থাকেন। তাই ত তুমি বলেছ।

হ্যাঁ রুয়েনের কাছে ক্যান্তেলো নামক জায়গায়।

তাঁরা কি করেন ?

তাঁরা—তাঁরা সামান্য ব্যক্তিগত আয়ে জীবন ধারণ করেন।

আমি তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

বেশকিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে গেল দুরয়। ইতস্তত: করে বলতে লাগল, কিন্তু তাঁরা—কিন্তু পরক্ষণেই বুদ্ধিমান লোকের মত মনস্থির করে বলল, প্রিয়তমা, তাঁরা একেবারে গ্রাম্য লোক, একটা হোটেলের মালিক। তাঁরা নিজেরা কষ্ট করে আমাকে বাইরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়তে পাঠিয়েছিলেন। আমার দিক থেকে আমি মোটেই লজ্জিত নই, কিন্তু তাদের গ্রাম্য সরলতা ও আচার আচরণ দেখে তুমি অস্বস্তি অনুভব করতে পারো।

এক শান্ত অথচ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল ম্যাদলেনের মুখখানা। বলল, না। আমি তাঁদের দেখব। আমরা সেখানে গিয়ে দেখা করব। পরে এ বিষয়ে আমি কথা বলব তোমার সঙ্গে। আমি নিজেও গরীব ঘরের মেয়ে; কিন্তু আমার বাবা মাকে অনেক আগেই হারিয়েছি। এখন একমাত্র তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

দুরয় অভিভূত হয়ে গেল কথাটা শুনে। এর আগে আর কোন মেয়ে তার মনটা এমনভাবে কেড়ে নিতে পারেনি।

ম্যাদলেন বললেন, একটা কথা, অন্যান্য মেয়ের মত আমার একটা দুর্বলতা আছে। নামের প্রতি একটা মোহ আছে। আচ্ছা, তোমার নামটা একটু পাল্টে নিলে হয় না, যেমন ধরো দুরয়। এটা বলতেও ভাল লাগে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দুরয় বলল, আমি ভাবছি, আমার জন্মস্থানের নামটা আগে লেখালেখির জন্য ছদ্মনাম হিসাবে ব্যবহার করব। পরে আমার নামটা তোমার কথামত কেটে দুভাগ করব।

তোমার জন্মস্থান ক্যান্তেলো না? নামটার শেষটা আমার ভাল লাগে না। একটু পাল্টে নিলে হয় না?

হঠাৎ একটা কলম নিয়ে কাগজের উপরে কিছু লেখালেখির পর চীৎকার করে উঠল ম্যাদলেন, পেয়েছি। মাদাম দুরয় দ্য ক্যান্তেল। একটু ভেবে দুরয়ও বলল, হ্যাঁ ভাল হয়েছে।

ম্যাদলেন বারবার আনন্দের সঙ্গে বলতে লাগল, দুরয় দ্য ক্যান্তেল, মাদাম দুরয় দ্য ক্যান্তেল। চমৎকার। কাল থেকে তুমি তোমার বর্ণনামূলক লেখাগুলোর তলায় সই করবে ডি দ্য ক্যান্তেল আর সাংবাদিক হিসাবে লিখবে দুরয়। বিয়ের সময় তুমি ঘোষণা করবে তোমার নাম দুরয় থেকে 'দু' টা বাদ দিয়ে দিচ্ছ। তোমার বাবার নাম কি?

আলেকজান্দার।

কথাটা বারকতক আপন মনে উচ্চারণ করার পর একটা সাদা কাগজে লিখতে লাগল "মঁসিয়ে ও মাদাম আলেকজান্দার দুরয় দ্য ক্যান্তেল বিশেষ আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে তাঁদের পুত্র মঁসিয়ে জর্জ দুরয়-এর সঙ্গে মাদাম ম্যাদলেন ফরেস্টিয়ারের শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হবে।" লেখাটা বার বার দেখে খুশি হয়ে বলল ম্যাদলেন, একটু চেষ্টা করলেই কত ইচ্ছা আমাদের পূরণ হয়।

রাস্তায় নেমে এসে নিজের নামটা যখন মনে মনে উচ্চারণ করে দেখল দুরয় তখন তার মনে হলো সত্যিই তার গুরুত্ব বেড়ে যাবে এ নামে। সে এবার প্রকৃত একজন ভদ্র লোকের মত মাথা উঁচু করে মোচটা ভাল করে পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে হাঁটতে লাগল। তার প্রায়ই ইচ্ছা হচ্ছিল সে যেন পাশের পথিকদের ডেকে বলে, আমার নাম দুরয় দ্য ক্যান্তেল।

কিন্তু বাড়ি পেঁছিতে না পেঁছিতেই মাদাম মেরিলির কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল দুরয়। আগামীকাল তার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁকে লিখে জানাল। দুরয় ভাবল, কাজটা তার পক্ষে সত্যিই কঠিন হবে। কিন্তু যাইহোক, মনস্থির করে ফেলল। যে সহজ ঔদাসিন্যের সঙ্গে জীবনের অবাঞ্ছিত দিকগুলোকে এড়িয়ে চলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে, সেই ঔদাসিন্যের সঙ্গে এ ব্যাপারটাকেও এড়িয়ে যেতে হবে।

পরদিন সকালেই মাদাম মেরিলির কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেল দুরয়। উনি আসছেন বেলা একটার সময়। যথাসময়ে অধীর উত্তপ্ত আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল দুরয়। তবে সে ঠিক করে ফেলল যা বলার সঙ্গে সঙ্গে সোজাসুজি বলে ফেলবে। তারপর দুঃখের আবেগটা একটু থিতিয়ে গেলে সে যুক্তি দিয়ে কৌশলে বোঝাবে সে ত আর চিরকাল অবিবাহিত থেকে যেতে পারে না আর যেহেতু মঁসিয়ে মেরিলি বহাল-তবিয়তে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন বলে মনে হচ্ছে সেইহেতু তাঁকে পুরোপুরি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ তার জীবনে একজন বৈধ সঙ্গী চাই। তাই বাধ্য হয়েছে সে এ কাজ করতে। কিন্তু দরজায় কলিং বেলের শব্দ শুনে বুকটা দুরদুর করতে লাগল দুরয়ের।

ঘরে ঢুকে দুরয়ের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাদাম মেরিলি, 'ভাল ত বেল-আমি?' কিন্তু দুরয়ের আলিঙ্গনের মধ্যে কোন উত্তাপের স্পর্শ না পেয়ে বললেন, কী হলো আজ তোমার?

দুরয় বলল, বস, কথা আছে।

তাঁর পোশাকের কিছু না খুলেই শুধু মাথার কাপড়টা সরিয়ে বসলেন মাদাম মেরিলি। অপেক্ষা করতে লাগলেন দুরয়ের কথাটার।

দুরয় তার চোখদুটো নীচের দিকে নামিয়ে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হলো। খুব নীচু গলায় বলতে লাগল, প্রিয়তমা, তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি কত দুঃখিত, কত বিষণ্ণ ও কত অস্বস্তিবোধ করছি তোমাকে একথা বলতে গিয়ে। আমি তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসি, সত্যি সত্যিই তোমাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি। তাই যদি তুমি আমার কোন কথায় ব্যথা পাও তাহলে তোমার থেকে আমি ব্যথা পাব অনেক বেশী।

মাদাম মেরিলির মুখখানা মলিন হয়ে গেল। তাঁর মনে হলো তাঁর বুকের ভিতরটা যেন কাঁপছে। অতিকষ্টে বললেন, কী ব্যাপার? বলে ফেল এখনি।

এক দৃঢ় সংকল্প ও কৃত্রিম বিষাদের সঙ্গে বলে ফেলল কথাটা, আমি বিয়ে করছি।

মাদাম মেরিলির অন্তরের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কণ্ঠটা তাঁর এমনভাবে বেরিয়ে এল যে তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না।

দুরয় এই অবসরে বলতে লাগল, এ সঙ্কল্প করার আগে আমি প্রচুর মনোকষ্ট পেয়েছি। কিন্তু তুমি জান আমার অর্থ বা কোন প্রতিষ্ঠাই নেই। প্যারিস শহরে আমি সম্পূর্ণ একা। একজন সঙ্গীর আমার একান্ত দরকার যে আমায় পরামর্শ দেবে, সান্ত্বনা দেবে, আমার কাছে থাকবে। এই ধরনের জীবনসঙ্গিনীর আমি খোঁজ করছিলাম এবং এবার তা আমি পেয়েছি।

দুরয় চুপ করল। সে ভেবেছিল এর উত্তরে এক প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে তাকে অপমান করবেন মাদাম মেরিলি। কিন্তু মাদাম মেরিলি তখন তাঁর একটা হাত চেয়ারের হাতলে আর একটা বুকের উপর চেপে রেখে কোনরকমে সামলে রেখেছিলেন কান্নাটাকে। তাঁর বুকটা জোর ওঠানামা করছিল, আর মাথাটা এদিক ওদিক নড়ছিল। দুরয় ভয়ে ভয়ে তাঁর একটা হাত তুলে নিতেই সে হাতটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নিলেন। তিনি মুখে শুধু বললেন, হা ভগবান!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাদাম মেরিলির সামনে হাঁটু পেতে বসল দুরয়। তাকে স্পর্শ করার কোন সাহস তার হলো না। তাঁর রাগের থেকে নীরবতাটা আরো দুঃসহ মনে হলো দুরয়ের কাছে। দুরয় এবার বলতে শুরু করল, ক্লো, আমার প্রিয়তমা ক্লো, আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারলে কি সুখীই না হতাম। কিন্তু তুমি বিবাহিতা। আমি কি করতে পারি? ভেবে দেখ। সমাজে আমাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই হবে। কিন্তু আমার ঘরসংসার না হলে সে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তুমি যদি জানতে আমি কতদিন তোমার স্বামীকে খুন করার কথা ভেবেছি।

কথাগুলো দুরয় এমন মিষ্টি মিহি গলায় বলল যে তা গানের মত শোনাল। দুরয় দেখল মাদাম মেরিলির চোখ থেকে দুটি জলের ধারা গাল বেয়ে ঝরে পড়তেই আরো দুটি জলবিন্দু ফুটে উঠল চোখের পাতায়। দুরয় বলল, কেঁদো না ক্লো, কেঁদো না, আমার অনুরোধ। আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তোমার কান্না দেখে।

তখন মাদাম মেরিলি গম্ভীর ও অহঙ্কারী হয়ে ওঠার জোর চেষ্টা করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠলেন, কে সে?

প্রথমটায় ইতস্ততঃ করার পর দুরয় বলল, ম্যাদলেন ফরেস্টিয়ার।

মাদাম মেরিলির সারা দেহটা কেঁপে উঠল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। তিনি কোন কথা বললেন না। গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবতে লাগলেন। দুরয় যে তখনো তাঁর পায়ের কাছে বসে আছে তা তিনি ভুলেই গেলেন। দুটো করে জলের ফোঁটা প্রায়ই ঝরে পড়তে লাগল তাঁর চোখ থেকে।

মাদাম মেরিলি উঠে দাঁড়ালেন। দুরয় দেখল কোন কথা না বলেই চলে যাচ্ছেন তিনি। কোন ক্ষমা বা তিরস্কারের কোন কথাই বললেন না। অন্তরে বেশ কিছু অপমান বোধ করল দুরয়। তাঁকে বাধা দেবার জন্য তাঁর স্কার্টটা ধরে ফেলল। তার পর কাতরভাবে বলল, ওভাবে চলে যেও না।

তখন তাঁর জলভরা চোখের সুন্দর ও বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে দুরয়ের পানে তাকিয়ে বললেন মাদাম মেরিলি, আমার বলার কিছু নেই। আমার করার কিছু নেই। তুমি—ঠিক করেছ। তুমি—ঠিকই নির্বাচন করেছ।

তারপর নিজেকে দুরয়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন মাদাম মেরিলি।

মাথায় হঠাৎ আঘাত লেগে মানুষ যেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে যায়, দুরয়ও তেমনি হতবুদ্ধি হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সে আপন মনে বিড় বিড় করে বলতে লাগল। যাক যা হবার হয়ে গেছে। যাইহোক, অপ্রীতিকর কিছু না ঘটেই ভালায় ভালয় নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আমি একটা বোঝাভার থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। এইভাবে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে নিজের মনের মধ্যে একটা দারুণ জোর খুঁজে পেল। পাগলের মত দেওয়ালে বারবার ঘুষি মেরে নিজের বিজয়গৌরব যেন প্রকাশ করতে লাগল।

মাদাম ফরেস্টিয়ার দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলেন, মাদাম মেরিলিকে বলেছিলে?

দুরয় বলল, হ্যাঁ।

দুরয়ের আপাদমস্তক ভাল করে লক্ষ্য করে মাদাম ফরেস্টিয়ার বললেন, কথাটা শুনে তিনি কোন আবেগ প্রকাশ করেননি?

না, মোটেই না। বরং তিনি বললেন, এটা ভালই হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রমে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ আশ্চর্য হলো, আবার কেউ কেউ বলল, তারা এটা আগেই জানত এমন হবে।

আগেকার ব্যবস্থা অনুসারে তার নামটা পাল্টে দিয়েছিল দুরয়। অফিসে তার লেখার ব্যাপারে দুটো নাম ব্যবহার করত সে—ডি দ্য ক্যান্তেল আর দুরয়। মাদাম ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে তার যেন এক সহজ সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল আর তার সঙ্গে মেশানো ছিল এক প্রকৃত ভালবাসা। অবশ্য সে ভালবাসার প্রকাশ্য কোন রূপ ছিল না। সেটা একটা দুর্বলতারূপে প্রচ্ছন্ন ছিল তাদের সৌভ্রাতৃত্বমূলক অন্তরঙ্গতার মধ্যে। মাদাম ফরেস্টিয়ার বলে দিয়েছেন একমাত্র সাক্ষীরা ছাড়া আর কোন বাইরের লোক উপস্থিত থাকবে না। বিয়ের দিন সন্ধেবেলায় তারা রুয়েনের পথে রওনা হবে এবং সেখানে যাওয়ার পরের দিনই তারা দুরয়ের বাবা মার সঙ্গে দেখা করবে। সেখানে তারা দিন কতক থাকবে। দুরয় অনেক করে বাধা দিয়েছিল মাদাম ফরেস্টিয়ারকে, এ পরিকল্পনা ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু মাদাম ফরেস্টিয়ার তা শোনেননি।

কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই বিয়েটা হয়ে গেল ১০ই মে তারিখে। কাউকে তারা নিমন্ত্রণ করেনি। বিয়েটা হয়ে যাবার পরই তারা বাড়িতে এসে রওনা হবার জন্যে জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। লাজারে স্টেশান থেকে তারা ছয়টার ট্রেন ধরল। ট্রেনটা নর্মাণ্ডির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ট্রেনের কামরাটায় তারা দুজনে মাত্র ছিল। কিন্তু কোন কথা বলেনি কেউ। শুধু মাঝে মাঝে দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাচ্ছিল, কি একটা কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিল না।

বাতিগনল স্টেশান পার হয়ে ছুটে চলতে লাগল ট্রেন। ওরা দুজনেই জানালার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। মাঝে মাঝে এমনি দু একটা কথা বলছিল আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছিল। সেন নদী পার হবার সময় এ্যাসিনিয়ের সেতুর উপর থেকে তারা দেখল নদীর উপর অনেক নৌকো ভাসছে। জেলেরা মাছ ধরছে। বেলা শেষের লাল আলো পড়েছে নদীর জলে। এ দৃশ্য দেখে দুজনে বেশ কিছুটা সজীব হয়ে উঠল। নদীর উপরে পালতোলা একটা বড় নৌকো দেখে তাদের মনে হচ্ছিল যেন একটা বিরাট বড় পাখি ওড়বার জন্য তৈরী হচ্ছে।

দুরয় বলল, আমি প্যারিস আর তার আশপাশ অঞ্চল ভালবাসি। আগে কোথায় কোথায় কত ভোজসভায় যোগদান করেছি, সেই সব কথা মনে করেও আনন্দ পাই।

ম্যাদলেন বলল, সূর্যাস্তের সময় যখন লাল আলো পড়ে নদীর জলে, নৌকো চলে যায় নিঃশব্দে, তখন তা দেখতে সুন্দর লাগে।

তারা দুজনেই চুপ করে গেল। কথা বলতে গিয়ে যদি তাদের অতীত জীবনের কথা এসে পড়ে—সেই ভয়ে তারা চুপ করল। দুরয় তার স্ত্রীর সামনে বসেছিল। তার স্ত্রীর একটা হাত তুলে নিয়ে ধীরে চুম্বন করল। বলল, আমরা প্যারিসে ফিরে গিয়ে মাঝে মাঝে শ্যাতো হোটেলে গিয়ে ডিনার খাব।

তার স্ত্রী বলল, আমাদের এখন অনেক কাজ করার আছে।

এ কথার মধ্যে যেন আর একটা কথা লুকোনো ছিল। সেকথা হলো, আগে দরকারী কাজ, পরে আমোদ প্রমোদের কাজ। তার স্ত্রীর হাতটা তখনো তার হাতের মধ্যে রেখে দিয়েছিল দুরয়। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিল না কিভাবে তার স্ত্রীকে আদর করতে শুরু করবে। অন্য কোন যুবতী মেয়ে হলে কিন্তু তা মনে করত না দুরয়। কিন্তু তার স্ত্রীর মধ্যে যে বুদ্ধি ও সচেতন গাম্ভীর্য লক্ষ্য করেছিল তাতে সে অস্বস্তি অনুভব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছিল। সে হঠাৎ তার স্ত্রীকে আদর করতে গেলে যদি সে তাকে হঠকারী, নিষ্ঠুর বা ভীরু ভাবে এই ভয়ে সে পিছিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে যে বলল, এটা ভাবতে বেশ মজার লাগছে যে তুমি আমার স্ত্রী।

আশ্চর্য হয়ে ম্যাদলেন বলল, কেন ?

আমি তা জানি না। তবে এটা আমার কাছে সত্যিই আশ্চর্য মনে হয়। আমি তোমাকে চুম্বন করতে চাই, কিন্তু এটা ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে সে চুম্বনে আমার কোন অধিকার নেই।

ম্যাদলেন শান্তভাবে তার একটা গাল দুরয়ের দিকে তুলে ধরল। সে গালটা চুম্বন করল দুরয় কিন্তু ঠিক যেমন করে লোকে তার বোনকে চুম্বন করে। তারপর দুরয় বলল, প্রথম যেদিন আমার তোমার সঙ্গে দেখা হয় মনে আছে সেকথা ? ফরেস্টিয়ার তার ডিনার পার্টিতে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল। তখন আমি ভেবেছিলাম সব চুলোয় যাক, আমি যদি ঐ রকম স্ত্রী পেতাম। আজ আমি তা পেয়েছি।

নীচু গলায় ম্যাদলেন বলল, ভালই হয়েছে। এই বলে হাসিমুখে দুষ্টুমিভরা চোখে দুরয়ের মুখপানে তাকাল। দুরয় ভাবল, আসলে আমারই দোষ, আমি বড় হিমশীতল। বোকা। আমাকে আরো দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে প্রেমের ব্যাপারে। বলল, আচ্ছা ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে প্রথমে তোমার কিভাবে আলাপ হয় ?

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ম্যাদলেন বলল, আমরা কি রুয়েনে যাচ্ছি তার কথা আলোচনার জন্য ?

দুরয় লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বলল, আমি বোকা ; কিন্তু তোমাকে দেখে আমার ভয় করছে।

ম্যাদলেন খুশি হয়ে বলল, আমাকে দেখে—অসম্ভব। কেমন করে ?

তার স্ত্রীর কাছে অনেকটা সরে এসেছিল দুরয়। ম্যাদলেন হঠাৎ বলল, ওই দেখ একটা হরিণ।

তখন সাঁ জার্মেন বনের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল। দুরয় একটা ভীত হরিণকে বনপথের ভিতর দিয়ে যেতে দেখল। দুরয় জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ তার স্ত্রীর ঘাড়টাতে মুখটা নামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুম্বন করল। প্রথমে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল ম্যাদলেন, তারপর তার মাথাটা তুলে বলল, তুমি দেখছি আমার সঙ্গে ছ্যাবলামি শুরু করেছ। আমাকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু সেকথা শুনল না দুরয়। সে তার কুঞ্চিত মোচটা দিয়ে তার স্ত্রীর ঘাড়ের কাছে ফর্সা চামড়াটার উপর মৃদু চাপ দিয়ে আদর করতে লাগল। রোমাঞ্চ সঞ্চার করতে লাগল।

ঘাড় নেড়ে ম্যাদলেন বলল, একটু সরে যাও।

ডান হাত দিয়ে স্ত্রীর মুখটা ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া শিকারী পাখির মত তার মুখের উপর মুখটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুরয়। ম্যাদলেন মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য লড়াই শুরু করে দিল। বারবার বলতে লাগল, সরে যাও।

তার কথা শুনল না দুরয়। তার মুখে কম্পিত ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করতে করতে বিশেষ আগ্রহ সহকারে ম্যাদলেনকে সীটের উপরে চীৎ করে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। এবার কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শোন জর্জ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুমি থাম। আমরা ছেলেমানুষ নই, রুয়েনে পৌঁছান পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি।

দুরয় তার সীটের উপর ঠাণ্ডা হয়ে বসে পড়ল একথায়। তারপর আত্মস্থ হয়ে বেশ চটপট করে বলল, ঠিক আছে, অপেক্ষা করব। কিন্তু রুয়েনে পৌঁছানোর আগে আমি মোট এক ডজন কথাও বলতে পারব না। আর মনে রেখো, এই সবেমাত্র আমরা পয়সির কাছ দিয়ে যাচ্ছি।

আমিই তাহলে কথা বলা শুরু করব। এই বলে দুরয়ের পাশে শান্তভাবে বসে পড়ল ম্যাদলেন।

ম্যাদলেন পরিষ্কার করে বলতে লাগল, তারা প্যারিসে ফিরে গিয়ে কি কি করবে। সে তার স্বামীর সঙ্গে যে বাসাটায় থাকত সেইটাতেই তারা বাস করবে। দুরয় ফরেস্টিয়ারের কাজটা পাবে এবং সে যা মাইনে পেত তাই পাবে। তাদের সংসারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটা আগেই করে রেখেছেন ম্যাদলেন। সম্ভাব্য বিপদের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানাদি প্রভৃতির কথা ভেবে তারা আপন আপন বিষয় সম্পত্তি নিজের কাছে রেখে দেবে। বিয়ের আগে থেকে জমানো টাকা থেকে দুরয় দিয়েছে এ সংসারে মাত্র আড়াই হাজার ফ্রাঁ আর তার স্ত্রী ম্যাদলেন দিয়েছে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। ফরেস্টিয়ার তাকে দিয়ে গেছে। ম্যাদলেন আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করে শুরু করল, সে ছিল খুব মিতব্যয়ী এবং কর্মঠ লোক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে অনেক টাকা সঞ্চয় করতে পারত।

একথা শুনল না দুরয়। অন্য চিন্তায় ডুবে ছিল সে। ম্যাদলেন বলতে বলতে প্রায়ই থামতে লাগল, যেন মনের গভীর কথা আসল কথাগুলোকে ভাষার জাল ফেলে ধরার চেষ্টা করছিল। একসময় বলল, তিন চার বছরের মধ্যে তুমি অনায়াসে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ বছরে রোজগার করতে পারবে। শার্ল বেঁচে থাকলে তাই করত।

তার স্ত্রীর বক্তৃতাটাকে খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছিল দুরয়ের। তাই বলল, আমরা রুয়েনে তার কথা বলার জন্য যাচ্ছি না।

দুরয়ের গালে একটা টোকা দিয়ে হাসিমুখে বলল, তা বটে, আমারই ভুল হয়েছে।

দুরয় ভাল ছেলের মত তার হাঁটুর উপর হাত দুটো তুলে দিয়ে বসল।

ম্যাদলেন বলল, তোমাকে এইভাবে কেমন লাগছে।

দুরয় বলল, আমাকে ত এইভাবে থাকতেই বলেছ তুমি। আমি এইভাবেই থাকব।

কেন?

কারণ ঘরসংসার আর আমার পরিচালনভার তোমার উপর। তুমি যা বলবে তাই হবে।

ম্যাদলেন বলল, এটা তুমি বাড়িয়ে বলছ।

দুরয় বলল, আমি ঠিকই বলছি। আমি মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু জানি না। কিন্তু তুমি বিধবা বলে পুরুষদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জান। তুমি আমাকে শিখিয়ে নেবে—আর এই সন্ধ্যাতেই সে কাজ শুরু করতে পার।

ম্যাদলেন মজা অনুভব করে বলে উঠল, তুমি যদি আমাকে তা ভাব ত আর কি করব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুরয় স্কুলের ছেলের পড়া মুখস্থ করার মত করে বলে চলল, হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। আমি নিজে কিছু জানি না। আমি চাই তুমি সবকিছু বিষয়ে আবশ্যক শিক্ষা দেবে।

বিশেষ খুশির সঙ্গে ম্যাদলেন বলল, পাজী দুষ্টু কোথাকার!

দুরয় বলল, তুমি যদি এমনি মিষ্টি আন্তরিকতার সুরে কথা বল তাহলে আমিও তোমার অনুসরণ করব এবং প্রতিমুহূর্তেই তোমাকে বেশী করে শ্রদ্ধা করব। এখন দেখছি রুয়েন যত দূরে থাকে ততই ভাল।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব বদলে যাচ্ছিল দুরয়ের। ম্যাদলেন আড়-চোখে তাকে একবার দেখল, তাকে দেখতে ভাল লাগছিল। যুক্তির বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা দুরয়ের আবেগটা লক্ষ্য করে ম্যাদলেন বলল, ট্রেনে চুম্বন করা উচিত নয়।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছিল। তখন ট্রেনটা যাচ্ছিল সেন নদীর উপর দিয়ে। গোধূলির আকাশ থেকে ঝড়েপড়া লাল আভায় নদীর শান্ত জলকে পালিশ করা চকচকে ধাতুর মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষ গোধূলির স্বচ্ছ ধূসর ছায়া সহসা পরিণত হয়ে উঠল ঘন অন্ধকারে। মাঁতে স্টেশানে কুলি এসে বাতি জেলে দিয়ে গেল কামরার মধ্যে। কামরাটা মৃদু আলোকিত হয়ে উঠল সেই হলদে ম্লান আলোয়। দুরয় তার স্ত্রীর কোমরটা জড়িয়ে ধরে তার দুরন্ত আবেগকে নরম করে শান্ত নরম গলায় বলল, আমি তোমাকে গভীরভাবে ভালবেসে যাব আমার লক্ষ্মী সোনা ম্যাদলেন।

দুরয়ের শান্ত নরম কণ্ঠস্বর শুনে ম্যাদলেন অভিভূত হয়ে গেল। তার বুকের কাছে রাখা দুরয়ের মুখের কাছে তার মুখটা নামিয়ে দিল চুম্বনের ভঙ্গিতে। দুজনের মুখদুটো অনেকক্ষণ ধরে আবদ্ধ হয়ে রইল নীরবে। তারপর হঠাৎ দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরল আবেগের সঙ্গে। কিছুক্ষণ দুজনেই প্রবলভাবে আঁকপাঁক করতে লাগল। তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল দুজনেই। কপালের উপর ঝুলেপড়া চুলের গোছাগুলোকে আঙুল দিয়ে ঠিক করে নিতে নিতে ম্যাদলেন বলল, এটা কিন্তু খুব ছেলেমানুষি হলো।

ওরা দুজনে দুজনের গালে গাল রেখে ঘন হয়ে বসেছিল পাশাপাশি। ম্যাদলেনের একটা হাত নিয়ে চুম্বন করে দুরয় উত্তর দিল, আমি তোমাকে ভীষণভাবে ভালবাসি।

দুরয় শুধু অধীরভাবে সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল যখন প্রাণভরে ও পরিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে পারবে তার স্ত্রীকে। অনাগত মুহূর্তের সেই মিষ্টি নিবিড়তাটাকে আগে হতেই উপভোগ করতে লাগল দুরয়।

রুয়েনে গিয়ে ওরা একটা বন্দরের কাছে হোটেলে উঠল। তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে ওরা শুতে গেল। পরের দিন সকাল আটটার সময় ওদের ঘুম ভাঙল। বিছানার পাশে টেবিলটায় চায়ের কাপটা ম্যাদলেন নামিয়ে রাখতেই দুরয় তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি চিরদিন তোমায় এইভাবে ভালবেসে যাব প্রিয়তমা।

ম্যাদলেনও তাকে চুম্বন করে খুশির সঙ্গে হাসিমুখে বলল, আমিও—আমিও প্রিয়তমা।

আগেও বলেছে, আবার তা বলল দুরয়। তার বাবার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে একটা

www.BanglaBook.org

অস্বস্তি ছিল তার মনে। তাই আবার বলল, ওঁরা গেঁয়ো মানুষ, শহরের মার্জিত লোক নন।

ম্যাদলেন হাসল, আমি তা জানি না। তুমি তা বলেছ। চল চল তৈরী হয়ে নাও।

পোশাক পরতে পরতে বলল, ওখানে আমাদের অসুবিধে হবে। আমার ঘরে একটা মাত্র বিছানা আছে। স্প্রিং দেওয়া তোষকের কথা ক্যান্তেলোতে কেউ জানেই না।

ম্যাদলেন তেমনি খুশির সঙ্গে বলল, তোমার পাশে অসচ্ছন্দভাবে শুতেও আমার ভাল লাগবে। কেমন মোরগ ডাকবে ভোরে এবং আমরা জেগে উঠব সেই ডাক শুনে।

দুরয় লক্ষ্য করল ম্যাদলেন সেই আগেকার পোশাকগুলোই পরছে, সেই ড্রেসিং গাউন, সেই অন্তর্বাস। আগের অনেকগুলো আছে তাই সেগুলো ফেলে দিয়ে আবার ত সব নূতন কিনতে পারে না। কিন্তু দুরয় ভাবল, সে সব কিনে দেবে। ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে থাকাকালে যে সব পোশাক পরত, যে সব পোশাকের সঙ্গে ফরেস্টিয়ারের স্পর্শ কিছুটা মিশে আছে সে সব আর পরা চলবে না।

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল দুরয়। স্টীমার ও জাহাজে ভর্তি নদীর ব্যস্ত বুকটা দেখে বলল, বাঃ বেশ চমৎকার লাগছে ত।

ম্যাদলেনও সেখানে গিয়ে দুরয়ের কাঁধে হাত রেখে তার উপর ঝুঁকে বলল, সত্যিই বড় চমৎকার।

এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা বেরিয়ে পড়ল। ওখানে গিয়ে লাঞ্চ খাবে তাঁদের সঙ্গে— এ কথা দিনকতক আগেই জানিয়ে দিয়েছে ওরা। একটা খোলা গাড়িতে করে রওনা হলো ওরা। পুরনো আমলের ঘোড়ার গাড়িটা প্রথমে নোংরা বস্তী বাজার পার হয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে যেতে লাগল। সে মাঠের মাঝ দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। মাঠ পার হয়ে গাড়িটা পাহাড়ের চড়াইয়ে উঠতে লাগল। খোলা গাড়ির উপর অবাধে ঝরেপড়া পর্যাপ্ত সূর্যালোক আর মুক্ত হাওয়া গায়ে মেখে ম্যাদলেন এলিয়ে পড়েছিল। তার তন্দ্রা এসেছিল আরামে। হঠাৎ একবার তাকে জাগিয়ে দুরয় বলল, দেখ, দেখ।

একটা লম্বা চওড়া সুন্দর উপত্যকা ভেদ করে একটা উজ্জ্বল নদী বয়ে গেছে। তারা পাহাড়ের ঢালটা দিয়ে অনেক উপরে এমন একটা জায়গায় উঠে এসেছে যে জায়গার দৃশ্যটা বিখ্যাত, যেটা দেখার জন্য পর্যটকরা ভিড় করে। এরপরই তারা দেখতে পেল সকালের কুয়াশায় ঢাকা শহরটা। নদীটার উল্টোদিকে তীরের গা ঘেঁষে সারবন্দী কারখানা গড়ে উঠেছে। চিমনির ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। সেন নদী শহরটাকে দুভাগ করে দিয়ে আর একটা বাঁক নিয়ে দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে। দূরে পাহাড়ের উপর পাইনের ঘন বন দেখা যায়।

গাড়িটা থামিয়ে ওরা অভিভূত হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। সে দেখল নিসর্গ সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধ মানুষের এই উচ্ছ্বাস বেশীক্ষণ থাকে না। গাড়িটা কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দুরয় দেখতে পেল, দুজন বুড়ো মানুষ এগিয়ে আসছে। চিনতে পেরে গাড়িটা থামার আগেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল দুরয়। বলে উঠল, হ্যাঁ তাঁরাই বটে, আমি চিনতে পারছি।

দুজন গ্রাম্য বুড়ো বুড়ী,—দুরয়ের বাবা মা। বাবার চেহারাটা বেঁটে, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ আর সুগঠিত, মা একটু লম্বা এবং বার্ধক্যের ভারে একটু জর্জরিত। বাবা আমোদপ্রিয়, খরিদ্দারদের সঙ্গে হাসি তামাশা করেন কিন্তু মা স্বল্পবাক লাজুক আর

www.BanglaBook.org

গম্ভীর। ম্যাদলেনও তাঁদের দেখে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু তাঁরা দুরয় বা ম্যাদলেন কাউকে চিনতে পারেননি। তাঁরা ধারণাই করতে পারেননি শহরের এক মার্জিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূ।

তাঁরা একরকম দুরয়ের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। দুরয় হাসতে হাসতে ডাকল, বাবা আমি দুরয়।

তাঁরা যেতে যেতে থেমে গেলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে। দুরয়ের মাই প্রথমে চিনতে পারলেন। ও, তুই, আমার ছেলে ?

দুরয় উত্তর করল, হ্যাঁ মা, আমি।

বাবা ও মার গালে চুম্বন করল দুরয়। দুরয়ের বাবা মাথা হতে কালো রেশমী টুপীটা খুলে নিয়ে ভাল করে দেখলেন। দুরয় বলল, 'আমার স্ত্রী'। তখন তার বাবা মা ম্যাদলেনের পানে তাকালেন। ম্যাদলেন যেন তাঁদের কাছে এক বিরাট বিস্ময়কর ঘটনা। বাপ অবশ্য অবশেষে খুশি হলেন, একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল তাঁর মুখে, কিন্তু মার মধ্যে জেগে উঠল এক নারীসুলভ ঈর্ষা।

দুরয়ের বাবা বেশ হাসিখুশির মানুষ, ম্যাদলেনকে লক্ষ্য করে সাহসের সঙ্গে তিনি বললেন, আমি কি চুমো খেতে পারি ?

দুরয় বলল, নিশ্চয়।

ম্যাদলেন অস্বস্তির সঙ্গে তার গাল দুটো বাড়িয়ে দিল দুরয়ের বাবার দিকে।

চুম্বন করার পর তাঁর হাতের তালু দিয়ে ম্যাদলেনের গাল দুটো মুছে দিলেন বৃদ্ধ দুরয়। দুরয়ের মাও গম্ভীরভাবে চুম্বন করলেন পুত্রবধূকে।

দুরয়ের মা আশা করেছিলেন তাঁদের পুত্রবধূ হবে পাড়াগাঁয়ের গোলগাল গড়নের কর্মঠ মেয়ে, এমন শিক্ষিত শহুরে মেয়ে তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

ওরা সবাই হেঁটেই এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। মালপত্র নিয়ে গাড়িটাও এগিয়ে চলল। খড় আর টালির চালওয়ালা অল্প কয়েক ঘর বাড়ির একটা ছোট্ট গাঁ। গাঁয়ে ঢুকতে বাঁ দিকে দুরয়দের বাড়ি। সামনে একটা পাইন গাছ। দুরয়কে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন তার বাবা, কাজকর্ম কেমন চলছে ?

খুব ভাল।

ভাল হলেই ভাল, মেয়েটির টাকাকড়ি কিছু আছে ?

দুরয় উত্তর দিল, চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ।

টাকার অঙ্ক শুনে খুশি হয়ে বললেন, যাকগে, মেয়েটি ভাল।

ম্যাদলেনকে সত্যিই তাঁর ভাল লেগেছে। ম্যাদলেনকে সঙ্গে করে দুরয়ের মা যাচ্ছিলেন। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না পথে।

সেই ছোট্ট পান্থশালার হলঘরে লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হলো। পাশাপাশি দুটো টেবিল পাতা। টেবিল দুটো গামছা দিয়ে ঢাকা। একজন প্রতিবেশী মহিলা এল খাবার সময়। এসে দুরয়কে দেখে বলল, সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটা এত বড় হয়েছিস ?

দুরয় তার গালে চুম্বন করে বলল, হ্যাঁ মা ব্রুলিন।

দুরয় এবার তার স্ত্রীকে বলল, আমাদের ঘরে এসে টুপীটা খুলে রাখ।

ডান দিকের দরজা দিয়ে দুরয় একটা প্রায়ান্ধকার ঘর দেখিয়ে দিল ম্যাদলেনকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘরখানা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেঝেটা মোজেইক করা আর দেওয়ালগুলো চুণকাম করা। ঘরের মধ্যে একটা বিছানা। ক্রুসবিদ্ধ যীশুর ছাড়া দুটো রঙীন ছবিই ছিল ঘরখানার একমাত্র অলঙ্কার। তার মধ্যে একটা ছিল পল ভার্জিনের ছবি আর একটা ছিল হলদে ঘোড়ার উপর নেপোলিয়নের ছবি।

ঘরেতে একা পেয়ে ম্যাদলেনকে চুম্বন করল দুরয়। বলল, তোমায় ধন্যবাদ মেদ। আমি আমার বাবা মাকে দেখতে পেয়ে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। প্যারিসে থাকার সময় এসব কথা মনে হয় না। কিন্তু এখানে এলে সত্যিই খুব আনন্দ হয়।

কিন্তু তার বাবা এসে পড়ায় থামতে হলো তাকে। বৃদ্ধ দুরয় তাঁর ছেলের কাঁধে হাত রেখে বললেন, চল, খাবার তৈরী।

খুব সাদাসিদে গ্রাম্য খাওয়া। তাছাড়া পরিবেশনেরও কোন ভাল রীতি নেই। বৃদ্ধ দুরয় মদ পেয়েই খুশি। তিনি সাধারণতঃ খাবার সময় বা কোন অনুষ্ঠানে যে সব হাসি তামাশা করে থাকেন তাই করতে লাগলেন। দুরয়ের সবকিছুই ভাল লাগছিল। শৈশবের প্রতি সব মানুষেরই যে এক সহজাত অন্তর্নিহিত আসক্তি থাকে সেই আসক্তিতে দুরয়ও মাতাল হয়ে উঠল। সেই আসক্তির বসে নতুন করে সবকিছু দেখছিল আর তার আস্বাদ নিচ্ছিল দুরয়। এই পান্থশালার প্রতিটি ঘর, এখানকার মাটির গন্ধ, পুরনো আসবাবপত্র, অদূরের বনভূমি—সবকিছুর মধ্যেই তার শৈশবের কোন না কোন ঘটনার স্মৃতি ছবি হয়ে ফুটে উঠেছিল।

দুরয়ের মা পরিবেশন করছিলেন। যার যা দরকার দিচ্ছিলেন। কিন্তু মুখে কোন কথা বলছিলেন না। কেবল মাঝে মাঝে এক তীক্ষ্ণ নীরব কটাক্ষপাতে দেখছিলেন ম্যাদলেনকে। কেমন যেন এক ঘৃণার ভাব অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল তাঁর মুখে। শহরের শিক্ষিত মেয়েদের প্রতি অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েদের যে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থাকে সেই বিদ্বেষের বশেই তাঁর মনে হচ্ছিল শহরের মেয়েরা অলস এবং অসতী। ম্যাদলেনও কোন কিছু খাচ্ছিল না বা কোন কিছু বলছিল না। জোর করে সে তার মুখে একফালি হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল, কিন্তু সে হাসি কেমন যেন ম্লান আর বিষণ্ণ। তার অন্তরটা কেমন যেন ভারী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেন? সে ত নিজেই আসতে চেয়েছিল এখানে। সে ত জানত যে ওঁরা গেঁয়ো মানুষ, গরীব। তবে সে আর কি আশা করেছিল? তবে কি মেয়েরা যা আশা করে পরে তা তারা চায় না? সে কি কাব্যিক কিছু আশা করেছিল? না। তবে সে চেয়েছিল আর একটু ভাল হবে, আর একটু উদার, মার্জিত, স্নেহশীল। কিন্তু তার এই ধারণাটাই বা এলো কোথা হতে যে এঁদের কথাবার্তার অপরিসীম দুর্বোধ্য স্থূলতা, অবাঞ্ছিত খুঁটিনাটির বাহুল্য, ওদের গ্রাম্য রীতিনীতি, আচরণ ও ভাবভঙ্গি তাকে হতাশ করেছে?

হঠাৎ তার নিজের মার কথা মনে পড়ে গেল ম্যাদলেনের। সেকথা কাউকে কোনদিন বলেনি। তার মা ছিলেন একজন শিক্ষয়িত্রী, সেন্ট ডেনিসে মানুষ। পরে একজন লোকের পাল্লায় পড়েছিলেন। অবশেষে নিদারুণ দুঃখ দারিদ্র্যের মাঝে মারা যান। ম্যাদলেনকে সেই লোকটাই মানুষ করে। হয়ত সেই ছিল তার পিতা। কিন্তু ম্যাদলেন তা জানত না। সে কোন পরিচয় দেয়নি।

লাঞ্চ তখনো শেষ হয়নি। এবার হোটেলের খরিদ্দার আসতে লাগল। পরিচিত খরিদ্দাররা বৃদ্ধ দুরয়ের ছেলে বউ দেখে আশ্চর্য হয়ে তাকাতে লাগল। বলল, দুরয়ের

www.BanglaBook.org

খাসা বউ হয়েছে ত। অপরিচিত খরিদ্দাররা চুপ করে বসে খেতে লাগল। দুরয়ের মা খরিদ্দারদের পরিবেশন করতে লাগলেন আর পয়সা গুণে নিতে লাগলেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরখানা ভরে গিয়েছিল। ম্যাদলেনের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তার কাশি পাচ্ছিল। সে দুরয়কে একসময় বলল, বাইরে একটু বেড়াতে গেলে হয় না? আমি সহ্য করতে পারছি না।

দুরয়ের বাবা কিন্তু তখন বাইরে যেতে দেবেন না। তখন দুরয়ের সঙ্গে কফি খাচ্ছিলেন। অগত্যা ম্যাদলেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঘরের দরজার বাইরে বসল।

দুরয় এবার কাছে এসে তার স্ত্রীকে বলল, চল সেন নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসবে?

খুশি হয়ে ম্যাদলেন বলল, হ্যাঁ চল।

সেন নদীর ধার দিয়ে ঢালটায় নেমে গেল। তারপর একটা নৌকো ভাড়া করে তাতে উঠলো। গাছে ঘেরা এক শান্ত দ্বীপের কাছে সারা বিকেলটা কাটাল ওরা. মন্দ-মধুর বসন্ত বাতাস আর কবোষ্ণ রোদ্দুর ঘুম পাড়িয়ে দেয় সে দ্বীপের সবকিছুকে আর সঙ্গে সঙ্গে নদীর বুকের ছোট ছোট ঢেউগুলোর সমবেত কলধ্বনি সে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় পরমুহূর্তে। সন্ধ্যে হতেই বাড়ি ফিরে এল তারা।

নৈশভোজনের সময়টা আরো খারাপ লাগল ম্যাদলেনের। বৃদ্ধ দুরয় মদ খেয়ে বেশ কিছুটা নেশার ঘোরে ছিলেন। দুরয়ের মা তেমনি রাগান্বিত ও গম্ভীর হয়ে ছিলেন। বাতির কম্পিত স্বল্প আলো উপস্থিত লোকগুলোর একটা বিকৃত ও বৃহদাকার ছায়া ফেলছিল ধূসর দেওয়ালগুলোতে। কোন একটা লোক হাত দিয়ে কিছু খেতে গেলেই মনে হচ্ছিল যেন কোন বিরাট দৈত্য তার ড্রাগনের মত মুখখানায় হাত দিয়ে কি ভরছে।

রাতের খাওয়া হয়ে যেতেই সিগারেটের ধোঁয়া আর মদের গন্ধে ভরা সেই প্রায়ান্ধকার ঘরখানা থেকে ম্যাদলেন দুরয়কে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল।

বাইরে এসে দুরয় বলল, তুমি দেখছি এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছ। ম্যাদলেন বাধা দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু দুরয় বলল, না, আমি এটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুমি যদি চাও কালই আমরা চলে যেতে পারি।

খুব ভাল হয় তাহলে। ম্যাদলেন বলল।

ধীর গতিতে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা। রাত্রি তখন গভীর এবং শান্ত।

বিশাল সর্বব্যাপী একটা কালো ছায়া যেন ঢেকে রেখেছিল সারা পৃথিবীকে। দূরাগত কোন মানুষের ক্ষীণ কন্ঠস্বর অথবা মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দে মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিল যেন সে ছায়াটা। দুপাশে বড় বড় গাছে ঘেরা একটা বনপথে প্রবেশ করেছে ওরা তখন।

ম্যাদলেন বলল, আমরা কোথায় এখন?

দুরয় বলল, বনের মাঝে।

বনটা কি বড়?

হ্যাঁ বড়, ফ্রান্সের মধ্যে সবচেয়ে বড় বন।

মাটি গাছ আর শ্যাওলার এক সুপ্রাচীন গন্ধ আসছিল বন থেকে। এই বনজ গন্ধটা পুরানো হলেও তার মধ্যে কেমন যেন একটা সজীবতা ছিল। আকাশের পানে মুখ তুলে গাছের ফাঁক দিয়ে কিছু তারা দেখতে পেল ম্যাদলেন। কোন বাতাস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল না বনভূমিতে, তবু তার মনে হলো যেন গাছের পাতাগুলো সব কাঁপছে। এক অজানা অব্যক্ত ভয়ের গোপন অভিঘাতে শিউরে উঠল তার সারা শরীর। বনের চারদিকে ঘনসন্নিবদ্ধ এই গাছের ভিড়ের মধ্যে সে যেন হারিয়ে যাচ্ছে। নিয়ত কম্পমান অসংখ্য মহীরুহের এক সজীব আচ্ছাদনে আবৃত এক মৃত্যুর গহ্বরে ও এসে পড়েছে যেন, ও যেন সমস্ত জগৎ ও জীবন থেকে নির্বাসিত, ও সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত।

ম্যাদলেন এবার বলল, আমার ভয় করছে, চল ফেরা যাক।

চল, তাই যাই।

আর—কালই আমরা প্যারিসে চলে যাব।

হ্যাঁ কালই।

কাল সকালে?

যদি তুমি চাও সকালেই।

তারা বাড়ি ফিরে এল। দুরয়ের বাবা মা আগেই শুয়ে পড়েছেন। সে রাতে ম্যাদলেনের ভাল ঘুম হলো না। গ্রাম্য রাত্রির নানারকমের অজানা শব্দে ঘুমটা প্রায়ই ছুটে যেতে লাগল তার। কখনো পেঁচার ডাক, কখনো শুয়োরের চীৎকার; তার উপর মাঝ রাত থেকেই মোরগ ডাকে। কোনরকমে রাতটা কাটিয়েই সকালে উঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল ম্যাদলেন।

দুরয় যখন তার বাবা মার কাছে তাদের চলে যাওয়ার কথা বলল, তখন তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন সেকথা শুনে। তবে তাঁরা বুঝলেন দুরয় কেন এ কথা বলছে।

বাবা বললেন, আবার একবার তাড়াতাড়ি আসবি?

হ্যাঁ, এই গ্রীষ্মের ভিতরেই একবার আসব।

তাহলে ভালই হয়।

মা বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, আশাকরি যা করে ফেলেছ তা নিয়ে আর দুঃখ করবে না।

দুরয় তার বাবা মার হাতে দুশো ফ্রাঁ দিল তাঁদের কিছুটা শান্ত করার জন্য। একটা ছেলে গাড়ি ভাড়া করতে গিয়েছিল। গাড়ি এল বেলা দশটার সময়। বাবা মাকে একবার আলিঙ্গন করার পর যাত্রা করল ওরা।

পাহাড়ের ঢালটা দিয়ে নামার সময় দুরয় হাসতে হাসতে বলল, এই জন্যেই আমি আগেই তোমায় সাবধান করে দিয়েছিলাম। ওঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে না দিলেই ভাল হত।

ম্যাদলেনও হাসতে হাসতে বলল, আমি কিন্তু খুশিই হয়েছি। মানুষ হিসাবে তাঁরা ভালই। আমার ত ভালই লেগেছে। আমি প্যারিস থেকে কিছু উপহার কিনে পাঠাব। আচ্ছা দুরয়, আমরা বিয়ের সময় যা বলেছিলাম সেটা বললেই হয় না? আমরা বলব যে আমরা এক সপ্তা তোমার বাবা মার কাছে তাঁদের এস্টেটে ছিলাম।

এই বলে দুরয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তার মোচের প্রান্তভাগটাকে চুম্বন করে ম্যাদলেন বলল, ভাল ত জর্জ?

ম্যাদলেনের কোমরটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে দুরয় উত্তর করল, ভাল মেদ।

নীচে উপত্যকাভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া চওড়া নদীটাকে সকালের সূর্যের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলোর রূপোর মোটা ফিতের মত চকচকে দেখাচ্ছিল। নদীর ওপারে কারখানার চিমনি দিয়ে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার চাপগুলো মেঘের মত আকাশে উঠছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুরয় প্যারিসে ফিরে এসেছে। ফরেস্টিয়ারের পদে উন্নীত হয়ে দুরয় তার জমে থাকা কাজগুলো করতে শুরু করে দিয়েছে। সে এখন তার কাগজের অফিসে রাজনৈতিক সম্পাদক। তারা এখন স্বামী স্ত্রীতে ফরেস্টিয়ারের ফ্ল্যাটটাতে বাস করছে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরছিল দুরয়। তার অন্তরটা বেশ খুশি খুশি আর হালকা। তার ইচ্ছা বাড়ি ফিরেই স্ত্রীকে সে আলিঙ্গন করবে। খুশি মনে তার প্রভুত্বকে মেনে নেবে। হঠাৎ ফুলের দোকানটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হতে আধ-ফোটা গোলাপ ফুলের একটা তোড়া কিনে নিল দুরয় তার স্ত্রীর জন্য।

সিঁড়িতে ওঠার সময় আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এ বাড়িতে যখন প্রথম আসে সেইদিনের কথা মনে পড়ল দুরয়ের। কলিং বেল টিপতে সেই একই চাকর এসে দরজা খুলে দিল। ম্যাদলেনের অনুরোধে সেই পুরানো চাকরকেই রেখেছে। দুরয় জিজ্ঞাসা করল, তোমার গিন্নীমা বাড়ি ফিরেছেন ?

হ্যাঁ স্যার।

কিন্তু খাবার ঘরে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে গেল দুরয়। দেখল টেবিলে তিন জনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরো দেখল, সে যে গোলাপের তোড়া এনেছে ঠিক তার মত আর একটা গোলাপের তোড়া ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছে ম্যাদলেন। দেখে বিরক্তি বোধ করল দুরয়। তার মনে হলো যে খুশিটুকু উপভোগ করার কথা ভেবেছিল সেটা কে যেন চুরি করে নিয়েছে।

ঘরে ঢুকে ম্যাদলেনকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাহলে কাউকে নিমন্ত্রণ করেছ ?

ফুলগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে না ঘুরেই উত্তর করল ম্যাদলেন, হ্যাঁও বটে, নাও বটে। আমার পুরানো বন্ধু ভ্যাণ্ডেক। উনি প্রতি সোমবার আমার কাছে ডিনার খেতে অভ্যস্ত এবং আগের মতই এখনো আসেন।

দুরয় উত্তর করল, তাই নাকি ? ভাল। তার স্ত্রীর পিছনে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো, তার হাতের ফুলের তোড়াটা হয় লুকিয়ে রাখে অথবা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যাই হোক, সে বলল, আমি কিছু গোলাপ এনেছি তোমাকে দেবার জন্য।

ঘুরে দাঁড়িয়ে খুশি হয়ে ম্যাদলেন বলল, খুব ভাল করেছ।

এক স্বতস্ফূর্ত আনন্দের আবেগে তার হাত দুটো ও মুখটা বাড়িয়ে দিল দুরয়ের দিকে। তা দেখে শান্ত হলো দুরয়। দুরয়ের ফুলগুলো নিয়ে শিশুসুলভ এক উচ্ছলতার সঙ্গে অন্য একটা শূন্য ফুলদানিতে তা সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, এবার আমার সব ফুলদানিগুলোই কেমন ভরে গেল। একটু পরে আবার বলল, তুমি জান ভ্যাণ্ডেক কত ভাল লোক ; আশা করি তোমরা বন্ধু হয়ে উঠবে পরস্পরে।

www.BanglaBook.org

দরজায় ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাণ্ডেক্ক এসে ঘরে ঢুকলেন। নিঃশব্দে সহজভাবে ঢুকলেন ভ্যাণ্ডেক্ক, যেন তিনি নিজের বাড়িতে এসেছেন। প্রথমে ম্যাদলেনের হাতটা চুম্বন করার পর দুরয়ের সঙ্গে বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, কেমন আছেন প্রিয় দুরয়?

দুরয় দেখল আগেকার মত তাঁর আচরণে সে কঠোরতা নেই। আগের থেকে অনেক নরম হয়ে উঠেছেন ভ্যাণ্ডেক্ক। দুরয়ও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করতে লাগল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এমন সহজ ও আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল দুজনে যাতে মনে হবে তারা যেন দশ বছরের পরিচিত।

তা লক্ষ্য করে বিশেষ খুশি হলো ম্যাদলেন। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার সে খুশিতে। বলল, তোমরা বস, আমি খাবারের ব্যবস্থা দেখি।

ম্যাদলেন ফিরে এসে দেখল দুজনে আবার একটা বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে এবং দুজনেই একমত হয়ে খুব সহজভাবে কথা বলছে।

ভালভাবে খাওয়া হলো। ছোট্ট সংসারের আন্তরিক ব্যবস্থাপনায় এত খুশি হলেন ভ্যাণ্ডেক্ক যে তিনি অনেকক্ষণ রয়ে গেলেন। বড় ভাল লাগছিল তাঁর।

ভ্যাণ্ডেক্ক চলে যেতেই ম্যাদলেন তার স্বামীকে বলল, লোকটা ভাল নয় কি? ওর সঙ্গে জানাশোনা থাকলে লাভই হবে। ও একজন সত্যিকারের বিশ্বস্ত বন্ধু। ওকে ছাড়া—

দুরয় মাঝপথে বলল, হ্যাঁ, ওঁকে আমার খুব ভালই লাগল। আমার মনে হয় আমাদের দুজনের মধ্যে ভালই বন্ধুত্ব হবে।

ম্যাদলেন বলল, তুমি হয়তো জান না। আমাদের কিছু কাজ করার আছে, শুতে যাবার আগেই কাজটা শেষ করতে হবে। ডিনারের আগেই এটা আমি তোমায় বলতাম কিন্তু ভ্যাণ্ডেক্ক আসার জন্য বলতে পারিনি। মরোক্কোর কিছু সংবাদ পেয়েছি। লারোশে ম্যাথিউ, ডেপুটি এবং ভাবী মন্ত্রী আমাকে এনে দিয়েছেন। আমি সব তথ্য পেয়েছি। এই দিয়ে একটা ভাল রচনা খাড়া করতে হবে আমাদের। এখনি কাজ শুরু করে দেব। বাতিটা নিয়ে এস।

বাতি নিয়ে তারা পড়ার ঘরে চলে গেল। বইয়ের তাকে সেই সব বই ঠিক রয়ে গেছে। তাকের উপরে গল্ফে জুয়ান থেকে কিনে আনা ফুলদানিটাও সাজানো আছে। ফরেস্টিয়ার নিজের হাতে কিনেছিল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ম্যাদলেন সংবাদটা বুঝিয়ে বলল দুরয়কে। সে যা লিখতে চায়, তার রচনার মূল পরিকল্পনার কথাটাও বলল। দুরয় সবকিছু শুনে ও কিছু নোট করে পরে আপত্তি জানিয়ে বলল, রচনাটা এভাবে না লিখে অন্যভাবে লিখলে হয়। এ বিষয়ে নিজের যুক্তি ও পরিকল্পনার কথাটা বুঝিয়ে বলল দুরয়। সে রচনার মধ্যে বর্তমান মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কিছু প্রচারও থাকবে। শুনতে শুনতে ম্যাদলেনের আগ্রহটা দারুণ বেড়ে গেল, সে সিগারেট খাওয়াটা থামিয়ে রাখল। দুরয়ের কথাটা ভাবতে গিয়ে সে যেন এক নতুন আলো খুঁজে পেল।

ম্যাদলেন বার বার বলতে লাগল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালই হবে। এটা আরো বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

দুরয়ের কথা বলা শেষ হয়ে গেলে ম্যাদলেন বলল, এবার লেখাটা শুরু করা যাক। কিন্তু লেখাটা শুরু করার সময় দুরয়ের কষ্ট হয়। সে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পায়

www.BanglaBook.org

না। ম্যাদলেন এবার দুরয়ের কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে তার কানে শব্দ যুগিয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে থেমে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কী, তুমি যা বলতে চাইছ তা হচ্ছে ত?

দুরয় উত্তর করল, হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে।

নারীসুলভ তীক্ষ্ন বিষাক্ত বাক্যবাণে মন্ত্রীসভার প্রধানকে আক্রমণ করল ম্যাদলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু হাস্যরস মিশিয়ে দিল। মন্ত্রীসভার নীতিকে বিদ্রূপ করে অনেক হাসির কথা বলল, যা শুনে লোকে হাসবে অথচ যার তাৎপর্য একবাক্যে স্বীকার করবে সবাই।

এর উপর আবার দুরয় নিজের দু একটা লাইন জুড়ে দিলে। তার ফলে আরো জোরাল হয়ে উঠল ম্যাদলেনের কথাটা। কটাক্ষ ও ইঙ্গিতধর্মী কথা লেখার কায়দাটা সে ম্যাদলেনের কাছ থেকেই শিখে নিয়েছিল। লেখাটা শেষ হয়ে গেলে দুরয় জোরে জোরে সেটা পড়ল। তাদের দুজনেরই সেটা ভাল লাগল। তারা হাসিমুখে পরস্পরের চোখের দিকে গভীরভাবে তাকাল। শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা দুইই ছিল সে চোখে। তারপর তারা আলিঙ্গন করল পরস্পরকে। দুটি মনের মধুর নিবিড়তা নীরবে সঞ্চারিত হলো দুটি দেহের মধ্যে।

ম্যাদলেন বলল, তুমি বাতিটা নিয়ে এগিয়ে চল।

ওরা শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দুরয় বাতিটা নিয়ে আগে আগে চলতে লাগল।

রচনাটা জর্জ দুরয় দ্য কান্তেলের নামে প্রকাশিত হলো। লেখাটা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করল। আইনসভাতেও তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করল। ওয়ালটার অভিনন্দন জানালেন লেখক দুরয়কে। তিনি ভাই ফ্রাঁসোয়ার রাজনৈতিক সমালোচকের পদ দিলেন দুরয়কে। দুরয় যে কাজ করত তা বয়রেণার্দের উপর ছেড়ে দেওয়া হলো।

এরপর ভাই ফ্রাঁসোয়া খুব কৌশলে সরকারের সমালোচনা করতে লাগল। সে সমালোচনা হতে লাগল কখনো পরোক্ষ ও বিদ্রূপসিক্ত, কখনো প্রত্যক্ষ এবং প্রবল, আবার কখনো বা তথ্যভিত্তিক তাৎপর্যে অখণ্ডনীয়। এ কাগজে প্রকাশিত সব সংবাদকে লোকে সত্য বলে মেনে নিত। অন্যান্য সংবাদপত্রগুলোও প্রায়ই ভাই ফ্রাঁসোয়ায় প্রকাশিত সংবাদ ও লেখার উল্লেখ করত।

রাজনীতির ক্ষেত্রে দুরয় বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠল। তার স্ত্রী ও তার মনের কৌশল, তার তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের ক্ষমতা ও আলাপ পরিচয়ের পরিধির দ্বারা সাহায্য করতে লাগল তাকে এ বিষয়ে। কাজ থেকে রাত্রিতে বাড়ি ফিরে আজকাল প্রায়ই দেখে দুরয় তাদের বৈঠকখানা ঘরে হয় কোন সিনেটার, না হয় কোন ডেপুটি বা কোন জেনারেল বসে আছে। তারা সবাই ম্যাদলেনকে চেনে এবং তার সঙ্গে পুরানো পরিচিত বন্ধুর মতই ব্যবহার করে।

দুরয় ভেবে পায় না এত বন্ধু কোথায় পেল ম্যাদলেন। ম্যাদলেন বলল, তাদের সমাজে বিভিন্ন পার্টি ও ভোজসভায় পেয়েছে। কিন্তু কেমন করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো? আর কেমন করেই বা তাদের সকলের বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব লাভ করল ম্যাদলেন তা বুঝতে পারল না দুরয়। তবে সে প্রায়ই ভাবত ম্যাদলেন ইচ্ছা করলে বড় রাজনীতিবিদ হতে পারত।

এক একদিন খাবার সময় বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যেত ম্যাদলেনের। এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলত, খবর আছে একটা ভাল। দেখ, বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রী এমন

www.BanglaBook.org

দুজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেছেন যারা যুক্ত কমিশনে ছিল। আমরা মন্ত্রীমশাইকে এমন একদাগ ওষুধ দেব যা তিনি জীবনে ভুলতে পারবেন না।

এমনি করে তারা মন্ত্রীকে ওষুধ দিত দিনের পর দিন। ডেপুটি লারোশে ম্যাথিউ প্রতি মঙ্গলবার তাদের কাছে ডিনার খেতেন। ভ্যাম্ড্রেক আসতেন প্রতি সোমবার। খাওয়ার পর লারোশে দুরয়দের করমর্দন করে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন, কিসের প্রচার, কিসের আক্রমণ যদি আমি সেই পদটা লাভ করতে না পারলাম।

লারোশের বহুদিন থেকে আশা ছিল তিনি বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীপদ লাভ করবেন একদিন। লারোশে ছিলেন ব্যারিস্টার, পোশাক পরিচ্ছদ তাঁর সব সময়ই ভাল থাকত। ভাই ফ্রাঁসোয়ার তিনি অংশীদার। সমাজে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁকে সবাই চেনে এবং বলাবলি করে লারোশে মন্ত্রী একদিন নিশ্চয় হবেন। এ বিশ্বাস লারোশের নিজেরও আছে। কিন্তু তাঁর একটা দোষ তাঁর কোন মতের ঠিক নেই, আত্মবিশ্বাসের জোর নেই। তিনি কোন এক বিশেষ রাজনৈতিক দলকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেন না। তিনি কখনো রিপাবলিকান, কখনো লিবারেল বা উদারনীতিবাদী।

ফরেস্টিয়ারের মত দুরয়ও তাঁকে সমর্থন করল, সাহায্য করল। লারোশে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ফরেস্টিয়ারকে ভবিষ্যতে তিনি কোন মন্ত্রীপদ পেলে তাকে লিজিয়ন অফ অনার উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এখন ফরেস্টিয়ার না থাকায় সম্ভব হলে সে উপাধি দুরয়ই পাবে।

আসলে কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই কাঠামোটা ঠিকই আছে। শুধু ফরেস্টিয়ারের জায়গায় দুরয়। সবাই জানে আসলে যা কিছু করে ম্যাদলেন। সে একদিন ফরেস্টিয়ারকে তুলেছিল, আজ সেই দুরয়কে ওঠাচ্ছে। আসল কলকাঠি আছে ম্যাদলেনের হাতে। দুরয়ের সহকর্মীরা প্রায়ই তাকে ফরেস্টিয়ার বলে ঠাট্টা করত। একদিন দুরয় অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একজন তাকে বলল, আমি বলছিলাম কি ফরেস্টিয়ার।

দুরয় যেন শুনেও শুনল না কথাটা। সে তার চিঠিপত্রগুলো দেখতে লাগল। লোকটা তখন আরো জোরে বলল, কি ফরেস্টিয়ার শুনছ? কিন্তু এবারও কোন উত্তর না দিয়ে দুরয় ম্যানেজারের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে দিতেই লোকটা এগিয়ে গিয়ে বলল, ক্ষমা করো ভাই, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। জানি এটা অন্যায়, তবু প্রায়ই তোমায় ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। কারণ কি জান, তোমার লেখাগুলো ভয়ঙ্করভাবে একেবারে তার মত। একথা সবাই বলে।

দুরয় কোন উত্তর দিল না কথাটার। এরকম প্রায়ই অনেকে বলে। মৃত ফরেস্টিয়ারের প্রতি এক দারুণ বিদ্বেষ জেগে ওঠে তার অন্তরে। একদিন ওয়াল্টার নিজে ফরেস্টিয়ারের লেখার সঙ্গে দুরয়ের লেখার আশ্চর্য মিল দেখে বলেছিলেন, হ্যাঁ, লেখাটা যেন ফরেস্টিয়ারের,—সেই রীতি, সেই প্রেরণা। তবে এ লেখাগুলো আরো পরিণত, আরো বলিষ্ঠ ও পৌরুষব্যঞ্জক।

আর একদিন কাপ বল খেলার জন্য কাপবোর্ড খুলতেই দুরয় দেখল ফরেস্টিয়ারের নিজের হাতে সাজানো কাপ বলগুলো সব ঠিক আছে। কে আবার তার উপর একটা কার্ড রেখে দিয়েছে। কার্ডখানার উপর লেখা 'ফরেস্টিয়ার-দুরয় কোং (কালেকশান শা সন্স)'। নীরবে কাপবোর্ডটা বন্ধ করে রেখে দুরয় আপন মনে বলল, হিংসুটে

www.BanglaBook.org

লোকগুলো সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু এইভাবে একটা কথা শুনতে শুনতে দুরুয়ের অহঙ্কারে আঘাত লাগল। সাংবাদিক বা সাহিত্যিকদের মধ্যে এ ধরনের কথা এইরকম আঘাতই দেয়। এরপর থেকে ফরেস্টিয়ারের কথাটাই তার কানে তীক্ষ্ন যন্ত্রণা হয়ে বাজল। একথা শুনলে ভয় পেত সে। শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। এটা শুধু বিদ্রূপ না, এটা অপমান। এর অর্থ ছিল এই যে, তোমার স্ত্রীই তোমার কাজ করে, যেমন সে অপরের হয়ে করত। সে ছাড়া তোমার কোন দাম নেই।

দুরুয়ও মনে মনে এটা স্বীকার করত ম্যাদলেন ছাড়া ফরেস্টিয়ার কিছুই করতে পারত না, কিছুই হতে পারত না। তবে তার ক্ষেত্রে এটা খাটে না।

এরপর বাড়িতেও সেই ফরেস্টিয়ারের অবাঞ্ছিত যত সব স্মৃতি। এ বাড়ির আসবাবপত্র ও প্রতিটি জিনিস সেই মরা লোকটার কথাই মনে করিয়ে দেয়। একথাটা প্রথমেই তার অবশ্য মনে হয়নি তা নয়, তবে সেটা এত তীব্র ছিল না। পরে বন্ধু ও সহকর্মীদের ঠাট্টা বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সেটা তীব্র আকার ধারণ করে। তার মনে দারুণ আঘাত দেয়। এ বাড়িতে সে যা কিছু স্পর্শ করে, যা কিছু নাড়াচাড়া করে তাতেই ফরেস্টিয়ারের স্পর্শ পায়। সে যেন তারই ব্যবহৃত জিনিসগুলো ব্যবহার করে যাচ্ছে। ভোগ করে যাচ্ছে ফরেস্টিয়ারেরই কেনা জিনিস, ভোগ করা জিনিস। ক্রমে তার নিজের অন্তরের মধ্যে একটা বিদ্রোহ অনুভব করল দুরুয়। ফরেস্টিয়ার ও ম্যাদলেনের পুরানো বন্ধুদের দেখেও রাগ হতে লাগল তার। একদিন সে নিজের মনে মনেই বলল, একি, আমি ম্যাদলেনের বন্ধুদের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করছি কেন? আমি ত কখনো এ বিষয়ে কিছু মনে করিনি। ইচ্ছামত বাইরে বেরিয়ে যায়। তবু শুধু সেই শার্লের স্মৃতিই আমায় রাগিয়ে তোলে।

আর একটু পরে দুরুয় ভাবল, আসলে ফরেস্টিয়ারটা বোকা ছিল। আমি ভেবে পাচ্ছি না ম্যাদলেন কি করে এই রকম একটা বোকা লোককে বিয়ে করল? এই রকম গাধাটাকে ও কি করে সহ্য করতে পারল?

দিনে দিনে রাগটা বেড়ে যেতে লাগল দুরুয়ের। কখনো ম্যাদলেনের কথায়, কখনো চাকরের কথায়, কখনো ঝি-এর কথায় ছোটখাটো যে কোন ঘটনাটিকে সে ফরেস্টিয়ারের সেই অবাঞ্ছিত স্মৃতির তীক্ষ্ন দংশন অনুভব করত।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় দুরুয় বলল, আমাদের ডিনারে মিষ্টি দেখতে পাচ্ছি না কেন? দুরুয় মিষ্টি খেতে ভালবাসত।

তার স্ত্রী হেসে বলল, তা বটে। একথা আমার মনে নেই। এটা শার্লের জন্যই হয়েছে। সে আবার মিষ্টি মোটেই পছন্দ —

চুলোয় যাক। শার্লের কথা শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে যেতে বসেছি। এখানে সেখানে সর্বত্র শুধু শার্লের কথা। শার্ল এটা ভালবাসত, ওটা ভালবাসত না। সে যখন মরে গেছে, দয়া করে তাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

ম্যাদলেন বিস্ময়ে অবাক হয়ে তার স্বামীর মুখপানে তাকাল, কিন্তু তার রাগের কারণটা বুঝতে পারল না। আসল কারণ সে ঠিকই বুঝল। তার মত তীক্ষ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ের পক্ষে এটা বোঝাই স্বাভাবিক। সে বুঝতে পারল এটা ঈর্ষা থেকে হয়েছে। পুরানো একটা ঈর্ষা সেই মৃতলোকের স্মৃতি ও কথার দ্বারা ফুলে ফুলে ওঠে মাঝে মাঝে। এ ঈর্ষাটা খারাপ কিন্তু তবু মনের ভিতরে একটা সূক্ষ্ম খুশি

www.BanglaBook.org

অনুভব করে চুপ করে রইল ম্যাদলেন।

নিজের আবেগটা দমন করতে না পারার জন্য দুরয় নিজের উপরেও রেগে উঠল। খাবার পর সেদিন রাত্রে পড়ার ঘরে একটা রচনা লেখার সময় হঠাৎ তার একটা পা ঘরের মাদুরে আটকে যেতে সে হেসে উঠল, আমার মনে হয় ফরেস্টিয়ার ঠান্ডার জন্য ঘরের মেঝেয় পা রাখতে পারত না।

ম্যাদলেনও হেসে বলল, সে সব সময় ঠান্ডা লেগে যাবার ও সর্দি হবার ভয় করত। তার বুকটা খুবই দুর্বল ছিল।

স্ত্রীর হাতটা চুম্বন করে দুরয় বলল, তার প্রমাণ দেখতেই পেলাম। আর তাতে আমার ভালই হয়েছে। আবার রাত্রিতে শুতে যাবার সময়ও সেই ভাবটা যায়নি দুরয়ের মন থেকে। সে তার স্ত্রীকে বলল, শার্ল কি রাত্রিতে রাত্রির টুপী পরে শুত ঠান্ডার ভয়ে?

ম্যাদলেনও হেসে উত্তর দিল, না, একটা সিল্কের রুমাল বাঁধা থাকত তার মাথায়।

ঘৃণাভরে দুরয় বলল, বোকা।

এরপর থেকে যেকোন কথাবার্তায় ফরেস্টিয়ারকে টেনে আনত। অত্যন্ত করুণার সঙ্গে দেখত। বলত, বেচারী শার্ল। অফিসে তাকে দু একজন ফরেস্টিয়ার বলে ডাকত আর বাড়িতে এসেই সে নিন্দা শুরু করে দিত ফরেস্টিয়ারের। তার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে বড় করে দেখত আর তার থেকে আনন্দ পেত। মৃত ফরেস্টিয়ারের অশরীরী আত্মিক প্রভাব তার স্ত্রীর মনে যদি কোন প্রকারে কিছু পরিমাণে থেকে যায় সেই ভয়ে সেই প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য প্রায়ই এক কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে ওঠে দুরয়। মাঝে মাঝে ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে কাটান তাদের দাম্পত্য জীবনের অনেক গোপন খুঁটিনাটির কথা ম্যাদলেনকে জিজ্ঞাসা করত। ম্যাদলেন কিন্তু সে সব মোটেই বলতে চায় না। দুরয় নিজেই বলে, সেই সময়ে তার অবস্থাটা নিশ্চয় হাস্যাস্পদ হয়ে উঠত।

ম্যাদলেন বলে, তার কথা এখন ছেড়ে দাও।

দুরয় তবু ছাড়ত না, না বল, তাকে নিয়ে এক বিছানায় ঘুমোতে তোমার কেমন লাগত? একটা আস্ত গাধা ছিল লোকটা।

একদিন সন্ধ্যের সময় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে দুরয়ের হঠাৎ গাড়িতে করে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা হলো। বলল, মেদ, চল বয় দ্য বুলোন দিয়ে বেড়িয়ে আসবে।

ম্যাদলেন বলল, নিশ্চয়।

একটা খোলা গাড়িতে করে ওরা প্রথমে গেল শ্যাম্প এলিসি, তারপর বড় রাস্তা দিয়ে বয় দ্য বুলোন। সে রাতে কোন বাতাস ছিল না, দারুণ গরম। রাস্তায় তেমন লোক চলাচল ছিল না, শুধু নক্ষত্রখচিত সুন্দর আকাশের নীচে প্রেমিক প্রেমিকাদের কতকগুলো খোলা গাড়ির ভিড়। চাকার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। বয় দ্য বুলোনের জলাশয়সন্নিহিত নৈশ বনভূমির শান্ত অবকাশে নিবিড়তম প্রেমচর্চার অদূরবর্তী আশার আবেগে উষ্ণতায় আপন আপন গাড়িতে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল প্রেমিক প্রেমিকারা। সে আশার ছোঁয়া দুরয়দের মনেও লেগেছিল। একই প্রেমাবেগে আক্রান্ত হয়ে পরস্পরের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল ওরা তারপর চুম্বন করল। ম্যাদলেন বলল, আমরা তেমনি আবার ছেলেমানুষি

www.BanglaBook.org

করছি, রুয়েনের পথে ট্রেনে যেমন করেছিলাম।

বনের সামনেটায় এসে গাড়িগুলো সব ভিন্ন দিকে চলে গেল। দুরয়রা নেমে পড়ল। দেখল তাদের চারদিকে গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই। পাতার পতপত শব্দে সঞ্জীবিত বৃক্ষরাজির ঘনকৃষ্ণ ছায়া, জলাশয় নিঃসৃত ঠাণ্ডা হাওয়া, নক্ষত্রখচিত শিশিরভেজা শীতলতা তাদের আলিঙ্গন ও চুম্বনকে এক গভীরতর আনন্দ ও রহস্যময় মাধুর্য দান করল।

ম্যাদলেনকে কাছে টেনে নিয়ে দুরয় বলল, আমার লক্ষ্মী সোনা মেদ।

ম্যাদলেন বলল, তোমাদের বাড়ির কাছে বনটাতে কেমন ভয় ভয় করছিল, কিন্তু এখানে খুব ভাল লাগছে।

কিছুক্ষণ পর দুরয় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা এর আগে এ বনে তুমি শার্লের সঙ্গে কখনো বেড়াতে এসেছিলে ?

ম্যাদলেন উত্তর করল, অনেকবার।

অন্তরের মধ্যে অনবরত আঁচড় কাটতে থাকে, অজেয় অনিবারণীয় সেই ঈর্ষার জন্য সব সময় একটা চাপা রাগ আর অস্বস্তি অনুভব করছিল দুরয়। তার চোখের সামনে ফরেস্টিয়ারের মূর্তিটা যেন ভেসে উঠল। হঠাৎ বাড়ি ফেরার ইচ্ছা হলো তার।

দুরয় ঘৃণাভরে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মেদ, তুমি কি বেচারা শার্লকে আমার জন্য ঠকাওনি ?

কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে ম্যাদলেন উত্তর করল, এ প্রশ্ন তুমি বারবার শোনাও কেন ?

কিন্তু দুরয় তবু ছাড়ল না।—বল না মেদ। বল, তুমি তাকে ঠকিয়েছ।

কোন মেয়েই একথা স্পষ্ট স্বীকার করতে পারে না। ম্যাদলেনও কিছু বলতে পারল না। কি একটা কথা ভাবতে লাগল। দুরয় তবু জেদ ধরল, বল না কথাটা বললে খুব মজা হবে। তাকে দেখে ত তাই মনে হত।

দুরয়ের মনে হচ্ছিল, একথা বললে মৃত ফরেস্টিয়ার আরো হাস্যাস্পদ হয়ে উঠবে। দুরয় বলল, ও ছিল আস্ত একটা পশু, তুমি ওর মাথায় দুটো শিং খাড়া করে দিলে পারতে। নাও বল মেদ।

দুরয়ের কথা শুনে ম্যাদলেন হাসছিল। বেশ মজা অনুভব করছিল। দুরয়ের মনের আসল অবস্থাটা বুঝতে পারছিল না। ম্যাদলেনের কানের কাছে মুখটা এনে দুরয় বলল, নাও বল।

মাথাটা সরিয়ে নিয়ে ম্যাদলেন বলল, তুমি একটি পাগল। কথাটা এমন গম্ভীরভাবে আর কড়া গলায় বলল ম্যাদলেন যে তা শুনে গোপন ভয়ের একটা হিমশীতল শিহরণ খেলে গেল দুরয়ের মনে এবং একটা জোর আঘাত পেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল বোকার মত।

গাড়িটা তখন লেকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আকাশের তারাগুলোর প্রতিফলন পড়েছিল লেকের জলে। দুটো হাঁস চড়ছিল জলে, কিন্তু চারপাশের গাছের কালো ছায়ায় তা ভাল দেখা যাচ্ছিল না। দুরয় ভাবতে লাগল, ম্যাদলেন যেভাবে কথাটা বলল, তাতে ওটা স্বীকারোক্তি বলে মনে হয় না কি ? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল দুরয়। তবে কি ও তার প্রথম স্বামীকে ঠকিয়েছে ? একথাটা নিশ্চিত ভেবে রাগে আগুন হয়ে উঠল দুরয়। ম্যাদলেনকে এখনি গলা টিপে মারতে ইচ্ছা হলো তার। সে বলতে পারত, যদি আমি ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে প্রতারণা করি তাহলে আমি ত তোমার সঙ্গেও তাই করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারি। কিন্তু তা সে বলেনি। অথচ ফরেস্টিয়ার কত বিশ্বাসের সঙ্গে তাকে আলিঙ্গন করত, চুম্বন করত, ভালবাসত।

হাতদুটো কোলের উপর রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বিক্ষুব্ধমনে বসে রইল দুরয়। কোন এক চপলমতি নারীর খেয়ালখুশির অসহায় ক্রীড়নকে পরিণত কোন মানুষের মত এক নিষ্ফল ক্ষোভ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার অন্তরে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীসুলভ এক প্রথম সংশয় জেগে উঠল তার মনে। আগে শুধু তার ছিল ফরেস্টিয়ারের প্রতি ঈর্ষা, কিন্তু এখন সে ঈর্ষার সঙ্গে দেখা দিল ম্যাদলেনের প্রতি ঘৃণা। যখন ফরেস্টিয়ারের সঙ্গে প্রতারণা করেছে তখন সে-ই বা কি করে বিশ্বাস করতে পারে তাকে? তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে বোঝাল দুরয়। শান্ত করল তার সংশয়কাতর মনের তীব্র বেদনাকে। ভাবল, সব নারীই একদিকে বেশ্যা। আমাদের উচিত তাদের শুধু ভোগ করা, আমাদের অন্তরের কোন কিছু দেওয়া উচিত না। তার অন্তরের তিক্ততা ও ঘৃণা হঠাৎ তার কথায় ফেটে পড়ল, 'এ জগতে একমাত্র শক্তিশালীদেরই জয়। সুতরাং আমাদের যতদূর সম্ভব শক্তিশালী হতে হবে। মনে কোন কুণ্ঠা বা বিদ্বেষ থাকলে চলবে না।'

দুরয় ভাবল, একথা বোকার মত চিন্তা করে কোন লাভ নেই। যারা সাহসী তারা সৌভাগ্যশালী হয়। আত্মশক্তি আর আত্মসচেতনতাই হলো সব। নারী আর ভালবাসার বস্তুর কথা না ভেবে আমাদের চরম সৌভাগ্য লাভের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা করে যেতে হবে।

গাড়ি আবার শহরের বুকের মাঝে এসে পড়ল। আবার সেই প্রেমিক প্রেমিকাদের গাড়িগুলোর সঙ্গে দেখা হলো। তারা সবাই ফিরছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন চার দিকেই আনন্দোন্মত্ত নরনারীর ভিড়, পৃথিবীতে দুঃখ বলে কোন জিনিসই নেই। দুরয় আপন মনে অনেকক্ষণ ধরে কি ভাবছিল তা বোঝার চেষ্টা করছিল ম্যাদলেন। এবার বলল, কি ভাবছ প্রিয়তম? তুমি আধঘণ্টা ধরে কোন কথাই বলনি।

তীক্ষ্ন শ্লেষের সঙ্গে দুরয় বলল, আমি ভাবছিলাম ওই সব বোকাগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বৃথাই সময় নষ্ট করছে, অথচ জীবনে কত কী করার আছে?

ম্যাদলেন বলল, কিন্তু মাঝে মাঝে এগুলোও ভাল লাগে।

কিন্তু হাতে যখন ভাল কোন কাজ করার থাকে না একমাত্র তখনি এসব ভাল লাগে।

দুরয়ের মন থেকে তখনো রাগ যায়নি। এক তীব্র রাগ ও ঘৃণার সঙ্গে সে জীবনটাকে সমস্ত রকমের কাব্য ও মোহ থেকে মুক্ত করে কঠোর বাস্তবের পটভূমিকায় বিচার করে দেখতে চাইছিল। হঠাৎ তার মনে হলো এসব কথা চিন্তা করে শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিলে বোকামির কাজ হবে। এবার ফরেস্টিয়ারের কাল্পনিক মূর্তিটা তার মনের উপর ভেসে উঠল, কিন্তু আর কোন রাগ হলো না। তার মনে হলে তারা যেন আবার দুজনে বন্ধু হয়ে উঠেছে। তার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা হলো, সান্ধ্য নমস্কার বন্ধু।

দুরয়ের এই নীরবতাতে বিরক্তি অনুভব করছিল ম্যাদলেন। একসময় সে বলল, আচ্ছা, যাবার আগে তরতানিতে নেমে কিছু বরফ কিনে খেলে হয় না?

কাফের কাছে আসতেই কাফের আলোর ছটায় ম্যাদলেনের চেহারাটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে দুরয় মনে মনে বলল, 'সত্যিই সে সুন্দর। কিন্তু

www.BanglaBook.org

আমার কথা ও ধরে ফেললেই বিপদ হবে।' এই ভেবে দুরয় সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, নিশ্চয় প্রিয়তমা।' এই বলে স্ত্রীকে চুম্বন করল দুরয়। কিন্তু ম্যাদলেন অনুভব করল তার চুম্বনটা হিমশীতল। ম্যাদলেনকে গাড়ি থেকে হাত দিয়ে ধরে নামাবার সময় দুরয় অবশ্য একটু হাসল; কিন্তু সে হাসিটাও কেমন ম্লান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন অফিসে গিয়ে দুরয় বয়রেণার্দকে ডেকে পাঠাল। তারপর তাঁকে বলল, দেখুন, আমার একটা কাজ আপনাকে করে দিতে হবে। এখানকার লোকেরা আমাকে ফরেস্টিয়ার বলে বেশকিছুদিন ধরে মজা পাচ্ছে। আপনি কি দয়া করে আমাকে সেইসব বন্ধুদের ভাল করে বলে দেবেন, এবার থেকে যে আবার এইভাবে ঠাট্টা করবে আমার সঙ্গে আমি তার মুখটা ভেঙ্গে দেব। তারা ইচ্ছা করলে তরোয়াল নিয়ে ডুয়েল লড়তেও পারে। আমি আপনাকে ডেকে একথা বললাম, কারণ আপনি শান্তপ্রকৃতির লোক এবং ব্যাপারটা বেশী দূর না গড়াতেই সেটার নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন। তাছাড়া আপনি আমার একবার সেকেন্ড হয়েছিলেন।

বয়রেণার্দ এ কাজের ভার নিলেন। দুরয় কি কাজে একবার বাইরে গেল। এক ঘণ্টা পর ফিরে এল। কেউ তাকে আর ফরেস্টিয়ার বলল না।

বাড়ি ফিরেই নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেল দুরয়। চাকরকে জিজ্ঞাসা করল, কে এসেছেন?

চাকর উত্তর করল, মাদাম ওয়ালটার আর মাদাম মেরিলি।

কথাটা শুনেই প্রথমে বুকের ভিতরটা লাফাচ্ছিল দুরয়ের। পরে নিজেকে বোঝাল 'দেখাই যাক না।' এই বলে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। দুরয়ের মনে হলো তাকে দেখে ক্লোতিদের মুখখানা কিছুটা মলিন হয়ে গেল। মাদাম ওয়ালটারের দুপাশে তাঁর দুই মেয়ে ছিল। মাদাম ওয়ালটারকে নত হয়ে অভিবাদন করার পর সে মাদাম মেরিলির কাছে গেল। তাঁর একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন মাদাম মেরিলি আর দুরয় সেটা অর্থপূর্ণভাবে চাপ দিল। যেন তার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চাইল, আমি তোমাকে এখনো ভালবাসি। মাদাম মেরিলিও সাড়া দিলেন নীরবে অনুরূপ চাপ দিয়ে।

দুরয় বলল, আমাদের শেষ দেখা হওয়ার পর একটা শতাব্দী কেটে গেছে। এতদিন কেমন ছিলে?

মাদাম মেরিলি সহজভাবে উত্তর দিলেন, খুব ভাল। আর তুমি বেল-আমি? তারপর ম্যাদলেনের দিকে ঘুরে বললেন, ওকে বেল-আমি বলার জন্য আমাকে অনুমতি দেবে ত?

নিশ্চয় দেব। তুমি ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই।

কথাটার মধ্যে এক গোপন শ্লেষ লুকোনো ছিল।

www.BanglaBook.org

মাদাম ওয়ালটার বললেন, জ্যাক রাইভেলের বাড়িতে ফেন্সিং-এর এক বড় রকমের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। তাতে অভিজাত বাড়ীর সৌখীন মেয়েরা যোগদান করবেন। কিন্তু আমি যোগদান করতে পারব না বলে আমার বড় খারাপ লাগছে। আমার স্বামী ঐ সময় বাড়িতে থাকবেন।

দুরয় সঙ্গে সঙ্গে বলল, সে তাঁদের নিয়ে যাবে। মাদাম ওয়ালটার প্রস্তাবটা সমর্থন করলেন। বললেন, আমি ও আমার মেয়েরা তাহলে বিশেষ বাধিত থাকব আপনার কাছে।

মাদাম ওয়ালটারের ছোট মেয়ের দিকে তাকিয়ে দুরয় ভাবল, সুসান দেখতে মোটেই খারাপ নয়। সে যেন এক সাজানো সুন্দর পুতুলের মত—ছিপছিপে চেহারা, সরু কোমর, মোটা পাছা, চওড়া বুকের ছাতি। তার চুলগুলোও ভারী সুন্দর। অথচ তার বড় বোন দেখতে একেবারে খারাপ।

মাদাম ওয়ালটার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তাহলে আপনার উপর নির্ভর করতে পারি। আগামী বৃহস্পতিবার বেলা দুটোয়।

দুরয় উত্তর করল, আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পারেন মাদাম।

মাদাম ওয়ালটার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাদাম মেরিলি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বিদায়, বেল-আমি।

এবার মাদাম মেরিলিই প্রথমে দুরয়ের হাতটা ধরে অনেকক্ষণ ধরে বেশ জোরে চাপ দিলেন। আর দুরয় তার অর্থ বেশই বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পুরানো নেশাটা যেন পেয়ে বসল তাকে। ভাবল সম্ভ্রান্ত ঘরের এই সুন্দরী খেয়ালী মহিলাটি সত্যিই তাকে ভালবাসত।

মাদাম মেরিলি চলে যেতেই এক তরল অনাবিল হাসিতে ফেটে পড়ল ম্যাদলেন। দুরয়ের মুখপানে তাকিয়ে বলল, তুমি কি জান মাদাম ওয়ালটার তোমার প্রেমে পড়েছেন?

অবিশ্বাসের স্বরে দুরয় বলল, বাজে কথা।

আমি বলছি, সত্যিই তাই। আজ উনি আমার কাছে তোমার সম্বন্ধে বিশেষ আবেগ আর আগ্রহের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অবশ্য তাঁর পক্ষে এটা আর সম্ভব না। তিনি ঠিক তোমার মত দুটি মেয়ের জন্য জামাই খুঁজছিলেন। ভাগ্যিস তাঁর আর বিয়ের বয়স নেই।

দুরয় বলল, বয়স নেই মানে?

ম্যাদলেন জোর দিয়ে বলল, মাদাম ওয়ালটার এমনই এক মেয়ে যার সম্বন্ধে কোন দিন কিছু শোনা যায় নি। তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত এবং সৎ।

দুরয় বলল, আমি ভেবেছিলাম, উনি ইহুদী।

ম্যাদলেন বলল, না।

দুরয় বলল, যাই হোক, উনি তাহলে আমাকে পছন্দ করেন?

সম্পূর্ণরূপে। তোমার বিয়ে না হলে আমি তাঁর ছোট মেয়েকে বিয়ে করার জন্য পরামর্শ দিতাম তোমায়।

মোচে তা দিয়ে দুরয় বলল, তাদের মায়েরও বিয়ের বয়স একেবারে যায়নি।

হ্যাঁ তুমি তাঁকেও পেতে পার। তাতে আমি ভীত নই। তবে কি জান, তাঁর মত বয়সের মেয়েরা প্রথম ভুল করে বসে না। সে সময় পার হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাই হোক দুরেয় ভাবল, তার প্রতি মাদাম ওয়ালটারের সত্যি সত্যি আসল মনোভাব কি তা তাকে লক্ষ্য করতে হবে এবং ভবিষ্যতে তার থেকে কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় কি না তা দেখতে হবে।

এরপর সারা সন্ধ্যেটা মাদাম মেরিলির কথা ভেবে কাটাল দুরেয়। বারবার মনে মনে বলতে লাগল, ক্লোতিদে সত্যিই সুন্দরী। আমি কালই যাব তার কাছে।

পরের দিন সকালে লাঞ্চ খেয়েই বেরিয়ে পড়ল দুরেয়। রু দ্য বার্নিউল-এর বাড়ি। সেই ঝি দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভাল আছেন স্যার?

লরিণ পিয়ানো বাজাচ্ছিল আনাড়ী হাতে। দুরেয়কে দেখে সে একবার উঠে নত হয়ে অভিবাদন জানিয়েই চলে গেল পাশের ঘরে।

মাদাম মেরিলি আসতেই তাঁর হাত দুটো নিয়ে চুম্বন করল দুরেয়। বলল, আমি তোমার কথা কত ভেবেছি।

আমিও ভেবেছি।

দুজনে দুজনের মুখপানে হাসিমুখে তাকিয়ে ওরা বসল। ওদের চোখের ভাষায় চুম্বনের বাসনা ফুটে উঠেছিল। দুরেয় বলল, আমার প্রিয়তমা ক্লো, আমি তোমায় আজও ভালবাসি।

আমিও তেমনি ভালবাসি।

তাহলে তুমি রেগে যাওনি আমার উপর?

হ্যাঁ এবং না দুটোই বলা যায়। আমি এতে দারুণ আঘাত পেয়েছি। কিন্তু তোমার যুক্তিটাও বুঝেছি। তবে মনে মনে বলতাম, ও একদিন না একদিন আমার কাছে ফিরে আসবেই।

আসতে মন চাইত আমার। কিন্তু সাহস পেতাম না। আচ্ছা, লরিণ-এর খবর কি? আমাকে সামান্য নমস্কারও জানাল না।

তোমার বিয়ের পর থেকে তোমার কথা বলিনি ওর কাছে। ও ঈর্ষান্বিত হয়েছে।

বাজে!

হ্যাঁ, ও আর তোমায় বেল-আমি বলে না। ও তোমাকে বলে মঁসিয়ে ফরেস্টিয়ার।

সেকথা বাদ দিয়ে দুরেয় মাদাম মেরিলির কাছে ঘেঁষে বসল। বলে বলল, আমায় চুম্বন করো।

ক্লোতিদে চুম্বন করল দুরেয়কে।

আবার কবে আমাদের দেখা হবে?

রু দ্য কনস্তান্তিনোপল্-এ।

ঘরগুলো তাহলে এখনো ভাড়া দেওয়া হয়নি?

আমি ঘরগুলো এখনো রেখে দিয়েছি। আমার ধারণা ছিল তুমি আবার ফিরে আসবে।

আনন্দের এক উত্তাল ঢেউ খেলে গেল দুরেয়ের মনে। ক্লোতিদে তাকে এখনো ভালবাসে। তার ভালবাসায় তাহলে এখনো ছেদ পড়েনি।

তোমার স্বামী ভাল আছেন তো?

www.BanglaBook.org

হ্যাঁ, ভাল আছেন। উনি এখানে মাসখানেক থাকার পর গত পরশু এখান থেকে গেছেন।

তাহলে ত ভালই হল।

ক্লোতিদে বলল, তোমার নতুন জীবন কেমন চলছে?

একরকম। খুব ভালও না, খারাপও না। আমার স্ত্রী আমার সহচরী, আমার অংশীদার।

এর বেশী না?

না। আমার অন্তরের দিক থেকে—

বুঝতে পেরেছি। যদিও সে সুন্দরী।

কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে আত্মহারা নই। নিজেকে বিলিয়ে দিইনি।

ক্লোতিদের আরো কাছে এসে গা ঘেঁষে চুপি চুপি বলল, আবার কখন আমাদের দেখা হবে?

তুমি চাইলে কালই হবে।

হ্যাঁ, কালই বেলা দুটোয়। এবার থেকে ঘরগুলো আমিই ভাড়া নিয়ে রাখব।

ক্লোতিদে বলল, ঠিক আছে, আমি ত এতদিন রাখলাম।

দুরয়ের হাত দুটো মাদাম মেরিলি চুম্বন করার পর দুরয় চলে গেল। তার সারা অন্তর তৃপ্তিতে ভরে গেল।

রাস্তায় নেমে চলতে চলতে একটা ফটো তোলার দোকানের সামনে টাঙ্গান সুনয়না এক লম্বা চেহারার একটা বড় ফটো দেখে হঠাৎ মাদাম ওয়ালটারের কথাটা মনে পড়ে গেল দুরয়ের। সে ভাবল, মাদাম ওয়ালটারকে এখনো সুন্দরী বলা যায়। আমি এতদিন ভাল করে দেখিনি। যাই হোক, আগামী বৃহস্পতিবার উনি আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন তা লক্ষ্য করতে হবে।

বৃহস্পতিবার ম্যাদলেনকে বলল, দুরয়, তুমি রাইভেলের বাড়িতে ফেন্সিং ম্যাচ দেখতে যাবে কি?

না, ওসবে আমার আগ্রহ নেই। আমি ডেপুটিদের চেম্বারে যাব।

দুরয় একাই মাদাম ওয়ালটারের বাড়ি গেল। মাদাম ওয়ালটারকে আজ খুব সুন্দরী দেখাচ্ছিল। এত সুন্দরী যেন দুরয় এর আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু উনি ওঁর কথাবার্তায় ও আচরণে এক গম্ভীর প্রশান্তি সবসময় বজায় রেখে চলছিলেন। উনি খুব কম কথা বলছিলেন।

ক'দিন ধরে ভাই ফ্রাঁসোয়া কাগজে খুব প্রচার চলছিল ম্যাচটার জন্য। এতে যে টাকা উঠবে তা সব এক প্যারিসের অনাথ আশ্রমে দান করা হবে। এ ম্যাচ পরিচালনা করবেন যতসব সিনেটার আর ডেপুটিদের স্ত্রীরা।

জ্যাক রাইভেল তাঁর বাড়ির সদর দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন সবাইকে। মেয়েদের দেখেই বলছিলেন, সব নীচে যান। ওখানে ম্যাচ হবে।

দুরয়কে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করে বলে উঠলেন, কেমন আছ বেল-আমি?

www.boiRboi.blogspot.com BanglaBook.org

মাদাম ওয়ালটার বললেন, নামটা ত আপনার সঙ্গে বেশ খাপ খায়। লরিণ-এর মত ও নামে আমারও ডাকতে ইচ্ছে করছে।

আমি অনুরোধ করছি মাদাম, আপনাকে ও নামে আমায় ডাকার জন্য।

www.BanglaBook.org

মাদাম ওয়ালটার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন দুরয়ের মুখপানে তাকিয়ে, না, আমরা এখনো ততখানি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠিনি।

দুরয় বলল, আমি কি আশা করতে পারি না আমরা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠব?

মাদাম ওয়ালটার বললেন, ঠিক আছে। দেখা যাবে পরে।

ম্যাচ হচ্ছিল নীচেরতলার হল ঘরে। অন্ধকার পথটা চীনা লন্ঠন দ্বারা আলোকিত। সমস্ত হলটা ফুল আর ফার্ণ গাছের ডালপালা দিয়ে সাজানো। নীচতলার ঘরে আলোবাতাস না আসার জন্য একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ আসছিল। অনুষ্ঠানের জায়গার মাঝখানে ফেন্সারদের জন্য একটা ঘর তৈরী করা হয়েছিল। তার দুই ধারে বিচারকদের বসার আসন। তারপর দর্শকদের জন্য ডাইনে বাঁয়ে দুই সারিতে দুশো জনের জন্য চেয়ার পাতা। সামনের সারিতে বসবে মেয়েরা। মোট চারশোজন লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল।

মাদাম ওয়ালটার আর তাঁর মেয়েদের আসন সংরক্ষিত ছিল সামনের সারিতে। দুরয় তাঁদের পোঁছে দিয়ে পুরুষদের আসনের দিকে পা বাড়াতেই মাদাম ওয়ালটার বললেন, আপনি যাবেন না, আপনি ফেন্সারদের নামগুলো বলে দিতে পারবেন। আপনি আমাদের আসনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে পিছনে কারো অসুবিধা হবে না।

দুরয় বলল, আমি সানন্দে আপনার আদেশ মেনে নিলাম মাদাম।

সবাই বলাবলি করতে লাগল, জায়গাটা ঠিক বাছাই হয়েছে। দুরয়ের মনে পড়ল, এইখানে জ্যাক রাইভেলের বাড়িতে ডুয়েলের আগের দিন এসে পিস্তল ছোঁড়া অনুশীলন করেছিল। হঠাৎ জ্যাক রাইভেলের গলার আওয়াজ শোনা গেল, এবার আরম্ভ হচ্ছে।

আঁটসাঁট পোশাক পরা ছয়জন ভদ্রলোক মঞ্চের উপরে গিয়ে বিচারকদের আসনে বসলেন। এরপর মঞ্চের উপর ক্রীভেসন আর গ্রুমো নামে দুজন মাষ্টার এসে যুদ্ধের খেলা দেখাতে লাগল। এরপর এলো প্যাটন আর কার্পিন নামে দুজন ফেন্সার— একজন রোগা আর অন্যজন মোটা। কার্পিনের তরোয়াল খেলাটা খুব উপভোগ্য হয়ে উঠল। এরপর এলো গোরিয়ন আর লাপেম। তারপর এলো জ্যাক রাইভেল আর একজন বেলজিয়ান অধ্যাপক। জ্যাক রাইভেলের খেলাটা সত্যিই মেয়েরা খুব পছন্দ করল। রাইভেলের খেলার মধ্যে স্থূল হাস্যরসের সঙ্গে একটা পরিমার্জিত সূক্ষ্মতা মেশানো ছিল।

এইভাবে প্রথমার্ধের খেলা শেষ হলো। নীচের তলায় এই হলঘরে গুমোট ক্রমশই বাড়ছিল। দর্শকরা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। একতলায় ওঠার সিঁড়িটা লোকে ভর্তি।

টাকা আদায় শুরু হলো। ছয়জন মহিলা মঞ্চের দিকে গিয়ে থলেতে টাকা ভরে দিলেন। এইভাবে অনেকেই টাকা সোনা প্রভৃতি দিতে লাগল। মাঝখানে একবার ভ্যান্ড্রেককে দেখে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করল দুরয়। দুরয় দেখল তার পাশে মাদাম ওয়ালটার গরমে কষ্ট পাচ্ছেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আর তাঁর উঁচু বুকটা ওঠানামা করছে। তার সুপুষ্ট দেহের উত্তুঙ্গ বুক আর মুখের দিকে প্রায়ই তাকাচ্ছিল দুরয়। মাদাম ওয়ালটারও তার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন। দুরয় ভাবল, উনি আমার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন নাকি।

কয়েকজন মেয়ে টাকা আদায় করে বেড়াচ্ছিল। এরপর আবার শুরু হলো খেলা।

www.BanglaBook.org

দুজন মেয়ে-ফেন্সার এসে খেলা দেখাল মঞ্চে। সব শেষে খেলা দেখাল সার্জেন্ট আর র‍্যাভিজনাক। সত্যিই তারা বড় খেলোয়াড়। খেলার ছলে হলেও তারা তাদের দৈহিক শক্তি ও সমরকৌশলের প্রচুর পরিচয় দিল।

এক হাজার ফ্রাঁর কিছু বেশী টাকা উঠল। সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে দুশো কুড়ি ফ্রাঁ রইল। তা অনাথ আশ্রমে দেওয়া হলো। দুরয় মাদাম ওয়ালটারকে বাড়ি পৌঁছে দিল। গাড়িতে মাদাম ওয়ালটারের সামনের সীটে বসেছিল সে। কিন্তু দুরয় মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখল মাদাম ওয়ালটার তার দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকাচ্ছেন। নিজের মনে মনে সে বলল, চুলোয় যাক, উনি এমনি মজা করছেন। তবে এটা সে স্বীকার করল যে মেয়েদের ভালবাসার ব্যাপারে তার ভাগ্যটা সত্যিই ভাল। এখন আবার মাদাম মেরিলি তার প্রেমে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

আনন্দের সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসতেই দেখল ম্যাদলেন বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে তার জন্য। বলল, কিছু খবর আছে। মরোক্কো সমস্যাটা আবার জটিল হয়ে উঠেছে। খুব সম্ভবতঃ কয়েক মাসের মধ্যে ফ্রান্স সৈন্য পাঠাতে পারে সেখানে। যাই হোক, যেকোন অবস্থাতেই মন্ত্রীসভাকে আক্রমণ করার সুযোগ নিতে হবে আর তাতে লারোশে ম্যাথিউ বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীত্ব পেয়ে লাভবান হবেন।

দুরয় তার স্ত্রীকে ইচ্ছে করে রাগিয়ে দেবার জন্য অবিশ্বাসের ভান করল। বলল, পাগলের মত আর তিউনিসিয়ার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

কিন্তু ম্যাদলেন অধৈর্য হয়ে বলল, আমি বলছি হ্যাঁ। তুমি বুঝছ না, এতে টাকার ব্যাপার আছে। রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের নাম বা লোক নিয়ে বাছবিচার করলে চলবে না। কে এ প্রশ্ন আমরা করব না। আমরা শুধু প্রশ্ন করব, কাজটা কি?

তাচ্ছিল্যভরে দুরয় বলল, বাঃ। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাদলেন রেগে গিয়ে বলল, তুমিও ফরেস্টিয়ারের মতই বোকা। ম্যাদলেন ভেবেছিল দুরয় খুব রেগে যাবে। কিন্তু দুরয় না রেগে হেসে প্রশ্ন করল, ফরেস্টিয়ারের মতই প্রতারিত?

আঘাত পেয়ে ম্যাদলেন বলল, ওঃ জর্জ।

দুষ্টুমির সুরে দুরয় বলল, আচ্ছা তুমি সেদিন স্বীকার করোনি যে ফরেস্টিয়ারকে তুমি প্রতারিত করেছ? আহা বেচারী!

ঘৃণাভরে মুখটা সরিয়ে নিল ম্যাদলেন কোন উত্তর না দিয়েই। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আসছে মঙ্গলবার কয়েকজন অতিথি আসবেন আমাদের বাড়িতে। ভকোঁতেসী দ্য পাসিমানের সঙ্গে আসছেন মাদাম লারোশে ম্যাথিউ। তুমি জ্যাক রাইভেল ও নর্বার্ত ভেরেনাঁকে নিমন্ত্রণ করবে? আগামীকাল আমি মাদাম ওয়ালটার আর মাদাম মেরিলিকে বলতে যাব। মাদাম রিসোলিনও হয়তো আসবেন।

কিছুদিন ধরেই ম্যাদলেন তার স্বামীর রাজনৈতিক প্রভাবের সুযোগ নিয়ে ডেপুটি ও সিনেটারদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা শুরু করে দিয়েছিল। দুরয় উত্তর করল, ঠিক আছে। আমি রাইভেল ও ভেরেনাঁকে বলব।

দুরয় তার গোপন ঈর্ষার কথাটা বলতে পেরে খুশি হলো। এবার থেকে সে ফরেস্টিয়ারের নাম যখন করত তখনি বলত 'প্রতারিত ফরেস্টিয়ার।' একথা বলে মনে শান্তি পেত দুরয়। ফরেস্টিয়ারের উপর এইভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে ভেবে আর রাগ হত না তার উপর। ম্যাদলেন অবশ্য দুরয়ের এসব কথা তেমন গ্রাহ্য করত না।

পরদিন ম্যাদলেন মাদাম ওয়ালটারকে নিমন্ত্রণ করতে যাবার আগেই দুরয় ভাবল,

www.BanglaBook.org

সে গিয়ে একা দেখা করবে মাদাম ওয়ালটারের সঙ্গে, দেখবে সত্যি সত্যিই তার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ আছে কি না। দেখাই যাক না। কথাটা ভেবে বেশ মজা অনুভব করল।

একাই চলে গেল দুরয়। মেলশার্বে ওয়ালটারের বাড়িতে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু পরে মাদাম ওয়ালটার এসে আগ্রহসহকারে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, এখানে কি মনে করে?

আমি জানি না, ঠিক বলতে পারব না, কোন অজানা শক্তি যেন নিয়ে এল আমায়। কোন কাজ নেই, কিছু বলার নেই। তবু আমি এখানে এসেছি। আপনি আমায় আমার এই স্পষ্ট ভাষণের জন্য ক্ষমা করবেন ত?

দৃঢ়তার সঙ্গে মুখে হাসি মিশিয়ে কথাগুলো বলল দুরয়। সেকথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন মাদাম ওয়ালটার, তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠল। আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু সত্যি বলছি— আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। খুব আশ্চর্য বোধ করছি।

দুরয় বলল, আমি যা সত্যি কথা তাই প্রকাশ করলাম। আপনাকে ভয় দেখাবার জন্য একথা বলিনি।

ওরা সামনাসামনি দুজনে দুটি চেয়ারে বসল। বেশ কৌতুক অনুভব করলেন মাদাম ওয়ালটার। বললেন, বেশ গুরুত্বপূর্ণ সত্য ভাষণ কিন্তু।

হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে আমি একথা বলার চেষ্টা করছি। অনেকদিন ধরে। কিন্তু পারিনি। লোকে বলে, আপনি নাকি ভীষণ কড়া।

মাদাম ওয়ালটার আত্মস্থ হয়ে বললেন, তাহলে আজই বা কেন বললেন?

আমি তা জানি না। বোধহয় এই যে গতকাল থেকে আমি আপনার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

মুখখানা মলিন হয়ে গেল মাদাম ওয়ালটারের। বললেন, থাক অনেক বাজে কথা বলা হয়েছে, এবার কিছু কাজের কথা হোক।

কিন্তু দুরয় হঠাৎ তাঁর পায়ের তলায় বসে পড়তেই ভয় পেয়ে গেলেন মাদাম ওয়ালটার। তিনি দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দুরয় একটা হাত দিয়ে তাঁর কোমরটা ধরে জোর করে বসিয়ে দিল তাঁকে। বারবার বলতে লাগল, আমি অনেকদিন ধরে আপনাকে পাগলের মত ভালবেসে আসছি। কোন কথা বলবেন না। আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না। যদি জানতেন আমি কত ভালবাসি আপনাকে।

কোন কথা বলতে পারছিলেন না, শুধু হাঁপাচ্ছিলেন মাদাম ওয়ালটার। চুম্বনের জন্য দুরয়ের মুখটা তাঁর দিকে এগিয়ে আসতেই তিনি দুটো হাত দিয়ে দুরয়ের মাথার চুল ধরে তার মাথাটা জোর করে সরিয়ে দিলেন। চোখ বন্ধ করে তার মাথাটা নাড়া দিতে লাগলেন। মাদাম ওয়ালটারের মুখটা না পেয়ে তাঁর পোশাকের গায়ের উপর যেখানে সেখানে চুম্বন করতে লাগল। তাঁর পোশাকের ভিতর দিয়ে হাতটা গলিয়ে গাটা টিপে আদর করতে লাগল। দুরয় এবার উঠে তাঁর দেহটাকে আলিঙ্গন করার জন্য টানতে গেল।

কিন্তু মাদাম ওয়ালটারের মনে হচ্ছিল তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়বেন। তিনি হঠাৎ কোনরকমে ছাড়া পেয়ে একরকম ছুটে পালাতে লাগলেন চেয়ারগুলোর ফাঁক দিয়ে।

www.BanglaBook.org

দুরয়ও তাকে ধরতে গেল তার পিছু পিছু কিন্তু একটা চেয়ারে বাধা পেয়ে পড়ে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার ভান করল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বিদায়, আমি যাচ্ছি।

হাতের ছড়িটা তুলে পথে বেরিয়ে এল দুরয়। নিজের মনে বলল, যা করেছি ঠিকই করেছি। এই বলে টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে মাদাম মেরিলিকে একটা তার করে দিল পরের দিন দেখা করার জন্য।

যথাসময়ে বাড়ি ফিরে এসে দুরয় তার স্ত্রীকে বলল, তাহলে সব লোককে নিমন্ত্রণ করেছ ত? সবাইকে পেয়েছ?

একমাত্র মাদাম ওয়ালটার ছাড়া সবাইকেই পেয়েছি। মাদাম ওয়ালটার ঠিক নিশ্চিত হতে পারেননি আসতে পারবেন কি না। কি একটা বিষয়ে তাঁর কাজ আছে বললেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। তিনি আশ্চর্যভাবে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। যাই হোক, তিনি আসবেন আমি আশা করি।

দুরয়ও বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি আসবেন।

মুখে বললেও এবিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি দুরয়। ডিনারের দিন পর্যন্ত তার মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু ডিনারের দিন সকালবেলায় মাদাম ওয়ালটারের কাছ থেকে একটা চিঠি এল, আমি অতি কষ্টে কাজের চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছি এবং আজ সন্ধ্যায় তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। তবে আমার স্বামী আমার সঙ্গে যেতে পারবেন না।

দুরয় ভাবল, আর আমি ওঁর কাছে না গিয়ে ভালই করেছি। উনি এখন অনেকটা শান্ত হয়ে পড়েছেন। দেখা যাক।

বেশ কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে অপেক্ষা করছিল দুরয়। মাদাম ওয়ালটারকে আজ দেখে আগের থেকে আরো শান্ত ও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। দুরয়ও বেশ শান্ত ও বিনীত ভাব দেখাচ্ছিল তার আচরণে। মাদাম লারোশে আর মাদাম রিসোলিন এসেছেন তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে। মাদাম পার্সিমার তাঁর সমাজের কথা বলছিলেন; নিখুঁত প্রসাধনে এবং হলুদে-কালোয় মেশানো স্প্যানিশ পোশাকে মাদাম মেরিলিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার স্ফীত বক্ষস্থল, নিটোল হাত দুটো আর পাখির মত হালকা মাথা সমেত গোটা চেহারাটা উজ্জ্বলভাবে চোখে পড়ছিল।

দুরয়ের ডান দিকে বসলেন মাদাম ওয়ালটার। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগল দুরয়। বেশী করে শ্রদ্ধার ভাব দেখাতে লাগল। মাঝে মাঝে ক্লোতিদের দিকে তাকাল। দেখল, আগের থেকে তাকে যেন আরো বেশী সুন্দরী দেখাচ্ছে, একবার তার স্ত্রীর দিকেও তাকাল। সেও দেখতে খারাপ না। তবে তার উপর রাগটা তখনো যায়নি তার।

কিন্তু বর্তমানে দুরয় বুঝল, তাঁকে লাভ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মাদাম ওয়ালটারই তাকে উত্তেজিত করে তুলেছেন সবচেয়ে বেশী। নারী সম্বন্ধে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য নেশায় মেতে উঠেছিল যেন দুরয়। মাদাম ওয়ালটার হঠাৎ বললেন, তাকে এখনি বাড়ি ফিরতে হবে।

দুরয় বলল, আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।

মাদাম ওয়ালটার বললেন, তার দরকার হবে না। দুরয় কিন্তু জিদ ধরল, কেন আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে যেতে দেবেন না, আমি তাহলে আঘাত পাব। বুঝব আপনি তাহলে আমাকে ক্ষমা করেননি। দেখছেন না, আমি কত শান্ত হয়ে উঠেছি।

www.BanglaBook.org

মাদাম ওয়ালটার বললেন, কিন্তু অতিথিদের ফেলে আপনি এখন যাবেন কি করে?

দুরয় হেসে বলল, মাত্র কুড়ি মিনিটের ব্যাপার। ওরা বুঝতেই পারবে না। আপনি আমাকে যেতে না দিলে আমার অন্তর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠবে।

মাদাম ওয়ালটার তখন খুব আস্তে বললেন, ঠিক আছে। চলুন তাহলে।

গাড়িতে উঠেই তার হাতটা ধরে আবেগের সঙ্গে চুম্বন করতে লাগল দুরয়। আমি তোমাকে ভালবাসি, এই কথাটুকু শুধু আমায় বলতে দাও। আমি তোমাকে স্পর্শ করব না।

মাদাম ওয়ালটার আপত্তি জানালেন, তুমি আমায় কথা দিয়েছ। এটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে।

বেশকিছুটা চেষ্টা করে দুরয় বলল, এইবার দেখ আমি কেমন সংযত হয়েছি। কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি একথাটা তোমার বাড়ি গিয়ে জানিয়ে আসতে চাই। আমি তোমার কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে তোমার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু রোজ একবার একথাটা বলতে চাই।

মাদাম ওয়ালটার তাঁর হাতটা দুরয়কে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুরয়ের প্রস্তাবে রাজী হতে পারলেন না। বললেন, আচ্ছা ভেবে দেখ, বাড়িতে আমার মেয়েরা আছে, চাকরবাকর আছে। কোনমতেই তা সম্ভব না।

দুরয় তবু ছাড়ল না। বলল, আমি ত তোমাকে না দেখে থাকতে পারব না। তোমার বাড়ি বা অন্য যেকোন জায়গায় একবার করে রোজ দেখা চাই। ক্ষণিকের জন্য হলেও তোমার হাত একবার স্পর্শ করে, তোমার পোশাকের ঘ্রাণ নিয়ে, তোমার সুন্দর চেহারা ও বড় বড় চোখদুটো দেখে আনন্দ পাব আমি।

শুনতে শুনতে মাদাম ওয়ালটারের সারা দেহটা ও তাঁর অস্তিত্বের মর্মমূল পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। এই সাধারণ প্রেমের বাণী শুনে তিনি যেন গলে গেলেন। কিন্তু তিনি বললেন, না কোনক্রমেই তা সম্ভব না। তুমি চুপ করো।

দুরয় বুঝল মেয়েটি আসলে সরল প্রকৃতির। তাঁকে ধীরে ধীরে জয় করতে হবে। চুপিচুপি তাঁর কানের কাছে বলল দুরয়, শোন, কালই আমি তোমাকে দেখতে চাই। তোমার বাড়ি গিয়ে কালই তোমায় দেখার জন্য ভিখিরির মত দাঁড়িয়ে থাকব।

মাদাম ওয়ালটার বললেন, না এসো না। আমার মেয়েদের কথা ভাব।

তাহলে কোথায় দেখা হবে তা বল। তবে তোমাকে আমায় দেখতেই হবে। একবার আমার ভালবাসার কথাটা জানিয়েই চলে যাব।

গাড়িটা বাড়ির সীমানার ভিতর ঢুকে গেলে মাদাম ওয়ালটার বললেন, ঠিক আছে কাল বেলা সাড়ে তিনটের ত্রিনিটি পার্কে দেখা হবে। এই বলে গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির চালককে বললেন, মঁসিয়ে দুরয়কে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দাও।

বাড়ি ফিরে এলে তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল দুরয়কে, কোথায় গিয়েছিলে?

দুরয় বলল, টেলিগ্রাফ অফিসে একটা খবর পাঠাবার জন্য গিয়েছিলাম।

মাদাম মেরিলি এগিয়ে এসে বললেন, আমাকে তুমি বাড়ি পৌঁছে দেবে বেল-আমি? তুমি জান এই জন্যেই আমি কত দূর থেকে এই ডিনারে এসেছি, এই বলে ম্যাদলেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আবার রাগ করবে না ত?

ম্যাদলেন বলল, না, মোটেই না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অতিথিরা একে একে বাড়ি চলে যাচ্ছিলেন। ক্লোতিদে ম্যাদলেনকে বলল, তোমার দেওয়া ডিনার একেবারে নিখুঁত হয়েছে। অল্পদিনের ভিতরেই তোমাদের বাড়িটা প্যারিসের অন্যতম বড় রাজনৈতিক বৈঠকখানা হয়ে উঠবে।

মাদাম লারোশে ম্যাথিউ একজন নামকরা ধনীলোকের মেয়ে। লারোশে ম্যাথিউ যখন সবেমাত্র ব্যারিস্টারি শুরু করেছেন তখন তাঁকে বিয়ে করেন। মাদাম রিসোলিন বেশী লেখাপড়া জানেন না; তাঁকে ঠিক ধাত্রীর মত দেখায়। পাসিমার যিনি 'লিলি ফিঙ্গারে'র ছদ্মনামে লেখেন এঁদের সকলকে ঘৃণার চোখে দেখেন এবং এঁদের সমাজকে সুযোগ পেলেই আক্রমণ করেন তাঁর লেখার মধ্যে।

গাড়িতে উঠেই অন্ধকারে দুরয়কে জড়িয়ে ধরল ক্লোতিদে। আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, আমার প্রিয়তম বেল-আমি, আমি তোমাকে রোজ বেশী করে ভালবাসছি।

গাড়িটা জাহাজের মত দুলতে লাগল; ক্লোতিদে বলল, ঘরের মত এই গাড়িতে কি আর মিলনের আনন্দ পাওয়া যায়?

দুরয় আনমনে বলল, 'না তা যায় না।' তবে তার মনটা তখনো মাদাম ওয়ালটারের কাছেই পড়ে ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খরতপ্ত জুলাইএর কোন এক দুপুরে ট্রিনিটি চার্চটা একেবারে নির্জন ছিল। আগুনের মত রোদে বাতাসটা গরম হয়ে উঠেছিল। চার্চের সামনে ছোট্ট বাগানটায় গুটিকতক লোক অলসভাবে বসে একটা কুকুরের খেলা দেখছিল।

দুরয় ঘড়ি দেখল, তখন তিনটে বাজে। এখনো আধ ঘণ্টা দেরী। ভাবল চার্চই একমাত্র মাদাম ওয়ালটারের আশ্রয়স্থল। এই চার্চই একদিন তাঁকে একজন ইহুদীকে বিয়ে করার জন্য সান্ত্বনা দিয়েছিল, আবার এই চার্চই এখন তাঁর অভিসারের সংকেত কুঞ্জে পরিণত হয়েছে। ধর্মকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার এ এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। ঠিক যেন ছাতার মত, রোদ বৃষ্টি থেকে মাথাটাকে রক্ষা করবে আবার ছড়ির কাজও করবে।

কি মনে হলো ঘুরতে ঘুরতে ভিতরে চলে গেল দুরয়। চার্চের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা। বাইরের তপ্ত আলোটা জানালার কাচের ভিতর দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে ঘরের ভিতর এসে শীতল ও মেদুর হয়ে উঠেছিল। এখানে সেখানে দুই-একজন বুড়ী মেয়েমানুষ প্রার্থনা করছিল।

দুরয় ভিতরটা ঘুরে আবার গেটের কাছে ফিরে এল। দেখল একজন মেয়ে এসে নতজানু হয়ে জোড়হাতে প্রার্থনা করতে লাগল। দুরয় ভেবে পেল না দারিদ্র্যপীড়িত এই মেয়েটি কেন প্রার্থনা করছে; প্রার্থনা করে কি পাবে; নিজের মনে মনে বলল দুরয়, কত গরীবই না এমন করে কষ্ট পাচ্ছে। নিষ্করুণ প্রকৃতির উপর রাগ হলো দুরয়ের। এই গরীব মানুষেরা ভাবে, তারা এ জগতে কি পাচ্ছে না পাচ্ছে তা সব স্বর্গের জমা খরচের খাতায় লেখা হচ্ছে। স্বর্গে গিয়ে তারা সব কিছু পাবে, পাবে

www.BanglaBook.org

সব দুঃখ কষ্ট থেকে চিরমুক্তি আর অন্তহীন পূর্ণতা। দুরয় নিজের মনে মনে আবার বলল, যতসব বাজে চিন্তা।

হঠাৎ পোশাকের খসখস শব্দে মুখ তুলে তাকাল দুরয়। দেখল মাদাম ওয়ালটারই বটেন। দুরয় এগিয়ে গেল। কিন্তু মাদাম ওয়ালটার হাতটা বাড়িয়ে দিলেন না। খুব নীচু গলায় শুধু বললেন, 'আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য এসেছি। আমাকে এখনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে। কই নাও, এমন একটা জায়গায় নতজানু হয়ে তোমার কথাটা বলে ফেল যেখানে তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না।' এই বলে মাথায় ঘোমটা দিয়ে খুব সাবধানে নিঃশব্দে পা ফেলে নিজেই চার্চের ভিতরটায় ভাল একটা জায়গার খোঁজ করতে লাগলেন।

অবশেষে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লেন মাদাম ওয়ালটার আর দুরয়। প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, ধন্যবাদ, তোমায় অশেষ ধন্যবাদ, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই ভালবেসে আসছি। তুমি কি আমায় একদিন তোমাকে আমার অন্তরের সব কথা জানাবার অনুমতি দেবে?

এর উত্তরে মাদাম ওয়ালটার বললেন, তোমার একথা শুনে আমি পাগলের মত হয়ে গেছি। পাগলের মতই এখানে এসেছি এবং তোমার কথা শুনছি। এসব তুমি ভুলে যেও। আর যেন কোনদিন একথা বলো না আমায়।

এই বলে থামলেন মাদাম ওয়ালটার। এরপর দুরয় কিছু আবেগপূর্ণ কথা বলতে চাইল কিন্তু তেমন কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, আমি কিছু চাই না, আশা করি না, শুধু ভালবাসি। তুমি যাই কর না কেন, আমি একথা তোমায় বারবার বলব। এমনভাবে বলব যে একদিন সেকথা তুমি বুঝতে পারবেই। আমার প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে আমার প্রেমরূপ অমৃতরস তোমার কর্ণকুহরের মধ্য দিয়ে তোমার মর্মস্থলে প্রবেশ করে তোমার নীরস কঠিন অন্তরকে তিলে তিলে শান্ত ও মেদুর করে তুলবে এবং একদিন তুমিও একথা বলতে বাধ্য হবে যে, 'আমিও তোমায় ভালবাসি।'

হঠাৎ দুরয় অনুভব করল তার কাঁধে গা ঘেঁষে দাঁড়ানো মাদাম ওয়ালটারের কাঁধটা কাঁপছে। তাঁর বুকটা দুলছে। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'আমিও তোমায় ভালবাসি।'

দুরয় একটা জোর আঘাত খেয়ে যেন চমকে উঠল।

হাঁপাতে হাঁপাতে মাদাম ওয়ালটার বললেন, এটা কি বলা আমার উচিত হয়েছে? আমি নিজেকে ঘৃণ্য এবং অপরাধী বলে মনে করছি। আমার দুটি মেয়ে আছে—কিন্তু আমি না বলে পারছি না। একথা আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। একথা একদিন আমি ভাবতেও পারিনি—কিন্তু একথা আমার থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। শোন, জীবনে আমি তুমি ছাড়া আর কাউকে কোনদিন ভালবাসিনি। এটা শপথ করে বলতে পারি। গত এক বছর ধরে গোপনে তোমায় ভালবেসে আসছি আমি। এতদিন আমি অনেক সংগ্রাম করেছি নিজের মনের সঙ্গে অনেক অন্তর্বেদনা সহ্য করেছি। কিন্তু আর পারছি না। আমি তোমায় সত্যিই ভালবাসি।

মাদাম ওয়ালটার কাঁদছিলেন। তাঁর মুখটা হাতদুটোতে ঢাকা ছিল। আবেগে থর থর করে তাঁর সারা দেহটা কাঁপছিল।

দুরয় বলল, তোমার হাতটা দাও, একটু স্পর্শ করি, একটু চাপ দিই।

www.BanglaBook.org

মুখের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন মাদাম ওয়ালটার। দুরয় দেখল, তাঁর মুখটা চোখের জলে ভিজে গেছে। তাঁর হাত দুটো নিয়ে চাপ দিয়ে দুরয় বলল, মনে হচ্ছে তোমার সব চোখের জল পান করে ফেলি।

আর্তনাদের মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় মাদাম ওয়ালটার বললেন, আমি একেবারে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। তুমি যেন আমার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিও না।

মনে মনে হাসল দুরয়। চার্চের এই পরিবেশের মধ্যে সুযোগ নেবার অবকাশ কোথায়? মাদাম ওয়ালটারের হাতটা তার বুকের উপর রেখে আর কোন কথা না পেয়ে বলল দুরয়, আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটা অনুভব করতে পাচ্ছ?

চার্চের প্রমিনেডার কাছে আসতেই দুরয়ের কাছ থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মুখের উপর আবার হাতটা চাপা দিলেন মাদাম ওয়ালটার। ওরা দুজনেই প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে বসে রইল।

দুরয় দেখল, এবার অন্য কোথাও দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই বলল, কাল পার্ক মঙ্কোতে যাবে?

একমনে পাথরের প্রতিমূর্তির মত প্রার্থনা করছিলেন মাদাম ওয়ালটার। একবার দুরয়ের দিকে তাঁর বেদনার্ত মুখটা ফিরিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, এখন আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যাও। পাঁচ মিনিটের মত আমায় একা প্রার্থনা করতে দাও।

তাঁর মুখের ভাব দেখে উঠে পড়ল দুরয়। বলল, আমি কি এখনি চলে আসব? ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন মাদাম ওয়ালটার।

দুরয় চলে গেলে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বারবার প্রার্থনা করতে লাগলেন, দুরয়কে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে চাইলেন মাদাম ওয়ালটার। কিন্তু তা পারলেন না। কোন স্বর্গীয় দেবদূত আবির্ভূত হলো না তাঁর অনুতপ্ত মনের বেদনাসিক্ত পটভূমিতে। সেখানে কেবল বারবার কুঞ্চিতগুম্ফ দুরয়ের মুখখানাই ফুটে উঠতে লাগল। শুধু আজ নয়, একটি বছর ধরে কত দিন কত রাত এ চেষ্টা এ সংগ্রাম করে এসেছেন তিনি। কিন্তু জয়ী হতে পারেননি। কে যেন তাঁকে পশুর মত এই লোকটার মোহপিঞ্জরে আবদ্ধ করে রেখেছে এমন ভাবে যে তার থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। এই লোকটা শুধু তার চোখ আর মোচ দিয়ে তাঁকে জয় করে ফেলেছে। আজ এই চার্চে ঈশ্বরের কাছাকাছি এসে তিনি যেন আরো দুর্বল হয়ে পড়েছেন, বাড়ির থেকে নিবিড়তর সমর্পণে ঢলে পড়তে চাইছে তাঁর মন। প্রার্থনা করতে গিয়েও তার কথাই মনে পড়ছে। জীবনে কোনদিন তিনি কোন অন্যায় করেননি বা কর্তব্যচ্যুত হননি। তাই আজকের এই পতন থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি মরিয়া হয়ে অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু কোন সাহায্য পেলেন না। সহসা কার পায়ের শব্দে চমকে উঠে একজন যাজককে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে হঠাৎ বলে উঠলেন, আমাকে রক্ষা করুন।

যাজক বয়সে যুবক, বেশ বলিষ্ঠ চেহারার। তিনি বললেন, আপনি কি চান মাদাম?

আমি চাই, দয়া করে আমায় রক্ষা করুন। আপনি রক্ষা না করলে আমি ভেসে যাব, জাহান্নামে যাব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাজক একবার তাকিয়ে মাদাম ওয়ালটারকে ভাল করে দেখে ভাবলেন, হয়ত পাগল হয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা। বললেন, আমি কি করতে পারি?

আপনি আমার স্বীকারোক্তি শুনতে পারেন। আমার কি করা উচিত সে-বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

আমি প্রতি শনিবার বেলা তিনটে থেকে ছটা পর্যন্ত স্বীকারোক্তি শুনি।

হঠাৎ যাজকের একটা হাত ধরে মাদাম ওয়ালটার বললেন, না না, এখনি শুনুন। এই চার্চে। ও আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কে অপেক্ষা করছে আপনার জন্য?

যে লোকটা আমায় ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। আমি তার কাছ থেকে কিছুতেই পালাতে পারব না। ঈশ্বরের নামে আমায় রক্ষা করুন ফাদার।

যাজক যখন দেখলেন, এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই তখন বললেন, ওঠ, এস আমার সঙ্গে। এই বলে চাবির একটা গোছা বার করে একটা কাঠের কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন। মন থেকে ঝেড়েফেলা অসংখ্য পাপী তাপী পাপের ধুলোয় ভর্তি হয়ে আছে যেন সে ঘর। সে ঘরে ঢুকে মাদাম ওয়ালটার আবেগের সঙ্গে বললেন, আমাকে আশীর্বাদ করুন ফাদার। আমি পাপ করেছি।

এদিকে দুরয় চার্চের এদিকে সেদিকে ঘুরে প্রমিনেডারের সঙ্গে কিছু কথা বলল। অবশেষে বলল, আমি আমার স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছি; তার এখানে আসার কথা আছে। বাইরে বড় গরম।

দুরয় দেখল সেই গরীব মেয়েটি ফটকের কাছে তখনো প্রার্থনা করছে। কিন্তু মাদাম ওয়ালটার যেখানে ছিলেন সেখানে গিয়ে দুরয় দেখল, তিনি সেখানে নেই। দুরয় আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, উনি তাহলে চলে গেছেন। গোটা চার্চটা আবার ঘুরে দেখল দুরয়। তারপর এক জায়গায় হঠাৎ এক কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল। ঘরখানার কাছে গিয়ে দেখল মাদাম ওয়ালটার। দেখল উনি স্বীকারোক্তি করছেন।

একবার ভাবল মাদাম ওয়ালটারের কাঁধটা ধরে জোর করে টেনে আনে ঘর থেকে কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবল, ঠিক আছে, আজ স্বীকারোক্তি করুন, কাল আমি যা করার করব।

অনেকক্ষণ ধরে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করল দুরয়। অবশেষে মাদাম ওয়ালটার ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাছে এলেন। তাঁর মুখখানা খুব কঠোর ও গম্ভীর দেখাল। তিনি কড়াভাবে বললেন, স্যার, আমার অনুরোধ তুমি আমার সঙ্গে যাবে না। একা আমার বাড়িও যাবে না। বিদায়।

মাদাম ওয়ালটার চলে গেলেন। দুরয় তাঁকে যেতে দিল, কিছু বলল না। কিছু পরে যাজকটা তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দুরয় তার সামনে গিয়ে বলল, তুমি এই যাজকের পোশাক পরে না থাকলে আমি একটা ঘুষি মেরে তোমার মুখটা ভেঙ্গে দিতাম।

আর কিছু না বলে দুরয় শীস দিতে দিতে বেরিয়ে এল চার্চ থেকে। সেখান থেকে সোজা অফিসে চলে গেল। অফিসে গিয়ে সকলের মধ্যে এমন একটা ব্যস্ততা দেখল যাতে মনে হলো অসাধারণ একটা কিছু ঘটেছে। ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে দেখল ওয়ালটার বয়রেণার্দ ও অন্যান্য সাংবাদিকদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন।

www.BanglaBook.org

দ্যুরয় ঘরের মধ্যে ঢুকতেই আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন ওয়ালটার, 'কী সৌভাগ্যের কথা, বেল-আমি এসে গেছে!' একটু থেমেই বললেন, এভাবে তোমায় ডাকার জন্য ক্ষমা চাইছি, কতকগুলো ঘটনায় আমার মাথার ঠিক ছিল না। আর বাড়িতে আমার স্ত্রী ও মেয়েরা তোমাকে এত বেশী বেল-আমি বলে ডাকে যে তা শুনে শুনে আমারও সেই নামে তোমাকে ডাকার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। কিছু মনে করনি ত?

'মোটেই না।' জর্জ দ্যুরয় হেসে উত্তর করল। এই নামে ডাকার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে আমি অসন্তুষ্ট হতে পারি।

ওয়ালটার বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমিও ওদের মত তোমায় ঐ নামেই ডাকব। এখন শোন, কতকগুলো বড় ঘটনা ঘটেছে। ৩১০-১০২ ভোটে মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছে। মরক্কোর ব্যাপারে স্পেন রেগে গেছে বলেই এরকম হলো। আমরা ছুটি স্থগিত রেখে আজ আঠাশে জুলাই অফিস করছি। আমাদের লারোশে ম্যাথিউ বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছে! এখন আমাদের কাগজ সরকারী মুখপত্রে পরিণত হচ্ছে। এখন আমরা আমাদের কাগজের নীতি এবং মন্ত্রীসভার কি কি নীতি অনুসরণ করা উচিত তা ঘোষণা করব। এখন আমি মরক্কোর উপর একটা বেশ হৃদয়গ্রাহী লেখা চাই। যা হোক একটা লিখে দাও।

কিছুক্ষণ ভেবে দ্যুরয় বলল, এই ধরনের একটা লেখা আমার আছে। বাঁ দিকে তিউনিস, ডান দিকে মরোক্কো আর মাঝখানে আলজিরিয়া—সব মিলিয়ে আফ্রিকার উপনিবেশসমূহের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা আছে তাতে। তার উপর আছে মরোক্কোর সীমান্তে ফিগউইগ নামে এক মরুদ্যানে চমকপ্রদ ভ্রমণের কথা, যে জায়গাটা হলো বর্তমান সমস্যার মূল কারণ।

ওয়ালটার চীৎকার করে উঠলেন, চমৎকার! নামটা কি দেবে?

তিউনিস থেকে ট্যাঞ্জিয়ার্স।

চমৎকার!

দ্যুরয় তার নিজের ঘরে গিয়ে পুরানো ফাইল ঘেঁটে তার সেই প্রথম দিকে আলজিরিয়ার উপরে অমনোনীত লেখাগুলো বার করল। বর্তমানের উপযোগী করে সেগুলোকে নতুন করে লিখল। তারপর তাতে বর্তমান মন্ত্রীসভার সপক্ষে কিছু প্রশংসার কথা জুড়ে দিয়ে শেষ করল। লেখাটা পড়ে ওয়ালটার বললেন, খুব ভাল হয়েছে। তোমার কাজ সত্যিই অতুলনীয়। আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেল দ্যুরয়। লেখাটা ভাল হওয়ায় সত্যিই সে আনন্দ পেয়েছে। ট্রিনিটি চার্চের কথাটা নিয়ে মোটেই তার মাথা ঘামাল না, কারণ সে বুঝল, মোটের উপর সে মাদাম ওয়ালটারের মন জয় করেছে, তার প্রেম লাভ করেছে। ম্যাদলেন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখেই বলল, শুনেছ লারোশে মন্ত্রী হয়েছে?

দ্যুরয় বলল, হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে একটা রচনা লিখে দিয়ে এসেছি।

কি লেখা?

তুমি জান প্রথমে আমরা দুজনে যে লেখাটা লিখেছিলাম, তার পরের লেখাগুলো নতুন করে এখনকার উপযোগী করে লিখে দিয়েছি।

www.BanglaBook.org

ম্যাদলেন হেসে বলল, আমিও তাই ভাবছিলাম। আমি ভাবছিলাম তারপর আর তুমি লেখনি এবং আমরা আবার তা লিখব।

দুরয় টেবিলের কাছে বসে বলল, হ্যাঁ, আর সে লেখার পক্ষে আজ সেই প্রতারিত ফরেস্টিয়ারের কোন বাধা নেই।

নীরসভাবে ম্যাদলেন বলল, দেখ ও ঠাট্টাটা আর সাজে না, অনেক হয়েছে, আমার অনুরোধ ও ঠাট্টা আর তুমি করো না।

শ্লেষাত্মক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল দুরয় ; কিন্তু হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেতে তা আর বলল না। টেলিগ্রামে লেখা ছিল, 'আমি আমার কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করো। কাল বেলা চারটের সময় পার্ক মঁসোতে আমার সঙ্গে দেখা করো।'

কথাটা বুঝতে পেরে আনন্দে ভরে উঠল দুরয়ের অন্তরটা। টেলিগ্রামটা পকেটে ভরে রেখে সে তার স্ত্রীকে বলল, আমি আর একথা বলব না প্রিয়তমা। আমি স্বীকার করছি, আমি ভুল করেছি।

ডিনার খেতে খেতে দুরয় টেলিগ্রামে লেখা মাদাম ওয়ালটারের কথাগুলো বারবার নিজের মনের ভিতর উচ্চারণ করতে লাগল, হাসতে লাগল আপন মনে। তার মুখে হাসি দেখে ম্যাদলেন বলল, কি ব্যাপার ?

একটু আগে দেখা একজন যাজকের কথা মনে করে হাসি পাচ্ছে। অন্য কিছু না।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে পার্ক মঁসোতে গিয়ে হাজির হলো দুরয়। পার্কে তখন দারুণ ভিড়। কোন বেঞ্চ খালি নেই। মাদাম ওয়ালটারের সঙ্গে দেখা হতেই মাদাম ওয়ালটার অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, এখানে বড় ভিড়।

সুযোগ বুঝে দুরয় বলল, অন্য কোথাও যাওয়া যাক।

কিন্তু কোথায় ?

যেখানে হোক। আগে একটা গাড়ি ডেকে আনি। তুমি মাথায় ঘোমটাটা টেনে দাও। কেউ তোমার মুখটা দেখতে পাবে না।

সেই ভাল, এখানে আমার ভয় করছে।

তুমি ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা গাড়ি ডেকে আনছি।

দুরয় তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে একটা গাড়ি ডেকে আনল। গাড়িতে উঠে মাদাম ওয়ালটার বললেন, কোথায় যেতে বললে ?

দুরয় উত্তর করল, কিছু ভেবো না। ও ঠিক যাবে। দুরয় গাড়ির চালককে রু দ্য কনস্তান্তিনোপলের ঠিকানা দিয়েছিল। মাদাম ওয়ালটার বললেন, তুমি বুঝতে পারবে না, তোমার জন্য মনে আমি কত কষ্ট করে যন্ত্রণা পেয়েছি। গতকাল চার্চে আমি নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে, কারণ আমি তোমার কাছ থেকে দূরে পালাতে চেয়েছিলাম। তোমার কাছে একা থাকতে আমার খুব ভয় করছিল। তুমি আমায় ক্ষমা করবে ত ?

মাদাম ওয়ালটারের হাতটা নিয়ে টিপতে টিপতে বলল, তোমাকে যখন ভালবাসি তখন ক্ষমা না করে কি পারি ?

দুরয়ের মুখপানে তাকিয়ে মাদাম ওয়ালটার বললেন, তুমি কিন্তু আমায় শ্রদ্ধার চোখে দেখবে, অন্যভাবে দেখবে না। তাহলে কিন্তু আর আমার দেখা পাবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুরয়ের মোচের তলায় এক রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, আমি তোমার দাসানুদাস।

মাদাম ওয়ালটার একে একে বর্ণনা করলেন, দুরয় ম্যাদলেনকে বিয়ে করার পর কি করে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি দুরয়কে ভালবাসেন। এমন সময় গাড়িটা থেমে গেল। মাদাম ওয়ালটার জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কোথায় এসেছি?

নেমে পড়; এই বাড়িতে এস। এখানে আমরা বেশ নিশ্চিন্তে থাকতে পারব।

কিন্তু এটা কোন জায়গা?

আমার আগেকার বাসা। কিছুদিন আগে আবার ভাড়া নিয়েছি যাতে আমরা নির্জনে মিলিত হতে পারি।

কিন্তু মাদাম ওয়ালটার গাড়ির গা-টা ধরে বললেন, না, না আমি যাব না।

দুরয় জোর দিয়ে বলল, আমি বলছি আমি তোমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখব। চলে এস। পাঁচজনে আমাদের দেখছে। তাড়াতাড়ি করো।

পাশের একটা দোকানের লোক সত্যিই তাদের লক্ষ্য করছিল। মাদাম ওয়ালটার তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার মধ্যে ঢুকলেন। তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছিলেন। দুরয় বলল, না না, একতলায়। তাঁকে একরকম জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েই মাদাম ওয়ালটারের উপর উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল দুরয়; ঠিক যেমন কোন শিকারী তার শিকারের বস্তুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মাদাম ওয়ালটার তাকে প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগলেন; পা ছুঁড়তে লাগলেন। বারবার বলতে লাগলেন, হা ভগবান!

মাদাম ওয়ালটারের ঘাড়ে, মুখে, চোখে চুম্বন করতে লাগল দুরয়। তার সেই উন্মত্ত অবাধ আদর ও চুম্বন হতে কোনরকমেই নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না মাদাম ওয়ালটার। অবশেষে তিনি নিস্তেজ ও স্থির হয়ে পড়লেন। তিনিও দুরয়ের চুম্বনের প্রতিদান দিতে লাগলেন। এবার দুরয় একে একে তাঁর সব পোশাকগুলো খুলতে লাগল। কোন বাধা দিলেন না মাদাম ওয়ালটার। অবশেষে দুরয়ের হাত থেকে তাঁর জাঙ্গিয়াটা কেড়ে নিয়ে তাতে মুখটা ঢেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সেই দেহের শুভ্র নগ্নতার পানে একবার তাকিয়ে দুরয় তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিল। তার কানে কানে তখন মাদাম ওয়ালটার ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বারবার বলতে লাগলেন, আমি শপথ করে বলছি, আমি জীবনে আর কাউকে ভালবাসিনি এর আগে।

দুরয় শুধু ভাবল, আমি তা মোটেই গ্রাহ্য করি না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের পর শরৎ এল। সারা গ্রীষ্মকালটা প্যারিসেই কাটিয়েছে দুরয়। আইন-সভা বন্ধ থাকাকালে জোর প্রচারকার্য চালিয়েছে ভাই ফ্রাঁসোয়ার মাধ্যমে।

তখন অক্টোবরের প্রথম হলেও পার্লামেন্টের অধিবেশন বসবে মরোক্কোর ব্যাপারে। পার্লামেণ্ট বন্ধ হবার দিন একজন ডেপুটি বলেছিলেন, বর্তমানের নতুন মন্ত্রীসভার নীতিই অনুসরণ করবে এবং ট্যাঞ্জিয়ার্সে সৈন্য পাঠাবে। তিনি বলেছিলেন, মরোক্কোই হচ্ছে ফ্রান্সের পক্ষে এক জ্বলন্ত সমস্যা এবং এ সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রান্সকে বিশেষ বেগ পেতে হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ে ম্যারট তাঁর পূর্বসূরীদেরই অনুসরণ করবেন।

এই ডেপুটির বক্তৃতাটা আফ্রিকার উপনিবেশের উপর কতকগুলো লেখা লিখতে সাহায্য করে দুরয়কে। দুরয় ফ্রান্সের পক্ষ থেকে এক সামরিক অভিযান সমর্থন করছিল, যদিও সে জানত এ অভিযান এখন হবে না। সে স্পেনকে আক্রমণ করে দেশপ্রীতি প্রচার করছিল। মন্ত্রীসভায় নিজেদের লোক থাকায় ভাই ফ্রাঁসোয়া যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করেছিল সারা দেশের মধ্যে। খাস সরকারী মুখপত্র ভেবে অনেকে শ্রদ্ধা করত তাকে। লারোশে ম্যাথিউ ছিল এ কাগজের আত্মা আর দুরয় ছিল তার মুখপত্র। এই অবসরে পিছনে থেকে মালিক ওয়ালটার মরোক্কোর কতকগুলো তামার খনির সঙ্গে যোগাযোগ চালাচ্ছিলেন।

ম্যাদলেনের বৈঠকখানার গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল। সেটা যেন লারোশে ম্যাথিউর নিজস্ব ঘরে পরিণত হয়েছিল এবং দুরয় হয়ে উঠেছিল যেন তাঁর একান্ত সচিব। সেখানে অন্যান্য মন্ত্রীরাও আসতেন। দুবার প্রধানমন্ত্রী এসে ডিনার খেয়ে গেছেন। আগে যেসব বা উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রীরা ম্যাদলেনের বাড়িতে আসতে সংকোচ বোধ করত আজ তারা বন্ধুত্ব করেছে তার সঙ্গে।

একদিন লারোশে ম্যাথিউ বাড়ি থেকে চলে গেলে দুরয় এই সব ব্যাপারে স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করল। তখন ম্যাদলেন বিরক্তির সঙ্গে বলল, তোমার যা খুশি করতে পার। মন্ত্রীও হতে পার। তার আগে কোন কথা বলে লাভ নেই।

মোচটা ঘুরিয়ে দুরয় বলল, আমি কি হতে পারি, আমার সামর্থ্য কতখানি লোকে তা জানে না। একদিন তারা ঠিক জানবে।

ম্যাদলেন দার্শনিকের মত বলল, হ্যাঁ ততদিন তারা যদি বাঁচে তাহলে তারা নিশ্চয় তা দেখতে পাবে।

চেম্বারের প্রথম অধিবেশন বসার দিন দুরয় যখন লারোশে ম্যাথিউর বাড়িতে লাঞ্চ খেতে যাওয়ার জন্য পোশাক পরছিল, তখন ম্যাদলেন বিছানাতে শুয়ে শুয়ে উপদেশ দিচ্ছিল তার স্বামীকে। বলছিল, লারোশেকে অবশ্যই শুধোবে জেনারেল বেলঙ্কনকে ওরাণে পাঠানো হবে কি না। এ খবরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জর্জ রেগে গিয়ে বলল, কি করতে হবে না হবে আমিও তোমার মতই জানি। সুতরাং আর উপদেশ দিও না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাদলেন শান্তভাবে বলল, আমি মন্ত্রীকে যেসব কথা বলতে বলি তুমি তা প্রায়ই ভুলে যাও।

দুরয় একরকম গর্জন করে উঠল, তোমার মন্ত্রী আমাকে জ্বালাতন করে মারে। ও একটা অপদার্থ।

ম্যাদলেন তেমনি শান্তভাবে বলল, ও যেমন আমার মন্ত্রী তেমনি তোমারও মন্ত্রী, আসলে ও আমাদের দুজনের পক্ষেই দরকারী। ও আমাদের সুবিধেই করে দিচ্ছে। আমাদের সৌভাগ্য বাড়িয়ে দিচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে দুরয় বলল, যা বলো, তোমার গুণগ্রাহীদের মধ্যে আমার ভাল লাগে একমাত্র ভ্যাড্রেককে। কিন্তু তাঁকে আজকাল আর দেখি না কেন?

ম্যাদলেন বলল, উনি বাতে শয্যাগত হয়ে আছেন। তোমার একবার যাওয়া উচিত। উনি তোমাকে সত্যিই ভালবাসেন, গেলে খুব খুশি হবেন।

জর্জ বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব। আজই যেকোন সময় একবার যাব।

প্রসাধন সারার পর বিছানার কাছে এসে তার স্ত্রীর কপালে চুম্বন করে জর্জ দুরয় বলল, যাচ্ছি প্রিয়তমা, কম করে সাতটার আগে ফিরতে পারব না।

লারোশে তারই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে তাঁর একান্ত সচিব আর তাঁর স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। দুপুরেই পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হবে আর তার আগেই মন্ত্রীসভার অধিবেশনে সবকিছু আলোচনা হবে। লাঞ্চ খেয়েই সেখানে চলে যাবেন লারোশে। খাওয়ার টেবিলেই কথা হলো দুরয়ের সঙ্গে। লারোশে বললেন, তুমি এমনভাবে মরোক্কোর ব্যাপারে লিখবে যাতে লোকে ভাবতে পারে সামরিক অভিযান হবে সেখানে। অথচ জেনে রাখবে তা কখনই হবে না।

দুরয় বলল, ঠিক আছে। আমার স্ত্রী আপনাকে শুধোতে বলছিলেন জেনারেল বেলংবনকে ওরাণে পাঠানো হবে কি? আপনি যা বললেন তাতে ত মনে হয় না।

লারোশে বললেন, 'সত্যি না।' তারপর আগামী অধিবেশন সম্বন্ধে তাঁর নীতির ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এক কল্পিত আইনসভার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে বলতে লাগলেন। তাঁর মাথার মাঝখানে চেরা সিঁথি, মোচের ডগাদুটো দুদিকে দুই প্রান্তে ঠিক কাঁকড়া বিছের লেজের মত উঠে গেছে। তাঁর কোটটা বেশ মোটা।

লারোশের একান্ত সচিব একমনে খেয়ে যাচ্ছিল। এসব কথা সে এর আগে অনেকবার শুনেছে। দুরয় মনে মনে বলল, এই সব রাজনৈতিক নেতারা এক একটা আস্ত বোকা, অপদার্থ। যদি আমি এক লক্ষ ফ্রাঁ খরচ করতে পারতাম এবং আমার বাড়ি রুয়েন থেকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে পারতাম তাহলে এইসব দূরদৃষ্টি-হীন নেতাগুলোকে রাজনীতি কাকে বলে শিখিয়ে দিতাম।

কফি না আসা পর্যন্ত বকে গেলেন লারোশে। তারপর তাঁর জন্য গাড়ি এলে দুরয়ের করমর্দন করে বললেন, তুমি ভালভাবে সব বুঝেছ?

ভালভাবে। আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পারেন।

ধীর পদক্ষেপে অফিসে গেল দুরয়। চারটে পর্যন্ত কিছু করার ছিল না। চারটের সময় রু দ্য কনস্তান্তিনোপলস-এ যাবে সে। সেখানে মাদাম মেরিলি আসবে ঐ সময়। মাদাম মেরিলির সঙ্গে সপ্তাহে দুদিন করে তার ওখানে মিলিত হয়—সোমবার আর শুক্রবার।

www.BanglaBook.org

কিন্তু অফিসে পোঁছেই একটা টেলিগ্রাম পেল মাদাম ওয়ালটারের কাছ থেকে। বেলা দুটোর সময় র‍্যু দ্য কনস্তান্তিনোপলস্-এ দেখা করো আমার সঙ্গে। তোমার অনেক উপকার হবে। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তোমারি—ভার্জিনি।'

ঘৃণা ও রাগে মাথাটা জ্বলতে লাগল দুরয়ের। কোন কাজ ভাল লাগল না। অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

ছয় সপ্তা ধরে দুরয় তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করার চেষ্টা করছে। কিন্ত তাঁর দুর্বার আসক্তিকে কিছুমাত্র কমাতে পারছে না। এর মাঝে তিনবার তাদের মিলন হয়েছে। এই তিনবারই তিনি অনুতাপ আর অনুশোচনার কথা বলেছেন; দুরয়কে তিরস্কার করেছেন। দুরয় নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু উনি বারবার দুরয়কে ক্লান্তিকর অস্বস্তিজনক প্রেমাবেগের দুঃসহ বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ করেছেন। তিনি প্রতিদিন একবার করে তাঁর সঙ্গে দুরয়কে দেখা করতে বলেছেন কোন দোকানে বা পার্কে বা রাস্তার ধারে যেখানে হোক। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বারবার একটা কথাই বলেছেন, তিনি দুরয়কে কত ভালবাসেন। তাঁর মত বয়সের মেয়ের পক্ষে যা মোটেই শোভা পায় না, তাই করেছেন। ষোল বছরের কুমারী মেয়ের মত মদির কটাক্ষ হেনে তাঁর কুমারীত্বের বড়াই করেছেন। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুরয়কে যৌবন-সুলভ আবেগের প্রবলতায় চুম্বন করেছেন, তাঁর ব্লাউজের তলায় বিরাট স্তন দুটো কেঁপেছে। 'আমার সোনা, আমার মানিক, আমার পাখি, আমার কুকুর' এইসব কত রকমের কথা বলে আদর করেছেন। এইভাবে একটি সংসারের গৃহিণী ও সন্তানের জননী হয়েও তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছেন দুরয়ের কাছে।

কিন্তু মাদাম ওয়ালটারের প্রতি আর কোন আগ্রহ অনুভব করে না দুরয়। সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। কিন্তু মাদাম ওয়ালটারের কোন ক্লান্তি নেই। তিনি স্পষ্ট বলেন, জানি না এ কোন পাগলামি আমাকে এখানে নিয়ে আসে। তবু না এসে পারি না। আমি আর অনুশোচনাও করি না। ভালবাসায় এত আনন্দ।

মাদাম ওয়ালটারের আদরের ভঙ্গিটাও ভাল লাগে না দুরয়ের। এটা ত ঠিক, দুরয়ের মত একজন বলিষ্ঠ যুবকের মদির চুম্বনের স্পর্শে তাঁর যৌনক্ষুধা ও যৌন-চেতনা নতুন করে জেগে উঠেছে। হঠাৎ পুঞ্জিভূত এক প্রবল অতৃপ্তির আগুন জ্বলে উঠেছে যেন তাঁর রক্তে, কিন্তু সে অতৃপ্তি মেটাবার কোন কৌশল জানেন না তিনি। সঙ্গমের সময় তাঁর মত অভিজ্ঞ মেয়েদের যেখানে প্রেমিককে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরা উচিত, পৃথুল দেহের গুরুভারে জোরে চাপ দেওয়া উচিত, গভীর উদগ্র কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে মুখ দিয়ে প্রেমিকের দেহের যেখানে সেখানে কামড়ে ধরা উচিত, মাদাম ওয়ালটার সেখানে ছুকরি অনভিজ্ঞ মেয়ের মত এক সলাজ সঙ্কোচে কুঁকড়ে উঠবেন, যেন যৌন ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না আর ন্যাকা গলায় বলবেন, আমায় চুমু দাও, আমায় চুমু দাও।

দুরয়ের সত্যিই মনে হয় মাথার টুপীটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে তখনই বেরিয়ে যায়।

আগে তারা র‍্যু দ্য কনস্তান্তিনোপলে-এই মিলিত হত। কিন্তু পরে দুরয় মাদাম মোরিলির কথা ভেবে বিভিন্ন অজুহাতে সেখানে মিলনের ব্যবস্থাটা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন তাই প্রায়দিনই মাদাম ওয়ালটারের বাড়িতে গিয়ে লাঞ্চ বা ডিনার খেতে হয়। খাবার সময় টেবিলের তলায় দুরয়ের হাতটা ধরে চাপ দেন মাদাম

www.BanglaBook.org

ওয়ালটার অথবা বাড়ির মধ্যে কোথাও তাকে আড়ালে নিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দেন চুম্বনের জন্যে।

দুরয় কিন্তু মাদাম ওয়ালটারের ছোট মেয়ে সুসানের সঙ্গেই কথা বলে বেশী আনন্দ পায়। সুসান তাকে 'বেল-আমি' বলে ডাকে। প্রায়ই বলে, শোন বেল-আমি, আমি বলছি বেল-আমি। দুরয়ের সংস্পর্শে আসার পর সুসানের কুমারী হৃদয়ের সুপ্ত কামনা যেন জেগে উঠেছে। দুরয়ও তার মার সঙ্গ ছেড়ে প্রায়ই সুসানের কাছে চলে যায়। আর সুসানও তাকে দেখে এমন কিছু কথা বলে যাতে না হেসে পারে না দুরয়।

মাদাম ওয়ালটারের প্রতি বিরক্ত হতে হতে এবার ঘৃণা অনুভব করতে শুরু করেছে দুরয়। এখন তাঁকে দেখলে বা তাঁর কথা মনে হলেই রাগ হয়। তাই দুরয় আজকাল তাঁর কথামত বাড়িতে যায় না, তাঁর কোন চিঠির উত্তর দেয় না অথবা কোন আবেদনেই সাড়া দেয় না। মাদাম ওয়ালটারও বুঝে গেছেন, আর তাঁকে ভালবাসে না দুরয়। তবু তিনি আশা ছাড়েননি। তবু তিনি তার আশায় তাকে ধরার জন্য গাড়ি করে প্রায়ই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান। তার চোখে নিজেকে নতুন করে ভাল লাগানোর জন্য নানারকমের ছলা কলার আশ্রয় নেন। দুরয় তাঁকে কত বোঝাবার চেষ্টা করেছে, এবার এ ব্যাপারটার এখানেই শেষ করে দেওয়া উচিত। অথচ মাদাম ওয়ালটার বার বার শুধু বিভিন্ন অজুহাতে একবার রু দ্য কনস্তান্তি-নোপল-এ তাদের সাক্ষাৎকারের জন্য চেষ্টা করছেন। অথচ দুরয়ের ভয় হচ্ছে যদি কোনদিন মাদাম মেরিলির সঙ্গে মাদাম ওয়ালটারের দেখা হয়ে যায় হঠাৎ তাহলে সর্বনাশ হবে।

এদিকে মাদাম মেরিলির প্রতি দুরয়ের ভালবাসাটা গত গ্রীষ্মের মধ্যে যেন আরো বেড়েছে। দুরয় দেখেছে, তাঁর প্রতি তার আসক্তি কিছুমাত্র কমেনি। দুরয় আরো বুঝেছে তাদের দুজনের স্বভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীরতর মিল আছে যা তাদের বেঁধে রেখেছে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে। মাঝে মাঝে তারা এক একদিন শহর ছাড়িয়ে শহরতলীর কোন বনে বা বাগানে বা ঘাসেঢাকা কোন নদীর ধারে চলে যায় দুজনে। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে মাদাম ওয়ালটারের বাড়িতে ডিনার খেতে গিয়ে মনে হয় তার মনটা তখনো পড়ে আছে মাদাম মেরিলির কাছে, মনে হয় জলের ধারে ছেঁড়া ঘাসের মতই তার ইচ্ছার সব ফসলটুকু তুলে নিয়ে গেছেন মাদাম মেরিলি। আর কোন কামনা বাসনাই অবশিষ্ট পড়ে নেই তার মনের মধ্যে। আর কোন নারীকে কোন কিছু দেবার নেই তার। তাই মাদাম ওয়ালটারকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে তার মনের কথা, তাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে নির্মম হাতে।

হঠাৎ আবার অফিসে মাদাম ওয়ালটারের এক টেলিগ্রাম পেল। 'বিশেষ দরকার, তোমার উপকার হবে।'

দুরয় ভাবল, পেঁচামুখী বুড়িটা এখন আবার কী বলবে? সে আমাকে ভালবাসে এই কথাটা বলা ছাড়া তাঁর আর বলার কিছু নেই। তবে যখন বলেছেন একটা বড় কাজ আছে তখন আমাকে সেটা জানতেই হবে। এদিকে ক্লোতিদে আসবে বেলা চারটের সময়; সুতরাং মাদাম ওয়ালটারকে তিনটের সময় ছেড়ে দিতেই হবে। তা না হলে দুজনের দেখা হয়ে যাবে। এই দুজন মেয়েই তাকে বিরক্ত করে তুলেছে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু তার স্ত্রী কোন দিন তাকে বিরক্ত করেনি। সে নিজের কাজ নিয়েই থাকে। একমাত্র নির্দিষ্ট কথা ছাড়া প্রেমের কথা বলে না। কাজের সময় প্রেমের কথা বলে কখনও কাজের ক্ষতি করে না।

ধীরে ধীরে তার বাসার দিকে এগিয়ে গেল দুরয়। যদি কোন কাজের কথা মাদাম ওয়ালটার না বলেন তাহলে সে বলে দেবে আর কোনদিন তাঁর বাড়ি যাবে না।

বাসায় পেঁাছানোর সঙ্গে সঙ্গেই মাদাম ওয়ালটার এসে পড়লেন। দুরয়কে দেখেই বললেন, আমার টেলিগ্রাম পেয়েছ তাহলে? এই কথা বলে চুম্বন করার জন্য মাথার ঘোমটাটা তুলে পোষা কুকুরের মত এক স্বভাবসিদ্ধ নম্রতার সঙ্গে দুরয়ের অনেক কাছে সরে এলেন। তারপর বললেন, তুমি আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ কেন? আমি তোমার কি করেছি? তোমাকে কত ভালবাসি তুমি তা বুঝতেই পার না।

দুরয় গম্ভীরভাবে বলল, যা করেছ করেছ আর ওসব করো না।

মাদাম ওয়ালটার দুরয়ের আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে বললেন, তুমি আমায় চার্চে কি বলেছিলে মনে আছে? তুমিই আমাকে জোর করে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছ। আজ এরকম ব্যবহার করা তোমার উচিত হচ্ছে না, আমাকে কী দুঃখই না দিচ্ছ! হা ভগবান।

দুরয় মাটিতে একটা পা ঠুকে রেগে বলল, এসব কথা অনেক শুনেছি, আর না। তোমার কথা শুনে মনে হবে, তুমি যেন বারো বছরের কচি খুকী আর সেই অবস্থায় আমি তোমাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওসব কথা বাদ দিয়ে জিনিসটাকে ভাল করে বোঝ। তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং ভাল করে জেনেশুনে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেছ নিজেকে। এজন্য আমি অবশ্য কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। কিন্তু তাই বলে তোমার আঁচলে আমাকে বাঁধা পড়ে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। তোমারও স্বামী আছে আর আমারও স্ত্রী আছে। আমরা কেউ স্বাধীন নই হঠাৎ খেয়ালের বশে একটা কাজ করে ফেলেছিলাম এবং সেটা শেষ হয়ে গেছে।

মাদাম ওয়ালটার বললেন, তুমি নিষ্ঠুর, স্থূল প্রকৃতির এবং নির্লজ্জ। আমি অবশ্য কচি খুকী ছিলাম না, কিন্তু কখনো কাউকে ভালবাসিনি এবং ভালবেসে বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি।

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দুরয় বলল, আমি তা জানি, তুমি তা বিশবার বলেছ আমায়। কিন্তু তোমার দুটো সন্তান হয়েছে। আমি তোমার কুমারীত্ব বা সতীত্ব প্রথম নষ্ট করিনি।

দুরয়ের কাছ থেকে দু পা পিছিয়ে মাদাম ওয়ালটার বললেন, ওঃ দুরয়, একথা বলা তোমার সাজে না। এই বলে বুকের উপর হাত রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

মাদাম ওয়ালটারের চোখে জল দেখে দুরয় তার টুপীটা তুলে নিয়ে বলল, তাহলে তুমি কাঁদতেই এসেছ। ঠিক আছে বিদায়।

দুরয় চলে যাবার উদ্যোগ করতে মাদাম ওয়ালটার সামনে গিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের জল মুছে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, না, আমি এসেছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা খবর জানাতে, একটা রাজনৈতিক খবর যাতে তুমি পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ কি চাইলে বেশী রোজগার করতে পার।

কিছুটা নরম হয়ে দুরয় বলল, কেমন করে? কি বলতে চাইছ তুমি?

গতকাল সন্ধ্যের সময় আমার স্বামীর সঙ্গে লারোশে ম্যাথিউর কথা হচ্ছিল। ওরা আমাকে কোন কথা গোপন করে না। কিন্তু ওয়ালটার লারোশেকে বলল, তোমাকে একথাটা জানানো ঠিক হবে না, তুমি তাহলে ফাঁস করে দেবে।

দুরয় তার টুপীটা চেয়ারের উপরে রেখে আগ্রহের সঙ্গে বলল, ব্যাপারটা কি।

তারা মরোক্কো দখল করতে যাচ্ছে।

দূর বাজে কথা। আমি ম্যাথিউর সঙ্গে যখন লাঞ্চ খাই তখন তিনি আমায় তাঁর মন্ত্রীসভার পতনের কথা জানালেন।

উনি তোমায় ঠিক খবর দেননি প্রিয়তম। কারণ ওরা ভয় করে, আসল কথাটা বললে ওদের পরিকল্পনাটা ফাঁস হয়ে যাবে।

দুরয় নিজে আর্ম চেয়ারটায় বসে মাদাম ওয়ালটারকেও বসতে বলল। মাদাম ওয়ালটার দুরয়ের হাঁটুদুটোর মাঝখানে বসে আদর করার ভঙ্গিতে বলল, যেহেতু আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার ব্যাপারে কোন কথা হলেই আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি।

তারপর মাদাম ওয়ালটার শান্তভাবে একে একে বললেন, তাঁর সন্দেহ হচ্ছে কিছু দিন ধরে ওরা দুরয়কে গোপন করে কিছু একটা করতে যাচ্ছে। দুরয়কে প্রয়োজনের খাতিরে ঠিক ব্যবহার করে যাচ্ছে অথচ তার সহযোগিতাকে ভয় করছে। অবশেষে গোপন ব্যাপারটা জানতে পেরেছে। ব্যাপারটা হচ্ছে গোপনে পরিচালিত একটা ব্যবসার পরিকল্পনা। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মাদাম ওয়ালটার। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল তিনি যেন ব্যবসা জগতের সব কিছু বোঝেন। উনি বললেন, ওয়ালটারই সবকিছু করেছে, ওসব ভাল বোঝে। তবে কাজটা খুবই ভাল।

দুরয় অধৈর্য হয়ে বলল, এখনি সবকিছু খুলে বল।

মাদাম ওয়ালটার বললেন, তাহলে শোন ব্যাপারটা। ট্যাঞ্জিয়ার্স অভিযানের ব্যাপারটা সেইদিনই স্থির হয় যেদিন লারোশে ম্যাথিউ মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। তারপর থেকে গোপনে তারা ধীরে ধীরে মরোক্কোর সব ঋণপত্র কিনে ফেলে। কিন্তু দালালদের দিয়ে তারা এই কাজ করে। এখন মরোক্কার অভিযান শুরু হতে চলেছে আর ফরাসীরা ওখানে গিয়ে দখল করলেই ফরাসী সরকার সে ঋণের সব দায়িত্ব নেবেন। এইভাবে আমাদের বন্ধুরা পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ ফ্রাঁ লাভ করবেন। এবার বুঝতে পেরেছ কেন তারা এত গোপন করে, এত ভয় করে?

দুরয়ের কোমরের কাছে মাথাটা রেখে আর তার জানুর উপর হাত দিয়ে মাদাম ওয়ালটার এমন একটা ভাব দেখালেন যাতে মনে হবে তিনি দুরয়ের একটা চুম্বন বা আদরের জন্য যে কোন কাজ করতে পারেন।

দুরয় জিজ্ঞাসা করল, এবিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

জোর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মাদাম ওয়ালটার বললেন, আমার তাই ত মনে হয়।

দুরয় বলল, দেখ না শুয়োর লারোশে ম্যাথিউটার ক'দিনের মধ্যে আমি কি করি। কাপুরুষ কোথাকার। যাই হোক আমাদের কিছু লাভ করতে হবে এর থেকে।

www.BanglaBook.org

এখনো তুমি কিছু ঋণপত্র কিনে রাখতে পার।

কিন্তু আমার কাছে ত টাকা নেই।

দুরয়ের মুখপানে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাদাম ওয়ালটার বললেন, আমি সে কথা ভেবে রেখেছি প্রিয়তম। আমাকে যদি তুমি কিছুমাত্রও ভালবেসে থাক তাহলে সেই খাতিরে তুমি আমার কাছ থেকে কিছু ঋণ নিতে পার।

সঙ্গে সঙ্গে দুরয় বলল, না না, তা অসম্ভব।

মাদাম ওয়ালটার করুণ কণ্ঠে বললেন, শোন আমার কথা। তুমি টাকা ধার না করেও একটা কাজ করতে পার। আমি দশ হাজার ফ্রাঁর ঋণপত্র কেনার ইচ্ছা করেছিলাম। তার জায়গায় আমি কুড়ি হাজার ফ্রাঁর ঋণপত্র কিনব। তুমি জান ওয়ালটারকে আমি টাকা দেব না। সুতরাং এখন তোমায় ধার করতে হবে না, টাকা দিতেও হবে না। যদি পরিকল্পনা সফল হয় তাহলে তুমি সত্তর হাজার ফ্রাঁ লাভ করবে। আর যদি তা না হয় তাহলে আমার কাছে তোমার মাত্র দশ হাজার ফ্রাঁ ধার থাকবে। সেটা তুমি তোমার সুবিধামত শোধ করে দিতে পারবে।

দুরয় আপত্তি করল। না না, আমি এ ব্যবস্থা পছন্দ করি না।

তখন মাদাম ওয়ালটার যুক্তি দেখালেন, এ পরিকল্পনা যদি সফল হয় তাহলে তার জন্যই হবে। কারণ ভাই ফ্রাঁসোয়ার পক্ষ থেকে সেই সব রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালিয়েছে। সুতরাং এখন কিছু লাভ করা উচিত। কিন্তু তাতেও দুরয় রাজী না হওয়ায় মাদাম ওয়ালটার বললেন, দেখ, টাকাটা আমি দিলেও আসলে এটা ত ওয়ালটারেরই দেওয়া হচ্ছে। টাকাটা ত তার। মনে করো, তুমি তার কাগজের জন্য যথেষ্ট খেটেছ আর তার জন্য সে তোমায় টাকাটা অগ্রীম দিয়েছে।

তখন দুরয় বলল, ঠিক আছে, তাহলে লোকসান হলে আমি তোমায় দশ হাজার ফ্রাঁ শোধ করে দেব।

খুশির ঝোঁকে মাদাম ওয়ালটার দুহাত দিয়ে দুরয়ের মাথাটা ধরে তার মুখে মুখ দিয়ে চুম্বন করতে লাগলেন। প্রথমে দুরয় কোন বাধা দিল না। ক্রমশ সাহস পেয়ে মাদাম ওয়ালটার যখন দুরয়কে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে ছেয়ে ফেলতে লাগলেন তার মুখটাকে তখন দুরয় ভাবল ক্লোতিদের আসার কথা আছে এবং হাতে বেশী সময় নেই। তাছাড়া এখন যদি মাদাম ওয়ালটারের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করে তাহলে এরপর ক্লোতিদের সঙ্গে প্রেমচর্চা করার সময় কোন উদ্যমই অবশিষ্ট থাকবে না। তাই সে শান্তভাবে বলল, শোন, এখন ছেড়ে দাও।

হতাশ হয়ে দুরয়ের মুখপানে তাকিয়ে মাদাম ওয়ালটার বললেন, ও জর্জ, আমি তোমাকে চুম্বন করতেও পারব না?

দুরয় উত্তর করল, না, আজ না। আজ আমার মাথা ধরেছে। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

দুরয়ের হাঁটুর উপর আবার বসে মাদাম ওয়ালটার বললেন, কাল আমাদের বাড়িতে এসে ডিনার খাবে? তাহলে কিন্তু আমি প্রচুর আনন্দ পাব।

কিছুটা ইতঃস্তত করল দুরয়। কিন্তু একেবারে জবাব দিতে পারল না। তাই বলল, নিশ্চয়।

ধন্যবাদ প্রিয়তম।

দুরয়ের বুকে গালটা ঘষতে ঘষতে হঠাৎ একটা মেয়েলি কুসংস্কারের কথা মনে

www.BanglaBook.org

পড়ল মাদাম ওয়ালটারের। দ্যুরয়ের কোটের তিনটে বোতামের সঙ্গে তাঁর মাথার তিনটে চুল জড়িয়ে দিলেন। এই চুলের বন্ধনই তাদের দুজনকে এক অক্ষয় বন্ধনে বেঁধে রেখে দেবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্যুরয় তাঁর কথা ভাববে, তাঁকে ভালবাসবে।

দ্যুরয় উঠে দাঁড়াতেই সূচ ফোটার মত আঘাত পেলেন মাদাম ওয়ালটার। এ আঘাত এ বেদনা তাঁর প্রেমাস্পদের কাছ থেকে আসার জন্য তিনি তাতে খুশি।

দ্যুরয় বলল, আমাকে এখনি যেতে হবে। চেম্বারের অধিবেশন শেষ হবার আগেই আমাকে সেখানে যেতে হবে।

মাদাম ওয়ালটারকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাঁর চোখে চুম্বন করল দ্যুরয়। একটু-খানি করুণার হাসি হাসল। শোবার ঘরের খোলা দরজার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নীরবে ইঙ্গিত করলেন মাদাম ওয়ালটার।

কিন্তু দ্যুরয় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। ব্যস্তভাবে বলল, আমাকে এখনি যেতে হবে। দেরী হয়ে গেছে।

মাদাম ওয়ালটার আবার ঠোঁট দুটো বাড়িয়ে দিতে দ্যুরয় তার ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করল। বলল, চল চল, তিনটে বেজে গেছে।

যেতে যেতে মাদাম ওয়ালটার বললেন, কাল সন্ধ্যে সাতটায়।

দ্যুরয়ও তার পুনরাবৃত্তি করে বলল, কাল সাতটায়।

মাদাম ওয়ালটার চলে যেতেই দ্যুরয় বাজারে গেল। বাজার থেকে ঠিক চারটের সময়ে ফিরে অপেক্ষা করতে লাগল বাসায়। ক্লোতিদে আজ একটু দেরী করে এল। কারণ ওঁর স্বামী বাড়ি এসেছেন এক সপ্তার জন্য। ও বলল, কাল আমাদের বাড়িতে তুমি ডিনার খাবে। উনি তোমাকে দেখে খুশি হবেন।

দ্যুরয় বলল, কিন্তু কাল যে আমি ওয়ালটারের কাছে ডিনার খাচ্ছি। কতকগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপার আছে আলোচনার জন্য।

দ্যুরয় শেলফের উপর রাখা মিষ্টির বাক্সটা দেখিয়ে দিতেই ক্লোতিদে খুশি হয়ে বলল, খুব ভাল করেছ এগুলো এনে। তুমি সত্যিই আমায় ভালবাস। এই বলে মিষ্টিগুলো সব খেয়ে ফেলল। তারপর দ্যুরয়ের কোলের উপর বসে বলল, জান প্রিয়তম, কাল রাতে আমি তোমার স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নে দেখেছিলাম, আমরা দুজনে একটা উটের পিঠে চেপে যেন মরুভূমির ভিতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছি। সেই কুঁজের উপর বসে শুধু স্যাণ্ডউইচ আর মদ দিয়ে ডিনার করছি, কিন্তু আর কিছু করতে পারছি না। ক্রমশঃ আমার বিরক্তি হলো, আমি নেমে পড়তে চাই।

'আমিও আপাততঃ চেয়ার থেকে নেমে পড়তে চাই।' হাসিমুখে বলল দ্যুরয়।

ক্লোতিদেও হাসতে লাগল। আরো সব কত আজেবাজে কথা বলে ঠাট্টা করতে লাগল। মাদাম ওয়ালটারের মুখে যে সব কথা মোটেই ভাল লাগত না, ক্লোতিদের মুখে সেসব খুব ভাল লাগল দ্যুরয়ের। ক্লোতিদেও আজকাল তাকে কত রকমের আদর করে, 'আমার প্রিয়তম, আমার আদরের ধন, তুমি আমার নিজস্ব।'

কিন্তু ক্লোতিদের মুখ থেকে ভালবাসার এই সব কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ দ্যুরয়ের সেই সত্তর হাজার ফ্রাঁর কথা মনে পড়ল। একসময় বলল, শোন প্রিয়তমা, আমার পক্ষ থেকে একটা কথা বলবে তোমার স্বামীকে। দশ হাজার ফ্রাঁ মূল্যের মরোক্কো ঋণপত্র কিনতে বল তোমার স্বামীকে। মাসকতকের মধ্যে এই টাকা থেকে ষাট থেকে আশী হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ হবে। তাঁকে বলবে, ট্যাঞ্জিয়ার্স' অভিযানের সিদ্ধান্ত

www.BanglaBook.org

পাকা হয়ে গেছে। এবং ফরাসী সরকার মরোক্কো দ্বীপের দায়িত্ব নেবে। তবে দেখবে কেউ যেন জানতে না পারে। এটা দারুণ গোপনীয় কথা এবং তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি।

ভাল করে কথাটা শুনে ক্লোতিদে বলল, তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পার, আমার স্বামী সেরকম লোক নন। এসব দিকে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নির্ভর-যোগ্য।

এরপর ক্লোতিদে বলল, 'চল যাওয়া যাক।' এই বলে দুরয়ের কোটের বোতাম-গুলো নিজেই খুলতে লাগল। হঠাৎ বোতাম থেকে একটা লম্বা চুল বার করে এনে হেসে বলল, তুমি তাহলে বাড়ি থেকে ম্যাদলেনের একটা চুল নিয়ে এসেছ, বাঃ বেশ বিশ্বস্ত স্বামী তুমি।

চুলটা ভাল করে পরীক্ষা করে ক্লোতিদে বলল, না ত এটা ম্যাদলেনের চুল নয় ত। এ চুলটা খুব কালো।

দুরয় হাসিমুখে বলল, তাহলে কোন ঝির হবে।

কিন্তু দুরয়ের ওয়েস্টকোটটা ভাল করে পরীক্ষা করে আরো দুটো চুল পেল ক্লোতিদে। তখন মুখখানা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল একেবারে। তখন কাঁপতে কাঁপতে বলল, ওঃ তুমি নিশ্চয় কোন এক মেয়ের সঙ্গে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলে।

দুরয় আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ একেবারে?

একটু ভেবে নিয়ে ব্যাপারটা বুঝল দুরয়। কিন্তু অস্বীকার করল, কারণ তা না হলে ক্লোতিদে তাকে সন্দেহ করবে। দুরয় অস্বীকার করলেও ক্লোতিদে আরো খোঁজ করতে লাগল এবং আরো চুল পেল। এবার নারীসুলভ সংশয়চিত্ততার দ্বারা ব্যাপারটা সে অনুমান করল। রাগে ও দুঃখের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এবার বুঝেছি, মেয়েটা তোমাকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই সে তার স্মৃতিচিহ্ন জড়িয়ে দিয়ে গেছে তোমার অঙ্গে।

সহসা এক আনন্দসূচক ধ্বনি করে উঠল ক্লোতিদে, ও ও, মেয়েটা তাহলে বুড়ী, এই একটা সাদা চুল পেয়েছি। এখন তুমি তাহলে বুড়ো মেয়েছেলের সঙ্গে প্রেম করছ! কী পাও তার কাছে? তাহলে আমাকে আর তোমার প্রয়োজন নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া বক্ষাবরণীটা তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে গেল দরজার কাছে। দুরয় তাকে থামাবার চেষ্টা করল। হতবুদ্ধি হয়ে এলোমেলোভাবে বলতে লাগল, ক্লো, এর আমি কিছুই জানি না। আমার কথা শোন।

ক্লোতিদে বলল, 'ওই চুলগুলো দিয়ে একটা আংটি গড়িয়ে রাখ।' এই বলে তাড়া-তাড়ি পোশাক পরে দুরয়কে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। দুরয় বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মধ্যে। মাদাম ওয়ালটারের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো তার। প্রতিশোধ বাসনায় মনটা জ্বলতে লাগল। এবার আর তাকে ক্ষমা করবে না সে। মুখটা ধুয়ে বেরিয়ে পড়ল দুরয়। বাজারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা সোনা-রুপোর দোকানের সামনের শোকেসে একটা সুন্দর হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়ল তার। টিকিটের উপর দাম লেখা রয়েছে আঠারো শো ফ্রাঁ। নিজের মনে ভাবল, আমি যদি সত্তর হাজার ফ্রাঁ পাই তাহলে এটা কিনতে পারি। এ ঘড়িটার উপর তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেক দিনের শখ। এরপর সে আরো ভাবল, টাকাটা পেলে সে তার গ্রাম অঞ্চলে ডেপুটি প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জিতবে। ঘাড়িটা কিনবে এবং আরো কত কী—

অফিসে না গিয়ে বাড়ির দিকে গেল দুরয়। ওয়ালটারের লেখাটা লেখার আগে ম্যাদলেনের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। লারোশে ম্যাথিউ আর মাদাম ওয়াল-টারের উপর দারুণ রাগ হচ্ছিল তার। তবে ক্লোতিদের ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবেনি কারণ তার ধারণা ক্লোতিদে তাকে খুব শিগগিরই ক্ষমা করবে। হঠাৎ ভ্যাড্রেকের কথাটা মনে পড়ে গেল। আজ তাঁকে দেখতে যাওয়ার কথা ছিল।

ভ্যাড্রেকের বাড়ির কাছে এসে চাকরকে জিজ্ঞাসা করতেই চাকর বলল, তাঁর অবস্থা খারাপ, আর একটা দিনও যাবে না।

দুরয় গাড়ি ভাড়া করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে তার স্ত্রীকে খবর দিল। হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ম্যাদলেন। তারপর বলল, আমি যাচ্ছি, কখন ফিরব তা জানি না।

ম্যাদলেন চলে গেলে নিজেই লেখাটা শুরু করে দিল দুরয়। লারোশের কথামত লেখাটা এমনভাবে লিখল যাতে পাঠকরা মরোক্কো অভিযানের কথা কিছু বুঝতে না পারে। তারপর অফিসে গিয়ে মালিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে বাড়িতে এসে শুয়ে পড়ল।

ম্যাদলেন এল মাঝরাতে। এসে বলল, ভ্যাড্রেক মারা গেছেন।

বিছানায় এসে ম্যাদলেন শুলে পর দুরয় বলল, ভ্যাড্রেকের আত্মীয়স্বজন বলতে কে আছে?

ম্যাদলেন বলল, একজন ভাইপো। অথচ দশ বছর ওরা কেউ খবর নেয়নি।

ওঁর টাকাকড়ি আছে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ দু এক মিলিয়ন ত হবেই।

ওঁর ভাইপোই ত তাহলে মালিক হবে।

আমি ঠিক জানি না।

দুরয় দেখল ম্যাদলেন কাঁদছে। দুরয় তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে ম্যাদলেন তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, আজ আমার মনের সে অবস্থা নেই।

হঠাৎ মাদাম ওয়ালটারের দেওয়া সেই খবরটার কথা তুলল দুরয়। লারোশে ওয়ালটারের পরিকল্পনার কথাটা খুঁটিয়ে বর্ণনা করল। ম্যাদলেন বলল, কোথা হতে খবর পেলে?

দুরয় বলল, আমায় ক্ষমা করবে, সেটা আমি বলতে পারব না। তবে এটা যে ঠিক তা জোর করে বলতে পারব।

ম্যাদলেন বলল, হতে পারে। আমিও লক্ষ্য করেছি ওরা আমাদের বাদ দিয়ে কিছু একটা করতে চলেছে।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে ঘুমিয়ে পড়ল দুরয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গোটা চার্চটাই কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। দেখলেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্তবংশীয় কোন সামন্তের মৃতদেহ সমাহিত হচ্ছে। অনুষ্ঠান শেষ হতেই উপস্থিত সকলে চলে গেলেন। ভ্যান্ড্রেকের ভাইপো রয়ে গেল। কম্পিত হাতে করমর্দন করল সকলের সঙ্গে।

ম্যাদলেনের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল দুরয়। বলল, 'এটা ভাবতেও অদ্ভুত লাগে।' ম্যাদলেন বলল, কোনটা ?

দুরয় বলল, ভ্যান্ড্রেকের মত লোক আমাদের জন্য কিছু রেখে যাবেন ?

ম্যাদলেন লজ্জা পেল কথাটা শুনে। বলল, কেন কি কারণে রেখে যাবেন ? এর পিছনে কোন যুক্তি আছে ? তবে আমার মনে হয় কেন উকিলের কাছে উইল একটা আছে। আমরা এখনো তা জানতে পারিনি।

দুরয় একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ, সেটা অবশ্য হতে পারে। তিনি আমাদের দুজনেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সপ্তাহে দুদিন করে আমাদের কাছে খেতেন। যখন তখন আসতেন। আমাদের বাড়িটাকে নিজের বাড়ি মনে করতেন। তাছাড়া ওঁর যখন কেউ নেই, আর ভাইপোর সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না ওঁর। আমি অবশ্য বেশী কিছু চাই না। আমাদের প্রতি ওঁর স্নেহ-ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ কিছু একটা।

ম্যাদলেন বলল, মনে হয় উইল একটা আছে।

তারা বাড়ি ঢুকতেই চাকর একটা চিঠি দিল। চিঠিটা এসেছে লামানিওর লোটার্রি নামে কোন উকিলের অফিস থেকে। এসেছে ম্যাদলেনের নামে। তাতে লেখা আছে —মাদাম, আগামী মঙ্গল, বুধ অথবা বৃহস্পতিবারের মধ্যে বেলা দুটো হতে চারটের মধ্যে অফিসে এসে দেখা করার জন্য যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার সম্পর্কিত কোন এক বিষয়ে কার্যনির্বাহের জন্য আপনার আসার প্রয়োজন আছে। নিবেদন ইতি। লামানিওর।

ম্যাদলেন বলল, তাহলে ঐ ব্যাপারটাই বটে।

দুরয় বলল, কিন্তু তোমাকে একা যেতে বলল কেন, আমাকেও জানানো উচিত ছিল।

ম্যাদলেন বলল, চল, আমরা দুজনেই যাই।

লাঞ্চ খেয়েই ওরা একসঙ্গে রওনা হলো। লোটার্রি অফিসে যেতেই কেরাণী তাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল। দুজনে দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসল। লোটার্রি তখন ম্যাদলেনকে বলল, কোঁৎ দ্য ভ্যান্ড্রেকের উইলের কথাটা জানাবার জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

একটা কাগজ নিয়ে লোটার্রি বলল, উইলটা ছোট, আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

"আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী পল এমিল আইপ্রিয়ে কঁতা কোঁৎ দ্য ভ্যান্ড্রেক সুস্থ দেহ-মনে আমার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। যেহেতু মৃত্যু যেকোন মুহূর্তে আমার জীবন কাড়িয়া লইতে পারে, সেই মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া আমার দানপত্র এখন সম্পাদন করিতে চাই। এই দানপত্র লামানিওর-এর নিকট গচ্ছিত থাকিবে আমার কোন প্রত্যক্ষ ও বৈধ উত্তরাধিকারী না থাকায় আমি আমার স্থাবর অস্থাবর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমস্ত সম্পত্তি অর্থাৎ আমার নগদ ছয় লক্ষ ফ্রাঁ ও পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ মূল্যের ভূসম্পত্তি মাদাম ক্লেয়ার ম্যাদলেন দুরয়কে দান করিয়া গেলাম। ইহার মধ্যে কোন শর্ত বা দায়-দায়িত্ব নাই। আমার অনুরোধ, একজন স্বর্গগত বন্ধুর গভীর স্নেহমমতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমার এই দান তিনি গ্রহণ করিবেন।"

লোটারি এবার বললেন, এই উইল গত আগস্ট মাসে সম্পন্ন হয়। এর দুবছর আগে মাদাম ক্লেয়ার ম্যাদলেন ফরেস্টিয়ারের নামে অনুরূপ একটি উইল তিনি করেন। সেটাও আমার কাছে আছে। তাতে প্রমাণ হবে যে ভ্যাড্রেকের ইচ্ছা বরাবর একই আছে।

দুরয় আঙ্গুল দিয়ে মোচটা পাকাতে লাগল। লোটারি তাকে বলল, অবশ্য আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার স্ত্রী কোন দান গ্রহণ করতে পারবেন না।

দুরয় বলল, আমাকে ভাববার কিছু সময় দিন।

লোটারি বলল, আপনার কুণ্ঠার কারণ আমি বুঝতে পারছি স্যার। মঁসিয়ে ভ্যাড্রেকের ভাইপো আজ সকালেই উইলের কথা জানতে পেরে বলেন, তিনি এ উইলের বৈধতা মেনে নেবেন যদি তাঁকে দুই লক্ষ ফ্রাঁর মত সম্পত্তি দেওয়া হয় এর থেকে। আমার মতে স্যার, মামলা মোকদ্দমার ঝামেলার মধ্যে না যাওয়াই ভাল। লোকে তাহলে খারাপ ভাববে। যাই হোক এই সব দিকগুলো ভেবে আপনারা আমায় শনিবারের মধ্যেই জানাবেন।

জর্জ উত্তর করল, হ্যাঁ স্যার।

ম্যাদলেন চুপ করে বসেছিল। মুখটাকে কড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল দুরয়। বাড়ি পেঁছে নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানার উপর টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে দুরয় বলল, তুমি তাহলে ভ্যাড্রেকের প্রণয়িনী ছিলে?

ম্যাদলেন মাথার ঘোমটা সরিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে চমকে উঠে বলল, আমি?

ম্যাদলেন রাগে কাঁপছিল। উত্তেজিত হয়ে বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? তুমি নিজেই একটু আগে বলনি উনি আমাদের জন্য কিছু রেখে গেলে ভাল হত?

কাঠগড়ার আসামীকে লক্ষ্য করা বিচারকের মত ম্যাদলেনের প্রতিটি হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগল দুরয়। বলল, হ্যাঁ বলেছি, কিন্তু আমার জন্য কিছু রেখে যাওয়া উচিত ছিল। আমি শুধু তোমার স্বামী নই, তাঁর বন্ধুও। ভূসম্পত্তি ও জনমতের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যটার তাৎপর্য আছে।

দুরয়ের মুখপানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ম্যাদলেন। চেনা জানা মানুষের অন্তরের রহস্যময় গভীরে তার পরিচিত মনের যে একটা দুর্জ্ঞেয় অংশ অজানিত রয়ে যায় যার নাগাল আমরা কোনদিন পাই না এবং মাঝে মাঝে কোন অসতর্ক মুহূর্তের জানালা দিয়ে শুধু তার একটা আভাস পাই, ম্যাদলেন ভাবতে লাগল তার কথা। ম্যাদলেন যেন দুরয়ের মনের সেই অংশটার এক রহস্যময় আভাস পেয়ে গেল। অবশেষে সে বলল, দেখ, উনি শুধু তোমাকেই তাঁর সব সম্পত্তি দিয়ে যেতেন, তা হলেও এই রকম খারাপ মনে হত।

দুরয় প্রশ্ন করল, কেন তা মনে হত?

ম্যাদলেন বলল, কারণ তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ বেশী দিনের না। অথচ আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দীর্ঘ দিনের। এ উইল তিনি যখন করেছিলেন তখন ফরেস্টিয়ার বেঁচে ছিল।

www.BanglaBook.org

জর্জ পায়চারি করতে করতে বলল, তুমি এ সম্পত্তি নিতে পার না।

নির্বিকারভাবে ম্যাদলেন বলল, ঠিক আছে। তাহলে শনিবার কেন আজই সেটা লামানিওরকে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ ম্যাদলেনের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দুরয়। দুজনেই দুজনের মুখের পানে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে। দুজনেই দুজনের তলহীন অন্তরের অপরিমেয় গভীরতাকে অতিক্রম করে সেই দুর্গম রহস্যটাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। দুজনেরই মুখে চোখে ফুটে ওঠা মূক একটা প্রশ্নের মধ্যে চকিত বিকাশে ফেটে পড়ছিল তাদের বিহ্বল বিবেকবুদ্ধি। দুজনে একসঙ্গে এতদিন বাস করছে, কিন্তু দুজনকে সন্দেহ করে আসছে, কেউ কাউকে বোঝার চেষ্টা করেনি, কেউ কারো অন্তরের কর্দমাক্ত তলদেশে গিয়ে তাদের আসল কথাটা জানতে পারেনি। অবশেষে দুরয় নীচু গলায় বলল, নাও নাও, স্বীকার করো যে, তুমি ভ্যাড্রেকের প্রণয়িনী ছিলে।

ম্যাদলেন তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিতে চাইল কথাটা। একথা বলে নিজেকে উপহাসের বস্তু করে তুলছ। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন এই পর্যন্ত, এর বেশী কিছু না।

মেঝের উপর পা ঠুকে দুরয় জোর দিয়ে বলল, তুমি মিথ্যা কথা বলছ, এটা অসম্ভব।

ম্যাদলেন বলল, তুমি যাই বলো, এটা সত্যি।

দুরয় বলল, তাহলে বুঝিয়ে বল, কোন যুক্তিতে তিনি তাঁর সব সম্পত্তি একা তোমাকেই দিয়ে গেলেন।

সহজ নির্বিকারভাবে ম্যাদলেন বলল, এটা খুবই সহজ কথা। তুমি জান আমরা ছাড়া তাঁর আর কোন বন্ধু ছিল না। তিনি আমাকে শৈশবকাল থেকে চিনতেন। আমার মা ওঁর কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে কাজ করত। সেই থেকে আমার প্রতি ওঁর একটা মায়া জন্মায়। সেই মায়া মমতার বশবর্তী হয়েই উনি আমাকে সব কিছু দান করে গেছেন। উনি প্রতি সোমবার আমার জন্য ফুল নিয়ে আসতেন। কিন্তু তোমার জন্য আনতেন না। কাজেই তোমাকে দিলে সেটাই বরং আশ্চর্যের হত।

ম্যাদলেন এমন শান্ত ও সহজভাবে কথাগুলো বলল যাতে দুরয় ঘাবড়ে গেল। পরে বলল, যাই হোক, এ অবস্থায় আমরা এ দান গ্রহণ করতে পারি না। তার ফল হবে শোচনীয়। সাধারণ লোকে এমনিতেই তোমাকে তাঁর প্রণয়িণী বলত। এ দান গ্রহণ করলে সবাই সেকথা সত্য বলে ভাববে। আমার সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে আক্রমণ করবে। আমার মান সম্মানের কথাটা সব আগে ভেবে দেখতে হবে ত।

ম্যাদলেন তেমনি শান্তস্বরে বলল, ঠিক আছে। আমাদের পকেটে দশ লক্ষ ফ্রাঁ আসবে না, এই ত?

পায়চারি করতে করতে বলল, হ্যাঁ এটাও কম ক্ষতি না। তিনি বুঝতে পারেন নি এর ফলটা কি হবে; অথচ অর্ধেক আমাকে দিয়ে গেলেই সব ঝামেলা চুকে যেত।

ম্যাদলেন অবসর সময়ে মাঝে মাঝে সূচীশিল্পের কাজ করত। কিছু বোনার

www.BanglaBook.org

জন্য উলটা তুলে নিয়ে ম্যাদলেন বলল, আমার কিছু বলার নেই, এখন ভেবে দেখ তুমি কি করবে।

অনেকক্ষণ পর কিছুটা ইতঃস্তত করে দুরয় বলল, তুমি যদি তাঁর দান এখন এই অবস্থায় গ্রহণ করো তাহলে তোমার সঙ্গে তাঁর সেই লজ্জাজনক অবৈধ সম্পর্কের অপবাদ মেনে নেওয়া হবে। তবে অন্য কোন একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে। যেমন ধরো এটা আমরা বাইরে প্রচার করতে পারি যে তিনি আমাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে তাঁর সব ধনসম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে গেছেন।

ম্যাদলেন বলল, আমি বুঝতে পারছি না এটা কি করে হবে। উইলে সব কিছু লেখা আছে।

ব্যাপারটা ত খুবই সোজা। আমাদের কোন সন্তান নেই। তুমি তোমার অধিকার থেকে অর্ধেক আমাকে একটা দানপত্র করে দিতে পার। লোকের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

ম্যাদলেন অধৈর্য হয়ে বলল, কিন্তু ভ্যাড্রেকের সই করা উইলটা যে রয়েছে, এর উপর আমি কি করব?

দুরয় রেগে গিয়ে বলল, উইলটা কি পাঁচজনকে দেখানো অথবা দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার কোন দরকার আছে? তুমি বড় বোকা। তুমি শুধু বলবে ভ্যাড্রেক তাঁর সব কিছু আমাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গেছেন। আমার অনুমতি ছাড়া তুমি এ দান নিতে পার না আর আমি এই অর্ধেক ভাগের শর্তেই তোমাকে সে অনুমতি দিতে পারি। তাহলে অপরের বিদ্রূপ থেকেও আমি বাঁচব।

দুরয়ের মুখপানে তাকিয়ে ম্যাদলেন বলল, তুমি যা বল তাই হবে। আমি রাজী আছি।

আবার কি মনে হলো উঠে দাঁড়াল দুরয়। আপন মনে বলে যেতে লাগল, না না তার থেকে একেবারে এটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। সেটাই হবে সম্মানজনক এবং সঠিক পথ। তবে অবশ্য আমার এ পরিকল্পনাটাও এমন কিছু দোষের না। কেউ কিছু বলতে পারবে না। একমাত্র বাজে অপরিণামদর্শী লোকরাই অতীত নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে।

হঠাৎ ম্যাদলেনের সামনে থেমে দুরয় বলল, যদি কিছু মনে না করো আমি একবার লামানিওর-এর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে পারি।

ম্যাদলেন বলল, তুমি যা ভাল বোঝ করো।

দুরয় আবেগের সঙ্গে আবার বোঝাতে লাগল, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তোমাকে আমার থেকে বেশী ভালবাসলেও আমরা বলব তাঁর সব কিছু আমাদের মধ্যে সমান-ভাবে ভাগ করে দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন তোমার প্রতি তাঁর সে ভালবাসা সে আসক্তি প্লেটোনিক, একেবারে আত্মীন্দ্রিয়।

দুরয়কে থামিয়ে দিয়ে ম্যাদলেন বলল, ঠিক আছে। আমি বুঝেছি। আর বোঝাবার দরকার নেই। তুমি উকিলের কাছে চলে যাও।

যাবার সময় দুরয় বলল, আমি বলছিলাম কি তাঁর ভাইপোর সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলব তাঁকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে।

ম্যাদলেন বলল, না তাঁকে একলক্ষ ফ্রাঁই দিতে হবে। সেটা শুধু আমার ভাগ থেকেই দিতে পার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুরয় বলল, না না, আমিও অংশ নেব। তাহলেও ত আমাদের পরিষ্কার দশ লক্ষ ফ্রাঁ থাকবে। এই বলে চলে গেল দুরয়।

পরের দিনেই পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁর একটা দানপত্রে সই করল ম্যাদলেন। সে তার স্বামীকে দান করল।

সেদিন আবহাওয়াটা বড় উজ্জ্বল ছিল। দুরয়কে খুবই খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। উকিলের অফিস থেকে বেরিয়ে দুরয় বলল, চল বাজার পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যাক। কিন্তু ম্যাদলেন যেন কি ভাবছিল, তার মুখখানা কড়া-কড়া আর গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

শরতের ঠাণ্ডা পড়েছে। রাস্তা দিয়ে পথচারীরা যে যার কাজে দ্রুত চলে যাচ্ছিল। দুরয় তার স্ত্রীকে সেই সোনারুপোর দোকানের সামনে নিয়ে গেল যে দোকানে একদিন সে তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত ঘড়িটা দেখেছিল। দুরয় জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে কিছু গয়না দিতে পারি কি?

উদাসীন ও নির্বিকারভাবে ম্যাদলেন বলল, তোমার যা খুশী।

দোকানের ভিতর ঢুকে দুরয় জিজ্ঞাসা করল, কি চাও—নেকলেস অথবা কানের দুল?

কাচের শো-কেসে সাজানো ও কত মূল্যবান ধাতুর অসংখ্য গয়নার উজ্জ্বলতা দেখে ম্যাদলেনের সেই উদাসীন ভাবটা চলে গেল। তার মধ্যেও বাসনা জাগল। বলল, ঐ ব্রেসলেটটা ভারী সুন্দর।

দুরয় দাম জিজ্ঞাসা করলে দোকানদার বলল, তিন হাজার ফ্রাঁ।

আপনি ওটা আড়াই হাজার ফ্রাঁতে দিলে ভাল হয়।

দোকানদার বলল, না স্যার তা সম্ভব না।

দুরয় বলল, ঐ ক্রোনোমিটার ঘড়িটা পনেরশো ফ্রাঁতে দিয়ে দিন। তাহলে দুটোতে মোট চার হাজার ফ্রাঁ হবে। আমি তাহলে এখনি দাম দিয়ে দিচ্ছি। আর এতে যদি না দেন তাহলে আমি অন্য দোকানে যাব।

দোকানদার প্রথমটা কাঁচুমাচু করলেও পরে স্বীকার হলো, ঠিক আছে স্যার।

দুরয় তার ঠিকানা দিয়ে বলল, ঘড়িটাতে জি. আর. সি. এই মনোগ্রামটা খোদাই করা থাকবে ব্যারণদের ঢঙে।

ম্যাদলেন দেখল দুরয় খুব বুদ্ধিমান। এখন তার টাকা হয়েছে। সুতরাং এখন তার একটা উপাধি চাই।

দোকানদার নমস্কার করে বলল, আপনি স্যার বৃহস্পতিবার পাবেন। আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পারেন।

বন্দেভিল থিয়েটারের সামনে তারা একবার থমকে দাঁড়াল। একটা নতুন নাটক হচ্ছিল সেখানে। দুরয় বলল, আজ সন্ধের সময় থিয়েটারে গেলে হয় না? একটা বক্স পেলে ভাল হত। একটা বক্স ভাড়া করে দুরয় বলল, চল রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিছু খাওয়া যাক।

তাই চল।

দুরয় যেন রাজা হয়ে উঠেছে। তার খুশির যেন কোন সীমা পরিসীমা নেই। সে কি করবে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না। একবার বলল, আচ্ছা মাদাম মেরিলকে

www.BanglaBook.org

গিয়ে ডেকে আনলে হয় না? আজকের সন্ধ্যেটা আমাদের সঙ্গে কাটাতেন। তাঁর স্বামীও বাড়ি এসেছেন। তাঁর সঙ্গেও আমার দেখা হবে।

ওরা মাদাম মেরিলির বাড়ি গেল। সেদিনকার ঘটনার জন্য দুরয়ের কুণ্ঠা আসছিল মনে। কিন্তু ভাবল তার স্ত্রী যখন সঙ্গে রয়েছে তখন আর ভয় নেই। তবে দুরয়কে দেখে ক্লোতিদে কিছুই মনে করল না সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে। যেন সব ভুলে গেছে। তার স্বামীও ওদের নিমন্ত্রণে কোন আপত্তি করলেন না।

সেদিন অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল দুরয়রা। গ্যাসের আলো নিভে যাওয়ায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় বারবার দেশলাই জ্বালতে হচ্ছিল দুরয়কে। সিঁড়ির উপরে চাতালের বড় আয়নায় নিজেদের প্রতিফলন দেখে নিজেরাই যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠল। দুরয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার সামনে হাতের আলোটা ধরে তার স্ত্রীকে বলল, লক্ষপতিদের দেখ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুই মাসের মধ্যেই মরোক্কো জয় হয়ে গেল। ফ্রান্স টাঞ্জিয়ার্সের মালিকানা পেয়ে গেল। ভূমধ্যসাগরের কূল বরাবর ত্রিপলি পর্যন্ত গোটা আফ্রিকা এখন তার দখলে। এই নবলব্ধ রাজ্যের সব ঋণের দায়িত্ব নিল ফরাসী সরকার।

সবাই বলাবলি করতে লাগল, ওয়ালটার মরোক্কো জয়ের ফলে কোটি কোটি টাকা লাভ করেছেন। লারোশে ম্যাথিউর নামও শোনা যাচ্ছে। ওয়ালটার বিভিন্নভাবে টাকা করেছেন। ঋণপত্র ছাড়াও ওখানে তামার ও লোহার খনি কিনেছেন। ওখানে যেসব জায়গা কিনে রেখেছিলেন এখন সেগুলো উপনিবেশের জন্য চড়া দামে বিক্রি করেও অনেক টাকা করেছেন।

ওয়ালটাররা এখন আগেকার বাড়ি থেকে রু্য দ্য ফুবুর্গে নতুন এক বিরাট বাড়ি কিনে সেখানে উঠে গেছে। এমন সময় বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় চিত্রকর কার্ল ম্যাকোভিচের এক চিত্র প্রদর্শনী থেকে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যিশুর বিস্ময়কর এক ছবি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় সমালোচকদের দ্বারা। শহরের অসংখ্য লোক ভিড় করতে থাকে সে ছবি দেখবার জন্য। হঠাৎ পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ দাম দিয়ে সে ছবিখানা কিনে বাড়ি নিয়ে এলেন ওয়ালটার। তারপর ভাই ফ্রাঁসোয়া কাগজের মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন, আগামী ৩০শে ডিসেম্বর তাঁর বাড়িতে এইবেলা নটা থেকে রাত্রি পর্যন্ত শহরের জনসাধারণকে কার্ল ম্যাকোভিচের বিখ্যাত ছবিটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই উপলক্ষে সেদিন মধ্যরাত্রে নাচগানের অনুষ্ঠানের এক ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই চিত্রপ্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানের পিছনে দুটো কারণ ছিল। ওয়ালটার জাতিতে ছিলেন ইহুদী। এক অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বলীয়ান যিশুর এই ছবিটি এত দাম দিয়ে কিনে তিনি দেখাতে চাইছিলেন তিনি ইহুদী হলেও আসলে তিনি উদার

www.BanglaBook.org

খৃষ্টানদরদী। আর একটা কারণ এই যে শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এসে তাঁর অতুল ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে তাঁর কথা সবাই বিভিন্নভাবে বলাবলি করবে।

লারোশে ও ওয়ালটারের উপর থেকে রাগটা তখনো যায়নি দুরয়ের। লারোশে অবশ্য এখনো তাদের বাড়িতে আসে, ভ্যাঙ্ক্রেকের চেয়ারটায় বসে। দুরয় এক একবার ভাবে প্রতিশোধ নেবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না।

মাদাম ওয়ালটারকেও ক্ষমা করতে পারেনি দুরয়। আজ দুমাস ধরে মাদাম ওয়ালটার বহু চিঠির দ্বারা তাকে যেতে লিখেছিলেন। তিনি বহুবার জানিয়েছেন সেই ঋণপত্র কেনার ফলে দুরয়ের ভাগে সত্তর হাজার ফ্রাঁ লাভ হয়েছে এবং সেই টাকাটা তিনি দুরয় গেলেই তার হাতে দিয়ে দেবেন। কিন্তু দুরয় যায়নি আর তাঁর চিঠির উত্তরও দেয়নি। তবে মাঝে মাঝে ওয়ালটারের ধন ঐশ্বর্যের প্রতি ঈর্ষা হয় তার। ওয়ালটারের টাকার সঙ্গে তুলনা করলে সে যা তার স্ত্রীর থেকে পেয়েছে তা কিছুই না।

দুরয়ের মনে হলো মাদাম ওয়ালটার এখন বিরাট ধনী হয়ে উঠেছে। ও বোধহয় দুরয়কে তাঁর ঐশ্বর্যটা দেখাতে চায়। দুরয় তাই তার সে অহঙ্কার এক নীরব অবহেলায় পদদলিত করার জন্যই যায় না তাঁর কাছে।

অনুষ্ঠানের কথায় দুরয় ম্যাদলেনকে বলল, আমি কিন্তু ওয়ালটারদের বাড়ি যাব না।

ম্যাদলেন বলল, না যাওয়াটা অন্যায় হবে।

দুরয় বলল, তুমি চুপ করো। তুমি যাবে, আমি বাড়িতে থাকব।

কিন্তু ডিনারের পর দুরয় বলল, দেখা যাক একবার গিয়ে। নাও পোশাক পরে নাও।

অনিচ্ছার সঙ্গে পোশাক পরল দুরয়। সে দেখাল তার যাবার মন নেই। গাড়িতে উঠে সারাক্ষণ ওয়ালটারদের প্রতি তার ঘৃণা উদ্গার করতে লাগল। বিরাট প্রাসাদের উঠোনের চার কোণে চারটে বড় বৈদ্যুতিক বাতি দেওয়া হয়েছিল। সারা উঠোনটা কার্পেট দিয়ে মোড়া। চারদিক সুন্দরভাবে সাজানো। সকলেই এক-বাক্যে বলছিল, চমৎকার! ওয়ালটারের দুই মেয়ে অতিথিদের একটি করে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা করছিল। অতিথিদের বসার ঘরগুলো ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

মাদাম ওয়ালটারও অতিথিদের নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। দুরয়কে দেখেই মাদাম ওয়ালটার কিছুটা এগিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দুরয় তাকে যথারীতি অভিবাদন করল। ম্যাদলেন কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তাঁর প্রতি। দুরয় তাঁর স্ত্রীকে সেখানে রেখে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। অতিথিদের পাঁচটা বসার ঘর সুন্দরভাবে সাজানো। তাতে আছে বড় বড় শিল্পীর ছবি আর ইতালীর সূচীশিল্পের কাজ। আর আছে নানারকমের দামী আসবাবপত্র।

জর্জ ঘুরে দেখতে লাগল। অতিথিদের অনেক চেনা মুখ নজরে পড়ল। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে কে এসে হাত ধরল দুরয়ের। বলল, যাক তুমিও তাহলে এসেছ, দুষ্টু বেল-আমি। তোমাকে আজকাল দেখতে পাই না কেন?

দুরয় মুখ ঘুরিয়ে দেখল, সুসান, ওয়ালটারদের ছোট মেয়ে। পুতুলের মত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুন্দর-সৌখীন চেহারাটা। কোঁকড়ানো চুলের নীচে এনামেলের মত চোখ দুটো। তাকে দেখে সত্যিই খুশি হয়েছিল দুরয়। তার হাতটা একটু চাপ দিয়ে টিপে দুরয় বলল, আমি কাজের চাপে এই দুমাস ব্যস্ত ছিলাম তাই আসতে পারিনি।

সুসান বলল, খুব অন্যায় হয়েছে, ভারী অন্যায় হয়েছে। আমরা তোমাকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখি। আমি আর আমার মা। বিশেষ করে তুমি না এলে আমার ত খুব খারাপ লাগে। আমি তোমাকে সব খুলে বললাম, আর তুমি পালিয়ে যেতে পারবে না। দাও তোমার হাতটা, আমি তোমার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ছবিটা দেখাব।

ভিড়ের মাঝখান দিয়ে দুজনে এগিয়ে চলল ওরা। কেউ কেউ বলল, ওদের বেশ মানিয়েছে। জর্জ ভাবল অন্য কাউকে বিয়ে না করে একে যদি আমি আগে বিয়ে করতাম তাহলে কেমন ভাল হত। কিন্তু আমরা ত ভেবে কোন কাজ করি না। বোকার মত হঠাৎ করে বসি।

এক তিক্ত ঈর্ষার গরল বিন্দু বিন্দু করে যেন তার অন্তরের মধ্যে কে ঢেলে দিতে লাগল। তার মনের সমস্ত আনন্দকে বিষিয়ে দিল। হঠাৎ সুসান বলল, এবার কিন্তু তুমি প্রায়ই আসবে বেল-আমি। এখন আমার বাবার অবস্থা দারুণ ভাল হয়েছে, আমরা এখন ইচ্ছামত আনন্দ উৎসব করতে পারব।

দুরয় তখনো তার সেই আগের কথাটা ভাবতে ভাবতে সেইটার জের টেনে বলল, এবার তুমি ত বিয়ে করবে। কোন যুবরাজকে বিয়ে করবে? আর তোমায় ত দেখতেই পাব না।

সুসান বলল, যুবরাজ হবেই এমন কোন কথা নেই। আমি এমন একজনকে বিয়ে করব যাকে আমার মনে ভাল লাগবে।

দুরয় একটুখানি হাসল। সে দেখল অভিজাত সমাজে এমন অনেক লোক আছে, এখানে এসেছে যারা ধনী স্ত্রীকে বিয়ে করে নিজেদের উপাধি বিলিয়ে দিয়ে স্ত্রীর টাকা পয়সাতেই জীবিকা নির্বাহ করছে। দুরয় সুসানকে বলল, আমি বলছি মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই তুমি কোন না কোন মার্কুই, প্রিন্স বা ডিউককে বিয়ে করবে, তখন তুমি অনেক উঁচু থেকে দেখে আমাদের ঘৃণা করবে।

সুসান কৃত্রিম রাগে ফুলে উঠে হাতের পাখা দিয়ে দুরয়কে আঘাত করে আবার বলল, সে তার অন্তরের খুশিমত বিয়ে করবে।

দুরয় বল, আচ্ছা দেখা যাবে।

সুসান বলল, তুমি ত বেশ কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছ।

তাচ্ছিল্যভরে দুরয় বলল, সেটা এমন যে বলার নয়। বছরে মাত্র দুই লক্ষ ফ্রাঁর মত। আজকালকার বাজারে সেটা কিছুই না। এই টাকায় একটা গাড়িও আমরা রাখতে পারি না। দশ লক্ষ দুজনের মধ্যে সমান ভাগ হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ পাব বছরে।

সমস্ত বসার ঘরগুলোকে একে একে পার হয়ে শ্যাওলা রঙের নরম কার্পেটের উপর দিয়ে তারা বাগানে চলে গেল। নানারকমের বিরল ফুল আর গাছে ভরা বিরাট বাগান। ফুলের গন্ধের সঙ্গে সোঁদা মাটির গন্ধ ভেসে আসছিল বাতাসে। একটা বড় মার্বেল পাথরের চৌবাচ্চায় অনেক সোনালী মাছ দেখতে পেল দুরয়। সব কিছু দেখে শুনে সে ভাবল একেই বলে বিলাসিতা, একেই বলে ঐশ্বর্য। এই রকম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়িতেই বাস করতে হয়। এই বাড়ি যখন মানুষেই করেছে তখন আমিই বা পারব না কেন?

দুরয়ের কথাটা ভালভাবে না বুঝেই সুসান বলল, ঠিক আছে। কথা দিচ্ছি।

হাতের রুটির টুকরোটা চৌবাচ্চায় ফেলে দিয়ে দ্রুত ওয়ালটারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল দুরয়। বাড়ি ফিরে দেখল ম্যাদলেন চিঠি লিখছে।

দুরয় বলল, শুক্রবার আমি ওয়ালটারদের বাড়ি ডিনার খেতে যাচ্ছি। যাবে ত?

ম্যাদলেন বলল, না আমি বাড়িতেই থাকব।

কিছুদিন থেকেই ম্যাদলেনের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল দুরয়। সে যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করছিল। এইমাত্র ম্যাদলেন যেভাবে তাকে বলল যে শুক্রবারে সে বাড়িতেই থাকবে তাতে সন্দেহ আরো বেড়ে গেল দুরয়ের।

তবে দুরয় খুব মিষ্টি ব্যবহার করতে লাগল তার স্ত্রীর প্রতি।

ম্যাদলেন বলল, তুমি আবার খুব ভাল হয়ে উঠেছ।

শুক্রবার ওয়ালটারদের বাড়ি যাবার অনেক আগেই পোশাক পরে যথারীতি চুম্বন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা গাড়িতে গিয়ে উঠল দুরয়। ড্রাইভারকে বলল, প্রথমে রু ফঁতেন রেস্তোরাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তারপর আমি বললে কক ফিসান্ত রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে যাবে।

দশ মিনিট গাড়িতে অপেক্ষা করার পর দুরয় গাড়ির জানালা দিয়ে ম্যাদলেনকে দেখতে পেল। দুরয় ড্রাইভারকে বলল, চল।

কক ফিসান্তে গিয়ে কিছু খেয়ে আবার একটা গাড়ি ভাড়া করে দুরয় রু লা রশেফুকল্ড নামে এক জায়গায় একটা বাড়ির তিনতলায় উঠে গিয়ে চাকরকে জিজ্ঞাসা করল, মঁসিয়ে গিলবার্ট দ্য লর্মে আছেন?

হ্যাঁ স্যার।

দুরয়কে বৈঠকখানা ঘরে বসতে বলা হলো। কিছুক্ষণ পরে লম্বা বলিষ্ঠ চেহারার একজন ভদ্রলোক আসতেই দুরয় বলল, আমি আগে হতেই দেখে আসছি আমার স্ত্রী রু দ্য মার্তারে একটা ভাল ঘর ভাড়া নিয়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে।

পুলিশ কমিশনার দুরয়কে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, আমাকে কি করতে বলেন স্যার?

আপনারা ত ন'টার পরে কোন বাড়িতে যেতে পারেন না, তাই না?

হ্যাঁ স্যার গরমকালে তাই বটে, আর শীতকালে সাতটা পর্যন্ত।

ঠিক আছে। নীচে গাড়ি আছে। আপনি লোকজন নিয়ে নিন সঙ্গে। আমরা একটু অপেক্ষা করব। তাহলে ওদের হাতেনাতে ধরতে পারব।

ঠিক আছে স্যার।

কমিশনার দুরয়কে নিয়ে পুলিশ অফিসে গিয়ে আরো তিনজন সাদা পোশাক পরা অফিসার নিয়ে নির্দিষ্ট হোটেলে চলে গেল। দুরয় বলল, ওরা আছে তিনতলায়। তিনখানা ঘর, একটা বসার, একটা খাবার একটা শোবার।

যথাসময়ে উপরে উঠে গিয়ে আক্রমণ করল ওরা সদলবলে। দরজায় কলিং বেল টেপা হলো। প্রথমটা কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলনা। পরে দুরয় শুনতে পেল নিঃশব্দ পদক্ষেপে দরজার দিকে কে এগিয়ে আসছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুলিশ কমিশনার চীৎকার করে বললেন, আইনের খাতিরে দরজা খুলুন, কে আছেন, আমি পুলিশ কমিশনার, না হলে দরজা ভেঙ্গে ফেলব।

ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, কি চান?

দুরয় বলল, আমি, পালাবার কোন উপায় নেই।

কিন্তু দরজা খুলে না দেওয়ায় দরজা ভেঙ্গে ঢোকা হলো। ম্যাদলেন খালি পায়ে শেমিজ আর পেটিকোট পরে বসার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে একটা বাতি ছিল। দুরয় বলল, এই সেই মহিলা।

ঘরগুলো ভাল করে দেখলেন পুলিশ কমিশনার। তারপর ম্যাদলেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম মাদাম দুরয়, এখানে উপস্থিত সাংবাদিক মঁসিয়ে দুরয়ের স্ত্রী?

হ্যাঁ স্যার।

আপনি এখানে কি করছিলেন?

ম্যাদলেন কোন উত্তর দিল না। ওরা তখন শোবার ঘরে গিয়ে দেখল বিছানায় চাদর ঢাকা দিয়ে কে একজন শুয়ে রয়েছে। কমিশনার বললেন, আপনি কে নিজের পরিচয় দিন।

দুরয় হ্যাঁচকা টান দিয়ে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে দেখল লারোশে ম্যাথিউ। দুরয় বলল, এইবার তোমায় পেয়েছি। এবার তোমার সমস্ত পাপকর্মের জবাব নেব।

পুলিশ কমিশনার বললেন, কে আপনি? না বললে এখনি গ্রেপ্তার করব আপনাকে।

দুরয় বলল, না বললে আমি বলে দেব।

কমিশনার বললেন, যাই হোক উঠে পড়ুন, কতকগুলো প্রশ্ন করার আছে।

কিন্তু আপনার সামনে আমি ত উঠতে পারছি না স্যার।

কেন?

কারণ আমি উলঙ্গ অবস্থায় আছি।

দুরয় মেঝের উপর থেকে একটা শার্ট তুলে নিয়ে বলল, তুমি যখন আমার স্ত্রীর সামনে উলঙ্গ হতে পেরেছ তখন আমার সামনে পোশাকও পরতে পারবে।

এরপর দুরয় ম্যাদলেনের কাছে এগিয়ে এল। দুরয় লক্ষ্য করল প্রথমে কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও এখন আত্মস্থ হয়ে উঠেছে ম্যাদলেন। ঘরের ভিতর নিবিয়ে-আসা আগুনের কাছে পা রেখে সিগারেট খাচ্ছিল সে। কেমন যেন অবিচলিত বেপরোয়া একটা ভাব। কমিশনারও তার কাছে এগিয়ে এলে ম্যাদলেন বলল, এ কাজ কি আপনি প্রায়ই করেন?

কমিশনার বললেন, এসব কাজ যত কম পারি করি মাদাম।

মৃদু হেসে ম্যাদলেন বলল, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই; তবে কাজটা কিন্তু ভাল না।

ম্যাদলেন দুরয়ের দিকে একবারও তাকাল না। লারোশে ম্যাথিউ এবার তাঁর পায়জামা আর ওয়েস্টকোট পরে এগিয়ে এলেন।

পুলিশ কমিশনার বললেন, এবার স্যার আপনি বলুন, আপনি কে?

কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় না দেওয়ায় কমিশনার বললেন, আপনি কে তা না বললে আমি এখনি আপনাকে গ্রেপ্তার করব।

www.BanglaBook.org

লারোশে বললেন, আমার উপর হাত দেবেন না। অত সোজা না।

মুখ ভেংচিয়ে গর্জন করে উঠল দুরয়, হাতেনাতে ধরে ফেলেছি, হাতেনাতে। আমি মনে করলেই তোমাকে গ্রেপ্তার করাতে পারি। উনি হচ্ছে লারোশে ম্যাথিউ, বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী।

কমিশনার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমতা আমতা করে বললেন, আপনি কি বলছেন স্যার, সত্যি করে বলুন, আপনি কে?

লারোশে বললেন, হ্যাঁ, আমারি নাম লারোশে ম্যাথিউ, আমি মন্ত্রী।

তারপর দুরয়ের বুকের উপর হাত রেখে বললেন, এই রাস্কেলটা তার বুকে যে 'ক্রস অফ অনার' পরে রয়েছে তা আমারি দেওয়া।

একটানে ফিতেটা ছিঁড়ে দিয়ে দুরয় ফেলে দিল ক্রসটা। বলল, তোমার মত একটা শুয়োরের দেওয়া সম্মানের এই হলো যোগ্য মর্যাদা।

দুজনে ঘুষি পাকিয়ে মোচ ফুলিয়ে সামনাসামনি এগিয়ে এলে কমিশনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সরিয়ে দিলেন দুজনকে। বললেন, কেন আপনাদের আত্মসম্মানের কথা একেবারে ভুলে যাচ্ছেন?

ম্যাদলেন নির্বিকারভাবে সিগারেট খাচ্ছিল।

কমিশনার লারোশেকে এবার বললেন, আপনাকে আমি ম্যাদলেন দুরয়ের সঙ্গে বিছানায় দেখেছি। তাঁকে প্রায় নগ্ন অবস্থায় দেখেছি। এটা হচ্ছে ব্যভিচারের অবৈধ ঘটনা। আপনি তা অস্বীকার করতে পারেন না। আপনার কিছু বলার আছে?

লারোশে বললেন, না স্যার, আপনি আপনার কর্তব্য করুন।

তারপর কমিশনার ম্যাদলেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা এই ভদ্রলোকই কি আপনার প্রেমিক?

ম্যাদলেন বলল, এটা আমি অস্বীকার করছি না যে উনি আমার প্রণয়ী।

এটাই যথেষ্ট।

পুলিশ কমিশনার কথাগুলো সব লিখে নিলেন। তাঁর লেখা শেষ হলে লারোশে বললেন, আমার আর কিছু করার আছে? আমি কি যেতে পারি?

তীব্র শ্লেষের সঙ্গে দুরয় বলল, যাবেন কেন, আমাদের কাজ হয়ে গেছে। আপনি আবার বিছানায় যান। আমরা আপনাদের একা রেখে যাব। চলুন কমিশনার সাহেব, আর আমাদের এখানে করার কিছু নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দুরয়। তারপর সোজা ভাই ফ্রাঁসোয়ার অফিসে চলে গেল। মঁসিয়ে ওয়ালটার এখনো কাগজটা যত্নের সঙ্গে দেখাশোনা করেন। এতে তাঁর ব্যাংকের কারবারেরও সুবিধা হয়। আগে থেকে কাগজের প্রচার এখন অনেক বেড়েছে। দুরয়কে দেখেই ওয়ালটার বলে উঠলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমাদের ডিনারে যাওনি? তোমাকে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন?

দুরয় বলল, আমি এইমাত্র বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর দফা রফা করে দিয়েছি।

ওয়ালটার ভাবলেন দুরয় ঠাট্টা করছে। বললেন, কি করেছ?

দুরয় বলল, আমি এবার মন্ত্রীসভাকে আক্রমণ করব। মন্ত্রীসভা থেকে ঐ জঞ্জাল-টাকে সরাতে হবে।

www.BanglaBook.org

ওয়ালটার ভাবলেন, দুরয় বোধহয় মদ খেয়ে মাতলামি করছে। তাই বললেন, কী যা তাই বাজে বকছ?

মোটেই না। আমি এইমাত্র লারোশে ম্যাথিউকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে মত্ত অবস্থায় ধরে ফেলেছি। পুলিশ কমিশনারও নিজে ব্যাপারটা দেখেছেন। মন্ত্রীকে এবার মজা দেখাচ্ছি।

ওয়ালটার চশমাটা চোখ থেকে কপালে তুলে বললেন, তুমি ঠাট্টা করছ না ত?

না মোটে না। আমি এর উপর একটা কিছু লিখছি।

আসলে তুমি কি করতে চাও?

আমি ঐ বদমাস লোকটাকে মন্ত্রীসভা থেকে তাড়াব। দুরয় তার টুপীটা চেয়ারের উপর রেখে বলল, যারা আমায় বাধা দেবে তারা জাহান্নামে যাক। আমি কখনো কাউকে ক্ষমা করি না।

ওয়ালটার তখনো ইতঃস্তত করছিলেন। তবু বললেন, কিন্তু তোমার স্ত্রী?

আমি কালই বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত দাখিল করব। আমি আবার তাকে ফরেস্টিয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেব।

তুমি তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ করবে?

হ্যাঁ। তাদের ধরার জন্য আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তবে আমি সে-কাজে সফল হয়েছি। সমস্ত ঘটনাটা এখন আমারই আয়ত্তে।

একটু থেমে দুরয় বলে যেতে লাগল, এখন আমি স্বাধীন। আমার কিছু টাকা আছে। আগামী অক্টোবরের নির্বাচনে আমাদের গাঁয়ের বাড়ির কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াব। সেখানে সবাই আমায় চেনে। ঐ সন্দেহজনক মেয়েটাকে নিয়ে আমি কিছুতেই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারতাম না। সে আমাকে বোকা পেয়ে আমাকে ফাঁদে আটকে রেখেছিল। কিন্তু একটু বুঝতে পেরেই আমি ওর উপর লক্ষ্য রাখতাম।

দুরয় হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, বেচারী ফরেস্টিয়ার কিন্তু প্রতারিত হয়েও কিছু বুঝতে পারত না, ওকে বিশ্বাস করত। সে যে কুষ্ঠব্যাধিটাকে আমায় দিয়ে গিয়েছিল এখন আমি তার থেকে মুক্ত। এবার আমি ইচ্ছামত এগিয়ে যাব।

এবার চেয়ারে বসল দুরয়। আপন মনে বলতে লাগল, আমি এবার এগিয়ে যাব।

চশমাটা কপালের উপর তুলে খালি চোখে দুরয়ের দিকে আবার একবার তাকালেন ওয়ালটার। মনে মনে বললেন, রাস্কেলটা ঠিক এগিয়ে যাবে!

উঠে দাঁড়াল জর্জ। আমি লেখাটা তৈরী করতে যাচ্ছি। ভালভাবে লিখতে হবে। বুঝতে পারবেন এর ফলটা মন্ত্রীর পক্ষে কতখানি গুরুতর হবে। তার এমন পতন ঘটবে যে আর তাকে উঠতে হবে না। তাই ফ্রাঁসোয়া আর তাকে কোনদিন খাতির করে চলবে না।

কিছুটা ইতঃস্তত করে ওয়ালটারও মনস্থির করে বললেন, করো। যারা এই ধরনের নোংরা কাজ করে তাদের এইরকম গুরুতর শাস্তি পাওয়াই উচিত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নবম পরিচ্ছেদ

এরপর তিন মাস কেটে গেছে। দুরয়দের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তার স্ত্রী আবার ফরেস্টিয়ার নামটাই ফিরে পেয়েছে। ওয়ালটারদের প্যারিস থেকে চলে যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেছে। ওরা যাবেন ১৫ই জুলাই। যাবার আগে বৃহস্পতিবার ওরা সবাই মিলে ক্লভিল নামে এক গ্রাম্য জায়গায় বেড়াতে যাবে একটা দিনের জন্য।

চার-ঘোড়ায়-টানা একটা বড় খোলা গাড়িতে করে বেলা ন'টার সময় রওনা হলো ওরা। দুরয় জেদ ধরেছিল আর কোন অতিথি গেলে সে যাবে না। অবশেষে ঠিক হয়েছিল রোজের প্রণয়ী লাতুর ইভেলিনকে রাস্তায় যাবার পথে তুলে নেওয়া হবে।

প্রথমে শ্যাম্প এলিসি, পরে বয় দ্য বুলোনে একে একে সব পার হয়ে ধীর গতিতে ছুটে যেতে লাগল গাড়িটা। একটা সীটে বসেছিল মেয়েরা, মাঝখানে মাদাম ওয়ালটার আর দুপাশে দুজন মেয়ে আর একটা সীটে বসেছিল পুরুষরা—ওয়ালটার আর তাঁর দুপাশে দুরয় ও ইভেলিন। ঈষদুষ্ণ গ্রীষ্মের দিনটা ছিল বড় উজ্জ্বল। আকাশে কোন মেঘ ছিল না। সার বেঁধে চাতক পাখির দল উড়ে যাচ্ছিল আকাশে। তাদের উড়ে চলার পথে ক্রমবিলীয়মান একটা কালো রেখা ফুটে উঠেছিল নীল আকাশের গায়ে। সেন নদী পার হয়ে গাড়িটা মাউণ্ট ভ্যালেরিয়েন পাহাড়টাকে একবার পাক দিয়ে বুলিভান হয়ে নদীর ধারে ধারে যেতে লাগল।

ইভেলিন প্রায়ই ঘন ঘন রোজের দিকে তাকাচ্ছিল। একমাস হলো ওদের বিয়ে পাকা হয়ে গেছে। লম্বা পাতলা জুলফিওয়ালা ইভেলিন যৌবন পার হয়ে মধ্য বয়সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দুরয় প্রায়ই তাকাচ্ছিল সুসানের পানে। সুসানও তাকাচ্ছিল তার দিকে। ওরা যেন কি একটা গোপন চিন্তায় ডুবে ছিল। খুশি মনেই শান্ত হয়ে বসেছিলেন মাদাম ওয়ালটার।

অনেকক্ষণ ধরে লাঞ্চ খাওয়া হলো। প্যারিসে ফিরে যাওয়ার আগে ওরা ঘুরে ঘুরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লাগল। ঘাসে ঢাকা উপত্যকার বুক চিরে একটা বিরাট পাহাড়ের তলা দিয়ে একটা লম্বা সাপের মত সেন নদীটা চলে গেছে মাইসনের দিকে। পাহাড়ের সানুদেশে ঘন বন। লে ভেসিনেল হ্রদটা ঘন সবুজ বনের মধ্যে একটা কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছিল।

ওয়ালটার বললেন, এমন দৃশ্য সুইজারল্যাণ্ডের কোথাও নেই।

ওরা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। সুসান ছিল সবার পেছনে। দুরয় তার কাছে গিয়ে নীচু গলায় বলল, সুসান, আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার ভালবাসার জন্য আমি পাগল হয়ে গেছি।

সুসানও চুপি চুপি বলল, আমিও তোমায় ভালবাসি বেল-আমি।

দুরয় বলল, তোমাকে বিয়ে করতে না পারলে, স্ত্রী হিসাবে না পেলে আমি প্যারিস ছেড়ে দেশ ছেড়ে চলে যাব।

সুসান বলল, বাবাকে বল। হয়ত তিনি মত দেবেন।

দুরয় অধৈর্য প্রকাশ করে বলল, না, আমি তোমাকে বিশবার বলছি এ বলা অর্থ-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হীন। তাহলে তোমাদের বাড়ির দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে আমার কাছে। তোমার বিয়ের কথা একবার বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কাগজের অফিস থেকে বরখাস্ত করা হবে। আমাদের দুজনের দেখা হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তারা মার্কুই ক্যাজোলের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করে ফেলেছে। তাঁরা ধরে নিয়েছে তুমি আপত্তি করবে না।

সুসান বলল, তাহলে কি করা যায় ?

সুসানের মুখপানে ভাল করে তাকিয়ে বলল, আমার ভালবাসার খাতিরে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে পারবে ?

জোর দিয়ে সুসান বলল, হ্যাঁ পারব।

একটা বড় রকমের ঝুঁকি ?

হ্যাঁ।

তুমি বাবা-মার সম্মুখ-বিরোধিতা সহ্য করতে পারবে ?

হ্যাঁ পারব। সত্যিই পারব।

ঠিক আছে। তাহলে একটা পথ আছে। কথাটা তোমার মুখ থেকে আসা উচিত, আমার থেকে না। ওরা জানে তুমি একটু উদ্ধত প্রকৃতির ; তোমার মুখ থেকে একথা শুনে ওরা বেশী আশ্চর্য হবে না। আজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই তুমি আগে তোমার মার কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও। একথা শুনে তিনি বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়বেন এবং দারুণ রেগে যাবেন।

সুসান বলল, মা রাজী হবে।

দুরয় তাড়াতাড়ি বলল, না তুমি তাঁকে জান না। তোমার বাবার থেকে বেশী রেগে যাবেন তিনি। বেশী বিরক্ত হবেন। দেখবে তিনি কিছুতেই রাজী হবেন না। তবু তুমি ছাড়বে না, বারবার বলবে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে তুমি বিয়ে করবে না।

তোমার মাকে বলার পর ঠিক এইভাবে তোমার বাবাকেও বলবে। পারবে ?

হ্যাঁ পারব। কিন্তু তারপর ?

তারপর ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠবে। যদি তুমি আমাকে বিয়ে করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হও তাহলে আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব।

একটা অনাগত আনন্দের আস্বাদে মনটা দুলে উঠল সুসানের। দুরয়ের হাতে চাপ দিয়ে সুসান বলল, কী মজা হবে। তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। কখন আমায় নিয়ে পালাবে ?

সঙ্গে সঙ্গে বই-এ পড়া দুঃসাহসিক প্রেমিকার নৈশ পলায়নের কত কাহিনী বৃত্তান্ত মনে পড়ে গেল সুসানের। সুদূর গ্রাম্য পান্থশালায় উদ্বেগ-কণ্টকিত কত গোপন দিনযাপন, সে কি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সব মিলিয়ে গন্ধমদির এক সুস্বপ্নের মত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল তার। সে আবার বলল, তুমি তাহলে কবে কখন পালাবে আমাকে নিয়ে ?

দুরয় সাবধানে বলল, আজই রাত্রিতে।

কাঁপা গলায় সুসান বলল, আমরা কোথায় যাব ?

সে আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি কি করছ সেটা ভেবে দেখ। এইভাবে পালিয়ে গিয়েই তুমি আমার স্ত্রী হতে পারবে। এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ — যদিও অবশ্য তোমার পক্ষে পথটা খুবই বিপজ্জনক।

www.BanglaBook.org

সুসান বলল, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। কোথায় দেখা হবে তোমার সঙ্গে?

তুমি একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে ত?

হ্যাঁ, আমি জানি, একটা ছোট্ট দরজা আছে। সেটা খুলে বেরিয়ে আসব।

ঠিক আছে, তাহলে মধ্যরাত্রিতে প্লেস দ্য লা কঙ্কর্দের সামনে একটা ঘোড়ার গাড়িতে আমি অপেক্ষা করব। তুমি সেখানে চলে যাবে।

ঠিক আছে আমি যাব।

সত্যি?

সত্যি।

সুসানের হাতটা নিয়ে চাপ দিল দুরয়। সত্যিই তুমি সাহসী এবং ভাল। তুমি ক্যাজোলেকে বিয়ে করবে না ত?

না।

সুসান একবার সামনে দিগন্তের পানে তাকাল। মনটা তার তখনো আচ্ছন্ন হয়ে ছিল পালিয়ে যাবার কথায়। অনেক অনেক দূরে পালিয়ে যাবে সে। সে তার যশ মান কোন কিছুর কথা ভাবে না, ভাবতে চায় না। বরং সে এতে গর্ব অনুভব করে।

মাদাম ওয়ালটার একবার পিছন ফিরে ডাক দিলেন সুসানকে। চলে এসো বাছা, কি করছ বেল-আমির সঙ্গে?

আবার তারা এক জায়গায় হলো সকলের সাথে। তারা সমুদ্রতীরের কথা বলতে লাগল। এখনি তারা সেখানে যাবে। তারপর তারা শ্যাতো হয়ে ফিরবে। জর্জ কোন কথা বলল না। সে শুধু ভাবতে লাগল, মেয়েটার সাহস থাকলে কাজটা হাসিল হবেই। তিন মাস ধরে সে ধীরে ধীরে তিল তিল করে মনটা জয় করেছে তার। তার দুর্বার প্রেমের ফাঁদে আষ্টেপৃষ্টে আচ্ছন্ন করেছে তাকে। তাকেও ভাল বাসতে বাধ্য করেছে। সে জানে কিভাবে কোন মেয়ের কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করে নিতে হয়। এবার সে পালিয়ে যেতেও রাজী করেছে তাকে। এছাড়া কোন উপায় নেই।

মাদাম ওয়ালটার কিছুতেই মত দেবেন না এ বিয়েতে। দুরয় তাঁকে ঔদাসিন্যের সঙ্গে এড়িয়ে গেলেও এখনো তিনি তাকে ভালবাসেন। তিনি কিছুতেই চাইবেন না সুসানকে সে বিয়ে করুক। এখনো অতৃপ্ত ও নিষ্ফল এক প্রেমাবেগের তীক্ষ্ণ দংশনে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে তাঁর অন্তরাত্মা। দুরয় অনেক করেও বুঝিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি।

সুসান একবার তার কাছে চলে গেলেই সে ওয়ালটারের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে।

ওরা অনেকবার দুরয়কে গাড়িতে ডাকাডাকি করল। কিন্তু কারো কোন কথায় সাড়া দিল না সে। সে শুধু একমনে ভাবতে লাগল।

সুসানও ভাবছিল তেমনি করে। সে শুধু তার সামনে দেখছিল চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে থাকা অনন্ত প্রসারিত প্রশস্ত পথ, অন্ধকার বনভূমি আর জনবিরল গ্রাম্য পান্থশালা আর মনে মনে অনুভব করার চেষ্টা করছিল অনুক্ষণ বিঁধতেথাকা ধরা পড়ে যাওয়ার উদ্বেগের কাঁটার তীক্ষ্ণতা।

গাড়ি ওয়ালটারদের বাড়িতে পৌঁছলে ওরা দুরয়কে রাতের খাওয়া খেয়ে যেতে বলল। কিন্তু দুরয় থাকল না। বাসায় ফিরে অল্প কিছু খেয়ে দুরয় কিছু চিঠি

www.BanglaBook.org

লিখল বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। আর কিছু পুরানো চিঠি পুড়িয়ে ফেলল। ঘন ঘন ঘড়ির পানে তাকাতে লাগল। যে খেলা সে খেলতে যাচ্ছে সেটা কিন্তু সত্যিই বড় খেলা।

রাত্রি ঠিক এগারোটা বাজতেই সে বেরিয়ে পড়ল। একটা গাড়ি ভাড়া করে প্লেস দ্য কংকর্দের দিকে চলে গেল। সেখানে গিয়ে গাড়িতেই বসে রইল। দূরের কোন একটা বড় ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই অধৈর্য হয়ে উঠল দুরয়। যদি সে না আসে? যদি ব্যর্থ হয় সে একাজে? আবার নিজেকে বোঝায় দুরয়, এসব ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে হয়। মাঝে মাঝে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে দুরয়। দেখতে দেখতে রাত্রি একটা বাজল। আর কোন আশা নেই। দুরয় ফেরার কথা ভাবছিল, এমন সময় একটা গাড়ি এসে পাশে দাঁড়াল আর এক নারীকণ্ঠ প্রশ্ন করল, তুমি কি বেল-আমি?

আনন্দের আতিশয্যে কণ্ঠটা অবরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল দুরয়ের। কোনরকমে প্রশ্ন করল, তুমি কি সুসান?

হ্যাঁ, আমি।

দুরয় তাড়াতাড়ি ডাকল, 'ভিতরে চলে এস।' তারপর সুসান গাড়ির ভিতরে এলে ড্রাইভারকে বলল, চল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। সুসান হাঁপাতে লাগল। দুরয় বলল, ব্যাপারটা কেমন হলো?

সুসান বলল, সে এক ভয়ংকর ব্যাপার। বিশেষ করে মুশকিল হলো মাকে নিয়ে।

দুরয় উৎসুক হয়ে বলল, বল বল উনি কি বললেন?

ওঃ সে ভয়ংকর ব্যাপার। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে আমার কথাটা বলতেই ওঁর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর উনি চীৎকার করে বললেন, না কখনই তা হতে পারে না। আমিও তখন রেগে বললাম, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। একথা শুনে মনে হলো উনি আমাকে মারবেন। বললেন, আমাকে পরের দিনই কনভেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মার এত রাগ আমি কখনো দেখিনি। এরপর মার চেঁচামেচি শুনে বাবা এলেন ঘরে। তিনি অবশ্য তত রেগে উঠলেন না, তবে বললেন তুমি আমার উপযুক্ত পাত্র নও। তখন আমি ওঁদের থেকে বেশী জোরে চেঁচাতে লাগলাম। তাতে বাবা হঠাৎ অতি নাটকীয় ভঙ্গীতে আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। আর আমিও তোমার কাছে চলে এলাম। এবার বল, কোথায় আমরা যাচ্ছি?

সুসানের কোমরটা একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কথা শুনছিল দুরয়। শুনতে শুনতে ওয়ালটারদের উপর রাগ হলো। তবু ভাবল, ওদের মেয়েকে ত পেলাম। এবার তারা দেখুক আমি কি করি। দুরয় এবার সুসানকে বলল, এখন আর ট্রেন ধরবার সময় নেই। আমরা এখন এই গাড়িতে করে সেভ্রাসে যাব। সেখানে আমরা রাতটা কাটাব। তারপর আমরা যাব লা রশে গয়নে। মন্তে আর বনিয়ের-এর মাঝখানে সেন নদীর ধারে সুন্দর একটা গাঁ।

সুসান বলল, আমার কোন কাপড় জামা নেই। আমার সঙ্গে কিছুই নেই।

দুরয় হেসে বলল, ওখানে সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেব।

গাড়িটা এগিয়ে চলল। সুসানের একটা হাত নিয়ে চুম্বন করল দুরয়। কি বলবে

www.BanglaBook.org

খুঁজে পেল না। তার প্রেমচেতনার সঙ্গে দেহভোগের যে অদম্য লালসা সব সময় মিশে থাকে এক হয়ে, সুসানের ক্ষেত্রে ঠিক এই মুহূর্তে সে লালসা অনুভব করল না দুরয়। তবু অতীন্দ্রিয় প্রেমচর্চার সূক্ষ্মতা কাকে বলে তাও জানে না সে। হঠাৎ দুরয়ের মনে হলো সুসান যেন কাঁদছে। সে তখন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে প্রিয়তমা ?

ভিজে গলায় উত্তর করল সুসান, মা যদি জানতে পারে আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি তাহলে তার ঘুম হবে না।

সত্যিই সুসানের মার ঘুম হয়নি সে রাতে। সুসান ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাদাম ওয়ালটার তাঁর স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, একি হলো ? এর মানে কি ?

ওয়ালটার তখন রাগে ফেটে পড়ে বললেন, এর মানে এই যে সেই চক্রান্তকারী লোকটা ওকে বশ করেছে। সেই ওকে বাধ্য করেছে ক্যাজোলেকে প্রত্যাখ্যান করতে। সে দেখছে মেয়েটাকে হাত করতে পারলে তার লাভ।

রাগের সঙ্গে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ওয়ালটার আবার বলতে লাগলেন, তুমিও তাকে প্রায়ই এখানে খুবই আস্কারা দিতে, লোভ দেখাতে, প্রশ্রয় দিতে। তুমি তাকে খুশি করার চেষ্টা করতে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু বেল-আমি আর বেল-আমি এবং আজকের এ ঘটনা হলো তারই প্রতিফল।

মাদাম ওয়ালটার আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি—আমি তাকে প্রলুব্ধ করেছি ?

ওয়ালটার তাঁর স্ত্রীর মুখের উপর গর্জন করে উঠলেন, হ্যাঁ, তুমি। তোমরা তার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলে—তুমি, মাদাম মেরিলি, সুসান—সবাই। তুমি কি মনে কর আমি এটা লক্ষ্য করিনি যে দিনকতক সে এখানে না এলে তোমরা থাকতে পারতে না ?

মাদাম ওয়ালটার টেনে টেনে বললেন, আমার মুখের উপর একথা বলতে তোমায় কখনই দেব না। কিন্তু তাঁর কণ্ঠটা কেমন করুণ শোনাল।

ওয়ালটার এবার 'চুলোয় যাক সব' বলে দরজাটা জোরে টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মাদাম ওয়ালটার একা একা ভাবতে লাগলেন, মেয়েটা ভুল করেছে, বেল-আমি কখনো সুসানকে ভালবাসতে বা বিয়ে করতে পারে না। দুরয়ের মত এক সুদর্শন ছোকরার প্রতি সুসানের একটা দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক আর তাই সে চায় তার সঙ্গে তার বাবা মা তার বিয়ে দিক। সুসানের ছেলেমানুষিটাকে বেল-আমি কখনই গুরুত্ব দেবে না।

দুরয় লোকটা ভাল কি মন্দ তা ভেবে পেলেন না মাদাম ওয়ালটার। যদি সে চক্রান্ত করে থাকে তাহলে লোকটা সত্যিই পাজি। যাই হোক, তারা মেয়েটাকে ছয় মাসের জন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে বেড়িয়ে আসবে তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাহলেও তিনি নিজে কি করে দেখা করবেন দুরয়ের সঙ্গে ? তিনি নিজে যে তাকে এখনো ভুলতে পারেননি। যে প্রেমের তীর দ্বারা বিদ্ধ হয়েছে তাঁর নারীহৃদয় সে তীরটা উঠে গেলেও তার বিষাক্ত ফলাটা যে কিছুতেই উপড়ে তুলে ফেলা যাচ্ছে না। তাকে ছাড়া কোনমতেই তিনি বাঁচতে পারবেন না।

এই সব অনিশ্চয়তার বেদনার মধ্যে মনটা ঘুরপাক খেল বেশ কিছুক্ষণ। সহসা মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন মাদাম ওয়ালটার। তাঁর মনে হলো তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেন পাগল হয়ে যাবেন। এখনি সুসানকে ডেকে উঠিয়ে কথাটা জানতে হবে। খালি পায়েই তিনি সুসানের ঘরে চলে গেলেন হাতে একটা বাতি নিয়ে। কিন্তু তার শোবার ঘরে তাকে পাওয়া গেল না। তবে সে কি তার বাবার ঘরে গেছে তর্ক-বিতর্ক করতে? একটা ভয়ংকর সন্দেহ জেগে উঠল মনে।

ওয়ালটার বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। তখন রাত্রি একটা। কি ব্যাপার?

মাদাম ওয়ালটার বললেন, সুসানকে দেখেছ?

আমি? না ত? কেন?

সে—সে পালিয়ে গেছে, সে তার ঘরে নেই।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে চটিটা পায়ে গলিয়ে মেয়ের ঘরে ছুটে গেলেন ওয়ালটার। দেখলেন সত্যিই সে পালিয়েছে। তিনি তখন একটা চেয়ারে হতাশার সঙ্গে বসে হাতের বাতিটা মেঝের উপর নামিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, লোকটা তাকে হাত করেছে। আমরা গেলাম।

মাদাম ওয়ালটার বললেন, এ কথার মানে কি?

ওয়ালটার বললেন, সে নিশ্চয় বিয়ে করবে তাকে।

বন্য পশুর মত গর্জন করে উঠলেন মাদাম ওয়ালটার, সে কখনই ওকে বিয়ে করতে পারে না। তুমি পাগল হয়েছ।

ওয়ালটার বিষণ্ণ মুখে বললেন, এখন গর্জন করে লাভ নেই। সে তাকে নিয়ে পালিয়েছে, তার শালীনতা নষ্ট করেছে। এখন একমাত্র উপায় বিয়েটা দিয়ে দেওয়া। তাহলে পালানোর কেলেংকারির হাত থেকে অন্ততঃ বাঁচা যাবে।

এক প্রবল আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বার বার বলতে লাগলেন মাদাম ওয়ালটার। না না সে কখনই তাকে বিয়ে করতে পারে না। আমি তা হতে দেব না।

ওয়ালটার বললেন, লোকটা চতুর তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। অবশ্য প্রতিষ্ঠা বা পদমর্যাদার দিক থেকে আরো ভাল পাত্র আমরা পেতাম, কিন্তু বুদ্ধি ও সম্ভাবনার দিক থেকে তেমন কোন পাত্র পেতাম না। ও ডেপুটি হবে, মন্ত্রী হবে। লোকটার যোগ্যতা ও সম্ভাবনা আছে, কেউ জানে না ও কি হবে। দেখলে না মাত্র তিনটে লেখার দ্বারা লারোশে ম্যাথিউকে মন্ত্রীসভা থেকে তাড়াল। অথচ এমন আত্মমর্যাদা রেখে কাজ করল যে কেউ কোন কুৎসা রটনার সুযোগ পেল না। যাইহোক, আমার ইচ্ছা না থাকলেও অপরিহার্য ঘটনার জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে কোন উপায় নেই।

তবু সেই এক কথা বললেন মাদাম ওয়ালটার, আমি এ বিয়ে হতে দেব না।

ওয়ালটার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সব মেয়েরাই এমনি বোকা, মাথা মোটা। তোমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে ছাড়া কোন কাজ করতে পার না। অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করতে জান না।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলেন ওয়ালটার। মাদাম ওয়ালটার সেইখানেই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বুঝলেন সকাল পর্যন্ত এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। হঠাৎ তাঁর মনে হলো তিনি কোথাও পালিয়ে যান। একজন যাজকের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁর সব অপরাধের কথা স্বীকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেন। যাজক একথা বুঝতে পারলে তিনি এ বিয়ে হতে দেবেন না। কিন্তু কোথায় এখন যাজক পাবেন ?

সহসা তাঁর যিশুর ছবিটার কথা মনে হলো। যিশু যেন ডাকছেন তাঁর কাছে। মাদাম ওয়ালটার বাতি হাতে বাগানবাড়ির শেষপ্রান্তে ছোট ঘরটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। শীতরাত্রির তীক্ষ্ম বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে বাগানের অসংখ্য গাছের জটলায়। হাড়গুলো কাঁপিয়ে দিচ্ছিল সে বাতাস। একই সঙ্গে জীবনের আনন্দ এবং মৃত্যুর হিমশীতল বেদনার এক মিশ্রজটিল অনুভূতির সঞ্চার করছিল মনে। বাতির কম্পিত আলোয় চারদিকের গাছপালার ছায়াগুলো বিরাট বিরাট দৈত্যের মত মনে হচ্ছিল।

কোনরকমে ঘরের দরজাটা খুলেই নতজানু হয়ে বসে মুখটা তুলে যিশুর দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। হঠাৎ যিশুর মুখের মধ্যে তার প্রেমিক বেল-আমির মুখটাই বারবার দেখতে পেলেন। বাতির কাঁপা কাঁপা ক্ষীণ আলোয় সে সাদৃশ্য আরো প্রকট হয়ে উঠল তার সামনে—সেই চোখ, সেই কপাল, সেই মুখের গড়ন, সবকিছু এক। যতবার তিনি মনে মনে যিশু যিশু বলে ডাকতে লাগলেন ততবারই তাঁর মুখে জর্জের নামটা আসতে লাগল। জর্জের কথাটা মনে পড়তে লাগল। জর্জ যেন এখন সুসানকে নিয়ে একা ঘরে রয়েছে। আবার মনে হলো জর্জ আর সুসান সেই ঘর থেকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় হাসতে হাসতে যিশুর ছবিটার উপর উঠে এসেছে। সুসানের চুল ধরে দুরয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য উঠে ছবিটার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে পড়ে গেলেন। হাতের বাতিটা ছিটকে পড়ে নিবে গেল।

পরের দিন সকালবেলায় মাদাম ওয়ালটারকে শ্বাসরুদ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় সেই ঘরে পাওয়া গেল। তাঁর জীবনের আশংকা দেখা দিল। তাঁর জ্ঞান ফিরল পরের দিন। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁদতে লাগলেন তিনি। সুসান সম্বন্ধে তাঁকে বলা হলো তাকে কনভেণ্টে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে দুরয়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলেন ওয়ালটার। ওয়ালটার সে চিঠির জবাবে তার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়েতে মত দিয়েছেন।

প্যারিস থেকে সুসানকে নিয়ে চলে যাবার আগেই চিঠিটা লিখে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে যায় জর্জ। চিঠিতে জানিয়ে দেয় এর উত্তর তার এক বন্ধুর ঠিকানায় যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই বন্ধু আবার তাকে পাঠিয়ে দেবে সে চিঠি। চিঠিতে সে লিখেছে সে সুসানকে প্রথম থেকেই ভালবাসত। কিন্তু কিছু বলেনি। তবে সে যখন তার কাছে নিজে গিয়ে বিয়ের কথা বলে তখন সে তাকে তার কাছে রেখে দেওয়ার অধিকার আছে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে পিতামাতার বৈধ মতামতের থেকে তার নিজের ইচ্ছার দাম বেশী। তবু সে মঁসিয়ে ওয়ালটারের মতামত চায়।

তার চিঠির জবাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুসানকে নিয়ে প্যারিসে চলে আসে দুরয়। তারপর তাকে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু সে নিজে যায় না।

সেন নদীর ধারে লা গুয়েন নামে এক গাঁয়ে অল্পদিন কাটায় তারা। এই সরল গ্রাম্যজীবন রীতিমত উপভোগ করে সুসান। কিন্তু এ ক'দিন দুরয় তার সঙ্গে বোনের মত ব্যবহার করেছে, তার সতীত্ব অক্ষত রেখেছে। তারা মাঝে মাঝে চুম্বন করেছে

www.BanglaBook.org

দুজনে দুজনকে। কিন্তু দুরয় নিজেকে অদ্ভুতভাবে সামলে নিয়েছে। সুসানকে গ্রাম্য মেয়ের মত পোশাক কিনে দিয়ে নিজে জার্সি পরে নৌকো চালিয়েছে। দুরয় মাছ ধরেছে, দুজনে ফুল নিয়ে খেলা করেছে, ইচ্ছামত ঘুরে বেড়িয়েছে এখানে সেখানে। তারপর একদিন দুরয় বলেছে, আমরা প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি। তোমার বাবা আমাদের বিয়েতে মত দিয়েছেন।

সুসান তখন বলল, এরই মধ্যে? এখানে তোমার স্ত্রী হয়ে থাকতে আমার এত ভাল লাগছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

র্যু দ্য কনস্তান্তিনোপলস্-এর ছোট ঘরখানায় তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। হঠাৎ ক্লোতিদে এসে ঘরের দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে মাথার ঘোমটা না খুলেই দুরয়কে বলল, তুমি তাহলে সুসানকে বিয়ে করতে চলেছ?

দুরয় শান্তভাবে সেকথা স্বীকার করে বলল, তুমি তা জানতে পেরেছ?

এবার বেশ রাগের সঙ্গে ক্লোতিদে বলল, তুমি সুসান ওয়ালটারকে বিয়ে করতে যাচ্ছ? এটা মোটেই ভাল হচ্ছে না। তিন মাস ধরে তুমি এ কথাটা আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করেছ। আমি ছাড়া আর সবাই জানত। কথাটা আমার স্বামী আমাকে বললেন। দুরয় একটা আর্ম চেয়ারে বসে হাসতে লাগল। ক্লোতিদে বলল, তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করার পর থেকে তলায় তলায় এই চেষ্টা করছিলে, অথচ আমাকে দিয়ে তোমার স্ত্রীর শূন্য স্থানটা চমৎকারভাবে ভরিয়ে তুলেছিলে। কী বদমাস লোক তুমি!

দুরয় জিজ্ঞাসা করল, কেন? আমার স্ত্রী ছিল, সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আমি তাকে হাতে-নাতে ধরেছি। বিবাহ বিচ্ছেদের পর আবার আমি বিয়ে করতে চলেছি। এর থেকে সোজা কথা আর কি হতে পারে?

ক্লোতিদে কাঁপতে কাঁপতে বলল, কী চতুর আর ভয়ঙ্কর লোক তুমি?

দুরয় হাসিমুখে বলল, একমাত্র গেঁয়ো আর বোকারাই পরের তাঁবেদার হয়ে থাকে।

ক্লোতিদে বলল, কিন্তু প্রথম থেকে তোমার স্বভাবটা ধরতে পারা আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি তুমি এতবড় শয়তান হতে পার।

দুরয় এবার গম্ভীরভাবে বলল, আমি তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি যে সব কথা আমায় বলছ তার মানেটা একবার ভেবে দেখ।

দুরয়ের এই কথা শুনে ক্লোতিদে আরো রেগে গেল, কী তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার পর থেকে তুমি আমাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে আসছ, আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ আর আমি সেটা বলতে পারব না। তুমি সবাইকে ঠকাও, যার কাছ থেকে যা পাও তারই সুযোগ নাও। তুমি শুধু চাও টাকা আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভোগবাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ। আর তুমি চাও আমি তোমাকে সৎ লোক বলব ?

দুরয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চুপ করো, তা না হলে আমি তোমায় ঘর থেকে বার করে দিতে বাধ্য হব।

রাগের আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল ক্লোতিদের। টেনে টেনে বলতে লাগল আমাকে—আমাকে তুমি এখান থেকে বার করে দেবে? এঘর আমিই প্রথম ভাড়া নিই, আমিই রেখে দিই দীর্ঘ দিন। এখনও মাঝে মাঝে এবং তুমি এর ভাড়া দিলেও আগে আমিই এ বাসা নিয়েছিলাম। মুখ সামলে কথা বলো অপদার্থ ছোকরা কোথাকার! তুমি কি মনে করো আমি জানি না কিভাবে তুমি ভ্যাড্রেকের দেওয়া টাকা ম্যাদলেনের কাছ থেকে নিয়েছ? তুমি কি মনে করো তুমি সুসানের সঙ্গে সহবাস করে তাকে কিভাবে বাধ্য করেছ বিয়েতে তা জানি না ?

ক্লোতিদের কাঁধ দুটো হাত দিয়ে ধরে দুরয় বলল, তার কথা বলো না। আমি তা সহ্য করব না।

ক্লোতিদে চীৎকার করে উঠল, আমি জানি তুমি তার সঙ্গে সহবাস করেছ।

আর সব কিছু সহ্য করতে পারত দুরয়, কিন্তু এই মিথ্যেটা সে সহ্য করতে পারল না। এর আগে যে সব কথা সে শুনেছে সেকথায় রাগ হলেও সে সহ্য করেছে। কিন্তু তার ভাবী স্ত্রী সম্পর্কে এই মিথ্যে কটুক্তি শুনে সে থাকতে পারলনা। সে ক্লোতিদেকে নাড়া দিয়ে বারবার সাবধান করে দিতে লাগল, চুপ করো বলছি।

ক্লোতিদের চোখ দুটো রাগের আগুনে জ্বলছিল। বলল, তুমি তার কাছে শুয়েছ।

দুরয় তার গালে এমন একটা চড় বসিয়ে দিল তাতে সে দেওয়ালের কাছে পড়ে গেল। তবু সে মুখ ঘুরিয়ে বলল, তুমি তার কাছে শুয়েছ।

দুরয় ছুটে গিয়ে আবার মারতে লাগল। দেওয়ালে মুখটা ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ক্লোতিদে। দুরয় উঠে স্নানের ঘরে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় বলে গেল, আমি তোমার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারি না, যাবার সময় বাড়ির দারোয়ানকে চাবিটা দিয়ে যাবে।

দুরয় যাবার সময় দারোয়ানকে বলে গেল বাড়িওয়ালাকে বলবে এখন আগস্টের পনের তারিখ, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আমি এ বাড়ি ছেড়ে দেব।

দুরয় কতকগুলো বিয়ের জিনিসপত্র কেনার জন্য বাজারের দিকে যাচ্ছিল। ওদের বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে ২০শে অক্টোবর। বিয়ের অনুষ্ঠানটা হবে মেদলেন নামক জায়গায়। এ নিয়ে প্রচুর কানাকানি হচ্ছে। কথা উঠেছে সমাজে। কেউ বলছে ওরা পালিয়ে গিয়েছিল। কেউ বলছে একদিন জানতে পেরে মাদাম ওয়ালটার রাগে বিষ খেয়েছিল, সুসানকে কনভেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, পরে সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়। মাদাম ওয়ালটার সেই থেকে সারতে পারেনি, আরো বুড়ী হয়ে গেছে।

সেপ্টেম্বরের প্রথমেই ভাই ফ্রাঁসোয়ার পক্ষ থেকে জানানো হলো, ব্যারণ দুরয় দ্য কান্তেল প্রধান সম্পাদক হিসাবে কাজ করবেন। মঁসিয়ে ওয়ালটার ম্যানেজার রয়ে যাবেন। এছাড়া বহু বড় বড় সাংবাদিক, লেখক, রাজনৈতিক সম্পাদক বিভিন্ন সংবাদ-পত্র থেকে এসে ভাই ফ্রাঁসোয়ায় যোগদান করেছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেদিন শরতের এক উজ্জ্বল দিন। বিয়ের অনুষ্ঠানে শহরের নাম করা যত সব বড়লোক এসে হাজির হলেন। মেদলেন চার্চটাকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। একটা লাল চওড়া কার্পেট পেতে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল সারা উঠোনটা। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বহু লোক ভিড় করে দেখতে লাগল। শেষে পুলিশ এসে ভিড় সরাতে লাগল।

সামনের সারিতে বহু গণ্যমান্য লোকের মধ্যে রাইভেল ও নর্বার্ত ভেরেণীও ছিলেন। ভেরেণী একসময় রাইভেলকে বললেন, এ জগৎ বুদ্ধির জগৎ, চাতুর্যের জগৎ।

জ্যাক রাইভেল বললেন, যাই হোক, এখন সে সুপ্রতিষ্ঠিত। ওর আগেকার স্ত্রীর খবর কিছু জান?

ভেরেণী বললেন, কিছু জানি কিছু জানি না। শুনেছি ম্যাদলেন নাকি এখন মন্তমার্ত্রে জেলায় থাকে। আমি লক্ষ্য করেছি প্লিউম পত্রিকায় ফরেস্টিয়ার আর জর্জ দুরয়ের ঢঙের জাঁ লে দান নামে এক বুদ্ধিমান ছোকরা প্রায়ই লেখে। এখন দেখছি মেয়েটার বরাবর নতুনের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে। সে এখন বেশ ধনী। ভ্যাড্রেক আর লারোশে এমনি তার বাড়ি আসত না।

রাইভেল বললেন, যা বলো মেয়েটা বেশ সুন্দরী। ম্যাদলেন নগ্ন হলে নিশ্চয় আরো সুন্দর দেখাবে। আচ্ছা, বিবাহবিচ্ছেদের পর কি করে দুরয়ের চার্চে বিয়ে হচ্ছে?

ভেরেণী বললেন, কারণ এর আগে চার্চে বিয়ে হয়নি দুরয়ের। ম্যাদলেন ফরেস্টিয়ারকে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করে, চার্চে কোন অনুষ্ঠান হয়নি। আজ তাই ও চার্চে এসেছে এবং জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে বেশকিছু খরচ হবে ওয়ালটারের।

রাইভেল আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা শুনেছি নাকি দুরয় আর মাদাম ওয়ালটারের মধ্যে কথা বলাবলি নেই?

ভেরেণী বললেন, না। তিনি দুরয়কে মেয়ে দিতে চাননি। কিন্তু মেয়ের বাবার উপর দুরয়ের বেশ প্রভাব আছে। দুরয় মরোক্কোর ব্যাপারে অনেক কিছু ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়েছিল। লারোশের কথা ভেবে উনি হয়ত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ের মা প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি তাঁর জামাইএর সঙ্গে কথা বলবেন না কোনদিন। তিনি যেন শুধু প্রতিহিংসার এক মূর্ত প্রতিমূর্তিরূপে নীরব হয়ে আছেন।

অন্যান্য সাংবাদিকরা এসে করমর্দন করল তাঁদের সঙ্গে। চার্চের সামনে থেকে দূরাগত সমুদ্রগর্জনের মত ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ চার্চরক্ষক এসে মাটির উপর একটা লাঠি দিয়ে তিনবার ঠুকলেন। বাবার হাত ধরে কনে এগিয়ে আসছে।

সুসানকে দেখতে সত্যিই সুন্দর সাজানো এক সৌখীন পুতুলের মত মনে হচ্ছিল। কনে এসে দাঁড়াতেই অর্গানে সুর বাজিয়ে কনের আগমন ঘোষণা করা হলো। মাথাটা একটু নত করে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল সুসান। ওয়ালটারকে একটু বেশী গম্ভীর দেখাচ্ছিল। কনের পিছনে চারজন সুন্দরী সহচরী। তারপর চারজন বরযাত্রী, বরের চেহারার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের বাছাই করা হয়েছে। পাকা পাকা নাচিয়ের মত পা ফেলে চলছিল তারা। তাদের পিছনে মাদাম ওয়ালটার রোজের শ্বশুরের হাত ধরে ক্লান্ত পায়ে বিষন্ন মনে কোনরকমে চলছিলেন। তাঁকে আগের থেকে রোগা

www.BanglaBook.org

আর বুড়ো দেখাচ্ছিল। তার পিছনে একজন অপরিচিতা বৃদ্ধার সঙ্গে দুরয় এল। দামী পোশাকে সজ্জিত দুরয়কে সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার কোটের উপর লিজিয়ন অফ অনারের লাল ফিতেটা এক ফোঁটা রক্তের মত মনে হচ্ছিল। দুরয়ের পিছনে ছিল সুসানের আত্মীয়স্বজনরা। তারপর দুরয়ের বন্ধুরা। তার পিছনে মঁসিয়ে ওয়ালটারের ও মাদাম ওয়ালটারের আত্মীয়স্বজন।

অর্গানে তখনো সুর বাজছিল। ছন্দায়িত এক সুমধুর ধ্বনি চার্চের বড় বাড়িটার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে সুদূর আকাশে উঠে গিয়ে মর্ত্য মানুষের কোন আনন্দ বা বেদনাকে প্রকাশ করছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না। চার্চের দরজাগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মনে হচ্ছিল সূর্যকে তাড়িয়ে দিয়ে এক কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করা হয়েছে ভিতরে।

বেদীর সামনে তার স্ত্রীর পাশে নতজানু হয়ে বসেছিল দুরয়। এরপর বিশপ এসে ধর্মীয় প্রথা অনুসারে কতকগুলো প্রশ্ন করলেন, আংটি বিনিময় করলেন বর-কনের মধ্যে।

ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন মাদাম ওয়ালটার। অনেকেই শুনতে পাচ্ছিল তাঁর কান্না। মেয়েরা বলাবলি করছিল, এ বিয়েতে মা সত্যিই খুব দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু কান্না ছাড়া আর কি করতে পারেন তিনি? সুসান বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে আর তিনি তাকে একবারও আলিঙ্গন করেননি, দুরয় একদিন তাঁর সামনে তাঁকে অভিবাদন করতে তিনি বলেছিলেন, তোমার মত নীচ লোক আমি কোথাও কখনও দেখিনি। তুমি আমার সঙ্গে কোনদিন কথা বলো না, আমি উত্তর দেব না সে কথার।

সুসানকে সেই থেকে ঘৃণা করে আসছেন মাদাম ওয়ালটার। এক খণ্ডিতা প্রেয়সীর ঈর্ষাবিষমিশ্রিত ঘৃণার গরল নিজের হাতে ঢেলে দিতে হয়েছে তাঁর নিজের মেয়ের উপর। নিজের মেয়ের জন্য নিজের প্রণয়ীকে হারিয়ে দুঃসহ পীড়নের আগুনে জ্বলতে হয়েছে তাঁকে। একজন বিশপ তাঁর সেই প্রেমিকের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে অথচ তিনি চীৎকার করে বলতে পারছেন না, তোমরা যার সঙ্গে আমার মেয়েকে শুভ পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ করতে এসেছ সে আমার প্রণয়পাত্র, আমার জীবনের জীবন। এ পরিণয় ধর্মবিরুদ্ধ।

বিশপ কিছু উপদেশ দিলেন দুরয়কে, অর্থ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির দিক থেকে আপনি হচ্ছেন অন্যতম বিশেষ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। আপনি প্রতিভাবান; সুতরাং আপনি আপনার লেখনী আর উন্নত বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা জনগণকে সুপথে পরিচালিত করবেন। এক মহান কাজের ব্রত উদ্‌যাপনের দ্বারা আশা করি এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

এক নিবিড় অহঙ্কারে বুকটা ফুলে উঠল দুরয়ের। তবে কেবলি মনে হচ্ছিল আজকের এই অনুষ্ঠানের সে-ই হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু। তারই জন্য দু হাজারের এক জনতা সমবেত হয়েছে চার্চের সামনে। নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠল দুরয়। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, সে একজন কান্তেলোর সামান্য কৃষকসন্তান। তার বৃদ্ধ বাবা মা এখন রুয়েনের সেই প্রশস্ত উপত্যকার উপরে এক গ্রাম্য পান্থশালায় খাবার পরিবেশন করছেন খরিদ্দারদের। দুরয় একবার তাদের পাঁচ হাজার ফ্রাঁ পাঠায় ভ্যাদ্রেকের সেই টাকাটা পাবার পর। সে আবার

www.BanglaBook.org

তাদের পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ পাঠাবে। এই টাকাতে তাঁরা কিছু জমিজমা ও বাড়ি কিনে সুখে শান্তিতে থাকবেন।

বিশপের কথা শেষ হতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের একজন যাজক এসে বেদীর উপরে উঠে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অর্গানের সুরটা হঠাৎ সমুদ্রের ঢেউ-এর মত ফুলে উঠল। মনে হলো সে সুরের জোরাল কম্পমান ধ্বনি উপস্থিত সমস্ত মানুষের দেহমনকে উল্লাসে রোমাঞ্চিত করে চার্চের ছাদ ভেদ করে দূরের শূন্য আকাশটাকে ভরে দেবে। তারপর সুরটা একবার শান্ত হয়ে আবার হঠাৎ জোর হয়ে উঠল। এরপর মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অরোরার বিখ্যাত গায়ক ভরি ও ল্যান্ডেক গান শুরু করলেন।

ধূপের সুমধুর গন্ধ ভেসে আসছিল। বেদীর উপর ধর্মীয় উৎসর্গের কাজ শেষ হয়ে গেল। তার পুরোহিতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বর্গ থেকে মাসনপুত্র মর্ত্যে নেমে এসে ব্যারন জর্জ দুরয়কে আশীর্বাদ করে গেলেন।

সুসানের পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়ল দুরয়। এই মুহূর্তে হঠাৎ সে ধর্ম-বিশ্বাসী হয়ে উঠল। যে ঈশ্বর তাকে এত দিয়েছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারল না সে।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর জর্জ স্ত্রীর হাত ধরে উঠে পড়ল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল সে। অভিনন্দন জ্ঞাপনকারী অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে নিজেকে রাজার মত সৌভাগ্যবান বলে মনে হলো তার। সকলকেই করমর্দনের পর বলল, আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

হঠাৎ মাদাম মেরিলিকে দেখতে পেল দুরয়। আজও তেমনি সুন্দরী রয়ে গেছেন মাদাম মেরিলি, তেমনি যৌবনসমৃদ্ধ মুখ, উজ্জ্বল চোখ। মাদাম মেরিলির কণ্ঠের কত শব্দ, অধরোষ্ঠের কত আস্বাদ, চুম্বন ও আলিঙ্গনের কত স্মৃতি একে একে মনের পটে ভেসে উঠল দুরয়ের।

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে কুণ্ঠার সঙ্গে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন মাদাম মেরিলি। হাতটা নিয়ে তার নিজের হাতের মধ্যে কিছুক্ষণ রেখে দিল দুরয়। মৃদু চাপের মধ্য দিয়ে এক ক্ষমাসুন্দর স্পর্শ পেলেন মাদাম মেরিলি। দুরয়ও সে হাতে চাপ দিয়ে নীরবে জানাল, আজও আমি তোমায় ভালবাসি, আজও আমি তোমারই রয়ে গেছি। দুজনে দুজনের পানে তাকাল। মাদাম মেরিলি বললেন, আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।

দুরয় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, খুব শীগগির মাদাম।

তখনও চার্চে লোকের ভিড়। মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াল দুরয়রা। অসংখ্য মানুষের উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ ওদের ওপর। এরপর দুভাগে বিভক্ত দর্শকদের মাঝখান দিয়ে ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাবে।

এত লোক তবু কাউকে চোখে দেখতে পাচ্ছিল না জর্জ দুরয়। সে শুধু তার চোখের সামনে দেখছিল ডেপুটিদের চেম্বার, প্লেস দ্য কঙকর্দের পার্লামেণ্ট ভবন। তার মনে হলো সে যেন এই মেদলেন চার্চের গাড়িবারান্দা থেকে একটা লাফ দিয়ে প্যারিস বুর্বনদের উজ্জ্বল আভিজাত্যের সুবিরল স্তরে উঠে যাচ্ছে।

দুদিকে দর্শকদের ভিড়। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল দুরয় এক পা এক পা করে। সে কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। কারণ তার ফেলে আসা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অতীতের মাঝে পিছিয়ে গিয়েছিল তার চোখের দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সে শুধু দেখেছিল মাদাম দ্য মেরিলির মূর্তি। তার মনে হচ্ছিল বিছানা থেকে উঠে যাবার সময় তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসমত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার মাথার চুলের দুটি অবাধ্য চূর্ণকে ঠিক করে নিচ্ছেন মাদাম মেরিলি। তার জীবনে অনেক নারী অনেক প্রেমিকা এসেছে গেছে, কিন্তু মাদাম মেরিলির প্রেম অনেক বিরহ-মিলনের ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচল রয়ে গেছে আজও।

নেকলেস

(La Parure)

সে ছিল তাদেরি একজন।

এমন অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে যারা ভাগ্যের পরিহাসে নীচ কুলে জন্মায়। তাদের টাকা বা উপযুক্ত যৌতুক দেবার মত ক্ষমতা না থাকায় এমন কোন ধনী লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হবার কোন আশা থাকে না যারা তাদের প্রেমে পড়বে এবং তাদের বিয়ে করবে। সে ছিল সেই সব মেয়েদেরই একজন। তাই সে লোকশিক্ষা দপ্তরের ছোট কেরাণীকে বিয়ে করতে রাজী হতে বাধ্য হয়েছিল।

সে খুব সাদাসিদে পোশাক পরত, কারণ তার দামী জমকালো পোশাক কেনার ক্ষমতা ছিল না। বিয়েটা তার সমানে সমানে হয়নি একথা ভেবে মনোকষ্ট পেত সবসময়। মেয়েরা কখনো বর্ণ শ্রেণী বা বংশমর্যাদার উপর নির্ভর করে না, দেহগত সৌন্দর্য আর সুষমাকে বংশমর্যাদার থেকে দাম দেয় বেশী। তাদের মতে সহজাত সৌন্দর্যচেতনা, মার্জিত রুচিবোধ এবং সহনশীলতা আভিজাত্যমাত্রের পক্ষে বড় গুণ এবং এই গুণ যেসব মেয়ের আছে তাদের তারা অভিজাত সমাজের নামকরা মেয়েদের সমপর্যায়ভুক্ত হিসাবে দেখে। ভোগবিলাসের উপর তার একটা সহজাত অধিকার আছে এবিষয়ে একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল তার মনে আর এই প্রত্যয়ের জন্য সব সময় অসন্তোষজনিত একটা তীব্র চঞ্চলতা অনুভব করত। তার বাড়ির চারদিকের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করত সে। তার ঘরের ময়লা দেওয়ালগুলো, পুরনো আসবাবপত্র, কমদামী বিছানা এই সব কিছু দেখে মনে মনে কষ্ট পেত সে, সংসার-জীবনের যত সব অভাব দৈন্য আর তার ছোটোখাটো অজস্র খুঁটিনাটির কথা তার মত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা ভাবেই না। সে সেইসব কথা ভেবে অযথা একটা মানসিক যন্ত্রণায় ভুগত। ভিতরে ভিতরে দারুণ রেগে যেত। তার বাড়ির একমাত্র ঝি ব্রেতোঁকে দেখে তার মনে অনেক অস্পষ্ট কামনা বাসনা জাগত। ব্রোঞ্জের বাতিদানের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ও দামী কার্পেটমোড়া কক্ষ

www.BanglaBook.org

সুসজ্জিত ঘরের স্বপ্ন দেখত সে, যে ঘরের টেবিলে থাকবে কত অমূল্য গয়না। সেই সব সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত ঘরের ভিতরে থাকবে ছোট ছোট নিরালা কোণ যেখানে সেজে-গুজে রোজ সন্ধ্যায় বসে বসে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করবে। এমন সব খ্যাতিমান সুন্দর সুন্দর পুরুষবন্ধুরা তার বাড়িতে আসবে যারা যে কোন নারীর কাম্য বস্তু।

রোজ ডিনার খাবার সময় তার মন মেজাজ খারাপ হয়ে যেত নতুন করে। একটা পুরনো টেবিলে যে কাপড়ের চাদরটা পাতা থাকত তা তিন চারদিন ধরে কাচাই হত না। তার স্বামী বসত টেবিলটার উল্টো দিকে। ঝোলের উপর থেকে ঢাকনাটা খুলেই রোজ সে বলে উঠত, কী চমৎকার! এটা আমার খুব প্রিয়। কিন্তু তার মন তখন কল্পনার পাখনায় ভর করে উড়ে যেত সেই সব সুন্দর ও সুসজ্জিত খাবার ঘরে যার দেওয়ালগুলোতে কত রূপকথার ছবি আঁকা, যেখানে সুদৃশ্য টেবিলে রুপোর পাত্রে কত উপাদেয় খাদ্যবস্তু পরিবেশন করা হয়।

তার কোন সুন্দর গাউন বা গয়না ছিল না। তবু তার মনে হত এইসব জিনিস তার পাওয়া উচিত, তার মত সুন্দরী মেয়ের পক্ষে এগুলো উপভোগ করার অধিকার তার জন্মগত। দামী জমকালো পোশাক পরে নারী পুরুষদের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মধ্যে সে কি আনন্দ! তার একজন ধনী বান্ধবী ছিল, তার সঙ্গে স্কুলে পড়েছিল। আগে মাঝে মাঝে তার কাছে যেত, কিন্তু এখন আর যায় না, কারণ তার ঐশ্বর্য দেখে মনে কষ্ট হত তার। তার বাড়ি থেকে আসার পর সারাদিন নিবিড় দুঃখ, অনুশোচনা আর হতাশায় চোখ ফেটে জল আসত।

একদিন তার স্বামী সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরার সময় একটা নিমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে এল। বলল, তোমার জন্য একটা ভাল খবর এনেছি।

খামটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে সে দেখল একটা কার্ডের উপর লেখা রয়েছে, ১৮ই জানুয়ারি সোমবার লোকশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ও মাদাম বাঁপল্লো শিক্ষা দপ্তরের অফিসে অনুষ্ঠিত এক প্রীতিভোজে মঁসিয়ে ও মাদাম লয়সেলের উপস্থিতি কামনা করেন।

তার স্বামী ভেবেছিল কার্ডটা পেয়ে আনন্দিত হবে সে। কিন্তু আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে সে রেগে কার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল, এতে আমার কি হবে?

কেন প্রিয়তম? আমি ভেবেছিলাম তুমি খুশী হবে। তুমি কোথাও যাও না, তাই বাইরে যাওয়ার এটা একটা চমৎকার সুযোগ তোমার পক্ষে। এটা পেতে আমার এমন কিছু অসুবিধা হয়নি। অনেকেই এ নিমন্ত্রণপত্র পাবার জন্য চেষ্টা করেছিল। তবে অতিথিদের সংখ্যা সুনির্বাচিত বলে কেরাণীদের খুব অল্প নিমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয়েছে। তুমি সেখানে আমাদের অনেক সহকর্মীদেরই দেখতে পাবে।

সে রাগের মাথায় প্রশ্ন করল, এই ধরনের অনুষ্ঠানে আমি কি পরে যাব?

একথা আগে ভেবে দেখেনি মঁসিয়ে লয়সেল। তাই ইতস্ততঃ করে বলল, কেন তুমি যে পোশাকটা পরে থিয়েটার দেখতে যাও, সেটা ত আমার খুব ভালই লাগে...

বলতে বলতে থেমে গেল লয়সেল। সে ভয়ে ভয়ে দেখল, তার স্ত্রীর চোখে জল এসেছে। দুটো বড় জলের ফোটা তার গাল বেয়ে ঝরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সে বলল, কী এমন হলো?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রবল চেষ্টার দ্বারা তার আবেগটা দমন করে ভিজে গালদুটো মুছে শান্ত গলায় বলল মাদাম লয়সেল, কিছু না। আমার ফ্রক নেই, সুতরাং আমি ওখানে যেতে পারি না। এই নিমন্ত্রণপত্রটা তোমার অফিসের কোন বন্ধুকে দিয়ে দাও।

মহা মুশকিলে পড়ল লয়সেল। বলল, তোমার মতে একটা ফ্রক কিনতে কত লাগবে? ফ্রকটা অবশ্য পরে অন্য অনুষ্ঠানেও পরে যাওয়া যাবে।

তার স্ত্রী ভাবতে লাগল। হিসেব করে দেখতে লাগল। কিন্তু খুঁজে পেল না কি দাম বলবে। বুঝতে পারল না সে দাম শুনে তার মিতব্যয়ী কেরাণী স্বামী চমকে উঠবে কিনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে দাম দিতে অস্বীকার করবে কিনা। অবশেষে বলল, আমি তা জানি না। পরে একটু ভেবে ভয়ে ভয়ে বলল, তবে চারশো ফ্রাঁ হলে হয়ে যাবে।

লয়সেলের মুখটা মলিন হয়ে গেল। তার স্ত্রী যে টাকাটার কথা বলেছে সেই টাকাটা সে একটা পাখি শিকারের বন্দুক কেনার জন্য জমিয়েছে। তার অনেক আশা ছিল সামনের গ্রীষ্মের কোন রবিবার তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নানতেরে ভরত পাখি শিকার করতে যাবে। তবু সে উত্তর করল, ঠিক আছে। আমি তোমাকে চারশো ফ্রাঁই দিয়ে দেব। তবে মনে রেখো যেন গাউনটা ভাল হয়।

অনুষ্ঠানের দিন ঘনিয়ে এল। মাদাম লয়সেলের গাউন তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে খুশী হলো না। কেমন যেন অসন্তুষ্ট আর বিষণ্ণ দেখাল তাকে। তার স্বামী তাকে প্রশ্ন করল একদিন সন্ধ্যাবেলায়, কী ব্যাপার! তোমাকে দিন দিন কেমন আত্মভোলার মত দেখাচ্ছে।

মাদাম লয়সেল বলল, আমার কোন গয়না নেই একথাটা ভাবতে খুব খারাপ লাগছে। ওখানে গিয়ে আমার নিজেকে দীন হীন বলে মনে হবে। তার থেকে ও অনুষ্ঠানে আমার না যাওয়াই ভাল।

তুমি কিছু টাটকা ফুলের গয়না পরতে পার। এ বছরে ফুলের গয়না পরা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাত্র দশ ফ্রাঁ দিয়ে তুমি খুব ভাল ভাল দু তিনটে গোলাপ পেতে পার।

তবু তৃপ্ত হলো না তার মন। মাদাম লয়সেল অতৃপ্তির সুরে বলল, ধনী মেয়েদের মধ্যে সমস্ত বেশভূষার মধ্যে এক দৈন্য-দারিদ্র্যের ছাপ নিয়ে যাওয়ার মত অপমানের আর কিছু হতে পারে না।

লয়সেল তখন বলে উঠল, তুমি কি বোকা! তুমি তোমার বান্ধবী মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছ থেকে কিছু গয়না ধার চাও না। তুমি তাকে ভালভাবেই চেন।

আনন্দে চীৎকার করে উঠল, একথাটা আমার মনেই হয়নি।

পরের দিনই সে তার বান্ধবীর কাছে গিয়ে তার সমস্যার কথাটা বুঝিয়ে বলল। মাদাম ফরেস্টিয়ার তখন তার সিন্দুক থেকে একটা গয়নার বাক্স এনে মাদাম লয়সেলের সামনে নামিয়ে রাখল। বলল, তোমার যা খুশি নাও।

মাদাম লয়সেল দেখল কতকগুলো বালা, একটা মুক্তোর হার আর সোনা ও মণি দিয়ে তৈরী একটা ভেনীসীয় ক্রস। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে এই সব গয়নাগুলোর একটা একটা করে পরে তাকে কেমন মানায় তা পরীক্ষা করে দেখল। তারপর ইতস্ততঃ করতে লাগল। কিন্তু সেগুলো নিয়ে যাবার কোন উৎসাহ পেল না। সে প্রশ্ন করল, তোমার আর কিছু নেই? www.boiRboi.blogspot.com

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যাঁ আছে। তুমি বেছে নাও তোমার পছন্দমত। এই বলে আরো গয়না দেখাল মাদাম ফরেস্টিয়ার। অবশেষে একটা কালো মখমলের বাক্স থেকে একটা অতি সুন্দর হীরের হার বেছে নিল মাদাম লয়সেল। একটা উত্তাল কামনায় দুলে উঠল তার বুকটা। কম্পিত হাতে হারটা তুলে নিয়ে গলায় পরে আয়নাতে নিজের প্রতিফলনটার দিকে তাকিয়ে রইল উল্লসিত হয়ে। তারপর ভয়ে ভয়ে সংশয়কাতর কণ্ঠে বলল, তুমি এই হারটা আমায় ধার দেবে একবার, আর আমি কিছুই চাই না।

হ্যাঁ, নিশ্চয় দেব।

তার বান্ধবীর গলাটা জড়িয়ে ধরে আবেগের সঙ্গে চুম্বন করল তাকে। তারপর হারটা নিয়ে চলে গেল।

অনুষ্ঠানের দিন রাত্রিবেলায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো মাদাম লয়সেলের। সেই সুন্দর গাউন আর হীরের হারটা পরে নিমন্ত্রণ বাড়িতে যেতেই সবাই তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে সে-ই ছিল সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। আনন্দের উচ্ছ্বাসে মাথাটা তার ঘন ঘন দুলছিল। অনেকেই তার দিকে উৎসুক হয়ে তাকাচ্ছিল, অনেকে তার নাম জানতে ও তার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছিল। তার স্বামীর সহকর্মীরা তার সঙ্গে নাচতে চাইছিল। এমন কি স্বয়ং মন্ত্রীর দৃষ্টিও সে আকর্ষণ করল।

তার রূপের গর্বে গর্বিত হয়েও তার লাবণ্যের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে নাচ শুরু করে দিল মাদাম লয়সেল। আসলে সে যেন নাচছিল না ; যে প্রশংসা যে শ্রদ্ধা সে সকলের কাছ থেকে লাভ করেছে, যে কামনা সে পাঁচজন মানুষের মনে জাগিয়েছে, নারী জীবনের যে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে, সেই সবকিছুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক সুখকর স্বপ্নের দুরন্ত দুর্বার উত্তেজনায় তার গোটা দেহটা যেন দুলছিল আপনা থেকে।

প্রায় রাত চারটা নাগাদ সে নাচ শেষ করল। মাঝরাত থেকেই তার স্বামী ঘুমে ঢুলছিল। তার সঙ্গে ছিল আরো তিনজন লোক যাদের স্ত্রীরাও তার সঙ্গে সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিল।

নাচের পোশাকটা উপর থেকে খুলে ফেলতেই তার কমদামী অতিসাধারণ আটপৌরে পোশাকটা বেরিয়ে পড়ল। মাদাম লয়সেল লজ্জায় সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নামতে লাগল। লয়সেল তাকে থামাবার চেষ্টা করল। বলল, থাম, একটা গাড়ি ডেকে আনছি। তা না হলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

মাদাম লয়সেল শুনল না, তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল। তারা বড় রাস্তায় গিয়ে দেখল কোন গাড়ি নেই। কোন গাড়ি না পেয়ে সেন নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে ঘাটের কাছে পুরনো একটা গাড়ি দেখতে পেল, যে ধরনের গাড়ি দিনের বেলায় সাধারণতঃ বার হয় না। দিনের আলোয় যারা তাদের দৈন্য লোকচক্ষে প্রকাশ করতে চায় না।

বাড়ি পৌঁছে তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। লয়সেল ভাবতে লাগল, কাল সকাল দশটায় তাকে অফিস যেতে হবে।

মূল্যবান বেশভূষায় সজ্জিত নিজের সুন্দর চেহারাটার দিকে শেষবারের মত একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাকাল মাদাম লয়সেল। কিন্তু সহসা চীৎকার করে উঠল। হীরের সেই হারটা তার গলায় আর নেই।

www.BanglaBook.org

তার স্বামী পোশাক খুলতে খুলতে বলল, কি হলো ?

ভয়ে আমতা আমতা করে বলল মাদাম লয়সেল, আমি—আমি—মাদাম ফরে-স্টিয়ারের নেকলেসটা হারিয়েছি।

'কী ? হারটা হারিয়েছ ? অসম্ভব, তা কখনও হতে পারে না।' লয়সেল চমকে উঠল।

তারা তাদের পোশাক আর পকেটগুলো ভাল করে খুঁজে দেখল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না নেকলেসটা। লয়সেল জিজ্ঞাসা করল তার স্ত্রীকে, আচ্ছা নাচঘর থেকে যখন বেরিয়ে আস তখন নেকলেসটা তোমার গলায় ছিল সেটা ঠিক মনে আছে ? এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত ?

হ্যাঁ, আমার মনে আছে, শিক্ষাদপ্তরের অফিসের লবীতে আমার গলায় হার ছিল।

কিন্তু তুমি যদি রাস্তায় এটা হারাতে তাহলে তার পড়ার শব্দ শুনতে পেতাম। কিন্তু সে শব্দ আমরা পাইনি। সুতরাং এটা নিশ্চয় আসার সময় ঘোড়ার গাড়িতে পড়ে গেছে।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। তুমি গাড়িটার নম্বর নিয়েছ ?

না। তুমি নিয়েছ ?

না।

তারা হতবুদ্ধি হয়ে পরস্পরের মুখপানে তাকাল। অবশেষে লয়সেল আবার পোশাক পরে বলল, যে রাস্তাটা আমরা হেঁটে এসেছি আমি সেই গোটা রাস্তাটা খোঁজ করব। দেখি পাওয়া যায় কি না।

লয়সেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বিছানায় শুতে যেতে পারল না মাদাম লয়সেল। সে তখন রাতের গাউনটা পরে একটা চেয়ারে হতাশ হয়ে বসে রইল। ঘরে আগুন জ্বালার পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করল না।

পরদিন বেলা সাতটা নাগাদ তার স্বামী ফিরে এল। হারটা পাওয়া যায়নি। লয়সেল বহু খোঁজ করল। পুলিশে খবর দিল, খবরের কাগজে পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিল, ঘোড়ার গাড়ির অফিসগুলোতে খোঁজ নিল। যে কোন জায়গায় একটু আশা পেলেই ছুটে গেল সেখানে। এই আকস্মিক ঘোর বিপদের আঘাতে অভিভূত ও বিহ্বল হয়ে তার স্ত্রী সারাদিন বসে রইল। সারাদিন খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে এল লয়সেল। সে তখন তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার বন্ধুকে লিখে দাও নেকলেসটার একটা কড়া ভেঙে গেছে এবং সেটা তুমি মেরামত করাচ্ছ। তাহলে আমরা ভাববার কিছু সময় পাবো।

এই মত তার বান্ধবীকে একখানা চিঠি লিখে দিল মাদাম লয়সেল।

এক সপ্তা কেটে গেল। তারা সব আশা ছেড়ে দিল। দুশ্চিন্তায় লয়সেলের বয়স পাঁচ বছর বেড়ে গেল। অবশেষে লয়সেল বলল, ওটা তাহলে আমাদের কিনে দিতে হবে।

পরের দিন হারিয়ে যাওয়া নেকলেসের বাক্সটা নিয়ে তারা এক গয়নার দোকানে গেল। বাক্সটার ঢাকনায় এই দোকানেরই নাম লেখা ছিল। লয়সেল ভাবল এই দোকানেই সেই ধরনের হীরের নেকলেস কিনতে পাওয়া যাবে অথবা তৈরী করানো যাবে। ডিজাইনের বইটা উল্টে পাল্টে দেখে লয়সেল কিন্তু সেই হারানো নেকলেস-টার ঢঙের কোন নমুনা দেখতে পেল না। দোকানদার বলল, এ নেকলেস আমার দোকান থেকে কেনা হয়নি। আমি শুধু বাক্সটা দিয়েছিলাম।

www.BanglaBook.org

তখন তারা একটার পর একটা করে অনেকগুলো গয়নার দোকানে ঢুকল। যে নেকলেসটা হারিয়েছে ঠিক সেই রকমের একটা হীরের নেকলেসের তারা খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু কোথাও তারা তা পেল না। দুঃখে ও হতাশায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ল দুজনেই।

অবশেষে প্যালে-রয়াল এলাকায় একটা গয়নার দোকানে একটা হীরের নেকলেস দেখতে পেল যেটা দেখতে অবিকল সেই হারানো নেকলেসটার মত। তার দাম হচ্ছে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। অনেক ধরাধরির পর দোকানদার সেটা ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁতে দিতে রাজী হলো। তারা দোকানদারকে সেটা তিন দিন বিক্রি না করে রেখে দেবার জন্য অনুরোধ করল। তারা আরো অনুরোধ করল ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি হারানো নেকলেসটা কোনক্রমে খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে যেন এই দোকানদার তাদের কাছ থেকে নেকলেসটা চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে আবার কিনে নেন।

পৈত্রিক ধন হিসাবে লয়সেলের কাছে মোট সঞ্চয় ছিল আঠারো হাজার ফ্রাঁ। বাকী টাকাটা সে ধার করার কথা ভাবল। জানা শোনা সব জায়গা থেকে সে ধার করতে শুরু করে দিল। কোন জায়গায় এক হাজার ফ্রাঁ, কোন জায়গায় পাঁচশো ফ্রাঁ, এখানে পাঁচ লুই, ওখানে পাঁচ লুই, ওখানে তিন লুই। মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করল। যেখানে সেখানে যেকোন শর্তে রাজী হয়ে সে সই করতে লাগল। অথচ সে বেশ ভালই জানত, সে সব শর্ত পালন করা সম্ভব না তার পক্ষে। কৃষ্ণ-কুটিল যে দুঃখকষ্ট যে মনোবেদনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে তার কথা ভাবতে ভাবতে দোকানে গিয়ে নেকলেসটা আনতে গেল লয়সেল। দোকানের কাউণ্টারে নগদ ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁ গুণে দিল।

মাদাম লয়সেল তার বান্ধবী মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছে হারটা নিয়ে গেলে মাদাম ফরেস্টিয়ার বলল, এটা তোমার আরো আগে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমি পরতে পারতাম।

তবে যাই হোক, একটা দিকে নিশ্চিত হল মাদাম লয়সেল। মাদাম ফরেস্টিয়ার বাক্সটা খুলে নেকলেসটা দেখলও না। দেখে যদি বুঝতে পারত এটা সে নেকলেস নয়, পাল্টে দেওয়া হয়েছে তাহলে নিশ্চয় মাদাম লয়সেলকে চোর বলে মনে করত।

এবার দিনে দিনে নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে লাগল মাদাম লয়সেল। মনটাকে শক্ত করে সে সাহসের সঙ্গে সব কিছু সয়ে যেতে লাগল। ভাল ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে তারা ব্যারাক বাড়িতে গিয়ে বাসা নিল, ঝিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হলো। রান্না ও বাড়ির যাবতীয় কাজ সে নিজেই সব করতে লাগল। খাওয়ার পর বাসনপত্র সে নিজেই ধুতো আর তা ধুতে গিয়ে গোলাপী নখপালিশ লাগানো হাতের নখগুলো তেলকালিতে ভরে গেল। সে নিজের হাতে তাদের পোশাকগুলো কেচে শুকোতে দিত। রোজ সকালে সে সদর দরজা পর্যন্ত ঝাঁট দিত এবং নীচে থেকে জল তুলত। জল নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় হাঁপিয়ে উঠে নিঃশ্বাস নেবার জন্য থামত মাঝে মাঝে। কলকারখানার কোন মহিলা শ্রমিকের মত সে ঝুড়ি নিয়ে তরকারির দোকান ও মুদির দোকানে যেত। সামান্য এক পয়সার জন্য দর-কষাকষি করত। প্রতি মাসেই সময় নেবার জন্য বন্ধকী চুক্তিগুলো নতুন করে পাল্টে করতে হত। তার স্বামীও সন্ধ্যের সময় আর এক জায়গায় কাজ করত। রাত জেগে লেখা নকল করে দিয়েও পাতা পিছু পাঁচ লুই করে রোজগার করত।

www.BanglaBook.org

এইভাবে দশ বছর চলল। এই দশ বছরের মধ্যে একে একে সুদে আসলে সব ঋণ শোধ করে দিল তারা। মাদাম লয়সেল এখন কেমন যেন বুড়ী হয়ে গেছে। তার মাথার চুল এখন অবিন্যস্ত, পোশাক পরিচ্ছদ মলিন এবং অগোছালো, হাতদুটো তামাটে—তাকে এখন দেখলেই গরীব লোকের দীন-হীন স্ত্রী বলে মনে হয়। তার গলার স্বরটাও এখন আর তেমন শান্ত ও নরম নেই। তবে তার স্বামী যখন বাড়ী থাকে না তখন অবকাশ পেলেই সে জানালার ধারে বসে সেই সুদূর অতীতের একটি উজ্জ্বল সন্ধ্যার কথা ভাবে। সেই সন্ধ্যার কথা যখন তার নারী দেহের রূপসৌন্দর্য চরম গৌরব লাভ করে। আরো ভাবে সে যদি নেকলেসটা তখন না হারাত তাহলে তার পরিণতি কি হত, ঘটনার স্রোত কোথায় তাকে নিয়ে যেত কে বলতে পারে? জীবনের গতিপথ কত পরিবর্তনশীল, কত কুটিল। সামান্য ছোট্ট একটা ঘটনা মানুষের জীবনকে একেবারে ধ্বংস অথবা সরস করে দিতে পারে।

এক রবিবার সারা সপ্তার হাড়ভাঙা খাটুনির পর শ্যাম্প এলিসির দিকে একটু বেড়াতে গেল মাদাম লয়সেল। ঘুরতে ঘুরতে একটি শিশুকোলে এক মহিলাকে দেখতে পেল সে। সে দেখে চিনতে পারল মহিলাটি মাদাম ফরেস্টিয়ার। মাদাম ফরেস্টিয়ার আগেকার মত তেমনিই সুন্দরী আছে, তার যৌবন অক্ষত রয়ে গেছে। অজানা আবেগানুভূতির একটা শিহরণ খেলে গেল মাদাম লয়সেলের মধ্যে। সে কি কথা বলবে তার বান্ধবীর সঙ্গে? কেন বলবে না? তাদের সব ঋণ ত শোধ হয়ে গেছে। এবার সে তাকে তাদের দুঃখের সব কাহিনী বলতে পারে। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছে। বলল, কেমন আছ জিয়ান?

তার বান্ধবী কিন্তু তাকে চিনতে পারল না। এইরকম একজন সাধারণ মহিলা তার নাম ধরে ডাকায় সে আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, আমি তোমায় চিনতে পারছি না, মনে হয় তুমি ভুল করেছ!

না। আমি মাদাম লয়সেল।

এবার বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল মাদাম ফরেস্টিয়ার। ও, তুমি মাতিল্দে, কত বদলে গেছ তুমি!

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পর থেকে আমি অশেষ অপরিসীম দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছি আর সে দুঃখটা এসেছে তোমারি মাধ্যমে।

আমার মাধ্যমে? তুমি কি বলছ?

তোমার সেই হীরের নেকলেসের কথা মনে আছে? শিক্ষাদপ্তরের সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য তুমি আমায় যেটা ধার দিয়েছিলে?

হ্যাঁ। কিন্তু তারপর?

সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমি তা জানি না। তুমি তো আমাকে সেটা ফেরৎ দিয়ে গেছ।

আমি যেটা তোমায় দিয়েছি সেটা ঠিক ঐ মত একটা কিনে এনে দিয়েছি। আর সেই টাকাটা গত দশ বছর ধরে আমি অতি কষ্টে শোধ করে আসছি। তুমি বেশ বুঝতে পারছ আমাদের মত লোকের যাদের একটা পেনি নেই ঘরে তাদের পক্ষে একাজ কত কঠিন। যাই হোক, ব্যাপারটা এবার সব চুকে গেছে। এখন আমি কত স্বস্তি যে পেয়েছি তা কি করে তোমাকে বলব।

www.BanglaBook.org

মাদাম ফরেস্টিয়ার কথাটা শুনে সব কিছু বুঝতে পেরে পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, তুমি বলছ, সেটার বদলে তুমি একটা আসল হীরের নেকলেস কিনে এনে দিয়েছ আমায় ?

'হ্যাঁ, তুমি তা দেখনি ? দুটো নেকলেসই দেখতে এক।' এক সূক্ষ্ম তৃপ্তি আর অহংকারের হাসি হাসল মাদাম লয়সেল।

মাদাম ফরেস্টিয়ার তখন তার বান্ধবীর হাত দুটো দুঃখের আবেগে জড়িয়ে ধরে সকরুণ কণ্ঠে বলল, হায় প্রিয় বেচারী মাথিলদে, আমার নেকলেসটা ছিল নকল, তার দাম বড় জোর পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।

ভয়

(La Peur)

খাবার পর আমরা সকলে ডেকের উপর সমবেত হলাম। ভূমধ্যসাগরের বুকে কোন ঢেউ ছিল না। সমুদ্রের শান্ত বুকটা চাঁদের আলোয় চকচক করছিল। নক্ষত্র-খচিত আকাশের পানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে জাহাজটা ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের জাহাজ জল কেটে যতই এগিয়ে চলতে লাগল ততই দুদিকে শুভ্রফেনিল জলরাশি ছড়িয়ে পড়তে লাগল দুধারে। দেখে মনে হচ্ছিল বিগলিত চাঁদের শুভ্রতরল আলো টগবগ করে ফুটছে আর ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমরা ছ সাত জন মুগ্ধ বিস্ময়ে নীরবে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে। আমাদের গন্তব্যস্থল সুদূর আফ্রিকার অদৃশ্য উপকূলভাগের দিকে নিবদ্ধ ছিল আমাদের দৃষ্টি। জাহাজের ক্যাপ্টেনও আমাদের দলে এসে যোগ দিলেন। তিনি একটা চুরুট খেতে খেতে ডিনার খাবার সময় শুরু করা কথাটা আবার নতুন করে তুললেন। বললেন, হ্যাঁ, ভয় কাকে বলে তা সেদিন আমি জানতে পেরেছিলাম। সেদিন আমার জাহাজ হঠাৎ সমুদ্রের তলায় গুপ্ত একটা পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ছঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল এক জায়গায়। সৌভাগ্যক্রমে সন্ধ্যের দিকে একটা ইংরেজ জাহাজ এসে আমাদের তুলে নিল।

আমাদের মধ্য থেকে একজন এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। সে এবার কথা বলল। তার চেহারাটা বেশ লম্বা, গায়ের রং তামাটে এবং সে গম্ভীর প্রকৃতির। তাকে দেখলেই মনে হয় সে এমনি একজন দুঃসাহসী মানুষ যে বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অনেক অজানা দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে হচ্ছে মনে প্রাণে সাহসী এবং তার চোখের গভীরে সেই সব অজানা দেশভ্রমণের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার অবশিষ্টাংশ আজও কিছুটা রয়ে গেছে। সে বলল, তুমি বলছ ক্যাপ্টেন যে তুমি ভয় কাকে বলে তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেনেছ। আমি কিন্তু একথা বিশ্বাস করি না। যে চেতনা তুমি অনুভব করেছ আর যে শব্দ তুমি প্রয়োগ করেছ সেই চেতনাকে প্রকাশ করার জন্য তাতে তোমার ভুল হয়েছে। একজন সাহসী লোক আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে উত্তেজনা অনুভব করতে পারে, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে পারে কিন্তু ভয় হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

ক্যাপ্টেন হাসতে লাগল। দূরে, কি যা তাই বলছ, আমি তখন ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছিলাম।

সেই তামাটে ব্রোঞ্জের মত মুখওয়ালা লোকটি তখন উত্তর করল, আমার কথাটা বুঝিয়ে বলতে দাও। হ্যাঁ, সবচেয়ে সাহসী লোকরাও ভয় অনুভব করতে পারে। কিন্তু সে ভয় হচ্ছে সত্যিই এক সাংঘাতিক অনুভূতি। সে অনুভূতির আঘাতে মানুষের অন্তরাত্মা যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সে এক তীব্র যন্ত্রণা যা মানুষের সমস্ত অন্তর ও মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে, সে এক বিভীষিকা যার কথা মনে করলে পর্যন্ত বেদনার কম্পন জাগে। কিন্তু কোন প্রকৃত সাহসী লোক কোন প্রতিকূল আক্রমণের পাল্লায় পড়ে অথবা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে অথবা কোন সাধারণ বিপদে পড়ে ভয় অনুভব করে না। সে ভয় অনুভব করে তখনি যখন কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন রহস্যময় অতিপ্রাকৃত প্রভাব কাজ করে তার মনে কোন বিপদের সময় আর যে বিপদের কোনো কারণ সে খুঁজে পায় না। প্রকৃত ভয় বলতে প্রাচীন কালের সেই ভৌতিক ভয়ের কথা কিছু কিছু মনে পড়ে। এখনো কোন লোক যদি ভূতে বিশ্বাস করে আর সে যদি ভূত দেখে কোন রাতে তাহলে সে অবশ্যই ভয়ের সমস্ত ভীষণতাকে অনুভব করবে। আজ হতে দশ বছর আগে আমি নিজে একবার স্পষ্ট দিবালোকে এই ধরনের ভয় অনুভব করেছিলাম এবং গত শীতকালে ডিসেম্বর মাসের কোন এক রাত্রিতে সেই ভয়টা আমার মনে এসেছিল। অবশ্য ভয়ের সঙ্গে আমায় অনেক লড়াই করতে হয়েছে, অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে, এমন কি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমাকে অনেক সময় ডাকাতেরা মরা মনে করে ফেলে রেখে দিয়ে গেছে। আমেরিকায় একবার বিদ্রোহী হিসাবে আমার প্রাণদণ্ড হয় এবং চীনের উপকূলে একবার আমাকে জাহাজের ডেক থেকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। প্রতিবারই আমি জীবনের আশা ত্যাগ করেছিলাম এবং বিনা আবেগ ও বিবেচনাতেই অবস্থার সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম।

কিন্তু ভয় হচ্ছে অন্য জিনিস। এই ভয় আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম আফ্রিকায়। অথচ আসলে ভয়ের দেশ হচ্ছে উত্তরের মেরু অঞ্চল। প্রাচ্যের লোকেরা নিয়তিবাদী, তারা ইহজীবন নিয়ে তত বেশী মাথা ঘামায় না। শীতপ্রধান দেশের লোকেদের মনে সারারাত এক অজানা বিপদের ভয়ঙ্কর পূর্বাভাস ভারী হয়ে বসে থাকে। প্রাচ্যের লোকেদের মনেও আতঙ্ক থাকে ঠিক, কিন্তু ভয় কাকে বলে তা তারা জানে না।

হ্যাঁ, এই ভয় যে কি জিনিস তা আমি একবার জেনেছিলাম আফ্রিকায়। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিদঘুটে জায়গা ওয়াগ্লার দক্ষিণে একটা মরুভূমিতে বালির পাহাড় পার হচ্ছিলাম। তোমরা সমুদ্রের সমতল বেলাভূমিতে বালি দেখেছ যা বিরামহীন ব্যাপ্তিতে প্রসারিত হয়ে আছে। এখন কল্পনা করো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক বিরাট মহাসমুদ্র হঠাৎ বালির সমুদ্রে পরিণত হয়। কোন নিঃশব্দ ঝড়ের আঘাতে উত্তোলিত অসংখ্য তরঙ্গমালা হঠাৎ যদি বালির ঢেউয়ে পরিণত হয়? সিক্ত রেশমের মত হলুদ বালির অসংখ্য ঢেউ যদি উচ্চতায় সমুদ্রের ঢেউকেও ছাড়িয়ে গিয়ে এক পর্বতপ্রমাণ বিশালতায় সমুত্থিত

www.BanglaBook.org

হয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় অচল অনড় এক স্থাবরত্বে? দক্ষিণের জ্বালাময়ী সূর্যের নিষ্করুণ রশ্মিগুলি নিষ্ঠুরভাবে ঝরে পড়েছিল শব্দহীন গতিহীন সেই বিক্ষুব্ধ বালির সমুদ্রের উপর। কোথাও কোন ছায়া বা বিশ্রামের জায়গা নেই। সোনালী বালির সেই অসংখ্য ঢেউ-এর উপর ওঠনামা করতে করতে অবিশ্রান্তভাবে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। ঘোড়াদের পাগুলো হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়, তারা হাঁপাতে থাকে, বালির পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নামবার সময় পা মচকে পড়ে যায়।

আমরা ছিলাম দুই বন্ধু আর আমাদের সঙ্গে ছিল চারজন পথপ্রদর্শক। তারা আমাদের পিছনে উটের পিঠে চড়ে আসছিল। তপ্ত মরুভূমির মতই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। কোন কথা বলার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। সহসা আমাদের দলের একজন চীৎকার করে উঠল। আমরা সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমরা যে যার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খুব কাছ থেকে ঢাকের শব্দ আসছিল; কিন্তু ঠিক কোন দিক থেকে তা কেউ বলতে পারছিল না। শব্দটা স্পষ্ট হলেও কখনো সেটা জোর আবার কখনো বা আস্তে শোনাচ্ছিল, কখনো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে দূরে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল, আবার কখনো বা খুব কাছে এসে সোচ্চার হয়ে উঠছিল শব্দটা। মরুভূমিতে বালির পাহাড়ে মাঝে মাঝে ঢাকের শব্দের মত এই ধরনের গুমগুম আওয়াজ হয়। মরুভূমির এই সব অঞ্চলে যারা এর আগে এসেছে, এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে পরিচয় আছে তাদের।

আমাদের দলের আরবী লোকেরা পরস্পরের মুখপানে ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল। তাদের মধ্যে একজন বলল, আমাদের এবার মৃত্যু অনিবার্য।

তার কথা শেষ হতে না হতে আমার বন্ধু যে আমার ভাই-এর মত আমার কাছে কাছে থাকত সব সময় হঠাৎ সর্দিগর্মি হয়ে ঘোড়া থেকে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। দু ঘণ্টা ধরে তার জীবন রক্ষার বৃথাই চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু সর্বক্ষণ সেই ভূতুড়ে ঢাকের একটানা শব্দটা বিরামহীনভাবে আমার কানে বেজে চলেছিল। সেই রহস্যময় শব্দটা আমার কানে যখন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল আর আমি যখন তা শুনতে শুনতে চারদিকে বালির পাহাড় দিয়ে ঘেরা যে কোন ফরাসী উপনিবেশ থেকে প্রায় ছয়শো মাইল দূরে সেই নির্জন মরু অঞ্চলে আমার বন্ধুর মৃতদেহটার পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম তখন সত্যি সত্যিই একটা প্রবল ভয় আমার মস্তিষ্ক হতে প্রতিটি হাড়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে পড়েছিল।

সেদিন আমি বুঝেছিলাম ভয় কাকে বলে। অবশ্য এর পরের আর একটি ঘটনায় আমি আরো গভীরভাবে বুঝেছিলাম ভয় কাকে বলে।

ক্যাপ্টেন তাকে থামিয়ে বলল, কিন্তু ঐ ঢাকের শব্দটা আসলে কি?

পথিকটি উত্তর করল, আমি জানিনা, কেউ জানে না। যেসব সামরিক অফিসার এই সব অঞ্চলে গেছেন, যারা এই ধরনের শব্দ শুনে চমকে উঠেছেন, তাঁরা বলেন, শুকনো ঘাসের সঙ্গে বাতাসে ওড়া বালির সংঘর্ষণে এই ধরনের একটা ফাঁকা শব্দ হয় এবং মরুভূমির এই সব অঞ্চলে যেখানে যখন উপত্যকা গড়ে ওঠে তখন এই শব্দ খুব জোর শোনা যায়। তাঁরা আরো বলেন, যেসব অঞ্চলে ছোট ছোট চারাগাছগুলো সূর্যের তাপে জ্বলে যায় সেইখানে এই শব্দ প্রায় সব সময়ে শোনা যায়। তাঁদের মতে এ হচ্ছে একরকমের শব্দ-মরীচিকা। তার বেশী কিছু না।

এবার আমি বলব আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছর উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের এক অরণ্য অঞ্চলে। সেদিন আকাশটা ঘন মেঘে এমনভাবে ঢাকা ছিল যে দু ঘন্টা আগেই রাত্রি নেমে এসেছিল। আমার পথপ্রদর্শক ছিল একজন চাষী। আমাদের মাথার উপর ঝুঁকেপড়া ফার গাছে ঘেরা সরু একটা পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। ঝড়ের গর্জনে ভেঙ্গে পড়ছিল যেন গাছগুলো। গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আকাশে ভাসমান মেঘগুলো যেন কার ভয়ে দ্রুত পালাচ্ছে এদিকে সেদিকে। ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে জর্জরিত হয়ে সমগ্র বনভূমি যেন আর্তনাদ করতে করতে একটা দিকে ঢলে পড়ছে। আমি খুব দ্রুত পথ হাঁটছিলাম এবং আমার গায়ে মোটা জামাকাপড় ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি শীতে কাঁপছিলাম। আমি যে বনে শিকার করতে গিয়েছিলাম সেই বনেরই এক পাহারাদারের বাড়িতে সে রাতে আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তার বাড়ি সেখান থেকে বেশী দূরে নয়।

আমার পথপ্রদর্শক প্রায়ই মুখ তুলে বলতে লাগল, 'আবহাওয়াটা সত্যিই খারাপ।'

তারপর সে আমরা যার বাড়ি যাচ্ছি তার কথা বলতে লাগল।

আমরা যার বাড়ি যাচ্ছি সে দুই বছর আগে একজন মাছ চোরকে খুন করে। সেই থেকে সে স্মৃতির পীড়নে বড় পীড়িত হয়। তার সঙ্গে তার দুই বিবাহিত ছেলে থাকে।

অন্ধকার তখন ঘন হয়ে উঠেছে। আমার সামনে ও আশে পাশে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। গাছের আন্দোলিত শাখা প্রশাখাগুলো অবিরাম গর্জনে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিচ্ছিল রাত্রের স্তব্ধতাটাকে। অবশেষে আমরা একটা ঘরের আলো দেখতে পেলাম। আমার সঙ্গী দরজায় করাঘাত করতেই ভিতরে নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চীৎকার শুনতে পেলাম। একজন লোক ধরা গলায় ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করল, কে?

আমার পথপ্রদর্শক তার নাম বলল। আমরা ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। সে দৃশ্য আমি কখনো ভুলব না। রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পক্বকেশ এক বৃদ্ধ হাতে গুলি-ভরা বন্দুক নিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিল সামনের দিকে। তার দুজন মোটা সোটা চেহারার ছেলে দুটো কুড়ুল নিয়ে দরজার কাছটা পাহারা দিচ্ছিল। আমি আরো দেখলাম দুজন মহিলা ঘরের এক কোণে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে যেন প্রার্থনা করছে।

আমরা আমাদের কাজের কথা বুঝিয়ে বললাম। বৃদ্ধ লোকটি তার বন্দুকটা দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে আমার থাকার ঘরটা ঠিক করে দিতে বলল। কিন্তু মেয়েরা না ওঠায় সে বলল, আজ হতে দুই বছর আগে এইদিনে আমি একটা লোক খুন করেছিলাম। গত বছর এইদিনে সে আমায় ডাকতে এসেছিল। আজ রাতে আবার তাকে আমি আশা করছি। আজ আমরা তাই দারুণ অস্বস্তির মধ্যে আছি।

তার কথা শুনে আমার হাসি পেল। আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলাম। আবার একথা ভেবে বেশ কিছুটা আনন্দও পেলাম যে আমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছি, ওদের কুসংস্কারজনিত বিভীষিকার মূর্তিটাকে নিজের চোখে তাহলে দেখতে পাব। আমি নানারকমের গল্প বলে অবশেষে ওদের শান্ত করলাম।

ঘরের ভিতরে আগুনের ধারে থাবার উপর মাথা রেখে একটা বুড়ো কুকুর

www.BanglaBook.org

ঘুমোচ্ছিল। প্রায় সে অন্ধ। তার মুখ আর মোচের চুল দেখে মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তাকে দেখেছি।

বাইরে তখনো ঝড় বইছিল। দরজার পাশে চারকোণা একটা গর্ত দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম তখনো এক ভয়ংকর ঝড়ের আঘাতে গাছগুলো আন্দোলিত হচ্ছে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তখনো তারা এক গভীর ভয়ের কবলে পড়ে আছে। আমি কথা বলা বন্ধ করলেই তারা কান খাড়া করে কি শোনার চেষ্টা করে। ওদের এই অহেতুক ভয়ের বাড়াবাড়ি দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে আমি বিছানায় শুতে চলে গেলাম। এমন সময় হঠাৎ সেই বুড়োটা সচকিত হয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে তার বন্দুকটা হাতে নিয়ে পাগলের মত হাঁপাতে হাঁপাতে চীৎকার করে উঠল, 'এসে গেছে, এসে গেছে। আমি তার কথা শুনতে পাচ্ছি।'

মহিলা দুটি তখন দেওয়ালে মুখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ছেলে দুজন কুড়ুল দুটো হাতে তুলে নিল। আমি তাদের আবার শান্ত করার চেষ্টা করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সেই ঘুমন্ত কুকুরটা হঠাৎ জেগে উঠে মাথা তুলে আগুনের দিকে তাকিয়ে এমন অদ্ভুতভাবে ডেকে উঠল যে সে ডাক শুনে রাত্রির পাখিরা অবশ্যই ভয় পেয়ে যাবে। তার দেহটাকে টান টান করে কুকুরটা খাড়া হয়ে উঠল, তার গায়ের লোমগুলোও খাড়া হয়ে উঠল। সকলেই তার দিকে তাকাল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ভূত দেখেছে, যেন কোন অদৃশ্য অপরিচিত বস্তু দেখে ভয় পেয়েছে।

সেই বুড়ো পাহারাদার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠল, কুকুরটা ঠিক তাকে দেখতে পেয়েছে, ও তার গন্ধ পেয়েছে। আমি যখন লোকটাকে খুন করি তখন ও আমার সঙ্গে ছিল।

মেয়েরা তখন আর্তনাদ করতে লাগল আর তাদের আর্তনাদের ধ্বনিটা কুকুরের ডাকের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। আমার সাহস থাকা সত্ত্বেও একটা ভয়ের হিমশীতল শিহরণ খেলে গেল আমার মেরুদণ্ডটার উপর দিয়ে। নিশীথ রাত্রির সেই ভীত সন্ত্রস্ত লোকগুলোর মাঝে ভূত দেখতে পাওয়া কুকুরটার উপস্থিতি সত্যিই ভূতুড়ে মনে হচ্ছিল।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেখান থেকে এক পাও না সরে কুকুরটা এক ঘণ্টা ধরে সমানে একভাবে চীৎকার করে যেতে লাগল। সে যেন কোন দুঃস্বপ্ন দেখে আর্তনাদ করছে। এবার সত্যিই আমি ভয় পেলাম। কিন্তু কিসের ভয় ? তা আমি জানি না। তবে একথা বলতে পারি সেটা সত্যিকারের ভয় যা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল, আমার মনকে অভিভূত করে দিয়েছিল।

আমরা তখন ভয়ে মলিন ও নিশ্চল হয়ে সেইখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনার প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে ছিলাম আমরা। আমাদের অন্তর স্পন্দিত হচ্ছিল। সামান্য একটু শব্দেও সচকিত হয়ে উঠছিলাম আমরা। কুকুরটা এবার সারা ঘরটা ঘুরতে লাগল। দেওয়ালটা শুঁকতে লাগল আর অনবরত ঘুরতে লাগল। মনে হচ্ছিল কুকুরটা আমাদের পাগল করে তবে ছাড়বে। তখন আমার সঙ্গের সেই পথপ্রদর্শক চাষীটি রাগের মাথায় কুকুরটাকে ধরে দরজা খুলে বাইরে বার করে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে গেল কুকুরটা।

আমরা তখন সবাই চুপচাপ। আমাদের সেই নীরবতাটা যেন আরও ভয়ংকর। হঠাৎ সবাই একটা শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠলাম। মনে হলো কে যেন বনের

www.BanglaBook.org

দিকের দেওয়ালটায় বাইরে থেকে উঠছে আর দরজার উপর আঁচড়াচ্ছে। দুই মিনিট শব্দটা চুপ হয়ে রইল। তারপর আবার সেই আঁচড়ানির শব্দ। দরজার উপর নখ দিয়ে কে যেন আঁচড় কাটছে। সহসা দরজার কাছের সেই গর্তটায় একটা মাথা দেখা গেল। মনে হলো কোন এক বন্য জন্তু তার সাদা ধবধবে মুখ আর চকচকে চোখ দিয়ে উঁকি মারছে গর্তটা দিয়ে। তার মুখ দিয়ে এক করুণ আর্তনাদের ধ্বনি বেরিয়ে আসছে মাঝে মাঝে।

রান্নাঘর থেকে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। সেই বুড়ো পাহারাদার গুলি করেছে তার বন্দুক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তার দুই ছেলে একটা টেবিল ধরাধরি করে সেই দরজার পাশে গর্তটার মুখ বন্ধ করে দিল।

গুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা মর্মবিদারক আর্তনাদ আমার অন্তরটাকে বিদ্ধ করল যাতে মনে হলো আমি ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ব, আমি মরে যাব।

আমরা সকাল পর্যন্ত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ভয়ে আমাদের মুখ থেকে একটা কথাও বার হলো না। কিন্তু সে ভয় কিসের তা বলতে পারব না। দিনের আলো চোখে না দেখা পর্যন্ত আমাদের কেউ সেই গর্তের মুখ থেকে টেবিলটাকে সরিয়ে নেয়নি।

পরের দিন দেখা গেল দরজার কাছে সেই বুড়ো কুকুরটা গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে পড়ে রয়েছে। সেই বুড়ো পাহারাদার বলল, গতরাতে আসলে আমার কোন বিপদ ছিল না। তবে যখন সেই চুলো-মাথাটা গর্ত দিয়ে উঁকি মারছিল আর তা দেখে আমি গুলি করেছিলাম, তখনকার মত বিপদে আমি জীবনে কখনো পড়িনি।

তার পুত্র

(Un Fils)

বসন্তের আগমনে ফোটা ফুলে ভর্তি এক বাগানে দুই বন্ধু ইতস্ততঃ পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন। দুজনের একজন হলেন সিনেটার আর একজন হলেন আকাদেমির সদস্য। দুজনেই প্রতিষ্ঠাবান, স্থিতপ্রজ্ঞ এবং যুক্তিবাদী। প্রথমে তাঁরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তবে নির্দিষ্ট বক্তব্য বা বিশুদ্ধ যুক্তির পরিবর্তে তাঁরা মানুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তাঁরা বসন্তের ঈষদুষ্ণ প্রাণমাতানো বাতাস উপভোগ করতে করতে নীরবে বেড়াতে লাগলেন।

বিভিন্ন রং আর রকমের ফুলের কুঁড়িগুলো গন্ধ ছড়াচ্ছিল বাতাসে। একটা হাসনুহানা ফুল হলুদ পাউডারের গুঁড়োর মত মধুগর্ভ একরাশ সুগন্ধি রেণুকণা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সিনেটার একবার থমকে দাঁড়িয়ে সেই সুগন্ধি ফুলরেণুর সৃষ্টিশীল মাধুর্যকে উপভোগ করার জন্য প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর সূর্যের উজ্জ্বল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলোয় হাসতেথাকা ফোটা ফুলে ভর্তি গাছটার পানে তাকালেন। তার দেখে মনে হচ্ছিল এক মৃদু মর্মরে গুঞ্জরিত গাছটা যেন ফুলের রেণুকণাগুলোকে দান করেছে সৃষ্টিশীল প্রেমের এক অমিত উচ্ছলতা।

সিনেটার বললেন, একথা ভাবতেও কেমন লাগে যে এই সব অদৃশ্য সুগন্ধি রেণুকণাগুলো শত শত মাইল দূরে পর্যন্ত অসংখ্য প্রাণের বীজ ছড়িয়ে যাবে আর বৃক্ষমাতাদের গর্ভকেশরগুলিকে রোমাঞ্চিত করে তুলবে এক নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায়। আমাদের মতই তারা এক ফোঁটা প্রাণবীর্য হতে সৃষ্টি করবে এক নতুন জীবদেহের আর একটি বিশেষ জীবদেহ থেকে একটি বংশের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

যে হাসনুহানা ফুলের গাছটা থেকে রেণুকণাগুলো চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল তার সামনে দাঁড়িয়ে সিনেটার বললেন, তোমার জন্ম দেওয়া ছেলের সংখ্যা গণনা করা বা তাদের কথা ভাবা একটা কঠিন কাজ, কারণ কোথায় কখন কি হয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এই গাছটার ব্যাপার দেখ, এ বিনা চেষ্টাতেই এক জায়গায় থেকে কত সন্তানের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে, আবার তাদের বিনা বেদনাতেই সহজভাবে ত্যাগ করছে এবং তাদের কথা একবার ভাবছেও না।

আকাদেমির সদস্য ভদ্রলোক উত্তর করলেন, আমরাও অনেক সময় তাই করি বন্ধু।

সিনেটার বললেন, হ্যাঁ, আমরাও করি, তা আমি অস্বীকার করছি না। তবে আমরা তা সচেতনভাবেই জেনে শুনে বাধ্য হয়ে করি আর এইখানেই ওদের থেকে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

তাঁর বন্ধু বললেন, না আমি তা বলছি না। আমার কথা হচ্ছে, এমন কোন লোক আছে কি, যে এই গাছের মতই তার অজ্ঞাতসারে ছেলের জন্ম দিয়েছে, নিজের ছেলেকে যে চেনে না? এই সব গাছগুলোর মত মানুষের ছেলে গণনার কাজটা অত কঠিন না। কারণ কোন কোন মেয়ের সঙ্গে কোথায় কোথায় ভালবাসা হয়েছিল সেটা মনে করতে পারলেই ছেলের কথাও বেরিয়ে যাবে। আঠারো বছর থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর আবেগের তাড়নায় কোন মানুষ দু তিনশো মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে।

এবার বল বন্ধু, এই তিনশো প্রেমসম্পর্কের মধ্যে একটা দুটো ক্ষেত্রেও কি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি? কে জোর গলায় বলতে পারে যে তোমার কোন অবৈধ সন্তান পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে না? অথবা কোন কারাগারে বন্দী হয়ে নেই? বলা যায় না, সে হয়ত আমাদের সম্মানিত লোকেদের চুরি করছে অথবা তাদের খুন করছে, আবার যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে হয়ত বা সে তার মার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বেশ্যাগিরি করছে অথবা কোন বাড়িতে রান্নার কাজ করছে। মনে রেখো, প্রায় সব বারবণিতারই একটা কি দুটো করে সন্তান আছে যার পিতা অজ্ঞাত, মাত্র দশ ফ্রাঁ দিয়ে কেনা সাময়িক আবেগজনিত আলিঙ্গনের ফলে যাদের জন্ম। সব ব্যবসায় যেমন লাভ ক্ষতি আছে, এই সব সন্তানও তেমনি এ ব্যবসার ক্ষতি। কে তাদের জন্ম দিয়েছে? নিশ্চয় তুমি আমি যারা নিজেদের সম্মানিত বলে মনে করে। আমাদের কোন ভোজনসহচরীর তপ্ত সান্নিধ্য অথবা কোন উতল সন্ধ্যার মদির অবকাশ অথবা কোন যৌন উত্তেজনার আতিশয্য ক্ষণিকের দেহতৃপ্তির দিকে ঠেলে দেয় আমাদের। চোর ভবঘুরে প্রভৃতি মানবজাতির যত সব অবাঞ্ছিত মানুষ একদিক দিয়ে সব আমাদের সৃষ্টি। অথচ আমরা বেশ সুখে আছি।

www.BanglaBook.org

এক অকরুণ কাহিনীর ভারে আজও ভারাক্রান্ত রয়ে গেছে আমার বিবেক, আজ সেই কথাই তোমায় বলব। সেই ঘটনার স্মৃতিটা নিরন্তর অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ করছে আমায় আর সবচেয়ে কষ্টকর হচ্ছে এই যে অনিশ্চয়তার দোলায় অনবরত দুলছে আমার মনটা, একটা সংশয়ের নিরসন কোনমতেই করতে পারছি না।

আমার বয়স তখন পঁচিশ। আমি তখন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ব্রিটানী বেড়াতে যাই। দুই থেকে প্রায় তিন সপ্তা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার পর একটা ছোট্ট গাঁয়ে এসে আমার বন্ধু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। সেই ছোট্ট গাঁটায় তাকে নিয়ে থাকা সম্ভব নয় ভেবে আবার আমরা কোনরকমে যাত্রা শুরু করলাম। অবশেষে আমরা আদিয়ার্ণে হয়ে পন্ত লাব্বোয় এসে পৌঁছলাম। সেখানে সৌভাগ্যবশতঃ আমরা হোটেল পেয়ে গেলাম। আমার বন্ধু শয্যাগত হয়ে পড়ল। ডাক্তার ডাকা হল তার জন্য। ডাক্তার বলল, প্রবল জ্বর, তবে কি ধরনের জ্বর তা বুঝতে পারল না।

আচ্ছা পন্ত লাব্বোর নাম শুনেছ? এটা ব্রিটানির এক বিশেষ ধরনের শহর কেপ দ্যু রাজ থেকে মরবিহাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত এক গ্রাম্য শহর যেখানে ব্রিটানির সামাজিক প্রথা ও বিশেষ জীবনযাত্রাপ্রণালী আগেকার মতই আজও অক্ষুন্ন রয়ে গেছে। ওখানকার আঞ্চলিক পুরনো প্রথার আজও কোন পরিবর্তন হয়নি। আজও কথাটা বললাম এইজন্যে যে আমার একটা পুরনো পাপের স্খালনের জন্য আজও সেখানে প্রতি বছর একবার করে যাই।

সেখানে একটা বিরাট হ্রদের ধারে একটা পুরনো প্রাসাদ আছে। প্রাসাদের ভিতটা যেন জলের ভিতর থেকে উঠেছে। সেই হ্রদ থেকে একটা নদী বয়ে গেছে আর সেই নদী দিয়ে জাহাজ আনাগোনা করে শহর পর্যন্ত। ও অঞ্চলে অনেক বন-মুরগী আসে দল বেঁধে। ওখানকার রাজপথের দুধারের বাড়িগুলো মধ্যযুগীয় ধাঁচের। লোকগুলো বড় বড় টুপী আর নক্সাকাটা ওয়েস্টকোট পরে। ওখানকার মেয়েরা বেশ সুন্দরী আর স্বাস্থ্যবতী, গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল। মেয়েদের বুকগুলো একধরনের কাঁচুলি দিয়ে এমনভাবে জোর করে বাঁধা থাকে যে ওদের বুকে স্তন আছে তা বোঝাই যায় না। ওদের মাথার চুলগুলো চূড়ার আকারে উঁচু করে সোনালী ফিতে দিয়ে বাঁধা থাকে আর তার উপর অদ্ভুত ধরনের এক টুপী পরে।

আমাদের হোটেলে একজন যুবতী পরিচারিকা ছিল। তার বয়স তখন আঠারোর বেশী না। মেয়েটির চোখটা নীল আর তার তারাটা ছোট। তার দাঁতগুলো ছোট ছোট আর খুব চকচকে সাদা। দেখে মনে হত এত জোরাল যে পাথর কামড়ে ভেঙ্গে ফেলতে পারবে। ওখানকার দেহাতী লোকের মত সে ওদের আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া এক বর্ণ ফরাসী ভাষা জানত না।

আমাদের বন্ধুর রোগ সারল না। অথচ রোগটা কি তাও স্পষ্ট বোঝা গেল না। ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিল, ঘোরাফেরা করতে নিষেধ করল। অগত্যা আমাকে রোগীর বিছানায় বসেই দিন কাটাতে হলো। প্রায়ই মেয়েটি আমাদের ঘরে আসত—কখনো আমার খাবার নিয়ে আবার কখনো বা রোগীর জন্য কোন পথ্য নিয়ে।

আমি তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাশা করতাম, তাকে রাগাতাম। সে বেশ মজা অনুভব করত। তবে তাদের ভাষা না জানার জন্য কোন কথা বলতে পারতাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। একদিন রাত্রিবেলায় অনেক রাত পর্যন্ত আমার বন্ধুর কাছে বসে থাকার পর আমার শোবার ঘরে যাবার সময় দেখলাম মেয়েটিও তার নিজের ঘরে শুতে যাচ্ছে। তার ঘরটা আমার ঘরের উল্টো দিকে। হঠাৎ কি মনে হলো তাকে নিয়ে মজা করার জন্যই তার কোমরটা ধরে আমার ঘরে জোর করে টেনে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। সে ভয় পেয়ে গেল, বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে আমার মুখের পানে তাকাল। কিন্তু পাছে তার মালিক জানতে পেরে তাকে তাড়িয়ে দেয় আর তার বাবা বকাবকি করে এই ভয়ে সে চীৎকার করল না।

প্রথমটা আমি খেলার ছলেই তাকে এনেছিলাম। কিন্তু সে ঘরের মধ্যে আসার পর কামনার বেগে অন্ধ হয়ে উঠলাম আমি। অনেকক্ষণ ধরে আমরা নীরবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগলাম দুজনে। দুই মল্লবীরের মত যুদ্ধ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলাম আমরা, ঘামে ভিজে উঠল আমাদের দুজনেরই গা। মেয়েটি বেশ লড়াই করতে পারে। যতবারই আমি তাকে আক্রমণ করি ততবারই সে প্রতিরোধ করতে থাকে। চেয়ারে বা দেওয়ালে প্রায়ই আমরা বাধা পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম, কারণ আমাদের ভয় হচ্ছিল আমাদের এই ধ্বস্তাধ্বস্তির সাড়া পেয়ে বাড়ির কোন লোক যদি জেগে ওঠে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার শুরু হচ্ছিল আমাদের লড়াই। অবশেষে সে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ল। মেঝের উপর নিস্তেজ হয়ে রইল, আর কোন বাধা দিতে পারল না।

আমার কাছ থেকে ছাড়া পেয়েই মেয়েটি ঘরের দরজা খুলে পালিয়ে গেল। এরপর দিনকতক আমি তাকে দেখতেই পাইনি। তার কাছে আমাকে কোনমতে যেতে দেয়নি। কিন্তু যেদিন আমরা ঠিক করে ফেললাম পরের দিন হোটেল ছেড়ে চলে যাব সেদিন মধ্যরাত্রিতে সে নিজে আমার ঘরে এল। তার পরনে ছিল মাত্র একটা নাইট গাউন, পায়ে কোন চটি বা জুতো ছিল না। সে নিজে থেকেই আমার আলিঙ্গনে ধরা দিল। তার বুকের কাছে আবেগের সঙ্গে টেনে নিল আমায়। সারারাত সকাল পর্যন্ত আমার কাছে শুয়ে রইল। কখনো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল কখনো আদর করতে লাগল। মুখে কোন কথা না বললেও বিভিন্ন ভাবভাবে তার ভালবাসার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু মাত্র এক সপ্তার মধ্যেই এই ঘটনার কথাটা ভুলে গেলাম আমি। মনে হলো এটা এমন কিছু একটা স্মরণীয় ঘটনা নয়। দেশভ্রমণকালে এধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। কোন হোটেলে বা পান্থশালায় পরিচারিকারা এইভাবেই অনেক পথিককে সঙ্গদান করে। তাদের পরিতৃপ্ত করে।

এরপর তিরিশ বছর এ ব্যাপারটার কথা একবারও ভাবিনি।

পন্ত লাব্বেতে একবারও যাইনি। তারপর ১৮৭৬ সালে একবার ব্রিটানি ভ্রমণের সময় সেই হোটেলটায় গিয়ে হাজির হই হঠাৎ। আমার উদ্দেশ্য ছিল ঐ অঞ্চলের উপর একটা বই লেখার জন্য কিছু আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ করা। শহরটায় গিয়ে দেখি কোন কিছুই বদলায়নি। শহরে ঢোকার মুখে সেই পুরনো প্রাসাদটা আগেকার মত তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে। তার ধূসর রঙের বাইরের দিকের দেওয়ালগুলোর অনেকখানি করে দেখা যাচ্ছে লেকের জলে। আর সেই হোটেলটাও আছে। তবে বাড়িটার মেরামত করা হয়েছে এবং নতুন রং করে সেটাকে যথাসম্ভব আধুনিক

www.BanglaBook.org

করে তোলা হয়েছে। শহরে ঢোকার সময় দুজন তরুণীকে দেখতে পেলাম। তাদের মাথার চুল তেমনি রুপোর ফিতে দিয়ে চূড়ার আকারে বাঁধা। তাদের গায়ে আঁট-সাঁট ওয়েস্টকোট, বুকগুলো টাইট করে বাঁধা।

আমি সেই হোটেলটায় গিয়ে সন্ধ্যের সময় ডিনার খেতে বসলাম। হোটেলের মালিক নিজে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ মনে কি হলো আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা এই হোটেলের আগেকার মালিককে আপনি চিনতেন? আজ হতে তিরিশ বছর আগে আমি দশ দিন এই হোটেলে একবার থেকে গিয়েছিলাম। আমি অনেক দিনের কথা বলছি।

উনি বললেন, আমার বাবাই ছিলেন এ হোটেলের মালিক।

আমি তখন তখনকার কথা বললাম। বললাম কেমন করে আমার একজন বন্ধুর অসুস্থতার জন্য আটকে পড়েছিলাম দিনকতকের জন্য।

উনি তখন বললেন, সেকথা আমারও মনে আছে। আমার তখন বয়স পনের কি ষোল। আপনি শুতেন শেষ ঘরটায় আর আপনার বন্ধু থাকতেন রাস্তার দিকের ঘরটায়, এখন আমি থাকি সেই ঘরটায়।

এতক্ষণে সেই মেয়েটির কথা স্পষ্ট মনে পড়ল আমার। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনার কি মনে আছে আপনার বাবার আমলে সুন্দর চোখ আর সাদা ঝকঝকে দাঁতওয়ালা একটি তরুণী মেয়ে কাজ করত এই হোটেলে?

উনি উত্তর করলেন, হ্যাঁ মনে আছে। আপনারা এখান থেকে চলে যাবার কিছু-দিন পরে মেয়েটি সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়। কথাটা বলেই উঠোনে গোবর কুড়োতে-থাকা রোগা খোঁড়া একটি লোকের দিকে হাত বাড়িয়ে আবার বললেন, ওই হচ্ছে তার ছেলে।

আমি হাসতে লাগলাম। বললাম, ও কিন্তু ওর মার মত সুন্দর নয়। আমি জোর গলায় বলতে পারি, ও হয়েছে ওর বাবার মত।

হোটেলমালিক উত্তর করলেন, তা হতে পারে, তবে ওর বাবা কে কেউ তা জানে না। ওর বাবার নাম না প্রকাশ করেই মেয়েটি মারা যায়। আর তার যে কোন ভালবাসার লোক ছিল তাও কেউ জানে না। কথাটা জানতে পেরে সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়। কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি।

একটা ভয়ের শিহরণ খেলে গেল আমার মধ্যে। যেন কোন এক ভয়ংকর বিপদের আভাস পেয়ে অন্তর্নিহিত শংকাবিহ্বল এক অনুভূতি আঁচড় কাটতে লাগল আমার মনের মধ্যে। উঠোনের সেই খোঁড়ালোকটিকে দেখলাম। তার একটা পা খোঁড়া। দুই হাতে দুটো বালতি নিয়ে পা টেনে টেনে ঘোড়াদের জন্য জল তুলছিল। তার জামা কাপড় খুব ময়লা, গায়ে একটা কম্বল জড়ানো ছিল। তার মাথায় লম্বা লম্বা কটা চুলগুলোতে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। হোটেলমালিক বললেন, লোকটার মধ্যে কোন পদার্থ নেই। আমরা দয়া করে তাকে এখানে রেখে দিয়েছি। অবশ্য যদি তাকে প্রথম থেকে যত্ন নিয়ে মানুষ করা হত তাহলে ও হয়ত ভাল হয়ে উঠত। কিন্তু কে তা করবে স্যার? বাপ মা নেই, কোন টাকা পয়সা নেই। আমার বাবা মা অবশ্য করুণা করত ছেলেটিকে; ও ত আর তাদের নিজের ছেলে নয়।

আমি কোন উত্তর করলাম না। কিন্তু আমার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারারাত শুধু সেই আস্তাবলের ছেলেটার কথা ভাবলাম। আর বারবার প্রশ্ন করলাম নিজেকে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে যদি আমার ছেলে হয় ? আমি কি তার বাবা নই ? আমার জন্যই কি তার মায়ের মৃত্যু ঘটেছিল ? মোটের উপর সবকিছুই সম্ভব। আমি ঠিক করলাম ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে ওর জন্মতারিখটা জেনে নেব। তাহলেই আমার সব সংশয়ের নিরসন হবে।

পরের দিন আমি ডেকে পাঠালাম ছেলেটাকে। কিন্তু তার মায়ের মতই সেও ফরাসী ভাষা জানে না। সে কোন কথাই ভাল করে বোঝে না। আমার পক্ষ থেকে হোটেলের এক পরিচারিকা তার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল সে তার বয়সের কথা কিছু জানে না। তার দুচোখে তার মার মতই হাসি ছড়িয়ে সে বোকার মত আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তার ঠোঁটের কোণগুলোও তার মার মত।

আমায় সাহায্য করার জন্য হোটেলমালিক তার জন্ম রেজেস্ট্রীর খাতাটা নিয়ে এলেন। আমি তিরিশ বছর আগে লাম্বো থেকে চলে যাবার আট মাস ছাব্বিশ দিন পর ওর জন্ম হয়েছে। তাতে লেখা আছে পিতা অজ্ঞাত, মার নাম জাঁ কেরাদেক।

আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। আমি সেই অসভ্য ছেলেটার পানে চেয়ে রইলাম। তার চুলগুলো আস্তাবলের খড়ের মতই হলদে। আমার মুখপানে তাকিয়ে সেও অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। হাসতে হাসতে আমার কাছ থেকে চলে গেল।

ভাবতে ভাবতে বিষণ্নভাবে সারাটা দিন আমি একটা ছোট্ট নদীর ধারে কাটালাম, কিন্তু অত ভেবে কি হবে ? আমি কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। আমি তার জন্মদাতা কি না সে বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পরস্পরবিরুদ্ধ দুটি যুক্তির ধারাকে বিচার করে দেখলাম আমি। কিন্তু বারবার সেই একই অনিশ্চয়তার গর্তে এসে পড়তে লাগলাম। আবার একটা ভয়াবহ বিশ্বাসও জাগতে লাগল যে আমিই তার পিতা।

আমি কিছু খেতে পারলাম না। আমি আমার ঘরে শুতে চলে গেলাম। অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর ঘুম এল। ঘুমের মধ্যে কত দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম। একবার দেখলাম সেই অসভ্য ছেলেটা এসে আমায় বাবা বলে ডাকছে। তারপর হঠাৎ সে কুকুরে পরিণত হয়ে আমার বাছুরগুলোকে কামড়াতে লাগল। আমি ছুটে পালাবার চেষ্টা করতেই সে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ না করে আমায় মানুষের মত গালাগালি করতে লাগল। তারপর সে আমাদের আকাদেমির অন্যান্য সদস্যদের সামনে এসে হাজির হলো। আমি তার পিতা কি না সে বিষয়ে ঠিক করার জন্য যেন আকাদেমির এক বিশেষ অধিবেশন বসল। একজন সদস্য চীৎকার করে বললেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দুজনের চেহারার মিল দেখ।

আমারও মনে হলো ছেলেটা হয়েছে আমারই মত। এই ধারণাটা আমার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম আমি। আমি যেন পাগলের মত হয়ে গেলাম। ইচ্ছা হলো তখনি গিয়ে ছেলেটাকে ভাল করে দেখি তার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে কি না।

সেদিন ছিল রবিবার। সে তখন চার্চে যাচ্ছিল। পথেই আমি দেখা করলাম তার সঙ্গে। আমি তাকে পাঁচ ফ্রাঁ দিলাম তার হাতে। এই অবকাশে আমি তাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। সে ক্লীবের মত বোকার মত হাসতে হাসতে পয়সাটা নিল। কিন্তু আমার তাকানি দেখে অস্বস্তিবোধ করে পালিয়ে গেল। যাবার সময়

www.BanglaBook.org

অস্পষ্টভাবে দুর্বোধ্য ভাষায় একটা কথা বলে গেল। পয়সা দেওয়ার জন্য হয়ত ধন্যবাদ জানিয়ে গেল আমায়।

আগের মতই সারা দিনটা দুশ্চিন্তায় কাটালাম। সন্ধ্যার সময় হোটেলমালিককে ডেকে পাঠালাম আমার ঘরে। বিশেষ সতর্কতা আর কূটনৈতিক কৌশলের সঙ্গে তাঁকে বললাম, এই অসহায় আত্মীয় পরিজনহীন হতভাগ্য ছেলেটাকে দেখে আমার মায়া হচ্ছে এবং আমি এর জন্য কিছু করতে চাই।

কিন্তু হোটেলমালিক বললেন, ও নিয়ে কিছু ভাববেন না স্যার। ওটা একেবারে অপদার্থ, কোন দয়ামায়ার যোগ্য নয়। এরজন্য আমি খেতে দিই আর আমার আস্তাবলে ঘোড়াগুলোর পাশে শুতে দিই। এর বেশী আর ওর কোন দরকারও নেই। যদি আপনার একজোড়া পুরনো পায়জামা থাকে তাহলে দয়া করে ওকে তা দিন। অবশ্য ও তা এক সপ্তাহেই ছিঁড়ে ফেলবে।

এ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না আমি। তবে নিজেই ভেবে যাহোক কিছু একটা করব ঠিক করলাম। সন্ধ্যার সময় ছেলেটা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এল। মাতাল অবস্থায় হোটেলে কিছু হৈ চৈ করে একটা ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে বৃষ্টি আর কাদার মাঝখানে শুতে গেল। আমি বুঝতে পারলাম ওকে আমি যে পাঁচ ফ্রাঁ দিয়েছিলাম, এ হচ্ছে সেই বদান্যতারই প্রতিফল।

পরের দিন হোটেলমালিক আমায় নিষেধ করে দিলেন আমি যেন ওকে আর টাকা পয়সা না দিই। মদ ওকে পাগল করে তোলে। ওর পকেটে কিছু পয়সা থাকলেই ও তা মদ খেয়ে খরচ করবেই। পরিশেষে হোটেলমালিক বললেন, যদি ওকে মারতে চান ত পয়সা দেবেন।

বুঝলাম ছেলেটা জীবনে কখনো পয়সা পায়নি। পথিকরা মাঝে মাঝে মাত্র দু এক সেন্তিমে তাকে দিয়ে যায়। আর সেই পয়সা নিয়ে মদ খাওয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে তা খরচ করার কথা কল্পনাই করতে পারে না।

আমি আমার ঘরের ভিতর পুরো একটা ঘণ্টা আমার সামনে একটা বই খুলে রেখে পড়ার ভান করলাম, কিন্তু আসলে শুধু সেই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ওর সঙ্গে আমার চেহারার কোন মিল আছে কি না। ভাবতে লাগলাম ও আমার ছেলে কি না। অবশেষে আমার মনে হলো ওর কপালের কতকগুলো রেখা আর নাকের তলাটা আমার মত। তবে ওর নোংরা চুল আর পোশাকের জন্য এই সাদৃশ্যটা ঠিক চোখে পড়বে না।

আর আমি সেই হোটেলে থাকতে পারলাম না। ছেলেটার প্রতি আমার এই অহেতুক আসক্তি লোকের মনে সন্দেহ জাগাতে পারে। ছেলেটার উন্নতির জন্য কিছু টাকা হোটেলমালিকের কাছে রেখে আমি চলে গেলাম। আজ ছয় বছর ধরে সেই ভয়ংকর সংশয় আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ভুগছি। প্রতি বছরই এক দুর্বার আবেগ আমায় পন্ত লাব্বেতে টেনে নিয়ে যায়। প্রতি বছরই আমি সেই অসভ্য বর্বর ছেলে-টাকে আস্তাবলে কাজ করতে দেখে এক তীব্র অনুশোচনা ভোগ করি। সে আমার মত দেখতে কি না তা ভাবতে গিয়ে কষ্ট পাই, তার জন্য কিছু করার চেষ্টা করতে গিয়ে কিছু করতে না পেরে আরো কষ্ট পাই। প্রতি বছরই আমি সেই একই অনিশ্চয়তা আর অন্তর্বেদনা নিয়ে ফিরে আসি সেখান থেকে।

আমি তাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে একেবারে নীরেট

www.BanglaBook.org

বোকা, তার কোন আশা নেই। এক দারুণ মাতাল, যা টাকা পয়সা পায় মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। এমন কি সে তার পোশাক বিক্রি করে তার মদ খাবার জন্যে। তার মালিক যাতে তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে সেজন্য তাকে কিছু ঘুষ দিয়েছি। অবশেষে তার মালিক আমায় বলেছেন, ওর জন্য আপনি যা কিছুই করুন না কেন, ওর তাতে ধ্বংসের পথই পরিষ্কার হবে। ওর উন্নতি করতে হলে ওকে ঘরে বন্দী করে রাখতে হবে। যদি আবার ওর হাতে কোন কাজ না থাকে অথবা ও ভাল মেজাজে থাকে তাহলে কুচিন্তা ঢুকবে ওর মাথায়। সুতরাং ওর ভাল করা সহজ কাজ নয়। আরো অনেক অনাথ ছেলে আছে, তাদের কোন একজনকে বেছে নিয়ে তার জন্য কিছু করার চেষ্টা করুন, আপনার চেষ্টা তাহলে সার্থক হবে।

এর কি উত্তর আমি দিতে পারি? আমি ওর বাবা এই ধরনের যে সংশয়ের পীড়নে আমি নিজে পীড়িত হচ্ছি সে সংশয় যদি ওর মধ্যে একবার ঢুকিয়ে দিই, তাহলে সে তার সুযোগ নিয়ে আমাকে বিরক্ত করবে, আমার সর্বনাশ করবে। সে ব্যাপারে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। আমার স্বপ্নের মাঝে যেমন করে সে আমায় বাবা বলে ডাকে তেমনি বাবা বলে ডাকবে। আমিও মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে স্বীকার করি আমিই তার মাকে হত্যা করেছি আর আমিই তার এই অভিশপ্ত জীবনের জন্য দায়ী। আজ সে আমারই জন্য আস্তাবলে গোবরের গাদায় মানুষ হচ্ছে। কিন্তু সে অন্য সব ছেলের মত ভালভাবে লালিত পালিত হলে সেও মানুষ হয়ে উঠতে পারত।

তাহলে বুঝতে পারছ না যখন আমি তার দিকে তাকিয়ে ভাবি আমার সঙ্গে তার রক্তমাংসের সম্পর্ক আছে, উত্তরাধিকারসূত্রে সে আমার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত তখন আমি কী দুঃসহ যন্ত্রণাই না ভোগ করি। আমার মনে হয় আমার সব রোগ রিপু ওর মধ্যে রক্তের অভ্রান্ত সূত্রেই সংক্রামিত।

তাকে দেখার এক অদম্য অপ্রকৃতিস্থ ইচ্ছার আবেগে আমি পীড়িত হই। অথচ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দারুণ মনোকষ্ট পাই। পন্ত লাব্বোতে সেই হোটেলের ঘরের জানালা দিয়ে আস্তাবলের দিকে তাকিয়ে দেখি সে গোবর কুড়োচ্ছে অথবা কাজ করছে আর তখন আমি মনে মনে বলি, ঐ আমার ছেলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাকে আলিঙ্গন করার ইচ্ছা হয় আমার। কিন্তু তার নোংরা হাত আমি কখনো স্পর্শ করতে পারিনি।

আকাদেমির সদস্য থামলেন। তখন তাঁর সিনেটার বন্ধু বললেন, হ্যাঁ, পিতৃহীন অনাথ শিশুদের জন্য আমাদের আরো অনেক কিছু করা উচিত।

একটা দমকা হাওয়া এসে সেই ফুলগাছটা হতে অনেক পুষ্পপরাগ উড়িয়ে দিল। দুই বন্ধুতে সেই ফুলরেণুসুবাসিত বাতাসের ঘ্রাণ উপভোগ করতে লাগলেন। সিনেটার ভদ্রলোক বললেন, যাই হোক, তবু রঙিন পঁচিশ বছরের যৌবন অনেক ভাল অনেক কাম্য আর এইভাবে ছেলের জন্ম দিয়ে বেড়ানোও ভাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোলাকার মহিলা

(Beoule de Suif)

পরপর কয়েক দিন ধরেই এক বিরাট সৈন্যদলের ছিন্ন-ভিন্ন কয়েকটি অংশ শহরের ভিতর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে তেমন সুসংবদ্ধ বা সুগঠিত ভাব ছিল না। দলচ্যুত ও অগোছাল অবস্থায় উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে চলেছিল তারা। তাদের পোশাক আশাকের উপরেও কোন যত্ন ছিল না। রুক্ষ অবিন্যস্ত দাড়ি, ছেঁড়াখোড়া জামা প্যান্ট।

তারা শুধু যেন অভ্যাসের বশেই এগিয়ে চলেছিল কোনরকমে। ফলে একবার কোথাও থামলেই আর হাঁটতে পারছিল না। এদের মধ্যে ছিল দুধরনের সৈনিক— একদল অসামরিক নাগরিক যাদের কোন জরুরী অবস্থায় যুদ্ধে ডাকা হয়েছে, যাদের উদ্যমও যত ভয়ও তত, আর একদল ছিল নিয়মিত সৈনিক যারা এক বিরাট যুদ্ধ থেকে কোনরকমে বেঁচে ফিরে এসেছে। এদের মধ্যে কিছু শিরস্ত্রাণ পরিহিত অশ্বারোহী সৈনিকও ছিল যারা অতিকষ্টে পদাতিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল।

এই সব সৈন্যদের এক একটি টুকরো টুকরো দলকে দেখে ডাকাতদল বলে মনে হচ্ছিল। তাদের দলনেতাদের দেখলে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তারা সামান্য এক একজন ব্যবসাদার, অবস্থার পাকে সৈনিক সাজতে বাধ্য হয়েছে। তারা দলনেতা বা অফিসার নির্বাচিত হয়েছে তাদের টাকার জোরে অথবা মোচের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু তারা অহঙ্কারের সঙ্গে এমন জোর গলায় তাদের যুদ্ধের কৃতিত্বের কথা বলছিল যাতে মনে হবে সারা ফরাসী দেশের প্রতিরক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তাদেরই দুর্বল কাঁধের উপর। কিন্তু তাদের একমাত্র ভাবনা হচ্ছিল তাদের দলের লোকজনদের নিয়ে যারা সৈনিক হিসাবে খুবই সাহসী হলেও এখন যে কোন সময়ে চুরি ডাকাতি বা উচ্ছৃংখলতার কাজ করতে পারে মরিয়া হয়ে।

জোর গুজব শোনা যাচ্ছিল প্রুশীয়রা নাকি রুয়েন শহরে শীগগির ঢুকে পড়বে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর যে সব লোকেরা গত দুই মাস ধরে শহরের আশেপাশের জঙ্গলে পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিল, অনভিজ্ঞতা ও অযোগ্যতার জন্য যারা অনেক সময় কোন ঝোপে একটা খরগোস নড়াচড়া করলেই এলোমেলোভাবে গুলি করে তাদের নিজেদের মেরে ফেলত, তারা এখন বাড়ি ফিরে গেছে ভয়ে। এতদিন তারা তাদের অস্ত্রসম্ভার আর পোশাকের জৌলুস দেখিয়ে এখন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এই সব ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের শেষ দলটি সবেমাত্র সেন নদী পার হয়ে পান্ত অদেমারের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের দলপতিকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন জীবনে পরাজয় কাকে বলে তা জানত না। কিন্তু এখন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আঘাত পেয়েছে তার বীরত্ববোধে।

একটা ভারী থমথমে আবহাওয়া বিরাজ করছিল শহরটার বুকে। এক নীরব রোমাঞ্চকর আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছিল যেন বুক। অনেক আরামপ্রিয় গোলগাল নাগরিক যাদের মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ ব্যবসা করে করে নষ্ট হয়ে গেছে প্রতীক্ষা করছিল বিজেতাদের। তাদের রান্নাঘরের কাঁটা চামচ ও ছুরিগুলো যাতে অস্ত্র

www.BanglaBook.org

বলে ভুল না করে বিজেতারা তার সাফাই গাওয়ার জন্য ভয়ে কাঠ হয়ে ছিল সব নাগরিকেরা।

দোকানপাট সব বন্ধ ছিল, পথঘাট সব নিস্তব্ধ। সমস্ত জীবনযাত্রা যেন অচল হয়ে পড়েছে। এখানে সেখানে বাড়িগুলোর আনাচে কানাচে দুই একজন নাগরিক ভয়ে স্তব্ধ হয়ে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। কি হবে কি হবে এই ধরনের একটা অনিশ্চয়তার আতঙ্কে এমনই কষ্ট পাচ্ছিল তারা যে শত্রুরা এসে গেলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচবে তারা।

বিকালের দিকে ফরাসী বাহিনী সব চলে যেতেই জার্মান আক্রমণকারীদের বিভিন্ন দল আসতে লাগল। প্রথমে এল আলহান বাহিনী, তারপর সেণ্ট ক্যাথারিণ পাহাড় দিয়ে এল কোন একদল সৈন্য, তারপর আরো দুটো দল। রাস্তার মোড়ে জার্মান সৈন্যরা জটলা করতে লাগল। প্রতিটি ফুটপাথে তাদের দর্পিত পদধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

গম্ভীর গলায় নতুন নতুন আদেশ জারি হতে লাগল শহরে। জনহীন রাস্তার ধারের স্তব্ধ দেওয়ালগুলোতে সে আদেশের কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রাজপথের ধারের সব বাড়িগুলো পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল বাইরে থেকে অথচ ভিতরে লোক ছিল। ভিতর থেকে ভীত বাড়ির লোকেরা জানালার খড়খড়ির স্বল্প ফাঁক দিয়ে বিজেতাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। যুদ্ধের আইন অনুসারে এখন বিজেতারাই এ শহরের প্রভু, এখানকার সকলের জীবন ও সম্পত্তির মালিক। ভয়ংকর ভূমিকম্প বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞান কিছুই করতে পারে না। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালে মানুষের যেমন অবস্থা হয় রুয়েন শহরের লোকদের তখন তাই হয়েছিল। তারা তখন আপন রুদ্ধদ্বার অন্ধকার ঘরের ভিতর এক অপ্রতিরোধ্য অবস্থার কাছে নীরবে নতি স্বীকার করে বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে বসে ছিল। যা কিছু প্রচলিত যা কিছু প্রতিষ্ঠিত তা যখন সহসা উল্টে যায়, মানুষের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা থাকে না, প্রাকৃতিক অথবা মানবিক আইনের দ্বারা সুরক্ষিত মানুষের সব অধিকার যখন কোন অন্ধ বর্বর শক্তির হাতে চলে যায় তখন এই ধরনের বিমূঢ় চেতনা সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে থাকে মানুষের, বিকল হয়ে যায় সব বুদ্ধির ক্রিয়া। ভূমিকম্প অনেক সময় একটা গোটা জাতিকে তাদেরি হাতে গড়া বাড়ির ভগ্নস্তূপের তলায় সমাহিত করে ফেলে। কুলপ্লাবিনী নদীর বন্যা অসংখ্য চাষী ও গবাদি পশুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তেমনি বিজয়ী সৈন্যদল প্রতিরোধকারী সব লোককে হত্যা করে অনেককে বন্দী করে সামরিক শক্তিকে কলংকিত করে কামানের গোলাগুলির শব্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। এই সব ভয়ংকর দুর্ঘটনা মানবিক যুক্তিবোধ ও ঈশ্বরের শক্তি আর বিধানের উপর আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

বিজেতা সৈন্যদের ছোট ছোট এক একটি দল বাড়িগুলোর দরজায় করাঘাত করে দরজা খুলিয়ে ভিতরে যেতে লাগল। কোন শহর বিজয়ের পর এইরকমই হয়। বিজেতাদের প্রতি সৌজন্য ও ভদ্রতা দেখানো বিজিতদের অবশ্য কর্তব্য।

আতঙ্ক আর উত্তেজনার পালা শেষ হয়ে গেলে এক শান্ত ভাব দেখা গেল সারা শহরে। অনেক বাড়িতে প্রুশীয় সেনাবাহিনীর অফিসারেরা বাড়ির মালিকদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে গল্প শুরু করে দিল। অফিসারদের মধ্যে যারা ভাল লোক তারা যুদ্ধের উপর তাদের ব্যক্তিগত বিরাগের কথা জানিয়ে ফ্রান্সের দুঃখে সমবেদনা জানাল ভদ্রভাবে। আর এই সব সমবেদনার জন্য বাড়ির লোকেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

www.BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারই কথা, কারণ যে কোন দিন ওই সব অফিসারদের সাহায্যের দরকার হতে পারে। আর বিজিতরাই বা খারাপ ব্যবহার করবেন কেন বিজেতাদের সঙ্গে? যারা তাদের বাড়িতে অতিথিরূপে এসেছে তাদের অনুভূতিতে অযথা আঘাত দিয়ে লাভ কি? আগে আগে যখন যে কোন আক্রমণের প্রতিরোধই ছিল ফরাসী নাগরিকের ধর্ম তখন কিন্তু এভাবে বিজয়ী শত্রুদের আতিথ্য দানের রীতি ছিল না। পরে কালক্রমে ফরাসী নাগরিকরা একটা রীতি খাড়া করে তোলে। তারা ঠিক করে বাইরে প্রকাশ্য রাস্তায় বিজয়ী শত্রুদের কাছে মাথা নত করে বাড়িতে তাদের ব্যক্তিগতভাবে আতিথ্য দান করা সৌজন্য দেখানোটা এমন কিছু দোষের না। তাই তারা দিনের পর দিন জার্মান সৈনিকদের সঙ্গে সন্ধ্যের সময় বাড়িতে বসিয়ে গল্প করত আর বিজয়ী জার্মান সৈনিকরাও ফরাসীদের ঘরে ঘরে এইভাবে নিবিড় গৃহসুখের এক মিষ্টি উষ্ণতা উপভোগ করত।

ধীরে ধীরে শহরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আবার ফিরে এল। তবু তখনো আক্রমণের একটা করাল ছায়া ঢেকে রেখেছিল শহরটাকে, এক অস্বস্তিকর দুঃসহ অপমানবোধ ভারী করে তুলেছিল সমস্ত আবহাওয়াটাকে। শহরবাসীরা তখনো ভাবছিল তারা যেন কোন শত্রুভাবাপন্ন বর্বর জাতি অধ্যুষিত সুদূর দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছে। আপন ঘরে তারা পরবাসী ভাবছিল নিজেদের।

বিজয়ী শত্রুসৈন্যরা টাকা চাইত। মোটা মোটা টাকা চাইত শহরের ব্যবসাদারদের কাছে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা তা দিতে চাইত না। অল্প দিলেও তাদের গায়ে লাগত। তবে শহরবাসীরা সামনাসামনি বিজেতাদের কিছু না বললেও ব্যক্তিগতভাবে এখানে সেখানে সুযোগ পেলেই দু একটা শত্রু সৈন্যদের খুন করে যাচ্ছিল। সেন নদীর নীচের দিকটায় ক্রয়মেত অঞ্চলে নাবিক ও জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে প্রায়ই জলের তলা থেকে দুই একটা করে জার্মান সৈনিকদের মৃতদেহ তুলে আনত। কিছু ফরাসী আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদের প্রতি ঘৃণার ভাবটাকে ভুলতে পারেনি। তাই সুযোগ পেলেই হঠাৎ নির্জনে কোন জার্মান সৈনিককে একা পেলেই তাকে ছুরি মেরে অথবা পাথর দিয়ে তার মাথাটা ভেঙ্গে ফেলে তাকে নদীর জলে ফেলে দিত। কোন কোন লাস পাওয়া যেত আবার অনেক পাওয়া যেত না। এইভাবে অনেক বীর ফরাসী দেশপ্রেমিকের নামহীন যশহীন গোপন বীরত্ব ও গোপন প্রতিরোধের কাজ নদীর কর্দমাক্ত তলদেশে বিলীন হয়ে যেত কত। আর বিজেতারা ভাবত এই সব গোপন আক্রমণ ও হত্যার কাজ সম্মুখযুদ্ধের থেকে অনেক বেশী বিপজ্জনক।

অবশেষে যখন দেখা গেল শহর দখল করলেও বিজেতারা কোন অত্যাচার করছে না এবং লোকের মুখে মুখে একথাটা যখন প্রচারিত হয়ে গেল তখন অনেকেই বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নিতে লাগল; সাহস করে তারা কাজ কারবার চালাতে লাগল। তবে অনেক ব্যবসায়ীর দৃষ্টি হাভারের দিকে। কারণ ওটা তখনো ছিল ফরাসীদের দখলে। কিন্তু রুয়েন ছেড়ে সেখানে যেতে হলে জার্মান সেনাপতির কাছ থেকে অনুমতিপত্র লাগবে।

যাই হোক, ঠিক হলো দশঘোড়ায় টানা একখানা গাড়িতে করে দশজন ফরাসী রুয়েন ছেড়ে হাভারের পথে রওনা হবে আগামী মঙ্গলবার ভোরে। কারণ তখন ব্যাপারটা কারো নজরে পড়বে না। ক'দিন থেকেই কুয়াশা আসছিল, তার উপর

www.BanglaBook.org

সোমবার বিকেল থেকে মেঘ জমতে শুরু করল আকাশে। সন্ধ্যে থেকে সারারাত বরফ পড়তে লাগল।

মঙ্গলবার ভোর চারটে বাজতেই যাত্রীরা নর্মান্ডি হোটেলের উঠোনে এসে সবাই জড়ো হলো। সেখান থেকেই তারা গাড়ি ধরবে। তাদের চোখ তখনো ঘুম ছাড়েনি ভাল করে। শীতের বেশী জামা কাপড় সত্ত্বেও তারা সবাই শীতে কাঁপছিল। দু তিনজন পরিচিত লোক কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

একজন বলল, আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছি।

আমিও।

আমিও এনেছি।

প্রথম জন বলল, আমরা আর রুয়েনে ফিরে আসতে চাই না। প্রুশীয়রা যদি আবার হাভারের দিকেও যায় তাহলে আমরা ইংলণ্ডে চলে যাবো।

ওদের সকলের এই একই মনোভাব। একই পরিকল্পনা।

এদিকে ঘোড়ার পাত্তা নেই। দারুণ বরফ পড়ছিল। শীতের হিমভিজে জড়তা আর বরফের তলায় সমাহিত ও নিথর নিস্তব্ধ নৈশ শহরটা থেকে কোথাও কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। শুধু বরফ পড়ার এক সূক্ষ্ম ও অস্পবিস্তর শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছিল কনকনে বাতাসে। যাত্রীরা বরফে জমে যাচ্ছিল। কোন কথা বলতে পারছিল না।

অবশেষে লণ্ঠন হাতে গাড়ির চালক এসে একটা করে ঘোড়া আনতে লাগল। গাড়িটা আগে হতেই দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির চালক যাত্রীদের বলল, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন? গাড়িতে উঠে বসুন। অন্ততঃ মাথাটা আচ্ছাদন পাবে ত।

সত্যিই যাত্রীদের মাথায় একথাটা আসেনি। সুতরাং শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা গাড়িতে গিয়ে ঢুকল। তিনজন ভদ্রলোক তাদের স্ত্রীদের একটা সীটের এক পাশ থেকে বসিয়ে নিজেরা তাদের পাশে বসল আর বাকী চারজন নীরবে অন্য সীটে বসল। গাড়িটা দশঘোড়ার হলেও চারঘোড়ায় টানার কথা ছিল। কিন্তু রাস্তা খারাপ বলে সেটা ছয়ঘোড়ায় টানা হবে।

গাড়ি ছেড়ে দিল। রাস্তা সত্যিই খারাপ। বরফে ঢাকা হয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়াদের পা পিছলে যাচ্ছিল। এত বরফ পড়ছিল বাইরে যে একজন বলল, বরফ না, তুলোবৃষ্টি হচ্ছে।

ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটে উঠল। ঘন মেঘের আড়াল থেকে তরল একটা আলো বেরিয়ে আসতে লাগল। বরফে ঢাকা সাদা পৃথিবীর মাথার উপরে আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা প্রকট হয়ে চোখে পড়ছিল। পথের দুপাশে এখানে সেখানে দু একটা বরফঢাকা গাছ আর কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছিল।

এবার দিনের আলো ফুটে উঠতে যাত্রীরা পরস্পরকে চেনাচিনি করতে লাগল। একটা সীটের একদিকে বসেছিলেন মঁসিয়ে ও মাদাম লয়সো। মঁসিয়ে লয়সো আগে একটা মদের দোকানে কাজ করতেন। পরে মালিক দেউলে হয়ে কারবার ছেড়ে দিলে তিনি কিনে নেন। সেই কারবারে লাভ করে বেশ টাকা করেন। রসিক লোক হিসাবে খ্যাতি ছিল লয়সোর। সব রকমের ঠাট্টা তামাশায় অদ্বিতীয় ওস্তাদ লয়সো। তাঁর চেহারাটা বেঁটে, পেটটা বেগুনের মত মোটা, মুখটা লাল আর দুদিকে কালো লম্বা গালপাট্টা। তাঁর স্ত্রী লম্বা আর বেশ বলিষ্ঠ চেহারার,

www.BanglaBook.org

গলার স্বরটা একটু জোর। কারবারের টাকা পয়সার ব্যাপারটা লয়সোর স্ত্রীই দেখাশোনা করেন।

লয়সোর পাশে ছিলেন অভিজাত সমাজের কারে লামাদঁ। উনি হচ্ছেন তিনটে কাপড়ের কলের মালিক, লিজিয়ন অফ অনার উপাধিতে ভূষিত। সম্রাটের আমলে উনি বামপন্থী নেতা ছিলেন। মাদাম কারে লামার্দর বয়স তাঁর স্বামীর থেকে অনেক কম। তাঁর চেহারা ছিপছিপে আর বেশ সুন্দর। তিনি একটু সৌখীন মেজাজের বলে গাড়ির ভিতরকার শোচনীয় অবস্থাটার পানে হতাশ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন।

লামাদঁ দম্পতির পাশে ছিলেন কোঁৎ ও কোঁতেসী হুবার্ট দ্য ব্রেভিল। নর্মাণ্ডি শহরের তাঁরা সবচেয়ে বনেদী আর অভিজাত শ্রেণীর লোক। লোকে বলে, তাঁদের বংশের মহিলাকে রাজা ফিলিপের এক ছেলে ভালবাসতেন আর তার প্রতিদান স্বরূপ তাঁর স্বামীকে কোঁৎ উপাধি দিয়ে কোন এক প্রদেশের গভর্ণর করে দেন। ব্রেভিল স্থানীয় অঁলিয়াঁ দলেরও নেতা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সামান্য এক জাহাজ মালিকের মেয়ে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব আর ব্যবহারের জন্য যুবরাজ তাঁর প্রেমে পড়েন। আর এজন্য অভিজাত সমাজের লোকেরা তাঁকে খাতির করত। একমাত্র ব্রেভিলদের বৈঠকখানা ঘরেই পুরনো সমাজের সৌজন্যবোধ ও আদব কায়দার কিছু অবশিষ্ট টিঁকে ছিল। ব্রেভিলদের যাবতীয় ধনসম্পত্তি জমিজমার মধ্যে আবদ্ধ আর তার বাৎসরিক আয় হলো পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ।

যাত্রীদের মধ্যে এই ছয়জনই হলো উল্লেখযোগ্য। এরা হলো সবাই ধনী অভিজাত সমাজের সম্মানিত ও প্রভাবশালী লোক। মেয়েযাত্রীরা সব বসেছিল একটা সীটে, মাদাম ব্রেভিলের পাশে ছিল দুজন সন্ন্যাসিনী। একজন বয়স্কা আর একজন রোগা তরুণী। এক জ্বলন্ত ধর্মবিশ্বাসের আগুনে উত্তপ্ত ছিল যেন তরুণীর রুগ্ন বুকের ভিতরটা।

মেয়েদের উল্টো দিকে বসে থাকা কর্নুদেত নামে একজন ডেমোক্র্যাট দলের উপর এবার কেন্দ্রীভূত হলো সকলের দৃষ্টি। কর্নুদেত ছিল জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। জার্মান আক্রমণের সময় প্রতিরক্ষার কাজে অনেক খেটেছিল। অনেক পরিখা খনন করে অনেক গাছ কেটে রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করেছিল। এখন হোভারে গিয়ে কিছু জাতীয়তাবাদী কাজ করতে চায় সে।

কর্নুদেতের পাশে ছিল একটি মোটা মেয়ে। বয়সের অনুপাতে সে খুব মোটা হয়ে পড়েছিল। তাকে সবাই বলত গোলাকার মহিলা। তার বিশাল স্তনযুগলের জন্য বুকটা খুব স্ফীত দেখাচ্ছিল বডিসের তলায়। স্থূলাঙ্গী হলেও তাকে সুন্দরী বলা যায়। তার চেহারা সত্যিই মনোরম। মুখটা ঠিক টাটকা ফুলের মত তাজা। তার লাল ঠোঁট দুটো চুম্বনের ইচ্ছা জাগায়। তার দাঁতগুলো ছোট ছোট আর খুব উজ্জ্বল। লোকেরা কানাঘুষো করে বলে তার নাকি আরো অনেক গুণ আছে।

তাকে চিনতে পেরে অন্যান্য অভিজাত মেয়েযাত্রীরা কলগুঞ্জন শুরু করে দিল। ওরা বলাবলি করতে লাগল, মেয়েটা বেশ্যা, লজ্জার বস্তু। এ সব কথার কিছু কিছু শুনে মেয়েটি তাদের মুখপানে তাকাল। এমন এক নীরব ভর্ৎসনার তীক্ষ্ণতা ছিল তার দৃষ্টিতে যে তা দেখে সকলেই মুখ নামিয়ে নিল। একমাত্র লয়সোই মাঝে মাঝে লুকিয়ে তাকাতে লাগলেন তার মুখপানে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তিনজন অভিজাত বিবাহিতা মহিলা একজোট হয়ে আবার আক্রমণাত্মক আলোচনা শুরু করলেন। তাঁরা সবাই ঠিক করলেন এই নির্লজ্জ বাজারে বেশ্যাটার বিরুদ্ধে তাঁদের পবিত্র দাম্পত্য জীবনের মর্যাদার বেদীতলে সমবেতভাবে দাঁড়াতে হবে। অবৈধ প্রেমের উপর বৈধ প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব চিরকালই থাকবে।

ওদিকে স্বামীরা কর্নুদেতকে শুনিয়ে শুনিয়ে টাকার কথা আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের কথার মধ্যে ঐশ্বর্যের অহংকারের সঙ্গে গরীবদের প্রতি ঘৃণার ভাব ছিল। ধনী হবার্ল বললেন, প্রুশীয় আক্রমণের ফলে তাঁর অনেক গবাদি পশু চুরি গেছে। আর অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। সে ক্ষতির পরিমাণ হবে প্রায় এক কোটি টাকার মত। তবে তিনি এটা বেশ জানেন, এ ক্ষতি তিনি এক বছরের মধ্যে বুঝতে পারবেন না।

কারে লামাদঁ তুলোর কারবার থেকে সরিয়ে ছয় লক্ষ ফ্রাঁ ইংলণ্ডের ব্যাংকে জমা রেখে দিয়েছেন অসময়ের জন্য। কখন কি হয় বলা যায় না। মদের কারবারী লয়সো ফরাসী সরকারকে ধারে অনেক মদ বিক্রি করেছে, আর সেই টাকা হাভারে গিয়ে পাবে বলে আশা করেছে।

এই তিনজন ভিন্ন শ্রেণীর লোক হলেও অর্থসঙ্গতির সূত্রে তাঁরা ছিলেন বাঁধা। তাঁরা ছিলেন সেই সব সঙ্গতিসম্পন্ন শ্রেণীর লোক যাঁরা পায়জামার পকেটে হাত ভরলেই স্বর্ণমুদ্রার ঝনঝন শব্দ হবে।

গাড়িটা খুব আস্তে যাচ্ছিল। এত আস্তে যে বেলা দশটার সময় তারা দশ মাইল পথও শেষ করতে পারল না। পুরুষ যাত্রীরা অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। তারা তিন তিনবার গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পথের ধারের পাহাড়ে একটু করে বেড়িয়ে নিয়েছে। তাদের ইচ্ছা ততে নামে একটা জায়গায় তারা লাঞ্চ খাবে। কিন্তু এখন সবাই বুঝতে পারছে সন্ধ্যের আগে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব না। তখন তারা পথের ধারে কাছাকাছি কোন পান্থশালার খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু খোঁজ করতে গিয়ে আটকে পড়ে দু ঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। তাদের সকলের খিদে ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। কোনদিকে কোথাও কোন পান্থশালা বা মদের দোকান নেই। প্রুশীয় অভিযানের ভয়ে দোকান ছেড়ে সব লোক পালিয়ে গেছে। পথের ধারের চাষীদের খামারে গিয়ে কিছু খাবারের সন্ধান করা হলো কিন্তু সামান্য একটু রুটিও পাওয়া গেল না। লুণ্ঠনের ভয়ে সব খাবার লুকিয়ে ফেলেছে চাষীরা। বেলা একটার সময় তাদের খিদে চরমে উঠল। লয়সো স্পষ্ট বললেন, সকলেই সেটা অনুভব করল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তারা কথা বন্ধ করল। ঘন ঘন হাই তুলতে লাগল। ক্ষুধার তাড়ণায় তাদের মুখগহ্বরগুলো আপনা থেকে ফাঁক হয়ে যাচ্ছিল। আর তারা হাত দিয়ে সেই ফাঁকটাকে ঢাকার চেষ্টা করছিল।

সেই গোলাকার মেয়েটি তখন তার পেটিকোটের তলায় হাত দিয়ে কি খুঁজতে লাগল। একবার ইতস্ততঃ সঙ্গীদের মুখপানে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। বুঝতে পেরে অন্যান্য যাত্রীদের মুখ মলিন হয়ে গেল। তাদের সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো সেদিকে। লয়সো বলে উঠলেন, সে কিছু খাবারের বিনিময়ে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ খরচ করতে রাজী। এত টাকা খরচ করার কথা শুনে তাঁর মিতব্যয়ী স্ত্রী রেগে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সামলে নিলেন। টাকা খরচের কথা ঠাট্টা হলেও শুনতে পারেন না তিনি।

www.BanglaBook.org

ব্রেভিল বললেন, আমার কিছু ভাল লাগছে না। কেন যে কিছু খাবার সঙ্গে করে আনার কথা ভাবিনি বুঝছি না।

সকলেই এজন্য হায় হায় করতে লাগল। সকলের মুখেই তখন এক কথা ঘুরতে লাগল। কর্নুদেতের কাছে একটা ফ্লাস্কে কিছু মদ ছিল। সে তার থেকে কিছু কিছু তার পুরুষ সঙ্গীদের দিতে চাইল। কিন্তু তারা নিতে চাইল না। একমাত্র লয়সো ফ্লাস্কটা নিয়ে কয়েক চুমুক খেয়ে ফ্লাস্কটা ধন্যবাদের সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর যদিও অবশ্য এটা খিদের সঙ্গে ছলনা করা তবু কিছুটা ভাল হলো।

মদ খেয়ে কিছুটা চাঙ্গা হয়ে গোলাকার মেয়েটিকে কেন্দ্র করে ঠাট্টা করতে শুরু করে দিলেন লয়সো। কিন্তু তার অন্যান্য সঙ্গীরা কোন উত্তর করল না। শুধু কর্নুদেত একটু হাসল। এবার সন্ন্যাসীরাও মালা জপ করা বন্ধ করে দিল। ক্ষুধার যন্ত্রণার ভারে তারাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

বেলা তিনটের সময় গাড়িটা যখন এক বিরাট সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেই গোলাকার মেয়েটি তার সীটের তলা থেকে গামছা চাপা দেওয়া একটা বড় ঝুড়ি বার করল। ঝুড়ি থেকে প্রথমে সে জেলি মাখানো বড় দু টুকরো মাংস বার করল। ঝুড়িতে আরো অনেক খাবার ছিল যাতে তিন দিন হোটেলে না গিয়ে চলতে পারে। আবার সেই সব খাবারের মাঝে চারটে মদের বোতলের গলা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

রুটি দিয়ে মুরগীর মাংস খেতে শুরু করে দিল সেই মোটা মেয়েটি। সকলেই তখন তার দিকে তাকাতে লাগল। উপাদেয় খাদ্যের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। সকলের নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে সে গন্ধ প্রবেশ করে তাদের মুখগুলোকে লালাসিক্ত করে তুলছিল; তাদের চোয়ালের পেশীগুলো সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল আপনা থেকে।

অন্যান্য মেয়েযাত্রীদের রাগটা বেড়ে গেল। তাদের ইচ্ছা হচ্ছিল মেয়েটাকে আর তার খাবারের ঝুড়িটাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেয়। লয়সো সেইদিকে তাকিয়ে বুভুক্ষু দৃষ্টি দিয়ে যেন মুরগীর মাংসটা গোগ্রাসে গিলছিলেন। অবশেষে তিনি বললেন, অভিনন্দন জানাই মাদামকে। আমাদের থেকে আপনি অনেক দূরদর্শিনী। আপনি তাদেরই একজন যারা ভবিষ্যতের কথাটা আগে ভেবে কাজ করে।

মেয়েটি লয়সোর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কিছু নেবেন স্যার? সারাদিন কিছু না খেয়ে ত আর থাকা যায় না।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন লয়সো। বললেন, আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, এতে অমত করব না। সমুদ্রে ঝড় উঠলে যেকোন বন্দর পেলে তাতে আশ্রয় নিতে হয়।

তার চারদিকে একবার তাকিয়ে লয়সো বললেন, এইরকম বিপদের দিনে আপনার মত বন্ধু পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।

লয়সো তাঁর হাঁটুর উপর একটা খবরের কাগজ পেতে জেলি মাখানো একটা মুরগীর ঠ্যাং এমন আনন্দের সঙ্গে চিবোতে লাগলেন যে তা দেখে তাঁর সঙ্গীরা ব্যথা পেল।

গোলাকার মেয়েটি এবার শান্ত গলায় সন্ন্যাসিনী দুজনকে কিছু খাবার জন্য অনুরোধ করল। তারা ধন্যবাদ দিয়ে তার অনুরোধে সায় দিল। কর্নুদেতও সে অনুরোধ মেনে নিল। লামাদ' আর ব্রেভিল দম্পতি ছাড়া সকলেই আপন আপন হাঁটুর উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে এক টেবিল তৈরী করে ফেলে খেতে লাগল। লয়সো তাঁর স্ত্রীকেও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণের জন্য অনুরোধ করলেন। প্রথমে রাজী না

www.BanglaBook.org

হলেও পরে ক্ষুধার তাড়নায় সম্মত হলেন। লয়সো অনুরোধ করতেই সানন্দে মেয়েটি এক ডিশ খাবার দিল মাদাম লয়সোকে।

কিন্তু মদের বোতল খোলা হলে একটা সমস্যা দেখা দিল। মদ চার বোতল থাকলেও খাবার কাপ মাত্র একটি। সকলেই বোতল ধরে এক চুমুক করে খেল। একমাত্র কবুদেত মেয়েটির কাপে খেল।

হঠাৎ মাদাম লামাদ' একটা জোর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তার মুখখানা বরফের মত সাদা হয়ে গেল। তাঁর স্বামী তখন সাহায্যের কাতর আবেদন জানালেন সকলের কাছে। সঙ্গীরা সব হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। কিন্তু বয়স্ক সন্ন্যাসিনীটি সঙ্গে সঙ্গে মাদাম লামাদ'র মাথাটা তুলে নিয়ে গোলাকার মেয়েটির কাপে করে এক কাপ মদ খাইয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুন্দরী মাদাম লামাদ' চোখ মেলে তাকিয়ে হাসি মুখে বললেন, আমি ভাল আছি।

কিন্তু সতর্কতা হিসাবে সন্ন্যাসিনী তাঁকে পুরো এক গ্লাস মদ খাইয়ে দিল।

গোলাকার মেয়েটি তখন বলল, হায় আমি যদি এই চারজন সঙ্গীকে আগেই কিছু খাবার দিতাম।

লয়সো লুফে নিলেন কথাটা। আমার মতে এই ধরনের অবস্থাতে আমরা সকলেই পরস্পরের ভাই এবং এই ভ্রাতৃভাব নিয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা উচিত। আসুন মহিলারা, ওঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। এই গতিতে গাড়ি চললে আগামী কাল দুপুরের আগে আমরা ততে পৌঁছিতে পারব না।

ওরা চারজনেই ইতস্ততঃ করতে লাগল। কিন্তু মুখ খুলে হাঁ করতে পারল না। অবশেষে কোঁৎ ব্রেভিল প্রথমে কথা বললেন। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, মাদাম, আপনার নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করছি।

একবার সঙ্কোচটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই হলো, তারপর সহজ হতে সময় লাগে না। ঝুড়িতে স্বল্প যা কিছু ছিল তা ওরা অবশিষ্ট চারজন খেতে লাগল। কিন্তু যার খাবার ওরা খাচ্ছে তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে হয়। তাছাড়া মেয়েটির ব্যবহার খুবই ভাল। মাদাম ব্রেভিল আর মাদাম লামাদ' দুজনেই বুদ্ধিমতী। তাঁরা অবস্থা বুঝে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সৌজন্য সহকারে কিছু কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু মাদাম লয়সো যিনি সবচেয়ে বেশী খেয়েছেন মেয়েদের মধ্যে তিনি একটা কথাও বললেন না।

কথা উঠল যুদ্ধের বিভীষিকা সম্বন্ধে। প্রুশীয়দের অত্যাচার আর ফরাসী বীরদের প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা হলো। ওরা পালিয়ে এলেও যারা সেই মাঝখানে রয়ে গেছে তাদের সাহসকে শ্রদ্ধা জানাল ওরা। তারপর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উঠল। তখন সেই গোলাকার মেয়েটি আবেগের সঙ্গে জোরাল ভাষায় রুয়েন ত্যাগের কারণ বর্ণনা করতে লাগল, সে বলতে লাগল প্রথমে ভেবেছিলাম আমি থাকতে পারব যুদ্ধের পর। আমার ঘরে খাদ্যের অভাব ছিল না। বিদেশে অজানার মাঝখানে যাওয়ার থেকে কিছু জার্মান সৈনিককে খাওয়ান ঢের ভাল। কিন্তু প্রুশীয়দের ব্যবহার দেখে তা আর পারলাম না। তাদের ব্যবহার দেখে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল সেদিন, আমি সারাদিন লজ্জায় কেঁদেছি। আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম! ওই সব মোটা মোটা শুয়োরগুলোকে জানালা দিয়ে দেখেই রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। তাদের কয়েকজন আমার বাড়িতে এলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি চেয়ার টেবিল ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছিলাম, আমার ঝি তখন আমার হাতটা ধরল। তাদের একজন আমার ঘরে এলে আমি তার গলাটা চেপে ধরলাম। ওরকম একটা লোককে গলা টিপে মারা এমন কিছু শক্ত কাজ না আমার পক্ষে। আমি ওকে মেরেই ফেলতাম। কিন্তু বাকী লোকগুলো আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গেল। কোনরকমে ছাড়া পেয়েই আমি লুকিয়ে পড়লাম। তারপর বাইরে আসার সুযোগ পেয়েই চলে এলাম।

কথাটা শুনে সবাই ধন্যবাদ দিল গোলাকার মেয়েটিকে। তার সাহসের প্রশংসা করতে লাগল মেয়েরা। দেশপ্রেমের ব্যাপারে ডেমোক্র্যাটদের যেন একচেটিয়া কারবার এইরকম একটা ভাব দেখিয়ে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতে লাগল কর্নুদেত। আবেগের সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়ন নামধারী বাদীদলের নিন্দে করতে লাগল। বলল, ও হচ্ছে শয়তান।

গোলাকার মেয়েটি ছিল বোনাপার্টপন্থী। তাই সে রেগে গেল কর্নুদেতের কথা শুনে। বলল, আপনি ওই অবস্থায় কি করতেন তাই দেখতাম। আপনারাও একটা বিরাট গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতেন। আপনাদের মত কাপুরুষ লোকেরাই ত তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য এই অবস্থা হয়েছে।

তবু কিন্তু বিচলিত হলো না কর্নুদেত। সে বিজ্ঞের হাসি হাসতে লাগল। মেয়েটি হয়ত আরো পাগলামি করত, কারণ ডেমোক্র্যাটদের দেখতে পারে না। কিন্তু কোঁৎ ব্রেভিল তাকে শান্ত করার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরভাবে বললেন, যেকোন মতকেই শ্রদ্ধা করা উচিত।

এদিকে মাদাম ব্রেভিল আর মাদাম লামার্দ সমর্থন করলেন গোলাকার মেয়েটিকে, অন্যান্য মেয়েদের মত তাঁরা রাজতন্ত্রের উপাসিকা, সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র পছন্দ করেন না। রাজতন্ত্র শাসিত সমাজেই ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের যত কিছু গরিমা স্ফুরণের সুযোগ পায়।

খাবারের ঝুড়ি এবার খালি হয়ে গেল। আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চলল, তারপর খাওয়া হয়ে গেলে তা বন্ধ হয়ে গেল।

সন্ধ্যা এসে গেল। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল। ঠাণ্ডায় গোলাকার মেয়েটি কাঁপতে লাগল। মাদাম ব্রেভিল তাঁর গা গরম করার তামার পাত্রটা ওকে দিলেন। মাদাম লামার্দ আর মাদাম লয়সো তাঁদের গা গরমের পাত্রটা দিলেন সন্ন্যাসিনী দুজনকে। গাড়ির ড্রাইভার আলো জ্বালতেই পথের ধারের বরফ আর কুয়াশার জন্য ধোঁয়ার মত একচাপ বাষ্প দেখা গেল।

গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কর্নুদেত আর গোলাকার মেয়েটির মধ্যে কি একটা ব্যাপার যেন ঘটে গেল। অন্ধকারের মধ্যে অতি কষ্টে ঠাহর করে লয়সো দেখলেন লম্বা দাড়িওয়ালা কর্নুদেত যেন একটা নীরব অথচ জোর ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠেছে।

পথের সামনের দিকে তাকালেই দূরে অসংখ্য আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছে। তবে শহর এসে গেছে। তের ঘণ্টার পর তারা এসে পৌঁছল এ শহরে। এখানে তারা হোটেলে খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম করবে। মাঝখানে চারবার গাড়ি থেমেছে ঘোড়াকে খাওয়াবার জন্য।

শহরের বুকে তারা হোটেল দ্য কমার্স এ গিয়ে উঠল। গাড়ির দরজাটা খুলে

www.BanglaBook.org

দেওয়া হলো। কিন্তু একজন জার্মান অফিসারের গলার স্বর শুনে চমকে উঠল ওরা। গাড়ি থামলেও ভয়ে কেউ নামতে পারছিল না। তাদের পা সরছিল না। মনে মনে ভাবছিল নামলেই যেন তাদের হত্যা করা হবে। কিন্তু নামতেই হবে।

ড্রাইভার এসে তার হাতের ল্যাম্পটা দেখাল। সেই আলোয় গাড়ির ভিতর দুটি সিটে সারিবদ্ধভাবে বসে থাকা ভীত সন্ত্রস্ত কয়েকটি মুখ আর বিস্ময়বিস্ফারিত কয়েক জোড়া চোখ আলোকিত হয়ে উঠল। ড্রাইভারের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারার একজন ছোকরা বয়সী জার্মান অফিসার। তার মুখের উপর সুন্দর মোচটা দুদিকে চমৎকারভাবে পাকানো। অফিসার ছোকরাটি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ফরাসী ভাষায় যাত্রীদের নামতে হুকুম করল। কড়া গলায় বলল, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা নামবেন কি?

সন্ন্যাসিনী দুজন আগে নামল; গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্য যেকোন অবস্থায় সত্যকে নীরবে মেনে নিতে অভ্যস্ত তারা। তারপর নামলেন ব্রেভিল দম্পতি ও তারপর লামাদঁর আর লয়সো দম্পতি। শেষকালে নামল কর্নুদেত আর গোলাকার মেয়েটি। লয়সো স্বার্থবোধের তাড়নায় উপরে সৌজন্যের ভান করে বললেন, সান্ধ্য নমস্কার স্যার। অফিসারটি গম্ভীরভাবে তার দিকে শুধু একবার তাকাল, কোন কথা বলল না। সব শেষে নামল কর্নুদেত আর গোলাকার মেয়েটি। গোলাকার মেয়েটি নিজেকে যতদূর সম্ভব শান্ত ও সংযত করে গাম্ভীর্যের সঙ্গে অফিসারের সামনে এসে দাঁড়াল।

কর্নুদেত মোচে তা দিচ্ছিল। একই সঙ্গে ভীরু আর দুর্বিনীত দুটো ভাব ফুটে উঠেছিল তার চোখে মুখে। কর্নুদেত আর গোলাকার মেয়েটি দুজনেই তাদের সহযাত্রীদের দাস মনোভাব দেখে ক্ষুব্ধ হলো মনে মনে। তারা দেখাতে চাইল তারা সাহসী এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের আছে। কর্নুদেত তার সাহসের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইল সঙ্গীদের সামনে। তারা দুজনেই ভাবল জার্মান অফিসারটি তার দেশের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছে মাত্র, তাকে অহেতুক খাতির করে বা তার কাছে নত হয়ে কোন লাভ নেই।

তারা সকলেই হোটেলে গিয়ে উঠতেই জার্মান অফিসার তাদের রুয়েন ছাড়ার অনুমতিপত্র দেখতে চাইল। সেখানকার সেনাপতির স্বাক্ষর করা অনুমতিপত্র ওদের ছিল। তাতে তাদের প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা, চেহারার বর্ণনা আর পেশার কথা লেখা ছিল। অফিসার তা মিলিয়ে দেখল এবং পরে বলল, ঠিক আছে।

তারা সবাই আবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তাদের তখনো দারুণ খিদে ছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাদের খাবার তৈরী হয়ে গেল। খাবার আগেই তারা তাদের শোবার ঘরগুলো দেখে নিল।

খাবার টেবিলে তারা বসতেই হোটেলমালিক এল। একদা অশ্ব ব্যবসায়ী হোটেলমালিক হাঁপানির রোগী। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাশছিল আর হাঁপাচ্ছিল। তার নাম ফুলেনভিয়ে। সে বলল, ম্যাদমোয়েল এলিজাবেথ রুয়েন কার নাম?

গোলাকার মেয়েটি ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকাল। বলল, হ্যাঁ, বলুন।

ম্যাদময়েল, প্রুশীয় অফিসার এখনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ। আপনার নাম যদি ম্যাদময়েল এলিজাবেথ রুয়েন হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইতে পারেন, কিন্তু আমি যাব না।

যাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। তাকে ডাকার কারণ সম্বন্ধে সকলেই আপন মত প্রকাশ করল। কোৎ ব্রেভিল গোলাকার মেয়েটির কাছে গিয়ে বললেন, আপনি ভুল করছেন মাদাম। আপনি না গেলে তার ফল খারাপ হবে। শুধু আপনার জন্য নয়, আপনার সঙ্গীদের কথা ভেবেও আপনার একবার যাওয়া উচিত। যাদের হাতে সব ক্ষমতা তাদের বিরোধিতা করার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া আপনি ওদের কথা রাখলে কোন বিপদে পড়তে হবে না। আমার মনে হয় এমনি সাধারণ সৌজন্য প্রকাশে কোন ত্রুটি ঘটার জন্যই ডেকেছেন।

অন্য সকলেও একই মত প্রকাশ করল। সকলেই তাকে একযোগে অনুরোধ করল। নানা কারণ দেখিয়ে বক্তৃতা দিল। অবশেষে যেতে রাজী হলো মেয়েটি। তারা সবাই ভাবল ও না গেলে তার পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। অবশেষে গোলাকার মেয়েটি বলল, মনে রাখবেন, আপনাদের খাতিরেই আমি যাচ্ছি।

মাদাম ব্রেভিল আনন্দে হাততালি দিতে লাগলেন। বললেন, আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

গোলাকার মেয়েটি চলে গেল। খাবার আগে তার জন্য প্রতীক্ষায় রইল সকলে। সকলেই ভাবতে লাগল ওই মেয়েটির পরিবর্তে যদি তাকে ডাকা হত অথবা ডাকা হয় এর পরে তাহলে সে কি বলত বা বলবে। দশ মিনিটের মধ্যেই গোলাকার মেয়েটি ফিরে এল। রাগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল তার। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, অসভ্য জানোয়ার।

তারা সকলেই ব্যাপারটা জানতে চাইছিল আগ্রহ সহকারে। অফিসার কি বলল তা শুনতে চাইছিল। কিন্তু গোলাকার মেয়েটি কিছুই বলল না। ব্রেভিল জোর করলে সে গম্ভীরভাবে বলল, এর সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমি সেকথা বলতে পারব না।

এই ধরনের একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলেও খাওয়াটা তাদের ভালই হলো। অন্য সকলে মদ খেল, একমাত্র কর্নুদেতই বীয়ার খেল। বোতলটা খুলে গ্লাসে ঢেলে তার রংটা পরীক্ষা করে দেখল কর্নুদেত। বীয়ার খাবার সময় এমনটিই সে করে। সে যখন বীয়ার খায় তখন তার লম্বা দাড়িটা কাঁপতে থাকে আবেগে। দেখে মনে হয় যেন সে খুব বড় একটা কাজ করছে। মনে হয় বীয়ার আর বিপ্লব—জীবনে এই দুটো জিনিসের প্রতি একমাত্র আসক্তি। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার কথা যেন সে ভাবতেই পারে না।

টেবিলটার উল্টোদিকে বসে খাচ্ছিল হোটেলমালিক মঁসিয়ে, আর মাদাম ফুলেনভিয়ে। হাঁপানির জন্য খাবার সময় কোন কথা বলে না মঁসিয়ে ফুলেনভিয়ে, কিন্তু মাদাম ফুলেনভিয়ের মুখ একবারও বিরাম নেই। প্রুশীয়রা শহরে আসার পর তিনি কি কি বলেছেন কি কি করেছেন তার পূর্ণ বিবরণ দিল। ওদের দুই ছেলে সৈনাদলে আছে। প্রুশীয়রা এসেই টাকা চেয়েছিল বলে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়েছে তাদের। মাদাম ফুলেনভিয়ে সব কথা মাদাম ব্রেভিলকে উদ্দেশ্য করে বলছিল। কারণ তার মনে হচ্ছিল উনিই একমাত্র অভিজাত ঘরের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল সে। অনেক সময় গোপন দু একটা কথাও বলে ফেলছিল। । মঁসিয়ে ফুলেনভিয়ে তাকে দু

www.BanglaBook.org

একবার চুপ করতে বললেও সে তা শুনল না। বলে চলল, হ্যাঁ মাদাম, ওই সৈন্যগুলো শুধু আলু আর শুয়োরের মাংস খাবে আর সারাদিন ড্রিল ও মার্চ করবে। এদিকে-ঘুরবে, ওদিকে ঘুরবে। এই সব সৈন্যগুলো মানুষের কোন দরকারে লাগে? না মাদাম, কোন কাজে লাগে না। অথচ আমাদের মত গরীবদেরও ওদের খাওয়াবার জন্য টাকা দিতে হয়। কি জন্য? না ওদের লোক খুন করতে শেখানোর জন্যে। আমি একজন লেখাপড়া না জানা মেয়েছেলে, বুড়ো হয়েছি। তবু ওরা যখন সামরিক শিক্ষা শেখে তখন আমার মনে হয়, লোকে যখন দুনিয়ার কত কাজ করছে ওরা তখন লোক খুন করার কাজ ধ্বংস করার কাজ শিখছে কেন এত কষ্ট করে? লোক খুন করাটা কি ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ নয়, তা সে ফরাসী ইংরেজ বা জার্মান যারাই করুক না কেন? যদি আপনি কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে কাউকে খুন করেন তাহলে আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে, কিন্তু ওরা যখন আমাদের ছেলেদের বিনা কারণে মারবে ওদের তখন গলায় জয়ের মালা পরানো হবে। এ জিনিস আমি কখনো বুঝতে পারব না।

কর্নুদেত সমর্থনের সুরে বলল, শান্তিপূর্ণ কোন প্রতিবেশী রাজ্যের উপর যুদ্ধ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সত্যিই বর্বরোচিত কাজ। নিজের দেশকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা সকলেরই পবিত্র কর্তব্য।

মাদাম ফুলেনভিয়ে বলল, হ্যাঁ, আত্মরক্ষা অবশ্য আলাদা জিনিস। কিন্তু যেসব রাজারা নিজেদের আবেগের জন্য যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করা কি উচিত নয়?

কর্নুদেতের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল। ঠিক বলেছেন মাদাম।

মঁসিয়ে কারে লামাদঁ গভীরভাবে কি ভাবছিলেন। আগে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব সৈনিক বীরত্ব প্রদর্শন করতেন তিনি তাদের শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু আজ এই সরল চাষী বৃদ্ধাটি তাকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি ভাবলেন, যুদ্ধের জন্য অসংখ্য লোকের পিছনে কত টাকাই না নষ্ট হচ্ছে। এই সব লোক আর টাকা যদি শিল্পের কাজে নিয়োজিত হত তাহলে যে সমৃদ্ধি যে উন্নতি কয়েক শতাব্দীতে লাভ করা হয় তা মাত্র কয়েক বছরেই লাভ করা হত।

লয়সো তাঁর চেয়ার ছেড়ে হোটেলমালিকের কাছে গিয়ে গল্প করতে লাগলেন। নানারকমের কথা বলে হাসাতে লাগলেন তাকে। এদিকে রাতের খাওয়া শেষ হতেই যাত্রীরা সব শোবার ঘরে চলে গেল। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছিল সবাই।

সবাই শুয়ে পড়ল। কিন্তু লয়সো তাঁর স্ত্রীকে শুতে বলে নিজে জেগে রইলেন। তিনি তাঁর ঘরের দেওয়ালের গর্তটা দিয়ে বারান্দার দিকে কান খাড়া করে তাকিয়ে রইলেন। সব হোটেলেই এইভাবে তিনি নৈশ বারান্দার নীরব রহস্য দেখেন।

ঘণ্টাখানেক কাটতেই বারান্দায় খসখস শব্দ হলো। উঁকি মেরে দেখলেন লয়সো, সাদা লেসের কাজ করা একটা নীল গাউন পরে গোলাকার মেয়েটি একটা বাতি হাতে নিয়ে শেষ প্রান্তে আলোজ্বালা একটা ঘরে গেল। সেই ঘর থেকে সে বেরিয়ে আসতেই বারান্দার পাশের একটি ঘরের দরজা সাবধানে খুলে কর্নুদেত বেরিয়ে এসে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। দুজনের মধ্যে চুপি চুপি কথা হলো। দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। কর্নুদেত তার শোবার ঘরে যেতে চাইলে গোলাকার মেয়েটি দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রতিবাদ করল। লয়সো ওদের কথা শুনতে পেলেন না। কিন্তু ওদের কণ্ঠটা একটু জোর হতেই তিনি শুনতে পেলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কর্নুদেত বলল, ছেলেমানুষি করো না, আমার কথা শোন। এতে তোমার কি এমন ক্ষতি হবে?

গোলাকার মেয়েটি রেগে কড়াভাবে উত্তর দিল, সময়বিশেষে এসব কাজ করতে নেই। এখন এসব করলে সবাই নিন্দে করবে।

কিন্তু কর্নুদেত একথা মানতে রাজী নয়। সে আসল কারণ জানতে চায়। তখন রেগে গিয়ে গোলাকার মেয়েটি আরো জোর গলায় বলে, তুমি কারণ জানতে চাইছ? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, বাড়িতে প্রুশীয় সৈন্য রয়েছে, হয়ত পাশের ঘরেই।

কর্নুদেত এবার চুপ করল। সামান্য এক বারবণিতারও দেশপ্রীতি আছে। সে শত্রুঅধ্যুষিত এই বাড়িতে কোন নর্মক্রীড়া ত দূরের কথা সামান্য আলিঙ্গনকেও প্রশ্রয় দেবে না। আর দেশপ্রীতিগত কুণ্ঠা কর্নুদেতের অপসৃয়মান নীতিবোধকে জাগিয়ে তুলল। সে একটামাত্র চুম্বন করে চলে গেল।

লয়সো বিছানায় এসে তাঁর ঘুমন্ত স্ত্রীকে জাগিয়ে চুম্বন করে বললেন, তুমি আমাকে ভালবাসত প্রিয়তমা?

সারা বাড়িটা একেবারে চুপচাপ। শুধু একদিক থেকে নাকডাকার শব্দ আসছিল। মঁসিয়ে ফুলেন ঘুমোচ্ছিল। তারই নাকডাকার শব্দ।

পরদিন সকাল আটটাতেই যাত্রীদের আবার রওনা হওয়ার কথা ছিল। তাই তারা ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে সকলে হোটেলের এক জায়গায় সমবেত হলো। কিন্তু দেখল গাড়িটা রয়েছে, তার মাথাটা বরফে ঢেকে গেছে। কিন্তু ঘোড়া বা কোচোয়ানের দেখা নেই। তারা সবাই এধার ওধার খোঁজ করতে লাগল। খোঁজ করতে করতে তারা বাজারের দিকে চলে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল বাজারের আশেপাশের ছোট বাড়িগুলোতে প্রুশীয় সৈন্যদের ভিড়। এইসব নিম্নবিত্ত বাড়িগুলোতে বেশ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। এই সব বাড়ির পুরুষ লোকরা সব যুদ্ধে গেছে। ওরা তাই মেয়ে মালিকদের সঙ্গে ভাব করে দিব্যি ঘরের লোকের মত মানিয়ে নিয়েছে। নিজের হাতে ঘর সংসারের কাজকর্মও করছে। ওরা দেখল একটি প্রুশীয় সৈনিক সাবান দিয়ে পোশাক পরিষ্কার করছে, একজন ছেলে ভুলোচ্ছে, একজন কাঠ চেলাচ্ছে।

একজন বৃদ্ধ যাযককে সামনে পেয়ে ব্রেভিল ব্যাপারটা কি তা জানতে চাইলে তিনি বললেন, এরা জার্মান বাহিনীর লোক হলেও ঠিক প্রুশীয় নয়। কোথা থেকে এসেছে কে জানে। তবে যেখান থেকেই আসুক ওরাও বাড়িতে ছেলে পরিবার রেখে এসেছে। ওদের স্ত্রীরাও ওদের জন্য চোখের জল ফেলছে। যুদ্ধ ওরাও চায় না। যাই হোক, ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করে না এবং ওদের যেকোন কাজ দিলে ওরা তা করে দেয়। আসলে কি জানেন, গরীব লোকেরা সব দেশেই আছে এবং পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া কোথাও তারা চলতে পারে না; বড় বড় লোকরাই যুদ্ধ বাধায়।

বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে এই বন্ধুত্বের ভাব দেখে কর্নুদেত রেগে গেল। রেগে সে হোটেলে চলে গেল। লয়সো ঠাট্টা করে বললেন, এইভাবে ওরা ত দেশের জনসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

কোচোয়ানকে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে একটা পাশের গাঁয়ের কাফেতে তাকে দেখতে পেল ওরা। ব্রেভিল তাকে বললেন, তোমাকে সকাল আটটায় গাড়ি তৈরী করার জন্য বলা হয়নি?

হ্যাঁ, হয়েছিল। কিন্তু অন্য আদেশ পেয়েছি পরে।

www.BanglaBook.org

কি আদেশ ?

গাড়ি তৈরী যেন একেবারেই করা না হয়।

এ আদেশ কে দিয়েছে ?

কেন, প্রুশীয় সেনাপতি।

কি কারণে ?

আমি তা জানি না। তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। আমাকে বলা হয়েছিল আমি যেন গাড়ি তৈরী না করি। তাই করিনি। এবার বুঝতে পারছেন ?

তিনি কি নিজে এ আদেশ দিয়েছেন ?

না স্যার, হোটেলমালিকের মাধ্যমে।

কখন এ আদেশ দিয়েছিল ?

গতকাল সন্ধ্যায় আমি যখন শুতে যাচ্ছিলাম।

ওরা তখন হোটেলে ফিরে গেল মনে অস্বস্তি নিয়ে। মঁসিয়ে ফুলেনভিয়ের খোঁজ করল। কিন্তু ঝি বলল, হাঁপানি রোগের জন্য উনি বেলা দশটার আগে ওঠেন না বিছানা থেকে। কড়া হুকুম আছে, একমাত্র আগুন না লাগলে অন্য কোন কারণে যেন ওঁকে ডাকা না হয়। তখন ওরা সেই প্রুশীয় অফিসারের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কোন অর্থ হয় না, কারণ বেসামরিক ব্যাপারে তাঁর কাছে যা কিছু আবেদন নিবেদন করার তা ফুলেনভিয়ের মাধ্যমেই করতে হবে। সরাসরি তাঁকে কিছু বলা যাবে না। সুতরাং তারা অপেক্ষা করতে লাগল। মেয়েরা ঘরে গিয়ে এটা সেটা করে সময় কাটাতে লাগল।

কর্নুদেত রান্নাঘরে চুল্লীর কাছে বসেছিল। তার সামনে টেবিলে এক গ্লাস বিয়ার নামানো ছিল। জ্বলন্ত চুল্লীর দিকে তাকিয়ে মুখে পাইপ নিয়ে স্থির হয়ে বসেছিল কর্নুদেত আর এক চুমুক করে বিয়ার খাচ্ছিল। বাইরে বেড়াতে যাবার নাম করে লয়সো স্থানীয় খুচরো দোকানদারদের কাছে মদ বিক্রি করতে লাগলেন। ব্রেভিল আর লামার্দ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা কল্পনা করতে লাগলেন। ব্রেভিল অর্লিয়াপন্থী, আর লামার্দ চায় কোন নতুন নেতা এসে ফ্রান্সকে এই অপমান আর হতাশার কবল থেকে উদ্ধার করুক। তিনি চান গুয়েসক্লিন, জোয়ান অফ আর্ক অথবা দ্বিতীয় নেপোলিয়নের মত কোন নেতা। তাদের কথা শুনে কর্নুদেত হাসতে লাগল। যেন সে সব রহস্য জানে, ফ্রান্সের ভবিষ্যতের গর্ভে লুকোন সব রহস্যের কথা যেন জানা হয়ে গেছে। তার পাইপের ধোঁয়ায় রান্নাঘরটা ভরে গিয়েছিল।

ঠিক বেলা দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ফুলেনভিয়ে এল। ওদের সকলের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, অফিসার আমাকে যা বলেছে তা হলো এই ঃ মঁসিয়ে ফুলেনভিয়ে, আপনি বলে দেবেন এই যাত্রীদের গাড়ি যেন কাল তৈরী না হয়। আমার অনুমতি ছাড়া ওরা যাত্রা শুরু করতে পারবে না। বুঝলেন ?··· ধন্যবাদ।

তখন তারা অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। কোঁৎ ব্রেভিল ভিতরে কার্ড পাঠাল। তার উপর মঁসিয়ে লামার্দ তার নাম ও পদবী লিখে দিয়েছিল। প্রুশীয় অফিসার তার উত্তরে জানাল বেলা একটার সময় তাদের সঙ্গে দেখা করবে।

মন মেজাজ ভাল না থাকলেও মেয়েরা অল্প করে কিছু খেয়ে নিল। গোলাকার মোটাটিকে বিশেষ চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। খাওয়ার পর কফি খাওয়ার সময় অফিসারের

www.BanglaBook.org

লোক এসে ডাক দিল। যে দুজন ভদ্রলোক দেখা করতে চেয়েছিল তারা এখন দেখা করতে পারবে। দুজনের সঙ্গে লয়সোও গেল। ওরা কর্নুদেতকেও সঙ্গে নিতে চাইল। কিন্তু দেশপ্রেমিক কর্নুদেত কোন জার্মানের সঙ্গে দেখা করবে না।

গোটা হোটেলটার মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঘরখানার অফিসার থাকতো। ওরা গিয়ে দেখল একটা আর্ম চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পাইপ খাচ্ছিল অফিসার। তার গায়ে ছিল একটা জমকালো ড্রেসিং গাউন, সম্ভবতঃ কোন মধ্যবিত্ত উন্নত রুচিসম্মত ফরাসী ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সেটা লুট করা হয়েছে। ওদের দেখে উঠে দাঁড়াল না বা কোন অভিবাদন করল না অফিসার। বিজয়ী সেনাদলের সে এক অভদ্র নিষ্ঠুর প্রতিভূ। অনেকক্ষণ পর সে বলল, আপনারা কি চান?

ওদের মুখপাত্র হিসাবে ব্রেভিল বললেন, স্যার, আমরা আবার আমাদের যাত্রা শুরু করতে চাই।

না, আপনারা তা পারবেন না।

আপনার এই অমতের কারণ জানতে পারি কি?

আমি চাই না যে আপনারা আবার যাত্রা শুরু করুন।

যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে আমি আপনার কাছে নিবেদন করছি স্যার যে সেনাপতি আমাদের অনুমতিপত্র দিয়েছিলেন। তিনি হাভারের ডিয়েপ্পে পর্যন্তই আমাদের অনুমতি দিয়েছিলেন। আমরা কোন অন্যায় করেছি বলে আমার ত স্যার জানা নেই।

আমি চাই না, এটাই যথেষ্ট কারণ। আপনারা যেতে পারেন।

নমস্কার করে তিনজন প্রতিনিধি বিদায় নিল।

সারা বিকেলটা তারা দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে কাটাল। জার্মান অফিসারের এই খামখেয়ালী আচরণের আসল কারণ বুঝতে না পেরে তারা নানারকম জল্পনা কল্পনা করতে লাগল। হোটেলের রান্নাঘরে সমবেত হয়ে ওরা এই ঘটনার সম্ভাব্য পরিণামের ভয়াবহতার কথা ভাবতে লাগল। তাদের কি কোথাও বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে অথবা তাদের কাছে টাকা চাওয়া হবে? এ কথা মনে করে তারা ভয় পেয়ে গেল আরো। যাদের বেশী টাকা আছে, যারা বেশী ধনী তারা বেশী ভয় পেল। তারা ভাবল তাদের হয়ত থলে ভর্তি সোনার বিনিময়ে ঐ দুর্বিনীত অভদ্র অফিসারটার কাছ থেকে তাদের জীবন কিনে নিতে হবে। তাদের টাকা কড়ি সোনা দানা যা কিছু আছে তা লুকিয়ে ফেলে নিজেদের গরীব বলে চালাবার নানারকমের ফন্দী আঁটতে লাগল তারা। লয়সো তার পকেট ঘড়ির সোনার চেনটা খুলে পকেটে ভরলেন। সন্ধ্যে হলে তাঁদের ভয় আরো বেড়ে গেল। সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠলে ওরা দেখল রাতের খাবার খেতে এখনো দুঘণ্টা দেরী। মাদাম লয়সো সময় কাটাবার জন্য তাস খেলার কথা তুলল। সকলেই তাতে রাজী হয়ে গেল। এমন কি কর্নুদেত পর্যন্ত পাইপটা নিভিয়ে খেলায় বসে গেল। সকলেই খেলতে লাগল। ব্রেভিল তাসটা ফেটে দিলেন। খেলার উত্তেজনায় ভয়টা চলে গেল তাদের।

নৈশভোজের জন্য তারা বসতেই ফুলেনভিয়ে এল তাদের কাছে। নীরস গলায় বলল, প্রুশীয় অফিসার জানতে চাইছেন ম্যাদময়েল এলিজাবেথ রুয়েত তার মত পরিবর্তন করেছেন কি না।

গোলাকার মেয়েটির মুখখানা মলিন হয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে উঠল। রাগে

www.BanglaBook.org

মুখটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল। কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল। অবশেষে বলল, আপনি সেই শয়তান নোংরা কাপুরুষ প্রুশীয়টাকে বলে দিতে পারেন যে আমি কখনই আমার মত পরিবর্তন করব না। বুঝতে পেরেছেন? কখনই না। কখনই না।

হোটেল মালিক চলে গেল। এবার অন্যান্য যাত্রীরা মেয়েটির কাছে এসে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। প্রথমটায় সে চুপ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর রাগের মাথায় বলে উঠল, কি চায়? কি আবার চাইবে, সে আমাকে তার শয্যাসঙ্গিনী করতে চায়। অঙ্কশায়িনী করতে চায়।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের সকলেরই ঘৃণামিশ্রিত এক প্রবল রাগ কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল প্রুশীয় অফিসারের বিরুদ্ধে। তারা সকলেই এর নিন্দে করতে লাগল একবাক্যে। কর্নুদেত তার হাত থেকে মদের গ্লাসটা টেবিলের উপর এমনভাবে ঠুকে নামাল যাতে মনে হলো গ্লাসটা ভেঙ্গে যাবে। সকলেই একযোগে এর প্রতিরোধের জন্য সংহত হয়ে উঠল। যেন তারা এমন একটা মহান ত্যাগের কাজ করতে চলেছে যাতে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সক্রিয় অংশ আছে।

ব্রেভিল বিরক্তির সঙ্গে বললেন, এই সব লোকগুলো আদিম যুগের বর্বরদের মত ব্যবহার করছে। মেয়েরা গোলাকার মেয়েটির প্রতি প্রচুর সহানুভূতি দেখাল। সন্ন্যাসিনী দুজন হাত তুলে আশীর্বাদ করল।

রাগের প্রথম ঢেউটা থিতিয়ে পড়লে তারা সবাই খাওয়াটা সেরে নিল। কিন্তু কেউ কোন আলোচনা করল না। সকলেই বিষণ্ন হয়ে রইল। মেয়েরা তাড়াতাড়ি শুতে গেল। পুরুষছেলেরা ধূমপান করার পর একার্তে খেলার জন্য ফুলেনভিয়েকে ডাকল। তাদের আর একটা লক্ষ্য ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল অফিসারকে কি করে হাত করা যায় তা ফুলেনভিয়ের কাছ থেকে জেনে নেবে। কিন্তু ফুলেনভিয়ে খেলায় এমনভাবে মত্ত হয়ে উঠল যে তারা তাকে কোন কথা বলার সুযোগ পেল না। তার স্ত্রী ডাকতে এলে ফুলেনভিয়ে শুতে গেল না। অবশেষে যাত্রীরা যখন দেখল তার কাছ থেকে কোন কথা বের করা যাবে না তখন তারা খেলা শেষ করে নিজেরাই শুতে চলে গেল।

পরের দিন তারা এক অস্পষ্ট আশা নিয়ে বিছানা থেকে উঠল। ভাবল হয়ত বা তাদের যাওয়া হবে। যাওয়া না হলে আবার এই নোংরা বাজে হোটেলটায় থাকতে হবে সেবিষয়ে ভয় হতে লাগল। কিন্তু হায়! কোন উপায় হলো না। ঘোড়াগুলো আস্তাবলেই রয়ে গেল। গাড়িটা সেইখানে তেমনি করে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ড্রাইভার তেমনি করে ঘুরে বেড়াতে লাগল গায়ে হাওয়া দিয়ে।

দুশ্চিন্তার মধ্যে লাঞ্চ সারল ওরা। খেয়ে কেউ আনন্দ পেল না। এবার দেখা গেল গোলাকার মেয়েটির প্রতি তার সঙ্গীদের সে মনোভাব আর নেই। উল্টে মেয়েটাকে তারা সবাই দোষ দিতে লাগল। গোলাকার মেয়েটা প্রুশীয় অফিসারের সঙ্গে গোপনে দেখা করে বলতে পারত সে তার সঙ্গীদের কথা চিন্তা করেই তাদের অসুবিধা দূর করার জন্যই এসেছে তার কাছে।

তাহলে তার সঙ্গীদের উপকার করাও হত আর নিজের জেদও বজায় থাকত। নিজের স্বার্থের জন্য নয়। সে এসেছে আর পাঁচজনের স্বার্থের জন্য এটা সে বুঝিয়ে দিতে পারত। কিন্তু একথাটা সকলে ভাবলেও মুখ ফুটে বলতে পারেনি কেউ। রাত্রিতে

www.BanglaBook.org

অফিসারের সঙ্গে দেখা করে যাত্রা শুরু করার অনুমতি নিয়ে সকালে তার সঙ্গীদের হঠাৎ তাক লাগিয়ে দিতে পারত গোলাকার মেয়েটা কিন্তু তা সে করেনি।

বিকেলের দিকে একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্য ব্রেভিল বেড়াতে যাবার কথা বলতেই সবাই রাজী হয়ে গেল। কর্নুদেত গেল না। উনোনের পাশে বসে রইল। সন্ন্যাসিনী দুজন চার্চে রয়ে গেল। ঠাণ্ডা দিনে দিনে বাড়ছিল। কনকনে তীক্ষ্ম হাওয়া তাদের কানে নাকে এসে দারুণভাবে লাগছিল। তাদের পায়ে ব্যথা করছিল; পা ফেলতে পারছিল না। বরফে ঢাকা এক বিশাল প্রান্তর সীমাহীন নগ্নতায় প্রসারিত হয়ে আছে তাদের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে তাদের মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। তারা ফিরতে শুরু করল। মেয়ে চারজন আগে আগে যাচ্ছিল আর পুরুষ তিনজন পিছনে আসছিল।

লয়সো ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, ওই বেশ্যা মেয়েটা আমাদের এমনভাবে আর কতদিন আটকে রেখে দেবে? ব্রেভিলের বীরত্ববোধ বরাবরই একটু বেশী। তিনি বললেন, তাঁরা এক নারীকে কখনো এত বড় ত্যাগের জন্য অনুরোধ করতে পারেন না। অবশ্য সে যদি স্বেচ্ছায় করে ত আলাদা কথা। মঁসিয়ে লামাদ' বললেন, ফরাসীরা যদি দিয়েপ্পে থেকে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে তাহলে তত্তে শহরে এসে ওদের প্রুশীয়দের সম্মুখীন হতে হবে।

লয়সো বললেন, আচ্ছা আমরা যদি পায়ে হেঁটে পালিয়ে যাই।

ব্রেভিল বললেন, সে প্রশ্ন ওঠেই না, কারণ এখন বরফ পড়ছে এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রীরা আছে। তাছাড়া আমরা চলে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা আমাদের পিছু নেবে এবং ধরে আবার বন্দী করে ঐ প্রুশীয় সৈনিকদের কাছেই নিয়ে আসবে।

এর উপর কোন উত্তর হয় না। সুতরাং সবাই চুপ করে রইল। মেয়েরা কিছু একথা সেকথা কইবার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা ভয়-ভয় ভাবের জন্য বেশীক্ষণ কথা বলতে পারল না।

হঠাৎ রাস্তাটার শেষ প্রান্তে প্রুশীয় অফিসারকে দেখা গেল। তার সামরিক পোশাক পরা সরু কোমরওয়ালা চেহারাটা বরফে ঢাকা সাদা পথের পটভূমিকায় তীক্ষ্মভাবে প্রকট হয়ে উঠল। তার বুট জুতোজোড়া ছিল খুব চকচকে। সে খুব কায়দা করে সাবধানে পথ হাঁটছিল। মেয়েদের কাছে এসে সে মাথাটা নত করল। কিন্তু পুরুষদের অবহেলার সঙ্গে এড়িয়ে গেল। একমাত্র লয়সো ছাড়া কেউ নত হলো না।

গোলাকার মেয়েটি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। অন্যান্য মেয়েরা গোলাকার মেয়েটার সঙ্গে থাকার জন্য আফশোষ করছিল। কারণ তারা ভাবল এই মেয়েটাকে নিয়েই অফিসারের আক্রোশ।

এরপর মেয়েরা অফিসারের চেহারার কথা বলাবলি করতে লাগল। মাদাম লামাদ' বললেন, উনি নাকি অনেক অফিসার দেখেছেন জীবনে এবং এ বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি বললেন, অফিসারটা ত একেবারে অযোগ্য নয়। এটা দুঃখের কথা যে ও ফরাসী হয়ে জন্মায়নি। তাহলে আমাদের ফরাসী মেয়েরা ওকে পাবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠত।

হোটেলে ফিরে এসে তারা কি করবে তা ভেবে পেল না। সামান্য কারণে তারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেগে শক্ত কথা বলাবলি করতে লাগল। রাতের খাওয়াটা তারা খুবই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল এবং সময় কাটাবার জন্য অন্য কোন কাজ না পেয়ে তারা শুতে চলে গেল। পরের দিন সকালে তারা ভারী ভারী চোখমুখ নিয়ে নীচে নেমে গেল। মেয়েরা গোলাকার মেয়েটির সঙ্গে কোন কথাই বলল না।

চার্চের ঘণ্টা বাজছিল। কোন শিশুর নামকরণের ঘণ্টা। গোলাকার মেয়েটির একটি শিশু সন্তান ছিল। সে ভেনিসে এক চাষী পরিবারে মানুষ হচ্ছিল। তাকে ও বছরে একবার করে দেখে আসে আর কোন মাথা ঘামায় না সে বিষয়ে। কিন্তু আজ হঠাৎ চার্চের এই ঘণ্টাধ্বনি শুনে তার শিশুর জন্য এক মাতৃসুলভ আকুতি জেগে উঠল তার অন্তরে, তাকে দেখার ইচ্ছা জাগল।

মেয়েটি চলে গেলে অন্যান্য মেয়েরা চেয়ারগুলোকে কাছে টেনে এনে ঘন হয়ে বসে আলোচনা শুরু করে দিল। আর দেরী করা যায় না। এবার যাহোক একটা সিদ্ধান্ত করতেই হবে। লয়সো পরামর্শ দিলেন অফিসারকে বলা হোক যে গোলাকার মেয়েটাকে রেখে দিয়ে তাদের যাবার অনুমতি দিক। একথাটা ফুলেনভিয়ের মাধ্যমে অফিসারকে বলে পাঠানো হলো। কিন্তু ফুলেনভিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল অফিসারের কাছ থেকে। জার্মান অফিসার তার মনস্কামনা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত গোটা পার্টিটাকে আটকে রাখতে চায়! এই কথা জানিয়ে দিয়ে ফুলেনভিয়েকে একরকম ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মাদাম লয়সো বললেন, আমরা এখানে কিছুতেই এই বুড়ো বয়সে আটক থাকতে পারি না। তাহলে আমাদের মরতে হবে। ওদের হচ্ছে এটা ব্যবসা। আসলে ওদের কাছে সব লোকই সমান। তার মধ্যে বাছ বিচার করার কি অধিকার আছে মেয়েটার?—আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, রুয়েনে থাকাকালে ওর কাছে যারা আসত তাদের কাউকে ও ফিরিয়ে দেয়নি। এমন কি মেয়েদের ঘোড়ার গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গেও কারবার করেছে। লোকটা আমাদের দোকানে মদ কিনতে এসে বলেছিল। আর আজ আমাদের এই বিপদের মধ্যে ফেলে মেজাজ দেখাচ্ছে, মান দেখাচ্ছে, বাজারে বেশ্যা কোথাকার! সত্যিই আমার ত মনে হচ্ছে অফিসারের কোন দোষ নেই। বহুদিন সে নারীসঙ্গ লাভ করেনি এবং আমাদের তিনজনের মধ্যে ওকে বেছে নিয়েছে। বিবাহিত মেয়েদের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে বলেই ওকে বেছে নিয়েছে। এটা মনে রাখা উচিত ওরা এখানকার সর্বেসর্বা। ওই অফিসারের সামান্য এক অঙ্গুলি হেলনে ওর সৈন্যরা আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারে।

একথায় অন্যান্য মেয়েরা ভয়ে শিউরে উঠল। মাদাম লামাদঁ সুন্দরী। তাঁর মুখটা মলিন হয়ে গেল। যেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন ভয়ে ভয়ে তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

দলের পুরুষ মানুষরা পৃথকভাবে আলোচনা করছিল। এখন তারাও মেয়েদের দলে এসে যোগ দিল। লয়সো এত রেগে গিয়েছিলেন যে তিনি বললেন, মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কোঁৎ ব্রেভিল আগেকার লোক, বংশানুক্রমে তাঁরা রাজনীতি করে আসছেন, কূটনীতিতে তাঁরা বরাবর অভ্যস্ত। তিনি বললেন, মেয়েটাকে বুঝিয়ে বলা উচিত।

এবার তারা একটা পরিকল্পনা করল। মেয়েরা প্রথমে প্রত্যেকেই একটা করে মত প্রকাশ করতে লাগল। মেয়েরা এই মত প্রকাশ করল যে সব চেয়ে শক্ত কথা রাগের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা খুব মিষ্টি করে বলতে হবে। কথার যাদুতে তারা বিশ্বাসী। এবিষয়ে লজ্জা বা শালীনতাবোধটা তাদের উপরের একটা অস্থায়ী আচ্ছাদনমাত্র; আসলে এই নোংরা যৌন ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে তারা নিজেরাও একটা সূক্ষ্ম গোপন তৃপ্তি লাভ করছিল। রাঁধুনি যেমন অপরের খাবার প্রস্তুত করতে গিয়ে একটা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি তির্যকভাবে অনুভব করে মেয়েরাও তেমনি ওদের যৌনসম্পর্কের সঙ্গে নিজেদের সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল ক্রমশঃ।

এ ব্যাপারে সকলেই তারা উৎসাহ অনুভব করল। কোৎ ব্রেভিল ঠাট্টা করতে লাগলেন। তাঁর ঠাট্টার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। স্থূল রসিকতায় গা ঢেলে দিলেন লয়সো! তাতেও কেউ কিছু মনে করল না। সবাই মাদাম লয়সোর কথাটা বলাবলি করতে লাগল, ওর এটা যখন ব্যবসা তখন ও বাছ বিচার কেন করবে? মাদাম লামাদ' মনে মনে ভাবলেন, ঐ বেশ্যা মেয়েটার পরিবর্তে তাঁকে যদি পছন্দ করত অফিসার তাহলে উনি খুশির সঙ্গে তাতে রাজী হতেন। অন্য পুরুষের থেকে অফিসার খারাপ কোথায়?

গোলাকার মেয়েটি ওদের কাছে মনে হতে লাগল রক্তমাংসের যেন এক জীবন্ত দুর্গ। এ দুর্গ যেমন করে হোক ভেদ করে শত্রুদের প্রবেশের পথ করে দিতে হবে। তাই সে দুর্গ আক্রমণের নানারকম আশ্চর্য পদ্ধতির পরিকল্পনা করতে লাগল ওরা। সে আক্রমণে ওদের প্রত্যেকেরই একটি করে বিশেষ ভূমিকা থাকবে।

ওরা আলোচনায় এমনভাবে মত্ত হয়ে উঠেছিল যে গোলাকার মেয়েটি কখন এসেছে তা ওরা খেয়াল করেনি। মাদাম ব্রেভিল ওকে দেখতে পেয়ে চুপি চুপি বললেন, চুপ। তখন অন্য সকলে তার মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনাটা হঠাৎ থেমে গেল। কেউ মুখ ফুটে কথাটা তাকে বলতে পারল না। ওদের মধ্যে মাদাম ব্রেভিল সামাজিক আদব কায়দায় রীতিমত দুরস্ত। তিনি গোলাকার মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, চার্চের নামকরণ অনুষ্ঠানটা কেমন হলো?

চার্চে যা যা হয়েছিল তা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করল মেয়েটি। পরে বলল, মানুষ প্রার্থনা যত করবে ততই ভাল।

লাঞ্চের আগে পর্যন্ত মেয়েরা গোলাকার মেয়েটির সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগল। তারা নানা মিষ্টি কথায় তার মন জয় করার চেষ্টা করতে লাগল। তারা ভাবল, তাহলে হয়ত এরপর মেয়েটি তাদের পরামর্শ শুনবে। খাবার টেবিলে বসে তারা তাদের আক্রমণ শুরু করল কৌশলে। তারা পরোক্ষভাবে অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মাধ্যমে আত্মত্যাগের গুণগান করতে লাগল। একের পর এক করে দৃষ্টান্ত তুলে ধরল। যেমন জুডিফ ও হলোফার্ণে, লুক্রেশিয়া ও সেক্সটাস; তাছাড়া মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা একের পর এক কত বিদেশী সেনাপতির শয্যাসঙ্গিনী হয়ে ধীরে ধীরে তাদের হাত করে তাঁর ক্রীতদাসে পরিণত করে তোলেন। তারপর নিজেদের কল্পনার সাহায্যে কতক গল্প বানিয়ে বলল। তারা বলল, প্রাচীনকালে রোমের সুন্দরী নারীরা কাপুয়াতে গিয়ে হ্যানিবলের অভিযান রোধ করার জন্য হ্যানিবল ও তার অফিসারদের অঙ্কশায়িনী হয়ে তাদের মন জয় করত। সেই সব সুন্দরী নারীরা তাদের দেহগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং তাদের সৌন্দর্যকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করত। প্রতিশোধবাসনা ও আত্মনিগ্রহের যূপকাষ্ঠে নিজেদের সতীত্বকে বলি দিয়ে মানবজাতির সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য শত্রুদের সঙ্গে প্রেমের ভান করে তাদের অভিযানকে ঠেকিয়ে রাখত।

www.BanglaBook.org

গল্পগুলো খুব কায়দা করে বলা হলো। কথার সঙ্গে কৃত্রিম আবেগ ও উৎসাহ মিশিয়ে দেওয়া হলো যাতে করে ওই সব দৃষ্টান্ত শুনে অপরে তা অনুসরণ করে। তারা ভেবেছিল এসব কাহিনী শোনার সঙ্গে সঙ্গে গোলাকার মেয়েটি সেই উচ্ছৃঙ্খল অফিসারের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য ছুটে যাবে।

কিন্তু তাদের কাহিনী শেষ হবার পর গোলাকার মেয়েটি কোন কথাই বলল না। সন্ন্যাসিনী দুজন জপ করছিল আপন মনে; তারা একথা শোনেইনি।

সারাটা বিকেল ওরা মেয়েটিকে ভাববার সুযোগ দিল। আগে তারা ওকে 'মাদাম' বলে সম্বোধন করত, কিন্তু এখন তারা তাঁর বদলে ম্যাদমজেল বলতে লাগল। ওরা বুঝিয়ে দিতে চাইল, ওরা আগের মত আর তাকে সম্মান করে না।

সন্ধ্যার সময় খাবার আগে তাদের যখন সুপ দেওয়া হচ্ছিল তখন ফুলেনভিয়ে এসে গত সন্ধ্যের সেই কথাটা আবার জিজ্ঞাসা করল। ও বলল, প্রুশীয় অফিসার জানতে চেয়েছেন ম্যাদমজেল এলিজাবেথ রুয়েন কি তাঁর মতের পরিবর্তন করেছেন?

গোলাকার মেয়েটি কড়া গলায় জবাব দিল, না।

ডিনার খাবার সময় ওরা হতাশ হয়ে পড়ল। ওদের জোটটা যেন ভেঙ্গে গেল। লয়সো দু তিনটে বাজে মন্তব্য করলেন। অন্যরা আবার নতুন করে দৃষ্টান্তের খোঁজ করতে লাগলেন। মাদাম ব্রেভিল সন্ন্যাসিনী দুজনকে সাধুসন্তদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। উপরে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর ভান করে তিনি শিক্ষা দিতে চাইলেন মেয়েদুটোকে। দেখা যায় অনেক সাধুই জীবনে এমন অনেক সব কাজ করেছেন যা আমাদের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হয়। কিন্তু চার্চ সেইসব অপরাধ সম্পূর্ণরূপে মাপ করে দিয়েছে কারণ তা হয় ঈশ্বরের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য করা হয়েছিল না হয় প্রতিবেশীদের মঙ্গল সাধনের জন্য করা হয়েছিল। যুক্তিটা খুবই জোরাল। এমন হতে পারে যে ওরা ভিতরে ভিতরে নিজেদের মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া করে রেখেছিল, হয়ত ধর্মের নামে মতৈক্যের একটা ভিত্তি রচনা করে রেখেছিল। কারণ যাইহোক, এ যুক্তিটা বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী সমর্থন করলেন সঙ্গে সঙ্গে। তিনি বললেন, ধর্মের সমর্থন থাকলে তিনি নিজের বাপ মাকেও খুন করতে ইতস্ততঃ করবেন না। তিনি এ্যাব্রাহামের ত্যাগকে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে করেন। কোন কাজের উদ্দেশ্য যদি মহৎ বা প্রশংসনীয় হয় তাহলে তা কখনই বিরক্তিকর হতে পারে না ঈশ্বরের কাছে। সন্ন্যাসিনীর কাছ থেকে এইভাবে ধর্মগত সমর্থন পেয়ে মাদাম ব্রেভিল খুব উৎসাহিত হলেন। তখন বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী এক প্রাচীন নীতিবাক্য উচ্চারণ করলেন, লক্ষ্য যদি ভাল হয় তাহলে পথ যাই হোক তাতে কিছু যায় আসে না।

মাদাম ব্রেভিল বললেন, তাহলে আপনিও বিশ্বাস করেন ত, কারো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যদি সৎ ও পবিত্র হয় তাহলে ঈশ্বর তার যেকোন কর্মপদ্ধতিকেই ক্ষমার চোখে দেখেন?

এতে কার কি সন্দেহ থাকতে পারে মাদাম? যেকোন কাজেই একদিক দিয়ে পবিত্র, তার কিছু না কিছু গুণ আছে কারণ তার পিছনে কোন না কোন একটা ধারণা বা চিন্তা কাজ করে।

এইভাবে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও ন্যায়বিচার নিয়ে অনেক আলোচনা করল। আলোচনা করতে করতে সামান্য ছোটখাটো ব্যাপারের সঙ্গেও তারা ঈশ্বরকে জড়িয়ে

www.BanglaBook.org

ফেলল। সমস্ত আলোচনাটাই ছিল ইঙ্গিতধর্মী ; আসল উদ্দেশ্যটাকে গোপন রেখে কৌশলে আলোচনাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সন্ন্যাসিনীর মুখ থেকে বেরোন প্রতিটি কথাই গোলাকার মেয়েটির প্রতিবাদী মনোভাবের জমাটবাঁধা কঠোরতায় ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছিল। সহসা আলোচনার গতিটা ঘুরে গেল। সন্ন্যাসিনী দুজন বলল, তারা হাভারে যাচ্ছে সেখানকার সামরিক হাসপাতালে সৈনিকদের সেবা করার জন্য। সেখানে শত শত সৈনিক বসন্তরোগে ভুগছে। তারা কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে তার একটা নিখুঁত ছবি সন্ন্যাসিনীদের একজন বর্ণনা করল। তারা যখন এই প্রুশীয় অফিসারের খামখেয়ালীর জন্য এখানে আটকা পড়ে আছে তখন হাভারের হাসপাতালে শত শত ফরাসী সৈন্য মরছে। তাদের সেবা শুশ্রূষা পেলে হয়ত তাদের অনেকে বাঁচত। সৈনিকদের সেবাই তাদের বিশেষত্ব। এর আগে ইটালির ক্রিমিয়া ও অস্ট্রিয়াতেও তারা সৈন্যদের সেবা করেছে। তাদের কথা সেনাপতিদের থেকে বেশী কার্যকরী ; সৈন্যরা তাদের বেশী মানে। তাদের মুখের কুঞ্চিত দাগগুলো যুদ্ধের বহু বীভিষিকার প্রতীক।

সন্ন্যাসিনীর কথা শেষ হবার পর কেউ কোন কথা বলল না। তাঁর কথার প্রভাবে সকলেই প্রভাবিত হয়েছে মনে হলো। ডিনার খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যে যার ঘরে শুতে চলে গেল। পরের দিন একটু বেলা করে উঠল সবাই।

লাঞ্চ খাবার সময়েও কেউ কোন কথা বলল না। মনে হলো যেন নীতি উপদেশের বীজ উদ্দিষ্ট শ্রোতার মনে বপন করা হয়েছে তাকে অঙ্কুরিত ও ফলপ্রসু হয়ে উঠতে সময় দেওয়া হচ্ছে।

বিকালে মাদাম ব্রেভিল বেড়াতে যাবার সময় কথা বললেন। সকলে বেড়াতে বার হলে ব্রেভিল ইচ্ছে করে গোলাকার মেয়েটির হাত ধরে সকলের পিছনে পিছনে যেতে লাগল। সামাজিক শ্রেণীমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ থেকে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষদের প্রতি সহজ অথচ শান্ত ও অভিভাবকসুলভ মনোভাব গড়ে ওঠে। ব্রেভিল সেই মনোভাব দেখাতে লাগলেন গোলাকার মেয়েটির প্রতি। তিনি একেবারে সোজাসুজি ব্যাপারটার প্রসঙ্গে চলে গেলেন। পরিষ্কার বললেন, তুমি তাহলে আমাদের এখানে আটকে রেখে দিতে চাও? প্রুশীয় সৈন্যরা যদি একবার তাড়াতে শুরু করে তাহলে তোমার মত আমাদের উপরেও চরম প্রতিশোধ নেবে ওরা। তার থেকে আর পাঁচজনের ক্ষেত্রে যেমন করে থাক এক্ষেত্রেও তেমনি রাজী হয়ে যেতে পারতে।

গোলাকার মেয়েটি কোন উত্তর দিল না।

ব্রেভিল অনেক যুক্তি দেখালেন, দয়া দেখালেন, মেয়েটির মনে আবেগ জাগাবার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন জানালেন, তাকে রাজী করবার জন্য তার অনেক গুণ-গান করলেন। অফিসারের কথাতে রাজী হলে যে পরিমাণ উপকার সে তাঁদের করবে তার থেকে অনেক বাড়িয়ে বললেন তিনি এবং সেই উপকারের জন্য আগে হতেই অন্য সকলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। পরে তিনি খুশির সঙ্গে সহজভাবে বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না বাছা, তোমাকে সে একবার পেলে বর্তে যাবে, সে নিশ্চয় বড়াই করে বলবে সে এমন একজন সুন্দরী মেয়েকে উপভোগ করেছে যেরকম সুন্দরী তাদের দেশে পাওয়া যায় না।

গোলাকার মেয়েটি এবারও কোন কথা বলল না। সে পা চালিয়ে গিয়ে অন্যদের সঙ্গ নিল। হোটেলে ফিরে গিয়ে সে নিজের ঘরে চলে গেল। আর সে নেমে

www.BanglaBook.org

এল না। অন্য যাত্রীরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে কি করতে চায়? যদি সে এতে রাজি না হয়, তাহলে তার ফল সত্যিই খুব খারাপ হবে।

ডিনারের সময় তারা বৃথাই অপেক্ষা করল গোলাকার মেয়েটির জন্য। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফুলেনভিয়ে এসে জানিয়ে দিল ম্যাদমজেল রুয়েনের শরীর ভাল নেই; আপনারা খেতে শুরু করে দিন। তারা সবাই কান খাড়া করে রইল। ব্রেভিল হোটেলমালিকের কাছে গিয়ে বললেন, 'সব ঠিক আছে ত?' হোটেলমালিক উত্তর করল, 'হ্যাঁ'। ব্যাপারটা কিন্তু তার সঙ্গীদের ভেঙ্গে বললেন না ব্রেভিল, শুধু অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল এবং তাদের মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লয়সো চীৎকার করে উঠলেন, 'জয় হোক। কেউ খেতে চাইলে আমি শ্যাম্পেন খাওয়াব।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হোটেল-মালিক ফুলেনভিয়ে চার বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে এল আর তা দেখে মাদাম লয়সো বেদনার শিউরে উঠলেন। সকলেই খুশিতে ফেটে পড়ে হৈ হুল্লোড় করতে লাগল। ব্রেভিল মাদাম লামাদঁর রূপের প্রশংসা করতে লাগলেন। আবার মঁসিয়ে লামাদঁ মাদাম ব্রেভিলের রূপের প্রশংসা করতে লাগল। এইভাবে আলোচনার স্রোতটা হঠাৎ জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হঠাৎ লয়সো হাত তুলে উদ্বেগ প্রকাশের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, না। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। এবার লয়সো উপরতলার দিকে তাকিয়ে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করলেন। তারপর নিজের কান খাড়া করে কি শুনতে লাগলেন। কিছু পরে সহজ শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'সব ঠিক আছে, আর ভাববার কিছু নেই।' লয়সোর কথার মানেটা এবার সবাই বুঝতে পেরে এ ওর মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

সারা সন্ধ্যেটা লয়সো পনের কুড়ি মিনিট অন্তর অন্তর ঠিক এই রকম করতে লাগলেন। উপরতলার দিকে তাকিয়ে তিনি যেন কাকে উপদেশ দেবার ভঙ্গীতে কি সব বলতে লাগলেন আপন মনে। তাঁর স্থূল রসিকতার সুরে বলা সেই সব কথায় দুটো করে মানে হয়। কখনো তিনি বলতে লাগলেন 'আহা, বেচারী মেয়েটা!' আবার কখনো বলতে লাগলেন, 'দূর হয়ে যাও অসভ্য প্রুশীয় বর্বরটা!' আবার কখনো আপন মনে বলতে লাগলেন, 'হয়ে গেছে!' এছাড়া স্বগত উচ্চারণে একটা কথা বলতে লাগলেন, 'আশা করি ঐ পাজী বদমাসটা মেয়েটাকে মেরে ফেলবে না।'

যদিও লয়সোর এই সব রসিকতার মধ্যে এক সকরুণ ব্যথা মিশিয়ে ছিল তবু অন্য সবাই সেটা বুঝল না। একটুও ব্যথা পেল না। উল্টে বেশ উপভোগ করতে লাগল কথাগুলোকে। যদিও এই ধরনের পরিবেশে সাধারণতঃ অন্যায়কারীর প্রতি ঘৃণা ও রাগ জাগে তথাপি সারা ঘরখানায় সকলের কথাবার্তা ও হাবভাবে যৌনক্রিয়া সম্পর্কিত এক অশ্লীল ব্যঞ্জনা ফুটে উঠতে লাগল। খাবার সময় প্রচুর মদ খেয়ে মেয়েরাও দু একটা অশ্লীল কথাবার্তা বলতে লাগল। কাউন্ট ব্রেভিল মাঝে মাঝে দু একটা বাজে কথা বললেও তাঁর সহজাত গাম্ভীর্য ও রাশভারি ভাবটাকে বরাবর বজায় রেখে চলছিলেন। তিনি তাঁদের এই অবস্থার সঙ্গে কুমেরু অঞ্চলের হিমফে আটকে পড়া নাবিকদের অবস্থার তুলনা করলেন। তবে তাঁরা এখন আনন্দ করছেন এই জন্যে যে তাঁদের শীত কেটে গেছে এবং উত্তরায়ণের পথ এখন পরিষ্কার।

এক গ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে লয়সো লাফাতে লাগলেন, 'আমাদের মুক্তির নামে আমি

www.BanglaBook.org

এই মদ পান করছি।' তার দেখাদেখি অন্যারাও তাই করতে লাগল। এমন কি যারা কখনো মদ ছোঁয়নি সেই সন্ন্যাসিনী দুজনও সেই ফেনায়িত মদ একটু করে খেয়ে বলল, এটা লেমনেডের মতই, তবে এর আস্বাদটা একটু ভাল।

লয়সো আক্ষেপ করে বললেন, দুঃখের বিষয় আমাদের সঙ্গে একটা পিয়ানো নেই। থাকলে আমরা সমবেত কণ্ঠে গান গাইতাম।

এতক্ষণ পর্যন্ত কর্নুদেত একটা কথাও বলেনি, কোন অঙ্গভঙ্গিও করেনি। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কি ভাবছে। মাঝে মাঝে সে শুধু তার লম্বা দাড়িটা নিয়ে টানাটানি করছিল। গভীর রাত্রিতে তারা যখন সব চলে যাচ্ছিল তখন লয়সো তাকে বললেন, আজ সন্ধ্যের সময় আপনার শরীরটা কি ভাল ছিল না? আপনার জিবটা কি হঠাৎ হারিয়ে গেছে?

কর্নুদেত মাথাটা তুলে সকলের পানে কড়াভাবে তাকিয়ে বলল, কাজটা আপনারা ভাল করেননি। এই কথা বলে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

লয়সো বোকার মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণের জন্য। কর্নুদেতের একথার অর্থ এই যে সকলেই অন্যায় করেছে। কিন্তু লয়সো সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে জোর হেসে উঠে বললেন, আঙুর ফল টক দাদা, আঙুর ফল টক।

এ কথার মানে অন্যরা কেউ বুঝতে না পারায় লয়সো সেদিনকার রাতের সেই বারান্দার রহস্যটা খুলে বললেন। আবার নতুন করে হাসির রোল উঠল। মেয়েরা ত হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে লাগল। মঁসিয়ে ব্রেভিল ও লামাদ'ও হাসছিলেন। তাঁরা যেন বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না লয়সোর কথাটাকে। কি! সত্যি বলছেন? ও মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করতে চেয়ে—?

আমি বলছি আমি নিজের চোখে দেখেছি।

মেয়েটা ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে?

হ্যাঁ, কারণ পাশের ঘরে প্রুশীয় অফিসার আছে।

এটা কি সম্ভব?

আমি শপথ করে বলতে পারি।

ব্রেভিল আর লামাদ' আবার খুব জোরে হাসতে লাগলেন। লয়সো বললেন, এবার তাহলে বুঝতে পারছেন আজকে সন্ধ্যের সময় কেন উনি কোন আনন্দ করেননি।

একথায় আবার তারা হাসিতে ফেটে পড়ল। তারপর উপরতলায় গিয়ে যে যার ঘরে শুতে চলে গেল।

বিছানায় শুয়ে মাদাম লয়সো তাঁর স্বামীকে বললেন, মাদাম কারে লামাদ' আজ সন্ধ্যার মুখের কোণ থেকে চতুর হাসি হাসছিল। অনেক মেয়ে আছে যারা সৈনিক দেখলেই গলে যায়, সে সৈনিক ফরাসী কি প্রুশীয় তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। হা ভগবান! এটা কি অন্যায় না?

সে রাত্রিতে অনেকেই মদের ঘোরে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল। পাশের অন্ধকার বারান্দা থেকে আলোর ছটা আর খালি পায়ে হাঁটার ও পোশাকের খসখস শব্দ আসছিল।

পরদিন সকালে শীতের উজ্জ্বল রোদে পথের বরফগুলো চকচক করছিল। ওদের ঘোড়ার গাড়িটা দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। দুটো ঘোড়ার পায়ের কাছে একঝাঁক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পায়রা খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছিল। ড্রাইভার তার সীটে বসে পাইপ খাচ্ছিল। যাত্রীরা খুশি মনে আপন আপন মালপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। বাকি পথের জন্য আবার তাদের যাত্রা শুরু হবে। তাদের এবার অপেক্ষা শুধু গোলাকার মেয়েটির জন্য।

যথাসময়েই মেয়েটি এল। তাকে লজ্জিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। সে তার সঙ্গীদের কাছে এগিয়ে যেতেই অনেকেই মুখ ফেরাল তাকে দেখে। যেন তার দূষিত সংস্পর্শটা এড়িয়ে যাবার জন্যই কোঁৎ ব্রেভিল তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে তাঁকে টেনে সরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর গোলাকার মেয়েটি সাহস করে মাদাম লামাদ'কে সম্বোধন করে বলল, 'সুপ্রভাত মাদাম।' মাদাম লামাদ' তীক্ষ্ণ ও ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই গর্বোদ্ধতভাবে তার নমস্কারটা ফিরিয়ে দিলেন। সকলেই তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কিছু না কিছু করার ভান করতে লাগল। তাঁরা যেন ভাবছিল মেয়েটি তার পেটিকোটের সঙ্গে প্রুশীয় অফিসারের সঙ্গে তার অবৈধ দেহসংসর্গের এক সংক্রামক বীজাণু বয়ে নিয়ে এসেছে। সকলে গাড়িতে ওঠার পর গোলাকার মেয়েটি সব শেষে উঠল।

সকলেই এমন একটা ভাব দেখাল যাতে মনে হবে তারা মেয়েটিকে চেনে না অথবা চোখে দেখেইনি। কিন্তু মাদাম লয়সো দূরে থেকে তার পানে কটাক্ষ হেনে বললেন, যাক বাবা বেঁচেছি, ওর পাশে আমাকে বসতে হয়নি।

গাড়ি ছেড়ে দিল। আবার যাত্রা শুরু হলো। প্রথমটায় সবাই চুপ করে রইল। লজ্জায় গোলাকার মেয়েটি মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না। সে তার সঙ্গীদের ব্যবহারে অত্যন্ত বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল এবং প্রুশীয় অফিসারের কলুষিত আলিঙ্গনের মাঝে ধরা দেওয়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। অথচ তাকে সে আলিঙ্গনের কলুষের মধ্যে এরাই ঠেলে দিয়েছিল। এই ভণ্ড নীতিবাদীরাই।

এবার তারা কথা শুরু করল নিজেদের মধ্যে। মাদাম ব্রেভিল মাদাম লামাদ'র দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি মাদাম দেপ্রেলেকে জানেন?

হ্যাঁ, তিনি আমার বন্ধু।

কী চমৎকার মেয়ে!

সত্যিই চমৎকার। সুশিক্ষিতা আর চেহারাটা শিল্পীদের মত। ভাল গান জানেন।

মঁসিয়ে লামাদ' ও ব্রেভিল তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে কথা বলতে লাগলেন। লয়সো হোটেল থেকে পাঁচ বছরের পুরনো তাসঝালটা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে 'বেদি' খেলতে লাগল। সন্ন্যাসিনী দুজন মালা জপ করার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বিড় বিড় করে প্রার্থনার কথা বলতে লাগল।

কর্নুদেত চুপ করে কি ভাবছিল গভীরভাবে। তিন ঘণ্টা এইভাবে থাকার পর লয়সো তাসগুলো গুটিয়ে রেখে বললেন, আমার খিদে পেয়েছে। তাঁর স্ত্রী প্যাকেট থেকে মাংস বার করে দুজনে খেতে লাগল। একে একে অন্য সকলেও আপন আপন খাবার বার করে খেতে শুরু করে দিল। কর্নুদেত গোটাকতক ডিমসিদ্ধ এনেছিল। রুটি দিয়ে তাই খেতে লাগল।

সবাই খাবার এনেছে সঙ্গে। কিন্তু সকালে ওঠার পর থেকে তার মন মেজাজ অত্যন্ত খারাপ থাকায় গোলাকার মেয়েটি খাবারের কথা ভাবতেই পারেনি। তাই কিছু সঙ্গে আনতে পারেনি। ওরা যখন খাচ্ছিল ওদের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাগের আগুনে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। রাগের তাড়নায় অনেক শক্ত কথা ওর মুখে ভিড় করে আসছিল ; কিন্তু আবার রাগে কণ্ঠরোধ হয়ে যাওয়ার জন্যই কিছু বলতে পারছিল না। কেউ তার দিকে একবার তাকালও না। অথবা তার কথা একবার ভাবলও না। তার প্রতি ওদের ঘৃণার বহর দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। এইসব তথাকথিত ভদ্র নামধারী লোকগুলো তাকে নিজেদের স্বার্থে প্রুশীয় অফিসারের কাছে বলি দিয়ে এখন তাকে অবাঞ্ছিত নোংরা বস্তুর মত ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। তার তখন একে একে মনে পড়ল এর আগে কিভাবে তার পুরো এক ঝুড়ি খাবার এরা খেয়ে নেয়। হঠাৎ রাগের পরিবর্তে চোখে জল এল, কান্না পেল তার। তার চোখের পাতায় প্রথমে কিছু জল চিকচিক করতে লাগল তারপর দুটো বড় বড় ফোঁটা নীরবে ঝরে পড়ল। তারপর একের পর এক করে চোখ থেকে জলের ফোঁটা তার স্ফীত বুকের উপর ঝরে পড়তে লাগল। সে খাড়া হয়ে বসে তার মলিন মুখখানা ওদের দিক থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করল যাতে ওদের নজরে না পড়ে। কিন্তু মাদাম ব্রেভিল তা বুঝতে পেরে তাঁর স্বামীকে দেখালেন। ব্রেভিল তাঁর কাঁধটা নেড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, কিন্তু আমি কি করব ? এটা আমার দোষ না।

মাদাম লয়সো বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, ও লজ্জায় কাঁদছে।

খাওয়া সেরে সন্ন্যাসিনী দুজন আবার প্রার্থনায় মন দিল। কর্নুদেত খাওয়ার পর তৃপ্তিতে পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে মাসেলে ধা জনগণের গান গাইতে লাগল। এই ধরনের জাতীয় সঙ্গীত সঙ্গীদের কারো ভাল লাগছিল না। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা কুকুরের মত এক সুরে গাইতে লাগল। গাইতে লাগল পবিত্র দেশ প্রেম আর জাতীয় স্বাধীনতার গান।

বরফগুলো যত শক্ত হয়ে উঠছিল ওদের যাত্রাপথ ততই সুগম হয়ে উঠছিল। গাড়ির গতি ততই বাড়ছিল। দিয়েপে পর্যন্ত সারা পথটা সমস্ত পথক্লান্তি আর অন্ধকারের মাঝে কর্নুদেত সমানে শীষ দিয়ে সেই গানটা গেয়ে যাচ্ছিল আর অন্যান্য অনিচ্ছুক যাত্রীরাও সেই গানটা গেয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছিল। এদিকে সমানে কেঁদে চলেছিল গোলাকার মেয়েটি। অবিরল অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল তার চোখ থেকে। আর গানটা মাঝে মাঝে এক একবার থামার সঙ্গে সঙ্গেই তার চাপা কান্নার অদম্য শব্দের একটা উদ্ধত ঢেউ কঁকিয়ে উঠছিল অন্ধকারে।

মিস হ্যারিয়েট

আমরা ছিলাম গাড়িতে সব মিলিয়ে সাতজন। চারজন মেয়ে আর তিনজন পুরুষ। পুরুষদের মধ্যে একজন বসেছিল ছাদে ড্রাইভারের পাশে। পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে যাওয়া পথটা দিয়ে আমাদের গাড়ির ঘোড়াগুলো পাহাড়ের উপরে উঠছিল। তাঙকরভিলের ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য আমরা কোন সকালে এত্রেতাত শহর ছেড়ে এসেছি। সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে আমাদের চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। বিশেষ করে মেয়েরা মোটেই সকাল করে উঠতে পারে না, ঘুমে তাদের চোখ ভারী হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল, তারা ঢুলছিল, তাদের ঘন ঘন হাই উঠছিল। উজ্জ্বল সোনালী সকালের মনোরম পরিবেশটার দিকে তাদের কেউ একবার তাকালও না।

তখন শরৎকাল। ফসল তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সোনার মত পাকা ফসলে হলুদ হয়ে উঠেছে সমস্ত মাঠ। মাটির উপরে ধোঁয়ার মত পাতলা একরাশ কুয়াশা লেগে আছে। দূরে আকাশে একটা তরত পাখি ডাকছিল। অবশেষে দিগন্তে একতাল লাল আগুনের মত সূর্য উঠল। সে সূর্য আকাশে ধীরে ধীরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার সাদা আবরণ সরিয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠা কোন হাস্যোজ্জ্বল বালিকার মত চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কাউণ্ট দেব্রেল উপরে ড্রাইভারের পাশে বসে ছিলেন। তিনি হঠাৎ একটা খরগোস দেখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির সকলে সেইদিকে তাকিয়ে খরগোসটার ভীরু গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

গাড়ির ভিতরে রেণে লেমানিয়েরের পাশে বসা ব্যারনেস দ্য সেরেনেসের পানে তাকিয়ে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজ সকালে আমরা মেয়েদের প্রতি ঠিক কর্তব্য পালন করছি না। আপনি হয়ত আপনার স্বামীর কথা ভাবছেন। চিন্তা করবেন না। তিনি শনিবারের আগে ফিরতে পারবেন না। এখনো চারদিন বাকি আছে।

ব্যারনেসের চোখে তখনো ঘুম জড়িয়ে আসছিল। ব্যারনেস সেরেনেস তখন ঘুমভিজে চোখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, তুমি বড় দুষ্টু। এখন কিছু হাসির কথাবার্তা বল দেখি। মঁসিয়ে শেনাল, আপনি ত প্রেমের ব্যাপারে রিচলুর ডিউকের থেকে আরো অনেক সফলকাম। আপনার জীবনের কোন প্রেমের ঘটনা আমাদের শোনান।

লিওঁ শেনাল্স একজন প্রবীণ শিল্পী। যৌবনে তিনি খুব সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছিলেন এবং মেয়েরা তাঁকে ভালবাসত। তাঁর মুখের সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসলেন শেনাল। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু আমার প্রেম-কাহিনী ত তেমন সুখকর হবে না। আমার জীবনের করুণতম প্রেমকাহিনী আজ আপনাদের শোনাব। এ ধরনের দুঃখজনক প্রেমে আমার বন্ধুরা যেন কেউ কখনো না পড়ে।

আমার বয়স তখন পঁচিশ, নর্মাণ্ডির উপকূলভাগে আমি তখন ঘুরে ঘুরে ছবি এঁকে বেড়াচ্ছি। আমার পিঠের উপর বিছানাপত্র বেঁধে হোটেলে হোটেলে রাত কাটাতাম। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে স্কেচ আর নিসর্গচিত্র আঁকাই ছিল আমার একমাত্র কাজ। এমন স্বাধীন স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের মত আনন্দ আর কিছু হতে পারে না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কিছু ভাবনা চিন্তা নেই; যখন যে পথে খুশি এগিয়ে যাওয়া আবার যেখানে খুশি থেমে যাওয়া। শুধু চোখের আনন্দ আর মনের কল্পনার নির্দেশে পথ চলা। যেতে যেতে হঠাৎ কোন জিনিস ভাল লেগে গেল ত থেমে গেলে। তা সে কোন নদী বা ফুল ফলই হোক বা কোন পান্থশালা থেকে আসা আলুভাজার গন্ধই হোক। অনেক সময় কোন গ্রাম্য পান্থশালার তরুণী মালিককন্যার বিলোল কটাক্ষ মন ভুলিয়ে দেয়। এইসব গ্রাম্য মেয়েদের প্রেম কিন্তু তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এদের গোলাপী গাল আর ঠোঁটের সঙ্গে সঙ্গে আছে হৃদয় আর মন। এদের চুম্বনে আছে টাটকা বুনো ফলের গন্ধ। তার উৎস যেখানেই হোক না কেন, যেকোন প্রেমেরই একটা মূল্য আছে। তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে অন্তর আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, তোমার বিচ্ছেদে যে চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে সে অন্তর সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখ সচরাচর পাওয়া যায় না। তার দাম অনেক ; সুতরাং তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। আমি কত সময় খালের ধারে গরুর গোয়ালের পিছনে ও খড়ের গাদার উপরে শুয়ে বিশ্রাম করেছি। মোটা কাপড়ে ঢাকা কত বলিষ্ঠ মেয়ের নিটোল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আজও তাদের কত চুম্বনের স্মৃতি আনাগোনা করে আমার মনকে। তাদের সেই অকুণ্ঠ অকপট চুম্বনের সহজ সরল ও স্থূল আনন্দ শহুরে সুন্দরীদের চুম্বনের সঙ্কোচ আনন্দের থেকে অনেক ভাল। কিন্তু এইসব জায়গায় ভ্রমণের আসল আনন্দ আছে প্রকৃতির মাঝে—আছে বনে প্রান্তরে, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত আর চন্দ্রালোকের সুষমার মধ্যে। একজন শিল্পীর পক্ষে এইসব জায়গায় বেড়ানো মানে প্রকৃতির সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন। শান্ত নিবিড় এক অন্তরঙ্গ অবকাশে প্রকৃতির সঙ্গে এমন অবাধ ও সুদীর্ঘ মিলনের সুযোগ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। মার্গারেট ফুলের গন্ধভরা উন্মুক্ত প্রান্তরে শুয়ে তুমি অবাধে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতে পার। দেখবে দূরে গাঁ দেখা যাচ্ছে। শুনতে পাবে গীর্জার ঘণ্টায় দ্বিপ্রহর ঘোষিত হচ্ছে। লম্বা নরম ঘাসের উপর শুয়ে তুমি শুনতে পাবে ঝর্ণার অবিরাম কলধ্বনি। সে ঝর্ণা থেকে অঞ্জলিভরে জলপান করার সময় মনে হবে তুমি যেন সে ঝর্ণার স্বচ্ছনির্মল বুকটাই চুম্বন করছ। সে কি রোমাঞ্চকর আনন্দানুভূতি! কখনো তুমি স্রোতস্বিনী নদীতে গা ডুবিয়ে দিয়ে অবগাহনের অবাধ আনন্দ লাভ করতে পারবে, কখনো বা পাহাড়ের চূড়ায় অথবা হ্রদের ধারে বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে বসে থেকে সূর্যাস্ত দেখতে পার। দেখতে পাবে কেমন করে নদী বা হ্রদের জলে লাল রশ্মি ছড়িয়ে রক্তলাল একরাশ মেঘের মধ্যে সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রাত্রিতে চাঁদ উঠলে কত রহস্যময় অসংখ্য চিন্তা ভিড় করে আসবে তোমার মনে, যেসব চিন্তা উজ্জ্বল দিবালোকে কখনই আসবে না।

এখন বর্তমানে আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি আমি তখন এই জেলাতেই ভ্রমণ করছিলাম। কোন এক সন্ধ্যায় আমি দুটি পাহাড়ের মাঝখানে এক উপত্যকার উপর অবস্থিত বেনুভিল নামে একটি গাঁয়ে এসে উপস্থিত হলাম। আমি আসছিলাম ফিক্যাম্প থেকে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে খাড়া হয়ে ওঠা উঁচু পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে সারাদিন পথ চলেছিলাম আমি। সমুদ্রের লবণাক্ত বাতাসে একরকম লম্বা নরম ঘাস গজায় পাহাড়ের উপর। আমি তার উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান করছিলাম। আর মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে চক্রাকারে উড়ে যাওয়া সামুদ্রিক পাখিগুলোর পানে তাকিয়ে দেখছিলাম। নীল আকাশের বিশাল পটভূমিকায় আঁকা তাদের সাদা পাখার রেখাগুলোকে দেখতে বেশ লাগছিল। আবার কখনো বা চুণীর মত নীল সমুদ্রে বাদামী রঙের পাক তুলে ভেসে যাওয়া জেলে-নৌকো দেখছিলাম। এইভাবে সারাদিন ধরে আমি আমার নিশ্চিন্তনিবিড় মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতেই আমাকে এক গোলাবাড়ির পথ দেখিয়ে দেওয়া হলো যেখানে সাধারণতঃ পথিকরা থাকতে চায়। চারদিকে বিচগাছে ঘেরা এক পান্থশালার মত বাড়িটা। হোটেলটার মালিক হচ্ছে এক চাষী মেয়ে। নাম মাদাম লেকাশোর। মাদাম লেকাশোরের বয়স হয়েছে প্রচুর, গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। হোটেলে কোন লোক এলেই বিরক্ত হয়ে ওঠে।

তখন মে মাস। আপেল গাছে ফুল ফুটেছে। উঠোনে ঘাসের উপর সে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে। আমি কোনরকমে তার নামটা জেনে নিয়েছিলাম। তাই

www.BanglaBook.org

সোজা গিয়ে বললাম, মাদাম লেকাশোর, আমাকে থাকবার মত একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?

তার নামটা জেনে ফেলেছি দেখে বিস্মিত হয়ে মাদাম লেকাশোর বলল, আমার এখানে সব ঘর ভর্তি হয়ে গেছে, তবু দেখছি কতদূর কি করতে পারি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমি একটা ঘর পেয়ে গেলাম। পুরনো আমলের একটা গেঁয়ো ঘর ; তার মধ্যে একটা বিছানা, দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল। ধোঁয়াটে একটা বড় রান্নাঘরের পাশেই ঘরটা। সেখানে যত গ্রাম্য চাষীরা আসে খেতে।

মুখহাত ধুয়ে আমি রান্নাঘরে চলে গেলাম। পাঁচ স্যু বেশী দিয়ে আমি বৃদ্ধাকে আমার খাবারটা উঠোনে আলাদা দেবার ব্যবস্থা করলাম। আমি বললাম, এখন তাহলে আপনার হোটেলে বেশ লোকজন আছে ?

বৃদ্ধা বলল, হ্যাঁ আছে। মেয়েছেলে আছে মাত্র একজন। বয়স্কা এক ইংরেজ মহিলা আছেন ঐ ঘরটায়।

আমার খাবার টেবিলটা আলাদা করে উঠোনে পাতা হয়েছিল। আমি তখন মোটা রুটি দিয়ে মুরগীর মাংস খাচ্ছিলাম। এমন সময় রাস্তার দিকের গেটটা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ার মত একজন মহিলা ঢুকল। তার চেহারাটা খুব লম্বা আর পাতলা। তার গায়ে খুব আঁট করে একটা স্কট শাল জড়ানো ছিল। তার হাতগুলো ঢাকা ছিল তাতে। তার হাতে একটা লম্বা ছাতা ছিল। সে মুখটা নীচু করে আমার পাশ দিয়ে চলে গিয়ে ঘরে ঢুকল। পুরনো ধাঁচের লম্বা ঢ্যাংঢেঙে তার এই ভূতুড়ে চেহারাটা দেখে আমার সত্যিই মজা লাগল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম বৃদ্ধা হোটেলওয়ালী এরই কথা বলছিল ; এই সেই ইংরেজ মহিলা। সেদিন তাকে আর দেখতে পেলাম না। পরদিন সকালে আমি সেই সুন্দর উপত্যকাটার শেষ প্রান্তে গিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলাম যে উপত্যকাটা তোমরা জান এত্রেতের পথে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। হঠাৎ চোখ তুলে দেখতে পেলাম আমার সামনে পাহাড়ের চূড়ার উপর সেই ইংরেজ মহিলা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু আমাকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হোটেলে লাঞ্চ খাবার জন্য ফিরে এলাম আমি। এবার কিন্তু আলাদা করে না বসে সবার সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসলাম যাতে আমি সেই অদ্ভুত ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আলাপ করতে পারি। কিন্তু আমার উত্তরে ভদ্রতার খাতিরেও কোন কথাই বলল না মেয়েটি। আমাকে যেন দেখেও দেখল না। কত উৎসাহের সঙ্গে আমি তার গ্লাসে জল ঢেলে দিলাম, তার ডিসগুলোকে তার হাতের কাছে পৌঁছে দিলাম। এর প্রতিদানে সে অস্পষ্টভাবে একটু হাত নেড়ে ইংরেজি ভাষায় ছোট্ট একটা ধন্যবাদের কথা বলল, এর বেশী কিছু না। অবশেষে আমি তাকে নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিলাম, তবে তার কথাটা অবশ্য আমার মনে প্রায় ঘুরে ফিরে আসত। দিন তিনেকের মধ্যে আমি তার বিষয়ে সব জেনে ফেললাম।

তার নাম ছিল মিস হ্যারিয়েট। কোন এক নির্জন গাঁয়ে গ্রীষ্মটা কাটাবার জন্য খুঁজতে খুঁজতে এই বেণুভিল গাঁয়ে এসে পড়ে দেড় মাস আগে এবং সেই থেকে এ গাঁ আর ছেড়ে যেতে চাইছে না। সে খুব তাড়াতাড়ি খায় আর খাবার সময় কোন কথা বলে না। অবসর সময়ে একটা ছোট প্রোটেস্ট্যান্ট প্রচারপুস্তিকা পড়ে। এই পুস্তিকাগুলো তখন সবাইকে বিলি করা হত। মাঝে মাঝে সে হোটেলওয়ালীকে বলত, আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঈশ্বরকে সবকিছুর উপরে ভালবাসি। আমি তাঁর সৃষ্টি প্রকৃতি জগতের মধ্যেই তাঁর মহিমাকে প্রত্যক্ষ করি এবং এর মাধ্যমেই তাঁর উপাসনা করি।

তার কথা শুনে বৃদ্ধা হোটেলওয়ালী অবাক হয়ে চেয়ে থাকত তার মুখপানে। তাকে গাঁয়ে কেউ দেখতে পারত না। গাঁয়ের স্কুলমাস্টার বলত, মেয়েটা আসলে নাস্তিক।

সেই থেকে তার একটা বদনাম হয়ে গেছে। গাঁয়ের ধর্মযাজককে কথাটা বলতেই তিনিও বলতেন, মেয়েটা নাস্তিক। তবে ঈশ্বর ত পাপীর মৃত্যু চান না আর মেয়েটা যাই হোক নির্বোধ আর গোঁড়া নীতিবাদী।

কিন্তু 'নাস্তিক' কথাটার মানে ওরা না জানলেও গ্রামবাসীদের মনে মেয়েটা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ জাগে। আরও গুজব শোনা যায় মেয়েটা নাকি ধনী, তার বাড়ির লোক তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় বলে সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু বাড়ির লোক কেন তাকে তাড়িয়ে দেয়? তাড়িয়ে দেয় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ওর অধর্মাচরণ। মেয়েটি ছিল সেই গোঁড়া পিউরিটান কুমারী মেয়েদের অন্যতমা তখনকার দিনে ইংলণ্ডে যাদের খুব বেশী দেখা যেত, যারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে তাদের মতবাদ প্রচার করে লোকের মন বিষিয়ে বেড়াত। আমি কোন হোটেলে এই ধরনের মেয়ে দেখলেই তাদের এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু এই মেয়েটিকে আমি ঘৃণার সঙ্গে এড়িয়ে যেতে পারলাম না।

গ্রাম্য চাষী ঘরের মেয়ে মাদাম লেকাশোর তাঁর জীবনের ছোট পরিধির বাইরে আর কিছু জানতেন না। তাই তিনি মেয়েটার হাবভাব দেখে স্বভাবতই তাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেন। মেয়েটাকে দেখে ও তার গতিবিধি লক্ষ্য করে এক জটিল রহস্যময় অনুভূতি জাগত তাঁর মনে যার তাড়নায় তিনি মাঝে মাঝে একটা শক্ত কথা বলে ফেলতেন, মেয়েটা রাক্ষসী।

মেয়েটির সম্বন্ধে এই বিশেষণটা শুনে আমার মজা লাগত। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে একথাটা নিজের মনে উচ্চারণ করে অদ্ভুত একটা আনন্দ পেতাম। মাদাম লেকাশোরের সঙ্গে দেখা হতেই বলতাম, আজ আমাদের রাক্ষসী কি করছে?

তখন মাদাম লেকাশোর বিরক্তির সঙ্গে নিন্দা করার ভঙ্গিতে বলত, আপনি বিশ্বাস করবেন না স্যার, একদিন মেয়েটা একটা ঠ্যাংভাঙ্গা বিয়ক্ত ব্যাঙ নিয়ে এসে তার পাটা ব্যাণ্ডেজ করে দেয়। আর একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটা জেলের কাছ থেকে একটা ধরা মাছকে নিয়ে সমুদ্রের জলে ছেড়ে দেয়। জেলেটাকে মাছটার জন্য ভাল দাম দিয়ে দিলেও জেলেটা গালাগালি করতে থাকে এবং আজও পর্যন্ত মেয়েটার কথা উঠলেই জেলেটা রেগে গিয়ে অপমানজনক কথা বলে তার সম্বন্ধে। সবাই একবাক্যে বলে, হ্যাঁ, মিস হ্যারিয়েট রাক্ষসীই বটে।

আবার হোটেলের আস্তাবলে স্যাপার নামে যে ছেলেটা কাজ করত সে বলত, মেয়েটা নাকি আগে সৈনিক ছিল, নিজের হাতে যুদ্ধ করেছে। হোটেলের ঝি চাকর কেউ তাকে দেখতে পারত না। কারণ সে ছিল অন্যভাষী, বিদেশী আর রাক্ষসী।

ঈশ্বরকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে ভালবেসে তাঁর উপাসনা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াত মেয়েটি। একদিন সন্ধ্যেবেলায় কোন এক বনপথে যেতে যেতে একটা গাছের ডাল সরাতেই হঠাৎ দেখতে পাই মিস হ্যারিয়েট একটা ঝোপের মধ্যে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে। সেই অবস্থায় সে আমাকে দেখেই হঠাৎ দিনের আলো দেখতে

www.BanglaBook.org

পাওয়া কোটরাগত পেঁচার মত চমকে ওঠে। ছবি আঁকার জন্য পাহাড়ে যেতেই আমি প্রায়ই পাহাড়ের উপর একটা স্তম্ভের মত তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম। কখনো নীল আকাশের পানে আবার কখনো বা সোনালী আলোয় ঝলমল বিশাল সমুদ্রের পানে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত সে। কখনো সে উপত্যকার মাঝখান দিয়ে দ্রুতগতিতে হেঁটে যেত। কখনো সে গোলাবাড়ির কাছে কোন আপেল গাছের তলায় ভক্তিমূলক বই হাতে ঘাসের উপর বসে থাকত একা একা। কেন জানি না যখনি যে কোন জায়গায় দেখতাম তাকে এক অন্তর্নিহিত পরমানন্দের আলোয় উদ্ভাসিত তার শুকনো মুখখানা দেখে আমি এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করতাম।

আমি বেণুভিল গাঁ ছেড়ে কোনমতেই অন্য কোথাও যেতে পারলাম না। এ গাঁয়ের শান্ত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এক নিবিড় ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়লাম। মানুষের জগৎ থেকে বহুদূরে এই সবুজ সুন্দর গাঁটায় থাকতে আমার সত্যিই খুব ভাল লাগছিল। তাছাড়া আমার স্বীকার করতে বাধা নেই, একটা কৌতূহলও আমায় পেয়ে বসেছিল, আমাকে আটকে রেখেছিল। আমি সেই অদ্ভুত মিস হ্যারিয়েটের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ খুঁজছিলাম। তাদের মত পিউরিটান ইংরেজ মহিলাদের অন্তরের নির্জন গভীরে আসলে কি আছে তা জানতে ইচ্ছে করছিল আমার।

২

মেয়েটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও হলো। তবে সেটাও বেশ এক মজার ব্যাপার। আমি একটা ছবির কাজ সবেমাত্র শেষ করেছি। ছবিটা আমার কাছে খুব সুন্দর মনে হচ্ছিল এবং সত্যি সত্যিই সেটা খুব সুন্দর হয়েছিল। পনের বছর পর ছবিটা পনের হাজার ফ্রাঁতে বিক্রি হয়। প্রথাগত সব নীতিকে লঙ্ঘন করে আমি খুব সহজ সরল এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম ছবিটা আঁকার সময়। আমার ছবির ক্যানভাসের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে ছিল তামাটে রঙের আগাছা ও ঝোপঝাড়ে ভরা এক বিরাট পাহাড়, সূর্যটা ছিল পাহাড়টার পিছনে। কিন্তু তার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল পাহাড়ের মাথার উপরে আর তার ফলে সেটা যেন আগুনের মত জ্বলছিল। পাহাড়টার সামনেটা ফাঁকা ছিল আর তার বাঁ দিকে ছিল কালো আকাশের নীচে এক বিশাল সমুদ্র। সমুদ্রটা নীল নয়। কেমন সবুজাভ ও শুভ্রফেননিভ। ছবিটা শেষ করে আমি আনন্দে লাফাতে লাগলাম। আমি সেটা সঙ্গে সঙ্গে হোটেলে নিয়ে এলাম। পথে আসার সময় এমন কি পশু পাখিগুলোকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করছিল আমার ছবিটাকে। হোটেলে এসেই গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে মাদাম লেকাশোরকে ডাকতে লাগলাম। মাদাম লেকাশোর, এখানে এসে একবার দেখ।

মাদাম লেকাশোর এসে আমার ছবিটা দেখে কিছুক্ষণ ভাবল, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। ঠিক সেই সময় মিস হ্যারিয়েট ঘরে ঢুকে আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি তখন ছবিটা মাদাম লেকাশোরকে দেখাচ্ছিলাম। ছবিটা এমনভাবে আমি ধরলাম যাতে সেটা মিস হ্যারিয়েটের চোখে পড়ে। তার চোখে সেটা পড়েও গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মিস হ্যারিয়েট। তার কাছে মনে হলো ছবির এ পাহাড়টা যেন তার প্রিয় পাহাড় যার উপরে উঠে সে প্রায়ই সমুদ্রের পানে তাকিয়ে কি সব ভাবতে থাকে আকাশ পাতাল। কিছুক্ষণ ধরে ছবিটা দেখে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল, ও।

www.BanglaBook.org

প্রশংসাসিক্ত তার এই কণ্ঠস্বর শুনে আমি তার দিকে হাসিমুখে তাকালাম। বললাম, আমার সর্বশেষ ছবি মিস হ্যারিয়েট।

আবেগের সঙ্গে উত্তর করল সে, প্রকৃতি সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি চমৎকার।

তার কথা শুনে আমার মনে হলো কোন রাণী স্বয়ং আমার ছবির প্রশংসা করছে। আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি যেন তার কেনা গোলাম হয়ে গেলাম। সত্যি করে বলছি আমি সেই মুহূর্তেই চুম্বন করতে পারতাম। খাবার টেবিলে আমি যথারীতি তার পাশে বসলাম। এই প্রথম সে খাবার টেবিলে আমার সঙ্গে কথা বলল। বলল, আমি প্রকৃতিকে বড় ভালবাসি।

আমি তার খাবার জল, মদ ও রুটি তার হাতের কাছে যুগিয়ে দিলাম। সে কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে আমার দান গ্রহণ করল। খাওয়া শেষ করে আমরা দুজনেই একসঙ্গে উঠে পড়লাম। উঠোনের দিকে এগিয়ে গিয়ে অস্তগত সূর্যের স্তিমিত আলোর ঐশ্বর্যে স্নাত সমুদ্রের রূপে আকৃষ্ট হয়ে আমি গেটের দরজাটা খুললাম। গেটটা খুলতেই সামনে পাহাড় দেখা যায়। আমরা দুজনে খুশি মনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। মনে হলো আমরা যেন দুজনে দুজনের অন্তরের তলদেশে হঠাৎ একটা সাধারণ সহানুভূতির বন্ধন খুঁজে পেয়েছি।

সেদিনকার সন্ধ্যাটা ছিল বড় চমৎকার, খুব গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়। ঘাম আর সামুদ্রিক আগাছার গন্ধভরা বাতাসে আনন্দ যেন ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছিল। এক গভীরতর আনন্দ আর মাধুর্যে নিবিড় হয়ে উঠেছিল যেন প্রতিটি মুহূর্ত। আমরা মুখটা ফাঁক করে প্রাণভরে সমুদ্রাগত তরঙ্গচুম্বিত শীতল লবণাক্ত বাতাসটা উপভোগ করছিলাম। আমার সঙ্গিনী গায়ে শাল জড়িয়ে সুস্মিত দেখছিল আবেগের সঙ্গে এক মনে। দূরে দিগন্তের কাছে পালতোলা একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। লাল আগুনের মত আলো ঝরে পড়ছিল তার এদিকে। ধোঁয়া ছেড়ে একটা স্টিমার চলে গেল।

সূর্যটা ক্রমশঃ নীচে নামতে নামতে একেবারে সমুদ্রের জলের তলায় ডুবে গেল। বেলাশেষের এই নীরব সমারোহ দেখে আনন্দের আবেগে গলে গেল মিস হ্যারিয়েট। তার মনে হচ্ছিল সে যেন ওই আকাশের সমুদ্র আর পাহাড়কে আলিঙ্গন করে সূর্যের মত। সে আবেগের সঙ্গে বলল, ও আমি সত্যিই এ সব ভালবাসি। আমি যদি পাখি হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াতে পারতাম ইচ্ছামত।

আমি তার চোখে জল দেখতে পেলাম। সে সেই পাহাড়ের চূড়ার উপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বহুবার এর আগও আমি সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তাকে। আমার কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে হাসি পাচ্ছিল। হাসিটা লুকোবার জন্য মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম আমি। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আমার নোটবই খুলে তার একটা স্কেচ করে নিই।

আমি তার সঙ্গে ছবির সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করে দিলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার কোন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলছি। সে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিল এবং আমার ভাষা সব বুঝতে না পেরে আমার মনের কথাটা বোঝার চেষ্টা করছিল। মাঝে মাঝে বলছিল, আমি বুঝতে পারছি, খুব চমৎকার।

আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালে সে আমাকে দেখেই তার হাত বাড়িয়ে দিল। আমরা হঠাৎ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠলাম। মেয়েটা আসলে সত্যিই ভাল, তবে বড় আবেগপ্রবণ; একটুতেই আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে তার অন্তর। পঞ্চাশোর্ধ যে কোন কুমারী নারীর মতই কোন ভারসাম্য ছিল না তার স্বভাবের মধ্যে। একটা কঠোর নির্দোষিতার ভাব ছিল তার মধ্যে, ছিল এক গোঁড়া নীতিবোধ। সে কখনো কোন মানুষকে ভালবাসেনি অথচ প্রকৃতি ও পশুপাখিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে ফেটে পড়ত এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রেমাবেগের আতিশয্যে। স্তন্যপানরত কুকুরের বা ঘোড়ার বাচ্চা অথবা পাখির বাসায় পাখির ছানা দেখে সে আবেগে গলে যেত।

আমি বুঝতে পারলাম সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, কিন্তু লজ্জায় পারছে না। কিন্তু তার এই সলজ্জ ভীরুতাটাকে আমার বড় ভাল লাগত। রোজ সকালে আঁকার সব সরঞ্জাম নিয়ে আমি যখন হোটেল থেকে বাইরে যাবার জন্য বার হতাম সেও নীরবে আমার সঙ্গে পাঁরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেত। তাকে দেখে বেশ বোঝা যেত সে কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু বলতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে পড়ছে। তারপর হঠাৎ সে পা চালিয়ে দ্রুত অন্যত্র চলে যেত।

অবশেষে একদিন সে সাহসে ভর করে বলল কেমন করে আপনি ছবি আঁকেন তা আমার দেখতে ইচ্ছে হয়। আমি দেখতে পারি? আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে।

কিন্তু কথাটা বলেই লজ্জা পেয়ে গেল, কারণ তার মনে হচ্ছিল সে যেন দুঃসাহসিক কিছু বলে ফেলেছে।

আমি তাকে সঙ্গে করে একটা জায়গায় নিয়ে গেলাম। আমি সেখানে একটা নতুন ছবি আঁকার কাজ শুরু করেছিলাম। সে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার তুলির প্রতিটি আঁচড় সে লক্ষ্য করছিল গভীর আগ্রহের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো সে থাকাতে আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে এই ভেবে সে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।

এরপর থেকে আমার উপর তার বিশ্বাস বেড়ে গেল এবং রোজ সে আমার সঙ্গে ছবি আঁকার জায়গায় যেত। যাবার সময় সে একটা বসার মোড়া নিয়ে যেত। সে নিজের হাতে রোজ সেটা বয়ে নিয়ে যেত। আমার পাশে সেটার উপর সে বসে থাকত চুপ করে। সে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমার পাশে অনড় অচল হয়ে বসে থাকত, নীরবে আমার আঁকার প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করত। যখন আমি ক্যানভাসের উপর একতাল রং নিয়ে ফেলে দিতাম ছবিটাকে ভাল করার জন্য সে বিস্ময়ে ও আনন্দে 'ওঃ' বলে চীৎকার করে উঠত। আমার ক্যানভাসটার প্রতি তার একটা ধর্মীয় শ্রদ্ধা ছিল। তার কাছে ক্যানভাসটা ছিল ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টির এক পবিত্র পটভূমি। ধর্মীয় ছবির মতই ক্যানভাসটা তার কাছে একটা পবিত্র জিনিস বলে মনে হত। সে প্রায়ই ঈশ্বরের কথা বলত এবং আমাকেও তার স্বমতে টানার চেষ্টা করত।

তার ঈশ্বর এক অদ্ভুত ধরনের লোক, যেন সহায় সম্পদহীন এক গ্রাম্য দার্শনিক। সে তার ঈশ্বরকে এমনই এক অসহায় নিরীহ ভদ্রলোক হিসাবে কল্পনা করত যিনি তাঁর সামনে অন্যায় অনুষ্ঠিত হলেও তা রোধ করতে পারেন না। শুধু হা হুতাশ করেন। সে ছিল ঈশ্বরের অনুরাগী ভক্ত এবং বিশেষ বিশ্বাসভাজন যে তাঁর গোপন আশা নিরাশার কথা সব জানে। কথায় কথায় সে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। বলত ঈশ্বর চাইলে হবে, না চাইলে হবে না। যেন সে ঈশ্বরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুগত কোন অধীনস্থ কর্মচারি। আমি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু জানি না বলে সে দুঃখ প্রকাশ করত এবং সে ঈশ্বরের মহিমাকে আমার কাছে প্রমাণিত করার চেষ্টা করত। সে আমার পকেটে রোজ কিছু প্রচারপুস্তিকা ফেলে দেবার চেষ্টা করত। এবিষয়ে তার উৎসাহ দেখে মনে হত সে যেন এ পুস্তিকা পেয়েছে স্বর্গ থেকে।

একজন পুরনো বন্ধুর মতই এক নিবিড় আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে মিশতে লাগলাম তার সঙ্গে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম আমার প্রতি তার আচরণের রীতিটা বেশ কিছুটা বদলে গেছে। কোন উপত্যকায় বা কোন সরু পথের মাঝে যখন আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করতাম তখন কোথা হতে হঠাৎ সে আমার কাছে এসে পড়ত। তাকে দেখে মনে হত সে যেন অনেকক্ষণ ছুটে হাঁপাচ্ছে অথবা এক প্রবল আবেগে কাঁপছে। মুখখানায় তার একটা লাল আভা ফুটে উঠত। সে এসেই কিছু না বলে হঠাৎ বসে পড়ত আমার কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অকারণে তার মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। তারপর ক্রমে ক্রমে কথা বলা শুরু করত। কিন্তু বলতে বলতে মাঝপথে হঠাৎ কথা থামিয়ে উঠে দ্রুতগতিতে চলে যেত। আমি ভাবতাম হয়ত বা কোন আঘাত পেয়েছে আমার কথায়। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে এইটাই তার স্বভাব, তবে আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর এর কিছু পরিবর্তন করেছিল। পাহাড়ে পাহাড়ে জোর বাতাসের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়িয়ে উস্কোখুস্ক চুল নিয়ে ক্লান্ত হয়ে সে ফিরে আসত হোটেলে। আগে আগে এইরকম আলুলায়িত চুল নিয়েই সহজভাবে সে খাওয়ার টেবিলে বসত আমাদের কাছে, কিন্তু এখন সে বাইরে থেকে এসে তার ঘরে গিয়ে চুলটা আঁচড়ে বিন্যস্ত করে আসে। আমি সাহস করে বন্ধুভাবে তাকে প্রায়ই বলতাম, 'আপনাকে সদ্যোত্থিত তারকার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মিস হ্যারিয়েট।' একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক পনের বছরের মেয়ের মত তার গালদুটো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত।

ক্রমে সে এমন লাজুক হয়ে উঠল যে আর সে ছবি আঁকার সময় আমার কাছে আসত না। আমি ভাবলাম, এ লজ্জা সাময়িক, এ ভাবটা কেটে যাবে তার।

কিন্তু সে ভাব তার কাটল না। আমি যখনি তার সঙ্গে কথা বলতাম সে হয় উদাসীন হয়ে অথবা রেগে যেত। মাঝে মাঝে এক সাময়িক ব্যস্ততার ভাব দেখাত। একমাত্র খাওয়ার সময় ছাড়া তার দেখাই পেতাম না। আর দেখা হলেও কোন কথা হত না। আমার তখন মনে হলো হয়ত সে আমার কোন ব্যবহারে আঘাত পেয়েছে। তাই একদিন সন্ধ্যার সময় আমি তাকে বললাম, মিস হ্যারিয়েট, কেন তুমি আমার সঙ্গে আগের মত সহজভাবে মেলামেশা কর না। আমি তোমার কি করেছি? এতে আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি।

এক অদ্ভুত আবেগের সঙ্গে সে বলল, 'না না, একথা ঠিক না। আমি তোমার সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করে আসছি।' এই কথা বলেই সে তার ঘরে চলে গেল।

এক এক সময় আমি লক্ষ্য করতাম সে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাত। নিশ্চিন্ত ফাঁসির আসামীর সকরুণ ভীরুতা ছিল তার দৃষ্টিতে। কখনো কখনো তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠত উন্মাদের লক্ষণ, এক অবদমিত আবেগের উত্তেজনা, এক অহেতুক প্রগলভতার উত্তাপ, এক অতীন্দ্রিয় কামনার চঞ্চলতা। মনে হত সে যেন তার আপন অন্তরের গভীরে কোন গোপন বস্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বস্তুটাকে সে জয় করতে চাইছে, কিন্তু

www.BanglaBook.org

পারছে না ; বুঝতে চাইছে কিন্তু পারছে না। কিন্তু সে বস্তুটা কি…… কে জানে? তবে যা হোক একটা কিছু।

৩

অজানা গোপন সেই বস্তুটার মানে জানতে পারলাম বড় অদ্ভুত উপায়ে।

দিনকতক ধরে আমি রোজ সকালে একটা নতুন ছবি আঁকার কাজ করছিলাম। ছবিটার বিষয়বস্তু হলো এইরকম : সাদা দুধের মত কুয়াশা জমেছে সারা উপত্যকায়, তার মাঝখান দিয়ে দুদিকে সারবন্দী গাছে ঘেরা একটা পথ চলে গেছে। সেই কুয়াশার ভিতর থেকে দুজন প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে আসছে। মেয়েটি মুখ তুলে তার প্রেমিকের মুখপানে তাকিয়ে আছে আর ছেলেটি মুখ নীচু করে তার প্রেমিকার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুম্বন করছে। তাদের পিছনে উদীয়মান সূর্যের প্রথম রশ্মি গাছগুলোর ডালপালার ফাঁক দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে সকালের কুয়াশা ভেদ করে সেই গ্রাম্যপ্রেমিক যুগলের ছায়াচ্ছন্ন মূর্তি দুটিকে উজ্জ্বল করে তুলল এক ঝলক রুপালি আলোর ছটা দিয়ে। আমার অন্তর থেকে মনে হলো ছবিটা সত্যিই ভাল হয়েছে।

আমি ছবিটা আঁকছিলাম একটা পাহাড়ের গায়ে, যে পাহাড়টা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে এত্রেতের পথে চলে গেছে। সেদিন সকালে কুয়াশাটা ছিল একেবারে আমার মনোমত। হঠাৎ আমার সামনে কুয়াশা ভেদ করে ভূতের মত একটা মূর্তি আবির্ভূত হলো। দেখলাম মিস হ্যারিয়েট। আমাকে দেখে মিস হ্যারিয়েট পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি ডাকলাম। বললাম, এদিকে এস মিস হ্যারিয়েট, তোমার জন্য একটা ছবি এঁকেছি দেখবে এস।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আমার কাছে এলে আমি তাকে ছবির স্কেচটা দেখালাম। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছবিটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগল। কোন কথা বলল না। তারপর হঠাৎ সে কেঁদে ফেলল। অনেক দিনের অবরুদ্ধ চোখের জল ছাড়া পেলে মানুষ যেমন কাঁদতে থাকে, সেও তেমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কিন্তু তবু মনে হলো সে তার ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পেঁছিলেও সেই অবাঞ্ছিত অপরাজেয় আবেগটার সঙ্গে এখনো সংগ্রাম করছে। ফরাসীরা সাধারণতঃ ভাবনা চিন্তা না করেই হঠাৎ অনেক সময় অনেক কাজ করে বসে। আমিও তেমনি তার দুঃখে অভিভূত হয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে তার কাছে গিয়ে তার একটা হাত ধরে ফেললাম। সে কিছুক্ষণ তার হাতটা আমার হাতের মধ্যে ছেড়ে রেখে দিল, কিন্তু তার সেই হাতের স্পর্শের মাধ্যমে আমি অনুভব করলাম তার দেহের প্রতিটি স্নায়ু এক চাপা অথচ প্রবল উত্তেজনায় কাঁপছে। হঠাৎ সে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিল। তবু তার সেই স্নায়বিক কম্পনের অর্থ আমি বুঝতে পারলাম প্রথম। বুঝতে আমার কোন ভুল হয়নি। এ কম্পন হচ্ছে প্রেমার্ত এক নারীর কম্পন, সে নারীর বয়স পনের বা পঞ্চাশ যাই হোক না কেন, উচ্চ বা নীচ যে বংশেই তার জন্ম হোক না কেন, তার সেই স্নায়বিক কম্পনের তরঙ্গায়িত আঘাত স্পর্শমাত্র অন্তরের গভীরে সোজা চলে যায়। তার অসংবদ্ধ দেহের গোটা অস্তিত্বটাই কাঁপছিল। কাঁপতে কাঁপতে শিথিল হয়ে পড়ছিল। আমি কোন কথা বলার আগেই সে চলে গেল। বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে আমি সেখানে বসে রইলাম যেন কোন ভূত দেখেছি অথবা সাংঘাতিক কোন একটা অন্যায় করে ফেলেছি।

www.BanglaBook.org

লাঞ্চ খাবার জন্য আমি আর হোটেলে ফিরলাম না। সেই গ্রস্ত উপত্যকার চারদিকে বেড়াতে লাগলাম। আমি তখন হাসব কি কাঁদব তা খুঁজে পেলাম না। একই সঙ্গে ব্যাপারটাকে সকরুণ ও হাস্যাস্পদ বলে মনে হচ্ছিল। তার রকম দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল ভয়ংকর একটা অশান্তিতে সে পাগল হয়ে যেতে বসেছে। আমার এখন কি করা উচিত তা ভাবতে ভাবতে আমি ঠিক করলাম আমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এইটাই হচ্ছে একমাত্র পথ। তাই আমি এখনি চলে যাওয়ার ঠিক করলাম। ভাবতে ভাবতে বহু সময় কাটিয়ে ডিনারের সময় হোটেলে ফিরে এলাম। আমরা একসঙ্গে খেতে বসলাম। মিস হ্যারিয়েট গম্ভীরভাবে খেতে লাগল। কোন কথা বলল না বা মুখ তুলে তাকাল না। তার পোশাক আশাক ও আচরণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। আমি খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর আমি হোটেলওয়ালীকে বললাম, শুনুন মাদাম লেকাশোর, আমি শীগগির চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

মাদাম লেকাশোর একই সঙ্গে ব্যথা ও বিস্ময়ে কিছুটা আহত হয়ে বলল, কি বলছ হে ছোকরা। যখন তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা ভালভাবে হলো তখনই তুমি চলে যাচ্ছ!

আমি একবার মিস হ্যারিয়েটের মুখপানে তাকালাম। তার মুখে কোন বিকারের লক্ষণ দেখতে পেলাম না। কিন্তু তরুণী ঝি সেলিস্তে চোখ তুলে আমার মুখপানে তাকাল। মোটাসোটা বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন চেহারার আঠারো বছরের তরুণী সেলিস্তে। তার চোখদুটি বেশ সজীব, গালে গোলাপী আভা। ফাঁক পেলেই কোন নির্জন কোণে তাকে ধরে একটা করে চুম্বন করতাম। কিন্তু এর বেশী কিছু না।

ডিনার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমি উঠোনে গিয়ে আপেল গাছের তলায় পাইপ খেতে খেতে পায়চারি করতে লাগলাম। আমার সারা দিনের চিন্তা, আমারি দ্বারা জাগানো তার মধ্যে এক অদ্ভুত আবেগের আবিষ্কার আর তার সংক্ষুব্ধ স্মৃতি, সেই তরুণী ঝির সকরুণ চাউনি সব মিলিয়ে মিশ্রিত এক অনুভূতি আমার হাড়ে হাড়ে যেন শয়তান ঢুকিয়ে দিল। আমার ঠোঁটে জাগিয়ে দিল চুম্বনের এক অশান্ত বুভুক্ষা। আমার দেহের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করে দিল এক রহস্যময় কামনার সর্বগ্রাসী আবেগ।

রাত্রি ক্রমে ঘন হয়ে উঠল। কালো হয়ে উঠল গাছের ছায়াগুলো। আমি দেখতে পেলাম বেড়ার ওদিকে মুরগীর ঘরটা বন্ধ করতে যাচ্ছে সেলিস্তে। সে আমার পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। আমি তাকে হঠাৎ ধরে ফেলে তার গোলগাল মুখখানা চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলাম। এরকম আগেও কতবার হয়েছে। সে হাসতে হাসতে আমাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কেন তাকে আমি সহসা ছেড়ে দিলাম? কেন পিছন ফিরে চমকে উঠলাম? কি করে আমি বুঝতে পারলাম কে যেন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে?

দেখলাম মিস হ্যারিয়েট দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরে থেকে হোটেলে ফিরছিল। আমাদের এইভাবে দেখে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকারে আমি খুব লজ্জা আর অস্বস্তি নিয়ে হোটেলের মধ্যে ফিরে গেলাম। আমার তখন এই ভেবে দুঃখ হচ্ছিল যে আমি আসলে কোন অপরাধ না করে বোকার মত যেন অপরাধের খেলা খেলছিলাম। আমি ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম,

www.BanglaBook.org

আমার মোটেই ভাল ঘুম হলো না। আমার মনে হলো কে যেন কাঁদছে। কিন্তু আমার ভুলও হতে পারে। আরও বারকতক মনে হয়েছে কে যেন গভীর রাতে বাড়িতে পায়চারি করছে উঠোনে। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। উঠতে বেলা হয়ে গেল। লাঞ্চের আগে আর বাইরে বার হলাম না। আমার তখনো লজ্জা হচ্ছিল, কি করে আমি মুখ দেখাব।

পরদিন মিস হ্যারিয়েটকে কেউ কোথাও দেখতে পেল না। খাবার সময় বৃথাই আমরা অপেক্ষা করলাম। মাদাম লেকাশোর তার ঘরে এল দেখতে কিন্তু সে ঘরে নেই, অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। সূর্যোদয় দেখার জন্য সে অবশ্য এক একদিন খুব ভোরেই বেরিয়ে যেত। সেদিন দারুণ গরম। গাছের একটা পাতাও নড়েনি। আমাদের খাবার টেবিল পাতা হয়েছিল উঠোনে আপেল গাছের তলায়। আমরা নীরবে খেয়ে যাচ্ছিলাম। খুব জলের দরকার হচ্ছিল। আমি একসময় কুয়ো থেকে এক বালতি ঠাণ্ডা জল আনতে বললাম সেলিস্তেকে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেলিস্তে ফিরে এসে বলল, কুয়োর জল সব শুকিয়ে গেছে। মাদাম লেকাশোর গিয়ে কুয়োর উপর থেকে দেখে বললেন, কী একটা জিনিস পড়েছে কুয়োতে। ব্যাপারটা দেখার জন্য আমিও গিয়ে দেখলাম কী একটা মজার জিনিস নজরে পড়ল। স্যাপার সেলিস্তে, আমি আর মাদাম লেকাশোর চারজনেই দেখতে লাগলাম। দড়িতে করে একটা লণ্ঠন নামিয়ে দিয়ে দেখলাম সাদায় কালোয় মেশা একটা অদ্ভুত জিনিসে আটকে গেল লণ্ঠনটা।

আমি কিন্তু মানুষের একটা পা দেখতে পেলাম। তার মাথা আর দেহটা জলের ভিতর আছে। ভয়ে আমার সমস্ত অস্থিমজ্জায় কাঁপন দেখা দিল। কাঁপতে কাঁপতে আমি বলতে লাগলাম, একটা মেয়েছেলে, অন্য কেউ না, মিস হ্যারিয়েট।

হোটেলের চাকর স্যাপার আগে আফ্রিকায় ছিল। সে এর আগে অনেক ভয়ংকর জিনিস দেখেছে সেখানে। সে মোটেই বিচলিত হলো না। কিন্তু মাদাম লেকাশোর আর সেলিস্তে চীৎকার করে চলে গেল সেখান থেকে। যাই হোক স্যাপারের কোমরে দড়ি বেঁধে মৃতদেহটাকে কোনরকমে উপরে তুললাম। জলে ও কাদায় ভিজে জড়িয়ে গিয়েছিল মিস হ্যারিয়েটের চুলগুলো। আমি তার ঘরে নিয়ে গিয়ে মিস হ্যারিয়েটের মৃতদেহটা ভাল করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলাম। তার মাথার লম্বা কোঁকড়ানো চুলগুলো ঠিক করে সাজিয়ে দিলাম। আমি তার গা থেকে জামাটা খুলে ফেলতেই তার শীর্ণ দেহ বুক আর সরু হাত দুটো নগ্ন হয়ে পড়ল।

আমি তার পকেটে একটা চিঠি পেলাম। তাতে লেখা ছিল তাকে যেন এই গাঁয়ের মাটিতেই কবর দেওয়া হয়। যেখানে সে তার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছে সেইখানে সে চিরবিশ্রাম লাভ করতে চায়। এ হোটেলে আমিই তার একমাত্র পরিচিত লোক বলে কতকগুলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসংক্রান্ত কাজকর্ম আমাকেই করতে হলো। তবে একটা ভয়াবহ চিন্তা সারক্ষণ আমার মনে ঘুরে ফিরে আসছিল, ও কি আমার জন্যই এখানে সমাহিত হতে চেয়েছে মৃত্যুর পর?

সন্ধ্যার দিকে গাঁয়ের মেয়েরা অনেকে দেখতে এল। কিন্তু আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে একা বাতির আলোয় মৃতদেহটার পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইলাম। আমার কেবলি মনে হতে লাগল ওর কি কোন আত্মীয় পরিজন কেউ কোথাও নেই? ও কোথা হতে এসেছে? কেনই বা ও অন্তরের মাঝে এক অপরিসীম অজানিত

www.BanglaBook.org

দুঃখকে পুষে রেখে দিয়েছিল, জগতের স্নেহ ভালবাসা থেকে ওর ইন্দ্রিয়চেতনার সব দ্বার এমন কঠোরভাবে রুদ্ধই বা করেছিল কেন ?

যাইহোক, মিস হ্যারিয়েটের দেহটা তখনো পড়ে রইলেও তার আত্মা চলে গিয়েছে। শেষ হয়ে গেছে তার সারা জীবনব্যাপী সব দুঃখের। মিস হ্যারিয়েটের মত আরো রিক্ত নিঃস্ব দুঃখবিড়ম্বিত জীবনের কথা মনে হলো আমার যারা নিয়তির নির্মম অবিচারের রথচক্রে নিষ্পেষিত হয় এমনি করে।

সকাল হতেই জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের ক'টা লাল রশ্মি এসে পড়ল মৃত-দেহটার উপর। সদ্য জাগা পাখিরা গান করছে গাছে গাছে। সকালের এই সময়টাকে খুব ভালবাসত মিস হ্যারিয়েট। আমি জানালাটা গোটা খুলে দিয়ে পর্দা সরিয়ে দিলাম। এবার সমগ্র আকাশটা প্রসারিত হয়ে উঠল আমার চোখের সামনে। হঠাৎ আমি সেই হীমশীতল অসাড় মৃতদেহটার উপর ঝুঁকে পড়ে তার ক্ষতবিক্ষত মাথাটা দুহাতে তুলে নিয়ে তার শীর্ণ অধরোষ্ঠদুটিকে এক দীর্ঘ চুম্বনে সিক্ত করে দিলাম। জীবনে যে কোনদিন চুম্বনের আস্বাদ জানতে পারেনি মৃত্যুর পর তাকে সেই অনাস্বাদিতপূর্ব চুম্বন দান করে তার রিক্ত হতচেতন অধরোষ্ঠদুটিকে যেন ধন্য করে দিলাম।

* * *

আমার কাহিনী শেষ হয়ে গেলে লিয়ঁ শেনাল চুপ করে ভাবতে লাগলেন। মেয়েদের চোখে জল দেখা দিল। কোঁৎ দেত্রেলও রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলেন। একা কোচম্যানই অবিচলিতভাবে বসেছিল। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছিল। মনে হচ্ছিল গাড়িটা যেন নড়ছে না, মনে হচ্ছিল অপারসীম দুঃখের বোঝায় হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে ভারী হয়ে উঠেছে গাড়িটা।

অলস সৌন্দর্য

(L' Inutile Beaute)

দুটো কালো ঘোড়ায় টানা একটা চকচকে চমৎকার গাড়ি একটা বড় প্রাসাদের গাড়িবারান্দার নীচে অপেক্ষা করছিল। তখন বিকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটা। জুন মাসের শেষ। ফাঁকা উঠোনটার উপরে পরিষ্কার উজ্জ্বল আকাশ দেখা যাচ্ছিল। কাউণ্টপত্নী মাসকারেত গাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্বামী এসে দাঁড়ালেন গাড়ির কাছে। কাউণ্ট একবার থমকে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখটা কেমন মলিন হয়ে গেল। তাঁর স্ত্রী সত্যিই পরমা সুন্দরী। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। হাতীর দাঁতের মত শুভ্র গায়ের রং, কালো চুল, বড় বড় ধূসর চোখ, সুন্দর মুখ—সব মিলিয়ে তার সৌন্দর্যকে করে তুলেছে অতুলনীয়।

কোনদিকে না তাকিয়ে এমন গাম্ভীর্য ও নির্লিপ্ততার সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন কাউণ্ট-পত্নী যে পুরনো সলজ্জ ঈর্ষার পীড়নে এতদিন পীড়িত হচ্ছিলেন কাউণ্ট সে ঈর্ষাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার নতুন করে বিদ্ধ করল তাঁর অন্তরটাকে। তিনি মাথার টুপীটা তুলে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বেড়াতে যাচ্ছ?

'দেখতেই ত পাচ্ছ।' কথাটা ঘৃণার সঙ্গে বেরিয়ে এল কাউণ্টপত্নীর মুখ থেকে।

বয়তে যাচ্ছ?

খুব সম্ভবত।

তুমি কি আমাকে সঙ্গে নেবে?

এটা তোমারি গাড়ি।

স্ত্রীর উত্তর দেবার ভঙ্গিতে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না কাউণ্ট। তবু তাঁর স্ত্রীর পাশে বসে কোচম্যানকে বয়তে যাবার হুকুম দিলেন।

গাড়িটা ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। গাড়ির ভিতর স্বামী স্ত্রী দুজনে নীরবে বসে রইলেন। কাউণ্ট কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মুখের ভাব দেখে সাহস পেলেন না। অবশেষে একটা হাত দিয়ে স্ত্রীর দস্তানাপরা হাতের আঙুলগুলো স্পর্শ করলেন। এক তীব্র রাগ আর বিতৃষ্ণার সঙ্গে এমনভাবে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন কাউণ্টপত্নী যে কাউণ্ট নিজে স্বভাবতঃ উদ্ধত ও রাশভারি প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও ভয় পেয়ে গেলেন।

কাউণ্ট খুব নীচু গলায় ডাকলেন, গ্যাব্রিয়েল?

মুখ না ঘুরিয়েই কাউণ্টপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাও তুমি?

আমার মনে হয় তোমার সৌন্দর্য সত্যিই প্রশংসনীয়।

কথাটাকে কোন আমল দিলেন না কাউণ্টপত্নী। পিঠটা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ ভ্রূ কুঁচকে বসে রইলেন। গাড়িটা তখন যাচ্ছিল শ্যাম্প এলিসির ভিতর দিয়ে। সূর্য তখনো অস্ত যায়নি। সারা দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল লাল গোধূলির আলো। দুটি বিপরীতমুখী গাড়ির স্রোত এগিয়ে চলেছিল—একটি পার্কের দিকে আর একটি শহরের দিকে।

কাউণ্ট হঠাৎ বলে উঠলেন, আমার প্রিয়তমা গ্যাব্রিয়েল।

অতিশয় বিরক্ত হয়ে রাগের সঙ্গে উত্তর করলেন কাউণ্টপত্নী, তুমি কি আমায় একবারও একা থাকতে দেবে না? যেহেতু গাড়িটা আমার না, আমি এটা ত আর একা ব্যবহার করতে পারি না।

সে-কথায় কান না দিয়ে কাউণ্ট বললেন, আমি তোমায় এত সুন্দর এর আগে কখনো দেখিনি।

এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন কাউণ্টপত্নী। কণ্ঠে অপার তিক্ততা মিশিয়ে বললেন, এটা দুঃখের বিষয় যে তুমি আমার এ সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছ, কারণ এরপরে তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধই থাকবে না।

প্রথমটায় মর্মাহত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কঠোরতার আশ্রয় নিলেন কাউণ্ট। তিনি বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও?' শান্ত প্রেমিকের আত্মনিবেদনের কোন সুর ছিল না তাঁর কণ্ঠে, ছিল স্বেচ্ছাচারী আত্মম্ভরী এক মানুষের ঔদ্ধত্য।

কি বলতে চাই আমি? কি বলতে চাই? তুমি আবার তোমার সেই পুরনো খেলা শুরু করেছ আর আমাকে বলতে বলছ কী বলতে চাই?

হ্যাঁ, করেছি ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এইটাই কি তোমার শেষ কথা ?

হ্যাঁ। তোমার ভয়ঙ্কর জেদের অসহায় বলি হবার পর থেকে এই অভিযোগটাই তোমার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়ে আসছে আমার মনে।

রাগে লাল হয়ে কাউন্ট দাঁত কটমট করে বললেন, ঠিক আছে এই অভিযোগ নিয়েই থাক।

কাউণ্টের চেহারা লম্বা আর সুন্দর, চওড়া বুকের ছাতি, মুখে লম্বা লাল দাড়ি। ভাল স্বামী আর পিতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে। কাউণ্টের মুখের উপর মুখ রেখে কাউণ্টপত্নী বললেন, তোমাকে একটা অতি অপ্রিয় সত্য কথা শুনতে হবে। তবে আমিও বলে দিচ্ছি আমি যে কোন অবস্থার জন্য তৈরী, কোন কিছুকেই ভয় করি না। তোমাকে ত নয়ই।

'তুমি নিশ্চয় পাগল হয়েছ।' প্রচণ্ড রাগে কণ্ঠটা কাঁপছিল তাঁর।

না পাগল হইনি, তবে আজ এগার বছর ধরে যে অন্তহীন মাতৃত্বের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে আসছ আমি তা আর বইতে রাজী নই। অন্যান্য মেয়েদের মত আমিও আমার সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পেতে চাই ?

কাউণ্ট আবার বললেন, আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাইছ।

হ্যাঁ তুমি বুঝতে পারছ। আজ মাত্র তিন মাস হলো আমার শেষ সন্তান প্রসব হয়েছে। সুতরাং তুমি চাও আবার আমাদের আর একটি সন্তান হোক। সেই পুরনো খেলা চলতে থাক। তোমার এই অত্যাচার সত্ত্বেও আমি আমার চেহারাটা অতিকষ্টে ঠিক রেখেছি। একটু আগেই তুমি তার প্রশংসা করলে।

তোমার মাথার ঠিক নেই।

মোটেই তা নয়। আমি ঠিকই বলছি। আমার বয়স এখন ত্রিশ। আমাদের এগার বছর বিয়ে হয়েছে। আমি সাতটি সন্তানের মা হয়েছি। তুমি চাও এটা আরো দশ বছর ধরে চলতে থাক। তখন আমার জন্য তোমার কোন ঈর্ষা অনুভব করতে হবে না।

সহসা স্ত্রীর হাতদুটো ধরে কাউণ্ট কড়া গলায় বললেন, আমার মুখের সামনে এ ধরনের কথা বলতে দেব না।

তোমাকে আমার কথা শুনতেই হবে। যদি তুমি আমায় জোর করে থামিয়ে দিতে চাও তাহলে আমি এমন জোরে চেঁচাব যে গাড়ির উপরে যারা বসে আছে সেই লোক দুটোও আমার কথা শুনতে পাবে। এই গাড়িতে করে তোমাকে সঙ্গে করে এমন কিছু লোকের কাছে নিয়ে যেতে চাই যাদের উপস্থিতিতে তুমি বাধ্য হয়ে আমার কথা শুনবে এবং নিজেকে সংযত করবে। তুমি বরাবর আমায় নির্মমভাবে ব্যবহার করেছ এবং আমিও আমার বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে এসেছি। আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমায় বিয়ে করেছ। আমার বাবা মা গরীব এবং তারা তখন কষ্টে পড়েছিল ; তুমি ধনী বলে টাকার জোরে আমার বাবা মাকে তোমার সঙ্গে আমায় বিয়ে দিতে বাধ্য করেছিলে। এইভাবে তুমি আমায় কিনে এনেছিলে। তবু আমি যথাসাধ্য স্ত্রী হিসাবে কর্তব্য করে যেতে ও তোমায় ভালবাসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে পাওয়ার পর থেকেই তুমি এক ঘৃণ্য ঈর্ষাকে পোষণ করে আসছ মনে মনে। এই ঈর্ষা তোমার পক্ষে যেমন অধঃপতনের পরিচায়ক, আমার পক্ষে তেমনি অপমানজনক। আমার বিয়ের পর আট মাস যেতে না যেতে তুমি আমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য

www.BanglaBook.org

সন্দেহ করেছিলে। লজ্জার কথা। আমার সৌন্দর্য সবাইকে আকর্ষণ করে, আমার সৌন্দর্যের সবাই প্রশংসা করে দেখে তুমি ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছু করতে না পেরে তুমি ক্রমাগত সন্তান সৃষ্টি করে যাওয়ার এক ভয়ংকর পরিকল্পনা খাড়া করলে। সন্তান ধারণ করতে করতে আমার সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাক এই ছিল তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। এখন প্রতিবাদ করে লাভ নেই এটা বুঝতে আমার সময় লেগেছে। পরে আমি সন্দেহ করতে শুরু করি। তোমার এই ভয়ংকর পরিকল্পনার জন্য তুমি তোমার বোনের কাছে আবার বড়াই করেছিলে। সে আমায় ভালবাসে এবং তোমার পাশবিক আচরণে বিতৃষ্ণ বলে আমাকে একথা বলে দেয়। এই এগার বছর কী জীবনই না তুমি আমায় যাপন করতে বাধ্য করেছিলে! আমি যেন ছিলাম আস্তাবলের ঘোটকী। আমার মধ্যে গর্ভসঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমার কাছ থেকে সরে যেতে। ছেলে হবার সময় তুমি তোমার গাঁয়ের বাড়িতে আমাকে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু যখন আমি প্রসবের পর সুস্থ হয়ে আমার পুরনো সৌন্দর্য ফিরে পেয়ে ফোটা ফুলের মত ফিরে আসতাম তোমার সেই জঘন্য পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে, যখন আমি আমার সৌন্দর্যের জন্য আবার প্রশংসা পেতাম সকলের কাছ থেকে, যখন আমি অবিশ্রাম চাই-তাম কিছু দিনের জন্য, যখন আমি আর পাঁচজন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের মত জীবনটাকে উপভোগ করতে চাইতাম, তখনি সেই দুরন্ত দুর্বার কামনাটা জেগে উঠত তোমার আর তার কুটিল পীড়নের দ্বারা পীড়িত করতে আমায়। আজও তোমার মধ্যে জেগে উঠেছে সেই ভয়ংকর কামনাটা। তোমার এ কামনা কিন্তু আমাকে পাওয়ার কামনা নয়, কারণ আমি কোনদিনই তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিনি—এ কামনা হলো আমার সুন্দর দেহটাকে বিকৃত করার কামনা।

তারপর আর একটা নতুন আর ঘৃণ্য মনোভাব দেখা গেল তোমার মধ্যে। এ মনোভাবটা এতই জটিল আর রহস্যময় যে এটা বুঝতে আমার বেশ কয়েক বছর লেগেছে। তবে তোমার কুটিল চিন্তা আর কাজগুলোকে বুঝতে বুঝতে আমিও বেশ কিছুটা চালাক হয়ে পড়েছিলাম। তুমি তোমার ছেলেদের খুব ভালবাসতে। তাদের প্রতি তোমার ভালবাসার দ্বারা আমার প্রতি তোমার বিতৃষ্ণাটাকে ঢাকার চেষ্টা করতে। তুমি আমার গর্ভাবস্থা দেখে খুশি হতে এবং তখন তোমার ঈর্ষাটা চলে যেত কিছুদিনের জন্য। তোমার চোখ দেখেই আমি তা বুঝতে পারতাম। তোমার ছেলেরা তোমার দেহের রক্ত মাংসের অংশ বলেই যে তাদের ভালবাস তা নয়, তোমার দ্বারা সৃষ্ট এক একটি সন্তান আমার সমস্ত যৌবনসৌন্দর্য আর তার সকল অহংকারের উপর তোমার নিষ্ঠুর জয়যাত্রার দীপ্ত এক একটা পদক্ষেপ বলেই তুমি তাদের ভালবাস। আমার রূপের জন্য পাঁচজনে প্রকাশ্যে যে প্রশংসা করত তা তোমার সহ্য হত না। তুমি তোমার ছেলেদের জন্য গর্ব অনুভব করো। বয় দ্য বুলোন অথবা মন্ত মরেনসিতে গাধায় চড়ানোর জন্য তুমি যখন তাদের গাড়িতে করে নিয়ে যেতে তোমার খুব ভাল লাগত। তুমি অনেকদিন তাদের দিনের বেলায় সিনেমা থিয়েটারেও নিয়ে যাও। তুমি চাও তোমাদের দেখে লোকে বলাবলি করুক পিতা হিসাবে তুমি কত ভাল।

কাউন্ট তাঁর স্ত্রীর একটা হাতের কব্জি ধরে চাপ দিলেন জোরে। তাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল কাউন্টপত্নীর। যন্ত্রণাটা কোনরকমে চেপে রাখলেন।

কাউন্ট চাপা গলায় বললেন, আমি আমার ছেলেদের ভালবাসি সত্যি কিন্তু তুমি একটু আগে যা বলেছ তা যেকোন মায়ের পক্ষে লজ্জার কথা। কিন্তু মনে রেখো তুমি

www.BanglaBook.org

আমার সম্পত্তি। আমি তোমার প্রভু। আমার খুশিমত আমি যেকোন দাবি তোমার উপর করতে পারি। আইন আমার পক্ষে।

তাঁর চাপে তাঁর স্ত্রীর আঙ্গুলগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাঁর স্বামীর কবল থেকে হাতটা মুক্ত করার জন্য একবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। চোখে জল আসছিল। যন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছিলেন তিনি।

আমার শক্তির পরিচয় পাচ্ছ? এর দ্বারা বুঝতে পারছ যে তোমার থেকে আমার গায়ে জোর বেশী। এই বলে তাঁর চাপটা কিছু আলগা করে দিলেন। তাঁর স্ত্রী তখন বললেন, আমি একজন ধার্মিক মেয়েছেলে এটা স্বীকার কর ত?

আশ্চর্য হয়ে কাউণ্ট বললেন, কেন, হ্যাঁ স্বীকার করি।

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এটা তুমি স্বীকার কর?

হ্যাঁ নিশ্চয়।

আমি যদি ধর্মীয় বেদীর কাছে শপথ করে কোন কথা বলি তাহলে তুমি তা বিশ্বাস করবে?

অবশ্যই।

তুমি আমার সঙ্গে একবার চার্চে যাবে?

কি জন্যে?

পরে বলব। যাবে?

হ্যাঁ, যদি তুমি একান্তই চাও।

কোচম্যানকে ডেকে কাউণ্টপত্নী সেণ্ট ফিলিপ দ্যু রুল গীর্জায় যাবার জন্য হুকুম দিলেন। গাড়িটা ঘুরে গীর্জার দিকে এগিয়ে গেল। পথে আর কোন কথা হলো না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। গাড়ি গীর্জার সামনে থামলে কাউণ্টপত্নী আগে নামলেন, তারপর কাউণ্ট। ভিতরে ঢুকে কাউণ্টপত্নী আগে আগে যেতে লাগলেন। দু এক পা পিছনে কাউণ্টও আসছিলেন। বেদীর কাছে রেলিং-এর ধারে গিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন কাউণ্টপত্নী। কাউণ্ট লক্ষ্য করলেন তাঁর স্ত্রীর চোখে জল। দুঃখে অভিভূত কোন নারীর মত নীরবে কাঁদতে লাগলেন তিনি। দুঃখের চাপে ও আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল তাঁর দেহটা। কান্নার বেগে ফোঁপানি আসছিল। কিন্তু কোনরকমে দাঁতে দাঁত দিয়ে সেটা চেপে রাখছিলেন।

অনেক বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে কাউণ্ট তাঁর স্ত্রীর কাঁধে একটা হাত রাখলেন। চমকে উঠলেন কাউণ্টপত্নী। তার স্বামীর মুখপানে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, কথাটা বলছি। আমি তোমাকে মোটেই আর ভয় করি না। তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশী করতে পার, ইচ্ছা করলে খুন করতেও পার। কিন্তু জেনে রেখো, তোমার সব সন্তানের মধ্যে একটি তোমার নয়। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি। আমার উপর তোমার অত্যাচার আর আমার সন্তান ধারণের দাসত্বের জন্য তোমার উপর প্রতিশোধের জন্যই আমি একাজ করেছি। আমার ভালবাসার লোক কে তা তুমি জানতে পারবে না। তুমি জগতের যেকোন লোককে সন্দেহ করতে পার কিন্তু তাকে কোনদিন খুঁজে বার করতে পারবে না। আমি শুধু তোমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করার জন্যই কোন ভালবাসা বা আবেগ ছাড়াই তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম আর তার একটি সন্তান আমি গর্ভে ধারণ করেছিলাম। কিন্তু কোন সন্তানটির জন্ম হয় তার ঔরসে তা তুমি জানতে পারবে না। আমার সাতটি সন্তান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে। এখন তুমি অনুমান করে দেখ। একথা তোমায় ভবিষ্যতে একদিন না একদিন বলতেই আমি চেয়েছিলাম কারণ এই বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা না বললে তোমার প্রতি প্রতিশোধের কোন অর্থ হয় না। কিন্তু তুমি সে কথা বলতে আজ বিকেলেই আমায় বাধ্য করলে। তাই আমায় বলতে হলো।

প্রতি মুহূর্তেই কাউন্টপত্নী ভাবছিলেন তাঁর কথা শুনতে শুনতে হয়ত হঠাৎ সেখান থেকে রেগে চলে যাবেন অথবা জোর একটা ঘুষি মেরে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেবেন তাঁর স্বামী। কিন্তু কোন সাড়া শব্দই শুনতে পেলেন না তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। অবশেষে ভয়ের আবেগে কম্পিত বুকটা নিয়ে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষমান গাড়িতে উঠলেন কাউন্টপত্নী। কোচম্যানকে বাড়ি নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। গাড়ি এগিয়ে চলল।

২

কাউন্টপত্নী বাড়ি গিয়ে তাঁর ঘর বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য মুহূর্ত গণনারত ফাঁসির আসামীর মত ডিনারের সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর স্বামী এখন কি করবেন? তিনি কি বাড়ি ফিরে এসেছেন? উদ্ধত হঠকারী ও অত্যাচারী এই মানুষটি এমন কোন হিংসার কাজ নেই যা তিনি করতে পারেন না, এখন স্ত্রীর উপর কি ধরনের প্রতিশোধ তিনি নেবেন সেইটাই দেখার বিষয়। সমস্ত বাড়িটাই চুপচাপ। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলেন কাউন্টপত্নী। একবার তাঁর নিজস্ব ঝি এসে সন্ধ্যার সময় পোশাক পরিয়ে দিয়ে চলে গেল। তারপর রাত্রি আটটার সময় চাকর এসে দরজায় ঘা দিল। কাউন্টপত্নীকে দরজা খুলে দিতে বলল, ডিনার তৈরী।

কাউন্টপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন, কাউন্ট এসে গেছেন?

হ্যাঁ, তিনি খাবার ঘরেই রয়েছেন।

কাউন্টপত্নী একবার ভাবলেন তাঁর নিজস্ব ছোট্ট রিভলবারটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কারণ কি হবে তা বলা যায় না। কিন্তু ছেলেমেয়েরা কাছে থাকবে ভেবে আর নিলেন না। শুধু শোঁকার জন্য নুনের শিশিটা নিলেন।

খাবার ঘরে ঢুকে কাউন্টপত্নী দেখলেন তাঁর স্বামী একটি চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছেন। দুজনে দুজনের প্রতি একটু ঘাড় নেড়ে বসে পড়লে ছেলেমেয়েরা বসল। তিনটি ছেলে আর তাদের গৃহশিক্ষক তাদের মার ডান দিকে বসল। তিনটি মেয়ে আর তাদের ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী তাদের মার বাঁ দিকে বসল। আর সবচেয়ে ছোট তিন মাসের শিশুটি ধাত্রীর কাছে আছে।

মেয়ে তিনটি তাদের মায়ের মতই সুন্দরী হয়েছে। পুতুলের মতই তাদের সুন্দর দেখাচ্ছিল। মেয়েদের সবচেয়ে বড়টি হলো দশ বছরের আর সবচেয়ে ছোটটি হলো তিন বছরের। ছেলেদের মধ্যে বড়টি নয় বছরের, একমাত্র তারই চুলটা কালো আর বাকি দুটি ছেলের মাথার চুলটা বাদামী রঙের। সমস্ত ছেলেমেয়েগুলিকে দেখলেই বোঝা যায় তারা প্রত্যেকেই সবল সুগঠিত ও সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে।

বাইরের কোন অতিথি না থাকলে ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মার সঙ্গে খেত আর অতিথি থাকলে তারা খাবার সময় উপস্থিত থাকত না। বুকের মধ্যে এক সংক্ষুব্ধ আবেগ নিয়ে কাউন্টপত্নী মুখটা নামিয়ে বসে রইলেন আর কাউন্ট একবার ছেলেদের দিকে আর একবার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। এক

www.BanglaBook.org

বেদনার্ত উদ্বেগের সঙ্গে এইভাবে ছেলেদের দিকে তাকাতে গিয়ে হাতের মদের গ্লাসটা একটু নড়ে উঠতেই কিছু মদ তাঁর পোশাকের উপর পড়ে গেল। এই ছোট্ট ঘটনাতেই কাউন্টপত্নী এমন বিচলিত হয়ে পড়লেন যে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। এবার সারা সন্ধ্যার মধ্যে এই প্রথম স্বামী স্ত্রী দুজনে দুজনের মুখপানে তাকালেন। দুজনের দুটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শানিত দুটি তরবারির মত এক অঘোষিত যুদ্ধের নীরব নিঃশব্দ বিরোধিতায় স্পর্শ করতে লাগল পরস্পরকে। এই ঘটনার আঘাতে দুঃখে বিষাদে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল তাঁদের দুজনেরই দেহমন। তাঁরা কেউই আর কোন যুদ্ধ চাইছিলেন না; তবু যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও পরস্পরের সেই দৃষ্টির নিশ্চিত আঘাত থেকে বাঁচাতে পারছিলেন না নিজেদের।

গৃহশিক্ষক বুঝতে পারল কোন কারণে এক অস্বস্তিকর ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। কেউ কোন কথা বলছে না। এ্যাব্বে একবার একটা আলোচনা শুরু করার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন ফল হলো না। একের পর এক বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না কারো কাছ থেকে।

কাউন্টপত্নীও একবার কথা বলে আবহাওয়াকে সহজ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মনটা তাঁর এমনই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে কোন কথা যোগাল না মুখে। ঘরের জমাট নিস্তব্ধতায় নিজের কথায় নিজেই ভয় পেতে লাগলেন। হঠাৎ একসময় তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর স্বামী বললেন, এই ঘরে তোমার ছেলে-মেয়েদের মাঝখানে বসে তুমি শপথ করে বলতে পার, তুমি আমাকে যা বলেছ তা সত্য?

যে ঘৃণার তরলতা তাঁর দেহের শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছিল সেই ঘৃণার বশবর্তী হয়েই কাউন্টপত্নী সাহসের সঙ্গে সে শপথ করতে রাজী হলেন। ডানদিকে তিনটি ছেলে ও বাঁদিকে তিনটি মেয়ের উপর দুদিকে দুটি হাত টান করে বাড়িয়ে শান্ত অকম্পিত ও দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমি আমার ছেলেমেয়েদের দিব্যি করে বলছি আমি যা বলেছি তা সত্য।

কাউন্ট আবেগের সঙ্গে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, হাতের তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর চেয়ারটা দেওয়ালের দিকে সজোরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন কাউন্টপত্নী। যেন সেই অঘোষিত যুদ্ধের প্রথম দফায় তিনি জয়ী হয়েছেন। তিনি ভীত ছেলেমেয়েদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় করো না বাছারা একটা দুঃসংবাদ শুনে তোমাদের বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। দু এক দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে উঠবেন।

কাউন্টপত্নী গৃহশিক্ষক এ্যাব্বে ও শিক্ষয়িত্রী মিস স্মিথের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। ছেলেদের আদর করতে লাগলেন। ছেলেরা মায়ের আদর পেয়ে খুশি হলো। খাওয়া হয়ে গেলে ছেলেদের সবাইকে নিয়ে বসার ঘরে গেলেন কাউন্টপত্নী। বড় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলে আর ছোটদের কিছু গল্প বলে তাদের চুম্বন করে শুতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নিজের ঘরে শুতে চলে গেলেন।

কাউন্টপত্নী জানতেন কাউন্ট ঠিক তাঁর কাছে আসবেন। তাই তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি মনে মনে সংকল্প করে ফেললেন, এখন আর তাঁর কাছে ছেলেরা নেই, সুতরাং তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবেন স্বামীর সঙ্গে তাঁর সামাজিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মর্যাদা লাভের জন্য। তাঁর দাবি তিনি ছাড়বেন না। যে ছোট রিভলবারটা তিনি সম্প্রতি কিনেছেন সেটা তিনি পকেটে লুকিয়ে রেখে দিলেন। ঘড়িতে একের পর এক করে ঘণ্টা বেজে যেতে লাগল। ক্রমে বাড়িটার সব শব্দ বিলীন হয়ে গিয়ে নৈশ স্তব্ধতা নেমে এল। দূরে রাস্তায় গাড়ির চাকার অস্পষ্ট মৃদু শব্দ ভেসে আসছিল।

মনে সাহস সংকল্প আর উপযুক্ত দৃঢ়তা নিয়ে নির্ভীকভাবে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন কাউণ্টপত্নী। তিনি ভাবলেন একদিক দিয়ে তিনি সফল হয়েছেন, এমন এক যন্ত্রণা মনে তাঁর ঢুকিয়ে দিয়েছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে যন্ত্রণায় বিব্রত হয়ে উঠবে তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত।

জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো উঁকি মারতে লাগল। তবু কাউণ্ট এলেন না। অবশেষে কাউণ্টপত্নী বুঝলেন তাঁর স্বামী আসবেন না। তাই দেখে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু বিস্ফারিত চোখে তাঁর স্বামীর আসল মতলব সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা কল্পনা করতে লাগলেন।

সকালের চা নিয়ে ঝি এসে একটা চিঠি দিল কাউণ্টপত্নীকে। চিঠিটা কাউণ্ট লিখেছেন তাঁর স্ত্রীকে। সে চিঠিতে কাউণ্ট জানিয়েছেন তিনি কিছুদিনের জন্য বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন। সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা তাঁর স্ত্রীকে সময়মত দেবার জন্য একজন উকীল নিযুক্ত করেছেন।

৩

থিয়েটারে 'রবার্ট দি ডেভিল' নামে একটা নাটক হচ্ছিল। দোকানগুলোর পেছনে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ টুপী মাথায় দিয়ে জটলা পাকাচ্ছিল। তাদের জামা ও কোটের উপর সোনার বোতাম দেখা যাচ্ছিল। বক্সের সীটে বসে থাকা মেয়েদের নানা রকমের মণিমুক্তা ও হীরের গহনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। বহু মানুষের সমবেত কলগুঞ্জনের ফলে এক সঙ্গীতের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। মঞ্চের দিকে পিছন ফিরে দুজন বন্ধু অপেরাগ্লাস চোখে দিয়ে মেয়েদের সৌন্দর্য খুঁটিয়ে দেখছিল আর সেই নিয়ে কথা বলছিল দুজনের মধ্যে। স্যালিন নামে এক বন্ধু তার সঙ্গীকে বলল, দেখ দেখ, কাউণ্টেস দ্য মাসকারেত আগেকার মত এখনো সুন্দরী রয়ে গেছেন।

আর এক বন্ধু গ্রীদিন তাদের উল্টো দিকে এক লম্বা যুবতী মেয়ের দিকে তাকাল? মেয়েটির সৌন্দর্য সত্যিই প্রশংসনীয়। তার গায়ের রংটা মার্বেলের মত সাদা। তার মাথার চুলগুলো খুব কালো আর তা হীরের ক্লীপ দিয়ে আঁটা। দেখে মনে হচ্ছিল যেন নক্ষত্রখচিত এক কালো ছায়াপথ।

গ্রীদিন মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দেখার পর কিছুটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, আগের মত সুন্দরী আছে? অবশ্য আমারও তাই মনে হলো। ওর বয়স কত?

দাঁড়াও, আমি তোমাকে সঠিক বলে দিচ্ছি। আমি তাকে ছোট থেকে জানি। ওর বয়স হবে ঠিক তিরিশ অথবা ছত্রিশ।

দূর, বাজে কথা।

আমি এবিষয়ে নিশ্চিত। আমি ঠিক বলছি।

ওকে দেখে কিন্তু পঁচিশ বছরের যুবতী বলে মনে হচ্ছে। ওর সাতটা ছেলে আছে।

www.BanglaBook.org

দূর, একথা বিশ্বাস হচ্ছে না।

তাছাড়া আরো কি জানো? ওর সব ছেলেই এখনো বেঁচে আছে এবং মা হিসাবে ও খুব ভাল। আমি মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যাই। বাড়িটাতে শান্তি বিরাজ করছে সব সময়। কাউণ্টপত্নী একই সঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্য পালন করে এক বিস্ময়কর আদর্শ সৃষ্টি করেছেন।

সত্যিই অসাধারণ মহিলা। আর ওর সম্বন্ধে কখনো কোন নিন্দার কথা শোনা যায়নি।

না, কখনো না।

কিন্তু তাঁর স্বামী? তাঁর স্বামীর বয়স হয়েছে?

হ্যাঁও বটে, নাও বটে। যা হোক কিছু একটা হয়েছে ওদের মধ্যে। বিবাহিত জীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে এমনি এক একটা ছোটখাটো নাটক নীরবে অনুষ্ঠিত হয়। যা লোকে দেখে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে কিন্তু বুঝতে পারে না।

কি বলতে চাইছ তুমি?

আমি ঠিক জানি না। কাউণ্ট মাসকারেত আগে স্বামী হিসাবে খুবই ভাল লোক ছিলেন। আগে অবশ্য তাঁর মেজাজটা ভারী কড়া ছিল। কিন্তু এখন মনে হয় কোন একটা গোপন দুঃখ ও চিন্তায় কষ্ট পাচ্ছেন। চিন্তাক্লিষ্ট হওয়ার জন্য ওঁকে আরো বুড়ো দেখাচ্ছে।

স্যালিন তখনো তার অপেরাগ্লাস নিয়ে কাউণ্টপত্নীকে লক্ষ্য করছিল। দেখতে দেখতে বলল, এটা ভাবতেই পারা যায় না যে মেয়েটি সাতটি সন্তান প্রসব করেছে।

হ্যাঁ, আর এগার বছরে হয়েছে সাতটি সন্তান। সাতটি সন্তান হওয়ার পর সন্তান হওয়া বন্ধ করে জীবনের আমোদ প্রমোদের দিকে নজর দিয়েছে। জীবনটাকে উপভোগ করার দিকে মন দিয়েছে।

সত্যিই মেয়েদের জীবন খুব দুঃখের।

কেন তুমি ও কথা বললে?

কেন বলব না? এগার বছরের মধ্যে সাতটা সন্তান প্রসব করতে হয়েছে। কী জঘন্য ব্যাপার! তার সমস্ত যৌবন, তার সমস্ত সৌন্দর্য, তার সাফল্যের আশা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন সন্তান ধারণের কাজে শোচনীয়ভাবে নিঃশেষিত হয়েছে এবং এইভাবে সে সন্তানসৃষ্টির এক প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

কি করবে তুমি? প্রকৃতির নিয়মই এই।

হ্যাঁ, কিন্তু আমার মনে হয় প্রকৃতি আমাদের শত্রু। প্রকৃতি আমাদের সব সময় বর্বরতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের অনবরত সেই প্রকৃতিদত্ত বর্বরতাকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়। পৃথিবীতে সব কিছুই সুন্দর, যা কিছু সূক্ষ্ম, যা কিছু কাব্যিক তা সব মানুষের সৃষ্টি; তাতে প্রকৃতির কিছু করার নেই; তবে মানুষের মস্তিষ্ক ও কল্পনার সৃষ্টি। কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা এই জগৎসৃষ্টি এক রহস্যময় সৌন্দর্যের অনির্বচনী মাধুর্যে সমৃদ্ধ হয়। প্রকৃতি শুধু যতসব স্থূল বস্তু সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করেছে যতসব রোগগ্রস্থ দেহের, যে দেহ দ্রুত এগিয়ে যায় বার্ধক্যের দিকে। মৃত্যুর জন্যই মানুষের সৃষ্টি। মনে হয় দুঃখবাদী কোন স্রষ্টা বর্বর হিসাবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি চান না যে মানুষ উন্নত ও মহৎ লোক। নরনারীর সম্পর্ক সূক্ষ্ম সুন্দর ও আদর্শায়িত হোক। কিন্তু মানুষ

www.BanglaBook.org

আবিষ্কার করেছে প্রেমের। আর সেই প্রেমকে এমন কবিকল্পনার দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলে যা দেখে মেয়েরা তাদের স্থূল ভোগবাসনার কথা অনেকখানি ভুলে যায়। আমাদের কেউ কেউ এই সব প্রেম ও কবিকল্পনাকে স্বীকার করতে চায় না। তবু বিভিন্ন যুক্তিতর্কের সাহায্যে এর বিরোধিতা করতে গিয়েও এক সূক্ষ্ম শিল্পরসের সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ একজোড়া পশুর মত প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত হয়ে সন্তান সৃষ্টি করে চলে। একবার তাকিয়ে দেখ, কত সুন্দর এই নারী। এটা ভাবতেও খারাপ লাগে যে এই সুন্দর নারীও তার জীবনের অমূল্য এগারটা বছর শুধু সন্তান-ধারণ করে ক্ষয় করেছে।

গ্রাঁদিন হাসিমুখে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু তোমার কথা লোকে বুঝবে না।

স্যালিন বলল, ঈশ্বর সম্পর্কে আমার ধারণাটা কি তা বুঝলে? ঈশ্বর বলতে আমি এক রহস্যময় সৃষ্টি বড় যন্ত্রণা যা সমুদ্রে মাছ ছড়ানোর মত সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে লক্ষ লক্ষ বস্তু সৃষ্টি করে চলেছে। প্রাণহীন চেতনাহীন এই সৃষ্টিযন্ত্র অজ্ঞাতসারেই সৃষ্টির কাজ করে চলে। এই সৃষ্টির মাঝে মানুষের মনই হচ্ছে একমাত্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই মন বড় ক্ষণস্থায়ী বস্তু, জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যায়, আবার জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীতে বারবার যাওয়া আসা করে, নূতন নূতন সম্পর্ক গড়ে তোলে। আমাদের মধ্যে যারা যত বেশী সভ্য এবং তীক্ষ্ম চেতনা-সম্পন্ন তারা তত বেশী যুক্তিবাদী হয়, তারা ঈশ্বর বা নিয়তির অন্ধ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলে।

গ্রাঁদিন আগ্রহের সঙ্গে তার কল্পনাপ্রবণ বন্ধুর এই সব কথা শুনে যাচ্ছিল। অবশেষে বলল, তুমি তাহলে বিশ্বাস কর যে মানুষের মন বা চিন্তা অন্ধ অতি-প্রাকৃত শক্তি হতে উদ্ভূত এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

৪

থিয়েটার থেকে নাটক দেখে কাউণ্ট আর তাঁর স্ত্রী গাড়িতে করে সোজা বাড়ি ফিরলেন। গাড়িতে দুজনে পাশাপাশি বসেছিলেন। কিন্তু কেউ একটা কথাও বলেননি কাউকে। সহসা কাউণ্টই প্রথমে কথা বললেন, গ্যাব্রিয়েল।

কি চাও?

ব্যাপারটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?

কি?

ছয় বছর ধরে তুমি আমাকে এক নারকীয় যন্ত্রণার দ্বারা পীড়িত করছ।

আমি তার কি করতে পারি?

তুমি কি আমাকে বলবে না কোন ছেলেটি?

কখনই না।

তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি আমার ছেলেদের পানে তাকাতে পারছি না। সংশয় আর অনিশ্চয়তার এক তীব্র বেদনায় আমার অন্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বল ওদের মধ্যে কে? আমি শপথ করে বলছি আমি কোনরূপে প্রতিশোধ নেব না আর অন্যান্য ছেলেদের থেকে তার প্রতি কোন অসদাচরণ করব না।

সে গোপন কথা ফাঁস করার কোন অধিকার আমার নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুমি দেখতে পাচ্ছ না এই ধরনের অবস্থা আর আমি সহ্য করতে পারছি না? একই প্রশ্ন আর একই চিন্তার দ্বারা দিনরাত আমি জর্জরিত হচ্ছি। তাদের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র সংশয় আচ্ছন্ন করে ফেলছে আমার মনকে।

কাউণ্টপত্নী বললেন, তাহলে ব্যাপারটা তোমায় ভাবিয়ে তুলেছে?

ভয়ংকরভাবে। তা না হলে তোমার কাছ থেকে কখনো এত কষ্ট পেতাম? আমার ছেলেদের মধ্যে এমন একজন আছে যে আমার না, যে আমাদের দাম্পত্য ভালবাসাটাকে একেবারে তিক্ত করে তুলেছে একথা ভাবতে আরো খারাপ লাগে।

তাহলে এ ব্যাপারে তুমি খুবই মনোকষ্ট পেয়েছ?

চাপা গলায় কাউণ্ট বললেন, খুবই ব্যথা পেয়েছি।

আমি তোমাকে দিনের পর দিন বলে আসছি, আমি অত্যন্ত মনোকষ্ট সহ্য করছি। আমি যদি ছেলেদের ভাল না বাসতাম তাহলে কি ফিরে এসে তোমার সঙ্গে ছেলেদের নিয়ে এক বাড়িতে বাস করতাম? হায়! তুমি আমাকে যথেষ্ট ঘৃণা করেছ। তুমি ভালই জান, ছেলেদের জন্য আমার মনে একটা দুর্বল জায়গা আছে। তুমি জান আমি হচ্ছি সেই আদিম পিতৃনির্ভর মানব সমাজের পিতা এবং স্বামী; আমি শুধু প্রকৃতিদত্ত সহজাত প্রবৃত্তির বশে চলি। তুমি অন্য জাতের অন্য ধরনের মেয়ে। তোমার প্রবৃত্তি আর প্রয়োজন আমার সঙ্গে খাপ খায় না। তুমি আমাকে উন্মাদের মত ঈর্ষান্বিত করে তুলেছ। তুমি আমাকে যা বলেছ তা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। কিন্তু সেইদিন থেকে তোমার প্রতি আমার আর কোন কামনা জাগেনি। আমি তোমাকে হত্যা করিনি কারণ তাহলে আমি আর কোনদিন জানতে পারব না ছেলেদের মধ্যে কোনটি আমার না। আমি যা সহ্য করতে পারি তার থেকে অনেক বেশী সহ্য করেছি। একমাত্র বড় দুটি ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কোন ছেলেমেয়েকেই আমি সাহস করে ভালবাসতে পারি না। আমি তাদের দিকে তাকাতে পারি না। কোলে নিতে পারি না, চুমো খেতে পারি না, কারণ তা করতে গেলেই প্রশ্ন আসে মনে। ছয় বছর আমি তোমার সঙ্গে যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে ব্যবহার করেছি। তোমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দান করেছি। এবার সত্য কথা বল। আমি শপথ করে বলছি, একথা বলার জন্য কারো কোন ক্ষতি হবে না।

গাড়ির ভিতরটা তখন অন্ধকার হয়ে উঠেছে। কাউণ্ট তবু অনুভব করলেন তাঁর স্ত্রী বিচলিত হয়ে পড়েছে তাঁর কথায়, এবং কথা বলতে যাচ্ছে। তিনি আবার বললেন, বলো আমি অনুনয় বিনয় করছি।

তুমি হয়ত ভাবতে পারবে না, আমি অন্যায় করেছি একথা বলে। কিন্তু বিশ্বাস করো ক্রমাগত সন্তান ধারণের সেই ভয়াবহ অভিশাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য আমি একথা না বলে পারিনি। আমি ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা বলেছি, ছেলেদের স্পর্শ করেও মিথ্যা কথা বলেছি। আসলে আমি কখনই তোমাকে ঠকাইনি।

অন্ধকারের মধ্যে স্ত্রীর একটি হাত ধরে সেদিনকার মত চাপ দিতে লাগলেন কাউণ্ট। বললেন, একথা সত্যি?

সত্যি।

সেই পুরনো মনোবেদনা থেকে মুক্ত হয়েও কাউণ্ট বললেন, কিন্তু এখন থেকে আমার মনে দেখা দেবে নতুন সংশয়। কখন তুমি আমায় মিথ্যা বলেছিলে?—এখন না তখন? কেমন করে আমি তোমায় বিশ্বাস করব? এই ধরনের স্বীকারোক্তি

www.BanglaBook.org

করার পর কেউ কখনো কোন মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারে? এর থেকে তুমি যদি বলতে এই ছেলেটি অথবা ঐ ছেলেটি তাহলে ভাল হত।

গাড়িটা বাড়ির উঠোনে ঢুকে গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়াল। কাউন্ট আগে গাড়ি থেকে নেমে আগের মত হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে ধরে নামিয়ে দিলেন। বাড়িতে ঢুকে কাউন্ট স্ত্রীকে বললেন, আমি কি আরো কিছুক্ষণের জন্য কথাটা বলতে পারি?

হ্যাঁ নিশ্চয়।

ওরা একটা ছোট বসার ঘরে ঢুকল। চাকরকে বাতি জ্বালাতে বলা হলো। ঘরেতে দুজনে বসলে কাউন্ট কথাটা তুললেন, কেমন করে সত্যকে জানতে পারব? ছয় বছর ধরে কতবার তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি আসল কথাটা জানবার জন্য। কিন্তু কোন কথা না বলে অনমনীয় ও নির্মমভাবে তুমি নীরব থেকেছ। এতদিন কিছু না বলে আজ হঠাৎ আমার উপর দয়াবশতঃ বলছ তুমি মিথ্যা কথা বলেছ।

কণ্ঠে যথাসম্ভব নিষ্ঠা আর বিশ্বাসের নিবিড়তা ঢেলে কাউন্টপত্নী বললেন, এ মিথ্যা না বললে এই ক'বছরের মধ্যে আমার আরো চারটি সন্তান হত।

তুমি মা হয়ে একথা বলছ!

যে সব সন্তান আজো জন্মায়নি আমার গর্ভে আমি ত আর তাদের মা নই। যে সব সন্তান আমার রয়েছে তাদের মা হওয়া বা তাদের ভালবাসতে পারাটাই যথেষ্ট আমার পক্ষে। মেয়েরাও সভ্য জীব। সন্তান সৃষ্টিই তাদের একমাত্র কাজ নয়। একথা আমরা মানি না।

কাউন্টপত্নী উঠে দাঁড়াতেই কাউন্ট তাঁর হাত ধরে ফেললেন। বললেন, একটা কথা, একটা শেষ কথা গ্যাব্রিয়েল, আমাকে সত্যি কথা বল।

আমি ত তোমায় সত্যি কথা বলেছি, আমি তোমার সঙ্গে কখনো প্রতারণা করিনি।

কাউন্ট একবার তাঁর স্ত্রীর সুন্দর মুখের দিকে আর শীতের ধূসর আকাশের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন। আবার একবার হীরকখচিত রাত্রির আকাশের মত কালো চুলগুলোর পানে তাকালেন। সহসা কাউন্ট বুঝতে পারলেন, তাঁর সামনে এই পরম সৌন্দর্যের গৌরবে উজ্জ্বল যে রমণীটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সে একজন সাধারণ নারী নয়, মায়াময় যে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের এক অতিসূক্ষ্ম কামনায় মাঝে মাঝে অনুরণিত হয়ে ওঠে আমাদের মন, এ রমণী হচ্ছে সেই সৌন্দর্যেরই মূর্ত প্রতীক। এ নারীর রূপসৌন্দর্য প্রকৃতিদত্ত আদিম যত সব স্থূল কামনা থেকে সরিয়ে আনে আমাদের মনকে। এমন অনেক নারী আছে যাদের সৌন্দর্য আমাদের মনে শুধু স্বপ্ন জাগায়, যারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনাই জাগায় না, আধ্যাত্মিক কামনাও জাগায়।

এই আকস্মিক ও রহস্যময় উপলব্ধির ফলে বিহ্বল হয়ে কাউন্ট তাঁর স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি, আমার মনে হচ্ছে তুমি এখনই সত্য কথা বলেছ। আমার বরাবরই ধারণা ছিল তুমি আমাকে সেদিন মিথ্যা কথা বলেছ।

তাহলে আমরা এবার পরস্পরের বন্ধু হলাম। এই বলে স্বামীর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন কাউন্টপত্নী। আর কাউন্ট সেই হাতটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিলেন।

কাউন্ট বললেন, হ্যাঁ, আমরা বন্ধু। ধন্যবাদ গ্যাব্রিয়েল।

স্ত্রীর দিকে আর একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কাউন্ট। আশ্চর্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন আগেকার মত তেমনিই সুন্দরী রয়ে গেছে তাঁর স্ত্রী। এবং আজ তাকে দেখে অদ্ভুত এক কামনার আবেগ জাগল তাঁর মনে। যে কামনা আগেকার সেই আদিম কামনাটার থেকে আরো বর্বর ও আরো বলিষ্ঠ, এবং যা তাঁর মনের সমস্ত শান্তি ও ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিতে চাইল।

ম্যাদমজেল ফিফি

প্রুশীয় সেনাপতি মেজর কাউণ্ট ভন ফলসবার্গ তাঁর চিঠি দেখছিলেন। একটা বড় আর্ম চেয়ারের মধ্যে গা ডুবিয়ে বসেছিলেন তিনি। শ্যাটো দুভিল দখল করার পর থেকে আজ তিন মাস তিনি এইখানে এই আর্ম চেয়ারটিতে বসে আসছেন। পা রাখবার মার্বেল পাথরের জায়গাটায় পা রাখতে রাখতে দুটো দাগ হয়ে গেছে এবং সেই দাগ দুটো দিনে দিনে ক্রমশ গভীর হচ্ছে। তাঁর সামনে একটা ছোট টেবিলের উপর রাখা এক কাপ কফি থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছিল। মদের দাগ আর চুরুটের টুকরোতে গোটা টেবিলটা ভর্তি। আবার পেন্সিল কাটার সময় এই বিজয়ী বীর সেনাপতি মাঝে মাঝে ছুরি দিয়ে সেই টেবিলের কাঠটা কেটে কেটে নানারকম ছবি আঁকেন।

চিঠি দেখা শেষ হলে জার্মান সংবাদপত্রগুলো একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন মেজর ভন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে আগুনে দু তিনটে কাঠের টুকরো ফেলে দিলেন। এইভাবে নিজেদের ঘরগুলোকে গরম রাখার জন্য বনের গাছগুলোকে কেটে কেটে ফাঁক করে দিয়েছেন। জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন ভন। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন পাগল লোক হাতে করে জলের ধারাগুলোকে আকাশ থেকে ঢেলে দিচ্ছে পৃথিবীতে।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের প্লাবিত উঠোন আর কূল ছাপিয়ে ওঠা আন্দেল নদীটার দিকে তাকিয়ে রইলেন ভন। জানালার কাঁচের উপর একটা নাচের বাজনা বাজাতে বাজাতে হঠাৎ কার দিকে পিছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন ব্যারণ ভন হেলওয়েঙ্গস্টেন।

মেজরের চেহারটা বেশ লম্বা চওড়া। কাঁধ আর বুকের ছাতি দুটোই চওড়া। মুখে লম্বা দাড়ি। দাড়িটা ময়ূরের পেখমের মত বুকের উপর ছাড়িয়ে আছে। তাঁর চোখগুলো নীল। গালে একটা কাটা দাগ আছে, অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে ও জায়গাটা কেটে যায়। শুধু একজন বীর সাহসী অফিসার না, ভালমানুষ হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে।

তাঁর অধীনস্থ সহকারী ক্যাপ্টেন কিন্তু বেঁটে ধরনের. মুখখানা লাল, পেটটা মোটা তার উপর ফিতেটা আঁট করে বাঁধা। তার মাথার চুলগুলোও লাল, মুখটা কামানো। অতীতে কোন এক বিপজ্জনক রাত্রিতে অন্ধকারে তার দুটো দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য কথা বলার সময় তার থুথু পড়ে আর কথাগুলো ভাল বোঝা যায় না আর গলার স্বরটাও ভারী হয়ে উঠেছে। মাথার উপরে একটা টাক আছে, টাকটার চারদিকে সোনালী পশমের মত কোঁকড়ান চুল চকচক করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেজর করমর্দন করলেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। তারপর কফির কাপটা তুলে নিয়ে খেতে লাগলেন। এই নিয়ে সকাল থেকে ছয়বার কফি খাওয়া হলো তাঁর। ক্যাপ্টেন তার দৈনন্দিন কার্যবিবরণী পাঠ করতে লাগল। তারপর তাঁরা দুজনেই জানালার কাছে গিয়ে বলল, দিনটা বড় খারাপ। মেজর লোকটি শান্তিপ্রিয় এবং সহিষ্ণু; বাড়িতে তাঁর স্ত্রী আছে এবং এই সামরিক জীবনে তিনি খাপ খাইয়ে নিয়েছেন নিজেকে। ক্যাপ্টেন লোকটি কিন্তু আমোদপ্রিয় এবং নারীলোলুপ। তাই নিত্য নতুন জারজ ভোগবাসনার উপকরণ খুঁজে বেড়ায়; নারীসঙ্গবিহীন এই তিন মাসের বাধ্যতামূলক বৈরাগ্যজীবনের বন্দীদশায় নিজেকে কোনমতে মানিয়ে নিতে পারেনি সে।

দরজায় কে করাঘাত করল।

একজন চাকর এসে খবর দিল লাঞ্চ প্রস্তুত। খাবার ঘরে আরো তিনজন নিম্ন-পদস্থ অফিসার অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। এরা হলো লেফটন্যাণ্ট অটো ভন গ্রসলিং, লেফটন্যাণ্ট ফ্রিৎস শিকউনবর্গ আর মার্কুই উইলহেম ভন আইরিক। এদের মধ্যে ভন আইরিক লোকটি ভীষণ অহংকারী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বিজিতরা তাকে যমের মত ভয় করত।

ফ্রান্সে সে আসার পর থেকে তার সহকর্মী অন্যান্য অফিসারেরা তাকে ম্যাদমজেল ফিফি এই ছদ্মনামে ডাকতে থাকে। তার পোশাকে চাকচিক্য, তার ছিপছিপে চেহারা, তার নীরস মলিন মুখ আর মানুষের প্রতি অহেতুক অবিরাম ঘৃণার জন্য তার সহকর্মীরা তাকে এই নামে ডাকত।

শ্যাটো দুর্ভিলের লম্বা ডাইনিং রুমটা এক রাজকীয় ঐশ্বর্যের পরিচয় বহন করে চলেছে আজও। কিন্তু সাম্প্রতিক যুদ্ধের ধ্বংসকার্যের অসংখ্য সুপরিস্ফুট চিহ্নে সে ঐশ্বর্য ম্লান হয়ে গেছে। দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় বড় আয়নাগুলোতে বুলেটের ক্ষত লেগে আছে। ম্যাদমজেল ফিফি তার অবসর সময় সেগুলো আরও ক্ষত করে দিয়েছে।

সারা ঘরখানায় থমথমে বিষাদগর্ভ ভাব। নীরবে লাঞ্চ খাওয়া শেষ করে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খেয়ে যেতে লাগল তারা। কর্মহীন অলস মানুষের মত অহেতুক প্রচুর মদ খেয়ে ঝিমোতে লাগল। একটানা একঘেঁয়ে এই কর্মহীন জীবনে এইভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকাটা তাদের সকলেরই খুব খারাপ লাগছিল।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন ব্যারণ ভন কেনয়েঙ্গস্টেন প্রবল বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠল, হা ভগবান! এভাবে আর চলতে পারে না। একটা কিছু করার কথা আমাদের ভাবতে হবে।

লেফটন্যাণ্ট অটো আর লেফটন্যাণ্ট ফ্রিৎস দুজনেই জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু সেটা কি স্যার?

কিছুক্ষণ ভেবে ব্যারণ বলল, কেন, মেজরের অনুমতি নিয়ে আমরা একটা পার্টির ব্যবস্থা করব।

মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, কি ধরনের পার্টি?

চেয়ারটা মেজরের কাছে সরিয়ে এনে ব্যারণ বলল, আমি সব ব্যবস্থা করব স্যার। আমি একজন পুরনো বিশ্বাসী লোককে রুয়েনে পাঠাব কিছু মেয়ে আনার জন্য। ভাল জায়গা আমার জানা আছে। পার্টিটা হবে রাত্রিতে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও সব তৈরী। একটা আনন্দোচ্ছল সন্ধ্যে শুধু আমরা কাটাতে চাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেজর কাউণ্ট ফলসবার্গ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

তখন অন্যান্য সব অফিসাররা মেজরকে ঘিরে ধরে বলতে লাগল, 'না' বলবেন না স্যার, এখানে বড় একঘেঁয়ে লাগছে।

অবশেষে মত দিলেন মেজর। পুরনো সেই বিশ্বাসী লোকটিকে ডাকা হলো। লোকটি বহুদিন একাজ করছে। সে হাসিখুশি কাকে বলে জানে না। বিনা প্রতিবাদে অকুণ্ঠভাবে সে শুধু তার উপরওয়ালার হুকুম তামিল করে যায় আশ্চর্য আনুগত্যের সঙ্গে।

লোকটি এসে ব্যারণের কাছ থেকে যাবতীয় নির্দেশ শুনে নিয়ে পোশাক পরে ঘোড়ার গাড়িতে করে সেই বৃষ্টির মাঝেই বেরিয়ে গেল।

এক নিবিড় মানসিক ক্লান্তি আর অবসাদের গভীরে ডুবে থাকা অফিসারদের মধ্যে সহসা এক আনন্দের উত্তেজনা জেগে উঠল। সকলেই আবেগে নড়াচড়া করে কথা-বার্তা বলাবলি করতে লাগল। মাদমজেল ফিফি ইতস্ততঃ পায়চারি করতে করতে ধ্বংস করার কিছু না পেয়ে দেওয়ালে টাঙ্গানো একটি মহিলার ছবিকে লক্ষ্য করে রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ল। মহিলাটির দুটো চোখ বিদ্ধ করে বলল, এবার আমি নিজে একজন জীবন্ত মহিলাকে ভোগ করব।

ফিফির এই কথায় সকলেই চুপ করে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল তাকে। ঘরের আসবাবপত্রের কিছু না কিছু ধ্বংস করাটা এক মজার ও সখের ব্যাপার ফিফির। এই বাড়ির মালিক কাউণ্ট ফারন্যান্দ দানয় দুভিলকে খুব তাড়াতাড়ি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়। যাবার সময় কোন দামী জিনিস কিছু নিয়ে যেতে বা লুকিয়ে রেখে যেতে পারেননি। একমাত্র কিছু রুপো দেওয়ালের গর্তের মাঝে লুকোন আছে। ফারন্যান্দ দুভিল শুধু ধনশালী নন, তিনি রুচিবানও বটেন। নানারকমের বড় বড় দামী ছবি আর আসবাবপত্রে এ প্রাসাদের প্রতিটি ঘর সাজানো। এখানকার এই সব দামী আসবাবপত্র সব চুরি হয়ে যেত, কিন্তু একমাত্র মেজরের জন্যই তা হয়নি। তবে ফিফি মাঝে মাঝে সেগুলিকে একটি একটি করে ধ্বংস করে কিছু আনন্দ দেয় অন্যান্য অফিসারদের।

ম্যাদমজেল ফিফির আর একটা সখের কাজ মজার কাজ হলো ঘরে ঘরে মাইন পেতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কিছু কিছু ধ্বংস করা।

এবার ফিফি ড্রইং রুমে গিয়ে একটা মাইন পেতে রেখে ডাইনিং রুমে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সুইচ টিপে দিল। এক শিশুসুলভ কৌতূহলের সঙ্গে অফি-সাররা মজা দেখছিল। হঠাৎ ভারী শব্দে কেঁপে উঠল গোটা বাড়িটা। ফিফি নিজে ও অন্যান্য অফিসাররা ছুটে গিয়ে ড্রইং রুমে দেখল ভেনাসের একটা টেরাকোটা মূর্তির মাথাটা উড়ে গেছে। এইভাবে নীরোনদৃশ এই নিষ্ঠুর মানুষটির ধ্বংসাত্মক খেয়ালে এ বাড়ির অনেক দামী শিল্পকর্ম চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে এখানে সেখানে।

বারুদ আর তামাকের গন্ধে ভারী হয়ে ছিল ঘরের বাতাসটা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মেজর উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিলেন। সামনে লম্বা লম্বা গাছ-গুলো ঝড়ে নুয়ে পড়ছে। ভারী হয়ে নেমে আসা কালো মেঘ থেকে সমানে বৃষ্টি ঝরে পড়ছিল তখনো। বৃষ্টিধারার ফাঁক দিয়ে কুয়াশাঘেরা উপত্যকা দেখা যাচ্ছিল। দূরে গীর্জার চূড়ায় ঘণ্টা দেখা যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ অঞ্চল জার্মানদের অধিকারে আসার পর থেকে ও গীর্জার ঘণ্টা বাজেনি।

এই প্রুশীয় অফিসারদের আক্রমণের কেউ প্রতিরোধ করেনি, ওদের জয়ের পথে কেউ বাধা দেয়নি। এখানকার ধর্মযাজকও প্রুশীয় অফিসারদের অভ্যর্থনা করেছে নিজের মুখে, সেনাপতির সঙ্গে দুই-একপাত্র মদও খেয়েছে। কিন্তু সেই থেকে গীর্জার ঘণ্টা সে বাজায়নি। শান্তিকামী ধর্মীয় লোক হিসাবে সামনাসামনি শত্রুদের কোন সক্রিয় বাধা না দিলেও গীর্জায় ঘণ্টা না বাজিয়ে এই নীরব প্রতিবাদের মাধ্যমে দেশাত্মবোধক বীরত্বের এক আশ্চর্য পরাকাষ্ঠা তুলে ধরেছেন তিনি আশপাশের দশ মাইলব্যাপী গ্রাম্য লোকদের সামনে। গ্রামবাসীরা তাদের কোন ক্ষতি না করায় তাদের এই নীরব প্রতিবাদটুকু সহজভাবে মেনে নিয়েছিল প্রুশীয় অফিসারেরা।

একমাত্র মার্কুই উইলহেম ওরফে ম্যাদমজেল ফিফি গীর্জার ঘণ্টা বাজানোর জন্য বাধ্য করতে চাইত যাযককে। তার উর্ধ্বতন অফিসার যাযককে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য ফিফি দিনে দিনে ক্রমশ রেগে যাচ্ছিল। সে প্রায়ই মেজরের কাছে একটা হুকুমনামার জন্য অনুনয় বিনয় করল। পোষা বিড়াল ও সোহাগপ্রিয় নারীর মত কত আবেদন নিবেদন করত ফিফি। কিন্তু মেজর তাতে রাজী হননি।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। অবশেষে ফিৎস হেসে বলল, এই আবহাওয়ার মধ্যে মেয়েদের আসতে খুব কষ্ট হবে।

সকলেই আপন আপন কাজে চলে গেল। একমাত্র ক্যাপ্টেনই পার্টির জন্য ব্যবস্থা করতে লাগল। সন্ধ্যার দিকে তারা আবার এক জায়গায় জড়ো হলো। পরস্পরকে দেখে তারা হাসাহাসি করতে লাগল। তারা সবাই এমনভাবে সাজগোজ করেছে যে তাদের দেখে হাসি পাচ্ছে পরস্পরের। মেজরের মাথার চুল কম সাদা দেখাচ্ছে সকলের থেকে। ক্যাপ্টেন দাড়ি কামিয়ে মুখটাকে চকচকে করে তুলেছে। প্রত্যেকেই গন্ধদ্রব্য মেখেছে। সকলেই সাজগোজ করে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টি সত্ত্বেও জানালাটা খুলে রেখেছিল তারা।

ছটা বেজে দশ মিনিট হলে ক্যাপ্টেন বলল, গাড়ির চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারা সকলে সদর দরজার কাছে গেল। দেখল ঘোড়ার গাড়িটা কাদাজলের ভিতর দিয়ে অবশেষে বাড়িটার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

পাঁচজন সুন্দরী মেয়ে নামল গাড়ি থেকে। তাদের মোটা টাকা দিয়ে ভালভাবে বাছাই করা হয়েছে। এরা টাকা পেলেই খুশি, দেশী বিদেশী বাছবিছার নেই। তাছাড়া এরা আগেও অনেক প্রুশীয় অফিসারদের মন ভরিয়েছে, অঙ্কশায়িনী হয়েছে।

মেয়েদের সকলকে খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আলো জ্বলছিল, কিন্তু ঘরখানাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন পান্থশালায় একদল দস্যু লুণ্ঠিত পাত্রে খেতে বসেছে লুণ্ঠনের পর।

ক্যাপ্টেন নিজে সব মেয়েদের ভার নিল। সে যেন সবার কর্তা। কাউকে চুম্বন করে, কারো সুগন্ধি পোশাকের গন্ধ শুঁকে, কাউকে চোখ দিয়ে পরখ করে সকলের উপর সে তার কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল। ছোট অফিসারদের এক একজন অধৈর্য হয়ে এক একজন মেয়েকে টানাটানি করছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন কাউকে কোন মেয়ের গায়ে হাত দিতে দেবে না, কাউকে তার ইচ্ছামত কোন মেয়েকে নিতে দেবে না। ক্যাপ্টেন বলল, সে পদমর্যাদা ও বয়স অনুসারে অফিসারদের মধ্যে ভাগ করে দেবে মেয়েদের। সেক্ষেত্রে কোন যুক্তিতর্ক চলবে না।

www.BanglaBook.org

পাঁচজন মেয়েকে সার করে দাঁড় করিয়ে দিল ক্যাপ্টেন। মাথার উচ্চতা অনুসারে বড় থেকে ছোটকে সাজিয়ে দিল। সবচেয়ে যে লম্বা তাকে সম্বোধন করে ক্যাপ্টেন বলল, তোমার নাম?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকসুলভ কণ্ঠে উত্তর করল, পামেলা।

এক নম্বর মেয়ে পামেলা মেজরকে দেওয়া হলো।

উচ্চতার দিক থেকে ব্লঁদিন নামে তার পরের মেয়েটিকে নিজে গ্রহণ করে চুম্বন করল ক্যাপ্টেন। তার উপর অধিকার জানাল। তারপর এইভাবে আমান্দাকে দেওয়া হলো লেফটন্যান্ট অটোকে, এইভাবে দেওয়া হলো ফ্রিৎসকে আর র‍্যাশেল নামে সবচেয়ে তরুণী দুটি ইহুদী মেয়েকে দেওয়া হলো ফিফি বা ছোকরা অফিসার ভন আইরিককে। মেয়েগুলি সবাই ছিল সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। একই শ্রেণীভুক্ত এবং একই কাজে অভ্যস্ত।

তিনজন জুনিয়ার অফিসার তখনি মেয়েদের নিয়ে আপন আপন ঘরে যেতে চাইছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন ডিনারের আগে কাউকে ঘরে যেতে দেবে না। এবিষয়ে তার অভিজ্ঞতা প্রচুর। এখনি যে যার মেয়ে নিয়ে ভোগ করলে ডিনার খেতে এসে তারা অন্যের মেয়ের দিকে নজর দেবে, তাদের নিজেদের মেয়ের প্রতি আগ্রহ কমে যাবে। সকলেই ক্যাপ্টেনের এ যুক্তি মেনে নিল।

আপাতত: শুধু চুম্বনের মধ্যেই সন্তুষ্ট রইল তারা। র‍্যাশেলকে চুম্বন করতে গিয়ে ফিফি একমুখ ধোঁয়া ভরে দিয়েছিল তার মুখে। তাই তার চোখে জল এসেছিল। তবু সে কোন শক্ত কথা বলেনি ফিফিকে।

সবাই খেতে বসলো। অটো আর ফ্রিৎস একটু লাজুক প্রকৃতির। তারা মেয়েদের সামনে বেশী কথা বলে না। একমাত্র ক্যাপ্টেনই খাওয়ার সময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী ভাষায় নানা রকমের কথা বলে ঠাট্টা তামাশা করে আসর জমিয়ে রাখল। তার ফোকলা দাঁতের সব কথা বুঝতে পারছিল না মেয়েরা, তবু দু একটা স্থূল রসিকতার কথা তারা বুঝতে পেরে হাসছিল। মেয়েরা কয়েক বোতল মদ খেয়ে নিল। মদের নেশা হয়ে গেলে তারা যা করে তাই করতে লাগল। বাঁ দিকে ডান দিকে যাকে পেল তাকেই চুম্বন করতে লাগল। এ ওর গায়ে চিমটি কাটতে লাগল। কখনো একটা কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল অথবা কখনো শত্রুসৈনিকদের কাছ থেকে শেখা একটা জার্মান গান গাইতে লাগল।

হাতের কাছে মেয়ে পেয়ে অফিসাররাও সব উন্মত্ত হয়ে উঠল। নেশার ঘোরে প্লেট ভাঙতে শুরু করল। একমাত্র মেজরই আত্মসংযমের সঙ্গে স্থির হয়ে বসে রইলেন।

ম্যাদমজেল ফিফি তার কোলের উপর র‍্যাশেলকে বসিয়ে কখনো তার ঘাড়ে, কখনো তার মুখে চুম্বন করতে লাগল। কখনো বা তার স্বাভাবিক হিংস্রতার বশে তার গালে ও ঠোঁটে এমনভাবে কামড় দিতে লাগল যে রক্ত বেরিয়ে গেল। র‍্যাশেল নীরবে স্থির দৃষ্টিতে তার মুখপানে তাকিয়ে শুধু বলল, এর প্রতিফল তোমায় একদিন পেতে হবে।

ফিফি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, ও, এর প্রতিফল আমি পাব।

শ্যাম্পেন আর টোষ্ট এল। মেয়েরা নেশার ঘোরে বসে থাকতে পারছিল না। অফিসারদের যেকোন কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। ক্যাপ্টেন মদের গ্লাসটা তুলে

www.BanglaBook.org

ধরে বলল, ফ্রান্সের উপর আমাদের বিজয়গৌরবের চিহ্নস্বরূপ এই মদ আমরা পান করছি।

র‍্যাশেল ফিফির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি জানি এমন কিছু ফরাসী আছে যাদের সামনে একথা বলার তোমরা সাহস পাবে না।

ফিফি হাসতে লাগল।

র‍্যাশেল তার মুখের উপর রেগে বলল, নোংরা মিথ্যাবাদী।

ফিফি তার পানে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, বাঃ বাঃ বেশ সুন্দরী। কিন্তু ভেবে দেখ ফরাসীদের যদি এক আউন্স সাহসও থাকত তাহলে কি আমরা এখানে থাকতে পারতাম? এখন আমরা তাদের প্রভু। ফ্রান্স এখন আমাদের।

ফিফির কোল থেকে নেমে চেয়ারে বসল র‍্যাশেল। ফিফি মদের গ্লাসটা কিছুটা তুলে আবার বলল, ফ্রান্স আমাদের। তার বন, মাঠ, ঘরবাড়ি সব আমাদের।

অসভ্য বর্বর এক সাময়িক উচ্ছ্বাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠল অন্য সকলেও। সকলেই আপন আপন মদের গ্লাস ধরে চীৎকার করে উঠল, 'প্রুশীয়রা দীর্ঘজীবি হোক।' এই বলে তারা এক চুমুকে সব মদ খেয়ে ফেলল।

মেয়েরা ভয়ে কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। তারা সবাই চুপচাপ বসে রইল। এমন কি র‍্যাশেলও আর অশান্তি করল না এ নিয়ে। ফিফি র‍্যাশেলের মাথার উপর তার মদের গ্লাসটা ধরে বলল, ফ্রান্সের সব মেয়েই আমাদের।

এই কথায় র‍্যাশেল অস্বস্তির সঙ্গে উঠে পড়তেই মদের গ্লাসটা পড়ে গেল। গ্লাসটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তার ঠোঁটদুটো কাঁপছিল, অথচ কোন কথা বলতে পারছিল না। তবু সে সাহসের সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ফিফির দিকে। ফিফি হাসছিল। র‍্যাশেল তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল, না, একথা সত্য না, কিছুতেই সত্য না, তোমরা কখনই ফ্রান্সের সব মেয়েকে লাভ করতে পারবে না।

ফিফি হাসতে হাসতে বলল, ওর কথাগুলো মজার না? তাহলে তুমি এবার কি করবে সুন্দরী?

প্রথমটায় ফিফির কথাটা বুঝতে পারেনি র‍্যাশেল। পরে বুঝতে পেরে দুঃখমিশ্রিত রাগের সঙ্গে বলল, আমি কি করব? কি আর করব, আমি ত সত্যকারের নারী নই, আমি একজন বেশ্যা আর প্রুশীয় সৈনিকদের ভাগ্যে এই বেশ্যাই জুটবে। তারা সত্যিকারের ফরাসী নারীকে কোনদিন হাত করতে পারবে না।

তার কথা শেষ হতে না হতেই তার কান দুটো জোরে মলে দিল ফিফি। ফিফি আবার হাত তুলছিল, কিন্তু র‍্যাশেল হঠাৎ রাগের মাথায় টেবিলের উপর থেকে একটা ছুরি তুলে নিয়ে ফিফির গলা আর ঘাড়ের মাঝে কণ্ঠার উপর আমূল বসিয়ে দিল। ফিফি যা বলতে যাচ্ছিল তা আর বলা হলো না। সে তার চেয়ারের উপর হাঁ করে বসে পড়ল। চোখদুটো কপালে উঠে গেল আর একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল মুখে।

সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ভীত হয়ে সকলেই দাঁড়িয়ে পড়ল। অটো র‍্যাশেলকে ধরতে গেলে একটা চেয়ার তার পায়ের উপর এমনভাবে ছুঁড়ে দিল যে সে চিৎপাত হয়ে মেঝের উপর পড়ে গেল। অন্য কেউ তার কাছে এগিয়ে যাবার আগেই সে জানালার কাছে গিয়ে লাফ দিয়ে নীচে নেমে বৃষ্টির মধ্যেই কোথায় পালিয়ে গেল।

দু মিনিটের মধ্যে ম্যাদমজেল ফিফি মারা গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে অটো আর ফিৎস তরোয়াল বার করে অন্য মেয়েগুলোকে কাটতে গেল। মেজর অতি কষ্টে তাদের কোনরকমে শান্ত করলেন। মেয়েরা তাদের পায়ের উপর পড়ে ক্ষমা চাইছিল। মেজর চারজন মেয়েকে একটা ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দুজন প্রহরীর ব্যবস্থা করে দিলেন। যুদ্ধে সৈন্য সাজাবার মত মেজর জনকতক সৈন্যকে র‍্যাশেলকে ধরার জন্য পাঠিয়ে দিলেন, আরো দুজন সৈনিককে সারা এলাকাটা অনুসন্ধান করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। প্রতিটি বাড়ি যেন ভালভাবে তল্লাসী করা হয়। মেজর বললেন, আসামী পালিয়ে গেলেও ঠিক ধরা পড়বে।

খাবার টেবিলটা পরিষ্কার করে তার উপর ফিফিকে শোয়ানো হলো। অন্য চারজন অফিসার এই ঘটনার আঘাতে হঠাৎ শান্ত হয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকার বৃষ্টিঝরা রাত্রির দিকে তাকিয়ে রইল। অক্লান্ত সৈনিকের মত তারা যেন পাহারা দিতে লাগল।

হঠাৎ সেই বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভিতর থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। এরপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আরও গুলির শব্দ শোনা গেল। সে শব্দ আসতে লাগল কখনো দূরে থেকে কখনো কাছ থেকে।

সকাল হতে অনুসন্ধানকারী সৈন্যদল ফিরে এল। তাদের মধ্যে দুজন সৈনিক নিহত হয়েছে আর তিনজন আহত হয়েছে অদৃশ্য শত্রুর গুলিতে। র‍্যাশেলকে পাওয়া যায়নি।

সারা এলাকার অধিবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাদের বাড়িঘর সব তছনছ করা হয়েছে। কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু সেই তরুণী ইহুদী মেয়েটির কোথাও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

ঘটনাটা উপরওয়ালা জেনারেলকে জানানো হলো। তিনি ঘটনাটা চেপে যাবার হুকুম দিলেন। কারণ এ ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলে এর একটা খারাপ প্রভাব দেখা দেবে অন্যান্য সৈনিকদের উপর। তিনি এর জন্য মেজরকে ভর্ৎসনা করলেন। মেজর আবার তাঁর অধীনস্থ অফিসারদের শাস্তি দিলেন।

জেনারেল বললেন, তোমরা যুদ্ধ নিয়ে ছেলেখেলা করো না। আজেবাজে মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তিও করবে না।

মেজর কাউন্ট ভন ফলসবার্গ রেগে গাঁটার উপর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। তিনি তাঁর কঠোর প্রতিশোধের একটা কারণ খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর রাগ পড়ল গ্রাম্য যাযকের উপর। তাঁকে ডাকিয়ে এনে বললেন, মার্কুই ভন আইর্কের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার সময় গীর্জার ঘণ্টাটা বাজাতে হবে। যাযক সঙ্গে সঙ্গে তাতে অপ্রত্যাশিত নমনীয়তার সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন।

যখন গুলিভর্তি রাইফেল নিয়ে প্রুশীয় সৈনিকেরা ম্যাদমজেল ফিফির মৃতদেহটা গীর্জার দ্বারে কবর দেবার জন্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন অনেকদিন পর গীর্জার ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘণ্টাটা আবার বাজল সন্ধ্যার সময়। তারপর আবার তার পরদিন। পর পর কয় দিনই বাজল। রাত্রির নিস্তব্ধতার মাঝেও ঘণ্টাটায় খুব আস্তে আস্তে টুং টাং শব্দ হয়। গাঁয়ের চাষীরা বলাবলি করতে থাকে ঘণ্টাটার কাছে একমাত্র যাযক ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। যেন কোন রহস্যময় আনন্দের চাপা আঘাতে আপনা হতে মাঝে মাঝে স্পন্দিত হয়ে ওঠে ঘণ্টাটা।

আসল কথা হলো একটি পলাতকা মেয়ে সেই গীর্জার নির্জনে জার্মানী সৈন্যরা সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এলাকা থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে ছিল। তারপর একদিন সেই গীর্জার পাদ্রি তাকে রুয়েন শহরের দ্বারপ্রান্তে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। সেখানে একজন দেশপ্রেমিক বীর তাকে উদ্ধার করে বিয়ে করে তার নারীত্বের উপযুক্ত মর্যাদা দেয়।

চন্দ্রালোক

(Clair de Lune)

আবে মেরিগনানের ব্যবহারটা যুদ্ধনামের অযোগ্য না। তার চেহারাটা বেশ লম্বা, রোগা আর মনটা ছিল অদ্ভুত ধরনের। তার উদ্যম কখনো স্তিমিত হয় না, তার বিবেক কখনো শিথিল হয় না, তার বিশ্বাস কখনো একচুলও পথচ্যুত হয় না। তার গভীর বিশ্বাস সে নাকি ঈশ্বরকে বোঝে, যে ঈশ্বরের সে উপাসনা করে তাঁর উদ্দেশ্য ইচ্ছা পরিকল্পনার সব মর্ম সে বোঝে।

তার ছোট্ট গাঁয়ের বাড়ির বাগানে সে যখন পায়চারি করত তখন একটা প্রশ্ন তার মনে প্রায়ই দেখা দিত, এই বিশেষ কাজ বা ব্যাপারটা সম্পর্কে ঈশ্বরের মত কি, তিনি কি চান? অর্থাৎ এ অবস্থায় পড়লে তিনি কি করতেন? তখন সে ঈশ্বরের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ব্যাপারটার সব দিকগুলো যুক্তির সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করে। সে কখনো বলে না, হে ঈশ্বর তোমার পথ বড় দুর্গম এবং রহস্যময়। যে সব ভক্ত ঈশ্বর থেকে নিজেদের অসঙ্কোচে দূরে সরিয়ে রেখে ভক্তি করে সে তাদের দলে নয়। সে বরং বলে ঈশ্বরের ভক্ত হিসাবে তার অধিকার আছে ঈশ্বরের সকল কাজের পিছনে কি যুক্তি আছে তা দেখার। যদি সে যুক্তির কথা ভাল বুঝতে না পারে তাহলে অন্ততঃ সে অনুমান করবে সেবিষয়ে। যে যুক্তি সঙ্গতির উপর ভিত্তি করে এই বিশ্বজগতের সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর এবং তার উপর কারো কোন হাত নেই। সব সমস্যা আর সমাধানের মধ্যেই একটা সঙ্গতি আছে। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি ও ঋতু পরিবর্তনের মধ্যেও আছে এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। জড় প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে খাপ খাইয়েই জীবনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্বসৃষ্টির কোন কিছু অর্থহীন সঙ্গতিহীন বা উদ্দেশ্যহীন এ ধরনের কোন সংশয় কোনদিন জাগেনি তার মনে।

একমাত্র মেয়েদের প্রতি তার ঘৃণা ছিল অপরিসীম। সে ছিল দারুণ নারীবিদ্বেষী। যিশুর ভাষায় সে বলত, 'হে নারী, আমি তোমায় নিয়ে কি করতে পারি?' সে আরো ভাবত, নারীকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর নিজেই খুশি হতে পারেনি। কোন কোন কবির মত সেও মনে করত নারীরা শিশুর মতই নির্বোধ, কিন্তু শিশুসুলভ সরলতা তাদের নেই। নারী হচ্ছে ছলনাময়ী। সে আদি পুরুষকে ভুলিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে তার সেই ছলনাময় কাজের আর শেষ নেই। নারী হচ্ছে স্বভাবত বিভ্রান্তিজনক, রহস্যময়ী এবং দুর্বল। কিন্তু অপরের পক্ষে বিপজ্জনক। নারীদেহের থেকে আরো মেরিগনান বেশী ঘৃণা করত নারীর ভালবাসার ভালবাসা। বহুবার সে তার প্রতি কোন না কোন নারীর ভালবাসা অনুভব করেছে। যদিও সে

www.BanglaBook.org

জানত এ ভালবাসা তাকে কোনমতেই ভোলাতে পারবে না, তথাপি যখন সে দেখত নাছোড়বান্দা মেয়েটা অতৃপ্ত প্রেমের ক্ষুধায় ছটফট করছে, তখন তার ভারী রাগ হত। তার ধারণা ছিল ঈশ্বর নারীকে প্রলোভনের বস্তু হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন এবং উপযুক্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেই এগিয়ে যেতে হবে নারীর কাছে। বনমুরগী ধরার ফাঁদের সঙ্গে সে তুলনা করত নারীদের। নানারকমের চুম্বন শৃঙ্গার প্রভৃতির দ্বারা তারাও পুরুষ ধরার জন্য ছলনাসিক্ত প্রেমের ফাঁদ পাতে।

একমাত্র ধর্মের কাছে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সন্ন্যাসিনীদের প্রতি সে ছিল কিছুটা সহনশীল। তবু তাদের প্রতিও সে কিছু কম কড়া ছিল না, কারণ সে জানত তাদের বাসনাবিধুর নারীহৃদয়ের অন্তঃস্থলে এক অমর অনির্বাণ প্রেমের দীপশিখা তখনো জ্বলছে এবং সে দীপশিখার আঁচ একদিন তার মত ধর্মযাযককেও স্পর্শ করতে পারে। সে দীপশিখার উত্তাপকে সে ফুটে উঠতে দেখেছে তাদের চোখের তারায়। এমন কি খৃস্টের প্রতি তাদের ধর্মীয় প্রেমভক্তির অতীন্দ্রিয় আবেগের মধ্যেও সে খুঁজে পেয়েছে তাদের অবদমিত যৌনচেতনার এক সংকেত উচ্ছ্বাস। তাদের সমর্পণোন্মুখ প্রাণের শাশ্বত দুর্বলতায়, তাদের নিম্নমুখী দৃষ্টির নম্রতায়, তাদের কণ্ঠের শান্ত মাধুর্যে, তাদের অবিরল অশ্রুধারায় সে পেয়েছে তাদের কোন না কোন অভিশপ্ত ভাবপ্রবণতার ছোঁয়া। কনভেন্টের দরজা থেকে বার হয়েই সে এমনভাবে লম্বা পা ফেলে চলে যায় যাতে মনে হয় সে যেন কোন বিপদের ভয়ে পালাচ্ছে।

তার একটি ভাইঝি ছিল। সে কাছাকাছি একটি গাঁয়ে তার মার কাছে থাকত। এ্যাব্বের ইচ্ছা ছিল তার ভাইঝি স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসিনী হবে। মেয়েটি ছিল সুন্দরী এবং হাস্যরসিক। এ্যাব্বে যখন ধর্ম বা নীতি সম্পর্কে বক্তৃতা দিত তার কাছে, মেয়েটি তখন হাসত এবং এ্যাব্বে তাতে রেগে গেলে সে তার হাতদুটো দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরত আদরের ভঙ্গিতে। এ্যাব্বে তার সহজাত নারীবিদ্বেষের বশেই তার আলিঙ্গন হতে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার অন্তরের গভীরে এক শান্ত মধুর আনন্দ অনুভব করত। যে পিতৃত্বভাব সব মানুষের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকে সে পিতৃত্বভাব তার মধ্যেও জেগে উঠত সহসা। তার ভাইঝির সঙ্গে মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় ঈশ্বর সম্বন্ধে সে যা যা জানে বা অনুভব করে তা সব বলত। কিন্তু মেয়েটি তা শুনত না। সে তখন আকাশ, ঘাস, ফুল প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে থাকত। সে সব দেখতে দেখতে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কখনো সে প্রজাপতি ধরার জন্য ছুটে যেত এবং ধরতে পারলেই চেঁচিয়ে বলে উঠত, দেখ দেখ কাকা, কী সুন্দর এটা। এটাকে চুম্বন করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

এ্যাব্বে এতে বিরক্ত হয়ে উঠত। পোকামাকড়গুলোকে চুম্বন করার জন্য তার ভাইঝির এই ইচ্ছায় সে মর্মাহত হত। যে প্রেমলালসা সব নারীহৃদয়েই গজিয়ে ওঠে, তার ভাইঝির এই চুম্বন বাসনার মধ্যে সেই প্রেমলালসার চঞ্চলতাকেই দেখতে পেত।

একদিন তার বাড়িওয়ালী এ্যাব্বেকে বলল, তার ভাইঝির একটি প্রেমিক আছে। এ্যাব্বে তখন দাড়ি কামাচ্ছিল। তার গালে সাবান ঘষতে ঘষতে কথাটা শুনেই সে অত্যন্ত ব্যথা পেল। সে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে রইল। তার বাকশক্তি ও চিন্তাশক্তি ফিরে এলে সে বলল, তুমি নিশ্চয় ভুল করেছ মেনালি।

কিন্তু তার বাড়িওয়ালী বুকে হাত দিয়ে বলল, আমি যদি সত্যি না বলে থাকি ত ভগবান আমার বিচার করবেন। তোমার বৌদি বিছানায় শুয়ে পড়তেই সন্ধ্যের

www.BanglaBook.org

পর রোজ তোমার ভাইঝি বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। নদীর ধারে মিলিত হয় তার প্রেমিকের সঙ্গে। দেখতে চাও ত রাত্রি দশটা থেকে দুপুর রাতের মধ্যে তোমাকে সেখানে যেতে হবে।

দাঁড়িকামানো বন্ধ করে পায়চারি করতে লাগল এ্যাব্বে চিন্তান্বিত অবস্থায়। গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু ভাববার সময় সে এমনিই করে। অবশেষে সে দাড়িটা কোনরকমে কামিয়ে গম্ভীরভাবে উঠে গেল। সেদিন রাগে একবারও কোন কথা বলল না কারো সঙ্গে। সে ভাবতে লাগল, সে শুধু একজন ধর্মযাজক নয়, সে মেয়েটির অভিভাবক, নীতি উপদেশদানকারী হিতাকাঙ্খী; তবু মেয়েটি তাকে ঠকিয়েছে, সে তার ইচ্ছামত তার স্বামী নির্বাচন করতে চলেছে।

ডিনার খাওয়া শেষ করে সে একটা বই পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারল না। প্রতি মুহূর্তেই তার রাগ বেড়ে যেতে লাগল। দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়াবার ছড়িটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রাত্রিতে বাইরে কোথাও রোগী দেখতে গেলে সে ওক গাছের এই শক্ত ছড়িটা সঙ্গে নিয়ে যায়। ছড়িটা শক্ত করে ধরে একবার শূন্যে ঘুরিয়ে সামনের একটা চেয়ারের উপর এমন জোরে মারল যে চেয়ারের পিঠটা ভেঙ্গে গেল।

বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য সদর দরজাটা খুলে ফেলল এ্যাব্বে। কিন্তু দরজাটা খুলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাঁদের আলোর উজ্জ্বলতা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সে। চাঁদের কিরণে এত উজ্জ্বলতা সাধারণতঃ দেখাই যায় না। সাধারণতঃ এ্যাব্বের কল্পনাশক্তি কবিদের মত খুবই প্রখর। চন্দ্রালোকিত রাত্রির অনন্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল তার অন্তরাত্মা। তার ছোট্ট বাগানটা চাঁদের আলোয় পরিপ্লাবিত হয়ে উঠেছিল এবং গাছের ডালপালাগুলো আলোর মাঝে মাঝে ছায়া ফেলেছিল বাগানের জমির উপর।

মাতাল লোকে যেমন করে মদ পান করে এ্যাব্বে তেমনি তার বাগানের সেই সুগন্ধি বাতাস উপভোগ করতে লাগল। এ্যাব্বে এমনভাবে অভিভূত হয়ে গেল যে তার ভাইঝির কথা মন থেকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্নিগ্ধসুন্দর রাত্রির চন্দ্রালোকিত বিশাল প্রান্তরের পানে তাকিয়ে রইল। এখানে সেখানে দু-একটা জলায় ব্যাঙ ডাকছিল অনবরত। চন্দ্রিকাবিহ্বল নাইটিঙ্গেল পাখিরা তাদের গানের সুরের মাধুর্য মিশিয়ে দিচ্ছিল চাঁদের আলোর সঙ্গে। এই সুরলহরীমিশ্রিত চাঁদের আলো মানুষের সব চিন্তাকে স্বপ্নাতুর করে তোলে কেমন যেন, প্রিয়া মুখ চুম্বনের জন্য মাতাল করে তোলে মনকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল এ্যাব্বে। কিন্তু সেই চাঁদের আলোর মধ্য দিয়ে যতই এগিয়ে যেতে থাকে এ্যাব্বে ততই তার সেই কঠোর সংকল্পটা কেমন যেন নরম হয়ে গলে যেতে লাগল। তার সেখানে বসে পড়তে মন হলো। সেখানে বসে বসে এই সুন্দর সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকে নতজানু হয়ে ভক্তি করতে ইচ্ছা হলো।

সামনে একটা নদী এঁকে বেঁকে চলে গেছে। নদীর ধারে ধারে সারবন্দী পপলার গাছগুলোও নদীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেছে। নদীর ধার ঘেঁষে চাঁদের আলোর সঙ্গে কুয়াশার মত এক বাষ্পচাপ মিশে ছিল। কেমন যেন ভাসমান একটা পাতলা অবগুন্ঠন। এ্যাব্বে আবার থেমে গেল, ক্রমবর্ধমান ও দুর্বার আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল তার অন্তরাত্মা। তার মনে এক সন্দেহ দেখা দিল, অস্পষ্ট অশান্তির একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চঞ্চলতায় স্পন্দিত হতে লাগল অন্তরটা। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, এসব ক্ষেত্রে ঈশ্বর কি চান? নিদ্রা, চেতনাহীন বিশ্রাম আর বিস্মৃতির জন্যই রাত্রি। তবে কেন ঈশ্বর সকাল ও গোধূলির থেকে রাত্রিকে এত মনোরম করে তুলেছেন? সূর্যের থেকে চাঁদের গতিভঙ্গি কেন এত মনোলভা, শুধু রাত্রির অন্ধকার না, জগতে যা কিছু সূক্ষ্ম, যা কিছু রহস্যময় যা দিনের আলোয় ধরা পড়ে না, তা সব কেন চাঁদের আলোর দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে? সবচেয়ে সুমধুর কণ্ঠের পাখিরা কেন ছায়াচ্ছন্ন প্রায়ান্ধকার জায়গাতেই গান গাইতে ভালবাসে? দেহের এই অবসাদ, আত্মার এই চঞ্চলতা, অন্তরের এই আবেগ কোথা হতে আসছে? এই নিশীথ রাত্রির গভীরে সব লোকই ঘুমোচ্ছে। সব মানুষ যদি ঘুমিয়েই থাকে, চেতনাহীন বিশ্রামের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যদি সবাই, তাহলে কার জন্য এই সৌন্দর্যের সমারোহ? তবে কার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে আকাশ থেকে এই কাব্যসুষমামণ্ডিত মহান নিসর্গ সৌন্দর্যধারাকে ছড়িয়ে চলেছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল না এ্যাব্বে। হঠাৎ সে দেখতে পেল এক যুবক-যুবতী রাত্রির ছায়াচ্ছন্ন পথ দিয়ে মাঠের ধারে ধারে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের মাথার উপরে ছায়াচ্ছন্ন গাছগুলো এক বনচাপ সৃষ্টি করেছে আর তার ফাঁক দিয়ে কিছু কিছু আলো চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। দুজনের মধ্যে যুবকটি বেশী লম্বা। সে তার প্রেমিকার গলাটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে এবং মাঝে মাঝে তার কপালে চুম্বন করছে। এ্যাব্বের মনে হলো এই প্রেমিকযুগল যেন চারদিকের প্রশান্ত নৈশসৌন্দর্যের তাৎপর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এ্যাব্বের মনে হলো, ওরা দুটিতে যেন এক আর ওদের জন্যই যেন এই রাত্রির প্রশান্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। ওরা যতই কাছে আসতে লাগল, ততই এ্যাব্বে তার সেই জ্বলন্ত প্রশ্নটার জীবন্ত উত্তর খুঁজে পেল তাদের মধ্যে। মনে হলো, ঈশ্বর নিজে তাদের মধ্য দিয়ে সে উত্তর দিচ্ছেন।

এ্যাব্বে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথাটা ঘুরছিল। তার মনে হলো ধর্মশাস্ত্রের রুথ-রোয়াদদের প্রেমকাহিনীর মত ঈশ্বরের অভিপ্রেত যে আশ্চর্য প্রেমের কথা পাওয়া যায় এই দুই যুবক যুবতীর প্রেমও যেন সেই আদর্শ ও প্রেমেরই মূর্ত প্রতীক। প্রেমের উত্তাপসমন্বিত এক গীতিকবিতার সুর অনুরণিত হয়ে উঠল তার মনে। তার মনে হলো কে যেন অন্তর দিয়ে তার অন্তরাত্মাকে ডাকছে।

এ্যাব্বে মনে মনে বলল, এমন হতে পারে ঈশ্বর যেন নরনারীর প্রেমের উপর এক ঐশ্বরিক রহস্যের অবগুণ্ঠন বিস্তার করার জন্যই এই ধরনের সুন্দর রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। প্রেমিক-প্রেমিকা দুজন আরো কাছে এগিয়ে এল। এ্যাব্বে চিনতে পারল মেয়েটি তার ভাইঝি, কিন্তু সে ভাবতে লাগল ভয়ে ভয়ে, তাদের এই প্রেমচর্চার সত্যতাকে মনে মনে স্বীকার করে নিয়ে ঈশ্বরের বিধানকে অস্বীকার করছে না ত? এই ধরনের এক অনিন্দ্যসুন্দর ঐশ্বর্যের দ্বারা মানুষের প্রেমকে যদি আচ্ছন্ন করে রাখেন ঈশ্বর তাহলে তিনি কিছুতেই তা নিষিদ্ধ করে তুলতে পারেন না।

লজ্জিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পিছিয়ে এসে দ্রুত পালিয়ে গেল এ্যাব্বে, যেন সে কোন নিষিদ্ধ পবিত্র ধর্মীয় বেদীতে পা দিয়ে ফেলেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেম

(Amour)

কোন এক খেলোয়াড়ের ডায়েরী থেকে

খবরের কাগজে নানারকমের খবর দেখতে দেখতে এক সকরুণ প্রেমকাহিনী পড়লাম। তাতে আছে একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে খুন করে নিজেকে খুন করেছে। তারা মানুষ হিসাবে কি করেছে না করেছে সে বিষয়ে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। এই ঘটনার মধ্যে যে জিনিসটা আমায় সবচেয়ে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল তা হলো তাদের প্রেমাবেগের নিবিড়তা। আর এই ঘটনায় আমার যৌবনের একটা শিকারের কথা মনে পড়ে গেল।

স্বভাবতঃ আমার প্রবৃত্তিটা আদিম মানুষের মত। তবে সভ্য সমাজের যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা আমার আদিম প্রবৃত্তিটি অনেক মার্জিত হয়ে উঠেছিল। শিকারের প্রতি আমার একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। যখনি আমি গুলি করে একটা পাখিকে ফেলে দিতাম আর তার পাখায় ও আমার হাতে রক্ত লাগত তখন আনন্দের উত্তেজনায় আমার হৃৎস্পন্দন শুরু হয়ে যেত।

এক বছর শরৎ শেষ হয়ে যখন হঠাৎ শীত এসে পড়ল তখন আমার এক খুড়তুতো ভাই পাতিহাঁস শিকারের জন্য আমাকে কোন এক সকালে এক জলাশয়ে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করল। আমার খুড়তুতো ভাই আমোদপ্রিয় লোক, বছর চল্লিশ বয়স। বলিষ্ঠ চেহারা, মুখে একমুখ দাড়ি, এক অমার্জিত সরল প্রকৃতির গ্রাম্য লোক। আবার বেশ কিছুটা রসিকও ছিল। নদীবাহিত এক প্রশস্ত উপত্যকার মধ্যে তার বাড়ি ছিল। তার বাড়ির অর্ধেকটা ছিল খামারবাড়ি। নদীর দুদিকে ঢালু জায়গাটা ছিল বনে ভর্তি। সে বনের বড় বড় গাছগুলোতে অনেক পাখির বাসা ছিল। এমন কি অনেক সময় ঈগল পাখিও আসত। যেসব পাখি ফ্রান্সের জনবহুল জায়গায় দেখা যায় না তারা মাঝে মাঝে এই নির্জন অরণ্যের মাঝে এসে রাত্রির মত আশ্রয় নিত। উপত্যকার নীচে ছিল বড় বড় ক'টা উন্মুক্ত প্রান্তর, তার মাঝে মাঝে কিছু খাল আর শেষ প্রান্তে ছিল একটা বিরাট জলাশয়। সেই জলাশয়টা ছিল শিকারের আদর্শ জায়গা। আমার খুড়তুতো ভাইও সে জায়গাটাকে একটা পার্কের মত মনে করত। সেই জলাশয়ের শান্ত জলের মাঝে মাঝে ছিল নলখাগড়ার গাছ। তার উপর দিয়ে মাঝে মাঝে এক একটা ছোট ডিঙি বয়ে যেত আর তাতে মাছগুলো ভয়ে পালিয়ে যেত, বনমুরগীগুলোও মাথা তুলে একবার দেখে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেত।

জলের দিকে আমার বরাবরই টান ছিল। মানুষের বোধাতীত রহস্যময়তায় মণ্ডিত বিশাল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, সুন্দরী চঞ্চলা নদী বিশেষ করে নানারকমের পাখিভরা জলাশয় আমার খুবই ভাল লাগত। এক একটা জলাশয়কে আমার এক একটা স্বতন্ত্র জগৎ বলে মনে হত। এক বিশেষ শব্দ গন্ধে পরিপূর্ণ ও এক বিশেষ প্রাণীর দ্বারা অধ্যুষিত সে এক বিশেষ জগৎ ; তার এক রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য আছে। জলাশয়ের স্তব্ধ শান্ত বুকের উপর রাত্রির কুয়াশা আলতোভাবে জড়িয়ে থাকে, বাতাসে মৃদু আন্দোলিত নলখাগড়া গাছগুলো ফিস ফিস করে কানে কানে যেন কথা কয়। সব

www.BanglaBook.org

মিলিয়ে জলাশয়টাকে এক স্বপ্নপুরী বলে মনে হত, আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হত, যেন ভয়াবহ এক গভীর গোপনতাকে তার জলতলের অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছে জলাশয়। তাছাড়া আর একটা কারণ ছিল। জলাশয়ের উপর ভাসতে থাকা পাতলা কুয়াশার মধ্যে যেন সৃষ্টির আদি রহস্য নিহিত আছে। সূর্যের উত্তাপের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা জলাশয়ের কুয়াশাঘেরা আর্দ্রতার মধ্যে যেন জীবনের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

তখন রাত্রি। হিমে সব জমে যাচ্ছিল। আমি আমার ভাইয়ের ঘরে গিয়ে পোঁছলাম। ওদের বড় হলঘরে আমরা ডিনার খেলাম। চারদিকের দেওয়ালে নানারকমের পাখির ছবি আঁকা। সীলের চামড়া দিয়ে তৈরী কোট পরে থাকার জন্য আমার ভাইকে মেরু অঞ্চলের লোক বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের শিকারের জন্য সে কি কি ব্যবস্থা করে রেখেছে তা সব খুলে বলল। রাত সাড়ে তিনটের সময় আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে ঘর থেকে, যাতে আমরা সাড়ে চারটের মধ্যে আমাদের গন্তব্যস্থলে পোঁছতে পারি। সেখানে তাল তাল বরফের চাঁই দিয়ে একটা কুঁড়ে ঘর তৈরী করা হয়েছে যাতে ঠাণ্ডা হাড়-কাঁপানো বাতাসে আমাদের গালগুলোকে বিদ্ধ করতে না পারে।

আমার ভাই হাতদুটো ঘসে বলল, এমন কুয়াশা আমি জীবনে দেখিনি। সন্ধ্যে ছ'টা বাজতে না বাজতেই তাপমাত্রা একুশে নেমে যায়।

ডিনার খাওয়ার পর আমি বিছানায় শুতে চলে গেলাম। ঘরের ভিতরে যে আগুন জ্বলছিল তার আঁচে আমি শীগগিরই ঘুমিয়ে পড়লাম। তিনটে বাজতেই উঠে পড়লাম। আমার ভাই একটা ভালুকের চামড়ার কোট পড়েছিল আর আমি একটা ভেড়ার চামড়ার কোট পড়লাম। আমরা দুজনে দু কাপ কফি খেলাম প্রথমে। তারপর দু গ্লাস ব্রাণ্ডি খেলাম।

বাইরে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই কনকনে হাওয়ায় আমাদের হাতগুলো কেঁপে উঠল। দারুণ হিমে সমস্ত পৃথিবীটা যেন জমে গেছে। কোথাও কোন জীবনের স্পন্দন নেই। গাছপালা পশুপাখি জীবজন্তু সব যেন জমে গেছে।

চাঁদটা স্তিমিত হয়ে ঢলে পড়েছে। মনে হচ্ছিল চাঁদটা যেন মূর্ছিত হয়ে পড়েছে আকাশে; দুর্বলতার জন্য আর এক পাও চলতে পারছে না। সেও যেন হিমে জমে যেতে বসেছে আর তার বিষাদে মলিন হয়ে উঠেছে তার আলো।

আমাদের বগলে বন্দুক নিয়ে আর গুলিগুলো পকেটে ভরে রেখে আমার ভাই কার্ল আর আমি দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চললাম। পশমের কভার দিয়ে বুটগুলো ঢেকে আমরা হিমে জমে যাওয়া নদী পার হয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমাদের কুকুরগুলোও আমাদের সঙ্গে ছিল। তাদের নাক দিয়ে সোদা গন্ধ বার হচ্ছিল। আমরা অবশেষে সেই জলাশয়ের শেষ প্রান্তে পোঁছলাম। সেদিকটায় নলখাগড়ার বন। মনে হচ্ছিল গোটা জলাশয়টা মরে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। আমরা শুকনো নলখাগড়ায় ভরা সেই মাঠটার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ আমাদের আশ্রয়ের জন্য তৈরী সেই বরফের ঘরটার দিকে আমার নজর পড়ল। সময় কাটাবার জন্য আমরা সেই ঘরটায় ঢুকলাম। এখনো একঘণ্টা আমাদের কাটাতে হবে।

আমি শুয়ে পড়ে উপরে তাকিয়ে রইলাম। বরফের দেওয়ালের অস্পষ্ট স্বচ্ছতার

www.BanglaBook.org

মধ্য দিয়ে চাঁদটাকে দেখে মনে হলো তার চারটে শিং আছে। কিন্তু ঘরের ভিতরটা এত ঠাণ্ডা যে আমার কাশি পাচ্ছিল। আমি খুব জোর কাশছিলাম।

আমার ভাই কার্ল বলল, আমি আমাদের শিকারটাকে মাটি করতে চাই না, তবে এটাও চাই না যে তোমার সর্দি লেগে যাক। তার চেয়ে আগুন জ্বালানো হোক।

কিছু শুকনো নলখাগড়া এনে ঘরের মেঝের মাঝখানে আগুন জ্বালানো হলো। ধোঁয়া বেরোবার জন্য মাথার উপর একটা ফুটো করে দেওয়া হলো। আগুনের উত্তাপে বরফের দেওয়ালগুলো গলে যেতে লাগল; আমরা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম আমাদের বরফের ঘরটা গলে গিয়ে অগ্নিগর্ভ এক বিরাট হীরকের স্তূপের মত মনে হচ্ছে।

হঠাৎ আগুনের আলোয় ঘুম থেকে জেগেওঠা এক বন-মুরগীর আর্ত চীৎকার কানে এল। প্রত্যুষের সেই হিমশীতল মুহূর্তে পাখির কণ্ঠে ভেসে আসা সেই আর্ত ধ্বনিটাকে বিশ্বের বুকফাটা এক দীর্ঘশ্বাস বলে মনে হলো।

কার্ল বলল, আলো নিভিয়ে দাও, সকাল হয়ে গেছে।

আকাশের অন্ধকার তখন পাতলা হয়ে আসছিল। হঠাৎ সেই তরল অন্ধকারের পটভূমিকায় দেখতে পেলাম এক ঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে যাচ্ছে। সহসা এক ঝলক অগ্নিগর্ভ আলো সেই অন্ধকার আকাশটাকে বিদ্ধ করল। কার্ল বন্দুক থেকে গুলি করেছিল। আমাদের কুকুর দুটো ছুটে গেল। পর পর বারকতক গিয়ে কুকুরদুটো কয়েকটা হাঁস তুলে নিয়ে এল। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত-দেহ সেই হাঁসগুলোর কোন কোনটা জ্যান্ত, কোন কোনটা মরা।

ক্রমে সকাল হয়ে এল। উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠল চারদিকে। উপত্যকার শেষ প্রান্তে পূর্বদিকে সূর্য উঠছিল। আমরা বাড়ি ফেরার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় আমাদের মাথার উপর দিয়ে খুব কাছে দুটো পাখি উড়ে যাচ্ছিল। আমি বন্দুক উঁচিয়ে গুলি করলাম সঙ্গে সঙ্গে। দুটোর মধ্যে একটা পাখি পড়ে গেল। অন্য পাখিটা তখন মর্মবিদারক কণ্ঠে আর্তনাদ করতে করতে আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। মৃত পাখিটা আমার হাতে ছিল আর সেটার দিকে তাকিয়ে ঘুরে ঘুরে শোক প্রকাশ করছিল জীবন্ত পাখিটা।

কাঁধের উপর তার বন্দুকটা রেখে কার্ল হাঁটু গেড়ে বসে বলল, তুমি মেয়ে পাখিটাকে মেরে ফেলেছ, পুরুষ পাখিটা তার সাথীকে ছাড়বে না।

পুরুষ পাখিটা সত্যিই তার মৃত সাথীকে ছেড়ে গেল না। করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করতে করতে পাখিটা আমার মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার সকরুণ আবেদনে আমার অন্তরটা মোচড় দিয়ে উঠল। জনপ্রাণীহীন সেই মহাশূন্যে সেই হতভাগা পাখিটার তিক্ত ভর্ৎসনা ঝরে পড়ছিল।

এক একবার আমার ভাই কার্লের বন্দুকের ভয়ে পাখিটা আকাশে একাই উড়ে যাওয়ার জন্য কিছুটা দূরে সরে যাচ্ছিল, কিন্তু পারছিল না। পরক্ষণেই চলে আসছিল। তার সাথীর বিরহে পাগলের মত হয়ে নেমে আসছিল।

কার্ল বলল, মরা পাখিটাকে মাটিতে নামিয়ে দাও। অন্য পাখিটা ওর কাছে আসবে।

কোনরূপ বিপদের ভয় না করে সাথীর মৃত্যুতে উন্মাদ হয়ে পুরুষ পাখিটা সত্যিই তার মৃত সাথীর কাছে এল। কার্ল গুলি করল। একটা সরু সুতোয়

www.BanglaBook.org

ঝুলছিল যেন পাখিটা। সুতোটা কেটে যেতেই পাখিটা পড়ে গেল। আমার মনে হলো যেন একটা কালো বস্তু পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে আমার কুকুর গিয়ে পাখিটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এল। আমি মরা দুটো পাখিকেই আমাদের ব্যাগের মধ্যে ভরে রেখে দিলাম। আমি সেইদিনই প্যারিস রওনা হয়ে গেলাম।

বসন্তে

(Au Printemps)

বসন্তের প্রথম দিকে পৃথিবী যখন সবুজ হয়ে ওঠে, যখন মৃদুমন্দ বাতাস আমাদের গাছগুলোর উপর মিষ্টি ছোঁয়া দিয়ে অন্তরের গভীরে চলে যায়, যখন এক অকারণ অজানা আনন্দের আবেগ চুপি চুপি আমাদের মনে আনাগোনা করে তখন আমাদের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে মন চায়; ইচ্ছা হয় বসন্তের মদির আনন্দসুধা গভীরভাবে পান করি। বিগত বছরের নির্মম শীতের জড়তার পর বসন্তের সমাগম আমার মনে এনে দিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আমার শিরায় শিরায় রক্তস্রোতকে দ্রুত করে দিল।

একদিন সকালে উঠে জানালা দিয়ে দেখলাম, কাছাকাছি বাড়িগুলোর ছাদের উপর রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশটা প্রসারিত হয়ে রয়েছে। খাঁচার মধ্যে পাখিগুলোও জোরে চেঁচাচ্ছিল। রাস্তা থেকে পথচারীদের আনন্দোৎফুল্ল কথাবার্তা কানে আসছিল। বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি তা জানি না।

আবার বসন্ত এসেছে। বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। আনন্দের স্রোত বয়ে যেতে শুরু করেছে আকাশে বাতাসে। গোটা শহরটা যেন বসন্তের মদির বাতাসে সজীব হয়ে উঠেছে। আমি সেন নদীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। পথে অনেক তরুণী যুবতীকে মদির কটাক্ষ ভরা চোখে পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখলাম। হঠাৎ আমার বনের মাঝে বেড়াতে ইচ্ছা হলো।

স্টীমারের ডেকগুলো লোকের ভিড়ে ভর্তি। বসন্তের উজ্জ্বল দিনে সকলেই বেড়াতে বেরিয়েছে। আমার প্রতিবেশিনী ছিল একটি শ্রমিক মেয়ে। তার কোঁকড়ানো চুলগুলো ঘাড় ও কান পর্যন্ত নেমে এসেছে। আমি তার দিকে এমন কড়াভাবে তাকিয়ে রইলাম যে সে আমার পানে মুখ ফিরিয়ে চোখটা নামিয়ে রইল। তার মুখের কোণে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠল।

নদীটা নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছিল। এক উষ্ণ প্রশান্তি বাতাসে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। চারিদিকে জীবনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। এবার সেই মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল এবং আমার চোখে চোখ পড়তে সে স্পষ্ট হাসল। তার চেহারাটা সত্যিই মনোরম। তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে অনেক অজানা রহস্য যেন উঁকি মারতে লাগল। তার চোখের গভীরে দেখলাম পরিপূর্ণ প্রেমের এক আনন্দ, স্বপ্ন জাগানো কত কাব্য, কত প্রেরণা, কত আকাঙ্খিত সুখের এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। তাকে আলিঙ্গন করার

www.BanglaBook.org

এক উন্মত্ত বাসনা জাগল আমার মনে। এমন একটা নির্জন জায়গায় তাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা হলো যেখানে গিয়ে আমি তাকে প্রেমের কথা জানাতে পারব।

আমি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় কে আমার কাঁধে হাত দিল। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম মধ্যবয়সী এক সাধারণ লোক বিষণ্ন মুখে আমার পানে তাকিয়ে আছে।

লোকটি বলল, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।

আমার মুখে চোখে বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছিল। তা দেখে লোকটি বলল, কথাটা জরুরী।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে নৌকোর আর এক প্রান্তে গেলাম। লোকটি বলতে লাগল, স্যার, যখনি শীত আসে, খুব ঠাণ্ডা পড়ে অথবা বৃষ্টি পড়ে তখনি ডাক্তার উপদেশ দেয় তোমার শরীর গরম রাখ, সর্দি ব্রংকাইট প্লুরুসী প্রভৃতি রোগ থেকে সাবধান হও। তাই শুনে যত রকমের শীতবস্ত্র পরে সাবধানে থাকতে হয়। ফলে মাসকতক ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন কলি, ফুল আর মলয় বাতাসে মাঠ বন যখন সব ভরে যায়, মিষ্টি-গন্ধ ভেসে বেড়ায় বাতাসে তখন এক অস্পষ্ট অশান্ত চঞ্চলতার আবেগ জাগে। তখন কিন্তু কেউ বলে না, প্রেম থেকে সাবধান হও। এখন চারদিকের মাঠে ঘাটে সর্বত্রই যেন প্রেমের ছড়াছড়ি। চারিদিকেই প্রেমের ফাঁদ পাতা। প্রেম থেকে সাবধান হও। সর্দি ব্রংকাইট ও প্লুরুসীর থেকেও প্রেমের ফাঁদ আরো ভয়ংকর। এই প্রেম আমাদের অনেক সময় অনেক নির্বুদ্ধিতার কাজ করতে বাধ্য করে। হ্যাঁ স্যার, সত্যি বলছি, সরকারের উচিৎ প্রতি বছর বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা দেওয়ালে বড় বড় প্ল্যাকার্ড লিখে টাঙ্গিয়ে দেওয়া যাতে লেখা থাকবে আবার বসন্ত এসেছে, ফ্রান্সের নাগরিববৃন্দ, প্রেম হতে সাবধান হও। কিন্তু সরকার যেহেতু এ কাজ করে না, এ কাজের ভারটা সেইহেতু আমিই নিজের উপর তুলে নিয়েছি। আমি বলেছি, প্রেম থেকে সাবধান হোন। এই প্রেম যে কোন সময় আপনার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, রাশিয়াতে যেমন অনেক বিদেশীদের সাবধান করে দিয়ে বলে, তুষারের তীক্ষ্ম দংশন হতে সাবধান।

এই অসাধারণ লোকটার কথায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি গম্ভীরভাবে বললাম, স্যার, আপনি কিন্তু এমন একটা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন যার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।

আমার কথাটা গ্রাহ্য না করে সে বলল, কিন্তু স্যার, যদি কোন লোককে ডুবতে দেখি তাহলে কি তা দেখেও তাকে ডুবে যেতে দেব? আমার জীবনের কাহিনী শুনুন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কেন আমি আপনাকে এই কথা বলছি। ব্যাপারটা বেশী দিনের নয় মাত্র গত বছরের, আর এই বসন্ত ঋতুতে। কথাটা শুরু করার আগে অবশ্য বলে রাখি, আমি নৌবিভাগে কেরাণীর কাজ করি। সেখানে বড় বড় অফিসাররা আমাদের সামান্য নাবিক হিসাবে দেখে। একদিন আমার অফিসের জানালা দিয়ে ফাইলের ফাঁক দিয়ে আমি উজ্জ্বল আকাশের পানে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ আমার মনে মুক্তির কামনা জাগল। আমি আমাদের অফিসের বড়কর্তার কাছে গিয়ে বললাম, আমার শরীরটা খারাপ করছে। কিন্তু বড়কর্তা বলল, আমি তোমার কথা একবিন্দু বিশ্বাস করি না। তবে তুমি যেতে পার। তোমার মত লোক নিয়ে কখনো অফিস চালানো যায় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি তখন অফিস থেকে বেরিয়ে সেন নদীর ধার দিয়ে চলে গেলাম। সেদিনও ছিল এমনি এক বসন্তের উজ্জ্বল দিন। আমি গিয়ে নদীতে স্টীমারে চেপে সেণ্ট ক্লাউডের পথে রওনা হলাম। স্টীমার ছেড়ে দিল।

আমার তখন সবকিছুকেই ভালবাসতে ইচ্ছা করছিল। নদী, স্টীমার, গাছপালা, ঘরবাড়ি, মানুষ যা কিছু দেখছিলাম সবকিছুকে ভালবাসতে চাইছিলাম। কোন একটা কিছুকে আলিঙ্গন করতে মন চাইছিল আমার। মনে হচ্ছিল প্রেম যেন ফাঁদ পেতে রেখেছে আমার জন্যে। ল্রোকাদেরো নামে একটা জায়গায় একটি মেয়ে পার্সেল নিয়ে উঠল। সে নৌকোয় উঠে আমার উল্টোদিকে একটা সীটে বসল। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী ছিল; অবশ্য এ ধরনের বসন্তের দিনে কত সুন্দরী মেয়েই বাইরে বেরিয়ে আসে; পথে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়, তাদের দেখে কেমন যেন রহস্যময় দেখায়।

আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম, সেও আমার দিকে তাকাল। একটু আগে তোমার দিকে যেমন সেই মেয়েটি তাকিয়েছিল। ক্রমে আমি বুঝলাম এই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই আমরা অনেকদূরে এগিয়েছি এবং আমি কথা বলতে চাইলাম তার সঙ্গে। আমি তাই কথা বললাম তার সঙ্গে এবং মেয়েটিও উত্তর দিল। সে দেখতে খুব সুন্দরী এবং তাকে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল।

মেয়েটি সেণ্ট ক্লাউডে নেমে পড়ল নৌকো থেকে। সেখানে একটা পার্সেল তাকে নামিয়ে দিতে হবে। আমি তার পিছু পিছু গেলাম। তার কাজ শেষ হতে দেখা গেল নৌকো চলে গেল। এখন আমি তার কাছে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম হতাশায়। বসন্ত বাতাসের মদির স্পর্শে আমাদের দুজনেরই মন মাতাল হয়ে উঠেছিল।

আমি বললাম, বনে গেলে খুব ভাল লাগবে।

সে রাজী হয়ে বলল, হ্যাঁ, সত্যিই ভাল হবে।

তবে যাবার আগে সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে আপাদমস্তক দেখে নিল। আমার কথায় রাজী হবার আগে সে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল। আমরা তখন দুজনে গাছেরতলা দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। লম্বা লম্বা গাছগুলোর তলায় ঘন ঘাসের উপর সূর্যের উজ্জ্বল আলো কাঁপছিল। যেসব ভ্রমর ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছিল তারাও প্রেম করছিল। ঝোপে ঝাড়ে পাখি ডাকছিল। হঠাৎ আমার সঙ্গিনী মেয়েটি খেলাচ্ছলে ছুটতে শুরু করে দিল আর আমিও তার পিছু পিছু ছুটতে লাগলাম। এক একসময় মানুষ কত বোকার মতই না কাজ করে।

আনন্দে মাতাল হয়ে গান গাইতে লাগল। বিভিন্ন অপেরার গান। মুসেত্তের গানগুলো আমার তখন সত্যিই খুব ভাল লাগছিল। সে গান শুনে চোখে জল আসছিল আমার। সে গান শুনে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছিল। গান গাইতে পারে এমন মেয়েকে নিয়ে কখনো পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে যাবেন না।

কিছুক্ষণ পরে সে ক্লান্ত হয়ে নদীর ধারে ঘাসে ঢাকা এক প্রান্তরে বসে পড়ল। আমি তার পায়ের কাছে বসে তার একটা হাত ধরলাম। তার হাতে অজস্র সূঁচ ফোটার দাগ। তা দেখে আমার মনে কষ্ট হলো। আমি মনে মনে বললাম, এগুলো হচ্ছে ওর কাজ করার দাগ।

আসলে ও দাগগুলো কিসের তা জানেন স্যার? ও দাগগুলো নীচ জাতের

www.BanglaBook.org

মেয়েদের হাতে থাকে, যারা যেখানে সেখানে অশ্লীল আলাপ আলোচনা করে, যাদের মন কুচিন্তায় দূষিত।

আমরা দুজনে দুজনের চোখে চোখে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েদের সেই মনোলোভা বিশ্বজয়ী দৃষ্টির শক্তি কী অপরিসীম! সে চোখের মধ্যে কত প্রতিশ্রুতিই না দেখেছিলাম আমি।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে উন্মত্তের মত আলিঙ্গন করতে গেলাম আর অমনি সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হাত সরাও।

একসময়ে আমি তার পায়ের তলায় বসে আমার অন্তরের অবরুদ্ধ আবেগের সঙ্গে প্রেম নিবেদন করতে লাগলাম। আমার এই আচরণে সে আশ্চর্য হয়ে গেল, আমার মুখপানে সে কটাক্ষে চাইল। যেন সে বলতে চাইল, কী বোকা তুমি।

প্রেমের ক্ষেত্রে আমরা পুরুষরা হচ্ছি খরিদ্দার আর মেয়েরা হচ্ছে দোকানদার। আমি খুশিমত যেকোন ব্যবহার করতে পারতাম তার সঙ্গে। কিন্তু পরে আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। আমি চাইছিলাম এক অবাস্তব আদর্শায়িত প্রেম। আমি যেন আসল বস্তুকে ছেড়ে তার ছায়ার পিছনে ছুটে যাচ্ছিলাম।

আমার আবেদন নিবেদনে মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে উঠে পড়ল, আমিও তার সঙ্গে সেণ্ট ক্লাউডে ফিরে এলাম। প্যারিসেও আমরা একসঙ্গে গেলাম। তারপর সে খুব বিষন্ন হয়ে উঠল। আমি তার কারণ বুঝতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে তখন উত্তর করল, জীবনে এমন দিন খুব কমই আসে।

আমার অন্তর তখন আবেগে ফেটে পড়ল।

পরের রবিবার তার সঙ্গে আবার দেখা হল আমার। আবার তার পরের রবিবার। আমি তাকে একের পর এক করে বুগিভাল, সেণ্ট জার্মিয়া মাইস', লাফিত্তে, সোইসি প্রভৃতি মনোরম দৃশ্যে ভরা গ্রামাঞ্চলগুলোয় নিয়ে গেলাম বেড়াতে। এইসব গ্রাম্য জায়গাগুলো প্রেমিক প্রেমিকাদের বেড়াবার পক্ষে আদর্শ স্থান। আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। তিন মাস পরে আমি তাকে বিয়ে করলাম।

আমার দোষই বা কোথায় স্যার। সে একা বাড়িতে থাকাতে কেউ নিষেধ করার নেই, সে কীই বা করবে এক্ষেত্রে? বিয়ের আগে লোকে ভাবে একটি নিঃসঙ্গ লোক একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হবে। তাই সে বিয়ে করে, বিয়ের পর মেয়েটা কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বকাবকি করবে। মেয়েটা কত বোকা তখন বোঝা যাবে। সে কখনো কয়লার দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করবে, কখনো পাশের বাড়ির একটা কুলীর বউ-এর সঙ্গে ভাব করে পরচর্চা করবে, যতসব গোপন কথা তাকে বলে তার স্বামীকে বিপদে ফেলবে। এইসব দেখে শুনে অপরের বিতৃষ্ণা জাগবে।

কথা বলতে বলতে সে লোকটি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সে হাঁপাচ্ছিল। আমি লোকটার দিকে তাকালাম। তার কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সেণ্ট ক্লাউডে স্টীমারটা থেমে গেল। যে মেয়েটিকে আমার চোখে ভাল লেগেছিল সে মেয়েটি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। সে আমার পানে কটাক্ষ হেনে মুচকি হেসে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। তারপর সে নেমে পড়ল।

মেয়েটিকে ধরার জন্য আমিও নেমে পড়লাম। কিন্তু তার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা আমার হাতটা ধরে ফেলল। আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিতেই সে আমার কোটের কোণটা ধরে ফেলল, আমাকে টেনে ফিরিয়ে আনল।

www.BanglaBook.org

আমি আমার চারদিকে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। আমার লজ্জা পাচ্ছিল, সেই লোকনিন্দার সম্মুখীন হবার মত আমার কোন সাহস ছিল না।

স্টীমারটা ছেড়ে দিল।

মেয়েটি কূলে নেমে দাঁড়িয়ে রইল। স্টীমারটা এগিয়ে চলল; মেয়েটি বিহ্বল হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমার পানে তাকিয়ে রইল। সেই লোকটা আমার কানে কানে চুপি চুপি বলল, কিছু মনে করো না ছোকরা, আমি তোমার যথেষ্ট উপকার করেছি তা মনে রেখো।

মাদাম প্যারিসী

এ্যাল্জিবে শহরের উপর সূর্যাস্ত দেখার জন্য আমি ওবারনন বন্দরের মুখে একটা বাঁধের উপর বসেছিলাম। এমন আশ্চর্য সুন্দর সূর্যাস্ত এর আগে কখনো দেখিনি।

দুধের মত সাদা আল্পস্ পর্বতের সানুদেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা শহরটা যেন সমুদ্রের কূলে এসে হঠাৎ থেমে গেছে আর তার গায়ে সমুদ্রের অসংখ্য ফেনায়িত ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে অনবরত। শহরটার মাথার উপর দিগন্তবিস্তৃত তুষারশুভ্র পর্বতমালা আর তার পায়ের তলায় শুভ্রফেনিল সমুদ্র। সমুদ্রের সাদা ফেনা আর পাহাড়ের সাদা বরফ অস্তগতপ্রায় সূর্যের রক্তলাল রশ্মির ছোঁয়া লেগে বিচিত্র রঙের সৃষ্টি করেছিল চারিদিকে। শহরটার বাড়িগুলোর মাথায় কে যেন একটা লাল মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল মনে হচ্ছিল, অথচ তার গাটা ছিল সাদা বরফে ঢাকা। এমন কি আকাশের নীলটা পর্যন্ত তুষারাবৃত পর্বতমালার শুভ্রোজ্জ্বল প্রভাবে সাদা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।

পাহাড়ের শৃঙ্গগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন রুপালি মেঘমালা ঝুলছে শূন্যে। সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দিয়ে দুটো জাহাজ ভেসে যাচ্ছিল। আনন্দ আর বিস্ময়ের সঙ্গে দৃশ্যটার পানে তাকিয়ে ছিলাম আমি। এই মনমাতানো বিরল দৃশ্যের প্রভাব সোজা অন্তরের গভীরে চলে যায়। এ দৃশ্য যে একবার দেখে সে আর ভোলে না, এক অবিস্মরণীয় সুখস্মৃতির অমিত মাধুর্য গাঁথা থাকে মনে। যে দেখে এ দৃশ্য তাকেই ভাবিয়ে তোলে, ভালবাসার প্রেরণা জাগায়। যারা ভাবতে জানে কল্পনা করতে জানে সুমধুর সঙ্গীতের মতই এ দৃশ্য তাদের মনে এনে দেয় সূক্ষ্মগভীর এক আনন্দ।

আমার সঙ্গী মঁসিয়ে মাতিঁনির দিকে মুখ ঘুরিয়ে আমি বললাম, আমি যত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখেছি এ দৃশ্য হচ্ছে তাদের একটি। মরুভূমির বালুকাস্তূপের ভিতর থেকে দাঁড়িয়ে ওঠা গ্র্যানাইট পাথরের মঁমেণ্ট মাইসেল পাহাড় দেখেছি। দেখেছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশাল সাহারা মরুভূমির মাঝে উত্তর মেরুর সূর্যের মত উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চকচক করতে থাকা তিরিশ মাইলব্যাপী রায়ানচেরগুই হ্রদ যার বুক থেকে সাদা কুয়াশা আকাশের দিকে উঠতে গিয়ে চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে যায়। আমি দেখেছি পিলারী দ্বীপে ভলকানেলো নামে অদ্ভুত অগ্নিগহ্বর যার মুখ থেকে অনবরত ধোঁয়া আর আগুনের শিখা বার হচ্ছে, দূর থেকে দেখে মনে হয়, আগুনের শিখা নয়, যেন এক বিশাল হলুদ রঙের ফুল ফুটে রয়েছে সমুদ্রের বুকে। কিন্তু আলপস্ পর্বতের পাদদেশে এ্যান্তিবে শহরের সূর্যাস্তের মত এমন সুন্দর দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। কেন জানি না আমি যেন সুদূর অতীতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি এর মধ্যে। মহাকবি হোমারের লেখা কথা গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে আমার কানে। এ্যান্তিবে হচ্ছে ওডেসী যুগের প্রাচ্যের এক প্রাচীন নগর। ট্রয়ের কাছে যদিও কোন সমুদ্র ছিল না তবুও এ শহরকে ট্রয় বলেই মনে হয়।

মঁসিয়ে মার্তিঁন তার পকেট থেকে একটা গাইড বুক বার করে তার এক জায়গা থেকে পড়তে লাগল।

ফোনিল নামে এক জাতি খৃষ্টপূর্ব ৩৪০ অব্দে মার্সাই উপনিবেশের অংশ হিসাবে এ শহর প্রতিষ্ঠিত করে। এর গ্রীক নাম হচ্ছে এ্যান্টিপোলিস যার অর্থ হচ্ছে বিপরীত নগর, এ নামের কারণ মাঝখানে উপসাগর, তার একদিকে নিসে আর তার উল্টো দিকে এ্যান্তিবে। নিসেও মার্সাই উপনিবেশেরই অংশবিশেষ। গল বিজয়ের পর রোমানরা এই এ্যান্তিবে নগরীকে এক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এবং এর নাগরিকত্ব দান করে।

আমার সঙ্গী মার্তিঁন আরো কি সব বলতে যাচ্ছিল, আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। আগে এ শহরে কি ছিল না ছিল তা আমি দেখতে চাই না। আমি এইটুকুই জানি যে আমি সুদূর ওডেসী যুগের এক শহর দেখছি। এশিয়া বা ইউরোপের উপকূলে যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন? এ শহরগুলো দেখতে একই ধরনের। ভূমধ্য সাগরের তীরে এমন আর একটি শহরও নেই যা আমাকে সেই প্রাচীন কালের সেই বীরত্বপূর্ণ যুগের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

কার পায়ের শব্দে আমি মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। দেখলাম সমুদ্রের ধার ঘেঁষে চলেযাওয়া পথটা দিয়ে লম্বা কালো চুলওয়ালা একটি মেয়ে চলে যাচ্ছে।

মঁসিয়ে মার্তিঁনী আমার কানে ফিস ফিস করে বলল, তুমি জান কি ওর নাম হচ্ছে মাদাম প্যারিসী?

আমি তা জানতাম না। কিন্তু এই নামটার একটা মোহ ছিল আমার কাছে, কারণ এ নাম হোমারের মহাকাব্যে আছে। এটা হচ্ছে ট্রয়ের এক রাখালের নাম।

যাইহোক, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাদাম প্যারিসী কে?

আমি সে কথা জানি না এবং তা জানতে চাই দেখে সে খুশি হলো। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমার অজ্ঞতার কথা অকপটে স্বীকার করলাম। মেয়েটি আমাদের পানে তাকিয়েই স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পথ চলছিল। প্রাচীন যুগের সম্ভ্রান্ত কোন নারীর মত ধীরে ধীরে গজগমনে হাঁটছিল। তার বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ হলেও তার দেহে তখনো রূপ ছিল। তবে তার দেহে ছিপছিপে ভাবটা আর নেই। তার জায়গায় স্থূলতার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

এবার মঁসিয়ে মার্তিঁন তার কাহিনী বলতে শুরু করল ঃ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২

১৮৭০ সালের যুদ্ধের এক বছর আগে মাদাম প্যারিসী মঁসিয়ে প্যারিসী নামে একজন সরকারী কর্মচারীকে বিয়ে করে। তখনকার দিনে সুন্দরী হিসাবে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এখন ও একটু মোটাসোটা আর বিবাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ; তখন কিন্তু ও ছিল যেমন ছিপছিপে তেমনি ছটফটে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে বিয়ে করেছিল মঁসিয়ে প্যারিসীকে। মঁসিয়ে প্যারিসী ছিলেন বেঁটেখাটো মানুষ, তার পেটটা ছিল মোটা আর পাগুলো ছিল সরু সরু। তার উপর ঢোলা পায়জামা পরতেন বলে পায়-জামাটাকে বেশী ঢলঢলে দেখাত।

যুদ্ধের পর মঁসিয়ে জাঁ দ্য কারমেলিন নামে এক ছোকরা অফিসারের অধীনে একদল সৈনা এ্যান্তিবে শহর দখল করে নেয়। অফিসারটি বয়সে ছোট হলেও তার কৃতিত্বের পরিমাণ কম ছিল না। চার চারটি যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে সে সামরিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করে।

কিন্তু এ্যান্তিবে দুর্গটাকে ভাল লাগছিল না। বড় বড় দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এই বিরাট দুর্গটাকে একটা ইঁদুরের খাঁচা বলে মনে হচ্ছিল তার। তার দৈনন্দিন জীবনটাকে বড় একঘেঁয়ে লাগত আর এই একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্য সমুদ্রের ধারে ঐ পাইন বনটাতে বেড়াতে যেত রোজ। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় শীতল সমুদ্র বাতাসে আন্দোলিত হতেথাকা পাইন গাছগুলোর তলায় মাদাম প্যারিসীও বেড়াতে যেতেন রোজ। একদিন এইভাবে বেড়াবার সময় মাদাম প্যারিসীকে দেখে ফেলে কারমেলিন। কি করে তারা পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায় তা কে জানে! দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা দুজনে দুজনের পানে তাকায়। আবার সেখান থেকে চলে যাবার পরও দুজনে দুজনের কথা ভাবতে থাকে।

সেখান থেকে দুর্গে ফিরে যাবার পথে সেই ছোকরা অফিসারটি চুরুট মুখে শুধু মাদাম প্যারিসীর কথা ভাবতে থাকে। তার বাদামী চোখ, কালো চুল, হাতীর দাঁতের মত সাদা গায়ের রং, ঝকঝকে সুন্দর দাঁত, সব মিলিয়ে মাদাম প্যারিসীর অনুপম দেহসৌন্দর্য ভাবিয়ে তোলে তাকে। ওদিকে বাড়ি ফিরে মাদাম প্যারিসী যখন দেখল তার স্বামী মঁসিয়ে প্যারিসী দাড়ি গজানো মুখে এলোমেলো পোশাকে মোটা ভুঁড়ি আর ছোট ছোট পা নিয়ে নৈশ ভোজনের জনা বসে আছে তখন লাল পায়জামা আর আঁটসাট পোশাক পরিহিত বলিষ্ঠ চেহারার সেই ছোকরা অফিসারটির বাঁকা মোচওয়ালা সুন্দর মুখখানার কথা না ভেবে পারল না সে।

তাদের রোজই দেখা হতে লাগল। আর রোজ দেখা হওয়ার জনা মৌখিক আলাপ না হলেও পরস্পরের পরিচিত হয়ে উঠল যেন দুজনে। দেখা হলেই ওরা মৃদু হেসে নীরবে অভ্যার্থনা করত পরস্পরকে। কারমেলিন মাদাম প্যারিসীকে নমস্কার করত হাত তুলে আর মাদাম প্যারিসী সৌজন্যের খাতিরে গম্ভীরভাবে শুধু একটু নত হয়ে তার উত্তর দিত।

এইভাবে একপক্ষকাল কেটে গেল। এইভাবে রোজ তাদের দেখা হতে লাগল এবং এক নীরব নিরুচ্চার অভ্যার্থনার দান প্রতিদান চলতে লাগল। অবশেষে কারমেলিনই একদিন প্রথম কথা বলল মাদাম প্যারিসীর সঙ্গে। বলল সুন্দর সূর্যাস্তের কথা।

www.BanglaBook.org

তারা দুজনেই প্রশংসা করল সূর্যাস্তের। কিন্তু দিগন্তের পানে না তাকিয়ে তারা যেন অন্তরের আকাশের পানে তাকিয়ে ছিল। পুরো এক-পক্ষকাল ধরে তারা এইভাবে সূর্যাস্তের গুণগান করে তাদের আলাপের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করতে লাগল। তাদের কয়েক মুহূর্তের আলাপের এইটাই ছিল একমাত্র বিষয়বস্তু।

ক্রমে তারা সাহস করে অন্যান্য বিষয়েও কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু যখন যে কথাই বলুক তারা দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাত আর সেই দ্রুত দৃষ্টি-বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের অন্তরের অনেক রূঢ় গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে উঠত। সোচ্চার কথার থেকে তাদের নিরুচ্চার দৃষ্টির প্রকাশক্ষমতা ছিল অনেক বেশী। তার পর একদিন মাদাম প্যারিসীর একটি হাত তুলে নিল কারমেলিন। আমতা আমতা করে অস্পষ্টভাবে কি বলল, সেকথার কোন মানে না হলেও সে মানে বুঝতে কোন কষ্ট হলো না মাদাম প্যারিসীর। তার সূক্ষ্ম সজাগ নারীহৃদয় কারমেলিনের মনের না-বলা সব কথা বুঝে নিল। এইভাবে এক অতীন্দ্রিয় বায়বীয় পদ্ধতিতে তারা ভাল বাসতে লাগল পরস্পরকে।

মাদাম প্যারিসী কিন্তু এই ভালবাসাতেই সন্তুষ্ট ছিল, তৃপ্ত ছিল, কিন্তু কারমেলিন আরো অনেককিছু চাইছিল। তার উত্তপ্ত কামনার জ্বালাকে শান্ত করার জন্য দিনের পর দিন অনুনয় বিনয় করত মাদাম প্যারিসীকে। কিন্তু তাতে কান দিত না মাদাম প্যারিসী। সে কখনই আত্মসমর্পণ করতে চাইল না। সে তার প্রেমিকার প্রস্তাবে বাধা দিল সব সময়।

কোন এক সন্ধ্যায় মাদাম প্যারিসী হঠাৎ বলল, আমার স্বামী চারদিন বাড়িতে থাকছেন না, মার্সাই যাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কারমেলিন বলে উঠল, তাহলে রাত্রি এগারোটার সময় আমি যাব। দরজা খুলে রেখো।

কিন্তু সে কাতর অনুরোধে কান না দিয়ে নির্মমভাবে চলে গেল মাদাম প্যারিসী।

সেনাপতি কারমেলিন সেই সন্ধ্যায় প্রচণ্ডভাবে রেগে উঠল অকারণে। অকারণে অথবা তুচ্ছ কারণে যাকেতাকে শাস্তি দিল। পরদিন সকালেও তার রাগ পড়ল না।

বেলা দশটার সময় তার সকালের কাজ সেরে ঘরের ভিতর ঢুকে তার টেবিলের উপর নামানো ছোট্ট কাগজের একটা চিরকুট পেল কারমেলিন, আজ রাত দশটায়।

খুশি হয়ে তার আরদালিকে পাঁচ ফ্রাঁ বখশিস দিয়ে দিল কারমেলিন। দিনটাকে দীর্ঘ মনে হলো তার। যেন কাটতেই চায় না। তার চুলটাকে ঠিক করে নানারকমের গন্ধদ্রব্য মেখে অনেকক্ষণ ধরে সাজগোজ করতে লাগল। নৈশভোজনের সময় একটা টেলিগ্রাম পেল কারমেলিন। তাতে লেখা ছিল, প্রিয়তমা, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, রাত নটাতেই যাচ্ছি—প্যারিসী।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রেগে গেল কারমেলিন। এখন সে কি করবে? যেমন করে হোক আজ রাতে তার প্রেমিকার কাছে সে যাবেই। তাতে যদি তার স্বামীকে গ্রেপ্তার করে রাখতে হয় তাও করবে। হঠাৎ একটা চিঠি লিখে পাঠাল মাদাম প্যারিসীকে। সে লিখল, আজ রাতে সে আসবে না। আমি শপথ করে বলছি। রাত দশটার সময় আমি তোমার কাছে যাবই। ভয়ের কিছু নেই। অফিসার হিসাবে আমার মর্যাদা রক্ষার জন্য যা করবার আমি করব। আমি সব ঠিক করে রাখব। ত্যাঁ দ্য কারমেলিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাত আটটার সময় তার একজন অধীনস্থ ক্যাপ্টেনকে ডাকল কারমেলিন। মঁসিয়ে প্যারিসীর টেলিগ্রামটা মুচড়ে মুঠো করে ধরে ছিল সে। সেটা হাতে করেই সে বলল, আমি এইমাত্র একটা টেলিগ্রাম পেলাম। সেটা আমি তোমাদের দেখাতে পারছি না। তুমি এখনি শহরে ঢোকার সমস্ত দরজা বন্ধ করে দাও। সব গেটে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করো। শহরের ভিতর ভ্রাম্যমান পাহারারও ব্যবস্থা করো যেন কোন লোক রাত নটার পর থেকে সকাল পর্যন্ত বাড়ি থেকে বার না হয়। রাত নটার পর কাউকে পথে দেখতে পেলেই প্রহরীরা তাকে তার বাড়িতে দিয়ে আসবে। আর আমাকে যদি রাতে কোথাও কোন প্রহরী দেখতে পায় তাহলে যেন সে আমাকে এড়িয়ে চলে। সব বুঝলে?

ক্যাপ্টেন গ্রিবয় বলল, হ্যাঁ স্যার।

এই সমস্ত হুকুম ঠিকমত কার্যকরী করার জন্য একমাত্র তুমি দায়ী রইলে।

ঠিক আছে স্যার।

এখন কিছু পান করবে?

ধন্যবাদ স্যার।

তারা দুজনেই কিছু হলুদ মদ পান করল। তারপর ক্যাপ্টেন গ্রিবয় তাড়াতাড়ি চলে গেল।

৩

মাসহি থেকে ট্রেনটা যথাসময়েই এ্যান্তিবে স্টেশনে এসে পেঁছিল। রাত তখন কাঁটায় কাঁটায় নটা। দুজন যাত্রী ট্রেন থেকে নেমে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তাদের মধ্যে একজন হলো মঁসিয়ে সারিবে নামে এক তৈল ব্যবসায়ী আর একজন হলো মঁসিয়ে প্যারিসী। সারিবে রোগা আর লম্বা আর প্যারিসী মোটা আর বেঁটে।

স্টেশন থেকে শহর এক মাইলের পথ। কিন্তু শহরের মেইন গেটের কাছে এসে চমকে উঠলো ওরা। গেটে কয়েকজন বন্দুকধারী প্রহরী বেয়নেট উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে ঢুকতে দেবে না। বলল, কড়া হুকুম। ফিরে যাও। প্রহরীরা গুলি করার এমন ভয় দেখাল যে ভয়ে প্যারিসীরা মালপত্র ফেলে পালিয়ে গেল। ওরা দুর্গ প্রাকারের বাইরে অনেকটা ঘুরে আর একটা গেটে হাজির হলো। সেখানে গিয়ে দেখে সেখানেও এই একই অবস্থা। তারা তখন কোন উপায় না দেখে স্টেশনেই রাত কাটাবার জন্য ফিরে গেল। কারণ রাত্রিবেলায় দুর্গ প্রাকারের কাছে থাকা বা ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক।

তাদের কথা শুনে স্টেশন মাস্টার বিশ্রামাগারে রাত কাটাবার জন্য অনুমতি দিল।

সারারাত ওরা একরকম জেগে কাটাল পাশাপাশি দুজনে বসে। পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টার সময় শুনল শহরের গেট খোলা হয়েছে এবং ওরা যেতে পারে। ওরা গেটের কাছে গিয়ে ওদের মালপত্র খুঁজে পেল না।

গেটের কাছে মঁসিয়ে প্যারিসী গিয়ে দেখল সেনাপতি নিজে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তার নাম ধাম আগে জিজ্ঞাসা করছে। তার মোচের প্রান্তভাগ দুটো উঁচু করে তার পানে আড়চোখে তাকিয়ে তাকে গতরাতে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। বলল উপায় ছিল না। তাকে ত হুকুম তামিল করতে হবে।

www.BanglaBook.org

সমস্ত এ্যান্তিবে শহরটা তখনো ভয়ে থমথম করছিল। কেউ বলছিল, হঠাৎ ইটালি আক্রমণ করেছে। কেউ বলল, যুবরাজ এসেছে। আবার কেউ বলল, অর্লিয়াপন্থীরা বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা জানা যায় অনেক পরে। জানা গেল কারমেলিনকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় আর তার সেনাদলকে দূরের কোন দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

৪

মার্তিনির কাহিনী যখন শেষ হলো তখন দেখা গেল মাদাম প্যারিসী তার বেড়ানো শেষ করে ফিরে আসছে।

সে গম্ভীরভাবে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। সূর্যাস্তের গোলাপী আলোয় রাঙানো আল্পস্ পর্বতের চূড়ার উপর নিবদ্ধ ছিল তার দৃষ্টি।

আমার কেবলি ইচ্ছা হচ্ছিল আমি আমার মাথার টুপী খুলে এই বিষাদগ্রস্ত নারীকে সমবেদনা জানাই। আমার মনে হতে লাগল, সেই রাত্রির কথাটা আজও যেন ভুলতে পারেনি মাদাম প্যারিসী। এক উদ্ধত প্রেমিকের দুর্ধর্ষ প্রেমের উচ্ছ্বাসে শিহরিত সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর রাত্রি। আর তার সঙ্গে তার সেই আশ্চর্য প্রেমিকের কথাও না ভেবে পারে না যে তার চুম্বনসিক্ত এক সাহচর্যের বিনিময়ে তার গোটা ভবিষ্যৎটাকেই বিলিয়ে দেয়, গোটা শহরকে সারারাত অবরোধ করে রেখে দেয়।

আমার মনে হলো, এতদিনে হয়ত সেই অফিসারটি মাদাম প্যারিসীর কথা ভুলে গেছে একেবারে। ভুলে না গেলেও হয়ত কখনো কেমনে মদের মাত্রা বেড়ে গেলে তার সেই অতীত প্রেমোচ্ছ্বাসের কথাটা সঙ্গীদের শোনায়। কিন্তু মাদাম প্যারিসী কি আজও তার কথা মনে রেখেছে? আর কি তাদের কোনদিন দেখা হয়েছে? মাদাম প্যারিসী কি আজও তার সেই প্রেমিককে ভালবাসে।

আমার মনে হলো, মাদাম প্যারিসী আর কারমেলিন হোমারীয় যুগের প্রেমিক প্রেমিকার আধুনিক সংস্করণ। এদের প্রেম সেই প্রাচীন যুগের থেকে অনেক বেশী সূক্ষ্ম আর কৃত্রিম।

স্ট্রং এ্যাজ ডেথ

(মৃত্যুর মতই শক্তিমান)

অনন্ত নীল আকাশটা সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় ছিল ভরা। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। সেই উজ্জ্বল নীলাভ আলোর একটা চারকোণা ফালি এসে পড়েছিল বিরাট স্টুডিও ঘরটার মাঝখানে। কিন্তু আনন্দোচ্ছল সেই উদার উন্মুক্ত আলোটা ঘরখানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ম্লান বিষণ্ণ ও মেদুর হয়ে পড়েছিল। সে আলোর কিছুটা যেন পর্দাঢাকা দরজায় আটকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে গিয়েছিল আর কিছুটা ঘরের মেঝের কার্পেটের উপর ঝিমিয়ে পড়েছিল। ফলে চাপ চাপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্ধকার জমেছিল ঘরখানার কোণগুলোতে। সে কোণগুলোতে শুধু বড় বড় সোনালী ফ্রেমগুলো চাপা আগুনের মত জ্বলছিল।

দেখে মনে হচ্ছিল অক্ষুণ্ণ শান্তি আর অবিচ্ছিন্ন নিদ্রা বন্দী হয়ে আছে ঘরখানায়। সাধারণতঃ শিল্পীদের ঘরে যে শ্রমশীল মানবাত্মার এক নীরব শান্তি সমাহিত থাকে এ শান্তি হচ্ছে সেই শান্তি। চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এই ঘরখানার মাঝখানে যেখানে একদিন কত শ্রমশীল প্রচেষ্টার বিরামহীন নিবিড়তায় কত জীবন্ত চিন্তা ঘুরে ঘুরে নিঃশেষিত হয়ে গেছে, আজ সেখানে সব কিছুই ক্লান্ত ও নিশ্চেষ্ট মনে হচ্ছে। আসবাবপত্র, কার্পেট, বড় বড় ক্যানভাসে অসমাপ্ত মহাপুরুষদের ছবি—এ ঘরের সব কিছুই তাদের মালিকের সঙ্গে একদিন জীবনসংগ্রামের সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজনা সমানভাবে সহ্য করে আজ তার মতই সীমাহীন ক্লান্তি আর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে যেন। রং তারপিন তেল আর সিগারেটের তামাকের এক মিশ্রিত গন্ধ ভাসছিল ঘরখানার বাতাসে; ঘরের কার্পেট ও চেয়ারগুলোতেও লেগে ছিল সে গন্ধ। ঘরখানার ছাদের ফাঁক দিয়ে আসা আকাশগামী উড়ন্ত চাতক পাখির তীক্ষ্ণ ডাক আর দূরাগত প্যারিস শহরের চাপা কলগুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু সে শব্দ ঘরখানার বুকের উপর ভারী হয়ে বসে থাকা নিস্তব্ধতাটাকে ভাঙ্গতে পারেনি মোটেই। কোচের উপর সটান শুয়ে থাকা অলিভার বার্তিনের মুখ থেকে ছাড়া সিগারেটের যে ধোঁয়ার নীলচে বাষ্পচাপগুলো অবিরাম সিলিংএর দিকে উঠে যাচ্ছিল সেগুলো ছাড়া আর কোন সচল বস্তু ছিল না সারা ঘরখানায়।

দূরে আকাশের পানে তাকিয়ে নতুন একটা ছবির বিষয়বস্তু খুঁজছিল বার্তিন। কি আঁকবে সেবিষয়ে এখনো কোন কিছুই তার মনে আসেনি। শিল্পী হিসেবে উপযুক্ত সংকল্প ও আত্মপ্রত্যয় তার নেই। তার সকল শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই পাওয়া যেত তার চঞ্চল মন আর দোদুল্যমান চিত্তের ছাপ। তার সব শিল্প-প্রেরণাই ছিল কুণ্ঠায় আকীর্ণ, তার সব সিদ্ধান্তই ছিল খণ্ড আর অস্পষ্ট। একজন শিল্পী যে পরিমাণ ধন, যশ ও সম্মান জীবনে লাভ করে থাকে তা সে লাভ করেছে। সে প্রায় এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, অথচ তার জীবনের আদর্শ কি, কিসের জন্য এতদিন ধরে এত শ্রম করে এসেছে তা সে জানে না। সে তার কাজের জন্য 'প্রিক্স দ্য রোম' পুরস্কার লাভ করেছে; দেশের শিল্পগত ঐতিহ্য ও ইতিহাস চেতনাকে শিল্পরূপ দিয়ে এসেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জীবনের কামনা বাসনার প্রতিও উদাসীন থাকেনি, চিরায়ত রীতিতে আধুনিক জীবনকে কতবার রূপায়িত করেছে সে। সে বুদ্ধিমান, উদ্যমী ও একাগ্র; জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে তার আগ্রহ ছিল। সে শিল্পকে ভালবাসত, এবং সেটা সে সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করেছিল। তার প্রতিভা ছিল মার্জিত এবং বহুমুখী এবং তাই দিয়ে সে তার এক উল্লেখযোগ্য নিজস্ব শিল্পগত পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল। এর জন্য দুটো ব্যাপার দায়ী। প্রথমতঃ তার মনে কুণ্ঠা ছিল, দ্বিতীয়তঃ সে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করত। তার জনপ্রিয়তা তার শিল্পজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, সে যখন দেখে তার কাজগুলো বেশ সৌখীন আর সুন্দর, বিখ্যাত আর নিখুঁত, দর্শকরা সেই ছবিগুলোর খুব বেশী পছন্দ করে তখন সে সেইসব ছবিই আঁকতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে সাফল্য লাভের পর দর্শকদের খুশি করার একটা অবচেতন

www.BanglaBook.org

ইচ্ছা তার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়। সে যা হতে ইচ্ছা করেছিল তা সে হতে পারেনি। জনগণকে খুশি করা সেই অবচেতন মনের ইচ্ছাটা তার পথ পরিবর্তন করে আর তার আত্মপ্রত্যয়টাকে দুর্বল করে তোলে। এ ইচ্ছা তার শিল্পের বিভিন্ন আকারগত ও বস্তুগত রূপের মধ্যেও ফুটে ওঠে এবং তার শিল্পী হিসাবে গৌরব লাভের মূলে এই জনপ্রিয়তার অনেক অবদান আছে।

তার মিষ্টি ব্যবহার, তার জীবনযাত্রা, তার ঘোড়ায় চড়ার দক্ষতা তার অনুরাগী-দের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছিল দিনে দিনে। তার ক্লিওপেট্রা ছবির পর সারা প্যারিস শহর তার অনুরাগী হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে সেই সব বিখ্যাত শিল্পীদের অন্যতম বলে গণ্য হয় যাদের ছবি বৈঠকখানায় সযত্নে রাখা হয় এবং বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের দ্বারা যাদের ছবি বেশী করে সমাদৃত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে সৌভাগ্য লাভ করে আজ বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছে অলিভার বার্তিন।

এখন তার এই গৌরবোজ্জ্বল নাম ও যশের দিনে আর মানুষের মন ভোলানোর চেষ্টা না করে কাব্যিক বিষয়বস্তুর একটা ভিন্ন ধরনের ছবি আঁকার চেষ্টা করতে লাগল সে। লাঞ্চ খাওয়ার পর সিগারেট খেতে খেতে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আকাশের দিকে চেয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছিল সে। নীল আকাশের গায়ে কল্পনার তুলি দিয়ে আঁচড় কাটছিল যেন— ফুটপাথের উপর সুন্দর সুন্দর মেয়ের ছবি, জলের ধারে ঘন হয়ে বসা প্রেমিক প্রেমিকাদের অস্পষ্ট ছবি খাড়া করছিল মনে মনে।

দেখতে দেখতে তার চোখের সামনে আকাশের রং পাল্টে গেল। চাতক পাখিগুলো যেন বাতাসে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু কোন বিষয়বস্তুই খুঁজে পেল না বার্তিন। যেসব কল্পনা তার মনে এল সেগুলো সে আগেই এঁকে ফেলেছে। যেসব মেয়েগুলোর ছবি আঁকবে ভেবেছিল সেগুলো যেন তার আগের আঁকা মেয়েদেরই বোন অথবা মেয়ে। তবে সে কি একেবারেই ফুরিয়ে গেছে, তার শিল্পপ্রতিভার বসন্ত কি শেষ হয়ে গেছে,—এই ধরনের একটা অস্পষ্ট ভয় গত এক বছর হতে দানা বেঁধে উঠেছে তার মনে। আজ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিষয়বস্তুর কোন মৌলিক পরিকল্পনা মনের মধ্যে খুঁজে না পাওয়ার জন্য সেই অস্পষ্ট ভয়টা আজ স্পষ্ট আকার ধারণ করল।

এবার তার অসমাপ্ত ছবিগুলোর মাঝে নতুন ধরনের কোন ভাববস্তুর খোঁজ করতে লাগল।

তখনো সিগারেটটায় টান দিয়ে যাচ্ছিল বার্তিন। সিগারেট খেতে খেতে তার পেন্সিল, ড্রয়িং ও রাফ স্কেচগুলোর পানে তাকাল। এইসব ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর ক্লান্ত ও হতোদ্যম হয়ে সে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আয়নার উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার অবস্থান ও চোখ ভাঙ্গ করে পরীক্ষা করে নিজের পানে তাকাল।

স্টুডিওতে কাজ করার তার যতই শখ থাক, বাইরের লোকসমাজে সে সুদর্শন বলে তার খ্যাতি আছে। তবে এখন বয়স হওয়ার জন্য কিছুটা মোটা হয়ে যাচ্ছে। সে মাথায় লম্বা, কাঁধ আর ছাতি দুটোই বেশ চওড়া; এখনো সে ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারে। তার মাথাটা আজও দেখার মত। তার ছোট ছোট ঘন কালো চুল আর ধূসর ঘন ভ্রূর নীচে কালো চোখ দুটো সুন্দর দেখায়। তার সৈনিকসুলভ বড়

www.BanglaBook.org

মোচটা কিন্তু আজও কালো রয়ে গেছে আর মোচটার জন্যই তার মুখখানা বেশী সুন্দর দেখায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দুটো লোহার মুগুর তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে সঞ্চালন করতে লাগিল বার্তিন। মুখে একটা আত্মপ্রসাদের ভাব ফুটে উঠল।

সহসা বার্তিন দেখল তার সামনে আয়নায় প্রতিফলিত পর্দাটা নড়ে উঠল আর একজন মহিলা তার দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বার্তিন, তুমি তাহলে বাড়িতেই আছ?

মুখ ঘুরিয়ে বার্তিন বলল, 'হ্যাঁ, আমি আছি।' এই বলে সে মুগুরগুলো মেঝের উপর ফেলে দিয়ে দরজার দিকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে গেল।

হালকা রঙের পোশাকপরা একজন মহিলা ঘরে ঢুকল। করমর্দন করার পর মহিলাটি বলল, তুমি ব্যায়াম করছিলে?

হ্যাঁ, আমি ময়ূর হবার চেষ্টা করছিলাম, এবং একাজ করতে করতে তুমি এসে গেলে।

মহিলাটি হেসে বলল, এখন দেখলাম তোমার কোন সাক্ষাৎকারী নেই। আমি জানি এই সময় তুমি একা থাক, তাই না জানিয়েই হঠাৎ ঢুকে পড়লাম।

বার্তিন চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যিই তুমি কত সুন্দর এবং কত চটপটে।

হ্যাঁ, আমি এক নতুন পোশাক পরেছি। তুমি এটা সুন্দর মনে কর ত?

খুব সুন্দর! আশ্চর্য রকমের খাপ খেয়ে গেছে। আজকালকার লোকে রংগুলো সত্যিই খুব ভাল দেখে পছন্দ করে।

মহিলাটির চারদিকে ঘুরে বার্তিন তার পোশাকটা আঙুলের ডগা দিয়ে হাত বুলিয়ে ঠিক করে দিল। তার সারা জীবন ধরে সে কতবার এমনি করে তার শিল্পীর কল্পনা আর তুলির ডগা দিয়ে সিল্ক ও ভেলভেটে আবৃত কত নারীদেহের প্রকৃত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করেছে। অবশেষে সে বলে উঠল, পোশাকটা খুব ভাল হয়েছে, এতে তোমাকে খুব ভাল মানিয়েছে।

মহিলাটি তার রূপের প্রশংসা শুনে এবং বার্তিনকে খুশি করতে পেরেছে জেনে আনন্দ অনুভব করল।

যৌবন না থাকলেও মহিলাটিকে সুন্দরী বলা যায়। খুব একটা লম্বা নয়, চেহারাটা বেশ মোটাসোটা। বয়স চল্লিশ হলেও তার গায়ের রংটা উজ্জ্বল থাকার জন্য তার দেহগত পরিপূর্ণতাটা ঠিক বজায় আছে। দীর্ঘকাল ধরে ফুটে যাওয়া চিরসজীব গোলাপের মতই সে যেন এক অনন্ত সৌন্দর্যের অধিকারিণী। তার চুলের যৌবনসুলভ সৌন্দর্য একটুও নষ্ট হয়নি। সে যেন সেইসব শহুরে মেয়েদের অন্যতম যারা কোনদিন বুড়ো হয়ে যায় না, বার্ধক্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের অফুরন্ত, যারা তাদের দেহের প্রতি অত্যধিক যত্ন নেওয়ার জন্য কুড়ি বছর ধরে চেহারাটাকে একভাবে রেখে যেতে পারে।

ঘোমটাটা তুলে মহিলাটি অনুচ্চ স্বরে বলল, আচ্ছা, তুমি কি আমায় চুম্বন করবে না?

আমি এইমাত্র সিগারেট খেয়েছি।

www.BanglaBook.org

অস্ফুট স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করল মহিলাটি। তারপর তার মুখটা তুলে বলল, –তাহোক, ওতে কিছু হবে না।

তারা চুম্বন করল পরস্পরকে।

মহিলাটি কোলের উপর বসলে বার্তিন বলল, তোমার স্বামী ভাল আছেন ত?

হ্যাঁ, খুব ভাল আছেন। তিনি হয়ত এখন আইনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন।

তাই নাকি, কী বিষয়ে?

যা নিয়ে প্রায়ই বলেন।

মহিলাটির স্বামী মঁসিয়ে দ্য গিলেরয়, ইওর থেকে নির্বাচিত একজন আইনসভার সদস্য এবং কৃষিবিষয়ে প্রায়ই প্রশ্ন করেন।

স্টুডিওর এক কোণে একটি নতুন ছবি দেখে মহিলাটি বলল, এটা কি?

প্রিন্সেস দ্য পাস্তিয়েভের ছবিটা আমি শুরু করেছি।

যদি আবার তুমি মেয়েদের ছবি আঁক তাহলে আমি তোমার স্টুডিও বন্ধ করে দেব। আমি জানি এই ধরনের ছবি আঁকার ফল কি হয়।

একটা ছবি জীবনে কেউ দুবার আঁকতে পারে না।

না, তা পারে না

মহিলাটি তার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে ছবিটা ভাল করে পরীক্ষা করল। একবার ছবি-টার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেল, আবার কাছে এক একটা চোখ বন্ধ করে একবার দেখল, তারপর স্টুডিওর আলোকিত জায়গাটায় ছবিটা নিয়ে গিয়ে আরো ভাল করে দেখল। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে বলল, ছবিটা সত্যিই ভাল হয়েছে। একাজে তুমি সত্যিই সফল হয়েছ।

কিছুটা গর্ব অনুভব করে বার্তিন বলল, তুমি সত্যিই বলছ এটা ভাল হয়েছে?

হ্যাঁ, সত্যিই এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কাজ আছে যা সাধারণ শিল্পীর দ্বারা সম্ভব না।

এইভাবে বারো বছর ধরে মহিলাটি মহত্তর শিল্প সাধনায় প্রেরণা যুগিয়ে আসছে বার্তিনকে। সহজ সরল বাস্তবানুগতার মাঝে সে যাতে আবদ্ধ হয়ে না থাকে তার জন্য সাবধান করে আসছে এবং আদর্শ সামাজিক সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে নানারকমের উপদেশ দিয়ে আসছে, যে সৌন্দর্যবোধ কিছুটা কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক।

মহিলাটি একসময় প্রশ্ন করল, রাজকন্যা কেমন আছে?

বার্তিন তখন অনেক খুঁটিনাটি বলতে লাগল তার সম্বন্ধে—এমন সব ছোটখাটো কথা বলল যাতে মেয়েদের ঈর্ষান্বিত মন সূক্ষ্ম তৃপ্তি খুঁজে পায়। ক্রমে তারা পোশাকের উপর মন্তব্য করতে করতে বুদ্ধির কথায় চলে এল।

তারপর একসময় হঠাৎ মহিলাটি প্রশ্ন করে বলল, রাজকন্যা কি তোমার সঙ্গে প্রেম করে?

বার্তিন হেসে শপথ করে বলল, না।

তখন বার্তিনের কাঁধের উপর দুটো হাত রেখে মহিলাটি তার মুখপানে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল।

সত্যি বলছ সে তোমার সঙ্গে প্রেম করে না?

সত্যি করে বলছি।

যাইহোক, আমি অবশ্য তা নিয়ে ভাবি না। তবে আমার কথা হচ্ছে তুমি

www.BanglaBook.org

শুধু আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না। এখন আর তোমার সে সময়ও নেই।

তার বয়স হয়েছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা শিহরণ খেলে গেল বার্তিনের সর্বাঙ্গে। তার ভয় হলো সে যেন বুড়ো হয়ে গেছে। বলল, আজ বা কাল বা ভবিষ্যতে কোনদিন আমার জীবনে তুমি ছাড়া আর কেউ আসবে না, কাউকে ভালবাসবে না।

মহিলাটি বার্তিনকে জড়িয়ে ধরে কোচের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল তার উপর। তারপর বলল, কি ভাবছিলে?

আমি একটা ছবির কথা ভাবছিলাম।

কি ধরনের বিষয়?

আমি তাও জানি না। তাই একটা বিষয়বস্তু খুঁজছিলাম।

এই ক'দিন তুমি তাহলে কি করছিলে?

এই ক'দিন সে কি করেছে কোথায় কোথায় গিয়েছে, কোথায় কি খেয়েছে, কারা তার কাছে এসেছে সবকিছু খুঁটিনাটি তাকে খুলে বলতে হলো বার্তিনকে। সামাজিক জীবনের এইসব খুঁটিনাটির প্রতি তারা দুজনেই বেশ আগ্রহ দেখাল। নাগরিক জীবনের ভিন্ন স্রোতে ভেসে যাওয়া কত চেনা জানা মানুষের সম্পর্ক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর নানারকমের মন্তব্য করতে লাগল ওরা। একজন শিল্পী হিসেবে বার্তিন বিভিন্ন শ্রেণীর সব লোককেই জানে, মহিলাটিও আইনসভার এক রক্ষণশীল সদস্যের স্ত্রী হিসাবে ফরাসী সমাজের পরচর্চার কাজে ভালভাবেই রপ্ত। পরনিন্দার কাজে যারা যত বেশী পারদর্শী, যত সব পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর কুৎসিত ছলচাতুরীর কথা ভাল করে বলতে পারে তারা সমাজে তত বেশী প্রশংসা পায়।

মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাহলে কবে আমাদের বাড়িতে খাবে?

যখন তোমার খুশি, কবে তুমি বল? বার্তিন উত্তর করল।

তাহলে শুক্রবার। ঐ দিন আমার মেয়ের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আমি ডিউকপত্নী মার্তিমেন করবেল ও মিসাদোকে নিমন্ত্রণ করেছি। তবে কথাটা বলো না কাউকে। ব্যাপারটা গোপনীয়।

ও, নিশ্চয় আমি যাব। আমি এ্যান্নেতকে দেখে খুশী হব। আমি তাকে তিন বছর দেখিনি।

না, তিন বছর নয়।

এ্যান্নেত প্রথমে প্যারিসে তার বাবা মার কাছে মানুষ হয়। কিন্তু সে তার দিদিমার খুব প্রিয়পাত্র বলে পরে সেইখানে চলে যায়। মাদাম পিরাদো প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছেন, তিনি তাঁর জামাইয়ের জমিদারি শ্যাতো দ্য রনসিয়েরে থাকতেন। বুড়ো দিদিমা ক্রমশই নাতনীটির মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এ্যান্নেতের বাবা মা মাঝে মাঝে রনসিয়েরে গেলেও মেয়েকে প্যারিসে আনতেন না। তাছাড়া এ্যান্নেতও ঘিঞ্জি শহরের তুলনায় গ্রাম্য জীবন ভালবাসত।

তিন বছর এ্যান্নেত প্যারিসে আসেনি। তার মাও নাগরিক জীবনের কামনা বাসনা যাতে অল্প বয়সে তার মধ্যে সঞ্চারিত না হয় তার জন্য তাকে সেখানেই রাখতে চাইতেন। মাদাম গিলেরয় দুজন শিক্ষয়িত্রী রেখেছিলেন তাঁর মেয়ের জন্য। প্রায়ই তার মেয়েকে দেখতে যেতেন সেখানে। ঠাকুরমা খুব বুড়ো হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর কাছে এ্যান্নেতের থাকাটা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

www.BanglaBook.org

আগে আগে অলিভার বার্তিনও গ্রীষ্মকালে রনসিয়েরে গিয়ে দুহপ্তা করে থাকতেন। কিন্তু গত তিন বছর বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে ঐ ধরনের জলা জায়গাতে ভয়ে আর যান না। প্যারিস ছেড়ে আর কোথাও যান না।

এ্যানেতের এখন আসার কথা ছিল না। শরৎকাল পর্যন্ত ওখানে থাকারই কথা ছিল। কিন্তু বাবা হঠাৎ তার এক বিয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তাই প্যারিসে ডেকে পাঠান তাকে। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর মেয়েকে এখনি এসে তাঁর পছন্দ করা ছেলে মার্কুই দ্য ফারান্দালকে দেখুক। ব্যাপারটা এখন গোপন রাখা হচ্ছে। একমাত্র বার্তিনকে তাঁরা সব গোপন কথা বলেন বলে তাকে একথা বললেন মাদাম গিলেরয়।

বার্তিন প্রশ্ন করল, তোমার স্বামী তাহলে সব ঠিক করে ফেলেছেন ?

হ্যাঁ আমার মতে কাজটা ঠিকই করেছেন।

এরপর তারা বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কথাবার্তা বলল। মাদাম গিলেরয় শেষে আবার ছবি আঁকার কথায় চলে এলেন। তিনি খৃস্টের একখানি ছবি আঁকার জন্য অনুরোধ করলেন বার্তিনকে। বার্তিন তাতে রাজী হলো না। কারণ এ নিয়ে অনেক ছবি আঁকা হয়েছে এর আগে। কিন্তু উনি ছাড়লেন না, বারবার জেদ করতে লাগলেন। অধৈর্য হয়ে বললেন, আমি যদি আঁকতে জানতাম, তাহলে আমি আমার মনের কথাটা এঁকে দেখিয়ে দিতাম। আমার মতে সে ছবিটা হবে একেবারে মৌলিক এবং নতুন ধরনের। যিশুকে ক্রুশ থেকে নামানো হচ্ছে। ছবিটাতে দেখানো হবে যে লোকটা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল সে লোকটা যিশুর দেহের উপরের অংশটা ক্রুশবিদ্ধ করেনি। যিশু ক্রুশ থেকে চিৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছেন জনতার সামনে এবং জনতা হাত তুলে তাকে বরণ করে নিচ্ছে। ব্যাপারটা এবার বুঝতে পারছ ?

ব্যাপারটা বুঝল বার্তিন। বিষয়বস্তুটা মৌলিকও বটে। কিন্তু বার্তিন চাইছিল আরো আধুনিক বিষয়বস্তু। তার হঠাৎ চোখে পড়ল তার প্রেমিকা মাদাম গিলেরয় কোচের উপর সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পা দুটো দোলাচ্ছে আর সিল্কের মোজার স্বচ্ছতার ভিতরে তার পায়ের ডিমেগুলো ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। বার্তিন বলে উঠল, একটু থাম। আমি এটা এঁকে ফেলব। এটা হচ্ছে সত্যিকারের জীবন ; পোশাকের ভিতর থেকে দেখতে পাওয়া একটি মেয়ের পা। এর মধ্যেই এক জীবনসত্য, কামনা বাসনা আর কাব্য প্রভৃতি অনেক কিছু সংযোজন করে দিতে পারে। মেয়েদের পায়ের পাতার মত সুন্দর জিনিস আর কিছু হতে পারে না। পোশাকের ভিতর থেকে যে পায়ের কিছুটা দেখা যায়, কিছুটা দেখা যায় না, শুধু আভাস পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে।

কাছে বসে বার্তিন মাদাম গিলেরয়ের পা থেকে জুতো দুটো খুলে দিয়ে পা দুটো ঠিক করে নিল। জুতোমুক্ত পা দুটো হঠাৎ মুক্ত পশুর মত অশান্ত হয়ে উঠল। বার্তিন বলল, সূক্ষ্ম অভিজাত অথচ বাস্তব হাতের থেকে বাস্তব। তোমার যেকোন একটা হাত দেখি।

হাতে লম্বা দস্তানা পরেছিলেন মাদাম গিলেরয়। একটা হাত থেকে দস্তানা খুলে দিলেন। দস্তানাটা খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গোল নিটোল হাতটা বেরিয়ে এল। দস্তানাটা এত তাড়াতাড়ি খুলে নিলেন যে, হাতটার নির্লজ্জ নগ্নতাটা প্রকট হয়ে উঠল চোখের সামনে।

হাতটা পাশে ঝুলিয়ে দিলেন মাদাম গিলেরয়। সাদা আঙুলগুলোর

www.BanglaBook.org

উপর আংটিগুলো ঝকঝক করছিল। গোলাপী রঙের নখপালিশ লাগানো নখগুলো প্রেমের প্রতীকচিহ্ন হিসাবে শোভা পাচ্ছিল।

অলিভার বার্তিন হাতটা ধরে তার প্রশংসা করল। তারপর আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল, যেন কতকগুলো রক্তমাংসের পুতুল। বার্তিন বলল, কী চমৎকার হাতটা। এই হাত দিয়েই মানুষ শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি যত কিছু সৃষ্টি সবই করে।

মাদাম গিলেরয়ের আঙুলগুলো থেকে একে একে আংটিগুলো খুলে নিল বার্তিন। শেষকালে বিয়ের আংটিটা খুলতে গিয়ে থেমে গেল। বলল, থাক এবার, যতই হোক আইনকে শ্রদ্ধা করা উচিত।

'স্টুপিড।' মাদাম গিলেরয় বললেন। বার্তিনের কথার মধ্যে যে বিদ্রূপ ছিল তাতে কিছু আঘাত পেয়েছিলেন মাদাম গিলেরয়। এমনি করে মাঝে মাঝে তাঁকে কথায় কথায় কিছুটা আঘাত দিত বার্তিন। তাঁদের দীর্ঘ প্রেম সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যখন কোন নিন্দা বা উপহাসের কথা বলত বার্তিন তখন তাতে বিরক্তি বোধ করতেন মাদাম গিলেরয়। বার্তিন অবশ্য বলল, সারা উনবিংশ শতকের মধ্যে তাদের এই প্রেমসম্পর্ক সবচেয়ে সুন্দর প্রেমের দৃষ্টান্ত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাদাম গিলেরয় বললেন, তুমি তাহলে আমাকে আর এ্যান্নেতকে নিয়ে ছবি আঁকছ?

অবশ্যই।

তারপর মাদাম গিলেরয় জিজ্ঞাসা করলেন, পাশের ঘরে কি কি ছবি আছে? সেইসব ছবিগুলোর একপক্ষকাল পরে প্রদর্শনী শুরু হবে।

কিন্তু হঠাৎ মাদাম গিলেরয়ের কি এক বিস্মৃত কথা মনে হতেই বলে উঠলেন, দাও, আমার জুতো দিয়ে দাও, আমি চলে যাব।

মাদাম গিলেরয়ের ছোট্ট জুতো জোড়াটা নিয়ে খেলা করছিল বার্তিন, নাড়াচাড়া করছিল আনমনে।

মাদাম গিলেরয়ের একটা পা ধরে হঠাৎ চুম্বন করল বার্তিন। মাদাম গিলেরয় উঠে জুতো পরে টেবিলের কাছে গিয়ে পুরনো নতুন চিঠি ও কাগজপত্রগুলো খুলে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তলার চিঠিগুলো টেনে বের করে ঘাঁটতে লাগলেন।

বার্তিন বলল, তুমি আমার কাগজপত্রগুলো সব ওলটপালট করে দিচ্ছ?

আচ্ছা কে তোমার 'বায়েগনিউস' ছবিটা কিনতে চেয়েছে?

একজন আমেরিকান, আমি তাকে চিনি না।

তুমি কি তোমার 'শ্যান্তিউজ দ্য রুজ' ছবিটা সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেলেছ?

হ্যাঁ, ওটার জন্য দশ হাজার ফ্রাঁ দাম নেব।

ছবিটার কাজ ভালই হয়েছে। ছবিটা দেখতে সুন্দর। তবে গতানুগতিকতা হতে মুক্ত নয়। বিদায় প্রিয়তম।

মাদাম গিলেরয় তাঁর গলাটা বাড়িয়ে দিতেই বার্তিন সারা গালটা চুম্বনে ভরিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, শুক্রবার, আটটা। না না, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে না। তুমি সেটা জান। বিদায়।

মাদাম গিলেরয় চলে যাবার পর বার্তিন একটা সিগারেট ধরিয়ে স্টুডিওতে পায়চারি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে লাগল। তাদের এতদিনের প্রেমসম্পর্কের গোটা ইতিহাসটা মনে পড়ে গেল বার্তিনের। অতীতের প্রতিটি বিস্মৃত খুঁটিনাটির কথা মনে পড়ে গেল একে একে। ফেলে আসা দিনের সেইসব পুরনো কথা মনে করে বেশ কিছুটা আনন্দও পেল।

প্যারিসের চিত্রশিল্পের আকাশে হঠাৎ যখন সে নক্ষত্রের মত উঠতে শুরু করেছে, যখন ফরাসী সমাজে শিল্পীদের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, কয়েকটা তুলির আঁচড়ে যখন তারা বড় বড় প্রাসাদ দখল করে বসেছে, ঠিক তখনকার কথা। তখন ১৮৬৪ সাল। তখন বার্তিন সবেমাত্র রোম থেকে ঘুরে এসেছে ; নাম করতে পারেনি। তারপর হঠাৎ ১৮৬৮ সালে 'ক্লিওপেট্রা' ছবির প্রদর্শনীর পর দিনকতকের মধ্যে জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গেল বার্তিন। সমালোচক আর সাধারণ মানুষ, সকলের দ্বারাই প্রশংসিত হতে লাগল তার ছবি।

১৮৭২ সালে যুদ্ধের পর হেনরি রেণলেতের মৃত্যুর পর তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের গৌরবের পথ প্রশস্ত হয়। তখন বার্তিনের 'জোকাস্তে' ছবিটা এক দুঃসাহসী সৃষ্টি বলে পরিগণিত হয়েছে। বিষয়বস্তুটা সত্যিই খুব দুঃসাহসী এবং মৌলিক ! কিন্তু সে মৌলিকতাটা এমন সংযমের সঙ্গে প্রকাশ করেছিল বার্তিন যে শিক্ষাবিদ ও সমালোচকরা সকলেই ছবিটার প্রশংসা করেছিলেন। আফ্রিকা থেকে বার্তিন ঘুরে আসার পর ১৮৭৩ সালে তার 'জুইভে দ্য আলজের' ছবিখানি প্রদর্শিত হয় এবং তারজন্য সে প্রথম পুরস্কার পায়। সবাই একবাক্যে বলে এ ছবি অতুলনীয়। এরপর বার্তিন প্রিন্সেস দ্য সেবিয়া ছবিখানির জন্য সৌখীন জগতে সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পোর্ট্রেট শিল্পী হিসাবে গণ্য হয় সে। সেদিন থেকেই প্যারিসের সব সৌখীন মেয়েরা তাকে তাদের সবচেয়ে প্রিয় চিত্রকর হিসাবে ভাবতে শুরু করে। তারা তাকে এমন একজন শিল্পী হিসাবে দেখে যে তাদের চেহারা ও চরিত্রকে যথাযথভাবে বাস্তব প্রকাশকলায় বিচিত্র করতে পারে। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে প্যারিসের বিখ্যাত মেয়েরা তার কাছে এসে তাকে দিয়ে তাদের ছবি আঁকাবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু বার্তিন তাতে বিতৃষ্ণা বোধ করে এবং তার পারিশ্রমিক হিসাবে তাদের কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করতে থাকে।

বার্তিন নিজেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন লোকের বাড়িতে বেড়াতে যেত। একদিন ডাচেস দ্য মর্তিমেনের বাড়িতে একটি যুবতী মেয়েকে কালো পোশাক দেখে বার্তিন। দরজার কাছে মেয়েটিকে দেখেই তার চেহারার মধ্যে একটা পরিমার্জিত সূক্ষ্মতা আর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় বার্তিন। মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে, তার নাম কোঁতেসী দ্য গিলেরয়, জনৈক চেম্বার সদস্য এবং নর্ম্যাণ জমিদারের স্ত্রী। তার শ্বশুরের মৃত্যুর জন্য শোকসূচক পোশাক পরেছে। বার্তিন আরো জানল, মেয়েটি রসিক এবং সকলেই তার প্রশংসা করে।

মাদাম গিলেরয়ের চেহারাটা সেদিন বার্তিনের শিল্পীমন আর চোখকে মুগ্ধ করে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে। তার মুখ থেকে আপনা থেকেই যেন কথাটা বেরিয়ে আসে, এই মহিলাটির ছবি সানন্দে আঁকব।

বার্তিনের এই ইচ্ছার কথাটা পরদিনই শোনান হয় মাদাম গিলেরয়কে। আর সেদিন সন্ধ্যার সময় একটা চিঠি পায় বার্তিন। নীল কালি দিয়ে লেখা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে উঠে যাওয়া কয়েকটা ছত্র। চিঠির কাগজটা সুগন্ধি আর লেখাটায় ছিল—'প্রিয় স্যার—ডাচেস দ্য মর্তিমেন এইমাত্র চলে গেলেন এখান থেকে এবং আমায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানিয়ে গেলেন আপনি নাকি আমার এই অসুন্দর মুখখানাকে মডেল করে একটা ভাল ছবি আঁকবেন। আমি এ কাজের ভার আপনার উপর ছেড়ে দিয়ে খুবই খুশি হব এবং আপনার এই কথাটা যদি মিথ্যা না হয় এবং আমার মধ্যে আঁকার মত কিছু সত্যি সত্যিই পেয়ে থাকেন তাহলে আরো খুশি হব। ইতি—আপনার বিশ্বস্ত এ্যানি দ্য গিলেরয়।

এ চিঠির উত্তরে বার্তিন জানতে চাইল কোথায় সে দেখা পাবে গিলেরয়ের। তাতে অল্প কথায় গিলেরয় জানাল পরের সোমবারই তাদের বাড়িতে লাঞ্চ খাবে বার্তিন। বুলেভার্ড মেলশার্বে অঞ্চলে একটা বিরাট আধুনিক ধাঁচের বাড়ির একতলায় একখানি ঘর। একটি প্রশস্ত ড্রইংরুম পার হয়ে বার্তিনকে নিয়ে যাওয়া হলো সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত একটি ঘরে।

মাদাম গিলেরয় যখন ঘরে ঢুকলেন তখন বার্তিন সবেমাত্র বসেছে একটা চেয়ারে, মাদাম গিলেরয় এমন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলেন যে বার্তিন প্রথমটায় বুঝতেই পারেননি। তাঁকে দেখে বার্তিন আশ্চর্য হয়ে উঠে দাঁড়াতেই তিনি তাঁর একটা হাত বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ বাড়িয়ে দিলেন।

মাদাম গিলেরয় বললেন, তাহলে সত্যি সত্যিই আপনি আমার ছবিটা আঁকবেন?

আমি তা আঁকতে পেরে খুশি হব মাদাম।

আঁটসাট কালো পোশাকে মাদাম গিলেরয়ের চেহারাটা বেশ ছিপছিপে দেখাচ্ছিল। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে একটা গাম্ভীর্য ও গভীরতা ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সুন্দর চুলগুলোর নিচে মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। একটু পরেই ছ' বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে কোঁৎ গিলেরয় ঘরে ঢুকলেন।

মাদাম গিলেরয় পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে।

কোঁৎ গিলেরয় একটু বেঁটে ধরনের। দাঁড়ি কামানো চকচকে মুখ, গালদুটো তোবড়ানো, চিবুকের কাছের চামড়াটা একটু কালো কালো। মাথার লম্বা চুলগুলো উল্টোদিকে আঁচড়ানো। তাঁকে দেখে কোন সৌখীন অভিনেতা বা নায়ক বলে মনে হচ্ছিল। সাধারণ সভায় অতিরিক্ত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁর গাল থেকে চিবুক পর্যন্ত প্রসারিত দুটো রেখার সৃষ্টি হয়েছে।

কোঁৎ গিলেরয় আবেগপূর্ণ ভাষায় ধন্যবাদ দিলেন বার্তিনকে। বহুদিন তিনি তাঁর স্ত্রীর একখানা ছবি আঁকাতে চাইছিলেন এবং এবিষয়ে অবশ্যই তিনি অলিভার বার্তিনকেই ঠিক করেছিলেন মনে মনে। কিন্তু বার্তিন যদি রাজী না হয় এই ভয়ে অনুরোধ করতে পারেননি।

এইভাবে বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় দুই পক্ষে ঠিক হলো পরের দিনই মাদাম গিলেরয়কে স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তাঁর স্বামী বললেন, এখনো শোক-দিবস চলছে, তাই দিনকতক পরে শোকের ভাবটা কাটলে ছবিটা আঁকলে ভাল হবে। কিন্তু বার্তিন বলল, মাদামকে প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে যে ছাপ পড়েছে তার সম্বন্ধে তাই নিয়ে এখনি কাজ শুরু করে দিতে চায়। একদিকে তাঁর সোনালী চুলের নিচে হাসি হাসি সূক্ষ্ম মুখখানার উজ্জ্বলতা আর অন্যদিকে তাঁর কালো পোশাকের স্তব্ধ গাম্ভীর্য—এই দুটোর বৈপরীত্য তার বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেবে।

পরের দিনই তাঁর স্বামীর সঙ্গে মাদাম গিলেরয় এলেন বার্তিনের স্টুডিওতে এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর প্রায়ই তিনি তাঁর ছোট মেয়েটাকে সঙ্গে করে স্টুডিওতে আসতেন আর বার্তিন তাদের ছবি-ঢাকা একটা টেবিলের সামনে বসিয়ে রাখত।

স্বভাবতঃ অলিভার বার্তিন বড় গম্ভীর প্রকৃতির। সমাজের অপরিচিত মেয়েদের দেখে সে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ত। তাদের দেখে চটুল কৃত্রিম ভণ্ড ও বিপজ্জনক বলে মনে হত। তাদের সৌন্দর্যকে অসার অর্থহীন বলে মনে হত। তার নামডাক, তার বুদ্ধি, তার সৌন্দর্য আর পেশীবহুল সবল সুগঠিত চেহারা আর তামাটে মুখের জন্য মেয়েরা তাকে পছন্দ করত এবং প্রায়ই তার কাছে আসত। এদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে সে বারকয়েক এখানে সেখানে বেরিয়েও এসেছে।

ক্রমে ক্রমে মেয়েদের সহ্য করতে শেখে বার্তিন। তাদের আচরণ ও কথাবার্তায় যে সহজ স্বাধীনতা সে লক্ষ্য করত, তা ভাল লাগত। তার নিজের স্টুডিও ও বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের সাজঘরে যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে সে নিয়ত অভ্যস্ত, মেয়েদের মধ্যেও সে তাই চাইত। তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য সমাজে অনেকের সঙ্গে মিশত, কিন্তু তাতে তার অন্তর তৃপ্ত হত না। যখন সে মেয়েদের সামনে প্রশংসাবাক্য, অভিবাদন ও অভ্যর্থনা পেত তখন তাতে তার অহমিকা তৃপ্ত হত। মেয়েরা তাকে প্রচুর শ্রদ্ধা করত কিন্তু তারা কেউ প্রেম করতে আসত না। সে কখনো মেয়েদের সঙ্গে কোন ঠাট্টা তামাশা করত না বা কুৎসিত মন্তব্য বা প্রস্তাব করত না। এজন্য তাকে সবাই ভাল বলত।

যখনি কোন মেয়ে এসে স্টুডিওতে বসত এবং সে তাকে বিভিন্নভাবে খুশি করার চেষ্টা করত বার্তিন তখন ওদের সঙ্গে তার একটা সহজাত পার্থক্যের প্রতি সচেতন হয়ে উঠত বিশেষভাবে। শিল্পীরা যে সমাজের অন্যান্য নরনারীর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর একথা কিছুতেই ভুলতে পারত না বার্তিন। তার মনে হত তাদের সঙ্গে শিল্পীরা শত মেলামেশা করলেও এ পার্থক্য দূর হতে পারে না। মেয়েদের হাসিটাকে সব সময় কৃত্রিম বলে মনে হত তার। মেয়েদের সঙ্গে বার্তিন মাঝে মাঝে কিছু হাসাহাসি করলেও সে হাসির অন্তরালে সে যে একজন উঁচুদরের লোক এই ধরনের একটা গোপন গরিমাবোধ অনুভব করত। তার অহঙ্কারের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিত আর তার আচরণের মধ্যে ভেদজ্ঞান ফুটে উঠত স্পষ্ট। সে ভাবত, যেসব রাজা ও যুবরাজরা জন্মগুণে আভিজাত্য ও সম্মান লাভ করেছে সে তার বুদ্ধির জোরে তাদের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। একথা ভেবে তার অহংবোধ আরো বেড়ে যেত। লোকে বলাবলি করত, 'উনি অত্যন্ত মার্জিত স্বভাবের।' একথা তার কাছে তোষামোদের মত ঠেকত এবং মনে হত তারা নিজেরাই যেন সাধারণ মানুষ ও তার মাঝখানে একটা ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া করে দিত।

বার্তিনের স্বেচ্ছাকৃত গাম্ভীর্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধে অস্বস্তি অনুভব করলেন মাদাম গিলেরয়। তিনি খুঁজে পেলেন না কি বলবেন, কিভাবে আরম্ভ করবেন এই স্মরণীয় লোকটিকে।

বার্তিন তার স্টুডিওতে মাদাম গিলেরয়ের ছবির স্কেচটা শুরু করে দিয়েছিল। মাদাম গিলেরয় তাঁর মেয়েকে বসিয়ে রেখে স্কেচের কাছে একটি ইজি চেয়ারে বসে পড়লেন। বার্তিন যা যা বলল তাই করলেন এবং তাঁর মুখখানাকে যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল করে তুললেন।

www.BanglaBook.org

বার বার বিভিন্নভাবে বসার পর বার্তিন প্রশ্ন করল মাদাম গিলেরয়কে, জীবনে সবচেয়ে কিসে আপনি আনন্দ পান ?

কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়, আমি ঠিক তা জানি না। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ?

আমি আপনার চোখে একটা আন্দোচ্ছবল ভাব দেখতে চাই, যেটা এখনো পর্যন্ত দেখিনি।

তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলুন। আমি কথা বলতে ভালবাসি।

আপনি তাহলে হালকা ধরনের লোক ?

ও, হ্যাঁ খুব হালকা ধরনের।

'ঠিক আছে, তাহলে কথা বলা যাক মাদাম।' কথাটা গম্ভীরভাবে বলে আঁকতে লাগল বার্তিন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলা শুরু করল। তবে এমন একটা বিষয়বস্তু হলে ভাল হয় যাতে উভয়েই একটা আগ্রহ খুঁজে পাবে। প্রথমে তাদের পরিচিত লোকদের কথা নিয়ে শুরু করে পরে তারা নিজেদের কথায় চলে এল যে কথায় সবচেয়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

পরদিন আবার দেখা হতেই তারা আরো সহজ হয়ে উঠল। বার্তিন দেখল তার ব্যবহার ও কথাবার্তায় সন্তুষ্ট এবং খুশি হয়েছেন মাদাম গিলেরয়। তা দেখে বার্তিন তার শিল্পী জীবনের অনেক খুঁটিনাটি কথা বলতে বলতে তার স্মৃতির বোঝাটাকে হালকা করে তুলল। তার বর্ণনার সঙ্গে কিছু বুদ্ধি ও কল্পনা মিশিয়ে দিল যেটা সবাই পছন্দ করে।

মাদাম গিলেরয় এর আগেও অনেক বিখ্যাত লোকেদের সঙ্গে মিশেছেন এবং তাদের সরল ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্যে একটা প্রথাগত এবং গতানুগতিক ভাব ছিল ; কিন্তু বার্তিনের প্রতিটি কথার মধ্যে এক তীক্ষ্ণ শ্লেষের উচ্ছ্বলতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন মাদাম গিলেরয়। এক এক সময় তিনিও সাহস ও মার্জিত বুদ্ধির সঙ্গে উত্তর দিতে লাগলেন।

এক সপ্তার মধ্যেই মাদাম গিলেরয় তাঁর অকপটভাষিতা, সরলতা আর মধুর স্বভাবের দ্বারা বার্তিনের মন জয় করে ফেললেন। অভিজাত সমাজের মেয়েদের সম্বন্ধে বার্তিনের যে বিরাগ ও বিদ্বেষ ছিল তা একেবারে ভুলে গেল বার্তিন। এখন একথা সকলের কাছে বলতে পারবে বার্তিন যে একমাত্র এই সব মেয়েদেরই সৌন্দর্য আর আকর্ষণশক্তি আছে। ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে আঁকতে আঁকতে একবার সামনে কিছুটা এগিয়ে যেত আবার কিছুটা পিছিয়ে আসত, এবং সেইসময় তার অন্তরের অনেক গোপন কথা বলে ফেলত। সুন্দর চুল আর হাসি হাসি মুখ নিয়ে কালো পোশাক পরে মাদাম গিলেরয় যখন তার সামনে বসে থাকতেন তখন বার্তিনের মনে হত একই সঙ্গে সূর্যালোক আর মেঘচ্ছায়া বিরাজ করছে তাঁর দেহে। মাদাম গিলেরয়ও মাঝে মাঝে বার্তিনের কথার উত্তর দিতে গেলে আনন্দের উত্তেজনায় তাঁর শরীরটা এমনভাবে দুলে উঠত যে তাঁর বসে থাকার বিশেষ ভঙ্গিটা নষ্ট হয়ে যেত।

মাঝে মাঝে বার্তিন একটু দূরে সরে গিয়ে একটা চোখ বন্ধ করে তার মডেলটাকে খুব ভাল করে দেখত ; তারপর ঘুরে এসে তার মুখে কোথায় দাগ পড়েছে, মুখের কোন ভাবটা ক্ষণস্থায়ী তা বুঝিয়ে দিত। মাদাম গিলেরয়ের মুখের মধ্যে বাইরের আপাতপ্রত্যক্ষ ভাবের অন্তরালে বার্তিন খুঁজত এক বিশিষ্ট আদর্শ সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা

www.BanglaBook.org

সব নারীর মুখের মধ্যেই থাকে, আর যে সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা শুধু তাদের প্রেমিকদেরই চোখে পড়ে, যা অন্য কেউ দেখতে পায় না।

একদিন বিকালবেলায় মাদাম গিলেরয়ের ছোট্ট মেয়েটি এসে ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, এটা আমার মা নয় কি?

তার কাজটির সাফল্যের প্রতি এই ছোট্ট মেয়েটির সরল অকপট স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধায় খুশি হয়ে বার্তিন তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করল। আর একদিন ওরা যখন স্টুডিওতে বসে গল্প করছিল তখন মেয়েটি আপন মনে বলল, না, আমার ভাল লাগছে না।

মেয়েটির এই প্রথম অকপট অভিযোগে কিছুটা বিচলিত হলো বার্তিন। পরের দিন ও দোকানে গিয়ে প্রচুর খেলনা নিয়ে এসে স্টুডিওতে রেখে দিল মেয়েটির জন্যে।

খেলনাগুলো পেয়ে এ্যান্নেত বিস্মিত ও আনন্দিত হলো। একে একে সেগুলো নিয়ে খেলা করবে বলে সেগুলো যত্ন করে রেখে দিল। এই সব উপহারগুলো পেয়ে খুশি হলো এ্যান্নেত। বার্তিনকে আরো বেশী ভালবাসতে শুরু করল।

বার্তিন স্টুডিও দিয়ে বেড়াতে যেতে মাদাম গিলেরয়েরও খুব ভাল লাগত। সেবার গোটা শীতটা তাঁর হাতে কোন কাজ ছিল না। তখনও তাঁর শোকসময় কাটছিল বলে কোন পার্টিতে যাওয়া বন্ধ ছিল। তাই তাঁর জীবনের সব আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল বার্তিনের স্টুডিওর মধ্যে।

মাদাম গিলেরয়ের বাবা ছিলেন প্যারিসের একজন সদাশয় ব্যবসায়ী। তিনি অনেক আগেই মারা যান। ওঁর মা ছিলেন বড় রুগ্ন; বছরের মধ্যে ছমাস শয্যাগত হয়ে থাকতেন। ছোট থেকে মাদাম গিলেরয় আতিথেয়তার কাজে বিশেষ পটু হয়ে ওঠেন এবং ভাল মন্দ ও ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ এবং বাস্তবমুখী। কোঁৎ দ্য গিলেরয়কে যখন তাঁর স্বামী হিসাবে নির্বাচিত করে আনা হলো তাঁর কাছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন এ বিয়েতে তাঁর কি কি সুবিধা হবে, কোন কোন দিক থেকে তিনি লাভবান হবেন। বিজ্ঞের মত তিনি তখন নিজেকে বোঝালেন, কেউ কখনো জীবনে একসঙ্গে সব কিছু পেতে পারে না, তাই যখন যেটুকু ভাল জিনিস পাওয়া যায় তাই গ্রহণ করতে হয়।

একদিন সমাজে সুন্দরী হিসাবে নাম ছিল মাদাম গিলেরয়ের। তাঁর বুদ্ধি আর সৌন্দর্যের জন্য অনেকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত, অনেকেই তাঁর পিছনে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু কখনো কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয়ে পড়তেন না তিনি। তাঁর বুদ্ধির মতই তাঁর অন্তঃকরণ ছিল স্বচ্ছ এবং মার্জিত। সে অন্তরের প্রশান্তি কখনো ক্ষুণ্ণ হত না তার। www.boiRboi.blogspot.com

কিছুটা সংযত চটুলতার সঙ্গে কখনো কখনো কারো কারো সঙ্গে প্রেমের ভান করতেন মাদাম গিলেরয়। কিন্তু সে প্রেমাভিনয় বেশীদূর এগোত না। লোকের মনে কামনা জাগিয়ে ও লোকের মুখ থেকে প্রশংসাবাক্য শুনে তিনি খুশি হতেন, কিন্তু পরে সহজ অবহেলা ও ঔদাসিন্য সহকারে সেগুলো এড়িয়ে যেতেন। কোন ড্রয়িংরুমে সারা সন্ধ্যাবেলা বসে বসে ভক্তদের কাছ থেকে প্রচুর তোষামোদ ও প্রশংসাবাক্য শোনবার পরও কোনরূপ বিকার দেখা যেত না তাঁর মনে। রাত্রিতে নিশ্চিন্তে ও নির্লিপ্তভাবে ঘুমোতেন। এইভাবে তিনি সাতটি বছর কাটান। কিন্তু কোনদিন একঘেঁয়ে লাগেনি তাঁর এ জীবন। যারা তাঁর পাশে ভিড় করত তাদের মধ্যে ছিল

www.BanglaBook.org

আইনবিদ্, রাজনীতিবিদ্, পুঁজিপতি, অলস আড্ডাবাজ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু মাদাম গিলেরয়ের মনে হত ওরা যেন এক একজন অভিনেতা, এর বেশী কিছু না। তিনি শুধু তাদের আপন আপন পদমর্যাদা ও কাজকে কিছুটা শ্রদ্ধা করতেন, এর বেশী কোন গুরুত্ব দিতেন না।

কিন্তু শিল্পী বার্তিনকে তাঁর খুব ভাল লাগে, কারণ বার্তিন তাকে দেয় এক নতুন জীবনের আস্বাদ। তিনি তার স্টুডিওতে যেতে ভালবাসতেন, সেখানে প্রাণ খুলে হাসতেন। তার কাছ থেকে প্রচুর আনন্দ পেয়ে কৃতজ্ঞতা অনুভব করতেন তার প্রতি। তাছাড়া বার্তিনের দেহগত শক্তি ও সৌন্দর্য এবং যশ মানের জন্যেও তাকে পছন্দ করতেন। কারণ মুখে যাই বলুক কোন পুরুষের দেহগত সৌন্দর্য ও খ্যাতির প্রতি কোন নারীই উদাসীন থাকতে পারে না। বার্তিনের মত একজন অভিজ্ঞ লোকের সুনজরে পড়ে খুশি না হয়ে পারেননি মাদাম গিলেরয় এবং তার পক্ষ থেকে তিনিও বার্তিনের প্রশংসা করতেন যথেষ্ট। বার্তিনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এক সজাগ সচেতন মন, কল্পনাশক্তি, সূক্ষ্ম ও মার্জিত বুদ্ধি এবং ভাষার সজীবতা যা-কিছু স্পর্শ করে তাকেই উজ্জ্বল ও সুন্দর করে তোলে।

এইভাবে দিনে দিনে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে লাগল তাদের অন্তরঙ্গতা। প্রতিদিন তারা যখন করমর্দন করত তখন তাদের সেই হাতের স্পর্শের মাধ্যমে তাদের অন্তরের রেশ কিছুটা করে সঞ্চারিত হত তাদের পরস্পরের অন্তরের মধ্যে।

সুতরাং বিশেষ কোন পরিকল্পনা না করে বা আগে থেকে সজাগ না হয়ে বার্তিনকে পুরোপুরিভাবে লাভ করার একটা কামনা দানা বেঁধে উঠতে লাগল মাদাম গিলেরয়ের মনে। সে কামনার কাছে ধরা না দিয়ে পারলেন না তিনি। তবে এরজন্য কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়নি, কোন ব্যবস্থা করতে হয়নি। তার ভাললাগা মনের মানুষের সঙ্গে নারীরা যেমন প্রাণ খুলে মেলামেশা করে তেমনি সহজভাবে মিশতেন তিনি বার্তিনের সঙ্গে। তেমনি সহজ অথচ সূক্ষ্মভাবে ভালবাসতেন তাকে। ভালবাসা-বাসির সময় মেয়েরা যা সাধারণতঃ করে মাদাম গিলেরয়ও তাই করতেন। তাঁর প্রতিটি আচরণে ও কথাবার্তায়, প্রতিটি হাসির রেখায় তাঁর অন্তরের এক মোহপ্রসারী মহিমা ও সৌন্দর্যকে ছড়িয়ে দিতেন প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে।

অনেক সময় বার্তিনকে খুশি করার জন্যে অনেককিছু বলতেন মাদাম গিলেরয় যার অর্থ ছিল, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। বার্তিন যখন কথা বলত তখন তার কথা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনে মাদাম গিলেরয় দেখাতেন তিনি তার কথা শুনতে কত ভালবাসেন। আর তাই দেখে বার্তিনও তাকে শোনাবার জন্যই অনেকক্ষণ ধরে কথা বলত। অনেক সময় মাদাম গিলেরয় এলে সে তার আঁকার কাজ ফেলে রেখে বসত তাঁর কাছে এবং তাঁর ভালবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সবকিছু ভুলে কথা বলত। কথায় কথায় কখনো কবি কখনো হাস্যরসিক আবার কখনো বা দার্শনিক হয়ে উঠত।

বার্তিন খুশি থাকলে মাদাম গিলেরয়ও আনন্দ অনুভব করতেন। সে যখন গভীরভাবে কিছু ভাবত তখন তিনি তার সেই গভীর চিন্তাগুলো আন্দাজ করে ধরার চেষ্টা করতেন, অবশ্য সব সময় তা পেরে উঠতেন না। বার্তিন যখন যা কিছু বলত তখনই মাদাম গিলেরয় তা এমন মনোযোগ সহকারে শুনতেন যে সে উৎসাহিত হয়ে আরো বেশী কথা বলে ফেলত। এইভাবে সে মাদাম গিলেরয়ের মধ্যে এমন এক ভক্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুরাগী ও অনুসরণকারী মন খুঁজে পায় যার মধ্যে তার যেকোন চিন্তাভাবনা বীজের মত ছড়িয়ে পড়তে পারে এক নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে।

ছবির কাজ ভালই এগিয়ে চলল এবং সেকাজ খুবই সন্তোষজনক হয়ে উঠল বার্তিনের কাছে। কারণ সে আবেগের সঙ্গে তার মডেলের চরিত্রের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে জেনেছে ও তা বিশেষ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে যে আত্মপ্রত্যয় প্রতিটি প্রকৃত শিল্পীকে প্রেরণা যোগায়।

মাদাম গিলেরয় যখন বসে থাকতেন স্টুডিওতে তখন তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও তাঁর গায়ের চামড়ার প্রতিটি খাঁজ, তাঁর চোখের তারার সজল গভীরতা—তাঁর দেহের যাকিছু রহস্য তা ভালভাবেই জেনে নেয় বার্তিন। এইভাবে তাঁর দেহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় যেন বার্তিন। তাঁর দেহের এই চঞ্চল সৌন্দর্যের এক সযত্নসঞ্চিত স্মৃতি তার মস্তিষ্ক থেকে ধীরে ধীরে তুলির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে তার ক্যানভাসে যেন ছড়িয়ে পড়ত। সে সৌন্দর্যের অনাবিল ধারা প্রাণভরে যেন পান করত বার্তিন।

মাদাম গিলেরয়ও বুঝতে পারলেন বার্তিনও ধরা দিয়েছে তাঁর কাছে। নিশ্চিন্ত জয়ের আনন্দে মাতাল হয়ে উঠলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের এক নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন তিনি। আর তা খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে এক রহস্যময় আনন্দ জেগে উঠল তাঁর মনে। একদিন তাঁর নামটা তার মুখে শুনে ভালবাসার কামনাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর মনে। মনে মনে বললেন, উনি নিশ্চয় আমায় ভালবাসেন। লোকে তার প্রতিভার প্রশংসা করলে তিনি খুশি হতেন। আবার তাঁর রূপের প্রশংসা করলে আরো খুশি হতেন উনি। যখন উনি একা থেকে বার্তিনের কথা চিন্তা করতেন, যখন তাঁকে অন্য কেউ বিরক্ত করত না, তখন তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে একথা বিশ্বাস করতেন যে এতদিনে তিনি মনের মত এক বন্ধু খুঁজে পেয়েছেন যে শুধু তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেই খুশি, তার বেশী কিছু চায় না।

মাদাম গিলেরয় যখন বার্তিনের স্টুডিওতে থাকতেন তখন বার্তিন হঠাৎ মাঝে মাঝে তার হাতের তুলি নামিয়ে রেখে সব কথাবার্তা বন্ধ রেখে এ্যানেতকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে ও মাথার চুলে চুম্বন করত আর তার মার দিকে তাকাত। যেন সে বলতে চাইত, আসলে আমি তোমাকেই চুম্বন করছি তোমার এই সন্তানের মাধ্যমে।

প্রায়ই মাদাম গিলেরয় একা আসতেন। যেদিন একা আসতেন সেদিন কাজের থেকে কথাবার্তাই হত বেশী।

একদিন বিকালে তাঁর আসতে একটু দেরী হল। তখন ফেব্রুয়ারীর শেষ। খুব শীত পড়েছে। অলিভার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। যেদিন মাদাম গিলেরয়ের আসার কথা থাকত সেদিন একটু সকাল করে বাড়ি ফিরত সে, পাছে তিনি তার আগেই এসে পড়েন। মাদাম গিলেরয়ের আসতে দেরী দেখে সিগারেট খেতে খেতে পায়চারি করতে লাগল বার্তিন। অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে লাগল নিজেকে, আমি প্রেমে পড়ে গিয়েছি এটা কি সত্যি ? এর উত্তর সে জানে না। কারণ সে তা ঠিক বুঝতে পারেনি, কারণ এর আগে সে কখনো ভালবাসেনি। এর আগে কোন কোন মেয়ের প্রতি দুর্বলতা দীর্ঘদিন তার মন জুড়ে বসে থেকেছে ঠিক ; কিন্তু সে দুর্বলতাকে ঠিক সে ভালবাসা বলতে পারেনি। আজ তার এই ভালবাসার আবেগ ও অনুভূতি দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে থমকে গেল বার্তিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে কি মাদাম গিলেরয়কে ভালবাসে? একটা ক্ষীণ কামনা অবশ্য সে অনুভব করল, কিন্তু তাঁকে পুরোপুরিভাবে লাভ করার কল্পনাও সে মনে আনতে পারল না। এর আগে কোন সুন্দরী মেয়েকে ভাল লাগার সঙ্গে সঙ্গে কামনা জেগেছে তার মনে আর তাকে ধরার জন্য সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গাছ থেকে আকাংখিত কোন ফল পাড়ার মত। কিন্তু সে মেয়ের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ কখনো বিচলিত হয়নি।

এই নারীর প্রতি একটা কামনা এর আগেই জেগেছিল তার মনে। কিন্তু একটা প্রবলতর আবেগের আঘাতে সেটা একরকম মুছে গিয়েছিল অথবা পিছনে পড়ে গিয়েছিল। সে আবেগটা কি তা স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি। তবে বার্তিন বেশ বুঝতে পারল এই নারীর প্রতি যে আসক্তি সে আজ অনুভব করছে তা এক দেহগত আবেগ ছাড়া কিছু নয়, তার সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগল বার্তিন। তার রক্তের উত্তাপ তার মস্তিষ্কের চিন্তা ভাবনাকেও আক্রমণ করল। সে বেশ বুঝল তার অন্তরের এই অশান্ত আলোড়ণ তার রক্তের এই উত্তাপ শুধু মাদাম গিলেরয়ের জন্য, তাঁর ফিরে আসার যে প্রত্যাশা তিনি দিয়ে গেছেন যে স্মৃতি তিনি রেখে গেছেন তার জন্য। অবশ্য তার যে গোটা মস্তিষ্ক-টাকেই সে বিলিয়ে দিয়েছে মাদাম গিলেরয়ের পায়ে তা নয়; তবে তার মনে হলো সে যেন সব সময় তাঁর উপস্থিতি অনুভব করছে তার মনে। মাদাম গিলেরয় তার কাছ থেকে দূরে চলে গেলে তার সত্তার যেটা সূক্ষ্ম ও অনির্বচনীয় অংশ সেটা যেন রেখে যেতেন তার কাছে। তবে কি সেটা প্রেম? অন্তরের আরো গভীরে নেমে গিয়ে আরো ভাল করে দেখতে ও বুঝতে চাইল বার্তিন। মাদাম গিলেরয় সুন্দরী এবং তাঁর সাহচর্য সত্যিই আনন্দদায়ক এটা ঠিক। কিন্তু বার্তিনের আদর্শ নারী সম্পর্কে যে ধারণা যে আশা আছে মাদাম গিলেরয়কে তার উপযুক্ত বলা চলে না কখনই। যে মেয়ে বার্তিনের ভালবাসা পাবে, দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে তার নিশ্চয় আত্মিক সৌন্দর্যও থাকবে। মাদাম গিলেরয়কে দেখতে খুব ভাল লাগলেও তিনি নিশ্চয় সে মেয়ে নন।

কিন্তু অন্য সব মেয়ের থেকে শুধু তাঁর কথাই সব সময় এমন মন জুড়ে থাকে কেন? এ কথা বা এ ভাবনার শেষ নেই কেন আর অন্য কোন মেয়ের চিন্তা থেকে এ চিন্তা সম্পূর্ণ আলাদাই বা কেন?

তবে কি তার প্রতি পাতা চটুল প্রেমাভিনয়ের জালে সে পড়ে গেছে। মানুষের মন জয় করার যে যে কৌশল এই সব মেয়েদের থাকে সেই কৌশলের জালে কি সে নিজে ধরা পড়ে গেছে?

কখনো সে দ্রুত পায়চারি করতে লাগল, কখনো সে বসতে লাগল। সিগারেট ধরিয়ে পরক্ষণেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। ঘন ঘন সে ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগল এবং তার মনে হলো ঘড়ির কাঁটাগুলো খুব আস্তে চলছে। কয়েকবার তার মনে হলো ঘড়ির উপরকার কাঁচের ঢাকনাটা তুলে কাঁটাগুলো ইচ্ছামত ঘুরিয়ে দেয়।

নিজেকে অবশেষে প্রশ্ন করল বার্তিন, আমি কি তার প্রেমিক হতে পারি? প্রশ্নটা তার নিজের কাছে অদ্ভুত ঠেকল, কিছুটা উদ্ধত এবং অবান্তরও বটে। কারণ এ প্রেম তার জীবনে অবশ্যই বেশ কিছু জটিলতা আনবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাইহোক, এ মেয়েটি যে তাকে সত্যি সত্যিই আকৃষ্ট করেছে একথা সে স্বীকার করল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তার মনের অবস্থা তখন অদ্ভুত।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টাধ্বনি হলো। বার্তিন চমকে উঠল। তার স্নায়ুগুলো বিব্রত হলো ; কিন্তু তার আত্মিক প্রশান্তি ক্ষুণ্ণ হলো না কিছুমাত্র। মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করতে করতে প্রতিমুহূর্তেই তার অধৈর্য বেড়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি সাধারণতঃ ঠিক সময়ে আসে। সুতরাং আর দশ মিনিট পরেও সে না আসায় এক আসন্ন দুঃখের পীড়নে পীড়িত হতে লাগল বার্তিন। পরে তার সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করতে লাগল। তারপর সে বুঝতে পারল যদি সে সত্যি সত্যি না আসে তাহলে সে সত্যিই দুঃখিত হবে। কিন্তু এখন তার কি করা উচিত ? সে অনির্দিষ্টকাল ধরে তার জন্য অপেক্ষা করবে ? না – সে বাইরে যাবে না, কারণ যদি সে দেরী করে শেষ পর্যন্ত আসে তাহলে স্টুডিওতে কাউকে দেখতে পাবে না।

সে বাইরে যাবে। কিন্তু কখন ? কতখানি সুযোগ মেয়েটিকে দেবে ? তার থেকে এখানে বসে থেকে মেয়েটি এলে নীরস অথচ ভদ্রভাবে কয়েকটা কথা বলে তাকে বুঝিয়ে দিলে হয় না যে তাকে এভাবে বসিয়ে রাখা উচিত হয়নি, তিনি সে ধরনের লোক নন ? কিন্তু যদি সে না আসে ? তাহলে সে নিশ্চয় একটা টেলিগ্রাম পাবে। অথবা কোন একটা চাকর বা দূতকে পাঠিয়ে দেয় যদি ? কিন্তু যদি সে না আসে তাহলে কী সে করবে ? একটা দিন ত বৃথা নষ্ট হলো তার। আজ আর সে কাজ করতে পারবে না। তারচেয়ে সে মেয়েটির বাড়িতে গিয়েই তার না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করবে ; তাহলে অন্ততঃ তাকে দেখতে পাবে চোখে।

সত্যি সে একবার তাকে দেখতে চায়—আর এ চাওয়াটা যেমন গভীর তেমনি যন্ত্রণাদায়ক। এর মানে কি ? এটা কি ভালবাসা ? তা যদি হবে তবে কেন সে এতে আত্মার উল্লাস, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বা স্বপ্নের উচ্ছ্বাস অনুভব করছে না। সে শুধু এইটুকুই বুঝতে পারছে সে যদি আজ না আসে তাহলে তার খুব কষ্ট হবে।

হঠাৎ সিঁড়ির কাছে কলিং বেল বেজে উঠতেই বার্তিন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেল। তার এত আনন্দ হয়েছিল যে সে হাতের সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মাদাম গিলেরর একাই এলেন। বার্তিন সাহস করে বলল, জান আমি তোমার জন্য কিভাবে অপেক্ষা করছি।

না।

আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি কি না সেইটাই আমি ভাবছিলাম।

আমার প্রেমে ? অবান্তর কথা।

কিন্তু হাসি ফুটে উঠল মাদাম গিলেরয়ের মুখে। সে হাসির অর্থ হলো, তাহলে খুব ভাল হয়. এতে আমি খুশি। উনি বললেন, কেন্দুন এটা হাসির কথা না। কেন আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ?

বার্তিন বলল, আমি ঠাট্টা ত করছি না, বরং যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বলছি। আমি অবশ্য বলছি না যে সত্যি সত্যি আমি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছি, তবে আমার মনে হচ্ছে পড়তে চলেছি।

একথা আপনি কেন ভাবছেন ?

কারণ তুমি না এলে আমার অত্যন্ত উদ্বেগ হয় আর এলে অতিশয় আনন্দ হয়।

www.BanglaBook.org

মাদাম গিলেরয় বললেন, ও, এই সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা গরম করবেন না। যতদিন আপনার ভাল ক্ষিদে থাকবে, ভাল করে খাবেন আর ভাল ঘুম হবে ততদিন ভয়ের কিছু নেই।

বার্তিন হাসতে লাগল। যদি আমার ঘুম আর খাবার দুটোই কমে যায়?

তাহলে আমায় তা জানাবেন।

তাহলে তুমি কি করবে?

আমি তখন তার ব্যবস্থা করব।

ধন্যবাদ।

সারা বিকেল ধরে প্রেমের কথাটা নিয়ে খেলা করতে লাগল ওরা। এরপর কয়েক দিন ধরে এইরকম করতে লাগল। মাদাম গিলেরয় ব্যাপারটাকে বার্তিনের খেয়াল খুশি আর ঠাট্টা তামাসা বলে ধরে নিলেন। তাই তিনি বার্তিনের কাছে এসেই বলতেন, আজ তোমার প্রেম কেমন আছে?

বার্তিন তার প্রেমের জন্মের পর থেকে তার ব্যথা বেদনা দুর্বলতা সব কিছু কখনো হালকাভাবে কখনো গম্ভীরভাবে বলত। এর আগের বারে মাদাম গিলেরয় তার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর যা যা ঘটেছে প্রতিটি ঘণ্টার বিবরণ সে নিখুঁতভাবে বলে যেত বক্তৃতা দেওয়ার মত করে। আর মাদাম গিলেরয়ও কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনে যেতেন, শুনতে শুনতে তাঁর মনে হত যেন কোন উপন্যাসের কাহিনী শুনছেন যে উপন্যাসের নায়িকা হচ্ছেন তিনি নিজে। মাঝে মাঝে তার মনোকষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে বেদনা ঝড়ে পড়ত তার কথায়।

মাদাম গিলেরয়ও উৎকর্ণ হয়ে সেকথা শুনতে শুনতে আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করতেন মাঝে মাঝে। শুনতে শুনতে অশান্ত ও অভিভূত হয়ে পড়তেন মাঝে মাঝে। কিন্তু মোটের উপর তাঁর ভাল লাগত শুনতে।

মাঝে মাঝে মাদাম গিলেরয়ের বসার ভঙ্গিটা ঠিক করে দেবার সময় তাঁর কাছে এসে বার্তিন তাঁর একটা হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করতে যেত। কিন্তু তাঁর হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে মাদাম গিলেরয় বলতেন, আপনি আপনার কাজ করে যান।

কিন্তু বার্তিন কাজ শুরু করতে না করতেই তাকে এমন একটা প্রশ্ন করে বসতেন মাদাম গিলেরয় যাতে আবার সেই প্রেমের আলোচনায় ফিরে আসতে বাধ্য হত সে।

মনে মনে ভয় পেয়ে যেতেন মাদাম গিলেরয়। তিনি বার্তিনের ভালবাসা চাইতেন, কিন্তু বেশী না। তিনি যে এ বিষয়ে আতিশয্যে গা ভাসিয়ে দেবেন না এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন তিনি। তবে তাঁর ভয় হত বার্তিন যদি বাড়াবাড়ি করে। আবার ভয় হত বার্তিনকে এতখানি প্রশ্রয় দেবার পর তাকে যদি হতাশ করেন তাহলে হয়ত চিরদিনের মত তাকে হারাতে হবে। যদি ঘটনাক্রমে কোন কারণে এই ক্রীড়া-সুলভ বন্ধুত্ব এই প্রেমগর্ভ মধুর আলোচনার স্রোত হারাতে হয় তাহলে তাঁর পক্ষে সত্যি খুব কষ্টকর হবে সে আঘাত সহ্য করা।

মাদাম গিলেরয় যখন তাঁর বাড়ি থেকে বার্তিনের স্টুডিওতে যাবার জন্য বেরোতেন, একটা আবেগের উত্তাপ উথলে উঠত তাঁর বুকের মাঝে। হালকা আর খুশি খুশি হয়ে উঠত অন্তরটা। কলিং বেলের ঘণ্টায় বুকটা দুরদুরু করত তাঁর

www.BanglaBook.org

আর সিঁড়ির কার্পেটটা সবচেয়ে মেদুরস্পর্শী জিনিস বলে মনে হত সারা পৃথিবীর মধ্যে।

কিন্তু বার্তিন ক্রমে বিষণ্ণ ও রুক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে তার খুব রাগ হত। রাগটা বেশ প্রবল হয়ে উঠত। অবশ্য বার্তিন সেটা দমন করতে পারত, কিন্তু আবার হত।

একদিন মাদাম গিলেরয় আসার পরই তার পাশে এসে বার্তিন বসল। কোন আকার কাজ করল না। হঠাৎ বলল, মাদাম গিলেরয়, সত্যি বলছি আমি ঠাট্টা করছি না, আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি।

সেই সংকটজনক মুহূর্ত আগত দেখে ভয় পেয়ে গেলেন মাদাম গিলেরয়। তিনি তাকে থামাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বার্তিন মোটেই শুনল না। তার অন্তর উপচে পড়ছিল অবরুদ্ধ প্রেমের আবেগে। এদিকে তার কথা শুনে মলিন হয়ে গেল মাদাম গিলেরয়ের মুখখানা। আপাতত কিছু চাইল না বার্তিন। অনেকক্ষণ ধরে সে শুধু কথা বলে গেল। শুধু মাদাম গিলেরয়ের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে রেখে দিল। হঠাৎ মাদাম গিলেরয়ের সামনে হাঁটু গেরে বসল বার্তিন। উনি কোন বাধা দেবার আগেই বসে পড়ল সে। বলল, তাহলে সে আঘাত পাবে। উনি বুঝতে পারলেন না এতে কেন ব্যথা পাবে বার্তিন। তবু বার্তিনের ব্যথার কথা শুনে নিজে ব্যথা পেলেন মাদাম গিলেরয়। কিন্তু সে ব্যথা আনন্দেরই সমতুল। আনন্দে চোখে জল এল তাঁর। মনে হলো তিনি এখনি বার্তিনকে চুম্বন করবেন।

তাঁর চোখে জল দেখে বার্তিন বলল, কেঁদো না, আমি তাহলে আরো ব্যথা পাব।

বার্তিনের চোখেও জল এসেছিল। বার্তিনের দুঃখ ও চোখের জল দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মাদাম গিলেরয়। তাঁর ঠোঁট দুটো চুম্বন করার জন্য উন্মুখ হয়ে কাঁপছিল। হঠাৎ বার্তিন তাঁকে জোর করে ধরে তাঁর মুখে মুখ রেখে চুম্বন করতে লাগল। নিজেকে ছাড়াবার জন্য আঁকপাঁক করতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্চল হয়ে পড়লেন বার্তিনের আলিঙ্গনের মধ্যে। তাছাড়া বাইরে বাধা দিলেও অন্তরটা সমর্পণের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। বাইরে 'না না' বললেও অন্তরটা ধরা দিতে চাইছিল।

বার্তিনের কাছ থেকে ছাড়া পাবার পর কিন্তু দুঃখ ও অনুশোচনা জাগল তাঁর মনে। হাতে মুখ ঢেকে ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কার্পেটের উপরে পড়ে যাওয়া মাথার টুপীটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন মাদাম গিলেরয়। বার্তিনের কোন আবেদন নিবেদনে সাড়া দিলেন না।

রাস্তায় বেরিয়ে শরীরটা বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন মনে হলো তাঁর। এত ক্লান্ত লাগছিল যে ফুটপাথের ধারে বসে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল। একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছিল। সেটাতে উঠে পড়ে গাড়োয়ানকে বললেন, ধীরে চালাও, যেখানে খুশি চল। গাড়িটার মধ্যে একা বসে চিন্তা করতে পেরে কিছুটা স্বস্তি পেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ একমাত্র গাড়ির চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ ছাড়া আর কোন কিছু শুনতে পাচ্ছিলেন না তিনি। গাড়ির ঝাঁকুনি ছাড়া আর কোন কিছুই অনুভব করছিলেন না। শূন্য দৃষ্টিতে দুপাশের ঘরবাড়ি লোকজন দেখেও দেখছিলেন না।

মাদাম গিলেরয় খুব সাহসী মেয়ে, তবু তিনি মনে মনে বললেন, এখন আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন পতিতা নারী। যে ক্ষতি তাঁর হয়ে গেল তা অপূরণীয়, একথা ভেবে আরো ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোন উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গেছেন, তাঁর পা দুটোও ভেঙ্গে গেছে ; কিন্তু পাছে উঠলেই সে ক্ষত ধরা পড়ে তাই ভয়ে উঠতে পারছেন না।

কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে না পড়ে অন্তরের প্রশান্তিকে অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করলেন মাদাম গিলেরয়। অন্তরটা বিষন্ন ও অভিভূত হয়ে পড়লেও সেটা গ্রাহ্য করলেন না বেশীক্ষণ। এবার স্পষ্ট করে আপন মনে বলে উঠলেন, আমি একজন পতিতা নারী। কিন্তু তাঁর বিবেকের এই গুঞ্জরিত অভিযোগের কোন প্রতিধ্বনি তাঁর দেহের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। তাঁর অন্তরাত্মার দুর্গম প্রদেশে তখন পরস্পরবিরুদ্ধ কামনার ঘাত প্রতিঘাত চললেও সেটাকে মোটেই গ্রাহ্য করলেন না তিনি, মনের মধ্যে এক অদ্ভুত শান্তি অনুভব করতে লাগলেন। এক ঘণ্টার পর তিনি বুঝতে পারলেন, এভাবে দুঃখ করে লাভ নেই। তারপর নিজের মনেই বলে উঠলেন, আশ্চর্য, আর আমার মনে কোন দুঃখই নেই।

তারপর নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। এরকম যে হবে সেটা তাঁর আগেই বোঝা উচিত ছিল। তিনি প্রথম থেকে লোকটাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তার প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েছেন, এখন পিছিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয়? কামনার ঝড় ভাল ও সৎ লোকের অন্তরেও বয় এবং অনেক কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু নিজেকে দোষ ও ধিক্কার দেবার পর ভয়ে ভয়ে ভাবলেন, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, কিন্তু এরপর কি হবে।

প্রথমে ভাবলেন, শিল্পী বার্তিনের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না। তার কাছে আর কোনদিন যাবেন না। কিন্তু এ সংকল্প মনের মধ্যে খাড়া করে তুলতে না তুলতে অজস্র বিরুদ্ধ যুক্তি মাথা তুলে উঠল। এই বিরোধটার কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? তাঁর স্বামীকেই বা কি বলে বোঝাবেন? তাহলে কি লোকে তাঁকে সন্দেহ করবে না আর সেই সন্দেহটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে না?

তার চেয়ে বার্তিনের সামনে আসল অনুভূতিটা গোপনে চেপে রেখে সহজ হবার ভান করলে হয় না? সে বরং তাকে দেখাবে সেদিনের কথা সে সব ভুলে গেছে। সে ঘটনার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেছে।

কিন্তু তিনি কি তা পারবেন? সব কিছু ভুলে যাবার কঠোরতা কি তাঁর আছে? যে লোকটার দুর্ধর্ষ প্রেমাবেগের অংশ তাঁর মধ্যেও আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ বিস্ময়ে তার পানে তাকিয়ে বলতে কি পারবেন, কি চাও তুমি আমার কাছে?

এ বিষয়ে অনেকক্ষণ ভেবেও কোন সঙ্গত সমাধান খুঁজে পেলেন না তিনি। কালই তিনি সাহসের সঙ্গে তার কাছে যাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে দেবেন তিনি তার কাছ থেকে কিরূপ ব্যবহার চান। তাঁর কথা বা দৃষ্টিতে কোন লজ্জা বা কুণ্ঠা প্রকাশ করবেন না।

প্রথমটা ঘাবড়ে যাবার পর সে আবার তার কাজে মন দেবে। মনস্থির করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ড্রাইভারকে তাঁর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিলেন। তিনি দারুণ ক্লান্তি অনুভব করছেন এখনো। বাড়ি গিয়ে কারো সঙ্গে দেখা না করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। খুব ঘুমোবেন, ঘুমের মধ্যে দিয়ে সবকিছু ভুলে যাবেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ি গিয়ে দরজা বন্ধ করে তাঁর ঘরে সোফায় শুয়ে রইলেন পা ছড়িয়ে। এইসব ভয়ংকর কথার কিছুই ভাবলেন না। ডিনারের সময় হতেই যথাসময়ে তিনি শান্তভাবে নিচে নেমে গিয়ে তাঁর স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। নিজের এই অবিচলিত ভাব দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তার স্বামী মেয়েকে সঙ্গে করে এসে পড়লেন। যথারীতি স্বামীর সঙ্গে করমর্দন করে মেয়েকে চুম্বন করলেন মাদাম গিলেরয়।

মঁসিয়ে গিলেরয় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে এতক্ষণ তিনি কি করছিলেন। তিনি উত্তর করলেন, ঘরে বসেছিলেন। মঁসিয়ে গিলেরয় জিজ্ঞাসা করলেন, ছবিটা কি ভাল হয়েছে?

ছবিটা ভালই হয়েছে।

এরপর নিজের সম্বন্ধে কথা বলতে লাগলেন মঁসিয়ে গিলেরয়। ডিনারের সময় এই সব কথাই তিনি বলেন। তিনি বলতে লাগলেন আইনসভার অধিবেশনের কথা এবং ভেজাল নিবারণের জন্য প্রস্তাবিত আইনের কথা। এইসব কথা শুনতে খারাপ লাগছিল মাদাম গিলেরয়ের। বিরক্তিতে ভারী হয়ে উঠছিল তাঁর স্নায়ুগুলো। স্বামী-রূপী এই কুৎসিত বাচাল লোকটাকে নতুন করে পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছা হলো তাঁর। কিন্তু মনে যাইহোক, হাসিমুখে সবকিছু শুনতে লাগলেন তিনি, মাঝে মাঝে খুশির সঙ্গে উত্তর দিতে লাগলেন। আগের থেকে সহজ ও শান্তভাবে তিনি সবকিছু শুনলেন। তাঁর স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, আমি তাঁকে ঠকিয়েছি। উনি আমার স্বামী আর আমি এঁকে ঠকিয়েছি। এটা কি আশ্চর্যের নয়? এ পাপ কোন কিছুতেই স্খালন হয় না, কোন কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না। আমি আমার চোখ বন্ধ করে কয়েক মুহূর্তের জন্য—মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্য একটি লোকের চুম্বনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। আমি আর সতী নারী নেই। আমার জীবনের মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত যা আর কোনদিন ফিরে আসবে না; সেই কয়েকটা মুহূর্তেই আমাকে এই অপূরণীয় ক্ষতির কাজ করতে বাধ্য করেছে। এ কাজ যেকোন নারীর সবচেয়ে বড় পাপের কাজ। অথচ আমি কোন হতাশা অনুভব করছি না। আজ যে অনুতাপের বেদনায় আমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি গতকাল তা আমার ছিল না। এ অনুতাপের কথা গতকাল কেউ যদি আমায় বলত তাহলে আমি এটা বিশ্বাস করতাম না।

তাঁর অভ্যাসমত মঁসিয়ে গিলেরয় ডিনারের পর বাইরে চলে গেলেন। তখন মাদাম গিলেরয় তাঁর ছোট্ট মেয়েটাকে কাঁদতে কাঁদতে কোলে করে তাকে চুমো খেতে লাগলেন। তাঁর চোখের জলে সততার কোন অভাব ছিল না, সে জল বেরিয়ে আসছিল তাঁর আহত বিবেক থেকে, অন্তর থেকে নয়।

চোখে ঘুম এল না মাদাম গিলেরয়ের। অন্ধকার ঘরখানার ভিতরে চিন্তার পীড়ণটা আরো তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। আগামীকাল বার্তিন কি বলবে কি করবে, কিভাবে তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তিনি কথা বলবেন তা ভেবে আরো বিষণ্ণ বোধ করলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেও অনেকক্ষণ ধরে সোফায় শুয়ে রইলেন। সেখানে গিয়ে কি বলবেন সে বিষয়ে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

একটু আগেই বেরিয়ে পড়লেন। পথে যেতে যেতে ভাবতে সময় পাবেন।

www.BanglaBook.org

বার্তিন তাঁকে আশা করতেই পারেনি। উনি যে আবার আসবেন সেকথা ভাবতে পারেনি। উনি সেইভাবে চলে যাবার পর থেকে যে শুধু আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল এরপর সে কি করবে।

মাদাম গিলেরয় দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে চলে যাবার পর বার্তিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক গভীর উত্তপ্ত আনন্দের উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল। অবশেষে সে তাকে আয়ত্ত করেছে। এটা কি সম্ভব? জয়ের বিস্ময় ও আনন্দটা একটু কমলে সে সোফায় তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেছিল সেই সোফায় বসে আরো ভাবতে লাগল। বহুক্ষণ ধরে ভাবতে ভাবতে একটা জিনিস সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, এই নারীই তার জীবনের একমাত্র প্রেমিকা। সে আরো ভাবল মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত তার জীবনে এনে দিয়েছে এমন এক রহস্যময় বন্ধন যা দুটি জীবনকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দেয়। বিশেষ করে সেই একটা মুহূর্তের কথা ভুলতে পারল না বার্তিন যে মুহূর্তে তাদের দুটি ঠোঁট মিলিত হয়েছিল, তাদের দুটি দেহ এক হয়ে যেন মিশে গিয়েছিল সৃষ্টির স্পন্দিত আনন্দের তরঙ্গে।

সে রাত্রে বাইরে না বেরিয়ে বাড়িতেই রয়ে গেল বার্তিন। স্মৃতির সুখটাকে উপভোগ করতে লাগল। পরদিন সকালে উঠে সে চিঠি লেখার কথা ভাবল। ভাবল সুন্দর মনোরম ভাষায় সে তার প্রেমের আবেগ আর অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবে। কিন্তু অনেকগুলো চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিল। কতকগুলো বাজে মামুলি কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসতে লাগল মনে। একবার ভাবল তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসবে। কারণ তিনি আর আসবেন না।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পথে দূর থেকে মাদাম গিলেরয়ের মত কোন মেয়ে দেখতে পেলেই আশায় বুকটা কাঁপতে থাকে তার। অবশেষে সে মাদাম গিলেরয়কেই আসতে দেখল। তখন এক প্রচণ্ড আবেগে অভিভূত হয়ে সে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল তাঁর জন্যে।

মাদাম গিলেরয় ভিতরে ঢুকতেই তার সামনে নতজানু হয়ে বসে তাঁর হাতটা ধরল বার্তিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন তিনি। বার্তিন তখনও তাঁর পায়ের তলায় বসে তাঁর মুখপানে বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তখন মাদাম গিলেরয় স্পষ্টভাবে বললেন, কি করছেন আপনি? এ সবের মানে কি?

আমতা আমতা করে বার্তিন বলল, আমি ক্ষমা চাইছি।

মাদাম গিলেরয় কড়া গলায় বললেন, উঠে পড়ুন। বাজে যত সব।

বার্তিন উঠে দাঁড়াল। কাতর কণ্ঠে বলল, আমার সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার করো না, আমি তোমায় ভালবাসি।

এরপর নীরস গলায় সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় মাদাম গিলেরয় তাঁর মনের কথাটা জানিয়ে দিলেন। বললেন, আপনি যদি এভাবে ভালবাসার কথা বলেন তাহলে আমি আপনার এ স্টুডিওতে আর কখনো আসব না। যদি আমার এই কথা কখনো ভুলে যান এবং এই কথামত কাজ না করেন তাহলে আমার সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না।

মাদাম গিলেরয়ের মুখপানে তাকিয়ে এমন এক কঠোরতা দেখতে পেল বার্তিন যা সে কখনো এর আগে দেখেনি। তখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, ঠিক আছে, আপনার কথা মেনে নিলাম।

www.BanglaBook.org

মাদাম গিলেরয় উত্তর করলেন, ঠিক আছে। আমি আপনার কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবহারই প্রত্যাশা করেছিলাম। এখন কাজ করুন। আমার ছবিটা শেষ করতে অনেক বেশী সময় লেগে গেছে।

অন্তরটা বেদনায় ভারী হয়ে উঠেছিল, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। তবু আঁকার কাজটা শুরু করে দিল বার্তিন।

তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল বার্তিন। কিন্তু উনি কোন উত্তর দিলেন না। বার্তিন একবার যখন তার রঙের প্রশংসা করতে গেল তখন উনি এমন একটা কড়া কথা বললেন যাতে বার্তিনের মনে হলো তার প্রতি তাঁর যদি কোন ভালবাসা থেকে থাকে তাহলে তা ঘৃণায় পরিণত হয়ে উঠছে। এক নিদারুণ আঘাতে বার্তিনের দেহমন দুটোই অভিভূত হয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় তার মনটা ভরে উঠল। হঠাৎ মাদাম গিলেরয়কে ঘৃণা করতে শুরু করল বার্তিন। হ্যাঁ, আর পাঁচজন মেয়ের মতই সেও একটা সামান্য মেয়ে। কেন নয়? তাদের মতই সেও অসৎ, পরিবর্তনশীল ও দুর্বল। আর পাঁচটা বাজারে মেয়ের মতই সেও তাকে ছলাকলার দ্বারা আকৃষ্ট করে মোহগ্রস্ত করে তার দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রতিদানে কিছু না দিয়েই তাকে এখন প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে। সে যেন সেই সব চটুল বাজে বাজারে মেয়েদেরই একজন যারা তাদের মোহগ্রস্ত লোককে রাস্তার কুকুরের মত একেবারে পাগল না করে উলঙ্গ হয় না।

তবে তার ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। ক্ষণিকের জন্য হলেও সে তাকে লাভ করেছে, উপভোগ করেছে। সে তার দেহটা ধুয়ে মুছে এখন তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে ঘৃণাভরে; কিন্তু তাতে আসলে সবকিছু মুছে যায় না। যাইহোক, সে তাকে ভুলে যাবে। এই ধরনের একটা মেয়েকে তার জীবনের সাথী করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না।

সাধারণতঃ তার মডেলের সামনে কিছু আঁকার সময় শীষ দেয় বার্তিন। কিন্তু পাছে তার কাছে সেটা বোকামি বলে মনে হয় এই ভয়ে আর শীষ দিল না। আর সহ্য করতে পারছিল না বার্তিন। অন্য এক জায়গায় তাকে যেতে হবে বলে সে কাজ শেষ করে দিল। মাদাম গিলেরয় যাবার সময় নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন। বার্তিনের মনে হলো তাদের প্রথম দেখা হওয়ার দিনের থেকে আজ তারা হয়তো অনেক দূরে চলে গেছে পরস্পরের কাছ থেকে।

মাদাম গিলেরয় বেরিয়ে যাবার পর তার টুপী আর ওভারকোটটা নিয়ে বাইরে গেল বার্তিন। বাইরে দারুণ শীত। কুয়াশার ভিতর দিয়ে শীতার্ত সূর্যের ভীরু অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরের উপর।

কিছুক্ষণ তাড়াতাড়ি সোজা পথ চলার পর বার্তিন দেখল মাদাম গিলেরয়ের উপর তার রাগটা অনুশোচনায় পরিণত হয়েছে। রাস্তার দুপাশে চলমান দু চারটে মেয়েকে দেখে তার মনে হলো মাদাম গিলেরয় নিঃসন্দেহে তাদের থেকে সুন্দরী। একমাত্র তিনিই তাকে আকাঙ্খিত সুখ দিতে পারেন। জীবনের অভিপ্রেত কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারেন। তাই যদি হয় কেন তবে তাঁকে লাভ করতে পারল না সে? সামান্য অংশ নিয়ে না পাওয়ার বেদনাকে বাড়িয়ে দিল কেন আরো।

এখন যেন তার মাদাম গিলেরয় নামে কোন সুন্দরী নারীর উপর আর কোন বিদ্বেষ নেই, তার যা কিছু বিদ্বেষ তা সমগ্রভাবে জীবনের উপর কারণ তার কোন দোষ ত সে

www.BanglaBook.org

দেখতে পায়নি। তিনি কিরকম তার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করে এসেছেন, বরং সে-ই শয়তানদের মত ব্যবহার করেছে তাঁর সঙ্গে।

বাড়ি ফিরে এল বার্তিন। মাদাম গিলেরয়ের কাছে সে ক্ষমা চাইবে। তাঁকে বলবে সে তাঁর অবাধ্য কোনদিন হবে না। তাঁকে সবকিছু ভুলে যেতে সাহায্য করবে।

পরদিন মাদাম গিলেরয় তাঁর মেয়েকে সঙ্গে করে এলেন। কিন্তু তাঁর হাসিটা এমনই করুণ আর তাঁর আচরণ এমনই বিষাদে ভরা যে বার্তিন তাঁর চোখে নারী-হৃদয়ের এক বিরাট শূন্যতা আর অনুতাপের বেদনাকে স্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখল। বার্তিনের মায়া হলো এবং গাম্ভীর্যের সঙ্গে যথাসম্ভব সহানুভূতি প্রকাশ করল তার দৃষ্টিতে।

কিন্তু মাদাম গিলেরয়ের মুখপানে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ভালবাসার ও তাঁর কাছ থেকে ভালবাসা পাবার আবার এক উদ্ধত বাসনা জাগল তার মনে। সে তখন এই ভেবে আশ্চর্য হলো যে উনি কেন আরো রেগে গেলেন না, উনি কেন তার কাছে আবার বসেছেন? সেদিনের সেই স্মৃতির অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে আবার তার সঙ্গে কথা বলছেন কেন!

অন্যদিকে বার্তিনের কাছে আবার এসে তার কথা শুনে-তার মনে হলো, এ ধরনের চিন্তা তাঁর কাছে এখন যুক্তিহীন এবং অবাঞ্ছিত হলেও তিনি একেবারে ত্যাগ করতে পারতেন না এখানে আসার চিন্তা। ঘৃণা আর ভালবাসা একই সঙ্গে থাকতে পারে না কোন নারীর মনে, যদি কোন লোক কোন নারীর শ্লীলতাহানি করে তাহলে তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘৃণা অনুভব করে। কিন্তু মাদাম গিলেরয় কোনমতেই একেবারে উদাসীন থাকতে পারলেন না বার্তিনের প্রতি, অথবা তাকে ঘৃণা করতেও পারলেন না। হয় তাঁকে ঘৃণা করতে হবে বার্তিনকে অথবা তাকে ক্ষমা করতে হবে। আর তাকে ক্ষমা করা মানেই তাকে ভালবাসা।

বার্তিন খুব ধীরে ধীরে আঁকতে লাগল। আর ঠাণ্ডা মাথায় মনে মনে কতকগুলো জোরাল যুক্তি খাড়া করে তাই দিয়ে তার কাজটাকে চিরে চিরে বিচার করে দেখতে লাগল। তাকে দেখে বেশ আত্মস্থ আর অবিচলিতচিত্ত মনে হচ্ছিল। সে ভাবল তাকে শুধু ধৈর্য ধরে বিচক্ষণতার সঙ্গে ভালবেসে যেতে হবে। তাহলে সে একদিন না একদিন তাকে আয়ত্ত করতে পারবেই।

বার্তিন জানে কেমন করে প্রতীক্ষা করতে হয় দীর্ঘদিন ধরে। সে জানে তাকে ফিরে পেতে হলে তাকে আয়ত্ত করতে হলে দীর্ঘদিন কষ্ট করে যেতে হবে। তার আপাত অনুশোচনা, ঔদাসীন্য আর দ্বিধাগ্রস্ত মনোযোগের আচ্ছাদনে তার আসল প্রেমকে ঢেকে দিতে হবে।

আসন্ন সুখের নিরুচ্চার নিশ্চয়তার মধ্যে থেকে সে ভাবল সে সুখ যদি দুদিন আগে বা পরে আসে তাহলে ক্ষতি কি? তাড়াহুড়ো না করে নীরবে অপেক্ষা করে থাকার মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দ পেল বার্তিন। একদিন তার মেয়েকে সঙ্গে করে আসতে দেখে বার্তিন বলল, ও দারুণ ভয় পেয়ে গেছে।

বার্তিন লক্ষ্য করল তাদের দুজনের মধ্যে নীরবে নিঃশব্দে পুনর্মিলনের কাজ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। মাদাম গিলেরয়ের চোখের দৃষ্টিতে সকরুণ একটা চাপা আবেদন ফুটে ওঠে আর সেই আবেদনের ভিতর থেকে তাঁর একটা ক্ষীণ কামনাও উঁকি মারে। যেন ইঙ্গিতে বলে, আমাকে জোর করে গ্রহণ করো।

www.BanglaBook.org

এর কিছুদিন পর একাই আসতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। কারণ বার্তিনের সংযত আচরণ আর তার হাবভাব দেখে সাহস পেয়েছিলেন তিনি। বার্তিন তাঁকে দেখত ঠিক বন্ধুর মত, বোনের মত, তাঁকে তার জীবনের সব কথা অসঙ্কোচে বলত। মাদাম গিলেরয়ও তাকে মাঝে মাঝে উপদেশ দিতেন নানা বিষয়ে, তাকে বোঝাতে চাইতেন তিনি অন্য সব মেয়েদের থেকে আলাদা এবং তাদের দুজনের এই অতীন্দ্রিয় অন্তরঙ্গতা থেকে তার শিল্পপ্রতিভা স্বাভাবিকভাবেই এক সূক্ষ্মতা ও বিরল সৌন্দর্য লাভ করবে। বার্তিনও তাঁর কথা মেনে চলত। মাদাম গিলেরয় মাঝে মাঝে শিল্পপ্রেরণার সঞ্চার করতেন বার্তিনের মধ্যে। এইভাবে বার্তিনের উপর তাঁর সূক্ষ্ম আত্মিক প্রভাব বিস্তার করতে পেরে আনন্দ পেতেন তিনি আর এই আনন্দের ঝোঁকে তিনি বার্তিনকে শুধু শিল্পী হিসাবে তাঁকে ভালবাসার জন্য অনুমতিও দিয়েছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিখ্যাত শিল্পীদের প্রেমিকা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। কথা শেষ হলে বার্তিনের আলিঙ্গনে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন মাদাম গিলেরয়। এবার তিনি তার আলিঙ্গনের মধ্যে অনেকক্ষণ রইলেন। পালিয়ে যাবার কোন চেষ্টা করলেন না এবং তার চুম্বনেরও প্রতিদান দিলেন।

শুধু এক অস্পষ্ট পাপবোধ ছাড়া এবার আর কোন অনুশোচনা অনুভব করলেন না মাদাম গিলেরয়। তিনিও রক্তমাংসের মানুষ এবং তাঁরও পতন হতে পারে। এই বলে বুঝালেন, তাঁর যুক্তিবোধকে তৃপ্ত করলেন। এটা যেন তাঁর জীবনে প্রথম প্রেম। তাঁর যে অন্তর এর আগে কোন পুরুষ স্পর্শ করতে পারেনি, যে আত্মার পাত্র কেউ প্রেম দিয়ে ভরে দিতে পারেনি, অজস্র আদর ও চুম্বনের দ্বারা যে দেহকে এমনভাবে কেউ পীড়িত করতে পারেনি, সেই অন্তর, আত্মা ও দেহকে ধীরে ধীরে জয় করে নিল বার্তিন। আর তিনিও অনিবারণীয়ভাবে অবিচ্ছেদ্যভাবে আসক্ত হয়ে পড়লেন তার প্রতি।

বার্তিনের মনে হলো, এ যেন এক অদ্ভুত ইচ্ছাপূরণ। পাখা মেলে উড়তে উড়তে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সে তার আকাঙ্ক্ষিত প্রেমকে পেয়ে গেল যা ছিল তার পক্ষে আশাতীত এবং নাগালের বাইরে। এদিকে মাদাম গিলেরয়ের ছবির কাজ শেষ হয়ে গেল। এ ছবি যেন তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি। কারণ এমন একটা অনির্বচনীয় ও অচিন্তনীয় কিছুকে এ ছবির মধ্যে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে বার্তিন যা তার আগেকার ছবির মধ্যে পারেনি। আত্মার যে এক অনির্বচনীয় রহস্য আছে যা মানুষের মুখে ঠিকমত ধরা পড়ে না, যা মানুষের সকল প্রকাশকলাকে উপহাস করে পালিয়ে বেড়ায় সে যেন আত্মার সেই রহস্যকে চিত্রিত করে তুলেছে মাদাম গিলেরয়ের ছবির মধ্যে।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল। কিন্তু তাদের প্রেমসম্পর্কের বন্ধন শিথিল হলো না একটুও। বার্তিন অবশ্য আগেকার মত আর সেই উচ্ছ্বাস অনুভব করে না; দিনে দিনে আগের থেকে অনেক শান্ত, নিরুচ্ছ্বাস ও নিবিড় হয়ে উঠেছে তার প্রেম।

একধরনের মেয়ে আছে যারা দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ত নয়, যারা অন্য একজনের প্রতি এমনভাবে আসক্ত থাকে যে কোনক্রমেই তাদের সে আসক্তি থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় না। তাদের সেই অবৈধ প্রেমিকের প্রতি ভালবাসায় মন তাদের এমনভাবে

www.BanglaBook.org

আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে সেখানে আর কোন কিছু প্রবেশ করতে পারে না। হাত দুটো বেঁধে মরবার জন্য জলে ঝাঁপ দেবার মতই তারা স্বেচ্ছায় প্রেমের অতল জলে ডুবে মরে। মাদাম গিলেরয়ও তেমনিভাবেই ভালবাসতে লাগলেন বার্তিনকে। তেমনি আসক্ত হয়ে উঠলেন তার প্রতি।

এদিকে যেদিন তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন বার্তিনের কাছে, সেইদিন থেকেই তাঁর মনে ভয় হতে লাগল তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে। এমন কোন বন্ধন নেই যা বার্তিনকে তাঁর প্রতি বেঁধে রেখে দিতে পারে চিরদিন। এমনি জীবনের পথে চলতে চলতে হঠাৎ তাঁকে ভাল লেগে যায় বার্তিনের—একটা সাময়িক ভাললাগা মাত্র। তাছাড়া বার্তিন স্বাধীন, সবদিক থেকেই সে স্বাধীন। তাছাড়া সে দেখতে সুন্দর, শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে এবং প্যারিসের অভিজাত ঘরের মেয়েরা তাকে চায়। এইসব মেয়েদের যে কেউ একজন তার প্রেমে পড়ে যেতে পারে।

একথা ভেবে দিনে দিনে ভীত হয়ে উঠতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। তার দৈনন্দিন জীবনের সব খুঁটিনাটি জানতে চাইতেন। বার্তিন অন্য কোন মেয়ের প্রশংসা করলেই আরো ভয় পেয়ে যেতেন। অন্য মেয়ের বিন্দুমাত্র প্রভাব তার মনে পড়ছে, বুঝতে পারলেই কৌশলে তা কাটাবার চেষ্টা করতেন নানা উপায়ে। মাঝে মাঝে তিনি আশঙ্কা করতেন বার্তিন যদি অন্য কোন মেয়েকে নিয়ে এক হপ্তা বা এক পক্ষকালের জন্য অন্য কোথাও বেড়াতে চলে যায়। প্রায় সব শিল্পীরা তো মাঝে মাঝে এমনি করে এইভাবে এক আসন্ন বিষাদের অলীক ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতেন। চিঠি এলে মনে হত এই বুঝি বা অন্য কোন মেয়ের প্রতি এক নতুন কামনার রং লেগেছে বার্তিনের মনে।

এই ভয় এক নতুন দুঃখ নিয়ে এল মাদাম গিলেরয়ের জীবনে। এই সংশয়ের কাঁটায় মনটা সব সময় বিঁধত তাঁর। রাতে ঘুম হত না। দেখা হলেই নানা প্রশ্নের মাধ্যমে বার্তিনের মনের সব খবর জানতে চাইতেন। একা থাকলেই কান্না আসত তাঁর। মনে হত কারা যেন বার্তিনকে ছিনিয়ে নিচ্ছে তাঁর কাছ থেকে। যার উপর তিনি তাঁর জীবনের সব প্রেম প্রীতি নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সেই একমাত্র প্রেমাস্পদকে কারা যেন কেড়ে নিতে আসছে নির্মমভাবে।

এই ধরনের দুশ্চিন্তার পর যখন তাঁদের আবার মিলন হত তখন তাঁর মনে হত যেন তিনি কোন হারানো বস্তুকে খুঁজে পেয়েছেন। যেন তিনি নতুন করে লাভ করেছেন বার্তিনকে। এক অব্যক্ত অপরিমেয় আনন্দের গভীরে ডুবে যেত তাঁর মনটা। কোন চার্চের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ধন্যবাদ দিতেন ভগবানকে।

তাঁর দেহমনের যতকিছু শক্তি ও সৌন্দর্য ও যা কিছু শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় তাই দিয়ে বার্তিনকে পাগলের মত প্রীত করতে চাইতেন মাদাম গিলেরয়। অনেক সময় বার্তিনের মধ্যে ঈর্ষা ও অহঙ্কার জাগাবার জন্য তাঁর নিজের রূপ ও গুণের প্রশংসা করতেন।

কিন্তু কোন মেয়ে যতই রূপসী হোক তার থেকে আরো রূপসী মেয়ে থাকা স্বাভাবিক এবং সে মেয়ে বার্তিনের চোখে পড়তে পারে। তাই অন্য এক উপায় অবলম্বন করলেন মাদাম গিলেরয়। তিনি বার্তিনের যেকোন শিল্পকর্মের প্রশংসা করতে লাগলেন। খুব বেশী করে শ্রদ্ধা দেখাতে লাগলেন। যে প্রশংসা যে শ্রদ্ধার কাছে বন্ধুত্বের ভালবাসাও ম্লান মনে হয়, অপ্রচুর মনে হয় সেই প্রশংসা ও শ্রদ্ধার অমিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচ্ছবলতায় ভরিয়ে দিলেন বার্তিনের অন্তরকে। তাকে বুঝিয়ে দিলেন অন্য কোন মেয়ে তাকে ভালবাসলেও তার শিল্পসৃষ্টির প্রশংসা এমন করে কেউ করবে না, তার প্রতিভাকে এমনভাবে আর কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

মাদাম গিলেরয়ের বাড়িতেও প্রায়ই যেত বার্তিন। তার জন্য একটি বিশেষ বসার ঘর সুন্দর ও মনোরমঃকরে সব সময় সাজিয়ে রাখতেন। দেখাতে চাইতেন সারা প্যারিস শহরের মধ্যে একমাত্র এই জায়গাই তার বেড়াতে আসার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। ঘরটাকে ঐশ্বর্যের জৌলুস আর নানারকমের ভোগের উপকরণ দিয়ে ভরে রাখতেন।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও মনের ভয় যেত না মাদাম গিলেরয়ের। বিশেষ করে তিনি যখন দেখলেন অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবন আর ভাল লাগছে না বার্তিনের তখন নতুন করে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। এই নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে ক্লাবে হোটেলে যেত বার্তিন। বার্তিন বিয়ের কথা ভাবছে ভেবে ভয় হত তাঁর।

এমনি করে আরো দু'একটা বছর কেটে গেল। কিন্তু কোন বিচ্ছেদ দেখা দিল না তাদের সম্পর্কের মধ্যে। তবু সমানে বার্তিনের উপর লক্ষ্য রেখে যেতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। প্রতিদিনই কিছু অঘটন ঘটতে পারে এই ভেবে সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রইলেন।

কোঁৎ অর্থাৎ মঁসিয়ে গিলেরয়ের মনে কিন্তু কোন ঈর্ষা জাগেনি। তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে কোন সংশয় জাগেনি। শিল্পী বার্তিন আর তাঁর স্ত্রীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে তা দেখেও তিনি তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পাননি। বরং সর্বজন শ্রদ্ধেয় এতবড় একজন নামকরা শিল্পীকে কাছে পেয়ে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। ধীরে ধীরে তিনিও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বার্তিনের সঙ্গে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ্যান্নেতের ফিরে আসা উপলক্ষে সেদিন শুক্রবার এক ভোজসভার অনুষ্ঠান হলো গিলেরয়ের বাড়িতে। নিমন্ত্রিত হয়ে বার্তিন সেখানে গিয়ে দেখল বৈঠকখানা ঘরে বৃদ্ধ মঁসিয়ে মিসাদো ছাড়া আর কেউ নেই। উনি ছিলেন সরকারী যাদুঘরের কিউরেটার এবং ফাইন আর্টের ইন্সপেক্টার হবার চেষ্টা করছিলেন। আর এই চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি ফ্রান্স ও ইউরোপের অভিজাত সমাজের বহু সব মহিলা ও নামকরা শিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ ও ব্যাপক, তাঁর ভাষাজ্ঞান ভাল, যাতে যে কোন সাধারণ কথাকে শ্রুতিমধুর করে বলতে পারেন। তাঁর মধ্যে এমনই এক বহুমুখী গুণ আছে যার জোরে যেকোন সমাজে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নিজেকে। তাছাড়া তাঁর এমন এক কূটনৈতিক দক্ষতা ছিল যাতে তিনি যেকোন লোককে একবার দেখেই তার গুণাগুণ বলে দিতে পারতেন। এই সব গুণের জন্য যে-কোন বাড়িতেই তিনি সমাদর লাভ করতেন এবং সরস কথাবার্তা ও আলোচনার দ্বারা সবাইকে প্রীত করতেন।

তিনি এমনই একটা ভাব দেখাতেন যাতে মনে হত তিনি সবকিছু করতে পারেন, সবকিছু জানেন। তিনি এমনভাবে সব কথা বুঝিয়ে দিতেন যাতে মনে হত সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিষয়েই তাঁর যোগ্যতা আছে। অভিজাত সমাজের মেয়েরা তাই তাঁকে পছন্দ করত। না পড়েই তিনি পাণ্ডিত্যের ভান করতেন। মেয়েরা তাঁকে সবজান্তা ভাবত। তবে সব অধ্যাপক ও লেখকদের সঙ্গে কোন তর্ক করতেন না; তিনি শুধু তাদের কথা শুনতেন। তবে তাঁর যেসব কথার কোন প্রয়োজন থাকত না সেগুলো তাড়াতাড়ি ভুলে যেতেন। যেসব কথা তিনি প্রয়োজন মনে করতেন, জ্ঞানের সেই সব টুকরো উপাদানগুলোকে মনের মধ্যে সঞ্চয় করে একটা সহজ ভাবধারা মনের মত করে গড়ে তুলতেন। তাঁর মনটা ছিল যেন বিভিন্ন ভাবধারার এক সুলভ বিপণিকেন্দ্র যেখানে সস্তায় প্রচুর ভাবধারা বা চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়।

যেসব শিল্পীদের সংস্পর্শে তিনি আসতেন তারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করত, আবার ভয়ও করত। তিনি অবশ্য তাদের উপকারও করতেন। তিনি তাদের ছবি বিক্রি করে দিতেন, পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন এবং তা করে তিনি আনন্দ পেতেন। তিনি যেন সমাজের বিদগ্ধ লোকজন আর শিল্পীদের মধ্যে সেতুবন্ধন করে চলতেন। তাদের যোগাযোগ করে দিতেন। সুতরাং তিনি সহজভাবেই বড় বড় নামকরা শিল্পী আর উচ্চ অভিজাত সমাজের ভদ্রলোক ও মহিলাদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতেন ও প্রায়ই তাদের ভোজসভায় যোগদান করতেন।

বার্তিনও তাঁকে ভালবাসত আর মজা করত তাঁকে নিয়ে। বলত, গাধার চামড়ার নিচে জুলভার্ণে।

মিসাদোর সঙ্গে করমর্দন করল বার্তিন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও যুদ্ধের সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল তারা। মিসাদোর মতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তার বিভিন্ন কারণ আছে। জার্মান তার নিজের স্বার্থেই ফ্রান্সকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। যে কাজের জন্য বিসমার্ক আঠারো বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে সেই কাজকে আজ সফল করে তোলার চেষ্টা করবে তারা। কিন্তু অলিভার বার্তিন অখণ্ডনীয় যুক্তি দেখিয়ে বলল, এ ভয় অমূলক। জার্মানি কখনই বোকামি করে এতবড় ঝুঁকি নিতে যাবে না, বিসমার্ক তাঁর জীবনের সায়াহ্নে এসে তাঁর জীবনের সব গৌরবময় কৃতিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে যাবেন না।

মিসাদো বিজ্ঞের মত বললেন, তিনি এমন কতকগুলো গোপন কথা জানেন যা তিনি প্রকাশ করতে চান না। সেইদিনই এক মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে এবং গতকাল সন্ধ্যায় কেন হতে প্রত্যাগত গ্রাণ্ড ডিউক ব্র্যাডমিলনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

এইসব গুজব নিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জে দারুণ ফাটকাবাজি চলে। বার্তিন সব সময় মিসাদোর মত এইসব দায়িত্বহীন সংবাদ পরিবেশকদের শ্লেষের সঙ্গে আক্রমণ করত। সে বলল, এ ব্যাপারে সঠিক করে বলতে পারেন একমাত্র বিসমার্ক।

মঁসিয়ে গিলেরয় এসে তাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাঁর আসতে দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলেন। বার্তিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, এখন আপনি ডেপুটি হয়েছেন। যুদ্ধের এইসব গুজব সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

আইনসভার সদস্য হিসাবে সাধারণ মানুষের থেকে তিনি নিশ্চয়ই বেশী জানেন। কিন্তু তাঁর সহকর্মীদের চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তা মেলে না। তাঁর মতে ফরাসী জঙ্গীবাদীরা আর উগ্র জাতীয়তাবাদীরা জোর করে না ঘটালে অদূরভবিষ্যতে যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই। বিসমার্কের একখানি চিত্র বার করে মঁসিয়ে গিলেরয় বললেন, সব মানুষকেই আমরা আত্মনিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারি না, আমরা যে কাজ করতে

www.BanglaBook.org

চাই, আমরা চাই সব মানুষই সেই কাজ করুক। আমরা কাউকে বিচার করতে গিয়ে আমাদের নিজেদের ভাললাগা আরোপ করি। বিসমার্ক চাপা কূটনীতিজ্ঞ নন, তিনি প্রাণখোলা মানুষ। তিনি পরিষ্কার বললেন, তিনি শান্তি চান। তাঁর আঠারো বছরের প্রচেষ্টা এই কথাই প্রমাণ করবে। তিনি শান্তি চান ঠিক, তবে বিশ্বাস করেন হিংসার পথেই সে শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

মিসাদো বললেন, ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।

আমি একথা আপনাদের বলতে পারি যে তিনি যদি যুদ্ধ করেন, তবে বলতে হবে শান্তির জন্যই যুদ্ধ করছেন। তাছাড়া পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়া শুধু শুধু যুদ্ধ করতে চায় না।

একজন চাকর এসে খবর দিল, মাদাম লা ডাচেস দ্য মর্তিয়েন এসেছেন। দরজা ঠেলে লম্বা মোটা একজন ভদ্রমহিলা এসে ঢুকলেন। গিলেরয় তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাঁর হাতের আঙুল চুম্বন করে বললেন, কেমন ডাচেসী ?

মিসাদো ও বার্তিনও তাঁকে অভ্যর্থনা করল শ্রদ্ধার সঙ্গে। কারণ ডাচেসীও আন্তরিকভাবে স্নেহ করতেন তাদের। ডাচেসী ছিলেন জেনারেল দ্য মর্তিমেনের বিধবা পত্নী এবং মার্কুই দ্য ফারান্দাল-এর কন্যা। তাঁর একমাত্র কন্যার সাতিয়ার যুবরাজের সঙ্গে বিয়ে হয়। প্রাচীন অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম হয় এবং তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারিণী। তাঁর বাড়ি হচ্ছে রু দ্য ভেরেণীতে। দেশের মধ্যে এমন কোন বিখ্যাত লোক নেই যাকে তিনি আপ্যায়িত করেননি সে বাড়িতে। এমন কোন উচ্চ পর্যায়ের রাষ্ট্রনেতা নেই যিনি একবার প্যারিসে এসে তাঁর ভোজসভায় যোগদান করেননি। তিনি সেই সব সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে একবার করে কথা বলে আর তাদের বিচার করেই তিনি খুশি হন। এতে তিনি জীবনে আনন্দ পেতেন প্রচুর। তাঁর উত্তপ্ত কৌতূহল নিবৃত্ত হত।

মাদাম মর্তিমেন বসতে না বসতেই চাকর এসে খবর দিল মঁসিয়ে ল ব্যারণ আর মাদাম লা ব্যারণ দ্য গরবেল এসে গেছেন। তাঁদের দুজনেরই বয়স কম। মঁসিয়ে ব্যারণের মাথায় টাক এবং তাঁর চেহারাটা মোটাসোটা আর তাঁর স্ত্রী ছিপছিপে চেহারার সুন্দরী, কিন্তু গায়ের রঙটা কালো।

ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ব্যারণদম্পতির আসন ছিল অনেক উচ্চে। তাঁরা যেখানে সেখানে বা যে-সে বাড়িতে যেতেন না। যাঁরা তাঁদের রক্তের সূত্রে আত্মীয় অথবা রাজবংশোদ্ভূত একমাত্র তাঁদের বাড়িতেই যেতেন বেছে বেছে। তাঁদের রুচিবোধ খুব মার্জিত আর সূক্ষ্ম ছিল। তাঁদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের জন্য সকলেই তাঁদের শ্রদ্ধা করত। তাঁদের মতামতের সবাই মূল্য দিত। কোন বাড়িতে তাঁরা উপস্থিত হলেই সে বাড়ি লাভ করত আভিজাত্যের এক অভ্রান্ত গৌরব।

গরবেলেরা ছিলেন গিলেরয়দের আত্মীয়।

ডাচেসী মাদাম মর্তিমেন মঁসিয়ে গিলেরয়কে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, তোমার স্ত্রী ?

গিলেরয় উত্তর করলেন, এক মিনিট মাত্র, এক মিনিটের মধ্যেই উনি এসে যাবেন। এই উনি এখনি আসছেন সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে।

মাদাম গিলেরয়ের বিয়ের একমাসের পরেই যখন তাঁদের অভিজাত সমাজে প্রথম প্রবেশ করেন তখন প্রথমে ডাচেসীর সঙ্গেই পরিচিত হন আর ডাচেসীরও তাঁকে ভাল

www.BanglaBook.org

লেগে যায়। তিনি তাঁকে মেয়ের মতই দেখতে শুরু করেন। এই ডাচেসীর বাড়িতেই বার্তিনের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। গত কুড়ি বছরের মধ্যেও তাঁদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র কমেনি এবং আজও ডাচেসী যখন মাদাম গিলেরয়কে আমার বাছা বলে ডাকেন তখন সত্যি সত্যিই তাঁর অন্তরের মধ্যে স্নেহের আবেগ উথলে ওঠে।

মিসাদো ডাচেসীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি 'ইন্তে-পারেন্তে' প্রদর্শনী দেখেছেন ?

না, সেটা কোন্ বিষয় নিয়ে ?

একজন শিল্পীর ছবির প্রদর্শনী। তাদের মধ্যে দুজনের ছবি খুব ভাল। এরা সবাই ইম্প্রেসনিস্ট।

মাদাম মর্তিমেন কিছুটা তাচ্ছিল্যভরে উত্তর করলেন, এদের ছবি আমার মোটেই ভাল লাগে না।

প্রভুত্বপিয়াসী মাদাম মর্তিমেন একমাত্র নিজের মত ছাড়া কারো মতের কোন মূল্য দিতেন না। সামাজিক প্রতিষ্ঠাই ছিল কোন ব্যক্তির মূল্য সম্পর্কে একমাত্র মাপকাঠি। তাঁর মতে শিল্পী অধ্যাপক বা যেকোন বুদ্ধিজীবিদের অভিজাত সমাজের সেবা করে যাওয়াই একমাত্র কাজ। যে ছবি বা যে বই যত বেশী বিস্ময় জাগাতে বা আনন্দ দান করতে পারত, সেই ছবি বা সেই বই-ই তাঁর কাছে ভাল লাগত।

তাঁর চেহারাটা ছিল লম্বা এবং ভারী, গায়ের রংটা কালো এবং কণ্ঠস্বর ভারী। তাঁর এই চেহারা তাঁকে এক প্রভুত্বপ্রসারী ব্যক্তিত্ব দান করেছিল এবং সবাই তাঁর কথা শুনত।

মিসাদো এবার বললেন, আচ্ছা আপনি জানেন কি মেরি ল্যামবুর্গের হত্যাকারী ধরা পড়েছে ?

এক তীক্ষ্ম আগ্রহের সঙ্গে ডাচেসী উত্তর করলেন, না, কই বলুন তো ব্যাপারটা কি ?

মিসাদো বলতে শুরু করলেন। মিসাদোর চেহারাটা লম্বা এবং পাতলা। তাঁর বুকের ছাতি বলে কিছু নেই। তবে তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটা খুব ভাল। তাঁর চুল আর মোচের এখানে সেখানে কিছু কিছু সাদা চুল দেখা গেলেও মোটের উপর তা দেখতে ভালই লাগে।

মিসাদো ডাচেসীকে বোঝাচ্ছিলেন নিহত বারবণিতার গয়নাগুলো সব আর একজন অসৎ চরিত্র মহিলার কাছে পাওয়া গেছে। ঠিক এমন সময় দুজন মহিলা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। দেখে মনে হলো, তারা যেন দুই বোন—তবে মাঝখানে বয়সের ফারাকটা অনেক বেশী। একজনের বয়স হয়েছে এবং একটু মোটা ধরনের আর একজন একেবারে তরুণী এবং পাতলা ধরনের। তারা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল।

তাদের দেখে উপস্থিত সকলে চীৎকার করে হাততালি দিয়ে উঠল। একমাত্র বার্তিন ছাড়া আর কেউ প্রথমটায় বুঝতে পারেনি যে মা ও মেয়ে একসঙ্গে ঘরে ঢুকেছে। মাদাম গিলেরয়ের পাশে এ্যানেতকে দেখতে খুবই ভাল লাগছিল। তবে এ্যানেতের সৌন্দর্য এখনো পরিণতি লাভ করেনি বলে তার মাকেই বেশী দেখতে ভাল লাগছিল। এ্যানেত দেখতে সুন্দরী হলেও তার সৌন্দর্য এখনো সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়নি এবং কিছু কিছু অপূর্ণতার ফাঁক রয়ে গেছে তার মধ্যে।

খুশি হয়ে ডাচেসী হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, দেখ দেখ মিসাদো, ওদের পাশাপাশি দুজনকে দেখতে কেমন এক লাগছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপস্থিত সকলের মধ্যে এই নিয়ে দুটো মত দেখা গেল। মিসাদো গরবেল আর মঁসিয়ে গিলেরয় বললেন, চোখ, চুল, আর গায়ের রং-এর দিক দিয়ে মা ও মেয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল আছে ঠিক, তবে মেয়ে বড় হয়ে দেখতে অন্যরকম হবে। কিন্তু ডাচেসী আর অলিভার বার্তিন বলল, মা ও মেয়ে দেখতে একই রকমের ; পার্থক্যটা শুধু বয়সের।

বার্তিন বলল, এই তিন বছরের মধ্যে ওর কত পরিবর্তন হয়েছে। আমি ত দেখে প্রথমে চিনতেই পারছিলাম না। আগের মত ওর সঙ্গে সাহস করে কথা বলতেও পারব না।

মাদাম গিলেরয় হাসতে লাগলেন। বার্তিন বলল, বাঃ চমৎকার লাগছে। আপনাদের ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে খুব ভাল লাগছে।

এ্যানেত বলল, আমিই বরং আগের মত বন্ধুভাবে কথা বলতে পারব না মঁসিয়ে বার্তিনের সঙ্গে।

মাদাম গিলেরয় হাসতে লাগলেন। বললেন, আমি বলছি, আবার আগেকার অভ্যাসের মত কথা বল, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এ্যানেত বলল, হ্যাঁ, তবে কষ্ট হবে।

ডাচেসী এ্যানেতকে কাছে ডেকে চুম্বন করে তার চেহারাটার বিচার করতে লাগলেন। বললেন, আমার দিকে তাকাও ত দেখি। হ্যাঁ, তোমার চেহারাটা দেখতে ঠিক তোমার মায়ের মত। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য একটা জ্যোতি ফুটে উঠবে তোমার দৃষ্টিতে। তোমাকে আর একটু মোটা হতে হবে, বেশী না, একটু।

মাদাম গিলেরয় বললেন, ও, না না, ওকথা বলবেন না।

কেন না ?

রোগা হলেই ভাল দেখায়। আমি আমার ওজন কমানোর চেষ্টা করছি।

ডাচেসী মর্তিমেন বিরক্তিবোধ করলেন। বললেন, তোমাদের দস্তুরই হচ্ছে এই। তোমরা সাজ-পোশাকের সুবিধার জন্য হাড়ের উপর চামড়া ঢেকে বেড়াতে চাও। আমাদের আমলে ছিল মোটা হওয়ার যুগ, আর তোমাদের এটা পাতলা হওয়ার যুগ। আমি কিন্তু আমাদের সেই যুগকেই ভালবাসি। আমি বুঝছি না আজকালকার লোকেরা কেন তোমাদের চামড়া ঢাকা হাড়সর্বস্ব চেহারাগুলো পছন্দ করে।

সকলেই হাসতে লাগল ডাচেসীর কথা শুনে। ডাচেসী আবার বলতে লাগলেন, দেখ মেয়ে, তোমার মা হচ্ছে ঠিক। ঠিক অমনই হওয়া উচিত। তেমনি তুমি তার মত হবার চেষ্টা করবে।

এবার তারা সকলেই খাবার ঘরে গেলো। মিসাদো আবার আগেকার কথাটার জের টেনে বললেন, আমার মতে পুরুষদের চেহারাটা রোগা আর ছিপছিপে হওয়া উচিত, কারণ তাদের নানারকমের কাজ করতে হয়। কিন্তু মেয়েদের কথা স্বতন্ত্র। আপনি কি বলেন গরবেল ?

কি উত্তর দেবেন খুঁজে পেলেন না গরবেল। গরবেল মোটা আর তাঁর স্ত্রী রোগা। কার হয়ে কি বলবেন ঠিক করতে পারলেন না। যাইহোক, তাঁর স্ত্রী তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসে বললেন, গত বছর তাকে মেদবৃদ্ধি বোধ করতে হয়েছে।

মাদাম গিলেরয় বললেন, কেমন করে তা করেছিলেন ?

মাদাম গরবেল তখন আজকালকার সহজ পদ্ধতির কথাটা বললেন। এ আর

www.BanglaBook.org

এমন বেশী কথা কি! খাবার সময় মদ খাবে না। খাবার এক ঘণ্টা পরে এক কাপ খুব গরম চা খাবে। এই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল উপায়। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন মাদাম গরবেল কত মোটা মেয়ে তিন মাসের মধ্যে ছুরির ব্লেডের থেকেও পাতলা হয়ে গেছে।

ডাচেসী রেগে উঠলেন। হায় ভগবান! কী কষ্টকর ব্যাপার। কোন মদ, এমন কি শ্যাম্পেন খেতেও পাওয়া যাবে না। আচ্ছা বার্তিন, তুমি কি বল?

দেখুন আমি হচ্ছি একজন শিল্পী। যে বিশেষ চেহারা নিয়ে আমায় কাজ করতে হয় আমি শুধু তার কথাই ভাবি, কিন্তু কোন অভিযোগ করার কোন অবকাশ নেই। আমি যদি ভাস্কর হতাম, তাহলেও বা কথা ছিল।

কিন্তু তুমি মানুষ। মানুষ হিসাবে বল, দুটোর কোনটাকে পছন্দ কর?

আমার রাঁধুনি বলে, কোন জীব একটু মোটা না হলে তার মাংস খেত ভাল লাগে না।

বার্তিনের তুলনার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। কিন্তু মাদাম গিলেরয় তাঁর মেয়েকে বললেন, না, পাতলা হওয়াই ভাল। মেয়েরা মোটা হলে তাড়াতাড়ি বুড়ী হয়ে যায়।

কথাটা নিয়ে আবার আলোচনা চলতে লাগল। আবার মতভেদ দেখা গেল। তবে সকলেই একটা বিষয়ে একমত হলেন, যারা খুব মোটা, তাদের খুব তাড়াতাড়ি মেদ কমানো উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে অভিজাত সমাজের নামকরা সুন্দরী মেয়েদের সম্পর্কে কথা উঠল। মিসাদোর মতে মার্কুই দ্য লোক্রাইস্ত সবচেয়ে সুন্দরী, আর বার্তিনের মতে মাদাম ম্যান্দালিয়েরএর সৌন্দর্যের সঙ্গে কারো তুলনাই চলে না। ছোট্ট একফালি কপালের নীচে কালো চোখ, বড় মুখ, দাঁতগুলো খুব উজ্জ্বল। এ্যান্নেতের পাশে বসে কথা বলছিল বার্তিন।

বার্তিন বলল, শোন এ্যান্নেত, আমরা এইমাত্র যেসব কথা বলছিলাম হপ্তায় একবার করে অন্ততঃ সেইসব কথা শুনতে পাবে। শুনতে শুনতে রাজনীতি, নারী-জগৎ, মণ্ডজগৎ সম্বন্ধে আমাদের সমাজের লোকেরা কি ভাবে তা তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে। যেকোন বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যা ও মতামত জানার পর তুমি তোমার নিজের মত খাড়া করবে। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।

এ্যান্নেত কোন উত্তর দিল না। শুধু চোখদুটো তুলে তাকাল। বোঝাতে চাইল তার বুদ্ধি সক্রিয় আছে।

কিন্তু ডাচেসী আর মিসাদো মানবিক চিন্তা ও ধর্মের নামে একবার প্রতিবাদ করলেন। তাঁদের কাজই হচ্ছে যেকোন নতুন চিন্তাধারা বা ভাবধারা পেলেই মনের মত খেলা শুরু করা।

এরপর বার্তিন বলতে লাগল তাদের সমাজের লোকেদের বুদ্ধির কোন দাম নেই; তাদের বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। তারা ঈশ্বরের মনের খবর রাখে না এবং তাদের ন্যায় অন্যায়ের বোধেরও কোন ঠিক নেই। বার্তিনের রাগ হয়েছিল। রাগের সঙ্গে কথা বলছিল বার্তিন, কিন্তু তার রাগের অর্ধেকটা ছিল কৃত্রিম আর অর্ধেকটা স্বাভাবিক। বার্তিন সমাজের সমালোচনা করতে গিয়ে তার কৃত্রিম রাগের মাধ্যমে তার বাগ্মিতা প্রকাশ করতে চাইছিল লোকের কাছে। বার্তিন জোর দিয়ে বলল, সমাজের যেসব লোকেরা শুধু শহরের বিভিন্ন ভোজসভায় খেয়ে বেড়ায় আর যারা

www.BanglaBook.org

তাদের সেই সভায় আহ্বান করে তারা সবাই অগভীর, তাদের আদর আপ্যায়ন বাসনা বিশ্বাস যত কিছু উপরকার ব্যাপার। তাদের মধ্যে গভীরতা বলে কোন জিনিস নেই। তাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা বলে কোন জিনিস নেই। তাদের শিক্ষা দীক্ষায় এমনি একটা জৌলুস আছে, কিন্তু ভিতরে কিছু নেই। আসলে তারা পুতুলের মত।

বার্তিন বলল, তাদের সবটাই কৃত্রিম। তাদের চাওয়া পাওয়া কামনা বাসনা সবকিছু প্রথাগত, তাদের চাওয়া পাওয়া আশা আকাঙ্খা বাস্তব অবস্থা থেকে উদ্ভব হয় না; ফলে তারা আসলে কি চায় না চায় তা তারা নিজেরাই জানে না। প্রথাগত বিধি ব্যবস্থার মধ্যেই তারা বেড়ে ওঠে। তাঁদের এই সব বিলাস বাসনের যত কিছু সমারোহ তা তাদের দেহগত মার্জিত প্রয়োজনবোধকে তৃপ্ত করার জন্য নয়, তা তাদের অহঙ্কারকে তৃপ্ত করার জন্য। তাদের বাড়িতে ভোজসভায় বাজে খাবার দেওয়া হয় অথচ দামী মদ পরিবেশন করা হয়। তারা তাদের পরিবেশনের পানে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে না। তারা বিজ্ঞানের যন্ত্রটির কোন খবর রাখে না। প্রকৃতিকেও দেখতে জানে না। তারা গভীরভাবে কোন সুখও উপভোগ করতে পারে না। যে শিল্প ও সৌন্দর্যের কথা যখন তারা বলে চলে সে শিল্প ও সৌন্দর্যে তাদের কোন আন্তরিক বিশ্বাস নেই। আসলে তারা কোন কিছুকে গভীরভাবে ভালবাসতে জানে না। জীবনের কোন বুদ্ধিগত আনন্দকে উপলব্ধি করতে পারে না। জীবনে বা জগতের কোন বিষয়েই উপলব্ধির কোন গভীর আনন্দে মাতাল হতে জানে না তারা।

ব্যারণ গরবেল তাদের সমাজের উপর এই আক্রমণ ও নিন্দার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করলেন। কিন্তু তার জন্য তিনি এমন সব বাজে অসংলগ্ন যুক্তি দেখাতে লাগলেন যা পাল্টা যুক্তির আঘাতেই আগুনের তাপে বরফের মত গলে জল হয়ে যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে থাকা গ্রাম্য যাজকের মত শুধু এক গোঁড়ামিই ছিল তাঁর পুঁজি। পরিশেষে তিনি অভিজাত সমাজের লোকেদের রেসের ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করলেন যাদের কোন বাস্তব উপযোগিতা না থাকলেও যারা আর পাঁচজন মানুষের থেকে বড় এবং যারা সাধারণ মানব সমাজের মুকুটমণি।

বার্তিন যখন দেখল তার বিরোধীপক্ষ কোন যুক্তি মানবে না তখন সে ঘৃণাভরে তাকে উপেক্ষা করে চুপ করে রইল। কিন্তু ব্যারণের আত্মম্ভরিতা দেখে তার রাগ হলো। তখন সে একজন অভিজাত সৌখীন ভদ্রলোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা কর্মতালিকা দিল। তিনি সকালে ওঠার পর থেকে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত সারাদিন কি কি করেন তার নিখুঁত বিবরণ দান করল বার্তিন। তার গোটা জীবনযাত্রাটাই একটা অর্থহীন অবান্তরমাত্র। তিনি তাঁর চাকরকে পোশাক পরিয়ে দিতে বলেন। নাপিত এলে দাড়ি কামাতে বলেন। তারপর আস্তাবলের চাকরকে গাড়ি বার করতে বলেন। গাড়িতে করে বেড়াতে বেরোনোর অর্থ হলো পথের ধারে দুপাশের লোকেদের অভিবাদন গ্রহণ করা। এরপর বাড়িতে স্ত্রীর উল্টোদিকে বসে যখন লাঞ্চ খান তখন তাঁদের যত কিছু আলোচনার পথে বেরিয়ে কি কি দেখেছেন শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এরপর সন্ধ্যে পর্যন্ত এর তাঁর বৈঠকখানায় আড্ডা মেরে আর ডিনারের নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়ান আর ইউরোপীয় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কথা আলোচনা করেন। শেষকালে সন্ধ্যের দিকে অপেরা বা বলরুমে যাওয়া যেখানে তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে পাগলা কুকুরের মত স্ফূর্তি করা আর সে জায়গাটা দেখে বাজে জায়গা বলেই মনে হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বার্তিনের এই বিবরণের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ ছিল না, কিন্তু এর মধ্যে এমনই এক শ্লেষ ছিল যাতে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠল। ডাচেসী ত আনন্দের উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। অবশেষে তিনি বললেন, সত্যিই কথাগুলো খুব মজার। তুমি দেখছি আমায় হাসিয়ে মেরে ফেলবে।

বার্তিন তখন উৎসাহিত হয়ে উত্তর করল, ভাববেন না মাদাম এ পৃথিবীতে এসে কেউ মরবে না। আমরা উৎফুল্ল হয়ে হাসির ভান করি। আমরা নকলটা ভালই করি, কিন্তু আসল হাসি কি তা জানি না। আপনি সাধারণ নাট্যশালায় গিয়ে দেখতে পাবেন দর্শকরা কেমন হাসছে, সাধারণ মধ্যবিত্ত লোক দেখবেন হাসিতে ফেটে পড়ছে, যেন তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। আবার সৈনিকদের শিবিরে গিয়ে দেখবেন, কেমন কত আহত সৈনিক তাদের চোখে জল চেপে রেখে কোন ভাঁড়ের রসিকতা দেখে হাসছে। কিন্তু আমাদের বৈঠকখানায় আমরা হাসি না। আমরা শুধু হাসির ভান করি।

মিসাদো বললেন, ক্ষমা করবেন ভাই, আপনি কিন্তু খুব বেশী কঠোর হচ্ছেন। আপনি সমগ্রভাবে গোটা অভিজাত সমাজটার নিন্দা করবেন না।

বার্তিন হাসল, আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু যেক্ষেত্রে—

হ্যাঁ, আমিও তাদের একজন। সেক্ষেত্রে আমি নিজেকেও বাদ দিচ্ছি না, নিজেদেরও নিন্দা করছি।

ডাচেসী বললেন, ও বলার খাতিরে এমনি বলছে।

এখানেও তাহলে ভানের কথা এসে পড়ে এবং বার্তিন তখন এই আক্রমণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অল্প কথায় বলল, হ্যাঁ মাদাম, শিল্পীরা মানুষকে সব বিষয়ে ভান করতে শেখায়। এই বলে আলোচনাটার এইখানেই শেষ করে দিল।

এরপর এটা সেটা নিয়ে কিছু সাধারণ আলোচনা হলো। সেই আলোচনার মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতা আর বন্ধুত্বের আবহাওয়া ছিল। কোন তর্কের উত্তাপ ছিল না। ডিনার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে মাদাম গিলেরয় একগ্লাস মদ তাঁর সামনে রেখে চীৎকার করে বললেন, এই দেখুন, আমি এক ফোঁটা মদও পান করিনি। দেখি আমি রোগা হই কি না।

ডাচেসী রেগে গেলেন। মাদাম গিলেরয়কে অনেককরে কিছু মদ খাওয়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তিনি রেগে বলে উঠলেন, আমার অনুরোধ গিলেরয় তোমার স্ত্রীকে কোনমতেই একাজ করতে দিও না।

মঁসিয়ে গিলেরয় তখন মিসাদোর সঙ্গে চাষের কাজের জন্য এক আমেরিকান মেসিনের কথা বলছিলেন। ডাচেসীর কথায় মুখ ফিরিয়ে বললেন, কি কাজ মাদাম?

রোগা হবার বাজে চিন্তাটাকে যেন বাস্তবে রূপ দিতে না পারে।

নির্বিকার দৃষ্টিতে একবার তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন মঁসিয়ে গিলেরয়। তারপর বললেন, আমি ত কখনো তাঁর ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করি না।

মাদাম গিলেরয় উঠে ডাচেসীর একটা হাত ধরলেন আর মঁসিয়ে গিলেরয় উঠে তাঁর আর একটা হাত ধরলেন এবং এইভাবে তাঁরা বড় বৈঠকখানা ঘরটায় চলে গেলেন। ঘরটা বড় এবং খালি। চারদিকে চেয়ারগুলো সাজানো। বাতি আর ঝাড়লণ্ঠনের মৃদু আলোগুলো চাঁদের মতই মনে হচ্ছিল। সামনের দেওয়ালের মাঝখানে বার্তিনের

www.BanglaBook.org

আঁকা মাদাম গিলেরয়ের ছবিখানা টাঙ্গানো ছিল। ছবিটা যেন ঘরখানাকে জীবন্ত করে রেখেছিল। ছবিতে ফুটে ওঠা মাদাম গিলেরয়ের যৌবনসুলভ হাসি, তাঁর আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি, তাঁর কেশরাশির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সব মিলিয়ে বৈঠকখানা ঘরটার আবহাওয়াটাকে সত্যিই সুন্দর করে তুলেছিল। সে ঘরে সাধারণতঃ যারাই আসে তারাই একবার ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে শিল্পীর কাজের প্রশংসা না করে যায় না। এটা যেন এক অলিখিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রথামত মিসাদোও প্রশংসা করতে ভুলতেন না। মিসাদো দেখাতে চাইতেন ছবির সমালোচনা করা আর রসগ্রহণ করা যেন তাঁর পবিত্র কর্তব্য এবং এ বিষয়ে তাঁর অধিকার আইন ও রাষ্ট্র মেনে নিয়েছে।

মিসাদো বললেন, সত্যিই এটা হচ্ছে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীচিত্র। এ রকম জীবন্ত ছবি দেখা যায় না।

এ ছবির প্রশংসা যতই শুনতেন মঁসিয়ে গিলেরয় ততই তাঁর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠত যে তিনি এক শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম লাভ করেছেন। তিনিও এগিয়ে এসে প্রশংসা করতে লাগলেন। এইভাবে প্রায় ছ'মিনিট ধরে তারা সবাই মামুলি কতকগুলো প্রশংসার কথা স্তূপাকার করে যেন চাপিয়ে দিতে লাগল বার্তিনের উপর।

যারাই দেওয়ালের দিকে তাকাল তারাই প্রশংসা না করে পারল না। কিন্তু বার্তিন সেদিকে কান দিল না। এসব শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সে। পথে যেতে যেতে শারীরিক কুশল প্রশ্নকারী লোকের প্রতি যেটুকু মনোযোগ দেয় সে তার বেশী মনোযোগ এইসব প্রশংসাকারীদের দিল না। তবু সে নীরবে ছবির কাছে ম্লান হয়ে যাওয়া বাতিটাকে ঠিক করে দিল।

এরপর সকলে তারা বসল। মঁসিয়ে গিলেরয় ডাচেসীর কাছে এলে তিনি বললেন, আমার মনে হয় আমার ভাইপো আমায় নিতে আসছে। সে এলে তাকে যেন এক কাপ চা দিও।

উপস্থিত সকলে এটা আগেই ভেবেছিল।

ডাচেসী দ্য মর্তেমেনের ভাই মার্কুই দ্য ফারান্দাল জুয়ো খেলে যথাসর্বস্ব হারিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হঠাৎ মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বিধবা স্ত্রী আর একটি শিশুসন্তান রেখে যান। সেই ছেলেই এখন আঠাশ বছরের যুবক। সে এখন ইউরোপের 'কতিলন' দলের নেতা এবং সে ভাল 'ওয়ালৎস' নাচও জানে। আর এই নাচের জন্য ভিয়েনা ও বিভিন্ন অঞ্চলে যাবার ডাক পড়ে। তার নিজস্ব কিছু নেই তবু তার বংশমর্যাদা, রাজবংশের সঙ্গে তার আত্মীয়তার জন্য প্যারিসে বেশ জনপ্রিয় ও সম্মানের পাত্র হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এখন তাকে কোন এক ধনীলোকের মেয়েকে বিয়ে করে তার খ্যাতিকে অন্য পথে চালিত করতে হবে। বর্তমানে নৃত্যশিল্পী ও ক্রীড়াবিদ হিসাবে তার যে খ্যাতি আছে সে খ্যাতি সে রাজনৈতিক সাফল্যের পথে চালিত করতে চায়। মার্কুই একবার ডেপুটি নির্বাচিত হলেই সে একই সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং রাজার মন্ত্রণাদাতা হতে পারবে।

ডাচেসী জানে গিলেরয়দের প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে। কিন্তু মঁসিয়ে গিলেরয় খুব কৃপণ লোক। তাঁর যেখানে বিরাট অট্টালিকায় বাস করা উচিত ছিল, সেখানে আজ তিনি বাস করেন সামান্য একটা ফ্ল্যাটে। ডাচেসী চান তাঁর ভাইপোর সঙ্গে গিলেরয়ের

www.BanglaBook.org

মেয়ের বিয়ে দিতে। এই বিয়ের ফলে অভিজাত সমাজে এবং রাজনৈতিক মহলে মার্কুই-এর খাতির বেড়ে যাবে। কারণ মঁসিয়ে গিলেরয় একজন ধনী এবং ডেপুটি। তিনি বীমা কোম্পানিতে টাকা খাটিয়ে গত দশ বছরের মধ্যে প্রচুর টাকা করেছেন। প্রচুর টাকা করার পর মঁসিয়ে গিলেরয় এবার নতুন এক উচ্চাশার পথে পা বাড়িয়েছেন।

মঁসিয়ে গিলেরয়ের বিশ্বাস রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবেই এবং তাহলে তাতে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা আর সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। সাধারণ একজন ডেপুটি হয়ে তাঁর এমন কোন লাভ নেই। কিন্তু যে মার্কুই দা ফারান্দাল-এর পূর্বপুরুষেরা ফরাসী রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে জড়িত সেই মার্কুই-এর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হলে ফরাসী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে উঠে আসবেন তিনি। তাছাড়া ডাচেসীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বন্ধুত্ব থাকার জন্য এই বিয়ের কথাটা একরকম পাকা হয়ে গেছে। পাছে অন্য কোন মেয়ে আবার হঠাৎ মার্কুই-এর চোখে লেগে যায় সেই ভয়ে এ্যান্নেতকে প্যারিসে নিয়ে এসেছেন গিলেরয়।

ডাচেসী অবশ্য জানতেন না সেদিন যে এ্যান্নেতকে আনা হয়েছে। তিনি সেদিন তাঁর ভাইপোকে এমনি আসতে বলেছিলেন শুধু তার সঙ্গে গিলেরয় দম্পতির পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ; যাতে এরপর নিজেই মাঝে মাঝে আসতে পারে সে।

ডাচেসী এবং মঁসিয়ে গিলেরয় দুজনেই একমত হলেন। দুজনেই দুজনের কথা বুঝতে পারলেন। এমন সময় মার্কুই-এর আগমনবার্তা ঘোষিত হলো, মিসাদো তখন বৈঠকখানা ঘরের এক প্রান্তে গয়বেলকে এক মজার গল্প শোনাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন।

ঘরের ভিতর ঢুকেই দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্কুই। সে ভাল করে তাকাতে লাগল গোটা ঘরখানার দিকে। তাকে ভাল করে চেয়ে দেখার জন্য সে যেন সুযোগ দিল সকলকে। তারপর সে ধীরে ধীরে মাদাম গিলেরয়ের দিকে এগিয়ে এসে তাঁর একটা হাত চুম্বন করল এবং এইভাবে তার পিসী ডাচেসীকেও অভিবাদন জানাল। আর বাকি সকলের সঙ্গে করমর্দন করল।

মার্কুই-এর চেহারাটা বেশ লম্বা—গালপাট্টাগুলো লালচে ধরনের, মাথার সামনে চুলটা একটু উঠে গেছে। তার সুগঠিত চেহারাটা একনজরে দেখলেই মনে হয় সে একজন ভাল সৈনিক অথবা বৃটিশ খেলোয়াড়। দেখলে বোঝা যায় সে তার দেহের গঠন ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা করে এসেছে ছোট থেকে, তার মস্তিষ্কের উন্নতির জন্য সে চেষ্টা করেনি। সে শিক্ষিত। লেখাপড়া শিখেছে এবং যা যা শেখা তার দরকার তা এখনো শিখছে আগ্রহ সহকারে। তার শিক্ষার বিষয়বস্তু হলো ইতিহাস যাতে শুধু ঘটনাবলীর দিনপঞ্জী শেখানো হয় আসল শিক্ষা শেখানো হয় না, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি আর কিছু সমাজবিজ্ঞান। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি একজন ডেপুটিকে অবশ্যই জানতে হয় আর শাসকশ্রেণীকে কিছু সমাজ-বিজ্ঞানও অবশ্যই শিখতে হয়।

মার্কুই সম্বন্ধে আগেই মন্তব্য করে রেখেছে বার্তিন যে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছবেই। বার্তিন এবং মার্কুই একই ফেন্সিং স্কুলের ছাত্র। বার্তিন তার উদ্যম আর দক্ষতার প্রশংসা করে। বয়ের পথে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় দুজনের প্রায়ই দেখা হয়। দুজনের রুচিগত এক মিল থেকে এক সহানুভূতি গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে। যখনি কোন বিষয়ে আলোচনা হত দুজনের মধ্যে তখনি তারা একমত হত।

www.BanglaBook.org

মার্কুইকে যখন এ্যানেত দা গিলেরয়ের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো; তখন মার্কুই বুঝতে পারল এ তার পিসীর ষড়যন্ত্র। যাইহোক, তার দৃষ্টিতে খুশি মিশিয়ে তার পিসীর কাজটাকে সমর্থন করল সে। এ্যানেতকে দেখে ভালই লাগল তার। এ্যানেত সুন্দরী নয়, সে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। তাছাড়া মার্কুই-এর এমনি এক অভিজ্ঞতা হয়েছে বার্তিনদের সঙ্গে মিশে মিশে যে সে কোন তরুণী মেয়ে দেখলেই বলে দিতে পারবে ভবিষ্যতে তার সৌন্দর্য কিরকম দাঁড়াবে। সুদক্ষ মদ্য পরীক্ষকের মতই এ বিষয়ে তার অভ্রান্ত দক্ষতা আছে।

এ্যানেতের সঙ্গে এমনি দু একটা কথা বলে ব্যারণ দা গরবেলদের কাছে গিয়ে বসে কথা বলতে লাগল মার্কুই।

একটু সকাল করেই সবাই উঠে পড়ল। অতিথিরা সকলেই চলে গেলে এবং এ্যান্দেত বিছানায় শুয়ে পড়লে মঁসিয়ে গিলেরয় পায়চারি করতে লাগলেন বৈঠকখানা ঘরে। চাকরেরা সব শুতে চলে গেছে। মাদাম গিলেরয় ইজিচেয়ারে ঢুলছিলেন। মঁসিয়ে গিলেরয় ভাবছিলেন, এরপর তিনি কি করবেন। মাঝে মাঝে এমনি করে তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করেন। অবশেষে আজকের সন্ধ্যার ঘটনায় খুশি হয়ে আপন মনে বললেন মঁসিয়ে গিলেরয়, তাহলে ব্যাপারটা এখন নিশ্চিত। সব ঠিক হয়ে গেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কখন আসছ প্রিয়তম? আমি তোমাকে তিনদিন দেখিনি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত কাল হয়ে গেছে। আমার মেয়ে আসার পর থেকে আমাকে কিছুটা ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু তুমি জান তোমাকে না দেখে আর আমি থাকতে পারব না।

বার্তিন তখন তার স্টুডিওতে বসে পেন্সিল-স্কেচ করছিল। একটা নতুন ছবির কথা ভাবছিল। এমন সময় মাদাম গিলেরয়ের এই নতুন চিঠিটা এল। বার্তিন ড্রয়ার খুলে মাদাম গিলেরয়ের অন্য সব চিঠির গাদার মধ্যে রেখে দিল চিঠিটা।

তাদের রোজ একবার করে দেখা হত। তাতে তাদের সমাজের কেউ কিছু মনে করত না। আগে আগে মাদাম গিলেরয়ই বার্তিনের কাছে আসতেন। তার স্টুডিওতে বসে ঘণ্টাখানেক ধরে একটা আর্ম চেয়ারে বসে তার ছবি আঁকা দেখে চলে যেতেন। কিন্তু পরে চাকর-বাকরদের নিন্দার ভয়ে মাদাম গিলেরয় আর আসতেন না। তিনি প্রায়ই বার্তিনকে যেতে বলতেন তাঁর বাড়িতে। আবার কোন কোন দিন অন্য কারো বাড়ির বৈঠকখানাতেই তাদের দেখা হত। আগে থেকে তারা ঠিক করে রাখত। কোন ভোজসভায় একই সময়ে দুজনে তারা এসে হাজির হত। আর ব্যাপারটা খুবই সহজ স্বাভাবিক বলে মনে হত মঁসিয়ে গিলেরয়ের কাছে।

প্রতি সপ্তায় দুদিন করে বার্তিন মাদাম গিলেরয়ের বাড়িতে ডিনার খেত অল্প-সংখ্যক কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। প্রতি সোমবার মাদাম গিলেরয়ের সঙ্গে দেখা হত অপেরায়। সেখানে তারা ঠিক করত কোথায় কোনদিন দেখা হবে তাদের মধ্যে। বার্তিন জানত কোনদিন সন্ধ্যের সময় বাড়িতে থাকতেন মাদাম গিলেরয়, সেইদিন সে তার বাড়ি গিয়ে একসঙ্গে চা খেত। মাদাম গিলেরয়কে যেকোন পোশাকে দেখতে ভাল

www.BanglaBook.org

লাগত বার্তিনের। তাদের সম্পর্ক যতই এক শান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছিল ততই রোজ অন্ততঃ কয়েক মিনিট দুজনের একসঙ্গে কাটাতে খুবই ইচ্ছা হত বার্তিনের। তার অবশ্য আগেকার সেই উদ্দাম উত্তপ্ত আবেগটা আর নেই, তবে অনবরত দেখতে ইচ্ছা হত তার প্রেমিককে।

আবার সংসার-জীবনের প্রতিও কামনা জাগত বার্তিনের। মাঝে মাঝে সন্ধ্যে-বেলাটা এমন একটা ঘরে কাটাত, মনে হত যেখানে সে তার আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে বসে প্রাণ খুলে বসে গল্প করতে পারবে, যেখানে সে একই সঙ্গে পাবে অন্তরঙ্গ সাহচর্যের উত্তাপ, একাকীত্বের আস্বাদ আর আকাঙ্খিত যত সব আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য। এ কামনা সব অবিবাহিত লোকদের মনেই ঘুমিয়ে থাকে এবং এই কামনাই মাদাম গিলেরয়ের প্রতি তার প্রেমাসক্তিটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে দিনে দিনে।

তিন দিন ধরে বার্তিন তার ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধবদের দেখেনি। তাদের সকলেই বোধ হয় গিলেরয়ের কন্যাকে নিয়ে ব্যাস্ত। বার্তিনের কিছুটা রাগ হলো, তাকে আরো আগে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। মাদাম গিলেরয়ের চিঠিটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে চাবুক মেরে কে যেন সজাগ করে দিল বার্তিনকে। তখন বেলা তিনটে বাজে। বার্তিন ঠিক করল এখনি সে যাবে। মাদাম গিলেরয় বাড়ি থেকে বেরোতে না বেরোতেই সে গিয়ে ধরবে তাঁকে।

ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে ডাকল বার্তিন। কাছে এলে বলল, আজ দিনটা কেমন জোশেফ ?

খুবই ভাল স্যার।

বেশ গরম ত ?

হ্যাঁ স্যার গরম।

তাহলে আমার সাদা ওয়েস্টকোট, নীল কোট আর ধূসর রঙের টুপীটা আন।

বার্তিনের পোশাকে সব সময়ই চাকচিকা থাকত। তার সব পোশাক দর্জিরা ভালভাবেই তৈরী করে দিত। কিন্তু তার পোশাক পরার ধরন আর হাঁটার ধরনটা দেখেই বোঝা যেত সে একজন শিল্পী আর অবিবাহিত।

মাদাম গিলেরয়ের বাড়ি পৌঁছতেই বার্তিন জানতে পারল, মাদাম এখনি বয় যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। কথাটা শুনে রাগ হলো বার্তিনের। যাইহোক অপেক্ষা করতে লাগল সে।

বার্তিন যখনি আসে বড় বৈঠকখানা ঘরটার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়ায় সে। অনেকগুলো টেবিলের উপর নানা রকমের জিনিস, সোনার কাজ করা ছোট ছোট বাক্স, রুপোর ও হাতীর দাঁতের তৈরী নানারকমের মূর্তি, পাঁউরুটির আকারের সিগারেটের ছাইদানি আর নানারকমের পুতুলের গয়না। মাঝে মাঝে এক একটা জিনিসকে হাত দিয়ে নেড়ে আবার রেখে দিতে লাগল বার্তিন।

ঘরের এক কোণে একটা ছোট টেবিলে কতকগুলো বই পড়ে রয়েছে। কতকগুলো বই-এর মাঝখানে কয়েকটা পত্রিকাও পড়েছিল সে টেবিলে। তাদের মধ্যে ছিল 'রেভুদে দিউ সন্দে', 'আর্ল মদার্নী' আর 'ফেমিলি নিবার'। একটা জানালার কাছে মাদাম গিলেরয়ের লেখার টেবিল। সেখানে বসে তিনি দরকারী চিঠিপত্র লেখেন। তাঁর টেবিলে নামকরা লেখকদের কতকগুলো গল্প উপন্যাস ও কবিতার বইও ছিল। তার মধ্যে বোদলেয়ারের ফুয়ার দু ম্যালও ছিল। সেই সব বই ছাড়া একটা সুন্দর

www.BanglaBook.org

আয়না ছিল। সোনা ও রূপোর কাজকরা ফ্রেমে বাঁধানো আয়নাটা চারকোণা ভেলভেটের কাপড়ের উপর দাঁড়ানো। বার্তিন সেটা তুলে নিয়ে দেখল সে এই ক'বছরের মধ্যে দারুণ বুড়ো হয়ে গেছে। তার গালদুটো ভারী হয়েছে ও মাংসগুলো কুঁচকে গেছে। তবে তার মুখটা আগের থেকে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

দরজা খুলে এ্যানেত ঘরে ঢুকল, সান্ধ্য নমস্কার মঁসিয়ে বার্তিন।

সান্ধ্য নমস্কার! কেমন আছ?

খুব ভাল, আর আপনি?

কি ব্যাপার, তুমি আমাকে আমার সেই নামে ডাকবে না?

না, সে নামে ডাকলে আমার অস্বস্তি লাগে। এখন কিন্তু আপনাকে ভয় লাগে আমার॥

কেন?

কারণ আপনি যুবকও নন, আবার বৃদ্ধও নন।

বার্তিন হাসতে লাগল, এ যদি কারণ হয় তাহলে আমি আর তোমায় অনুরোধ করব না।

এ্যানেত লজ্জা পেল। প্রসঙ্গটা পাল্টে দিয়ে বলল, মা আপনাকে বসতে বলেছেন। উনি এখনি আসছেন আর আপনিও আমাদের সঙ্গে বয় দ্য বুলোনে যাবেন কি না জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব। তোমরা কি একা যাবে?

না, ডাচেসী দ্য মর্তমেন যাবেন আমাদের সঙ্গে।

ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।

আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি আমার টুপীটা গিয়ে নিয়ে আসি।

যাও।

এ্যানেত চলে যেতেই মাদাম গিলেরয় এসে ঘরে ঢুকলেন। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তোমাকে আর আজকাল দেখি না কেন অলিভার? তুমি কি করছ?

আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি।

অলিভার।

শুধু এই একটি ডাকের মধ্যে মাদাম গিলেরয় যেন তাঁর এতদিনের পুঞ্জীভূত তিরস্কার ও ভালবাসা সব ঢেলে দিলেন। এ ডাক শুনে অভিভূত হয়ে গেল বার্তিন। বার্তিন মনে মনে বলল, আমার কাছে জগতের সবচেয়ে সেরা নারী।

মাদাম গিলেরয় সহজভাবে এবার বললেন, আমরা ডাচেসীকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে বয় দ্য বুলোনে যাব। আমরা এ্যানেতকে ওই সব ব্যাপারগুলো দেখাতে চাই।

উঠোনে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। মা ও মেয়ের উল্টো দিকে বার্তিন বসল। গাড়ি ছেড়ে দিল। ঘোড়ার খুরের শব্দগুলো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল রাস্তার দুপাশে। বাজার থেকে মেদলেন চার্চ পর্যন্ত সমস্ত পথে ঘাটে সবকিছুর উপর নবজাত বসন্তের সমস্ত আনন্দ আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে নিঃশেষে। মৃদুমন্দ বাতাস আর প্রদীপ্ত সূর্যালোক মানুষের মনে এনে দিয়েছে ছুটি ছুটি একটা ভাব, একটা মিষ্টি আলস্যময়তা আর মেয়েদের মধ্যে এনে দিয়েছে এক শান্ত সুষমা। মাদাম গিলেরয় বললেন, দিনটা কি চমৎকার। যেখানে মন আনন্দে ভরে যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু সেদিকে তাকাল না বার্তিন। সে শুধু সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় তার সামনের সীটে বসে থাকা মা ও মেয়েকে দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মা ও মেয়ে দুজনে আলাদা হলেও দেখতে যেন দুজনে এক, যেন একে অন্যের অংশ। একই রক্তমাংস দিয়ে তৈরী, একই প্রাণের দ্বারা সঞ্জীবিত। মেয়ের চোখ দুটো শুধু আর একটু নীল। তবে বার্তিন ভাবতে লাগল, মেয়েটি এখন ছোট আছে, কিন্তু সে যখন বড় হবে তার এই তরুণ যৌবনের অনভিজ্ঞ অনাবিল জ্ঞানবুদ্ধি, অনাগত রুচি ও প্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাতে, জীবন ও জগতের কত ঘূর্ণিবায়ুর অশুভ প্রকাশে কী রূপ লাভ করবে? বন্দর থেকে সদ্যছাড়া জাহাজের মত যে সমুদ্রযাত্রার জন্য সে এগিয়ে চলেছে তার মা সেই সমুদ্রই পার হয়ে জীবন ও প্রেমের অজস্র তরঙ্গদোলায় দুলে ফিরে আসছে বন্দরে।

তবে বার্তিন ভাবল, তার মা ত সবার মধ্যে তাকেই বেছে নিয়েছে। অনেক সমুদ্র পার হয়ে, অনেক বন্দরের প্রান্তভাগ ছুঁয়ে ছুঁয়ে শেষে তারই পুরনো বন্দরে ফিরে আসছে নোঙর ফেলার জন্য। বয়স হলেও সে কিন্তু আজও তেমনি সুন্দরী রয়ে গেছে। বার্তিন তাঁর দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে একবার তাকাতেই তিনিও তা বুঝতে পারলেন।

এতক্ষণে মাদাম গিলেরয়ের কথাটার উত্তর দিল বার্তিন, হ্যাঁ, দিনটা সত্যিই সুন্দর।

শাম্প এলিসি হয়ে গাড়ি ছুটে যেতে লাগল বয় দ্য বুলোনের দিকে। আরো অনেক ঘোড়ার গাড়িতে অভিজাত সমাজের মেয়েরা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে চোখ পড়তেই ডাচেসী ও মাদাম গিলেরয় অভিবাদন গ্রহণ করছিলেন অনেকের কাছ থেকে। তাই দেখে এ্যান্নেত প্রায়ই প্রশ্ন করছিল, ও কে?

কখনো ডাচেসী, কখনো মাদাম গিলেরয় উত্তর দিচ্ছিলেন, উনি হচ্ছেন কোঁতেসী লোক্রাইস্ট, উনি হচ্ছেন মাদাম মান্দালিয়ের। ধনী বুর্জোয়া ও অভিজাত সমাজের অনেককেই নিয়ে অসংখ্য ঘোড়ার গাড়ি ও ফীটন আগে পিছু ও পাশাপাশি যাচ্ছিল। একটি খোলা গাড়িতে অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরা একটি যুবতী মধ্যবয়সী মেয়েকে দেখে এ্যান্নেত বলল, ও কে?

বার্তিন বলল, আমি জানি না।

ডাচেসী ও মাদাম গিলেরয় দুজনে দুজনের মুখপানে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। কোন কথা বললেন না। প্যারিসের বনে বাগানে তখন নাইটিঙ্গেল পাখি ডাকতে শুরু করেছে। অসংখ্য ফুলের কুঁড়িতে সুবাসিত ও পাখির গানে গুঞ্জরিত বনপথ দিয়ে গাড়ি চলল লেকের দিকে। গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন নদীর বুকে দাঁড়িয়েথাকা নৌকার মত দেখতে লাগল সেগুলোকে।

বৃদ্ধা ডাচেসী অতীতের সঙ্গে বর্তমানটাকে যেন মিলিয়ে দেখতে লাগলেন, হঠাৎ একসময় বলে উঠলেন, ঐ দেখ সুন্দরী মাদাম মান্দালিয়ের ফরাসী সাধারণতন্ত্রের যুগের সেরা সুন্দরী।

একটি গাড়িতে চড়ে আসছিলেন মাদাম মান্দালিয়ের। তাঁর চোখদুটো বেশ বড় আর কালো, কপালটা সরু আর মাথার চুলগুলোও কালো। মুখটা একটু বড়। সুন্দরী হিসাবে তার খ্যাতি আছে।

বার্তিন বলল, সত্যিই খুব সুন্দরী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাদাম গিলেরয়ের মনে ঈর্ষা জাগল এই প্রশংসায়। সহসা এ্যান্নেত মুখ ফুটে সাহস করে বলল, আমি ত ওকে মোটেই সুন্দরী মনে করি না।

বার্তিন তার দিকে তাকাল। সেকি! তুমি ওঁকে সুন্দরী মনে কর না?

না। মনে হচ্ছে কালিতে যেন ওকে ডোবানো হয়েছে।

কথাটা শুনে খুশি হয়ে হাসলেন ডাচেসী। বেঁচে থাক বাছা। ছয় বছর ধরে প্যারিসের সব লোক ঐ নিগ্রো মেয়েটার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকত, আমাদের ঠাট্টা করত। ঐ দেখ ডাচেসী দ্য লোক্রাইষ্ট।

একটি খোলা গাড়িতে বসে ডাচেসী লোক্রাইষ্ট আসছিলেন। তাঁর চেহারাটা ছিপছিপে দোহারা, মাথার চুলে লাল ভাব, চোখদুটো বাদামী রঙের। তাঁরও সুন্দরী হিসাবে খ্যাতি ছিল।

বিশেষ উৎসুক হয়ে দেখে এ্যান্নেত বলল, ওঁর সে জৌলুস আর নেই।

বার্তিন কিন্তু রেগে গেল এ্যান্নেতের এই ঈর্ষান্বিত কথায়। উনি সত্যিই সুন্দরী এবং আশাকরি তুমিও সুন্দরী হয়ে উঠতে পার তাঁর মত।

ডাচেসী বললেন, তোমরা শুধু মেয়েদের দেখ তিরিশের পর। এ্যান্নেত ঠিকই বলেছে, তাদের যৌবন ও সৌন্দর্য নষ্ট হবার পর তোমরা তাদের প্রশংসা করো।

বার্তিন বলল, মাপ করবেন। তবে একটু বয়স বেশী না হলে মেয়েদের আসল রূপে সৌন্দর্য খোলে না। একটু বয়স হলে তাদের সৌন্দর্য পরিণতি লাভ করে।

বার্তিন তার কথাটাকে আর একটু ব্যাখ্যা করে বলল যে বাইরের যেটা জৌলুস সেটা পরিণত সৌন্দর্যেরই বহিঃপ্রকাশ। এইজন্যই জগতের অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞজনেরা নারীদের রূপসৌন্দর্যের বিকাশের সময় তাদের রূপের কখনো প্রশংসা করেন না। যখন এই রূপসৌন্দর্য বিকাশের শেষ স্তরে গিয়ে পরিণত রূপ লাভ করে একমাত্র তখনই তারা তাদের প্রশংসা করেন।

কথাটা মনে লাগল মাদাম গিলেরয়ের। তাঁর মনে হল বার্তিন যেন তাঁকে লক্ষ্য করে তার রূপের প্রশংসা করে চলল। তিনি বললেন, বার্তিন ঠিকই বলেছে। একেই বলে শিল্পীর বিচার। কোন সুন্দরী তরুণীর মুখমণ্ডল দেখতে সুন্দর হতে পারে, কিন্তু সে সৌন্দর্য মনে তেমন ছাপ রাখতে পারে না।

বার্তিন তার কথাটার জের টেনে আরো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলল, যে সব মুখ দেখবেন যৌবনের ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে তারা ধীরে ধীরে একটা স্থায়ী আর পরিণত রূপ লাভ করবে।

বার্তিনের প্রত্যেকটি কথা ঘার নেড়ে সমর্থন করতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। বলিষ্ঠ যুক্তির উত্তাপ দিয়ে যতই কথাটাকে তার জোরালো করে তুলতে লাগল বার্তিন ততই সমর্থনসূচক অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। মনে হলো তাঁরা যেন কোন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এক গোপন আঁতাত গড়ে তুলেছেন দুজনের মধ্যে। এ্যান্নেত কিন্তু বার্তিনের এসব কথা শুনল না। শুনতে ভাল লাগল না তার। সে তখন এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। চারদিকের অশান্ত প্রাণচঞ্চলতার মধ্যে তার আকাঙ্খিত আনন্দকে খুঁজে বেড়াতে লাগল সে যেন। এই প্রদীপ্ত সূর্যালোক, এই ছন্দায়িত বনমর্মর, এইসব গাড়ির সশব্দ গতিভঙ্গি, আনন্দ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত অসংখ্য জীবনের উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রকাশ সব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল তাকে

www.BanglaBook.org

এ্যান্নেত মনে মনে বলল, সে রোজ আসবে এখানে। রোজ এলে সে এমনি সম্মান ও অভ্যর্থনা পাবে, পরিচিত হয়ে উঠবে সকলের সঙ্গে। তার সৌন্দর্য স্বীকৃত ও প্রশংসিত হবে সকলের দ্বারা। কোন সুন্দর মেয়ে বা পুরুষ দেখতে পেলেই সে প্রশ্ন করতে লাগল লোকটা কে, সে নামকরা কি না। তাছাড়া সে ভাড়াকরা গাড়ির ভিড় দেখে বিরক্তিবোধ করতে লাগল। বলল, এখানে শুধু ব্যক্তিগত গাড়ির লোকদেরই ঢুকতে দেওয়া উচিত ছিল।

বার্তিন তখন প্রশ্ন করল, তাহলে স্বাধীনতা সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে কি করে?

এ্যানেত বলল, ওসব অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বার্তিন বলল, তুমি বুঝতে পারছ না গণতান্ত্রিক যুগের মধ্যে বাস করছি আমরা। কাজেই সকলকেই ত এখানে আসার সুযোগ দিতে হবে। তবে তুমি যদি সকালের দিকে এস তাহলে কোন সাধারণ মানুষকে দেখতে পাবে না। তখন এখানে থাকে শুধু সমাজের যারা মধ্যমণি।

তারপর বার্তিন তাকে বলল, 'সকালের বয়' এই বিষয় নিয়ে সে একটা ছবিও এঁকেছিল। সেটা দেখলেই বোঝা যাবে কারা সকালে এখানে আসে।

এ্যান্নেত বলল, আপনি কি এখানে প্রায়ই আসেন?

হ্যাঁ প্রায়ই আসি, এটা সারা প্যারিসের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দজনক, সবচেয়ে মনোরম জায়গা।

আপনি সকালে ঘোড়ায় চাপেন?

হ্যাঁ, চাপি।

বিকালে আপনি নিমন্ত্রণ থাকলে লোকের বাড়ি যান?

হ্যাঁ যাই।

তাহলে কখন আপনি আঁকেন?

আমার আঁকার একটা বিশেষ সময় আছে। তাছাড়া যেহেতু আমি সুন্দর সুন্দর মেয়েদের ছবি আঁকি, আমাকে সেইহেতু তাদের অবশ্যই দেখতে হবে, তাদের সকল কিছু জানতে হবে।

আপনি হেঁটে না ঘোড়ায় যাতায়াত করেন?

এবার বার্তিন উত্তর না দিয়ে একবার শুধু আড়চোখে তাকাল। তার অর্থ এই যে, ধীরে ধীরে সব জানতে পারবে; এত অধীর হয়ো না।

কনকনে ঠান্ডা একটা দমকা হাওয়া এসে গাছগুলোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পোশাকগুলোকেও কাঁপিয়ে দিল। ঠান্ডা হাওয়ার তীক্ষ্ণ আঘাতে মেয়েরা শিউরে উঠে গা থেকে ঢলেপড়া শিথিল গরমের পোশাকগুলোকে টেনে দিয়ে ঠিক করে দিল।

অস্তগতপ্রায় সূর্যের তির্যক লাল রশ্মি গায়ে মেখে বয় থেকে বাড়ির পথে রওনা হলো তারা। মাদাম গিলেরয় জিজ্ঞাসা করলেন বার্তিনকে, তুমি কি এখন বাড়ি যাবে?

বার্তিন বলল, না ক্লাবে যাব।

তাহলে তোমাকে ওখানে আমরা নামিয়ে দিয়ে যাব।

ধন্যবাদ, তাহলে খুবই ভাল হয়।

আমাকে আর ডাচেসীকে লাঞ্চে তুমি নিমন্ত্রণ করছ কখন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমরাই দিন ঠিক করো।

অভিজাত সমাজের মেয়েদের ছবি বার্তিন প্রায়ই আঁকত বলে যাদের ছবি সে আঁকত মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে ডেকে লাঞ্চ বা ডিনার খাওয়াত।

মাদাম গিলেরয় ডাচেসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল বাদ পরশু? আপনার কোন অসুবিধা হবে না ত?

ডাচেসী বললেন, এটা হচ্ছে তার দয়া। বার্তিন যখন পার্টি দেয় তখন আমার কথা ত চিন্তাই করে না। আর করবেই বা কেন। আমি ত বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

মাদাম গিলেরয় বার্তিনের বাড়িটাকে একরকম নিজের বাড়ি বলেই মনে করতেন। তিনি বার্তিনকে তাই সহজভাবে বললেন, আমরা কেবল চারজন—ডাচেসী, এ্যানেত, আমি আর তুমি।

গাড়ির দরজা খুলে নেমে যেতে যেতে বলল বার্তিন, কেমন আমরা তাহলে চারজন।

দরজার কাছে দারোয়ানের হাতে ওভারকোট আর ছড়িটা দিয়ে ক্লাবের ভিতরে চলে গেল বার্তিন। ভিতরে গিয়ে দেখল ফেন্সাররা পোশাক পরে তৈরী হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করার জন্য—যেমন নিভার্দির সঙ্গে ল্যান্ডা, টাইলেরের সঙ্গে রকভিয়েল।

বার্তিনকে দেখেই ব্যারণ দ্য বেভারি বললেন আমি তোমাকে আহবান করছি মল্লযুদ্ধে।

বার্তিন কোনরকমে পোশাকটা খুলে তৈরী হয়েই ব্যারণকে আক্রমণ করল তরোয়াল দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠল ব্যারণ। ঘাম ঝরতে লাগল গা দিয়ে। এরপর বার্তিন তার সহকর্মী আমরি মালদান্তের সঙ্গেও তরোয়াল খেলল।

মালদান্তে তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এখানে খেয়ে যাবে?

বার্তিন বলল, হ্যাঁ।

তাহলে তাড়াতাড়ি করো। সওয়া সাতটা বাজে।

এই নাইটক্লাবে প্যারিসের সব রাতের পাখিরাই আসে। বেকার বা কাজের লোক—সবাই। সন্ধ্যে সাতটার পর যাদের করার কিছু থাকে না তারা এই নাইটক্লাবে চলে আসে, খেয়ে যায়। এখানে আসতে আসতে হঠাৎ যদি কোন নতুন বন্ধু পেয়ে যায়, নতুন কারো সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়, এই আশায় তারা রোজ সন্ধ্যায় চলে আসে এখানে।

সেদিন ওরা ছিল পাঁচজন। নিভার্দি বার্তিনকে বলল, আজ তুমি আশ্চর্য উদ্যমের সঙ্গে খেলেছ।

বার্তিন বলল, সত্যিই আমার নিজেরই কেমন আশ্চর্য লাগে।

আমরি মালদান্তে বলল, প্রতি বছর এপ্রিল মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবনের গাছে নতুন কলি গজিয়ে ওঠে; কিন্তু তাতে ফল ধরে না।

রকভিয়েল ও ল্যান্ডা একথার সমর্থন জানাল। দুজনেরই বয়স হয়েছে আমরির থেকে। তবু নিয়মিত ব্যায়াম করার জন্য চেহারা এখনো বলিষ্ঠ আছে। রকভিয়েল এবং ল্যান্ডা দুজনেই সদ্বংশজাত। রকভিয়েল বিবাহিত, কিন্তু স্ত্রীর কাছে থাকে না—দুজনে আলাদা থাকে। তাঁর স্ত্রী কোন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর; তাকে প্রতি মাসে ভাড়া দেয়। বিভিন্ন অভিজাত লোকের বাড়িতে সে নিমন্ত্রিত হয় বটে, কিন্তু টাকার

www.BanglaBook.org

ব্যাপারে তার দুর্নাম আছে। কোং দা ল্যান্ডার চেহারাটা আরো লম্বা চওড়া। তার বিয়ে হয়েছে এবং ছেলে আছে। তবু বাড়িতে সপ্তায় দুদিনের বেশী ডিনার খায় না। সে বলে ক্লাবটাও একটা পরিবার ; এ পরিবার তাদেরই পরিবার যারা নিজেদের পরিবারে বীতশ্রদ্ধ।

এবার আলোচনা শুরু হলো মেয়েদের উপর। কেউ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কেউ বা অতীতের স্মৃতি থেকে ঘটনার উল্লেখ করতে লাগল। মার্কুই দা রকভিয়েল একের পর এক করে তার প্রেমিকাদের হদিশ দিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু নাম বলল না। নির্বাচিত নাম বলল না তার প্রেমিকাদের। সে একসময় বলল, তখন আমার কোন এক রাষ্ট্রনেতার স্ত্রীর সঙ্গে ভালবাসা চলছে। একদিন সন্ধ্যার সময় তার কাছ থেকে চলে যাবার সময় আমি বললাম, প্রিয়তমা মার্গারিতে---বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল নিভার্দি। কারণ সে দেখল তার কথা শুনে উপস্থিত সকলে হাসছে। সে তখন বলল, চুলোয় যাক, এবার দেখছি কোন মেয়ের নাম না করে সব মেয়েকেই সোফি বলে ডাকা উচিত।

এবার অলিভার বার্তিনকে সবাই ধরলো তার প্রেমিকা সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। তখন সে বলল, আমাকে শুধু মডেল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

ল্যান্ডা কিন্তু চায় শহরের রক্তমাংসের মেয়ে।

মদের সব গ্লাসগুলো শূন্য হয়ে গেলে মদের ঝোঁকে নতুন করে কামনার আবেগ জাগল তাদের মধ্যে। সে আবেগের আলোকে উত্তাপে আবার নতুন করে প্রদীপ্ত প্রতপ্ত হয়ে উঠল তাদের আলোচনাটা। রকভিয়েল উচ্চ সমাজের মেয়েদের কথা ভুলে গিয়ে বাজারের বেশ্যাদের কথা বলতে লাগল। সে বলল, প্যারিস হচ্ছে এমনই শহর যেখানে মানুষ কখনো বুড়ো হয় না। সেখানে কোন মানুষ যদি স্বাস্থ্যটা বলিষ্ঠ রাখতে পারে তাহলে পঞ্চাশ বছর বয়সেও আঠারো বছরের মেয়েদের মত সুন্দরী তরুণী যুবতীর ভালবাসা পাবে।

কথাটা উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করে ল্যান্ডা ; রোজ কত তরুণী যুবতী মেয়ে তার প্রেমে পড়ে তার একটা হিসেব দিল।

নিভার্দি কিন্তু এসব কথায় বিশ্বাস করল না। সে বরাবরই একটু সংশয়কাতর এবং মেয়েদের সে ভাল করে জানে বলে সে প্রচার করে। সে বলল, তা বটে ; তারা বলে যে তারা তোমাদের ভালবাসে।

ল্যান্ডা বলল, তারা শুধু মুখে বলে না, কাজেও প্রমাণ করে দাদা।

ওসব প্রমাণের কোন দাম নেই।

কিন্তু আমার কাছে তার দাম আছে।

রকভিয়েল চীৎকার করে বলল, আমি শপথ করে বলতে পারি তারা সত্য কথা বলে। তোমরা কি ভাব যেসব বিশ বছরের যুবতী প্যারিস শহরে পাঁচ ছ বছর ধরে এইসব ব্যাপারে রপ্ত হয়ে উঠেছে, আমাদের মত লোক যাদের অনেক কিছুর আস্বাদের কথা শিখিয়ে দিয়েছে যাদের তারা কি তিরিশ বছরের লোক আর ষাট বছরের লোকের মধ্যে কোন তফাৎ বুঝতে পারে? মোটেই না। সে ইতিমধ্যেই অনেককিছু জেনেছে এবং শিখেছে। আমি বাজী রেখে বলতে পারি, আসলে তারা ছোকরাদের থেকে বড়োদেরই বেশী চায়। এখানে কি মানুষের কোন বয়স আছে না মেয়েরা তা নিয়ে মাথা ঘামায়? আমাদের মাথার পাকা চুল দিয়েই আমরা তরুণীদের বেঁধে

www.BanglaBook.org

আনি আর আমাদের মাথার চুল যতই সাদা হয় ততই তারা আমাদের বেশী ভালবাসে অথবা বাসতে চায়।

তারা সবাই উঠে পড়ল। কি করে বাকি সন্ধ্যেটা কাটানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। বার্তিন বলল, সে সার্কাসে যাবে আর ল্যাণ্ডা বলল, সে ফলি বার্গেরিতে যাবে।

হঠাৎ বেহালার সুর শুনেই তারা চমকে উঠল। বলল, আজ তাহলে ক্লাবে গানের ব্যবস্থা আছে।

বার্তিন বলল, বাইরে যাবার আগে চল মিনিট দশেক শোনা যাক।

সবাই তখন গানের ঘরের দিকে চলে গেল। গানের আসরে গিয়ে দেখল চারজন ভদ্রলোক গান বাজনা শুরু হবার জন্য অপেক্ষা করছে আর জনাদশেক লোক এখানে সেখানে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু গানবাজনা শুরু হতেই বার্তিনের মন কেমন হয়ে গেল।

এমনিই হয়। গান শোনার সংগে সংগেই আফিমখোরের মত এক নিবিড় স্বপ্নালুতায় ঝিমোতে থাকে। যন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে কোন সুরতরংগ তার কানে এসে আঘাত করতেই এক স্নায়বিক মত্ততায় মাতাল হয়ে ওঠে সে, তার গোটা দেহমন স্পন্দিত হতে থাকে প্রবলভাবে।

সুরের সুধা পান করতে করতে মধুর স্বপ্নের পাখা মেলে তার কল্পনা অনেক দূর থেকে দূরান্তরে উড়ে যেতে চায়। তার চোখদুটো বন্ধ হয়ে আসে, পা দুটো ছড়িয়ে পড়ে, হাত দুটো শিথিল হয়ে পড়ে। আর সে শুধু গান শুনে চলে আর তার সংগে সংগে অনাগত ভবিষ্যতের অনেক ছবি ভেসে ওঠে তার মনের পটে!

অর্কেস্ট্রায় তখন হেডনেস-এর সুর বাজানো হচ্ছিল। আর তা শুনতে শুনতে বার্তিনের মনে পড়ছিল আজকের বিকেলের ঘটনার কথা। আশ্চর্য সাদৃশ্য-সমন্বিত মা ও মেয়ের দুটি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, গাড়ির একটানা দোলানি, কাঁচ কিশলয়ের গন্ধভরা বসন্তের মলয় বাতাস—একে একে সব মনে পড়ল তার। এমনিই হয়। অনেক সময় কোন গানের মিষ্টি সুর শুনতে শুনতে অতীতের কথা মনে পড়ে যায় তার। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর নৌকোর দাঁড়টানার একটানা শব্দ গৃহকোণের শান্ত বিছানার আরামঘন স্তব্ধতাকে যেমন বারবার ভেংগে দেয়।

যতক্ষণ গান চলল অর্কেস্ট্রায় ততক্ষণ মা ও মেয়েকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অবস্থার পটভূমিতে দেখতে লাগল বার্তিন। সে যেন স্বপ্নে দেখল তাদের দুজনকে নিয়ে সে কোন দূর দেশে বেড়াতে যাচ্ছে। কখনো ঘোড়ার গাড়িতে, কখনো রেলের কামরায়, কখনো বিদেশী হোটেলের টেবিলে ওরা যেন একসংগে বসে রয়েছে। মা ও মেয়ে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখচ্ছবিদুটো যেন অনপনেয়ভাবে অংকিত হয়ে গেছে বার্তিনের মনের পটে।

তারপর গানটা হঠাৎ থেমে গেল। সংগে সঙ্গে মানুষের গলার আর চেয়ারের শব্দে স্বপ্নের কুয়াশাঘেরা সেই জগৎ থেকে বাস্তবের মাঝে আবার ফিরে এল বার্তিন। সে দেখল তার চারজন সঙ্গী সবাই ঢুলছে ঘুমে। বার্তিন তাদের জাগিয়ে বলল, তোমরা এখন কি করবে?

রকভিয়েল বলল, আমার কথা যদি বল তাহলে বলব আমি এখানে কিছুক্ষণ ঘুমোতে চাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ল্যাণ্ডা বলল, আমিও তাই চাই।

বার্তিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি বাড়ি যাচ্ছি, আমি ক্লান্ত।

সত্যিই বার্তিন এখান থেকে চলে যেতে চাইছিল। সে কিন্তু সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েনি। একটা শিল্পপ্রেরণা তার মাথার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছিল।

বাড়ি গিয়ে সারারাত যখন তখন এ নিয়ে ভাবল বার্তিন। তারপরদিন সকালে উঠেই ঠিক করল, সেদিন আর বেরোবে না। সারাদিন সে কাজ করে যাবে।

সারাদিন ধরে ভালই কাজ করল বার্তিন। কাজ করে তৃপ্তি পেল সে। এক একদিন এমনিই হয়। আঁকার কাজটা সহজ হয়ে ওঠে। অফুরন্ত শিল্পপ্রেরণার প্রবাহ মস্তিষ্ক হতে হাতের-মধ্য দিয়ে অবিরাম ঝরে পড়ে ক্যানভাসের উপর।

বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন রুদ্ধদ্বার স্টুডিওর শান্ত নির্জনে শিল্পী হিসাবে এক নতুন সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করত বার্তিন। সারা ঘরের মধ্যে কোথাও কেউ নেই, শুধু তার সামনে শায়িত ক্যানভাসের উপর তুলির প্রেমময় স্পর্শে এক নতুন ছবির জন্ম হতে চলেছে। অমিত প্রাণচঞ্চলতার আনন্দের স্রোতে সমস্ত দেহমন ভেসে যেত তার। মাতাল হয়ে উঠত বার্তিন। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর স্বভাবতই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ত সন্ধ্যার সময়। তারপর বিশ্রামের জন্য বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত।

টেবিলটা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে। কারণ মাদাম গিলেরয়ের এ বিষয়ে বাতিক আছে। প্রথমটায় আপত্তি করলেন, পরে অতিথিদের শ্যাম্পেন খেতে বাধ্য করল বার্তিন।

খাওয়ার পর স্টুডিওতে ফিরে এল ওরা। ওরা সবাই আনন্দ পেয়েছে প্রচুর। ওদের অন্তরটা খুব হাল্কা অনুভব করছিল ওরা। ডাচেসী ও মাদাম গিলেরয় এখন এ্যান্নেতকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে মেয়েদের এক সভায় যাবেন। কিন্তু বার্তিন বলল, এ্যান্নেতকে নিয়ে সে একটু বেড়াতে বেরোবে, তারপর তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

এ্যান্নেত বলল, চলুন, একটু ঘুরপথে যাই, অনেকক্ষণ হাঁটা যাবে।

বার্তিন বলে, পার্ক মঙ্কোতে যাবে? দেখবে ছোট ছোট ছেলেরা কেমন খেলা করছে।

হ্যাঁ ভালই হবে।

ভেলাস্কেজ এ্যাভেনিউর পাশ দিয়ে তারা হাঁটতে হাঁটতে পার্ক মঙ্কোতে গিয়ে পৌঁছল। চারদিকে বড় বড় প্রাসাদের মত বাড়ির মাঝখানে কৃত্রিম সবুজ একফালি আঁচল দিয়ে ঢাকা এই ছোট্ট পার্কটা সারা প্যারিসের মধ্যে এক মনোরম জায়গা। পার্কের মধ্যে ছোট ছোট ফুলবাগান আর ঘাসের ফালির মাঝখানে চওড়া একটা করে রাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে লোহার বেঞ্চ পাতা। তাতে অনেক লোক বসে আছে। ছোট ছোট ছেলেরা তাদের মা ও ধাত্রীদের চোখের সামনে খেলা করছে। বাদাম, সিকামুর প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ তাদের ঘন সবুজ পাতায় সবুজ আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে রেখেছে যেন গোটা পার্কটাকে।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। ঘুঘু ডাকছে গাছের ডালে। চড়ুই পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। সূর্যের শেষ রশ্মিগুলো ছড়িয়ে পড়েছে গাছপালায় পথে ঘাটে। পার্কের চারিদিকে মার্বেল পাথরে নানারকমের প্রতিমূর্তি। তার মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ অনেক প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রতিমূর্তি আছে, আবার হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে স্বপ্ন দেখা অনেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিরহিণী নায়িকার মূর্তিও আছে। বার্তিন এখানে বহুবার এসেছে। এখানে বড় বড় ঘরের যতসব সুন্দরী ও সৌখীন মেয়েরা বেড়াতে আসে, ময়লা পোশাক-পরা কোন গরীব লোক এখানে আসে না।

এ্যান্নেত্তের পাশাপাশি পথ চলছিল বার্তিন। হঠাৎ একটা ছোট ছেলেকে তার দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে এ্যান্নেত বলে উঠল, কী সুন্দর ছেলেটা।

ক্রীড়ারত শিশুদের প্রাণবন্তু ছটফটে ভাব দেখে আনন্দ পেল এ্যান্নেত। বার্তিনও একসময় বলে উঠল, সুন্দর! তার হঠাৎ মনে হলো, পার্কের এক কোণে খেলতেথাকা শিশুদের ও তাদের ধাত্রী ও মায়েদের নিয়ে একখানা ছবি আঁকবে। এ নিয়ে একটা ছবি হতে পারে, একথা সে ভাবেনি কোনদিন এর আগে।

এ্যান্নেত বলল, আপনি এই বাচ্চা ছেলেগুলোকে ভালবাসেন?

বার্তিন বলল, হ্যাঁ, আমার খুব ভাল লাগে।

বার্তিন দেখল এ্যান্নেত বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে দেখছে ছেলেগুলোকে। ও যেন ছুটে গিয়ে ছেলেগুলোকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ও চুম্বন করতে চাইছে। ভবিষ্যৎ মাতৃত্বের এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা ফুটে উঠতে চাইছে যেন তার এই আগ্রহের মধ্যে। এ্যান্নেতের অপরিণত নারীদেহের মধ্যে সমাহিত সেই গোপন কামনাকে উঁকি মারতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল বার্তিন।

কথায় কথায় বার্তিন তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের কথা শুনল। এ্যান্নেত সরলভাবে বলল যে সে সমাজে বড় হতে চায়, নাম করতে চায়। তাছাড়া তার আর একটা সখ আছে। সে সুন্দর সুন্দর ঘোড়া পুষতে চায়। সে যেখানে থাকত সেই রণসিয়ের এস্টেট ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত। প্রেমপাত্র নির্বাচনকে তত গুরুত্ব দেয় না এ্যান্নেত। ও মনে করে থাকার জন্য বাসা নির্বাচনের থেকে প্রেমপাত্র নির্বাচন এমন কিছু বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। ঘুরতে ঘুরতে ওরা লেকে চলে এল। লেকের স্বচ্ছ জলে দুটো রাজহাঁস আর দুটো পাতিহাঁস চরছিল। জলের ধারে একটি চেয়ারে বসে একটি মেয়ে কোলের উপর বইটা খুলে রেখে তার সামনে দৃষ্টি ছড়িয়ে ভাবছিল। সে যেন বর্তমান জগৎ একেবারে ছেড়ে গিয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। বার্তিনেরা মেয়েটি সামনে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু মেয়েটি সেদিকে তাকাল না। সে তেমনি একমনে সুদূর কল্পনার রাজ্যে উড়ে যাচ্ছিল।

বার্তিন এ্যান্নেতকে বলল, আচ্ছা যদি কিছুক্ষণ তোমায় আমার কাছে বসতে হয় তাহলে খারাপ লাগবে না ত?

মোটেই না; আমার বরং ভালই লাগবে।

ওই মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকাও। ও এখন আদর্শ কল্পনার জগতে উড়ে চলেছে।

ওই চেয়ারটায়?

হ্যাঁ, আচ্ছা তুমিও ওইভাবে একটা চেয়ারে বসবে। একটা খোলা বই থাকবে তোমার হাঁটুর উপর। সে যা করছে তুমিও তাই করার চেষ্টা করবে। তুমি কি কখনো দিনের বেলায় দিবাস্বপ্ন দেখেছ?

হ্যাঁ, দেখেছি।

কি বিষয়ে?

বার্তিন তখন এ্যান্নেতকে রূপকথার দেশে তার কাল্পনিক ভ্রমণের কথা বারবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞাসা করতে লাগল। কিন্তু এ্যানেত সে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে লাগল। চুপ করে লেকের জলে ছুঁড়ে দেওয়া পাউরুটির টুকরোগুলো খেতে থাকা পাতিহাঁসগুলোকে একমনে দেখতে লাগল। মনে হলো বার্তিন যেন তার মনের একটা খুব নরম ও গোপন জায়গায় হাত দিয়েছে। তারপর প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করার জন্য এ্যানেত অন্য কথা শুরু করল। সে তার রণশিয়েরের অভিজ্ঞতার কথা বলল, তার দিদিমার কথা বলল। বলল, সে রোজ তার দিদিমাকে অনেককিছু পড়ে শোনাত। এখন সে এখানে চলে আসায় তার দিদিমার খুব একা-একা লাগবে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে যাবে।

তবে তার কথাগুলো শুনতে বার্তিনেরও বেশ মজা লাগছিল। তার সরল নির্দোষ স্কুলজীবনের কত খুঁটিনাটি কথা শুনতে সত্যিই ভাল লাগছিল তার। বার্তিন বলল, চল বসা যাক।

ওরা বসল বনের ধার ঘেঁষে। ওদের দেখে হাঁসদুটো কিছু খাবার প্রত্যাশা করে ওদের কাছে এল। কেন তা জানে না, বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া অতীতের অনেক কথা হঠাৎ মনে এসে গেল বার্তিনের। বিভিন্ন রকমের স্মৃতি; মনে হল কে যেন তার মনের মাঝে স্মৃতির ভাঁড়ার ঘরটাকে তোলপাড় করে তুলছে।

অতীতের কথা এর আগেও যে বার্তিনের মনে পড়েনি তা নয়। তবে তখন তার একটা বাস্তব কারণ ছিল। রাস্তায় চলে যাওয়া কোন মেয়ের পোশাক বা প্রসাধনের গন্ধ, অথবা গ্রীষ্ম বা শীতের সকালের গরম বা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ অনেক সময় হঠাৎ অনেক বিস্মৃত কথার ঢেউ জাগাত তার মনে।

কিন্তু বার্তিন বুঝে উঠতে পারল না এখন কী এমন কারণ থাকতে পারে তার এই আকস্মিক স্মৃতিচারণের? তবে কি লেকের এই জলো ঘাস আর বাদাম ফুলের গন্ধই সেই কারণ। এখানে উপস্থিত সব মানুষের মধ্যে একজনের মুখ দেখে অতীতের একটা কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে তার। তবে সেটা এমন কিছু না। তাছাড়া এমন কোন পিয়ানো বা অর্গানের সুরও এখানে শোনা যাচ্ছে না যা মাঝে মাঝে অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয় তাকে।

বার্তিন তার কারণ বুঝতে পারুক বা নাই পারুক, অসংখ্য স্মৃতির ঢেউ একটার পর একটা করে বয়ে যেতে লাগল তার মনের উপর দিয়ে। অথচ তার কাছে এমন কোন উদ্দীপনা খুঁজে পেল না সে।

একসময় বার্তিন বলল, বেশ কিন্তু ঠাণ্ডা পড়েছে। চল ওঠা যাক। উঠে পড়ে আবার হাঁটতে লাগল ওরা। বেঞ্চের উপর গরীব মানুষদের বসে থাকতে দেখে ওরা দুজনেই আগ্রহের সঙ্গে তাকাতে লাগল। এ্যানেত ভেবে পেল না এত গরীব হয়েও কেন ওরা এই সুন্দর বাগানে বেড়াতে এসেছে। বার্তিন তখনো অতীতের কথাই ভাবছিল। মনে হচ্ছিল একটা দুষ্টু মাছি যেন তার কানের কাছে ঘুরে ঘুরে অতীতের কথাগুলো শুনিয়ে যাচ্ছে। তাকে চিন্তিত দেখে এ্যানেত বলল, কী ব্যাপার? আপনাকে বিষন্ন দেখাচ্ছে কেন?

হঠাৎ অন্তরটা কেঁপে উঠল বার্তিনের। কে একথা বলল তাকে? এ্যানেত না তার মা। মনে হলো তার কণ্ঠস্বরই এখন পরিবর্তিত হয়ে তার মার কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে। বার্তিন এবার বুঝতে পারল এই কণ্ঠস্বর এই মুখই ফেলে আসা দিনের দিকে দুর্বার বেগে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

www.BanglaBook.org

এতক্ষণে উত্তর দিল বার্তিন, কিছু না। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। তোমাকে দেখলেই তোমার কথা মনে পড়ে।

বার্তিন এতক্ষণ বুঝতে পারেনি অতীতে শোনা তার সেই প্রিয় কণ্ঠস্বরই এখন এই নতুন মুখের ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে।

বার্তিন বলল, তোমার জীবনের আরো কথা বল।

কি বিষয়ে ?

বল তোমার শিক্ষয়িত্রী তোমাকে কেমন পড়াতেন। তাঁর পড়ানো তোমার ভাল লাগত ?

এ্যানেত আবার কথা বলতে শুরু করল। আর অন্তরে এক অশান্ত চঞ্চলতা নিয়ে সেকথা শুনতে লাগল বার্তিন। এ্যানেতের প্রতিটি কথা, কণ্ঠস্বর ও হাসির মধ্যে তার মার অতীত যৌবনের একটি জীবন্ত অধ্যায়কে ফুটে উঠতে দেখল যেন বার্তিন। মনে হলো আজ হতে বারো বছর আগে পিছিয়ে গিয়ে এ্যানেতের মা-ই যেন কথা বলছে তার মেয়ের মধ্য দিয়ে। এ্যানেতের চাউনি দেখে বার্তিনের মনে হলো তাদের সেই প্রথম ভালবাসাবাসির সময়ে তার মাও এমনি করে তাকাত তার পানে।

কথা বলতে বলতে তিনবার ঘুরল তারা। পার্কের চারপাশে বড় বড় বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে এ্যানেত জানতে চাইল ওখানে কারা বাস করে। সে এখন অনেককিছু জানতে চায় শুনতে চায়। তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলতে চায় এখন থেকে।

গেটের বাইরে এসে বার্তিন দেখল ঘড়িতে চারটে বাজে। বার্তিন বলল, এবার বাড়ি যেতে হবে।

মেলশাবের্র কাছে গিয়ে এ্যানেতকে ছেড়ে দিল বার্তিন। তারপর সে চলে গেল প্লেস দ্য লা কংকর্দের দিকে। সেন নদীর ওপারে এক বাড়িতে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে তাকে। আনন্দে গান করতে ও ছুটতে ইচ্ছা করছিল বার্তিনের। আগের থেকে প্যারিস শহরটাকে সুন্দর মনে হচ্ছিল তার। তার মনে হলো, সত্যিই বসন্ত মানুষের হারানো যৌবনকে আবার ফিরিয়ে আনে। বার্তিনের মনে তখন এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছিল যখন মানুষের মনে হয় গোটা পৃথিবীটাকে নতুন রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে কে যেন, যখন প্রতিটি দৃশ্য ও ঘটনার মধ্যেই সে আনন্দ পায়, যখন তার দৃষ্টি হয়ে ওঠে বেশ স্বচ্ছ এবং তীক্ষ্ণ।

বার্তিনের হঠাৎ মনে হলো যদি কোনদিন এমন দিন আসে যেদিন সে তার ছবির জন্য আর কোন বিষয়বস্তু খুঁজে পাবে না। হঠাৎ তার মনে হলো, সে জীবনে যত ছবি এঁকেছে সব অতি সাধারণ এবং এখন সে জীবনকে প্রকাশ করার সম্পূর্ণ এক নতুন রীতি খুঁজে পেয়েছে। হঠাৎ এ কথা মনে হতেই বাড়ি ফিরে গেল বার্তিন। কিছু একটা আঁকার জন্য স্টুডিও ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু ঘরের ভিতর একা বসতেই কাজ করার সেই উষ্ণ উদ্যমটা সহসা উবে গেল। অবসন্নভাবে সে তার ডিভানের উপর বসে ভাবতে লাগল।

এর আগে যে একটা সুখী সুখী উদাসীন ভাব আর সব পাওয়ার এক নিবিড় আত্মতৃপ্তি বার্তিনের মনটাকে ভরে ছিল আজ তা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল তার মন থেকে ব্যর্থতার একটা বেদনা অনুভব করল সে। তার মনে হলো গোটা বাড়িটা শূন্য, তার গোটা স্টুডিওটা অরণ্য। তার মধ্যে যেদিকেই সে তাকায় সেদিকেই সে তার

www.BanglaBook.org

প্রিয় নারীর মুখকে দেখতে পায়। সে আজ তীক্ষ্ণভাবে উপলব্ধি করল, তার প্রেমাস্পদের জন্য এক বিরহবেদনা আর তার থেকে একটা অধৈর্য দীর্ঘদিন ধরে জমা হয়ে আছে তার মনে। আজ সে তার প্রেমাস্পদকে কাছে পেতে চায় দীর্ঘ দিন পরে। সে যেন অনেক দূরে চলে গেছে। আর আজ তার যাওয়ার মধ্যে প্রথম এক যৌবনসুলভ চঞ্চলতা অনুভব করল।

আজ বার্তিন আরো বুঝল তাদের ভালবাসা কত গভীর। আর এই বড় যে ঘরটিতে সে বহুবার এসেছে, তার অসংখ্য স্মৃতির সুবাস ছড়িয়ে আছে সে ঘরটিতে— কত আদর কত চুম্বন কত অঙ্গভঙ্গির মধুর স্মৃতি ; কত ছোটবড় মুহূর্তের স্মৃতি। একে একে সব কথা মনে পড়ল বার্তিনের।

উঠে দাঁড়াল বার্তিন। কারণ সে আর এক জায়গায় বসে থাকতে পারছিল না! মাদাম গিলেরয়ের সঙ্গে তার সাময়িক প্রেমসম্পর্ক সত্ত্বেও এখনো সে মূলতঃ একাই রয়ে গেছ। সে রয়ে গেছে আগেকার মতই নিঃসঙ্গ। সারাদিনের কাজ সেরে সে যখন নিজের পানে তাকাত, বাস্তব জীবনের মাঝখানে ফিরে আসত তখন সে শুধু তার সামনে দেওয়াল ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেত না, আর কোন কথা বলার লোক পেত না। বাড়িতে তার স্ত্রী না থাকায় এবং তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে চোরের মত বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হওয়ার জন্য সে প্রায়ই বাইরে চলে যেত। সে ক্লাবে বা এমন সব জায়গায় যেত যেখানে টাকা দিয়ে সময় কাটানোর উপায় কিনতে হয়। কোনদিন সে যেত ক্লাবে, কোনদিন সার্কাসে, কোনদিন অপেরায়। বাড়িতে সে মোটেই থাকতে চাইত না বলেই সে এইসব জায়গায় যেত। অথচ তার সেই প্রেমাস্পদ যদি তার কাছে থাকত তাহলে সে নিঃসন্দেহে বাড়িতে থেকে আনন্দ পেত।

আগে আগে তাদের নিবিড় মিলনের সময় গভীর আবেগের মুহূর্তে বার্তিন বড় দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পেরেছে তাকে ধরে রাখা যাবে না, বুঝতে পেরেছে তাকে ছেড়ে দিতেই হবে। একথা জেনে তার খুব কষ্ট হয়েছে মনে ঠিক, তবু তার তপ্ত আবেগ ক্রমান্বয়ে শীতল হয়ে গেছে এবং সে তাদের বিচ্ছেদের সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে সে মুক্ত রয়ে গেছে। আজ আবার সেই বিচ্ছেদের বেদনাটাকেই নতুন করে অনুভব করছে, যেন সে আবার নতুন করে প্রেমে পড়ছে।

অথচ তার মনের পটে তার এই প্রেমাবেগের প্রত্যাবর্তনটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক, কারণ তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এর একমাত্র কারণ এ্যানেতের মধ্যে তার সেই হারানো প্রেয়সীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে। বার্তিন আশ্চর্য হয়ে গেল, বৃদ্ধ লোকেরা কত অল্পতেই বিচলিত হয়ে পড়ে আর অতীতের কোন সুখস্মৃতি মনে জাগলেই কত দুঃখ পায়।

আগেকার মতই তাকে চোখে দেখার বাসনা জ্বরের প্রবল উত্তাপের মত তার দেহটাকে আক্রমণ করল। কোন যুবক প্রেমে পড়ে যেমন তার প্রেমিকার কথা ভাবে ঠিক তেমনি করে তার কথা ভাবতে লাগল বার্তিন। যতই তার কথা ভাবতে থাকে ততই তার আবেগ গভীর হতে গভীরতর হয়ে ওঠে। আজ সকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সত্ত্বেও আজকের সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে গিয়ে একসঙ্গে বসে চা খাওয়ার ইচ্ছা জাগল।

কিন্তু সময়টা বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছিল বার্তিনের। সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই সে

www.BanglaBook.org

বেরিয়ে পড়ল ; মেলশার্বের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভয় হতে লাগল বার্তিনের যদি তার বাড়ি গিয়ে মাদাম গিলেরয়ের দেখা না পায়, যদি তাকে সারা সন্ধ্যেটা একা একাই কাটাতে হয়, যা এর আগে অনেকবার করতে হয়েছে।

বার্তিন গিয়ে প্রশ্ন করতেই চাকর উত্তর দিল, মাদাম গিলেরয় বাড়িতেই আছেন। আনন্দে অন্তরটা লাফিয়ে উঠল বার্তিনের।

বৈঠকখানা ঘরে বার্তিন গিয়ে দেখল সেখানে মা ও মেয়ে দুজনেই বাতির গোলাপী আলোয় কাজ করছিল। বার্তিন সেখানে গিয়েই বলল, আবার আমি এসেছি।

মাদাম গিলেরয় বললেন, ও তুমি ! কী মজা !

হ্যাঁ, বড় একা একা মনে হচ্ছিল, তাই চলে এলাম।

খুব ভাল করেছ।

তোমরা কি কারো জন্য অপেক্ষা করছ ?

না, করো ত আসার কথা আমার জানা নেই।

বার্তিন বসল। কিন্তু ওদের হাতে কাঠের বড় বড় সূচ আর পশম দেখে তার বিরক্ত হলো। বার্তিন জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি ?

এমনি একটা গায়ে দেবার মত।

গরীবদের জন্য নিশ্চয়।

হ্যাঁ, ওদের জন্য।

কিন্তু ওটা দেখতে বড় খারাপ লাগছে।

কিন্তু এটা বড় গরম।

তা অবশ্য বটে। কিন্তু পঞ্চদশ লুই-এর ফ্যাশানের এই ঘরটায় যেখানে সব কিছুই সুন্দর এ জিনিসটা দেখতে বড় খারাপ লাগছে। তুমি যাদের দেবে তাদের জন্য না হলেও অন্ততঃ তোমার বন্ধুর খাতিরে অন্ততঃ তোমার হাতের জিনিসটা যেন আর একটু ভাল হয়।

মাদাম গিলেরয় বলল, সবাই ত এই জিনিসই করছে।

বার্তিন বলল, আমি তা জানি। তবু বলব, ধূসর রঙের কম্বলের মত এই জিনিসটা সত্যিই কুরুচির পরিচয় দিচ্ছে।

অবশেষে স্বীকার করলেন মাদাম গিলেরয়, হ্যাঁ তোমার কথাই ঠিক, এটা দেখতে খারাপ লাগছে।

আবার কাজে মন দিলেন মাদাম গিলেরয়। মা ও মেয়ে দুজনেই কাজ করে যেতে লাগল। গোলাপী আলোটা ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের মুখ চুল আর পোশাকের উপর। তাদের চোখ দুটো তাদের হাতের কাজের দিকে থাকলেও মনটা তাদের সেখানে ছিল না।

ঘরের চার কোণে চারটে বাতি ছিল। সেখান থেকে শান্ত মেদুর আলো ছড়িয়ে পড়ছিল সারা ঘরখানায়। সবচেয়ে একটা ছোট আর্ম চেয়ার নিয়ে মাদাম গিলেরয় একরকম পায়ের কাছে বসেছিল বার্তিন। মাদাম গিলেরয় একসময় তাকে বললেন, তুমি তাহলে ন্যানীর সঙ্গে অনেকক্ষণ বেড়িয়েছ।

হ্যাঁ আমরা দুজনে পুরনো বন্ধুর মতই কথাবার্তা বলেছি। তোমার মেয়েকে আমার বড় ভাল লেগেছে। সে ঠিক তোমার মত। সে এমন কতকগুলো কথা বলছিল যা শুনে মনে হচ্ছিল তুমি যেন সেই কথাগুলো ওর কণ্ঠে ভরে দিয়েছ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার স্বামীও এই কথাই বলেন।

তারা আবার কাজ করে যেতে লাগল বাতির আলোয় ডুব দিয়ে। আবার সেই একাকীত্বের দুশ্চিন্তাটা পেয়ে বসল তাকে। তার সেই নীরব নির্জন ও নিস্তব্ধ ঘরখানার কথা মনে পড়ল যা যেকোন আবহাওয়াতেই এক নিঃসঙ্গ বেদনায় ম্লান হয়ে থাকে। আজ মানুষের সঙ্গে থেকেও প্রথম নিঃসঙ্গ একাকীত্বের এক বেদনা অনুভব করল বার্তিন।

বার্তিন ভাবল, এই নারীর প্রেমিক না হয়ে স্বামী হবার জন্য কত আশা করেছিল একদিন সে। আগে আগে তার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার কথা কত ভেবেছে। আজ তার স্বামীর প্রতি ঈর্ষা অনুভব করল বার্তিন, যে স্বামী প্রতারিত হয়েও সারাজীবন তাঁর কাছে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মাদাম গিলেরয়ের পানে তাকিয়ে আজ আবার পুরনো দিনের সেই দুরন্ত ইচ্ছাটা ফিরে এল বার্তিনের কাছে। সে ইচ্ছার কথাটা আজ তাঁকে শোনাতে চায়। সে আজও তাকে তেমনি ভালবাসে, বরং আগের থেকে আরো বেশী ভালবাসে। বার্তিনের মনে হলো, এ্যান্নেত এখনি চলে গেলে ভাল হয়। তাহলে তার সেই ইচ্ছার কথাটা তার যৌবনসুলভ পুরনো প্রেমাবেগের প্রত্যাবর্তনের কথাটা শোনাতে পারবে মাদাম গিলেরয়কে।

বার্তিন একা থাকতে চাইছিল মাদাম গিলেরয়ের সঙ্গে। তাঁর পায়ে মাথা রেখে শুতে ইচ্ছে করছিল তার। তাঁর হাত থেকে উল আর কাঁটাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছিল। আর একটা কথা বলতে গিয়ে বলতে পারছিল না বার্তিন, সন্ধ্যের সময় বয়স্ক লোকেদের কাছে ছোট ছেলে মেয়েদের থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

এমন সময় চাকর এসে খবর দিল, মঁসিয়ে দ্য মিসাদো এসেছেন।

রাগটা অনেকক্ষণ থেকেই জমা হচ্ছিল বার্তিনের মনের মধ্যে। এবার সে রাগ ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। মিসাদোর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে মনে হলো তার ঘাড় ধরে বের করে দেবে তাকে ঘর থেকে।

একটা নতুন খবর দেবার জন্য নাকে মুখে চোখে ফেটে পড়ছিল মিসাদো। মন্ত্রীসভার পতন ঘটতে চলেছে আর মার্কুই দ্য রোজেয়েন সম্বন্ধে সেই কুৎসাটা দিয়ে লোকেরা কানাঘুষো করছে। এ্যান্নেতের দিকে একবার তাকিয়ে মিসাদো বলল, আমি তোমাকে পরে বলব ব্যাপারটা।

মাদাম গিলেরয় ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলেন, তখন দশটা বাজে। এ্যান্নেতকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন শুতে যাবার সময় হয়েছে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলের কাছ-থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল এ্যান্নেত। এবার মাদাম গিলেরয় বললেন, এবার বলুন-আপনার কুৎসার কথাটা।

মিসাদো খবর দিল মার্কুই এখন আপোষের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ করছে স্ত্রীর সঙ্গে। তার স্ত্রী তাকে এর আগে একটা করে মাসিক ভাতা দিয়ে যেত। তার স্ত্রী সেদিন হোটেলে পরপুরুষের সঙ্গে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ার ফলে মার্কুই এখন তার ভাতাটা দ্বিগুণ বাড়াবার সুযোগ পেয়ে গেছে। আর তার স্ত্রীও ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত হবার ভয়ে বাড়তি টাকা দিতে বাধ্য-হয়েছে।

বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলো শুনলেন মাদাম গিলেরয়। উল কাঁটা কোলের উপর নামিয়ে রেখে স্থির হয়ে বসে রইলেন। মিসাদো আসার সঙ্গে সঙ্গেই রেগে

www.BanglaBook.org

গিয়েছিল বার্তিন। এ্যান্নেত চলে গেছে। মিসাদো এখন না এলে মাদাম গিলেরয়কে একা পেত। তাই সে একথা ভেবে আরো রেগে গেল। তাই সে মিসাদোর কথায় রেগে গিয়ে এমন একটা ভাব দেখাল যাতে মনে হবে সে এসব পরনিন্দার কথা কখনো মুখে আনে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন আবেগের সঙ্গে সে কথা বলতে লাগল যাতে মনে হবে এটা যেন তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে বলল, উচ্চ অভিজাত সমাজে এই ধরনের নিন্দা কুৎসার কথা কারো শোনা বা বলা উচিত নয়।

মার্কুইএর স্ত্রী বার্তিনের বান্ধবী। এর আগে তার প্রতিও কিছুটা দুর্বলতা দেখিয়েছিল সে। কিন্তু বার্তিন কখনো এমন কিছু করেনি যাতে সন্দেহ জাগতে পারে কারো মনে। বার্তিনের কথায় মিসাদো আশ্চর্য হয়ে গেল। কিছুটা মুষড়ে পড়ে শেষে ক্ষমা চাইল। সে বলল, ক্ষমা করবে আমায়, আমি ডাচেসী দ্য মর্তিমেনের বাড়িতে এইমাত্র কথাটা শুনলাম।

বার্তিন বলল, কে বলল তোমায়, নিশ্চয় কোন মেয়েছেলে?

মিসাদো বলল, মোটেই না, আমাকে কথাটা বলেছে মার্কুই দ্য ফারান্দাল।

বার্তিন বলল, মোটেই এতে আমি আশ্চর্য হইনি। আমি জানি একথা মিথ্যা।

মাদাম গিলেরয় আবার উল কাঁটা তুলে নিয়ে বোনার কাজ শুরু করে দিলেন। অথচ বার্তিন সত্যিসত্যিই এ ব্যাপারে কিছুই জানত না। সে এই প্রথম কথাটা শুনল।

ব্যাপার খারাপ দেখে মিসাদো যাবার উদ্যোগ করল। সে বলতে যাচ্ছিল তাকে এখন গরবেলদের কাছে যেতে হবে। এমন সময় মঁসিয়ে গিলেরয় এসে হাজির হলেন।

বার্তিন এবার হতাশ হয়ে বসে পড়ল। মাদাম গিলেরয়ের স্বামীর কাছ থেকে আপাততঃ পরিত্রাণ পাওয়ার কোন আশাই নেই। মঁসিয়ে গিলেরয় এসেই বললেন, আপনারা সবাই কুৎসার কথাটা শুনেছেন?

কেউ কোন উত্তর দিল না দেখে তিনি বলতে লাগলেন, মনে হচ্ছে এই ধরনের নিন্দাজনক ঘটনার মধ্যে স্ত্রীকে ধরে ফেলে রোজিয়েন তার স্ত্রীর কাছ থেকে মোটা রকমের টাকা আদায় করে নিয়েছে।

বার্তিন এবার মঁসিয়ে গিলেরয়ের হাঁটুর উপর একটা হাত রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তভাবে মিসাদোকে বলা তার কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

মঁসিয়ে গিলেরয় কিছুটা নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর নির্বোধিত্ব ও অজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন। বললেন, লোক হিংসাবশতঃ এইসব মিথ্যা অপরাধের কথা ছড়ায়।

সহসা তারা সকলেই একমত হয়ে উঠল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল লোকমুখে ছড়ানো ও কানাঘুষো সব কাহিনীই মিথ্যা এবং বিদ্বেষপ্রসূত। তারা কথায় কথায় এমন একটা কথা বোঝাতে চাইল যার অর্থ হলো ওদের সমাজে কোন নরনারীই কখনো ভুল করে না, কখনো কেউ অবৈধ প্রেমে ধরা দেয় না, শুধু নিন্দুকরাই তা প্রচার করে বেড়ায়।

মঁসিয়ে গিলেরয় আসার পরেই মিসাদোর উপর থেকে রাগটা চলে গিয়েছিল বার্তিনের। এবার সে মিসাদোর সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে লাগল। মঁসিয়ে গিলেরয়ও তাদের কথাবার্তা উপভোগ করতে লাগলেন। তিনি সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয় মানুষ। কোন তর্কবিতর্কের উত্তাপ ভালবাসেন না বা তার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চান না।

www.BanglaBook.org

দুজন চাকরে চা দিয়ে গেল। মাদাম গিলেরয় তা নিজের হাতে অতিথিদের পরিবেশন করে দিলেন। চায়ের সঙ্গে স্যান্ডউইচ ও পেস্ট্রি দিলেন। মঁসিয়ে গিলেরয় সিরাপ আর মদের গ্লাস নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। বার্তিন আবার মিসাদোকে নিয়ে বিপদে পড়ল। সে চলে গেলে মাদাম গিলেরয়কে সে কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ একা পেল। কিন্তু বিরক্তিকর এই লোকটার জন্য তা হলো না। মিসাদো তখনো আপন মনে বকে চলছিল। আর বার্তিন নীরবে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। তখন রাত প্রায় দুপুর হতে চলেছে। মাদাম গিলেরয় বার্তিনের মনের ভাব বুঝতে পেরে মুখ চোখের এমন একটা ভাব করলেন যাতে কথা বলার সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলল মিসাদো। সে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। বার্তিনও সৌজন্যের খাতিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। মাদাম গিলেরয় কথা বলতে বলতে বার্তিনের সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আরো দুটো বসার ঘর পার হয়ে তারা সদর দরজার দিকে যাচ্ছিল।

কিন্তু মিসাদো চলে গেলে বার্তিনকে ফিরিয়ে আনলেন মাদাম গিলেরয়। বললেন, রাত এখনো দুপুর হয়নি, এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কেন?

আবার তারা দুজনে সেই বসার ঘরে ফিরে এল। বার্তিন আবার সেই ছোট আর্ম চেয়ারটায় মাদাম গিলেরয়ের পায়ের কাছে বসল। তার হাতের আঙুলগুলো তাঁর পোশাকে লাগছিল। বার্তিন বলল, হা ভগবান! লোকটার উপর আমার এমন বিরক্তি হচ্ছিল না সে কী বলব।

মাদাম গিলেরয় বললেন, কিন্তু কেন?

আমার কাছ থেকে সে তোমার অনেকখানি যেন কেড়ে নিয়েছিল। কত সময় নষ্ট করল।

না, এমন কিছু না।

মাদাম গিলেরয়ের হাঁটুর কাছে বার্তিনের মাথাটা ছিল। তার মাথার উপর একটা হাত রেখে তার চুলে হাত বুলাতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। বার্তিন বলল, তোমার সঙ্গে এক জায়গায় বাস করতে কত ইচ্ছে জাগে আমার।

বার্তিন ভাবতে লাগল মাদাম গিলেরয়ের স্বামীর কথা যিনি মাদাম গিলেরয়ের সঙ্গে একবিছানায় শোন, একসঙ্গে ঘুমোন। সে তাই বলল, একমাত্র বিবাহই দুটি জীবনকে সত্যিকারের এক করতে পারে।

তার নিজের ও বার্তিনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মাদাম গিলেরয় বললেন, হায় আমার হতভাগ্য প্রিয়তম!

মাদাম গিলেরয়ের হাঁটুতে একটা গাল রেখে তাঁর মুখপানে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বার্তিন। তাঁর সরু সরু আঙুলগুলো দিয়ে বার্তিনের মাথাটা নিয়ে আদর করতে করতে হাসিমুখে মাদাম গিলেরয় বললেন, তোমার মাথার সব চুল পেকে গেছে। শেষে কালো চুলটাও এবার ঝড়ে পড়বে।

হ্যাঁ, আমি তা জানি। আমার চুলগুলো একটু তাড়াতাড়িই পেকে গেছে।

মাদাম গিলেরয় ভাবলেন তাঁর কথায় হয়ত বা দুঃখ পেয়েছে বার্তিন। বললেন, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর থেকে খুব তাড়াতাড়ি তোমার চুলগুলো পেকে গেছে।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বার্তিনের মন থেকে সব মুছে দেবার জন্য মাদাম গিলেরয় দুই হাত দিয়ে তার মাথাটা টেনে নিয়ে তার কপালটাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিতে লাগলেন। যেন তার চুম্বনের আর শেষ নেই।

তারপর তারা দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। যেন তারা তাদের আপন আপন ভালবাসার প্রতিবিম্ব খুঁজতে লাগল তাদেরি চোখের দৃষ্টির গভীরে। বার্তিন বলল, 'আমি একটা গোটা দিন তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই।' তার প্রেমাস্পদের নিবিড়তর এক সাহচর্যের অব্যক্ত এক আকাঙ্খার পীড়নে পীড়িত হতে লাগল বার্তিন।

কিছুক্ষণ আগে সে ভাবছিল ঘর থেকে অন্য সব চলে গেলে সে তার প্রেমাস্পদকে একা পেয়েই গেলেই তার সকালে জাগা সেই কামনা পরিতৃপ্ত হবে। কিন্তু এখন তার প্রেমাস্পদকে একা পেয়ে ও নিজের গালে ও চোখের ভ্রূতে তার তপ্তনিবিড় স্পর্শ পেয়েও অতৃপ্তির এক অশান্ত চঞ্চলতা অনুভব করছে অন্তরের গভীরে; সেই ছলনাময় প্রেমের অতৃপ্ত কামনাটা এক অনির্বচনীয় চঞ্চলতায় ঘুরঘুর করছে যেন তার মনের চারদিকে। বার্তিনের মনে হলো কোন এক নির্জন বনের গভীরে একটি বাড়িতে যদি তারা দুজনে সম্পূর্ণ একা থাকতে পায়, তাহলে তার সেই প্রেমের কামনাটা তৃপ্ত হবে, তার অন্তরের চঞ্চলতা শান্ত হবে।

মাদাম গিলেরয় বললেন, তুমি যেন দিন দিন কচি খোকা হয়ে উঠছ। এই ত প্রায় রোজ দুজনকে দেখছি।

বার্তিন কিন্তু মাদাম গিলেরয়কে অনুরোধ করল কোনরকমে তিনি যেন সময় করে একদিন তার সঙ্গে প্যারিসের বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই খেয়ালী অনুরোধে মাদাম গিলেরয় শুধু বিস্মিত হলেন না, বিব্রতও বোধ করলেন। কারণ তাঁর মেয়ে এখন এসে পড়ায় বার্তিনের এ অনুরোধ তাঁর পক্ষে রক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি বললেন, অবশ্য তিনি চেষ্টা করবেন। তাঁর স্বামী অন্যত্র চলে গেলেই তিনি বেড়াতে যাবার চেষ্টা করবেন বার্তিনের সঙ্গে। তবে পরের শনিবার পর্যন্ত কিছু হবে না।

তার আগে কোথায় আমাদের দেখা হবে? বার্তিন জিজ্ঞাসা করল।

আগামীকাল গরবেলদের বাড়িতে। আগামী বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার সময় এখানে আসবে যদি হাতে কোন কাজ না থাকে। আর শুক্রবার আশা করি ডাচেসের বাড়িতে ডিনার খেতে যাবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।

বার্তিন উঠে পড়ল। বিদায়।

বিদায় প্রিয়তম।

বার্তিন একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হলো যেসব কথা বলতে এসেছিল, তা যেন সব বলা হল না। না-বলা কথার সেই প্রচ্ছন্ন আবেগ মনের মধ্যেই রয়ে গেল। মাদাম গিলেরয়ের হাতটা ধরে আবার বলল, বিদায়।

বিদায় প্রিয়তম।

আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি।

এ কথার উত্তরে মাদাম গিলেরয় নীরবে শুধু একবার বার্তিনের মুখপানে তাকালেন, তাঁর সেই ভাষাহীন নীরব দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাঁর নারীহৃদয়ের সব সম্পদ যেন উজাড় করে ঢেলে দিলেন। আবার বিদায় জানিয়ে বেদনাকম্পিত হৃদয়ে চলে গেল বার্তিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনে হচ্ছিল প্যারিস শহরের যানবাহনের সব স্রোত যেন শুধু প্যালে দ্য ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। সকাল নটা থেকে বিভিন্ন দিক থেকে গাড়ি আসতে শুরু করেছে। সে আসার বিরাম নেই। প্যারিসের শিল্পীরা শহরের সব শিল্পরসিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে তিন হাজার চারশোটি ছবির প্রদর্শনী দেখার জন্য।

ছোট বড় উদীয়মান প্রখ্যাত রোগা মোটা সবরকম স্তরের ও চেহারার শিল্পীরা এসেছে এই প্রদর্শনীতে। ছবিও ছিল বিভিন্ন ধরনের।

ঘরে ঢুকতেই সামনে মাথার উপর ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের ছবি। তার উল্টোদিকে একজন সেনাপতির। এছাড়া আরো কয়েকটি ছবি। সেগুলিতে ছিল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তরঙ্গের দ্বারা অভিগ্রস্তপ্রায় এক অসহায় জাহাজ, উইলো গাছের তলায় কয়েকটি উলঙ্গ নরনারী, প্রাচ্যের কোন এক পথে মহামারীগ্রস্ত কিছু লোকের সন্নিকটে কোন এক বর্বর স্বেচ্ছাচারী রাজাকে নীতি উপদেশ দানরত এক পুরোহিত আর ছিল দান্তের নরকযাত্রা।

এ ছাড়াও ছিল অনেক ছবি। সেই সব ছবি যা সাধারণতঃ শিল্পীরা এঁকে থাকে এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এঁকে যাবে।

অলিভার বার্তিন তার সহকর্মী কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে কথা বলছিল। সে ছিল এই প্রদর্শনীর নির্বাচনী সমিতির সদস্য। সে কিছু জরুরী কথা বলছিল তার সহকর্মীদের সঙ্গে। এই প্রদর্শনীতে তার শিল্পকর্ম বিশেষভাবে উচ্চ প্রশংসিত হলেও সে ঠিক খুশি হয়নি। ছবিগুলো যেন তার মনঃপূত হয়নি। তাই শিল্পীসুলভ এক সূক্ষ্ম অতৃপ্তির ভারে মনটা তার চঞ্চল হয়ে ছিল। হঠাৎ ডাচেসী দ্য মর্তিমেনকে দেখতে পেয়েই একরকম ছুটে এগিয়ে এল বার্তিন। ডাচেসী প্রশ্ন করলেন, মাদাম গিলেরয় আসেনি?

আমি ত দেখতে পাইনি।

মঁসিয়ে মিসাদো?

তাঁকেও দেখিনি।

ডাচেসী বললেন, মিসাদো বলেছিল সে এসে আমায় ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে দেবে।

বার্তিন বলল, আপনি ইচ্ছা করলে তার কাজটা আমিই করে দিতে পারি।

না না, তোমার বন্ধুরা এখন তোমাকে চায়। আবার আমাদের দেখা হবে। আমি চাই লাঞ্চের সময় তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে।

মিসাদো এমন সময় ছুটতে ছুটতে এল। এদিকে, এদিকে আসুন। আমরা ডানদিক থেকে শুরু করব।

ডাচেসী ও মিসাদো জনারণ্যে কোথায় মিশে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের হাত ধরে মাদাম গিলেরয় এসে বার্তিনের খোঁজ করতে লাগল। বার্তিনও দূর থেকে তাদের দেখতে পেল। মনে মনে ভাবল, তারা সত্যিই দেখতে সুন্দর। এ্যানেত ত দিনে দিনে বেশ সুন্দরী হয়ে উঠছে।

ওদের কাছে গিয়ে বার্তিন বলল, এস, আমরা ডানদিক থেকে শুরু করি, তাহলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাচেসীকে আমরা ধরতে পারব।

মাদাম গিলেরয় ছবির প্রতি বরাবরই আগ্রহান্বিত। **তিনি ব্যস্ত হয়ে বার্তিনকে প্রশ্ন করলেন,** সাধারণ দর্শকদের মতামত কেমন বুঝছ?

খুব ভাল।

আর তোমার নিজের ছবি?

লোকে ও ভাল বলছে, কিন্তু আমি তৃপ্ত নই।

তুমি কখনও তৃপ্ত নও।

তা অবশ্য বটে, তবে আজ মনে হচ্ছে আমার অতৃপ্তির যথেষ্ট কারণ আছে।

কেন?

আমি তা জানি না।

চল তাহলে দেখিগে।

ছবিটার সামনে গিয়ে হাজির হলো তারা। ছবিটা হচ্ছে এই, চাষীদের দুটো ছোট মেয়ে নদীতে স্নান করছিল। কতকগুলো দর্শক ছবিটা দেখে খুব প্রশংসা করছিল। ছবিটা দেখে মাদাম গিলেরয় সত্যিই খুব খুশি হলেন। চুপি চুপি বললেন, কিন্তু এটা ত চমৎকার হয়েছে—একটা রত্ন। এমন ছবি তুমি কখনো আঁকনি এর আগে।

মাদাম গিলেরয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল বার্তিন। ভালবাসার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জড়িত হয়ে তাদের আসক্তিটাকে যেন আরো নিবিড় করে তুলল। তখন বার্তিন ভাবল মাদাম গিলেরয়ের বিদগ্ধ চোখের দৃষ্টি হয়ত ঠিকই ধরেছে। আবেগের মধ্যে বার্তিন ভুলে গেল আজ বারো বছর ধরে মাদাম গিলেরয়কে বুঝিয়ে আসছে আপাতমনোরম কোন রূপাবয়ব অথবা রঙের জৌলুস দেখে কখনো কোন ছবির বিচার করতে নেই, আসল শিল্প অন্য জিনিস। পাঁচজন ভাল বললেই কোন ছবি প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি হয়ে ওঠে না।

বার্তিন ওদের অন্য ঘরে নিয়ে গেল। সব ঘরগুলো ঘুরে একরকম সব ছবি দেখিয়ে দিল। হঠাৎ মাদাম গিলেরয় একবার বললেন, এখন ক'টা বাজে?

বার্তিন ঘড়ি দেখে বলল, সাড়ে বারোটা।

চল তাহলে লাঞ্চে যেতে হবে। ডাচেসী আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।

চারদিকে ঝোপঝাড় আর গাছপালায় ঢাকা একটা দ্বীপের মাঝে অবস্থিত যেন রেস্তোরাঁটা। অসংখ্য মানুষের কলগুঞ্জনে মুখরিত মৌচাকের মত দেখাচ্ছিল সেটা। সার দিয়ে পাতা টেবিলে মাছ মাংস ফল প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের খাবার দেওয়া হচ্ছিল। কাপ ডিসের ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল একটানা। বিভিন্ন রকমের মানুষ খাচ্ছিল আর হাসাহাসি করছিল।

হোটেলের একজন লোক বার্তিন, মাদাম গিলেরয় আর এ্যানেৎকে সঙ্গে করে একটা প্রাইভেট ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে ডাচেসী অপেক্ষা করছিলেন তাদের জন্য। ঘরে ঢুকেই বার্তিন দেখল মার্কুইস দ্য ফারান্দাল তার পিসীর পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখে বার্তিনের রাগ হলো।

ডাচেসী বুঝিয়ে বললেন, মিসাদো ললিতকলা বিভাগের মন্ত্রীর ডাকে চলে যেতেই তিনি তাঁর ভাইপোর দেখা পেয়ে যান আর তাই তাকে লাঞ্চে নিয়ে এসেছেন। বার্তিন

www.BanglaBook.org

যখন ভাবল অতীতের রাজপরিবারের এই অপদার্থ ছেলেটা এ্যানেতকে বিয়ে করবে, এ্যানেতের মন পেয়ে তার শয্যাসঙ্গী হবে তখন তার মনে হলো তার যেন রহস্যময় ও পবিত্র এক অধিকার একজনের দ্বারা পদদলিত হলো।

মার্কুইকে খাবার টেবিলে এ্যানেতের পাশেই বসতে দেওয়া হলো। আর মার্কুইও এ্যানেতকে কাছে পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল। বার্তিন লক্ষ্য করল মার্কুই বেশ সাহসের সঙ্গেই কথা বলছে। আর তা দেখে মাদাম গিলেরয় ও ডাচেসী খুশি হয়ে তাকাচ্ছিলেন পরস্পরের পানে।

লাঞ্চ খাওয়া হয়ে গেলে আবার তারা প্রদর্শনীতে ফিরে গেল। কিন্তু প্রতিটি ঘরে তখন এমন ভিড় বেড়ে গেছে যে ঘরের ভিতর আর ঢোকা যাচ্ছিল না। অসংখ্য মানুষের নিঃশ্বাস আর পোশাকের গন্ধে সব ঘরের আবহাওয়া ভীষণ ভারী হয়ে উঠেছিল। বার্তিন লক্ষ্য করল ওরা যেন ছবি দেখছে না, দেখছে শুধু মানুষের ভিড় আর পরিচিতদের মুখ।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মাদাম গিলেরয় আর বার্তিন আর সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বার্তিন খুঁজতে যাচ্ছিল কিন্তু মাদাম গিলেরয় নিষেধ করলেন। বললেন, ঠিক আছে, কথা হয়ে আছে চারটের সময় আবার আমাদের দেখা হবে এক জায়গায়।

বার্তিন বলল, 'তা বটে।' কিন্তু তখন ভাবছিল মার্কুই তখনো তেমনি বীরত্বের সঙ্গে এ্যানেতকে কথা শোনাচ্ছে।

মাদাম গিলেরয় বললেন, তুমি কি এখনো আমাকে ভালবাস?

বার্তিন অন্য মনে বলল, হ্যাঁ।

বার্তিন তখন ভীড়ের মধ্যে মার্কুইএর মাথার টুপিটা দেখার চেষ্টা করছিল। বার্তিনকে আনমনা দেখে মাদাম গিলেরয় বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না তোমার এ বছরের ছবিটা আজ আমার কত ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই তোমার অপূর্ব সৃষ্টি।

সঙ্গে সঙ্গে বার্তিন এ্যানেতের কথা ভুলে গেল। আগ্রহের সঙ্গে বলল, সত্যি বলছ?

হ্যাঁ, তোমার সব ছবির থেকে এটা আমার ভাল লাগছে।

এইভাবে নরম মিষ্টি কথা বলে, মাদাম গিলেরয় বার্তিনের বিচ্ছিন্ন মনটাকে আবার তার দিকে টেনে আনলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন রসতৃপ্তির তোষামোদের দ্বারা কোন শিল্পীর মনকে যেভাবে জয় করা যায় এমন আর কিছুতেই যায় না। বার্তিন ও মাদাম গিলেরয়ের মিষ্টি কথায় তাঁর রসতৃপ্তির কৃত্রিম উচ্ছ্বাস দেখে সব ভুলে গেল, একেবারে গলে গেল। বলল, তোমাকে আমার চুম্বন করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আনন্দের এক রোমাঞ্চ জাগল মাদাম গিলেরয়ের বুকে। তাঁর উজ্জ্বল চোখদুটো বার্তিনের দিকে তুলে বললেন, তুমি তাহলে আমাকে এখনো ভালবাস?

'হ্যাঁ প্রিয়তমা।' বার্তিনের কণ্ঠে এমন এক মিষ্টি আশ্বাস ছিল যা অনেকক্ষণ ধরে পেতে চাইছিলেন মাদাম গিলেরয়।

তাহলে প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাড়িতে চলে আসবে। এখন আমার মেয়ে বাড়িতে থাকায় আমি বেশী বাইরে বেরোতে পারি না।

বার্তিনের উড়ে যাওয়া প্রেমের পাখিটা আবার তাঁর কাছে ফিরে এসেছে এ বিষয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিশ্চিত হয়ে বেশ একটা আনন্দ অনুভব করলেন মাদাম গিলেরয়। অলিভারের এখন মাথার চুল পেকে গিয়েছে ; তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলতা উচ্ছলতা সব কেটে গিয়ে একটা প্রশান্ত ভাব এসেছে তার মধ্যে। সুতরাং এখন সে কোন মেয়ের আকর্ষণে ধরা দেবে সে ভয়ের কোন কারণ নেই। তবু তাঁর মনে এখনো একটা গোপন ভয় জোর করে মাথা তুলে ওঠে যখন তিনি ভাবেন শেষ জীবনের দুর্বিসহ নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে যদি বিয়ে করে বসে বার্তিন। তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভয় আরও বেড়ে যেতে লাগল, আরো তীক্ষ্ন হয়ে উঠতে লাগল। আর তাকে তাঁর কাছে বেঁধে রাখার জন্য নানা রকমের অবান্তর কৌশল খাড়া করে যেতে লাগলেন মনে মনে। বিশেষ করে প্রতিটি সন্ধ্যার দীর্ঘ অবসর সময়গুলোকে তাঁর নিজের বাড়ির হিমশীতল নীরবতার মধ্যে বার্তিনকে আটকে রেখে দিতে চাইলেন। সব সময় তাঁর পক্ষে তাকে মোহমুগ্ধ করে রাখা বা কাছে রাখা ত আর সম্ভব নয়। তাই তিনি নিজে থেকে তার জন্য নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতেন। তিনি কোনদিন তাকে থিয়েটারে পাঠিয়ে দিতেন, কোনদিন বা তাকে পার্টিতে পাঠিয়ে দিতেন কৌশলে। তিনি চাইতেন তার বাড়ির নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মধ্যে না থেকে পাঁচজন মেয়ের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাক বার্তিন।

এবার নিজের মনের গোপন কথাটা মুখ ফুটে বলে ফেললেন মাদাম গিলেরয়, আমি যদি তোমায় সব সময় কাছে কাছে রেখে দিতে পারতাম, তাহলে হয়ত তোমার সব কাজই মাটি হয়ে যেত। যাইহোক, তুমি কথা দাও তুমি আবার খুব ঘন ঘন আমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে আমার বাড়িতে। আমি বাড়ি থেকে কোথাও বেরোই না বললেই চলে।

আমি কথা দিচ্ছি।

হঠাৎ কানে কানে কে ডাকল, মা।

চমকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে চাইলেন মাদাম গিলেরয়। দেখলেন, এ্যান্নেত, ডাচেসী আর মার্কুই এক জায়গায় জড়ো হয়েছে।

ডাচেসী বললেন, এখন চারটে বাজে, আমি যাচ্ছি।

মাদাম গিলেরয় বললেন, আমিও যাচ্ছি, আমি আর থাকতে পারছি না।

যেখানে জলরং-এর ছবিগুলো রাখা হয় সেই গ্যালারী থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে কাঁচ দিয়ে ঘেরা কৃত্রিম বাগানের মধ্যে যেখানে ভাস্কর্যের কাজগুলো সাজানো আছে। সেই সিঁড়ির উপর উঠে ওরা দেখল তখনো প্রদর্শনীতে প্রচুর ভিড়, অসংখ্য মানুষের মাথাগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন অসংখ্য চঞ্চল কালো ঢেউ খেলা করে বেড়াচ্ছে বাড়িটায়। বেরোবার মুখটায় বার্তিন মেয়েদের বিদায় জানাল। মাদাম গিলেরয় চুপি চুপি তাকে বললেন, তুমি তাহলে আজ সন্ধ্যায় আসছ ?

'হ্যাঁ।' এই কথা বলে বার্তিন প্রদর্শনীতে আবার ফিরে গেল।

অন্যবারকার মত প্রদর্শনীতে আলোচনাও হচ্ছিল শিল্পীদের মধ্যে। শিল্পীদের মধ্যে একজন বিদগ্ধ তাত্ত্বিক হিসাবে বার্তিনের নাম আছে। উৎসাহের সঙ্গে বার্তিনও তাই অংশগ্রহণও করেছিল আলোচনাতে। কিন্তু এবার তার ভাল লাগছিল না এ আলোচনা। কে কি বলবে তা যেন সব তার জানা হয়ে গেছে। তাই কোন আগ্রহ অনুভব করছিল না। শিল্পগত যে সমস্যার কথা এখানে আলোচনা হবে সে সমস্যার কথা সে আগেই সব জেনে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা হলেও সে হয়ত থাকত, কিন্তু আজ অন্য একটা চিন্তা কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাংসের মধ্যে ঢুকে থাকা দুষ্ট কাঁটার মতই বিঁধছিল তার মনে।

একমাত্র মার্কুই-এ্যান্নেত সম্পর্কের অস্বস্তিকর কথাটায় আর সবকিছু ভুলে গিয়েছিল বার্তিন। কিন্তু এ সম্পর্কের ব্যাপারে সে কি করতে পারে? তার কি কোন অধিকার আছে? আর তাছাড়া সকলেই যখন চায়, তখন এ বিয়েটা ভেঙে দিয়েই বা লাভ কি? কিন্তু এ্যান্নেতের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে প্রেম জানাতে থাকা মার্কুইকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে বিতৃষ্ণার ভাব জেগে ওঠে, কোন যুক্তিই সে বিতৃষ্ণার ভাবটাকে কাটাতে পারল না।

মাদাম গিলেরয়ের বাড়িতে সন্ধ্যের সময় গিয়ে দেখল মা ও মেয়েতে বাতির আলোতে বসে গরীবদের জন্য উল বুনছে। বার্তিনের একবার মনে হলো মার্কুই-এর ভীরু আচরণের মধ্যে যে প্রথাগত গতানুগতিকতা লুকিয়ে আছে তার প্রতি বেশকিছু কথা বলে চোখ খুলে দেয় এ্যান্নেতের। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল বার্তিন।

বেশ কয়েক বছর ধরেই বার্তিন সন্ধ্যের সময় এখানে আসে। চুপচাপ বসে থাকে। তার পুরনো বান্ধবীর এই ঔদাসিন্যে সে কিছু মনে করে না। সে বরং সেই একই আর্ম চেয়ারটার মধ্যে সহজভাবে বসে অন্তরঙ্গতানিবিড় প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যায়। আজ কিন্তু তার হঠাৎ কিছু বলতে ইচ্ছা করল। ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলকে কথার মাধ্যমে আনন্দ দান করতে চাইল সে। আসলে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা পুরনো আবেগ নতুন করে পেয়ে বসেছিল তাকে যেন।

বার্তিন কথা শুরু করে দিল। তার কথা শুনে মাঝে মাঝে হাতের কাজ বন্ধ রেখে মা ও মেয়েতে যখন তার পানে হাসিমুখে তাকাচ্ছিল, তখন একটা খুশির রোমাঞ্চ অনুভব করছিল বার্তিন। এক সাফল্যের উত্তেজনায় তার সব কষ্ট সার্থক মনে হচ্ছিল।

এরপর যেকোন সন্ধ্যায় বার্তিন খবর নিয়ে যখনি জানত মা ও মেয়ে বাড়িতে একা আছে তখনি সে চলে আসত। ওদের সঙ্গে সন্ধ্যেটা হাসিখুশির মধ্যে এইভাবে কাটিয়ে খুব আনন্দ পেত। এতে মাদাম গিলেরয়ও খুশি হতেন। তাঁর সময়টা কেটে যেত। আর তিনিও যথাসম্ভব বার্তিনকে খুশি করার চেষ্টা করতেন। সন্ধ্যার সময় বার্তিনের সঙ্গে কাটাবার জন্য বাইরের সব নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন। প্রায় দিনই তিনটের সময় টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম করে দিতেন বার্তিনকে, 'আজ রাত্রে।'

একবার মাদাম গিলেরয় ভাবলেন তাঁর মেয়ে কাছে থাকতে বার্তিন বোধ হয় প্রাণখুলে ইচ্ছামত মিশতে বা কথা বলতে পারে না তাঁর সঙ্গে। তাই রাত দশটা বাজলেই তিনি তাঁর মেয়েকে শুতে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু একদিন বার্তিন নিজেই এ্যান্নেতের থাকার জন্য পনের মিনিট বেশী সময় চেয়ে নিল, পরে আধ ঘণ্টা ও তারপরে এক ঘণ্টা।

মাদাম গিলেরয় আরও লক্ষ্য করলেন, এ্যান্নেত ঘর থেকে চলে গেলে বার্তিন আর বেশীক্ষণ থাকে না বা কোন কথাও বলে না। বার্তিন তাঁর পায়ের কাছের সেই ছোট চেয়ারটায় বসে তার গালটা তাঁর হাঁটুতে ঠেকিয়ে রাখে। সমস্ত উত্তেজনার শেষে বার্তিন যেন বিশ্রাম লাভ করে এক নিবিড় নীরবতার মধ্যে।

www.BanglaBook.org

কিছুদিন পর মাদাম গিলেরয়ের নারীমন বুঝতে পারল তাঁর মেয়ের প্রতিও সমান আকৃষ্ট বার্তিন। একথা জানতে পেরে কিন্তু কোন দুঃখ পেলেন না তিনি। বরং যে সংসারসুখ হতে বঞ্চিত বার্তিন সে-সুখ সে তাঁদের এই গৃহ-পরিবেশের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে একথা মনে করে শান্তি পেলেন মনে। বার্তিনকে তাঁর সংসারের মধ্যে নতুন করে জড়িয়ে ফেললেন। তিনি বার্তিনকে দেখাতে চাইলেন তিনি মা, আর বার্তিনই যেন তাঁর মেয়ের পিতা। এইভাবে পিতা-মাতা ও পুত্রীর এক পারিবারিক ত্রিভুজের মধ্যে কৌশলে বন্দী করে রেখে দিলেন বার্তিনের মনটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহগত আকর্ষণটাকে বাড়াবার জন্যও চেষ্টা করতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। তাঁর হারানো যৌবনকে আবার ফিরিয়ে এনে তার জৌলুসজাল বিস্তার করে নতুন করে মুগ্ধ করতে চাইলেন বার্তিনকে। প্রথমে তাই তিনি তাঁর গায়ের চর্বি কমিয়ে ফেললেন। মদ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সত্যিই তিনি কিছুটা রোগা হলেন। কিন্তু বয়স বাড়ার জন্য মুখে কিছু কুঞ্চনরেখা দেখা দিল এবং মুখখানা কিছুটা হলুদ হয়ে উঠল। আর তাতে তাঁর মেয়ের মুখের লালাভ সজীবতা আরো প্রকট হয়ে উঠতে লাগল তাঁর পাশে। তখন তিনি অভিনেত্রীর মত মুখে রং মাখতে লাগলেন। দিনের বেলায় সেটা বোঝা গেলেও রাত্রি বেলায় বাতির আলোতে এই সব রং কৃত্রিম উজ্জলতা দান করত তাঁর মুখখানাকে।

কিন্তু তাঁর যৌবনসৌন্দর্যের এই অবক্ষয় আর কৃত্রিম উপায়ে সে যৌবনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর অনেক সময় নষ্ট হত। তাঁর দৈনন্দিন কার্যতালিকার পরিবর্তন করতে হত। সাধারণতঃ রাত্রির দিকে এইভাবে সাজগোজ করতেন। এক একদিন কোন ফল হচ্ছে না দেখে সব আশা ত্যাগ করতেন। কোন নাচ বা উৎসবের আসরে রেগে যেতেন না। আবার যখন তাঁর মনে হত তাঁকে দেখতে ভাল লাগছে তখন তিনি এ্যান্নেতের সঙ্গে যুবতী মেয়ের মত ব্যবহার করতেন। এ্যান্নেতের মতই পোশাক পরতেন। কিন্তু পোশাকটা তাঁর বয়সের অনুপাতে মানানসই হত না।

তার মায়ের প্রসাধনের সময় এ্যান্নেতও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করত। প্রসাধন শেষ হয়ে গেলে এ্যান্নেত তার মাকে চুম্বন করে তাঁর কোমরে হাত দিয়ে বেরিয়ে যেত। দেখাতে চাইত তারা দুজনেই সুন্দরী এবং দুজনেই দেখতে এক।

দুজনকে একসঙ্গে দেখে এবং দুজনকে তুলনা করে বার্তিন প্রায়ই গুলিয়ে ফেলত দুজনকে। মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে এই নিয়ে খেলা করত বার্তিন। সন্ধ্যার সময় ওদের ঘরে বসে বার্তিন এক একদিন চোখ বন্ধ করে বলত, তোমরা দুজনে পাশাপাশি বসে একের পর এক প্রশ্ন কর আমায়, পরে আমি চোখ খুলে বলব কে আগে কে পরে কথা বলেছে। কিন্তু পারত না বার্তিন। গুলিয়ে ফেলত, কারণ দুজনের কণ্ঠস্বরই এক। এমন কি মঁসিয়ে গিলেরয়ও এক এক সময় গুলিয়ে ফেলতেন। অন্ধকার বৈঠকখানা ঘরে ওদের দুজনের কেউ চলে গেলে মঁসিয়ে গিলেরয় জিজ্ঞাসা করতেন, কে এ্যান্নেত, না তোমার মা?

এই স্বাভাবিক ও কৃত্রিম, বাস্তব ও অবাস্তব সাদৃশ্য থেকে মা ও মেয়ের এক দ্বৈত ব্যক্তিত্বের মূর্তি গড়ে উঠেছিল বার্তিনের মনে। সে মূর্তি একই সঙ্গে নতুন ও পুরাতন, পরিচিত ও অপরিচিত একই রক্ত মাংস থেকে উদ্ভূত দুটি দেহ একভাবে গড়ে উঠেছে। একটি নারীর দেহ থেকে আর একটি নারী জন্ম নিয়ে পরে দুজনে যেন এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে। মা ও মেয়ের এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সমবেত আকর্ষণে স্বাভাবিক-

www.BanglaBook.org

ভাবেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ত বার্তিনের সত্তা। একটা মানসিক চঞ্চলতা আর অতৃপ্তি সব সময় অনুভব করত সে। তার মনে হত মেয়েকে আচ্ছন্ন করে মা যেন মেয়ের মধ্যে নতুন করে জেগে উঠেছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রিয়তম, ২০শে জুলাই, প্যারিস, এগারোটা

আমার মা রণসিয়েরে এইমাত্র মারা গেছেন। আমরা আজ মধ্য রাত্রিতেই চলে যাচ্ছি। এখন এস না, এখন আর কিছুই বলতে পারছি না। কিন্তু দয়া করে আমার কথা মনে রেখো। তোমার প্রিয়তমা এ্যানি

আমার প্রিয়তমা, ২১শে জুলাই, দুপুর

তোমার নিষেধ সত্ত্বেও আমি চলে যেতাম। কিন্তু তোমার যেকোন ইচ্ছার কথাকে আমি অখণ্ডনীয় আদেশবাক্য হিসাবে বরাবর মানি বলেই গেলাম না। এক তিক্ত দুঃখের সঙ্গে আমি গতকাল থেকেই তোমার কথা ভাবছি। আমি কল্পনার চোখে বেশ দেখতে পেয়েছি একটি চলমান আধো অন্ধকার গাড়ির মধ্যে তুমি তোমার স্বামী ও মেয়ের উল্টো দিকের সিটটায় বসে ছিলে। তুমি আর এ্যানেত দুজনেই কাঁদছিলে ফুঁপিয়ে। আমি সব দেখেছি কল্পনায়, তোমাদের স্টেশনে আসা, ঘোড়ার গাড়িতে কষ্টকর যাত্রা, তারপর ভৃত্যপরিবৃত তোমাদের রণসিয়েরের বাড়িতে পৌঁছানো, তোমার মার ঘরে ছুটে গিয়ে তাঁর অসাড় মুখখানায় তোমার চুম্বন—সব দেখেছি একে একে। তারপর তোমার অন্তরের দুঃখের কথাও ভেবেছি। তোমার যে অন্তরের অর্ধাংশ আমার, সে অন্তরের সব দুঃখকষ্ট আমিও সমানভাবেই অনুভব করি।

সুগভীর সমবেদনার সঙ্গে আমি তোমার অশ্রুপরিপ্লুত চোখদুটিকে চুম্বন করছি। অলিভার

প্রিয়তম, জুলাই ২৪, রণসিয়ের

আজ আমার এই ঘোর বিপদের দিনে যদি কেউ কিছু উপকার আমার করতে পারে তাহলে সে উপকার করেছে তোমার চিঠিটা। তোমার চিঠি আমায় দিয়েছে যথেষ্ট সান্ত্বনা। আমরা গতকাল তাঁকে সমাহিত করেছি। তাঁর নশ্বর দেহ এ বাড়ি ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আমার বড় একা বড় অসহায় মনে হচ্ছে পৃথিবীতে। মানুষ তার মাকে কতখানি ভালবাসে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না, কারণ এ ভালবাসা তার জীবনের সঙ্গে থাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। এ ভালবাসা তার অন্তরের মধ্যে কতটা শিকড় গেড়েছে তা সে শেষ বিচ্ছেদের দিনের আগে পর্যন্ত বুঝতে পারে না। জীবনের অন্য কোন ভালবাসার সঙ্গেই এ ভালবাসার তুলনা হয় না, কারণ অন্য যেকোন ভালবাসাই ঘটনাক্রমে গড়ে ওঠে, বিশেষ বিশেষ অবস্থার স্রোতে ভেসে আসে; কিন্তু এ ভালবাসা একেবারে সহজাত, জন্মের প্রথম দিন থেকে রক্তের সঙ্গে তা এক হয়ে মিশে থাকে। আজ আমার মনে হচ্ছে আমার মার সঙ্গে সঙ্গে

www.BanglaBook.org

আমার প্রিয় শৈশবকালেরও মৃত্যু হয়েছে, কারণ আমার মা ছাড়া আমার শৈশবের কথা আর কেউ জানত না। অতীতের কত কথা আজ ভিড় করে আসছে।

এমন একদিন আসবে যেদিন আমার মার মত আমিও এ্যান্নেতকে একা ফেলে রেখে যাব পৃথিবীতে। এইভাবে চলেছে জীবন-মৃত্যুর এক নিষ্ঠুর খেলা। অথচ কেউ দেখেও তা দেখে না। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু কত জীবনকে গ্রাস করে নিয়ে যাচ্ছে তা কেউ ভাবে না, দেখেও দেখে না। যদি লোকে তা দেখত, যদি তা ভাবত, যদি তা বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের আঘাতে মৃত্যুচিন্তা থেকে সরে গিয়ে আনন্দ উৎসব করত তাহলে লোকে পাগল হয়ে যেত।

আমি এমন ভেঙে পড়েছি যে কোন কাজ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি দিনরাত শুধু মার কথা ভাবছি যখন আমি বাবাকে হারাই তখন আমার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। তখন আমি এখনকার মত মৃত্যুর ভয়াবহতাকে বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, আমার প্রতি সমবেদনা জাগবে, আমার কথা ভাববে, এখন তোমাকে আমার অনেক প্রয়োজন। এ্যানি

প্রিয়তমা, প্যারিস, ২৫শে জুলাই

তোমার চিঠিতে সব কথা অবগত হয়ে বিশেষ ব্যথিত হলাম। এখন শুধু তোমার কথা ভাবছি, আর সবকিছু খারাপ লাগছে। প্রথম যৌবনে তুমি আমার কাছে যতখানি প্রিয় ছিলে এখন তুমি তার চেয়ে অনেক বেশী প্রিয় হয়ে উঠেছ। আমার মনের অবস্থা এখন এমন দুর্বিসহ যে আমি সে কথা না বলে পারছি না তোমায়। তুমি এখান থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে আমি বাড়ি থেকে কোথাও বেরোতে পারিনি, আগে আগে আমি একাই বাইরে বেরিয়ে একা একা পথ হাঁটতাম। আমার দুপাশের চলমান পথিকদের দেখে আনন্দ পেতাম। কিন্তু এখন আর তা পাই না। এখন পথে বেরোলেই এক অজানা বেদনায় ভারী হয়ে ওঠে বুকটা। পথহারা পথিকদের মত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, বাড়ি ফিরে আসি আমি। সারা প্যারিস শহরটা আমার শূন্য ও অসহ্য বলে মনে হয়।

তুমি যখন প্যারিসে থাকতে তখন আমি আনন্দের সঙ্গে পথে চলাফেরা করতাম। প্রায়ই মনে হত হঠাৎ যেতে যেতে কোথাও তোমার দেখা পেয়ে যাব। তোমায় না পেলেও এ্যান্নেতকে পেয়ে যাব, যে তোমারই সৃষ্টি। সারা প্যারিস শহরের পথ ঘাট তোমার ও এ্যান্নেতের স্মৃতিতে ভরে আছে। তুমি এখানে থাকলেই শহরের সব পথ ঘাট আমার ভাল লাগে। যেসব মেয়েরা তোমার মত দেখতে তাদেরও ভাল লাগে। তুমি হয়ত ভাববে তুমি যখন প্রিয়জনবিয়োগে চোখের জল ফেলছ আমি তখন স্বার্থপরের মত আমার দুঃসহ নিঃসঙ্গতার কথা বলছি। আমায় ক্ষমা করো, তোমার আদর পেয়ে পেয়ে আমি এমনই নষ্ট হয়ে গেছি যে তুমি কাছে না থাকলেই আমি চীৎকার করে উঠি।

প্রিয়তম, রণসিয়ের, ৩০শে জুলাই

তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তুমি আমায় ভালবাস একথাটা জানার এখন সত্যিই দরকার আছে। কয়েকদিন কী ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে দিয়েই না কাটালাম। মৃত্যুশোকটা আমার বুকের মধ্যে একতাল ভারী পাথরের মত এমনভাবে আটকে ছিল এবং আমার এত কষ্ট হচ্ছিল যে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। ডাক্তার এসে আমার কষ্ট দূর করার জন্য আমায় দিনে তিন চার বার ইন্‌জেকশান দিয়েছিল। তাতে আমার

www.BanglaBook.org

গায়ের উত্তাপ খুব বেড়ে গিয়েছিল, আমি পাগলের মত ভুল বকতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু গত শুক্রবারের পর থেকে আমি অনেকটা শান্ত হয়ে উঠেছি। যে দুঃখটা ভারী পাথরের মত আমার বুকের মধ্যে আটকে ছিল এখন তা যেন গলে জল হয়ে চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে। কিন্তু এখন আমি দিনরাত শুধু কাঁদছি। আমি এখানে সত্যিই বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছি। আমার স্বামী গাঁয়ের দিকে ফাঁকা জায়গায় বেড়াতে যান ঘোড়ায় চড়ে। এ্যানেতকেও তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিই। আমি একা থাকি বাড়িতে। এ্যানেত তার দুঃখ সত্ত্বেও বেশ হাসিখুশির সঙ্গে ফিরে আসে। যতই হোক, তার বয়স কম। এখনো এখানে আমরা দু'তিন সপ্তাহ থাকব তারপর প্যারিসে ফিরব। এ্যানি

প্যারিস, ৪ঠা আগস্ট

আর আমি সহ্য করতে পারছি না প্রিয়তমা, তুমি ফিরে এস। তা না হলে কিছু না কিছু একটা ঘটবে। তা না হলে আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার অসুখ করে যাবে। যেসব জিনিস দেখে আমি আনন্দ পেতাম অথবা যাদের প্রতি আমি উদাসীন থাকতাম এখন সেগুলো দেখতে আমার খুব খারাপ লাগে। এখন আমার ছবি আঁকতেও ভাল লাগে না। এক এক সময় মডেল ডেকে আনি। তারা এসে নানা ভঙ্গিমায় দাঁড়ায়। কিন্তু মনে কিছু ভাবতে পারি না, চোখে কিছু যেন দেখতে পাই না আর হাতে কিছু আঁকতে পারি না। আমি যেন সে শিল্পী আর নেই। এর অর্থ কি আমি তা জানি না। আমার মস্তিষ্ক কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? আমার শিল্প-প্রতিভা কি ফুরিয়ে গেছে একেবারে? আমার চোখের স্নায়ুগুলো কি বিকল হয়ে গেছে? আগে আগে ছবি আঁকার সময় কত চিন্তা কত নতুন নতুন বিষয়বস্তু ভিড় করত মনে। কিন্তু এখন খুঁজেও কিছুই পাই না। তবে তোমার মেয়ের একটা ছবি আঁকার ইচ্ছে আছে। কারণ সে দেখতে তোমারই মত, তোমাদের দুজনকে ঘুলিয়ে ফেলি মনে।

আজকাল আমার বাড়ির ডাইনিংরুমে লাঞ্চ খাই না। লাঞ্চ খাবার জন্য অন্য কোথাও চলে যাই। হঠাৎ মনে পড়ে যায় কত সকালে ফুলবাগানে তোমার সঙ্গে কত বেড়িয়েছি, তোমার সাহচর্যে কত মধুময় মনে হয়েছে আকাশ বাতাস সব কিছু।

রাত্রে ক্লাবে গিয়েও ভাল লাগে না। সেই একই লোক। একই কথা। রাত দুপুর পর্যন্ত ক্লান্তির সঙ্গে হাই তুলে ক্লাবে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ি। কিন্তু ভাবতে থাকি কালও ত আবার এমন একঘেঁয়ে জীবনই কাটাতে হবে।

হ্যাঁ, সত্য বলছি প্রিয়তমা, আমি একটা বয়সের স্তরে এসে পৌঁছেছি, যেখানে অবিবাহিত জীবন দুর্বিসহ। কারণ এখন কোন কিছুকেই নতুন বলে মনে হয় না। অবিবাহিত লোকদের যৌবনেই ভাল। তখন তাদের মনে কৌতূহল থাকে, লোভ থাকে। কিন্তু অবিবাহিত লোকদের যৌবন চলে গেলেই তাদের অবাধ স্বাধীনতার কোন অর্থ হয় না। তোমাকে ভালবাসার আগে আমি আমার স্বাধীনতাকে কত ভালবেসেছি। কিন্তু আজ সেই স্বাধীনতা ভারী হয়ে বুক চেপে বসেছে আমার। আমাদের অবিবাহিত লোকদের কাছে স্বাধীনতা মানে শূন্যতা। আমার এই সঙ্গীহীন শূন্যতাটা কাটাবার জন্য আমি অনেক বন্ধু বান্ধবের কাছে যাই। কিন্তু কোথাও মন ভরে না, একমাত্র তুমি ছাড়া আমার এ শূন্যতা কেউ ভরাতে পারবে না। কিন্তু তুমিত পুরোপুরি আমার নয়। আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পেতে চাই। আমি চাই একই ছাদের তলায় আমাদের দেহগত অস্তিত্বকে ঘিরে রাখতে,

www.BanglaBook.org

একই আশা আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত হবে আমার অন্তরাত্মা। আমি চাই একই সুখ দুঃখ দুজনে অনুভব করি, একই বস্তু দুজনে উপভোগ করি। আমার এই অতৃপ্ত চাওয়াই আমার অন্তরটাকে ভারি করে তুলেছে এতখানি।

বিদায়। তাড়াতাড়ি চলে এসো। তোমার অভাবেই আজ আমার এত কষ্ট।

অলিভার

প্রিয়তম, রণসিয়ের, ৮ই আগস্ট

আমি অত্যন্ত অসুস্থ। এত অসুস্থ যে তুমি দেখে আমায় চিনতেই পারবে না। আমার মনে হচ্ছে আমি অতিশয় কেঁদেছি বলেই এইরকম হচ্ছে। ওখানে ফেরার আগে আরো কিছু বিশ্রাম দরকার। আমার স্বামী আগামী পরশু একবার প্যারিস যাচ্ছেন। তিনি আমাদের এখানকার সব খবর তোমায় দেবেন। তুমি সাতটা অবধি বাড়িতে অপেক্ষা করবে। তিনি তোমাকে সেখান থেকে ডিনার করার জন্য কোথাও নিয়ে যাবেন।

আমি একটু সুস্থ হলেই ওখানে ফিরে যাব। এখন আমি আমার নিজের অবস্থা দেখেই ভয় পেয়ে যাই। আমারও তুমি আর এ্যানেত ছাড়া পৃথিবীতে কেউ নেই। কাউকে কোনরূপ বঞ্চিত না করে দুজনকেই আমি যথাসাধ্য দিয়ে যেতে চাই।

এখন আমি আমার শুধু ক্রন্দনক্লান্ত চোখদুটো তোমার চুম্বনের জন্য দান করছি। ইতি—এ্যানি।

চিঠিটা পেয়ে অলিভার যখন জানতে পারল মাদাম গিলেরয় এখন আসছেন না তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জাগল। সে রণসিয়ের যাবার জন্য স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাচ্ছিল। কিন্তু আগামীকাল মঁসিয়ে গিলেরয় আসছেন একথা ভেবে সামলে নিল নিজেকে। এমন ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল যেন মাদাম গিলেরয় নিজেই আসছেন।

মঁসিয়ে গিলেরয়কে এত ভাল কখনো লাগেনি এর আগে। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো বাড়িয়ে ছুটে গেল বার্তিন। বলল, আপনাকে দেখে কী খুশিই না হয়েছি।

মঁসিয়ে গিলেরয়কেও খুব খুশি দেখাচ্ছিল। তাছাড়া তিন সপ্তা ধরে দূরে নর্মাণ্ডির গ্রামাঞ্চলে নীরস একঘেঁয়ে গ্রাম্যজীবন যাপন করার পর প্যারিসটা তাঁর খুবই ভাল লাগছিল। দুজনে একটা সোফায় পাশাপাশি বসলেন। বার্তিন একসময় জিজ্ঞাসা করল, কোঁতেসী কেমন আছেন?

বেশী ভাল নেই, এই শোকে ও খুব ভেঙ্গে পড়েছে। খুববেশী বিচলিত হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি সারতে পারছে না। সত্যি বলতে কি, আমি কিছুটা চিন্তায় পড়েছি তাকে নিয়ে।

কিন্তু উনি এখানে আসছেন না কেন?

তা জানি না। আমি ওকে অনেককরে বলেও এখানে আসার মত করাতে পারিনি।

সারাদিন উনি ওখানে কি করেন?

কি আর করবে? শুধু ওর মার জন্য কাঁদা আর তাঁর কথা চিন্তা করা। এটা কখনই তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল না। আমার মনে হয় স্থান পরিবর্তন করলে তার মনের পরিবর্তন হত। বিশেষ করে ও বাড়িটা এখন ছাড়া উচিত, কারণ ওখানেই সবকিছু ঘটেছে।

www.BanglaBook.org

এ্যান্নেত কি করছে ?

এ্যান্নেতের কথা বলছেন ? সে ত এখন ফোটা ফুলের মত সজীব।

অলিভার একটু হেসে প্রশ্ন করল, এ্যান্নেতও কি খুব দুঃখিত হয়েছে ?

হ্যাঁ, দুঃখ বেশই পেয়েছে, তবে জানেন ত, আঠারো বছর বয়সে !···সে দুঃখ স্থায়ী হয় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গিলেরয় বললেন, কোথায় ডিনার খাওয়া যায় বলুন দেখি। আমি একটু শহরে বেরোতে চাই। তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে চাই।

কাছে দে এ্যামবাসাডার হোটেলটা ভালই হবে।

তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলল। বহুদিন পর যেন বাড়ি ফিরে এসেছেন গিলেরয়। এতদিনের অনুপস্থিতির পর শহরের পথ ঘাট লোকজন সবই ভাল লাগছিল তাঁর। শহর সম্বন্ধে নানারকমের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন গিলেরয় আর বার্তিন আনমনা ও উদাসীনভাবে উত্তর দিচ্ছিল, যেন তাদের অনুপস্থিতিসঞ্জাত তার দুঃসহ একাকীত্বের একটা আভাস দিতে চাইছিল তার হাবভাব ও কথাবার্তায়। মাঝে মাঝে সে রণসিয়েরের কথা বলছিল। আর মাদাম গিলেরয়ের দৃষ্টিস্নাত ও স্পর্শধন্য ম'সিয়ে গিলেরয়ের দেহটাকে দৃষ্টি দিয়ে উপভোগ করার চেষ্টা করছিল।

গ্রীষ্মসন্ধ্যার আকাশটা কেমন যেন ভারী ভারী মনে হচ্ছিল। ওরা হোটেলের ব্যালকনিতে বসেছিল। হোটেলের ভিতর তখন গানবাজনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ম'সিয়ে গিলেরয় বললেন, গাঁয়ের থেকে এই শহুরে জীবন ঢের ভাল।

বার্তিন বলল, আমি কিন্তু শহরের থেকে গ্রামে-থাকতে বেশী ভালবাসি।

তাহলে চলে আসুন।

এবারের গ্রীষ্মটা প্যারিসে আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

কিন্তু তাহলেও প্যারিস প্যারিস।

ম'সিয়ে গিলেরয়ের মনটা খুশিতে ভরপুর হয়ে ছিল। অদম্য উচ্ছলতায় সিক্ত এমন এক মানসিক অবস্থার মধ্যে ছিলেন গিলেরয় যে অবস্থায় অনেক জ্ঞানী ও গম্ভীর প্রকৃতির লোকও খোকার মত অনেক ভুল কাজ করে ফেলে। হঠাৎ গিলেরয়ের চোখ পড়ল, দুটি বারবণিতার সঙ্গে তিনজন লোক খাচ্ছে। তাই দেখে দুই একজন নামকরা বাজারে বেশ্যার কথা জানতে চাইলেন বার্তিনের কাছে। তারপর বললেন, আপনারা বেশ আছেন। অবিবাহিত মানুষ, খুশিমত ইচ্ছামত জীবনকে উপভোগ করতে পারেন।

কিন্তু বার্তিন তার নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ ও মর্মবেদনার কথা বলে বিবাহিত জীবনের পারিবারিক সুখশান্তির গুণগান করতে লাগল। বলল, ভোগবাসনা চরিতার্থ করাটাই বড় কথা না, আসলে মানুষ চায় এমন এক নারী যে তার সঙ্গে একঘরে বাস করবে, সুখে দুঃখে তার সহচরী হবে। তখন গিলেরয় তাঁর স্বাভাবিক বাগ্মিতার দ্বারা সংসার জীবনের জয়গান গাইতে লাগলেন এবং তাঁর স্ত্রীরও প্রশংসা করলেন।

বার্তিন বলল, সেদিক দিয়ে সত্যিই আপনি ভাগ্যবান।

কথাটা শুনে খুশি হলেন ম'সিয়ে গিলেরয়। বললেন, আমি চাই আমার স্ত্রী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসুক। আচ্ছা দেখুন আপনার প্যারিস ভাল লাগছে না, তাহলে আপনি রণসিয়েরে চলে যান। আমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে নিয়ে আসুন। আমার মনে হয় সে আপনার কথা শুনবে। আপনি হচ্ছেন তার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুশি হয়ে বার্তিন বলল, আমার ত যেতে খুবই ভাল লাগবে। কিন্তু আমাকে এভাবে হঠাৎ দেখে উনি বিরক্ত বোধ করবেন না একথা আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন ?

না, না, মোটেই বিরক্ত হবে না। আপনি চলে যান, যেমন করে হোক তাকে এখানে নিয়ে আসুন।

ঠিক আছে, আমি কালই একটার ট্রেনে যাব। একটা তার করে দেব ?

না, আমি তার ব্যবস্থা করব। আমি খবর দিয়ে দেব। স্টেশনে গাড়ি থাকবে আপনার জন্য।

ডিনার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ওরা বাজারের দিকে গেল। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই মঁসিয়ে গিলেরয় হঠাৎ কাজ আছে বলে বার্তিনকে ছেড়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন, কাজটা খুব জরুরী আর সেটা ভুলে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালো পোশাক পরে মাদাম গিলেরয় আর তার মেয়ে রণসিয়েরের বাড়ির প্রশস্ত খাবার ঘরে লাঞ্চ খেতে বসেছিলেন। চারদিকের দেওয়ালে পূর্বপুরুষদের বড় বড় ছবি। দুজন চাকর তাদের হুকুম তালিম করার জন্য দাঁড়িয়েছিল স্থির হয়ে।

হঠাৎ মাদাম গিলেরয় বললেন, জানালাগুলো খুলে দাও। খুব গরম লাগছে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনটে বড় বড় জানালা খুলে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের গন্ধ-ভরা উষ্ণ এক ঝাপটা বাতাস আর দূর গাঁয়ের কিছু মানুষের শব্দ এসে ঘরে ঢুকল।

এ্যান্নেত নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, বাতাসটা চমৎকার।

মা ও মেয়ে দুজনেই বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। দুপুরের রোদে সারা পৃথিবী ঝলমল করছিল। নীল আকাশের নীচে পার্কের সবুজ মসৃণ ঘাসগুলো বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঘাসের মাঝে মাঝে কিছু কিছু গাছ। গাছের ফাঁক দিয়ে পাকা ফসলের সোনালী কার্পেটপাতা বিরাট মাঠ দেখা যাচ্ছিল।

মাদাম গিলেরয় বললেন, চল আমরা লাঞ্চের পর বেরিয়ে আসি। আমরা নদীর ধারে ধারে বারভিল পর্যন্ত যাব। অন্যদিকে গেলে খুব সময় লাগবে।

হ্যাঁ মা তাই যাব, তবে জুলিওকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

তুমি জান তোমার বাবা তোমায় নিষেধ করেছে।

কিন্তু বাবা ত প্যারিসে। জুলিওকে নিয়ে গেলে মজা হবে না। ওই দেখ ও কেমন গরুগুলোর পিছনে লেগেছে।

গরম সইতে না পেরে গাছতলায় ঘাসের উপর তিনটে বড় বড় গাইগরু শুয়েছিল আর জুলিও ঘেউ ঘেউ শব্দ করে রাগের ভান করে ওদের কামড়াতে যাচ্ছিল। অবশেষে বাধ্য হয়ে গরুগুলো উঠে চলে গেল সেখান থেকে। এ্যান্নেত চীৎকার করে উঠল তাই দেখে, বাঃ, সাবাস জুলিও, বলিহারি।

মাদাম গিলেরয় বললেন, নাও তোমার লাঞ্চ খেয়ে নাও।

হঠাৎ এ্যান্নেত দূরে কি দেখে বলে উঠল, টেলিগ্রামের পিওন আসছে। কিসের

www.BanglaBook.org

খবর নিয়ে আসছে তা ভেবে ভয় পেয়ে গেলেন মাদাম গিলেরয়। টেলিগ্রামটা পেয়ে খুলে দেখলেন তাঁর স্বামী পাঠিয়েছেন। তাতে লেখা আছে, আমাদের বার্তিন একটার ট্রেনে রণসিয়ের যাচ্ছে। স্টেশনে ফীটন গাড়িটা পাঠাবে। ভালবাসা নেবে।

এ্যান্নেত বলল, সব ভাল ত মা ?

মঁসিয়ে অলিভার বার্তিন আমাদের দেখতে আসছেন।

ওঃ কী সৌভাগ্য আমাদের ! কখন আসছেন ?

খুব শীগগির। বেলা চারটের সময়।

কী মজাই না হবে।

কিন্তু মাদাম গিলেরয়ের মুখখানা হঠাৎ মলিন হয়ে গেল। কিছুদিন ধরেই একটা উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল তাঁর মনে। এখন বার্তিনের হঠাৎ আসার খবর পেয়ে সেই উদ্বেগটা ভয়ে পরিণত হয়ে গেল। তিনি তাঁর মেয়েকে বললেন, তুমি স্টেশনে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসবে।

কিন্তু তুমি যাবে না ? তুমি না গেলে কিছু মনে করতে পারেন।

না, আমার শরীরটা ভাল নেই।

এই ত তুমি বারভিল যাচ্ছিলে পায়ে হেঁটে।

হ্যাঁ, কিন্তু লাঞ্চ খাওয়ার পর থেকে আমার খারাপ লাগছে।

গেলে তোমার সব ভাল হয়ে যাবে।

না, আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। ফিরে এসে আমায় খবর দিও।

গাড়ি তৈরী করার হুকুম দিয়েও বার্তিনের থাকার ব্যবস্থা করে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে দিলেন মাদাম গিলেরয়। এতদিন একরকম সুখেই ছিলেন তিনি। জীবনে কোন যন্ত্রণা ছিল না। সে সুখের একমাত্র কারণ হলো বার্তিনের ভালবাসা ঃ তাঁর শুধু একমাত্র চিন্তা ছিল বার্তিনকে এই ভালবাসার বন্ধনে চিরদিন বেঁধে রাখা এবং এ ব্যাপারে তিনি সফল হয়েছেন।

এতদিন শুধু বার্তিনকে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন মাদাম গিলেরয় ; নিয়তির কাছ থেকে সহজভাবে তিনি যা পেয়েছেন তাতেই খুশি ছিলেন। কিন্তু এবার ভবিষ্যতের এক অস্পষ্ট চিন্তা বার্ধক্যের এক সূক্ষ্ম ভয় পেয়ে বসল তাঁকে। তিনি বুঝতে পারলেন জীবনের নিম্নগতির বেগ দুর্বার, একবার শুরু হলে আর তাকে থামান যায় না ; তাই তিনি যেন এক নিবিড় হতাশার সঙ্গে অসহায়ভাবে সেই গতিবেগের মধ্যে চোখ বন্ধ করে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

এতদিন তিনি মুখের উপর কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে এক মনগড়া অহঙ্কারে নিজেকে ফুটিয়ে জগৎকে দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি আজও সুন্দরী আছেন। কিন্তু এ্যান্নেত তাঁর পাশে এসে আঠারো বছরের নবীন যৌবন নিয়ে দাঁড়াবার পর আসল ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি তখন ভেবেছিলেন, সদ্য বিকশিত ফুলের মত নবোদ্ভিন্নযৌবনা এ্যান্নেতের থেকে তাঁর পরিণত যৌবনের শান্ত প্রগাঢ়তার জন্য তাঁকেই পছন্দ করবে সবাই।

মার মৃত্যুতে এখানে প্রথমে এসেও ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি তিনি। প্রথম কয়দিন শুধু হা হুতাশ করেছেন, অন্তর্বেদনাকে চেপে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু যখন সেই সব চাপা অন্তর্বেদনা গলে জল হয়ে অনবরত ঝরে পড়তে লাগল চোখ থেকে তখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি শয্যা আশ্রয় করলেন। একদিন সকালে তাঁর ঝি চা নিয়ে এসে বলল, মাদামকে খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছে। আপনার শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত।

এ কথায় হঠাৎ হুঁশ হলো তাঁর। উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, এই কয়দিনের দুঃখ অশ্রু আর বিষাদ তাঁর মুখের চেহারাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। তাঁর চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। গালদুটো ঝড়ে গিয়ে তার মাঝে খাল দেখা দিয়েছে। দুটো চোখের নিচে দুটো কুঞ্চনরেখা দেখা যাচ্ছে। দাঁতে একটু একটু হলদে ছোপ ধরেছে ; দাঁতগুলো দুধের মত আর সাদা নেই। গায়ের চামড়ার উপরেও আর লালচে ভাব নেই, গায়ের চামড়াটাও একটু হলদে হয়ে উঠেছে।

এইভাবে নিজের বিগত যৌবনের অপসৃয়মান সৌন্দর্যকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে করতে এমনই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন যে কখন চাকর এসে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছে তা দেখতেই পাননি। চাকর এসে বলল, মাদাম চা খেতেই ভুলে গেছেন।

বিস্মিত ও অপ্রতিভ অবস্থায় মাদাম গিলেরয় একবার শুধু তাকালেন মুখ ঘুরিয়ে। চাকরটি তখন আবার বলল, মাদাম খুব বেশী কাঁদছেন। মানুষের দেহকে রক্তহীন করে তুলতে কান্নার মত আর কোন কিছুই পারে না। কাঁদতে কাঁদতে মানুষের দেহের রক্ত জল হয়ে যায়।

মাদাম গিলেরয় বললেন, হ্যাঁ। রক্ত জল হয়ে যায় আর বয়সও চলে যায়।

চাকরটি বলল, না মাদাম। দিনকতকের মধ্যেই আবার সব ঠিক হয়ে যায়। মাদামের এখন বাইরে কোথাও গিয়ে দেখা উচিত কান্নাটা যাতে বন্ধ হয়।

পোশাক পরে নিচে নেমে গিয়ে পার্ক দিয়ে বেড়াতে গেলেন মাদাম গিলেরয়। সেখানে অতীতের কিছু কথা মনে পড়ল। পার্ক হয়ে নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে চলে গেলেন। লাঞ্চের সময় হতেই ফিরে এলেন।

খাবার টেবিলে স্বামীর উল্টোদিকে মেয়ের পাশে বসলেন মাদাম গিলেরয়। বললেন, আজ আমি ভাল আছি।

কিন্তু কাউণ্ট বললেন, না, তোমাকে এখনো অসুস্থ দেখাচ্ছে।

এই কথায় আবার কান্না পেল মাদাম গিলেরয়ের। এ কান্নার বেগ তাঁর মার জন্য না তাঁর নিজের জন্য তা বুঝতে পারলেন না তিনি। অনবরত শুধু গলার কাছে অদম্য এক কান্নার বেগ আর গালের উপর গড়িয়ে পড়া অশ্রুর শীতল ধারা অনুভব করতে লাগলেন।

আজে বাজে যতসব অবাঞ্ছিত চিন্তা ত্যাগ করে সহজ করার চেষ্টা করলেন মাদাম গিলেরয়। তিনি তাঁর পুরনো স্বাস্থ্য ফিরে পেতে চাইলেন। তাঁর খিদে হচ্ছিল না। তাই খুব বেশী মাঠে চলে ঘুরে বেড়িয়ে নিজেকে ক্লান্ত করে তুলছিলেন। তাঁর খিদে না হলেও তিনি জোর করে খাচ্ছিলেন। যতদিন না তার শরীর ঠিক হয়, যতদিন না তাঁর চোখে মুখে সজীব সুন্দর ভাবটা ফিরে আসে ততদিন প্যারিসে ফিরে যেতে মন চাইছিল না, বার্তিনের সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। এমন সময় একদিন মঁসিয়ে গিলেরয় প্যারিসে ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু মাদাম গিলেরয় বাধা দিলেন। তাঁর কোন যুক্তিই বুঝতে পারলেন না মঁসিয়ে গিলেরয়। তবে তাঁর মোটেই ইচ্ছে নেই দেখে আর জোর না করে একাই ফিরে যাবার ঠিক করলেন।

তাঁর প্যারিসে যাবার পরদিনই টেলিগ্রাম এল, অলিভার বার্তিন এখানে আসছে। টেলিগ্রাম পেয়েই এখান থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হচ্ছিল মাদাম গিলেরয়ের যাতে

www.BanglaBook.org

বার্তিনের সঙ্গে তাঁকে চোখ জুড়তে না হয়। গ্রাম্য পরিবেশের ফাঁকা জায়গায় স্পষ্ট দিবালোকের অবারিত উজ্জ্বলতায় বার্তিনের চোখের সামনে উপস্থিত হতে ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। এ্যানেতের সজীব সতেজ মুখখানার পাশে তাঁকে অবশ্য ম্লান দেখাবে। হঠাৎ তাঁর মনে হলো এর থেকে স্টেশনে গিয়ে বিশ্রামাগারের স্বল্প আলোয় বার্তিনের সঙ্গে দেখা করলে বরং ভাল হত।

এ্যানেতকে স্টেশনে যেতে বলে নিজের ঘরের মধ্যে এইসব কথাই ভাবছিলেন মাদাম গিলেরয়। গরম বাতাসে ঘরের পর্দাগুলো কাঁপছিল। ঝিঁঝি পোকার ডাক ভেসে আসছিল। তিনি এখন বুঝতে পারলেন, সেই মৃত্যুশোকটা আর নেই, তার পরিবর্তে অন্য একটা প্রবলতর দুঃখের স্রোতে অসহায়ভাবে ভেসে চলেছেন তিনি।

কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু চোখের জল আসার সঙ্গে সঙ্গেই মুছে দিচ্ছিলেন। পাউডার বুলিয়ে দিলেন চোখের কোণে কোণে। পার্কের দিকে তাকিয়ে দেখলেন নীল আকাশের পানে একদল কালো কাক উড়ে যাচ্ছে। মেয়েরা যখন বাস্তব বা কাল্পনিক কোন আত্মিক দুঃখের কবলে পড়ে তখন তারা বাছ বিচার না করেই প্রেমের আশ্রয়ে চলে পড়ে। মাদাম গিলেরয় তাই বার্তিনের ভালবাসাকেই একমাত্র সম্বল করে তার মাঝে সঁপে দিয়েছিলেন নিজেকে। এখন বার্তিনই তাঁর জীবনে সব—কুটিল বার্ধক্যের এই ক্রমান্বিত আক্রমণের মাঝে আজ বার্তিনই তাঁর জীবনে একমাত্র সম্বল।

হঠাৎ দূরে সবুজ মাঠের মধ্যে ঘোড়ার গাড়িটাকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেলেন মাদাম গিলেরয়। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি গাড়ির পিছনের সীটে এ্যানেতের পাশে বার্তিন বসে ছিল। বার্তিন তাঁকে দূর থেকেই দেখতে পেয়ে রুমাল নাড়তে শুরু করে দিয়েছে। মাদাম গিলেরয়ও তা দেখে হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে। ছুটে নিচে নেমে গেলেন। বার্তিন খুব কাছে আসছে তাঁর, তার সঙ্গে কথা বলবেন, গল্প করবেন, একথা ভেবে হঠাৎ আনন্দের এক উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি।

ড্রইংরুমের সামনের হল ঘরে তাদের দেখা হলো। আবেগের সঙ্গে দুহাত বাড়িয়ে দিল বার্তিন। হায় হতভাগ্য মাদাম, তোমাকে আমায় আলিঙ্গন করতে দাও।

মাদাম গিলেরয় চোখদুটো বন্ধ করে বার্তিনের বুকের উপর ঢলে পড়ে গাল বাড়িয়ে দিলেন। বার্তিন তার ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করল সে গালে। মাদাম গিলেরয় বার্তিনের কানে কানে চুপি চুপি বললেন, আমি তোমাকে ভালবাসি।

মাদাম গিলেরয়ের হাতটা তার হাতের মধ্যে ধরে রেখে বার্তিন বলল, কই তোমার মুখটা ভাল করে দেখি।

মাদাম গিলেরয়ের মনে হচ্ছিল হঠাৎ তাঁর হার্টটা কাঁপছে। বার্তিন বলল, হ্যাঁ, বদলে গেছে কিছুটা, তবে এটা এমন কিছু নয়।

বার্তিনকে ধন্যবাদ দেবার জন্য মাদাম গিলেরয় আমতা আমতা করে বললেন, ·হে আমার প্রিয়তম বন্ধু।

হঠাৎ বার্তিন বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এ্যানেত যেন কাঁদছে।

মাদাম গিলেরয় বললেন, কেন?

বার্তিন বলল, আবার বলছ কেন? স্টেশনে ওকে একা দেখে আমি ত ঘাবড়ে

www.BanglaBook.org

গিয়েছিলাম। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আমাকে ঠকাবার জন্যই যেন তুমি ওকে একা পাঠিয়েছ।

বার্তেন জোরে হাঁক দিল, এ্যানেত।

ঘোড়াকে তখন খাওয়াচ্ছিল এ্যানেত। সেখান থেকে সাড়া দিল এ্যানেত, হ্যালো।

এখানে এস।

এ্যানেত ছুটে চলে এল।

এবার তোমার মার পাশে দাঁড়াও।

ওরা মা ও মেয়েতে পাশাপাশি দাঁড়ালে বার্তেন ওদের তুলনা করে দেখতে লাগল। বার্তেন যন্ত্রের মত বলে চলল, হ্যাঁ, এটা বিস্ময়কর ঠিক। তবে প্যারিসে থাকাকালে ওরা দুজনে দেখতে আরো একরকমের ছিল। ইতিমধ্যে এই কালো পোশাকের মধ্যেও মেয়েটির যৌবন ঠিক অক্ষত আছে। কিন্তু মা তার চুল আর গায়ের রঙের সেই উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে যে উজ্জ্বলতা একদিন এই শিল্পীর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল।

এরপর বার্তেন মাদাম গিলেরয়ের সঙ্গে ড্রইংরুমে গেল। বার্তেন আনন্দের সঙ্গে বলল, এখানে এসে কি ভালই না করেছি। না, এ পরিকল্পনাটা তোমার স্বামীই আমাকে দিয়েছিলেন। তিনিই তোমাকে প্যারিসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমি কি বলতে চাই তা বুঝতে পারছ কি? না পারছ না। আমি বলতে চাইছি, আমরা এখানে থেকে যাব। এই গরমে প্যারিস অসহ্য। কিন্তু গাঁয়ে কি মজা, কি আনন্দ!

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে অদূরে পার্কের গাছগুলো কাঁপছিল। পৃথিবীর মাটি থেকে হালকা স্বচ্ছ একটা পাতলা আবরণ ধীরে ধীরে দিগন্তের উপর উঠে ছড়িয়ে পড়ছিল। দূরে মাঠের মাঝখানে চাষী ও রাখালদের কথার অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছিল।

প্রাণভরে নিঃশ্বাস টানল বার্তেন। মাদাম গিলেরয়কে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে বলল, একেই বলে প্রকৃত সুখ।

মাদাম গিলেরয় বললেন, কিন্তু এ সুখ বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

এ যখন আসে আমাদের জীবনে তখন তাকে ধরে রেখে দিতে হয়।

মাদাম গিলেরয় হাসলেন। তুমি কখনো গ্রাম ভালবাসতে না।

এখন ভালবাসছি, কারণ তুমি এখানে আছ। তুমি যেখানে নেই সেখানে আমি থাকতে পারি না। আমাদের যখন যৌবন থাকে তখন আমরা দূর থেকেও ভালবাসতে পারি। চিঠি চিন্তা আদর্শ প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে পারি দূর থেকে। তখন আমাদের অন্তরের বাসনা ব্যাকুলতার থেকে আমাদের আবেগের শক্তি বেশী থাকে। কিন্তু এখন এই বার্ধক্যকালে অন্তরের সে আবেগ থাকে না। এখন মানুষের প্রেমও দুর্বল হয়ে যায়। এখন সে প্রেম আদর্শ কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে উড়তে পারে না। এখন দুর্বল অবসন্ন প্রেম মানুষের দুর্বল অন্তরাত্মাকে সান্ত্বনা দেয়। হাতের কাছে যা কিছু পায় তাকেই উপভোগ করতে থাকে।

হায় আমার বৃদ্ধ প্রেমিক! বার্তেনের একটা হাত ধরলেন মাদাম গিলেরয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যিই আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। আমার চুল, আমার পরিবর্তনশীল মন মেজাজ, আমার বিষাদ—সব কিছুই আমার বার্ধক্যের আগমন ঘোষণা করছে। আমার বয়স যখন তিরিশ ছিল তখন যদি কেউ আমায় বলত, একদিন তোমার এ দিন আসবে, এক অকারণ বিষাদে তোমায় আচ্ছন্ন করে ফেলবে আমি তখন বিশ্বাস করতেই পারতাম না। কিন্তু আজকের এই অকারণ বিষাদই আমায় বলে দিচ্ছে আমি বুড়ো হয়েছি।

এক গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মাদাম গিলেরয় বললেন, আমার কথা যদি বল তাহলে বলব, আমার অন্তরে এখনো যৌবন রয়ে গেছে। সে অন্তরের কোন পরিবর্তন হয়নি। যেন মনে হচ্ছে আমার বয়স মাত্র কুড়ি বা ষোল।

খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তারা এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে লাগল। তারা দুজনেই খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, গোধূলির সময় দিন ও রাত্রি যেমন গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে পরস্পরকে।

একজন চাকর এসে খবর দিল, খাবার দেওয়া হয়েছে।

মাদাম গিলেরয় জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মেয়েকে বলেছ?

উনি খাবার টেবিলেই অপেক্ষা করছেন।

ওরা তিনজন খাবার টেবিলে গিয়ে বসল। জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দুটো বড় বাতির আলোয় এ্যানেতের মুখখানা আলোকিত হয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল কে যেন সোনালী পাউডারের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে তার মুখে। বার্তিন তার মুখ থেকে চোখ দুটো সরিয়ে নিতে পারছিল না। ও ভগবান! তাকে কালো পোশাকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে।

এ্যানেতের রূপের প্রশংসা করেই বার্তিন তার মার মুখপানে তাকাল। এই সুন্দর বস্তু দেখার আনন্দ তাকে দান করার জন্য যেন ধন্যবাদ দিল তাঁকে।

খাবার পর ড্রইংরুমে আবার ফিরে এল তারা। পার্কে গাছের মাথায় চাঁদ উঠেছে। ওদিকে কুয়াশাঢাকা মাঠটাকে সমুদ্রের মত দেখাচ্ছিল। সেই সমুদ্রের মাঝে পার্কটাকে একটা দ্বীপের মত মনে হচ্ছিল। এ্যানেত সে দৃশ্য দেখে বলল, চল মা, আমরা বেড়িয়ে আসি।

মাদাম গিলেরয় রাজী হলেন।

আমি জুলিওকে নিয়ে যাব সঙ্গে।

হ্যাঁ, তা নিতে পার।

ওরা সবাই বেরিয়ে পড়ল। কুকুরটার সঙ্গে খেলা করতে করতে এ্যানেত আগে আগে চলল। গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোর রশ্মিগুলো বাঁকা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বনপথে। এ্যানেত কালো পোশাক পরে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছিল এখানে সেখানে। কালো পোশাকপরা দেহের উপরে তার ফর্সা মুখখানা দেখে তাকে এক দেবদূতের মত মনে হচ্ছিল। বার্তিন প্রায়ই এ্যানেতকে ডাকাডাকি করছিল আর এ্যানেত এখানে সেখানে ছুটে ছুটে পালাচ্ছিল। আর এ্যানেতকে কাছে না পেয়ে তার মার হাতটা ধরে তাঁকে চুম্বনের জন্য তাঁর ঠোঁটদুটো খুঁজতে লাগল।

অবশেষে তারা বন পার হয়ে সমতল প্রান্তরে এসে হাজির হলো। দুধের মত সাদা চাঁদের আলোয় সামনের গোটা দিগন্তটা ছেয়ে আছে। চন্দ্রালোকিত সেই বিশাল প্রান্তরের উজ্জ্বল নীরবতাটাকে কেমন যেন জীবন্ত মনে হচ্ছিল। গ্রীষ্মরাত্রির সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্পর্শশীতল চাঁদের আলোতে এক অকারণ প্রত্যাশা আর এক অনির্বচনীয় আশার মাধুর্য যেন ঝরে পড়ছিল।

এ্যানেত তার কুকুরটাকে নিয়ে খেলা করছিল। বার্তিনকে একা পেয়ে মাদাম গিলেরয় বললেন, এই ধরনের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তগুলো কেন এত তাড়াতাড়ি চলে যায়? কেউ তা ধরে রেখে দিতে পারে না। এমন কি সে মুহূর্ত ভালভাবে আস্বাদন করতে না করতেই তা চলে যায়।

অলিভার মাদাম গিলেরয়কে একটা চুম্বন করে হেসে বলল, আজকের এই সন্ধ্যায় আমি কোন দর্শনের কথা বলতে চাই না। আমি বর্তমানের এই আনন্দের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাই শুধু।

মাদাম গিলেরয় চুপি চুপি বললেন, আমি তোমায় যতখানি ভালবাসি তুমি কিন্তু আমায় ততখানি ভালবাস না।

হ্যাঁ, আমি তোমায় ততখানিই ভালবাসি।

তাকে বাধা দিয়ে মাদাম গিলেরয় বললেন, না, খাবার আগে তুমি নিজেই তা ভালভাবে বলেছ। তুমি আমার মধ্যে এমন এক নারীকে ভালবাস যে তোমার অন্তরের প্রয়োজন মেটাতে পারে। যে তোমার জীবনে ঈপ্সিত সুখ এনে দিতে পারে। এটা আমি জানি, অনুভব করি। তবু তোমার কোন না কোন কাজে লাগতে পারলে আমি অপরিসীম আনন্দের উত্তাপ অনুভব করি! তুমি আমার মধ্যে ভালবাস সেই সব বস্তুকে যা তোমাকে আনন্দ দেয় অর্থাৎ তোমার প্রতি আমার অনুরাগ, আসক্তি, অকুণ্ঠ নির্ভরতা, আমার পরিমার্জিত বুদ্ধি, আমার গুণ সম্বন্ধে লোকের প্রশংসা—আমার এই সব গুণগুলো তোমার ভাল লাগে। কিন্তু আমাকে আসলে তুমি ভালবাস না। বুঝতে পারলে?

বার্তিন হেসে বলল, না বুঝতে পারলাম না। এ তিরস্কার এ ভর্ৎসনা অপ্রত্যাশিত।

মাদাম গিলেরয় বললেন, হা ভগবান, আমি ভাবলাম, আমি তোমাকে কত গভীর ভালবাসি তা বোঝাতে পেরেছি। যখনি তোমার কথা ভাবি তখনি আমার দেহ-মনের গভীরে এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করি, তখন তোমাকে আরো কিছু দিতে মন চায়। মনে হয় আমি যেন তোমাকে আমার সবকিছু এ আমার আমিকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করি। ভালবাসার মানুষকে দেহ মনের সবকিছু নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার মত আনন্দ আর কিছুতে পাওয়া যায় না। যত দেওয়া যায় ততই আরো দিতে মন চায়। আমি তোমাকে এত ভালবাসি যে তোমার জন্য যেকোন দুঃখকেও ভালবাসি। যখন মনে হয় তুমি আর আমায় ভালবাসছ না তখন কত উদ্বেগ, কত ঈর্ষা, কত বেদনাই না ভীড় করে আসে মনে। আমি তোমার মধ্যে এমন একজনকে ভালবাসি যাকে শুধু আমিই খুঁজে পেয়েছি, যাকে জগতের অন্য কেউ চেনে না জানে না, যে মানুষটি আমার নিজস্ব, যার কখনো কোন পরিবর্তন হয় না, যে কখনো বার্ধক্যের দ্বারা জর্জরিত হয় না, যাকে আমি কোনদিন ভাল না বেসে পারি না। কিন্তু এসব কথা ত মুখে বলা যায় না। এসব কথা ঠিকমত বলার কোন ভাষা নেই।

বার্তিন খুব নিচু গলায় বারবার বলতে লাগল, এ্যানি—আমার প্রিয়তমা এ্যানি।

এ্যানেত তখনো হোটাহুটি করতে লাগল জুলিওকে নিয়ে। মাদাম গিলেরয় বার্তিনের উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, আর আমি হাঁটতে পারছি না।

www.BanglaBook.org

তারা সেই বনপথের ভিতর দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো। মা ও মেয়ের মাঝখানে বার্তিন নীরবে হাঁটতে লাগল; দুদিকে দুটি নারীর স্পর্শে অভিভূত হয়ে পড়ল যেন তার সব চেতনা। সে কারো পানে তাকাচ্ছিল না; তার ডাইনে বাঁয়ে কে আছে, কে মা কে মেয়ে তা দেখছিল না; সে শুধু তাদের স্পর্শের নিবিড়তাকে অনুভব করছিল।

ইচ্ছে করেই মা ও মেয়েকে আপন অন্তরের নিভৃতে মিশিয়ে দিচ্ছিল বার্তিন আর এই অভেদকল্পনার স্বেচ্ছাকৃত ভ্রান্তির মধ্যে নিজেকে ধরা দিতে ভাল লাগছিল তার। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগছিল মনে, এই মা ও মেয়ে কি এক নারী নয়? তার প্রতি তার পুরনো ভালবাসাটাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার জন্যই কি মা মেয়ে হয়ে জন্ম নেয়নি পৃথিবীতে।

এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে পথ হাঁটছিল বার্তিন। চোখ খুলে দেখল তারা বাড়ি পেঁছে গেছে। তার মনে হলো এতক্ষণ সে জীবনের ক'টি চরম আনন্দের মুহূর্ত কাটাচ্ছিল। দুটি নারীর দেহ-মনের সুষমা হতে বিচ্ছুরিত এক আশ্চর্য-নিবিড় কামনার অখণ্ড অনির্বচনীয় আবেগ উতল এই সব মুহূর্তের আস্বাদ জীবনে এর আগে কখনো পায়নি।

ঘরের মধ্যে বাতির আলোর সামনে দাঁড়িয়ে বার্তিন বলল, আজকের সন্ধ্যেটা কী আনন্দেই না কাটল!

এ্যানেত অমনি বলে উঠল, আমার ত মোটেই ঘুম আসছে না। এমন সুন্দর চাঁদের আলোয় আমি সারারাত হেঁটে বেড়াতে পারি।

মাদাম গিলেরয় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন রাত সাড়ে এগারোটা। এবার আমাদের শুতে যাওয়া উচিত।

তারা সবাই যে যার ঘরে চলে গেল।

পরের দিন সকালে মাদাম গিলেরয়ের ঘরে তাঁর ঝি চা নিয়ে এসে জানালা খুলে বলল, মাদামকে আজ কিন্তু বেশ ভাল দেখাচ্ছে।

তোমার তাই মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, মাদামের মুখখানা আজ বেশ শান্ত ও সজীব দেখাচ্ছে!

নিজের মুখখানার দিকে না তাকিয়েও মাদাম গিলেরয় বুঝতে পারলেন, কথাটা সত্যি। তাঁর অন্তরটা বেশ হাল্কা হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যে বেশ একটা আত্মপ্রত্যয় আর আনন্দের ভাব এসেছে। তাঁর শিরায় শিরায় প্রবাহিত রক্তস্রোতের মধ্যে একটা সজীবতা ও উষ্ণতা আছে, কিন্তু আগেকার দিনের অহেতুক উত্তাপ আর অশান্ত চঞ্চলতা নেই।

ঝি চলে গেলে বড় আয়নার সামনে প্রসাধনদ্রব্যগুলোর মাঝখানে বসে মাদাম গিলেরয় দেখলেন, তাঁর মুখখানাকে সত্যিই ভাল দেখাচ্ছে। তাঁর বয়স যেন অনেক কমে গেছে। তাঁর গায়ের রঙে আর সে মলিনতা নেই, তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ঠোঁটদুটোতে একটা লাল আভা ফুটে উঠেছে। তিনি ভাবলেন, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি একেবারে সেরে উঠবেন। অনেকক্ষণ ধরে সেখানে একা একা বসে থাকার পর নিচের তলায় নেমে গেলেন মাদাম গিলেরয়। চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, মঁসিয়ে বার্তিন কোথায়?

চাকর উত্তর করল, মঁসিয়ে বার্তিন বাগানে দিদিমণির সঙ্গে টেনিস খেলছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পনের, তিরিশ, চল্লিশ' একের পর এক ওদের গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন মাদাম গিলেরয়। বার্তিনের গলার স্বরটা মোটা আর এ্যান্নেতের স্বরটা পাতলা আর তীক্ষ্ম।

আপেল গাছে ভর্তি বাগানটার চারদিকে নানা রকমের ফুলগাছ। কালো স্কার্ট পরা এ্যান্নেত ছুটোছুটি করছিল, খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে উঠছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের ক্রীড়াকৌশলের কাছে যেন পেরে উঠছিল না। বার্তিন সাদা ফ্লানেলের পায়জামা আর শার্ট পড়েছিল, মাথায় ছিল তার সাদা টুপী।

এ্যান্নেত তার মাকে দেখতে পেয়ে বলল, এক মিনিট দাঁড়াও।

বার্তিন তখন খেলাতে এমনই মত্ত হয়ে উঠেছে যে মাদাম গিলেরয়কে দেখে একবার শুধু উদাসীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ পর বলল, আমায় ক্ষমা করবে। একটু অপেক্ষা করো।

মাদাম গিলেরয় উত্তর করলেন, নিশ্চয়।

কিছুটা বিষণ্ণ বোধ করলেন মাদাম গিলেরয়। একা একা তাঁর ভাল লাগছিল না। তবু মাঠের বাইরে একধারে বসে ওদের খেলা দেখতে লাগলেন। বার্তিন একবার চীৎকার করে মাদাম গিলেরয়কে লক্ষ্য করে বলল, দেখ দেখ, তোমার মেয়েকে আজকের দিনের আলোর মতই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

মাদাম গিলেরয়ের মনটা আরো খারাপ হয়ে উঠল। তাঁর কাছে ঘন হয়ে বসে তাঁর দেহের উষ্ণতা তাঁর জীবনের উত্তাপ অনুভব করার থেকে এই খেলাটাকে বেশী পছন্দ করছে বার্তিন, একটি ক্রীড়াচঞ্চল বালিকার আনন্দোচ্ছ্বাস দেখে এক শিশুসুলভ সজীবতায় ফেটে পড়তে চাইছে সে। এই সব ভেবে আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন তিনি।

লাঞ্চের ঘণ্টা বাজতেই ওদের খেলা শেষ হলো। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মাদাম গিলেরয়। বার্তিনের হাত ধরে তার উপর ভর দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। বার্তিন বলল, মাঝে মাঝে শিশুদের মত এমনি করে ছুটতে হয়। সেটা ভয়ংকরভাবে ভাল লাগে, মনে হয় আমরা হারানো শৈশব ফিরে পেয়েছি।

লাঞ্চ খাওয়ার পর ওরা কবরখানায় গেল। এ্যান্নেত ও মাদাম গিলেরয় দুজনেই নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। দুজনেই বিড় বিড় করে কিছু প্রথাগত প্রার্থনার কথা উচ্চারণ করল। মাদাম গিলেরয়ের মনে হলো তাঁর মার প্রতি শোক-দুঃখের এই নিবিড়তা মাটি ভেদ করে পৃথিবীর অন্ধকার গভীরে গিয়ে তাঁর মৃত মাকে স্পর্শ করবে। নতুন করে ঈশ্বর-বিশ্বাস জেগে উঠল মনে, ভাবলেন যেকোন আসন্ন বিপদ ও অপরিহার্য দুঃখের হাত থেকে একমাত্র ঈশ্বরই রক্ষা করতে পারে মানুষকে।

প্রার্থনারত অবস্থায় মা ও মেয়েকে দেখে বার্তিনের দুঃখ হলো, সে একটা ছবির স্কেচ করে নিতে পারল না।

বাড়ি ফেরার সময় তারা মানবজীবনের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু এ আলোচনায় কোন রস না পেয়ে এ্যান্নেত পথের ধারে ফুল তুলতে লাগল। কিন্তু বার্তিন তাকে সব সময় কাছে কাছে রাখতে চাইছিল। তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে চাইছিল। সে তার কথা শুনছে না, তার মত তার উপর প্রভুত্ব করতে পারছে না—একথা ভেবে মনে মনে কিছুটা দুঃখিত হলো বার্তিন। তার

www.BanglaBook.org

মনে হলো এ্যান্নেত যেন পাখির মত স্বাধীন, অবাধ স্বাধীনতার এক উন্মাদনা জেগেছে যেন তার রক্তে।

এ্যান্নেতকে আটকে রাখার জন্য তাকে খুশি করার জন্য অনেক মজার মজার গল্প ফাঁদল বার্তিন। কিন্তু হাওয়ার মতই কথাগুলো এ্যান্নেতের কানের পাশ দিয়ে চলে গেল যেন। একসময় এ্যান্নেত কাছে এলে তার একটা হাত ধরে ফেলল বার্তিন। এ্যান্নেত তা ছাড়িয়ে নিতে পারল না। বার্তিন তাকে বলল, তুমি কোন ফুল ভালবাস? সেই ফুলের রঙের একটা পাথর গড়িয়ে দেব তোমায়।

এ্যান্নেত বলল, পান্নার মত সবুজ।

বার্তিন বলল, ঠিক আছে, তাই পাবে। প্যারিসে গিয়ে দোকানে অর্ডার দেব।

এ্যান্নেত বলল, কতদিন লাগবে?

বার্তিন বলল, আমরা দোকানদারকে তাড়া দেব।

এ্যান্নেত একটু ভেবে বলল, কিন্তু এখনো আমাদের শোক-দিবস চলছে, আমি তা পরতে পারি না।

বার্তিন বলল, পরতে না পারলেও তুমি তা দেখতে পাবে।

গতকালকার সন্ধ্যার মতই আজও আবার মা ও মেয়ের মাঝখানে দুজনেরই দেহের মিষ্টি সীমার মধ্যে থেকে পথ চলতে লাগল বার্তিন। কালকের মত আজও দুজনেরই মধ্যে থেকে এক অভিন্ন নারীমূর্তিকে দেখতে পেল। দুজনের সঙ্গে পালাক্রমে কথা বলতে লাগল বার্তিন। মেয়ের মধ্যে মার হারানো যৌবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও সজীবতাকে পুনরুজ্জীবিত দেখতে পেল সে। আর তাই দেখে মার প্রতি তার দীর্ঘকালের পুরনো আসক্তিটা নতুন করে জেগে উঠল যেন। তার হাসি তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি অতীতের কথা মনে পড়িয়ে দিল তার। অতীতে তার মাকে চুম্বন করে যে আস্বাদ পেয়েছে সেই আস্বাদের জন্য ঠোঁট দুটো তার আবার উন্মুখ হয়ে উঠল।

তবে বার্তিনের মনে হলো; এ্যান্নেতের মা অতটা ছটফটে ছিল না যৌবনে। কারণ সে বরাবর শহরের কোন এক ছায়াচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে মানুষ হয়েছে ছোট থেকে; এ্যান্নেতের মত এমন অবারিত গ্রাম্য পরিবেশে উদার উজ্জ্বল সূর্যালোকের মধ্যে বেড়ে ওঠেনি।

সব কিছুই ভাল লাগছিল বার্তিনের। ছোট ছেলের মত লাফাতে ঝাঁপাতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। 'আমাকে তোমার মুখখানি দেখতে দাও' গানখানি বারবার গাইতে লাগল বার্তিন। আশ্চর্য হয়ে গেল সে তার এই আকস্মিক ভাবান্তরে। গতকাল প্যারিসে থাকাকালে তার সবকিছুই খারাপ লাগছিল, তার আজ সবকিছুই ভাল লাগছে, সব কিছুতেই তৃপ্তি বোধ করছে। মনে মনে বলল, হে ভগবান, আমার মনের মত এইভাবে দেহটাকেও যদি বদলে দিতে পারতে, যদি আমার হারানো যৌবন ফিরে পেতাম!

ডিনারের পর বাইরে না বেরিয়ে তারা সারা সন্ধ্যেটা ড্রইংরুমে বসে কাটাল।

মাদাম গিলেরয় হঠাৎ বললেন, আমরা শীগগির চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

বার্তিন বলল, আমি আসার আগে তুমি রণসিয়ের ছেড়ে যেতে চাইছিলে না আর আমি আসার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যেতে চাইছ?

কিন্তু বন্ধু, আমরা এই তিনজনে ত আর অনির্দিষ্টকাল ধরে এখানে থাকতে পারি না।

www.BanglaBook.org

না, অনির্দিষ্টকালের কথা বলছি না ; আমি শুধু বলছি আরো কয়েকটা দিনের কথা। এর আগে আমি ত তোমার সঙ্গে এখানে গোটা সপ্তা কাটিয়েছি।

মাদাম গিলেরয় বললেন, হ্যাঁ তখন অবস্থাটা ছিল অন্যরকম।

এ্যানেত আবদারের সুরে বলল, মা, আর কয়েকটা দিন।

সেদিন সকালে মাদাম গিলেরয় ঠিক করলেন মনে মনে, আরো কিছুদিন অর্থাৎ রবিবার পর্যন্ত ব্যার্তিনের এখানে থাকার ব্যবস্থা করে উনি নিজে চলে যাবেন এখান থেকে। যেসব দিনগুলো কত সুখেই না কাটবে ভেবেছিলেন, সেসব দিন তাঁর মনে এনে দিয়েছে অনির্বচনীয় বিষাদ, অকারণ ভয় আর অস্পষ্ট আশঙ্কা।

অথচ এর কোন কারণ নিজেই খুঁজে পেলেন না মাদাম গিলেরয়। জানালা খুলে বাতাস উপভোগ করার জন্য প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলেন।

হঠাৎ চোখে পড়ল ব্যার্তিন চুরুট খেতে খেতে প্রাসাদের সামনে পার্কটায় একা একা বেড়াচ্ছে। এটা দেখে আরো দুঃখ হলো তাঁর মনে। কেন, এমন করে একা একা না বেড়িয়ে তাঁকে ত ডাকতে পারত। নিজের ঘরে শুতে যাবার পর হঠাৎ একা বার হলোই বা কেন ? তাঁকে আর বার্তিনের কোন প্রয়োজন নেই, তাঁর প্রতি বার্তিনের আর কোন কামনা নেই একথা ভেবে এক অহেতুক তিক্ততার এক অপরিসীম বিষাদের ঢেউ জেগে উঠল তাঁর অন্তরে।

জানালাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন মাদাম গিলেরয়, এমন সময় তাঁকে দেখতে পেল বার্তিন। নিচে থেকেই বলল, কী, আকাশের তারাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখছ নাকি ?

মাদাম গিলেরয় উত্তর দিলেন, তোমাকে দেখেও ত তাই মনে হচ্ছে।

আমি ? আমি ত চুরুট খাচ্ছি।

কথাটা না শুধিয়ে পারলেন মাদাম গিলেরয়। বললেন, তুমি বেড়াতে যাবে, কেন আমায় বললে না তখন ?

আমি শুধু একটা সিগারেট খাবার জন্যে বাইরে এসেছিলাম, এখনি চলে যাচ্ছি।

তাহলে ঠিক আছে। বিদায়।

জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে নিজের চেয়ারে এসে আবার বসলেন মাদাম গিলেরয়। কাঁদতে লাগলেন আপন মনে। চোখদুটো লাল হয়ে উঠল। সে রাতে ভাল ঘুম হলো না। দুঃস্বপ্নে বারবার ভেঙ্গে যেতে লাগল ঘুমটা। কেমন যেন জ্বর-জ্বর ভাব দেখা দিল গায়ে।

সকালে উঠে আয়নায় দেখতে পেলেন মাদাম গিলেরয়, তাঁর চোখদুটো ফুলে উঠেছে এবং গায়ের রংটা লাল আভা হারিয়ে হলদে হয়ে উঠেছে। মনটা ভারী হয়ে উঠল আবার বিষাদে। মনে হলো, শরীরটা খারাপ হয়েছে। ঠিক করলেন, বিছানাতেই সন্ধ্যে পর্যন্ত শুয়ে থাকবেন, বার হবেন না।

কিন্তু হঠাৎ চলে যাবার ইচ্ছা হলো তাঁর। প্যারিসের পর্দাঢাকা ঘরের ছায়ান্ধকারে তাঁর মুখখানাকে আবার সুন্দর দেখাবে। ঘাসেঢাকা মাঠে টেনিস খেলতেথাকা এ্যানেতের উজ্জ্বল মুখখানার ছবিটা হঠাৎ ভেসে উঠল তাঁর সামনে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কোন গ্রাম্য পরিবেশে মাঠে ঘাটে প্রদীপ্ত সূর্যালোকে তাঁর মেয়ের পাশে তিনি কখনো দাঁড়াবেন না। নিজের মেয়ের সৌন্দর্যে তিনি কি তবে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছেন ? না, কখনই তা নয়, তবে এখানকার এই উজ্জ্বল দিবালোকে তাঁর মেয়ের প্রদীপ্ত মুখখানার পাশে দাঁড়াতে সত্যিই লজ্জা করছিল তাঁর।

www.BanglaBook.org

ঘণ্টা বাজিয়ে ঝি চাকরদের ডেকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তের কথাটা জানিয়ে দিলেন। একঘণ্টার মধ্যেই সব ঠিকঠাক করে ফেললেন। সব ঠিক করে নিচে নেমে গেলেন। বার্তিন আর এ্যানেৎকে তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথাটা আগেই জানানো হয়েছিল। তারা দুজনেই এতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রশ্নের উত্তরে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি মাদাম গিলেরয়। প্যারিস স্টেশন পর্যন্ত পথে একটাও কথা বলেনি বার্তিন।

প্যারিস স্টেশনে নেমে বার্তিনের সঙ্গে করমর্দন করার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মাদাম গিলেরয় বললেন, আগামীকাল ডিনারে আসবে?

হ্যাঁ আসব, তবে এটা ভাল করলে না। ওখানে আমরা তিনজনে বেশ ছিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাদাম গিলেরয়ের হঠাৎ মনে হলো, তিনি যেন একটা বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন। কিন্তু কিসের বিপদ? তা তিনি জানেন না। তাঁর মনে হলো কে যেন তাঁকে এনে দিয়েছে এক উজ্বল আশ্বাস। কিন্তু কিসের আশ্বাস? তা তিনি জানেন না। তিনি যেন তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু কেন, কি করে? তা তিনি বলতে পারবেন না।

প্যারিসের বাড়ির উঠোনে গাড়িটা থামতেই ব্যস্ত হয়ে নেমে পড়লেন মাদাম গিলেরয়। উঠোন পার হয়ে এমনভাবে তিনি বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন মনে হল কে যেন তাঁকে তাড়া করেছে। প্রথমে সিঁড়ি, তারপর বসার ঘর ও পরে শোবার ঘরের প্রায়ান্ধকার ছায়ার নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি যেন ক্রমশঃ ঢুকে গেলেন।

ডিনার খাবার সময় নিচে নেমে এলে তাঁর স্বামী বললেন, আমি জানতাম বন্ধু বার্তিন তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। আমি তাঁকে পাঠিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম।

এ্যানেত গম্ভীরভাবে বলল, তাঁর অনেক কষ্ট হয়েছে এতে, মা কিছুতেই আসতে চাইছিলেন না।

কথাটা শুনে কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন মাদাম গিলেরয়।

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অনেক দোকান ঘুরে মনোমত কিছু পোশাক কিনলেন মাদাম গিলেরয়। আয়নায় দেখলেন তাতে তাঁকে ভালই মানিয়েছে। ডাচেসীর কাছ থেকে একটা নোট পেলেন, তিনি সন্ধ্যের সময় আসবেন।

সন্ধ্যের সময় বার্তিনও এল ডিনার খেতে। এসেই বলল, তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ডিনার খাওয়ার পর মঁসিয়ে গিলেরয় বার্তিনের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলতে শুরু করলেন। এমন সময় ডাচেসী ও গরবেল দম্পতি এসে হাজির হলো। তখন সকলে ড্রইংরুমে এসে বসল। প্রথমে অতিথিরা কিছু সান্ত্বনা ও সহানুভূতির কথা বলল। তাদের সকলকেই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তারপর আবার আলোচনার মোড় ঘুরল। মনে হলো শোকের একটা মেঘ কিছুক্ষণ ওদের উপর ছায়া বিস্তার করার পর হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরপর বাতিন একসময় উঠে পড়ে এ্যান্নেতের হাত ধরে তার মার ছবি দেখাতে নিয়ে গেল। ছবিটা সত্যিই আশ্চর্যজনক। মার ছবির পাশে দাঁড়ান জীবন্ত মেয়েকে ঠিক পৃথক করা যাচ্ছিল না।

ডাচেসী আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ্যানি, আমি তোমাকে দুবার কালো পোশাকে দেখলাম, তবু চিনতে পারিনি।

মাদাম গিলেরয়ের ছবিটার পাশে দাঁড়িয়েথাকা এ্যান্নেতকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন তার বোন। মিসাদো এসেই বলল, এটা একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম, এমন ছবি আমি খুব কমই দেখেছি।

গরবেলরাও পাঁচজনের মতটাকে একটু ঘুরিয়ে বলল, ছবিটা দেখে তারাও আশ্চর্য হয়েছিল। পাঁচজনের রসগ্রাহী প্রশংসার প্রতিটি কথার আঘাতে যেন নিষ্পেষিত হয়ে উঠছিল মাদাম গিলেরয়ের অন্তরটা। কোন কথা না বলে তিনি তাঁর ছবির পাশে দাঁড়িয়েথাকা এ্যান্নেতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সকলকে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলতে চাইলেন, হ্যাঁ, আমি জানি ও হয়েছে আমারি মত, একথা তোমাদের ঢাক পিটিয়ে বলতে হবে না।

শেষের দিকটায় আবার হতাশ হয়ে পড়লেন মাদাম গিলেরয়। আগের দিনের ফিরে পাওয়া আত্মবিশ্বাসটা আবার হারিয়ে গেল। বাতিন এসে তাঁর সঙ্গে গল্প বলতে শুরু করল একসময়। কিন্তু হঠাৎ মার্কুই দ্য ফারান্দাল আসতেই উঠে পড়ল। বেরিয়ে যাবার সময় আপন মনে বলে উঠল, সেই বড় বোকাটা আবার এসেছে।

ফারান্দালের অভিবাদন গ্রহণ করার পর মাদাম গিলেরয় বাতিনের খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী বললেন, আমি তাকে হঠাৎ চলে যেতে দেখেছি।

প্রথমটা বেশ বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। পরে মার্কুই-এর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে লাগলেন।

অতিথিরা আজ তাড়াতাড়ি চলে গেল। তাঁর এতবড় একটা দুঃখের পর তারা বেশীক্ষণ বিরক্ত করতে চাইল না তাঁকে। বিছানায় শুতেই আবার সেই পুরনো অস্বস্তিকর চিন্তাগুলো মাথায় এসে জুটল তাঁর। আবার মনে হলো তিনি যেন বুড়ী হয়ে গেছেন। এবার বেশ বুঝতে পারলেন, এতদিন লোকে শুধু তাঁর প্রশংসা করে এসেছে তাঁর বৈঠকখানায়। এবার সেখানে সকলেই তাঁর মেয়ে এ্যান্নেতের প্রশংসা করতে শুরু করেছে। সকলে এখন শুধু তার পানেই তাকায়, তারই রূপের গুণগান করে। তাই সিংহাসনচ্যুত সৌন্দর্যের রাণীর মত নিজেরই মেয়ের কাছ থেকে আসা এক আশ্চর্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঘাতে অভিভূত হয়ে উঠলেন নিজেই। তবে ভাবলেন, এ্যান্নেতের বিয়ে হয়ে গেলেই সে এখান থেকে চলে যাবে আর তখন তাঁর প্রেমিকের সামনে এ্যান্নেতের রূপের প্রশংসা আর তাঁকে শুনতে হবে না।

ঘুম এল না। কেমন যেন জ্বর-জ্বর করতে লাগল গাটা। সকালে উঠে খুব ক্লান্ত বোধ করছিলেন মাদাম গিলেরয়। তাই ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তারকে সব কথা খুলে বললেন তিনি। তাঁর স্নায়বিক ক্লান্তি, বিষণ্ণতা, তাঁর দেহগত সৌন্দর্যহানি, সব বললেন একে একে।

ডাক্তার সবকিছু শুনে বুঝল, মাদাম গিলেরয় তাঁকে তাঁর স্বাস্থ্যহানির জন্য ডাকেননি, ডেকেছেন সৌন্দর্যহানির জন্য। অবশেষে ডাক্তার বলল, আপনার রক্তহীনতা হয়েছে। ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ভালো খাওয়াদাওয়া করবেন। আমার

www.BanglaBook.org

নির্দেশমত ভাল মদ একটু বেশী খাবেন ; মনে রাখবেন, যারা স্বাভাবিকভাবেই রোগা তাদের কথা আলাদা, কিন্তু আপনি মোটা থেকে জোর করে রোগা হয়েছেন বলেই আজ আপনার এই অবস্থা। ঠিক আছে, আবার অল্পদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তার চলে গেলে অনেকটা সুস্থবোধ করতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ আবার বার্তিন এসে হাজির হলো। এসেই বলল, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম তোমরা এখনি কিছু করছ না ত?

না, কেন?

আর এ্যানেত?

না, সেও না।

তাহলে চারটের সময় একবার আমার বাড়িতে তোমরা আসতে পারবে?

কি জন্য?

একটা ছবি আঁকব। তোমার মেয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য এক বিশেষ ভঙ্গিমায় আমার সামনে দাঁড়ালে বাধিত হব। এ কথা তোমাকে আগেই বলেছিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাদাম অকারণে ইতস্ততঃ করছিলেন। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, নিশ্চয় প্রিয়তম, আমি বেলা চারটের সময় তোমার ওখানে যাব।

ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল বার্তিন।

বাজারে বেরিয়ে কিছু জিনিস কিনতে গিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন মাদাম গিলেরয়। আসার পথে একটা চার্চের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। প্যারিসের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করত তেমনি তিনিও করতেন। ঈশ্বরকে এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসাবে দেখতেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ধনী বুর্জোয়া। তিনি ধর্মচর্চা বা ঈশ্বরোপাসনা সম্পর্কে কোন নীতি জোর করে চাপিয়ে দেননি তাঁর মেয়ের উপর। ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরের কোন নিবিড় সম্পর্ক কোনদিন গড়ে ওঠেনি মাদাম গিলেরয়ের। কর্তব্যের খাতিরে স্বার্থের খাতিরে যেটুকু প্রার্থনা করার করেন। তাঁর স্বামীর প্রতি আচরণের মতই ঈশ্বরের প্রতি আচরণও ভণ্ডামিতে ভরা। যখন তাঁর মনে হচ্ছে বার্তিন তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। আবার বাবা মার মৃত্যুতেও শোকে ভেঙ্গে পড়ে ঈশ্বরের কাছে এক সকরুণ প্রার্থনায় ফেটে পড়েছেন।

চার্চের ভিতরটা একেবারে নীরব। সেই নীরবতার মাঝখানে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করছিলেন মাদাম গিলেরয়। হঠাৎ তাঁর কর্ণপটহের মধ্যে ঘড়ির কাঁটাটা যেন বিঁধে গেল। তাঁর খেয়াল হলো চারটের ঘণ্টা বাজছে। তাঁর মেয়েকে সঙ্গে করে অলিভারের বাড়ি যেতে হবে।

তাঁরা গিয়ে দেখলেন বার্তিন তার স্টুডিওতে ক্যানভাসের সামনে 'রভারি' বা দিবাস্বপ্ন ছবিটা আঁকার জন্য ভাবছে। একবার বার্তিন এ্যানেতের সঙ্গে পার্ক মন্‌কোতে বেড়াবার সময় একটি মেয়েকে খোলা বই হাতে চিন্তান্বিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছিল। এ্যানেতকে সেইভাবে বসিয়ে একটা ছবি আঁকার কথা ভাবছিল বার্তিন। কিন্তু সে ভাবছিল কিভাবে এ্যানেতকে বসাবে। সরল সাদাসিদে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবস্থায় অথবা সাজগোজ করা অবস্থায়। সরল সাদাসিদে অবস্থায় থাকলে এ্যান্নেতের ছবিটা দর্শকদের মনে দার্শনিক চিন্তার উদ্রেক করবে আর সাজগোজ করা অবস্থায় থাকলে তার সৌন্দর্যটা বেড়ে যাবে এবং তাতে দর্শকেরা আরো বেশী আকৃষ্ট হবে।

বার্তিন আরো ভাবল, সুন্দরী এবং সাজগোজকরা মেয়েরা ভাবতে ভাবতে একসময় তার জীবন ও সৌন্দর্যের প্রকৃত অর্থ বুঝে উঠতে পারে। কিন্তু যে স্বভাবতই সরল প্রকৃতির সে শুধু ভাবতেই থাকবে, তার স্বপ্নের কোন শেষ থাকবে না।

মা ও মেয়ে এসে গেলে বার্তিন বলল, তাহলে মাদময়জেল, এসে গেছ? আমরা দুজনে কিছু কাজ করব।

এরপর বার্তিন মাদাম গিলেরয়কে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মেয়ে কি বই পড়তে ভালবাসে?

ওকে ভিক্টর হুগোর কোন বই দাও।

বার্তিন হুগোর একটা কবিতার বই দিল এ্যান্নেতের হাতে। তারপর সে বইএর একটা পাতা খুলে দিয়ে তাকে বলল, এইখানটায় পড়, গভীরভাবে পড়, প্রতিটি শব্দ মদের মত গিলে ফেল। তারপর বইটা বন্ধ করে মুখ তুলে ভাবতে থাক। স্বপ্ন দেখতে থাক।

বার্তিন তার টুলটা ঠিক করে নিল। এ্যান্নেতকে আলোর কাছে একটা বেতের রঙ করা চেয়ারে বসাল। আজ হতে বারো বছর আগে এই ঘরে তার মাকে বসিয়ে তাঁকে মডেল করে ছবি এঁকেছিল বার্তিন। আজ আবার দীর্ঘ দিন পরে সেই পুরনো আবেগটা তার ফিরে এল।

পড়া শেষ করে মুখ তুলে সামনে তাকিয়ে রইল এ্যান্নেত। বার্তিন তার কাছে গিয়ে দেখল, তার চোখের কোণ থেকে দুটি জলের ফোঁটা গড়িয়ে ঝরে পড়ল নীরবে। বার্তিন তার মাকে লক্ষ্য করে বলল, দেখ দেখ, ওকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!

কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করল বার্তিন, কেমন যেন এক অজানা ভয়ের কালিমায় সারা মুখখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে মাদাম গিলেরয়ের। বার্তিন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, ব্যাপার কী?

মাদাম গিলেরয় উঠে পড়লেন, বার্তিনকে পাশের ঘরে হঠাৎ ডেকে নিয়ে গিয়ে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, অলিভার, দয়া করে তুমি আর ওকে নিয়ে ছবি এঁকো না।

আশ্চর্য হয়ে অলিভার বলল, কিন্তু কেন?

কেন? বুঝতে পারছ না কেন? এখন বুঝলাম ব্যাপারটা, কিন্তু আরো আগে আমার বোঝা উচিত ছিল।—যাই হোক এখন আর আমি কিছু বলতে পারব না। আমার মেয়েকে বলে দাও আমি অসুস্থ। আমাকে একটা গাড়ি ডেকে দাও। ঘণ্টাখানেক পরে আমার সঙ্গে নির্জনে দেখা করো। সব বলব।

ওদিকে এ্যান্নেত কিছুই বুঝতে পারেনি। সেই বই-এর সেই সকরুণ রোমাণ্টিক কাহিনীটা আবার একবার পড়ে ফেলল এর মধ্যে। মনটা তার সত্যিই বিষণ্ণ হয়ে উঠল আরো।

বার্তিন তার মার অসুস্থতার কথা বলতে এ্যান্নেত পাশের ঘরে গিয়ে দেখল তার

www.BanglaBook.org

মার চোখে জল। বিষাদে অবসাদে কেমন যেন ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি। তখন দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বার্তিন সেখানে গিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ তাই দেখে বলল, গাড়ি তৈরী।

ওদের বিদায় দিয়ে বার্তিন ঘরে একা বসে ভাবতে লাগল, ব্যাপারটার কারণ কি? কেন এমন হলো? তবে কি মাদাম গিলেরয় বার্তিনকে সন্দেহের চোখে দেখেন? তিনি কি আশঙ্কা করেন, বার্তিন তাঁর মেয়েকে ভালবাসে? কিন্তু এত নীচ কথা তিনি ভাবতে পারেন? বার্তিনকে এতখানি ছোট মনে করতে পারেন? যাইহোক, কিছু পরে সে নিজে গিয়ে তাঁর সামনে এসব কথার চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেলবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল বার্তিন। কি কি বলবে সব ভেবে ঠিক করে রাখল মনে মনে। তাঁর এই নোংরা সন্দেহের বার্তিন উপযুক্ত জবাব দেবে।

বার্তিন গিলেরয় বাড়ি গিয়ে দেখল মাদাম গিলেরয় একটা সোফাতে শুয়ে রয়েছেন। সে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, এবার বল প্রিয়তমা, একটু আগে যে কাণ্ডটা করলে তার মানে কি?

মাদাম গিলেরয় ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বললেন, তুমি কি তা বুঝতে পারছ না?

না, আমি বলছি তা বুঝতে পারছি না।

তুমি তোমার আপন অন্তরের পানে একবার তাকিয়ে দেখ অলিভার।

আমার অন্তর?

হ্যাঁ, তোমার অন্তরের তলদেশে।

বুঝতে পারছি না, খুলে স্পষ্ট করে বল।

তোমার অন্তরের তলদেশে খুঁজে দেখ সেখানে তোমার ও আমার পক্ষে ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক কিছু পাও কিনা।

বার্তিন বলল, না, যদি কিছু থাকে ত সে তোমার কল্পনায়।

যাইহোক, ধাঁধা ছেড়ে আসল কথা খুলে বল।

মাদাম গিলেরয় বার্তিনের হাতদুটো ধরে বললেন, একটু সাবধানে থাকবে। মনে হচ্ছে তুমি আমার মেয়ের প্রেমে পড়তে যাচ্ছ।

সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল বার্তিন। একজন নির্দোষ মানুষ যেমন করে কোন মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করে মরিয়া হয়ে সেও তাই করতে লাগল। এই ধরনের সন্দেহ পোষণ করার জন্য সে মাদাম গিলেরয়কেই অভিযুক্ত করল।

অন্তরটা যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল মাদাম গিলেরয়ের। তবু তিনি বার্তিনের কথা মোটেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি বললেন, আমি তোমাকে ঠিক সন্দেহ করছি না। আমি বলছি না তুমি এ্যানেতকে দেখে করতে চাইছ। তোমার সততায় আমার কোন অবিশ্বাস নেই। আমি শুধু বলছি তোমার অন্তরটায় খোঁজ করে দেখ আমার মেয়ের প্রতি তোমার স্নেহটা সামান্য বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আর অন্য কিছু কি না।

বার্তিন রেগে গেল। উত্তেজিত হয়ে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চাইল।

মাদাম গিলেরয় তার সব কথা ধৈর্য ধরে শোনার পর ম্লান মুখে সহজভাবে বললেন, অলিভার, আমি তা জানি। তবে তুমি বুঝে দেখ, আমার মেয়ে ঠিক আমার মতই দেখতে। তুমি যখন যৌবনে আমাকে ভালবাসতে তখন আমি যেমন ছিলাম, ও এখন হয়েছে ঠিক তেমনি।

www.BanglaBook.org

বার্তিন বলল, সে আমাকে ভালবাসে, আমার মেয়ে আমার মত দেখতে সুতরাং সে আমার মেয়েকেও ভালবাসবে এই ভ্রান্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করে তুমি আমায় অভিযুক্ত করতে পার না।

মাদাম গিলেরয়ের মুখখানা আরও মলিন হয়ে গেল। বার্তিন বলল, শোন এ্যানি, আমি তোমার মেয়েকে ভালবাসি, কারণ আমি তার মধ্যে তোমাকেই খুঁজে পাই। আমি শুধু তোমাকেই ভালবেসে যাই তার মধ্য দিয়ে।

হ্যাঁ, সেইটাই আমায় আঘাত দেয়। আর সেইটাই ভয়ের কথা। তুমি তোমার অনুভূতিটাকে চিরে চিরে বিচার বিশ্লেষণ করে এখনো দেখনি। দেখলে বুঝবে আর তুমি নিজের সঙ্গে নিজে প্রতারণা করবে না।

এ্যানি, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

আমি তোমাকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব?

হ্যাঁ, দাও।

তিন দিন তুমি রণসিয়েরে যাওনি। কিন্তু আমাদের ফিরিয়ে আনার কথা হতেই তুমি সেখানে চলে গেছ।

তুমি অসুস্থ অবস্থায় সেখানে একা ছিলে বলে তোমাকে আনতে গিয়েছি, সেটা দোষের হয়েছে?

ঠিক আছে। কিন্তু এ্যানেতকে দেখার ইচ্ছাটা তোমার খুবই প্রবল। এত প্রবল যে তুমি আমাকে আজ তাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যেতে বললে। কারণ একটা দিনও তুমি তাকে না দেখে থাকতে পার না।

তুমি কি মনে কর, তোমার মেয়েকেই শুধু দেখতে চেয়েছি, তোমাকে না?

তুমি তোমার নিজের বিরুদ্ধেই তর্ক করছ। নিজের সঙ্গেই মিথ্যা কথা বলছ। কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারবে না। শোন, সেদিন সন্ধ্যায় মার্কুই দ্য ফারান্দাল এলে হঠাৎ তুমি চলে গিয়েছিলে কেন জান?

এবার হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল বার্তিন। কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, আমি—সত্যি সত্যিই এর কারণ জানি না। আমি ক্লান্ত ছিলাম। তবে সত্যিই এই নির্বোধ লোকটাকে আমি দেখতে পারি না।

কখন থেকে?

সব সময়।

কিন্তু একদিন তোমাকে ওর গুণগান করতে শুনেছি। একদিন তুমি ওকে ভালবাসতে। খুলে বল বার্তিন।

তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এমনই গভীর যে তোমার সম্পর্কিত সব কিছুকেই আমি ভালবাসতে পারি। তবে তোমাদের বাড়িতে ওকে আমি রোজ দেখতে চাই না।

তোমার সততায় আমি বিশ্বাস করি বার্তিন। আমি জানি আমার কথাটা তুমি গভীরভাবে ভেবে দেখবে। তুমি বুঝতে পারবে আমি তোমাকে একটা বিপদের প্রতি সচেতন করে দিলাম। এখনো সময় আছে, সেটা এড়াতে পার। সাবধান হও। যাক। এবার অন্য কথা বল।

একথা সেকথা বলে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে বার্তিন বাড়ি চলে গেল।

www.BanglaBook.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাড়ির পথে যেতে যেতে নিজের অন্তরটা তলিয়ে দেখল বার্তিন। সে সত্যি সত্যিই এখনো এ্যান্নেতের প্রেমে পড়েনি। তার মা দূর থেকে এই বিপদের আভাস পেয়ে একটা কালো কুৎসিত ঈর্ষা ও সংশয়ে কুটিল হয়ে উঠেছে এতখানি। মেয়েটাকে দেখতে তার ভাল লাগে ঠিক, কিন্তু নরম পশমের মত লোমওয়ালা বিড়ালের পিঠটাকে যেমন তার ভাল লাগে, যেমন সেটাকে হাত বোলাতে ইচ্ছা যায় ঠিক এ্যান্নেতকে ভাললাগাটাও তেমনি এক জৈব আসক্তি ছাড়া আর কিছুই না। একটা অলস অর্থহীন কামনা অকস্মাৎ স্নায়ুর মধ্যে কিছু কাঁপন জাগিয়ে মিলিয়ে যায় মুহূর্তে।

আর একটা কথা, মেয়েটাকে দেখলেই তার মার সেই হারিয়ে যাওয়া যৌবনটাক মনে পড়ে যায়। পুরনো কামনার আগুনটাকে ফুঁ দিয়ে যেন জাগিয়ে দেয় নতুন করে। এছাড়া এ্যান্নেতের প্রতি তার কোন স্বতন্ত্র আসক্তি নেই। তাছাড়া মানুষ জীবনে একবারই ভালবাসে। সে ভালবাসার পর চলার পথে আরো অনেককে অবশ্য ভাল লাগতে পারে আর তার থেকে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে, হৃদ্যতা, আসক্তি বা অন্তরঙ্গতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু আর ভালবাসা জাগতে পারে না। কারণ দুজন মানুষ কখনো এক হতে পারে না, আমাদের প্রথম ভালবাসার মানুষের মত দ্বিতীয় আর কোন মানুষ একেবারে এক হতে পারে না। কিন্তু মাদাম গিলেরয় আর তাঁর মেয়ে দুজনে একেবারে এক আর সেইজন্যেই তাঁর প্রতি তার ভালবাসার একটা অংশ সঞ্চারিত হয়ে আছে তাঁর মেয়ের মধ্যে। এতে বিপদের কি আছে? শুধু এক তরুণী যুবতীর মধ্যে তার মার হারানো যৌবনের আপাত পুনরভ্যুত্থানের মায়ার মধ্যে তার দৃষ্টি ও স্মৃতি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে কিছুটা। তবে তার অনুভূতি এখনো কোন ভুল করেনি। এখনো সে এ্যান্নেতের প্রতি সত্যিকারের কোন কামনার নিবিড়তা অনুভব করেনি।

নিজের বিবেককে প্রশ্ন করল বার্তিন, মার্কুই দ্য ফারাশ্দাল-এর প্রতি সে কি সত্যিই ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে? তা যদি হয়েই থাকে তাহলে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? পথে ঘাটে হোটেল রেস্তোরাঁয় নারীর ব্যাপারে যেকোন পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি ঈর্ষাবোধ না করে পারে না, সব সময়েই একে অন্যের এক অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে তার মার জন্য এ্যান্নেতের প্রতি তার একটু গভীরতর আগ্রহ আছে বলেই হয়ত তার ভাবি স্বামীর প্রতি একটা পাশবিক ঈর্ষা অনুভব করছে সে। কিন্তু এ ঈর্ষা থাকবে না। অল্পদিনের মধ্যেই সেটা চলে যাবে।

তবে একটা তিক্ততা রয়ে গেল বার্তিনের অন্তরে। সে বুঝতে পারল মাদাম গিলেরয়ের মনে যে সন্দেহ ঢুকেছে সে সন্দেহের বিষ তাদের দৈনন্দিন সম্পর্কটাকে বিষিয়ে তুলবে দিনে দিনে। এ্যান্নেতকে সে যা বলবে তাতেই সন্দেহ করবে তার মা। বিষণ্ণ মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এল বার্তিন। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যেতে লাগল।

ছবি আঁকতে চেষ্টা করল। একটা রাজপথের এককোণে এক অন্ধ গান করছিল — এই নিয়ে একটা ছবি আঁকার কাজে হাত দিয়েছিল; কিন্তু সে কাজটা কিছুতেই সম্পূর্ণ করতে পারল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি করবে কিছু খুঁজে পেল না। 'লিজেন্দে দ্য সিকলস' নামে সেই কবিতার বইখানা হাতে তুলে নিল। এ্যান্নেতকে এই বইটা দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম দু পাতা পড়ে আর পড়তে পারল না। ক্লাবে ডিনার খেতে যাবে, কিন্তু এখনো দু ঘণ্টা দেরী।

স্নান সেরে ক্লাবে চলে গেল বার্তিন। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো দিনকতক পরে। সবাই আদর অভ্যর্থনা জানাল তাকে। সে বলল, আমি গ্রাম থেকে এই আসছি।

মামুলি ধরনের কিছু কথাবার্তা হলো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। ডিনারের পর কফি খেয়ে কিছুক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলে বেরিয়ে পড়ল বার্তিন। এখানে সেখানে পথে পথে কিছুক্ষণ ঘোরার পর মেলশার্বে গিয়ে গিলেরয়ের বাড়ির কাছটায় তার গতিটা কমিয়ে দিল। একবার ভাবল, ক্ষতি কি, একদিনে যদি দুবারই গিয়ে খবর নিই তার শরীরের তবে সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক হবে না।

বার্তিন গিয়ে দেখল বৈঠকখানা ঘরে এ্যান্নেতের সঙ্গে বসে উল বুনছিলেন মাদাম গিলেরয়। তাকে দেখে বললেন, ও, তুমি ?

হ্যাঁ, আমি। তোমার জন্য আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম, তাই খবর নিতে এলাম। এখন কেমন আছ ?

খুব ভাল, ধন্যবাদ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাদাম গিলেরয় বললেন, আর তুমি ? তুমি কেমন আছ ?

আমিও খুব ভাল, তোমার ভয় একেবারে অমূলক।

বার্তিনের মুখপানে একবার তাকালেন মাদাম গিলেরয় হাতটা থামিয়ে। তাঁর সে দৃষ্টির মধ্যে একই সঙ্গে এক প্রার্থনা আর সংশয় ছিল।

বার্তিন বলল, সত্যি বলছি।

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে মাদাম গিলেরয় বললেন, ভাল।

বার্তিন বসল। কিন্তু এ বাড়িতে এই প্রথম বসার সঙ্গে সঙ্গে দুর্নিবার অস্বস্তি অনুভব করল। আজ সকালে ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনি তার সমস্ত চিন্তাশক্তি বিকল হয়ে গেল আবার।

মাদাম গিলেরয় তাঁর মেয়েকে বললেন, তুমি তোমার কাজ করে যাও। উনি কিছু মনে করবেন না।

এ্যান্নেত বোনার কাজ শিখছিল। এ্যান্নেত উঠে পিয়ানোর কাছে গেল। বার্তিন তাকে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু মাদাম গিলেরয় তার পানে চাইতেই সে চোরের মত দৃষ্টিটা সরিয়ে নিল। মাদাম গিলেরয় একটা সোনার সিগারেটের কেস থেকে সিগারেট বার করে দিলেন।

বার্তিন চেষ্টা করল এ্যান্নেতকে দেখার জন্য। এ্যান্নেতকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে তখন পিয়ানো বাজাচ্ছিল। কিন্তু তার মার প্রহরারত দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখে আর সাহস করল না বার্তিন।

বার্তিন সিগারেট খেতে লাগল। মাদাম গিলেরয় বললেন, শুধু এই কথা বলার জন্যই কি তুমি এসেছ ?

বার্তিন হেসে বলল, তুমি আবার বিরক্ত হয়ো না। তুমি জান আমি গান ভালবাসি। গান শুনতে শুনতে আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাই।

www.BanglaBook.org

মাদাম গিলেরয় বললেন, আমার মার মৃত্যুর আগে আমি তোমার জন্যই কিছু বাজনা শিখেছিলাম। কিন্তু তোমাকে তা শোনান হয়নি।

সত্যিই এবিষয়ে প্রতিভা আছে মাদাম গিলেরয়ের। তিনি আবেগ ঢেলে দেন যেন তাঁর গানবাজনার মধ্যে। এ্যানেতের বাজনা শেষ হয়ে গেলে মাদাম গিলেরয় গিয়ে বসলেন তার জায়গায়। তাঁর আঙ্গুলের আঘাতে অদ্ভুত এক সুর বেজে উঠল। সে সুরের মধ্যে কেমন যেন এক অভিযোগ ছিল।

কিন্তু অলিভার এ্যানেতকে দেখতে লাগল। এ্যানেত তার উল্টোদিকে বসেছিল। আর কিছু দেখছিল না শুনছিল না অলিভার। শুধু পিপাসার্ত মানুষের জল পান করার মত এ্যানেতের সৌন্দর্যসুধা পান করে যাচ্ছিল তার তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি দিয়ে।

বাজনা শেষ করে মাদাম গিলেরয় বললেন, কেমন ভাল না?

বার্তিন বলল, চমৎকার। এটা কার গান?

স্কুবার্টের।

যারই হোক আমার ভাল লাগল। তুমি এটা আবার বাজাও। আমার ভাল লাগবে। আমি প্রচুর আনন্দ পাব।

মাদাম গিলেরয় আবার পিয়ানো বাজাতে শুরু করলেন। বার্তিন গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে এ্যানেতকে দেখতে লাগল। মাদাম গিলেরয় গান শেষ করে আবার এসে বার্তিনের কাছে বসতেই বার্তিন এ্যানেতের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। কিন্তু মাঝে মাঝে লুকিয়ে দেখতে লাগল তার মার দৃষ্টিকে এড়িয়ে।

বার্তিন আজ তাড়াতাড়ি চলে গেল। তাছাড়া যতক্ষণ ছিল, বিশেষ কোন কথা বলেনি। তার চিন্তাশক্তির মত বাকশক্তিও যেন বিকল হয়ে গিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে বাড়ি ফিরে গেল বার্তিন। বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না। তাই তার লাইব্রেরীতে গিয়ে একটা মনমাতানো কবিতার বই এনে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে তার নিজেকে কুড়ি বছরের এক যুবক মনে হচ্ছিল। রাত তিনটে পর্যন্ত বই পড়ার পর শুয়ে পড়ল।

পরের দিন আর গিলেরয়দের বাড়ি গেল না। পর পর দুদিন যাবে না প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে। কিন্তু যখন যেকোন কাজ করতে গেলে বার্তিন সেই মা ও মেয়ের দুটি নারী সত্তার এক দ্বৈত স্মৃতির আবর্তে ঘুরপাক খেতে লাগল তার মনটা। মানুষের মনের যে দুর্গম গভীরে সব অনুভূতির জন্ম হয়, অন্তরাত্মার যে রক্তাক্ত জঠরে মানুষের চিন্তা ভাবনার যত সব ভ্রূণ লালিত হয় সেখানে বার্তিন নেমে গিয়ে দেখল এ্যানেতের উজ্জ্বল মুখচ্ছবি আর তার মার কুটিল সংশয় কেমন যেন আশ্চর্য অস্বস্তিকর এক সহাবস্থানে বিরাজ করছে। প্রথমে মা ও মেয়ের দুটো মুখ পৃথকভাবে দেখতে পেল বার্তিন—উজ্জ্বল আনন্দ আর কুটিল সংশয়ভরা দুটো মুখ। কিন্তু পরে ক্রমশই দুটো মুখ এক হয়ে এক অতিআকাঙ্ক্ষিত নারীমুখের রূপ পরিগ্রহ করল।

যখনি যেকোন কাজ করতে যায় যেকোন পথে যেতে চায় বার্তিন তখনি সব মিলিয়ে এক যৌবনবতী নারীর এক উজ্জ্বল মুখচ্ছবি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার কর্ম ও চিন্তাকে বিকল করে দেয়।

হঠাৎ মনে পড়ল বার্তিনের, এ্যানেতকে একটা সবুজ ফসলের রংয়ের পান্না দেবে বলে কথা দিয়েছিল রণসিয়েরে। পাথরটা পেয়ে নিশ্চয় আরো আনন্দ পাবে এ্যানেত আর তা দিয়ে সেও আরো আনন্দ পাবে।

www.BanglaBook.org

সোজা গিলেরয়ের বাড়ি চলে গেল বার্তিন। ও যেতেই ওদের বাড়ির দারোয়ান বলল, মাদাম বেরিয়ে গেছেন, তবে মাদমজেল বাড়ি আছেন।

খবর দিতে বলল বার্তিন। আনন্দে লাফিয়ে উঠল তার অন্তরটা। ড্রইংরুমে বসতেই এ্যানেত এসে গম্ভীরভাবে তাকে নমস্কার করল। হেসে করমর্দন করল বার্তিন। বলল, আচ্ছা, আমি কেন এসেছি একবার ভেবে দেখ দেখি।

কিছুক্ষণ ভেবে এ্যানেত বলল, বুঝতে পারছি না।

আমি তোমাকে আর তোমার মাকে সোনারুপোর দোকানে নিয়ে যেতে এসেছি। সেখানে তুমি একটা সবুজ পান্না পছন্দ করে নেবে। আমি রণসিয়েরে তোমাকে এটা দেব বলে কথা দিয়েছিলাম।

ও, মা বাইরে গেছেন এখনি আসবেন। আপনি বসবেন ত ?

খুব একটা দেরী না হলে বসব।

বাঃ বেশ মজার লোক ত ! আপনি কি ভেবেছেন আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আপনি কাটাবেন ! আপনি কি আমাকে সেই ছোট্ট মেয়েটি পেয়েছেন।

না। তা নয়। তুমি যা ভাবছ তা নয়।

কথায় কথায় এ্যানেতকে প্রীত করার জন্য আনন্দোচ্ছল কথাবার্তা বলতে লাগল বার্তিন। নিজেকে এক তরুণ যুবক বলে মনে হলো তার। যুবকের মতই কথা বলতে লাগল—নবযৌবনের রঙে রাঙানো সেই কথার উচ্ছ্বসিত মদিরতা বা ময়ূরের পেখম খুলিয়ে দেয় যা কবিদের মনে সুগন্ধি প্রেরণার ফুল ফোটায়।

একসময় এ্যানেত বলে উঠল, আপনি আমাকে 'বাছা' এ কথাটা আর বলেন না ! আপনি আমাকে বড় বড় ভাবেন। আপনি যেন আমাকে আমার মা বলে ভুল করেন।

কোন কথা খুঁজে না পেয়ে আমতা আমতা করে বার্তিন বলল, তোমার মা আমাকে একথা বলতে বলেছেন।

হঠাৎ এ্যানেত বলল, এই যে মা এসে গেছে।

বার্তিনের ভয় করছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন কোন অন্যায় কাজ করতে এসেছে গোপনে আর সেই অবস্থায় ধরে ফেলেছেন তাকে মাদাম গিলেরয়। মাদাম গিলেরয় আসার সঙ্গে সঙ্গে বার্তিন বলল, হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল বলে তোমাকে স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে যেতে এলাম।

গাড়ি তৈরী ছিল। তাতেই ওরা চলে গেল। চুনী পাথরটা বেছে নেওয়ার পর বার্তিন মাদাম গিলেরয়কে বলল, দুটো আংটি দয়া করে বেছে নাও। রণসিয়েরে তোমাদের সঙ্গে আনন্দে যে দুটো দিন কাটিয়েছিলাম তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দুটো আংটি তোমাদের উপহার দিতে চাই।

মাদাম গিলেরয় নিতে অস্বীকার করলেন। অনেক তর্কবিতর্ক চলল। অনেক অনেক বাক্যযুদ্ধ হলো। তারপর রাজী হলেন মাদাম গিলেরয়। বার্তিন বসেছিল মা ও মেয়ের মাঝখানে। তিনজনে একসঙ্গে বেছে নিল আংটি দুটো। একটা সাপ লেজ গুটিয়ে একটা সুন্দর মুক্তোকে হা করে মুখের মধ্যে ধরে আছে—এই ধরনের একটা ডিজাইন অবশেষে পছন্দ করল তারা। বার্তিন বলল, আমার একটু কাজ আছে। আমার গাড়িটা দরকার হলে তোমরা নিয়ে যেতে পার। কিন্তু এ্যানেত বলল, ওরা হেঁটে যাবে বেড়াতে বেড়াতে। এই উপহার পেয়ে ওরা দুজনেই খুব খুশি হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন বেলা পাঁচটা। পথে এই সময় মানুষের ভিড় থাকে। ওরা দুজনে পাশাপাশি ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মাদাম গিলেরয় লক্ষ্য করলেন, সকলেই এ্যান্নেতের পানে তাকাচ্ছে। কেউ তার দিকে আর তাকাচ্ছে না। তিনি ভাবলেন, যৌবনে তিনিও একদিন এ্যান্নেতের মতই সুন্দরী ছিলেন। হঠাৎ অন্তরটা ভারী হয়ে উঠল তাঁর। তিনি আর এই উন্মুক্ত রাজপথে উজ্জ্বল আলোয় তাঁর মেয়ের পাশে থাকতে চাইলেন না। সঙ্গে সঙ্গে অলিভারের ভয়টাও পেয়ে বসল তাঁকে। তাঁর মনে হলো এখানে অলিভার বার্তিন না থাকলেও পথের প্রতিটি পথচারীই যেন তাঁকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে খুঁটিয়ে দেখছে।

মাদাম গিলেরয় বললেন, একটা গাড়ি ভাড়া করো, আর হাঁটতে পারছি না।

এ্যান্নেত জিজ্ঞাসা করল ব্যস্ত হয়ে, কি হলো মা?

না, এমন কিছু না। তবে তুমি জান, তোমার দিদিমার মৃত্যুর পর থেকে মাঝে মাঝে এই ধরনের একটা অবসাদ আক্রমণ করে আমায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংশয়ের কীট একবার মনের মধ্যে ঢুকলে তা আর যেতে চায় না। সে কীটটা সব সময় কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে মনের ভিতরটা। বার্তিন যখনি আসে তাঁর বাড়িতে মাদাম গিলেরয়ের সন্দেহ হয় সে যেন তাঁকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখছে। আর একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ভারী হয়ে ওঠে তাঁর।

ওঁর মার মৃত্যুর জন্য এ্যান্নেতের বিয়েটা স্থগিত রাখা হয়েছিল। এবার সেই বিয়ের কথাটা ভাবতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। মার্কুই দ্য ফারান্দালকে যাতে আরো নিবিড়ভাবে ভালবাসতে পারে এ্যান্নেত কৌশলে সে চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। যেমন একদিন তাঁর সঙ্গে বার্তিনের প্রেমসম্পর্কটাকে নিবিড় হতে নিবিড়তর করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন ঠিক তেমনি চেষ্টা করতে লাগলেন এ্যান্নেত-মার্কুই-এর প্রেমসম্পর্কটা দৃঢ় ও নিবিড়তর করে তোলার জন্য। বার্তিন বাইরে কোথাও লাঞ্চ খায় না। সে শুধু ডিনার খায় বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে, মাদাম গিলেরয় তাই আজকাল প্রায় রোজই মার্কুইকে বাড়িতে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন।

মার্কুই দ্য ফারান্দাল এসে ঘোড়ার গল্প করত। যৌবনসুলভ নানারকমের উচ্ছল কথাবার্তা বলত। তাতে মাদাম গিলেরয়ও যোগ দিতেন। সে চলে গেলে স্বামীর কাছে তার প্রশংসা করতেন এ্যান্নেতকে শুনিয়ে শুনিয়ে। যেন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতেন তাদের ইচ্ছা এ্যান্নেত মার্কুইকে বিয়ে করুক।

এ্যান্নেতও এটা বুঝতে পারল। সেও এ বিয়েতে রাজী ছিল। মার্কুই-এর মত এক যুবককে বিয়ে না করার পিছনে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না সে।

অবশেষে একদিন বিয়েটা পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়ে গেল তাদের। লোকে বলাবলি করতে লাগল, এটা অনেক আগে হতেই ঠিক হয়েছিল। ডাচেসী এ্যান্নেতকে তাঁর নিজের মতই দেখতে লাগলেন। মার্কুই-এর আরো অনেক যাবার জায়গা ও কাজ থাকার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় গিলেরয়ের বাড়িতে আসতে পারত না।

বার্তিন যখনি আসত গিলেরয়দের বাড়ি তখনি দুটো করে উপহারের প্যাকেট নিয়ে

www.BanglaBook.org

আসত—একটা মা আর একটা মেয়ের জন্য। আগে আগে আনত মাদাম গিলেরয়ের জন্য। মাঝখানে বন্ধ করেছিল, আবার এখন আনতে শুরু করেছে। কিন্তু মাদাম গিলেরয় ভাবলেন, এ উপহার বার্তিন নিশ্চয় তাঁর জন্য আনছে না। আনছে এ্যান্নেতের জন্য। তিনি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বার্তিনের চেহারা, হাবভাব ও তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। মার্কুই-এর প্রতি তার আচরণটাকেও পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। দেখলেন বার্তিন যেন বেশ রোগা হয়ে উঠেছে আগের থেকে। মনটাও তার কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে উঠেছে দিনে দিনে।

এক একদিন মাদাম গিলেরয় বার্তিনকে নির্জনে ডেকে তার অন্তরের আসল খবরটা জানতে চাইতেন। তাঁর কেবলই মনে হত বার্তিনের যে অন্তরটায় বারো বছর ধরে তাঁর একাধিপত্য ছিল সে অন্তরটা এখন অপরের অধিকারে, সেখানে এখন আর তাঁর থাকার অধিকার নেই, সে অন্তরের দরজা তাঁর প্রতি চিরদিনের জন্য বন্ধ। সেই রুদ্ধদ্বার অন্তরের গোপন অন্ধকারে আর একটি ভালবাসা জন্ম নিয়েছে। বার্তিন তা নিজেই জানে না। সে এতদিন নিষ্ঠার সঙ্গে ভালবেসে এসেছে মাদাম গিলেরয়কে, কিন্তু আজ সে তাঁকে ভালবাসে না। আজ সে ভালবাসে আর একজনকে, অথচ এটা স্পষ্ট করে নিজেই সে বুঝতে পারছে না।

এ্যান্নেতও কি সেটা আঁচ করতে পেরেছিল কিছুটা আর সেই জন্যেই কি সে বার্তিনের সামনে মার্কুই সম্বন্ধে কোন কথা কোনদিন বলে না?

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। গ্রীষ্ম গিয়ে শরৎ এল। পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হলো। প্রথম অধিবেশনের দিন মঁসিয়ে গিলেরয়, ডাচেসী, মার্কুই আর এ্যান্নেতকে পার্লামেন্টে নিয়ে যাবার ঠিক করলেন। মাদাম গিলেরয় যেতে চাননি।

বড় বৈঠকখানা ঘরটায় লাঞ্চ খাবার পর তারা সবাই কফি খাচ্ছিল। পরস্পরের কথাবার্তা ও হাসিখুশিতে বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছিল ঘরের আবহাওয়াটা। এমন সময় হঠাৎ বার্তিন এসে ঘরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। তাকে হঠাৎ দেখে কথাবার্তায় ছেদ পড়ে গেল সহসা। মাদাম গিলেরয়ের চোখে চোখ পড়তেই বুঝতে পারল বার্তিন তার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন তিনি।

এ্যান্নেতের প্রতিষ্ঠিত প্রেমিক হিসাবে মার্কুইকে তাদের বাড়িতে দেখে রাগ হচ্ছিল বার্তিনের। সে মনে মনে বলল, ওরা আমাকে এই বিয়ের কথাটা একেবারে সম্পূর্ণ গোপন করে সব ঠিক করে ফেলেছে। ডাচেসী ব্যাপারটা সহজ করে তোলার জন্য বার্তিনের সঙ্গে কিছু কথা বলতে লাগলেন। সংক্ষেপে তার উত্তর দিতে লাগল বার্তিন। তার সবচেয়ে বেশী রাগ হচ্ছিল এ্যান্নেত আর তার মার উপর। ওরা দুজনেই অকারণে প্রতারণা করেছে তার সঙ্গে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মঁসিয়ে গিলেরয় বললেন, এবার আমাদের উঠতে হবে। সময় হয়ে গেছে।

বার্তিনের দিকে ফিরে মঁসিয়ে গিলেরয় বললেন, আমরা পার্লামেন্ট যাচ্ছি। একমাত্র আমার স্ত্রী বাড়ি থাকবে। আপনিও আমাদের সঙ্গে গেলে খুশি হব।

বার্তিন বলল, না ধন্যবাদ। আপনাদের পার্লামেন্টের অধিবেশন আমার ভাল লাগে না।

এ্যান্নেত বার্তিনের কাছে এসে বলল, চলুন না আমাদের সঙ্গে। ডেপুটিদের থেকে আপনার সাহচর্য আমাদের বেশী আনন্দ দান করবে।

www.BanglaBook.org

বার্তেন বলল, না। আমাকে ছাড়াই তোমরা আনন্দ পাবে।

এ্যানেত আবার বলল, চলুন না, আপনি না গেলে আমার ভালই লাগবে না।

বার্তেন নীরব হাসি হেসে বলল, আমাকে ছাড়া যেমন আর পাঁচজনের চলে তেমনি তোমারও চলবে।

আবার আপনি দাঁড়িয়ে মামুলি কথা বলতে শুরু করেছেন? যেন এসেই চলে যেতে চাইছেন।

হ্যাঁ, তোমার বিয়ে হবে এবং এটা আমি অভ্যাস করছি। কারণ যিনি তোমাকে বিয়ে করবেন তিনি যেই হোন আমাদের এই অন্তরঙ্গতা পছন্দ নাও করতে পারেন।

মাদাম গিলেরয় বললেন, এ্যানেত এমন কাউকে বিয়ে করবে না যে তার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতাকে ভুল বুঝবে।

মঁসিয়ে গিলেরয় বললেন, চলে এস। আমাদের দেরী হয়ে যাবে।

যারা যাবার উঠে পড়ল। বিদায় নিল মাদাম গিলেরয়ের কাছ থেকে। সকলে চলে গেলে ঘরের মধ্যে মাদাম গিলেরয় আর বার্তেন রয়ে গেল। মাদাম গিলেরয় বললেন, বস প্রিয়তম।

কিন্তু বার্তেন নীরস ও কর্কশভাবে বলল, না ধন্যবাদ। আমিও চলে যাচ্ছি।

কাতরভাবে মাদাম গিলেরয় বললেন, কিন্তু কেন?

কারণ আমি ত আসব বলে আসিনি। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়েছি।

অলিভার, ব্যাপারটা কি বলত! কি হয়েছে তোমার?

কিছুই না; বরং তোমাদের হঠাৎ বিরক্ত করে তোলার জন্য আমি দুঃখিত।

মাদাম গিলেরয় বার্তেনের হাতটা ধরলেন। কি বলতে চাইছ তুমি? তারা পার্লামেন্টের অধিবেশনে গেল। আমি একা বাড়িতে থাকব। এই সময়েই ত তোমার আসা উচিত।

মাদাম গিলেরয় আবার বার্তেনের হাত ধরে তার চোখের উপর স্থির গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, স্বীকার কর তুমি তাকে ভালবাস।

বিরক্ত হয়ে বার্তেন বলল, একথাটা ভাবতে ভাবতে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

দুহাত দিয়ে বার্তেনকে জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে মাদাম গিলেরয় আবার বললেন, বল অলিভার বল, তুমি তাকে ভালবাস। আমি জানি। তবু একথা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। তুমি জান না আমার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, আমার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে নিজের কাছে, তবু শুধু একথাটা আমি একবার তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

অলিভারের হাত ধরে ভিতরের দিকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা ডিভানের উপর জোর করে বসিয়ে নিজে তার গা ঘেঁষে বসলেন গিলেরয়, বন্ধু আমায় বল, তুমি তাকে ভালবাস।

মাদাম গিলেরয় বার্তেনের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসলেন। বারবার এই একই কথা বলতে লাগলেন। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। তাঁকে ভোলার চেষ্টা করে বার্তেন বলল, না না। আমি শপথ করে বলতে পারি তোমার ধারণা সত্যি না।

বার্তেনের মুখে হাত চাপা দিয়ে মাদাম গিলেরয় বললেন, মিথ্যা কথা বলো না; তাতে আমি আরো আঘাত পাব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বার্তিনের কোলের উপর হাতদুটো রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। তাঁর ঘাড়টা আর তাঁর মাথার কাঁচা-পাকায় মেশানো চুলের গুচ্ছগুলো দেখতে পাচ্ছিল বার্তিন। বার্তিনের কেমন যেন মায়া হলো।

মাদাম গিলেরয়ের মুখখানা জোর করে ঘুরিয়ে নিয়ে জলভরা চোখের উপর ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করল বারবার। বলতে লাগল, এ্যানি, আমার প্রিয়তমা এ্যানি। ক্রন্দনরত শিশুর মত অবরুদ্ধ কণ্ঠে মাদাম গিলেরয় বললেন, বন্ধু আমার, তুমি যদি একটুও ভালবাসতে।

আবার চুম্বন করে বার্তিন বলল, হ্যাঁ, আমি তোমায় ভালবাসি এ্যানি।

উঠে বার্তিনের পাশে বসে তার হাত ধরে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা এমনভাবে দুজনে দুজনকে ভালবাসিনি। আমাদের ভালবাসার এইখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত না?

মাদাম গিলেরয়কে জড়িয়ে ধরে বার্তিন বলল, কেন তা শেষ হয়ে যাবে?

কারণ আমি বুড়ী হয়ে গিয়েছি এবং এ্যানেত আমার হারানো যৌবন-সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে উঠেছে।

এবার মাদাম গিলেরয় মুখটার উপর হাত দিয়ে সেটা বন্ধ করে বার্তিন বলল, আমার অনুরোধ, আর ওকথা বলো না। আমি শপথ করে বলছি তোমার ধারণা মিথ্যা।

যদি তুমি আমাকে একটুও ভালবাসতে!

বার্তিন আবার বলল, হ্যাঁ, আমি তোমায় ভালবাসি।

তারা দুজনে পাশাপাশি হাতে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় বসে রইল সেখানে। মাদাম গিলেরয় অবশেষে বললেন, আমার জীবনের দিনগুলো খুব একটা সুখের হবে না।

কেন, আমি তা মধুর করে তুলব।

ধূসর গোধূলি কিছু আগেই নেমে এল তাদের সেই বৈঠকখানা ঘরটায়। শেষ শরতের কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যা যেন কিছু আগেই এগিয়ে এল। মাদাম গিলেরয় এবার বললেন, এখানে আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি। এবার তুমি যাও। কেউ হঠাৎ এসে পড়তে পারে। পরস্পরের বাহুলগ্ন হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বসার ঘরগুলো একে একে পার হয়ে বাইরে গেল। বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে।

দু তিন ঘণ্টা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি গেল বার্তিন। সে এবার স্পষ্ট বুঝতে পারল যেদিন সে প্রথম পার্ক মঙ্কোতে এ্যানেতের সঙ্গে বেড়ায় সেইদিন থেকেই সে তাকে ভালবেসে আসছে। কিন্তু এবার সে কি করবে? এ্যানেতের বিয়ে হচ্ছে এবং বিয়ের পর আর তার সঙ্গে বেশী দেখা হবে না। তবে যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন সে তাদের বাড়ি যাবে। না গেলে লোকে সন্দেহ করতে পারে।

আজ বাড়িতেই ডিনার খেল বার্তিন। ডিনার খেয়ে স্টুডিওটা একবার ঘুরে শোবার ঘরে গেল। সে ভাবল জীবনে সে মাত্র একটি নারীকেই ভালবেসেছে এবং সে নারীও তাকে ভালবেসেছে। সে তার অন্তরের দরজা খুলে জোর করে তার ভিতরে ঢুকেছে। সে দরজা আর বন্ধ করে দিতে পারে না তাকে বার করে দিয়ে। বার্তিন অনুভব করল সে অন্তরের মধ্যে আর একটি প্রেম প্রবেশ করেছে, অথবা তার সেই পুরনো প্রথম প্রেম নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। যাই হোক, মোট কথা সে এ্যানেতকে

www.BanglaBook.org

ভালবাসে। সে কোনদিন সে ভালবাসার কোন প্রতিদান পাবে না। তাকে অন্য লোকে বিয়ে করবে, সে কথা জেনেও সে তাকে ভালবাসে।

সহসা উঠে গিয়ে কাপবোর্ড থেকে ড্রয়ার থেকে মাদাম গিলেরয়ের সমস্ত চিঠিপত্রগুলো বার করে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে একটা রুমাল খুঁজে পেল। বার্তিনের মনে পড়ল একবার তার প্রতি সন্দেহ করে মাদাম গিলেরয় তার স্টুডিওতে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন আর বার্তিন তখন তাঁর সেই অশ্রুভেজা রুমালটা রেখে দেয়।

হায় হতভাগ্য নারী! মাদাম গিলেরয়ের উপর মায়া হলো বার্তিনের। তার চোখে জল এল। সেই সব চিঠি ও রুমাল দেখে অতীত দিনের কথা মনে পড়ল। ব্যথা পেল সে আর কোন প্রিয়জনের মৃতদেহকে স্পর্শ করে কাঁদতে থাকা কোন মানুষের মত সেও সেই সব মৃত ঘটনার কুয়াশাচ্ছন্ন স্মৃতিকে ঘিরে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এ্যান্নেতের উজ্জ্বল মুখখানা মরা স্মৃতির সমস্ত কুয়াশা ভেদ করে ভেসে উঠল তার মনে। হ্যাঁ, সে এ্যান্নেতকে ভালবাসে, যেমন সে একদিন তার মাকে ভালবাসত। তবে তার মাকে যখন ভালবাসত, তখন তার যৌবনের বেগ ছিল, শক্তি ছিল। সে ভালবাসার বন্ধনে সে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেও সেখানে তার স্বাধীনতা বজায় ছিল বরাবর। কিন্তু সে এ্যান্নেতকে ক্রীতদাসের মত ভালবাসে ; এ ভালবাসার ক্ষেত্রে সে এমনই একজন বৃদ্ধ অক্ষম ক্রীতদাসদের মত যে কোন শৃংখল আর ছিঁড়তে পারবে না।

বার্তিন ভেবে পেল না এই ছোট্ট মেয়েটা যার নারীসত্তা এখনো পরিণতি লাভ করেনি, যাকে সে ভাল করে জানেন না সে কি করে তার সমগ্র দেহমনকে এমনভাবে অধিকার করে নিল। নিজেকে প্রশ্ন করল, যে নারীর মুখসৌন্দর্যকে অমৃত ভেবে ভালবাসি আমরা সে মুখসৌন্দর্য কেন এক একসময় বিষভাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়? সে বিষ দৃষ্টি দিয়ে আকণ্ঠ পান করে কেন আমরা উন্মাদ হয়ে উঠি? সে মুখের স্মৃতির সর্বগ্রাসী উত্তাপে কেন আমরা আমাদের প্রাণরসকে নিঃশেষে শুকিয়ে যেতে দিই।

বার্তিনের হঠাৎ মনে পড়ল আজ তার ক্লাবের বন্ধুরা 'টার্কিস বাথে' স্নান করতে যাবে। সপ্তায় এই দিনটিতে তারা যায়। বার্তিনও সেখানে গেল। রাস্তার মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে গরম জলে স্নান করতে যাওয়ার আনন্দটা আগে হতেই আস্বাদন করতে লাগল।

সেখানে যেতেই ল্যাণ্ডা বলল, নমস্কার বার্তিন।

তারা দুজনে করমর্দন করল। ল্যাণ্ডা বলল, তুমি রকভিয়েনকে দেখেছ।

বার্তিনকে দেখতে পেয়ে রকভিয়েন নিজেই এসে হাজির হলো। হঠাৎ রকভিয়েন চীৎকার করে উঠল, হ্যালো ফারান্দাল!

মার্কুই ভিতরে এল। বলিষ্ঠ চেহারার লোকের মত সে মাথায় হাত দিয়ে গর্বের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। রকভিয়েন বার্তিনকে জিজ্ঞাসা করল, একথা কি সত্যি যে ওর সঙ্গে তোমার বান্ধবীর মেয়ের বিয়ে হতে চলেছে?

তাই ত মনে হয়।

হঠাৎ এই প্রশ্নে হতাশাটা আরো গভীর হয়ে উঠল বার্তিনের মনে। মার্কুই-এর উপর রাগটাও বেড়ে গেল। ইচ্ছা হলো এখনই মার্কুই-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বার্তিন উঠে পড়ল। বলল, আমি বড় ক্লান্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাথের বিশ্রামাগারে গিয়ে বসল বার্তিন। কিন্তু তার মনে হলো যে মার্কুই-এর সঙ্গে করমর্দন না করেই তাড়াতাড়ি চলে এসেছে ব্যস্ততার ভান করে, সেই মার্কুই এখানে আসছে আর সে এলেই সৌজন্যের খাতিরে তার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে অথচ মনের ভিতর তাকে খুন করতে ইচ্ছা জাগছে।

মেদলেনে এসে বার্তিন দেখল, গাছ থেকে ঝরেপড়া শুকনো পাতাগুলো দমকা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। বাড়ির দিকে যেতে যেতে বার্তিন ভাবল, সে এখন কি করবে? কোথায় যাবে? সাত আটখানা খবরের কাগজ কিনে বাড়ি ফিরল সে, বাড়িতেই লাঞ্চ খেল।

খবরের কাগজে মোটেই মন বসল না তার। এক জায়গায় মঁসিয়ে গিলেরয়ের পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তৃতার একটা অংশ দেখতে পেল। হঠাৎ একটা সঙ্গীতানুষ্ঠানের খবর চোখে পড়ল বার্তিনের। ডিসেম্বরের শেষের দিকে বিখ্যাত গায়ক মন্ত্রোজ সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকা সফর শেষে ফিরে এসে এক অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন প্যারিসে। তাঁর সঙ্গে থাকবেন বিখ্যাত সুইডিশ গায়ক হেলসন, যাঁর গান প্যারিসের লোক পাঁচ বছর শুনতে পায়নি।

অলিভার ভাবল, এই অনুষ্ঠানের জন্য একটা বক্স আগে হতে সংরক্ষিত করে রেখে দেবে। শোকদিবসের জন্য মাদাম গিলেরয় না গেলেও সে এ্যান্নেতকে নিয়ে যাবে আর তার জন্য সে ডাচেসী ও মার্কুইকেও নিয়ে যাবে। এ্যান্নেতের বিয়েটা যখন সে ঠেকাতে বা স্থগিত রাখতে পারবে না তখন মনের দুঃখবেদনা গোপন রেখে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করাই ভাল।

বক্সের টিকিট কিনে গিলেরয়ের বাড়ি গেল বার্তিন। গতকাল এ বাড়িতে মাদাম গিলেরয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়ে গেছে। সে কথা ভুলতে পারেনি বলেই তাকে দেখে খুশি হলেন মাদাম গিলেরয়। তবে তিনি বার্তিনের প্রস্তাবমত অপেরায় যেতে পারবেন না বলে দিলেন। কিন্তু বার্তিন মার্কুইকেও নিয়ে যাবে শুনে বিশেষ আনন্দের সঙ্গে এ্যান্নেতের যাওয়ার মত দিলেন। এ্যান্নেত এলে বার্তিন কথাটা বললে খুশির আবেগে সে শিশুর মত বার্তিনের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে তার গাল দুটোকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিল। তা দেখে মাদাম গিলেরয় তাকে মনে পড়িয়ে দিলেন, তুমি যাও, তোমার জন্য তোমার বাবা অপেক্ষা করছেন।

এ্যান্নেত চলে গেলে বার্তিন জিজ্ঞাসা করল মাদাম গিলেরয়কে, ওদের বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছ?

হ্যাঁ, তোমাকে বলা হয়নি। জানুয়ারির প্রথম দিকে। এতদিন মার মৃত্যুর জন্যই হয়নি।

বার্তিন আবার প্রশ্ন করল, ওরা কি বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে?

হ্যাঁ, তিন মাসের জন্য।

ভাল।

আমাদের পুরনো ভালবাসা আবার নতুন করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

আমিও তাই আশা করি।

তার আগে যেন আমায় অবহেলা করো না।

না, প্রিয়তমা।

কিন্তু এক সপ্তা যেতে না যেতে বার্তিনের চোখে আবার উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠতে

www.BanglaBook.org

দেখল মাদাম গিলেরয়। তাঁর নিজেদেরও দুঃখ হচ্ছিল তা দেখে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কালো পোশাকটার উপরেও রাগ হচ্ছিল তাঁর। পুরো একটা বছর ধরে এই কালো পোশাকের আচ্ছাদনে থাকতে থাকতে তিনি যেন আরো বুড়ী হয়ে যাবেন, মন তাঁর আরো কালো হয়ে যাবে। এই পোশাকের জন্যই তাঁর দেহসৌন্দর্য ম্লান হয়ে আছে অনেকখানি। উতল সন্ধ্যায় গন্ধমদির কত রংবেরঙের পোশাকের জৌলুস আর জাঁকজমক অনেক আকর্ষণীয় করে তোলে নারীদেহকে। তাই পরনের কালো পোশাকটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁর। তাহলে এর থেকে অনেক ভাল দেখাবে তাঁকে।

এক জায়গায় বসে কোন কিছু পড়তে বা লিখতে গিয়েও ভাল লাগে না। ক্রমবর্ধমান বার্ধক্যের এক আশঙ্কা দুষ্ট রোগের মত তাঁর মনের স্বাস্থ্যটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে তিনি বেশ বুঝতে পারেন। আয়নায় মুখটা দেখলে কপালের কুঞ্চনরেখার সঙ্গে সঙ্গে বার্ধক্যের অনেক কুটিল চিহ্নই ধরা পড়ে। একদিন হাতের আয়নাটাকে রেগে দেওয়ালে আছড়ে ফেলে দিলেন। আয়নাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাঁর স্বামী তখন আর একটা ভাল আয়না কিনে এনে দিলেন।

ভাল ঘুম হত না রাতে। সকালে উঠে কাঠের যিশুর মূর্তিটার সামনে প্রার্থনা করতেন মাদাম গিলেরয়, এত তাড়াতাড়ি যেন তাঁর দেহসৌন্দর্য চলে না যায়, এত তাড়াতাড়ি বার্ধক্য যেন নেমে না আসে। প্রার্থনার পরই প্রসাধন টেবিলে গিয়ে বসে সাজগোজ করতেন। পেস্ট, পাউডার, পেন্সিল, পাফ দিয়ে এক কৃত্রিম ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রলেপ মেখে একটা কাঁচা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাজারে প্রতিটি লোকের মুখে শুধু দুটো নাম ঘোরাফেরা করছে, মন্রেজ আর হেলসন। চারদিকে পোস্টারে ও প্রচারপত্রে ছেয়ে গেছে। আসন্ন অনুষ্ঠানের জন্য শহর উত্তেজনায় ভরে উঠেছে।

জাতীয় সঙ্গীত আকাদেমির বড় বাড়িটাকে চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। অনুষ্ঠানের দিন অসংখ্য সুসজ্জিত নরনারীর কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠল গোটা অঞ্চলটা।

মঞ্চের কাছে বক্সে বসেছিল ডাচেসী, মঁসিয়ে গিলেরয়, এ্যানেত, মার্কুই, বার্তিন আর মিসাদো। সেদিন গ্যেটের ফাউস্ট নাটকাভিনয় হবে। মিসাদো সে সম্বন্ধে কিছু বলছিল এ্যানেতকে। কৌতূহলের বসে এ্যানেতও তাই শুনছিল আর শুনতে শুনতে তার ভাবী স্বামী মার্কুই-এর পানে তাকাচ্ছিল। দুদিন পরেই বিয়ে হবে তাদের। এক নতুন সুখী জীবনের প্রত্যাশার সুবাসে মাতাল হয়ে উঠেছে যেন তার মন। অনাঘ্রাত ফুলের মত তার অখণ্ড অন্তরের সমস্ত ভালবাসা সে দান করতে চলেছে মার্কুইকে। তার কৈশোর জীবনের সেই প্রথম প্রেমের মধ্যে কোন ছলাকলা বা জটিলতা নেই; তা যেমন সরল, তেমনি প্রাণচঞ্চল।

অলিভার তখন বক্সের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলকে দেখছিল। তার ব্যর্থ, প্রতিহত ও অঙ্কুরে বিনষ্ট প্রেমের কথা ভেবে এক নিস্ফল আক্রোশে বিদ্ধ হচ্ছিল অনবরত।

www.BanglaBook.org

সহসা তিনটে ঘণ্টা পড়তেই বাজনা শুরু হলো। অতিমধুর অত্যাশ্চর্য এক গানের সূক্ষ্ম দেহগত জৈবচেতনা ভেদ করে স্নায়ুগুলোকে বিহ্বল করে অন্তরাত্মার গভীরে চলে যেতে লাগল যেন। এক লীলায়িত ঢেউ জাগাতে লাগল চারদিকের নিস্তরঙ্গ বাতাসে

বক্সের পিছনে বসে পড়ল অলিভার। সে গানের সুরের মূর্ছনা তার অন্তরের কাঁটাকেও যেন স্পর্শ করছিল। মঞ্চের পর্দা উঠে গেল। অভিনয় শুরু হলো। এ অভিনয় এর আগেও দেখেছে সে। তবু ডক্টর ফাউস্টের কথায় ও চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মন। মাঝে মাঝে বক্সে ও সার্কেলের দিকে তাকিয়ে সে অনেককেই চিনতে পারছিল। তাদের মধ্যে মাদাম লোক্রাইস্ট ও মার্কুই দেবলেনও ছিলেন।

বার্তিন ভাবল, যে অভিনয় দর্শকরা অভিভূত হয়ে দেখছে আসলে তা সমগ্রভাবে মানবজীবনের উপরেই এক সকরুণ বিলাপ। জীবনের কোন মানে নেই ; মানুষের কোন কৃতিত্বের কোন অর্থ নেই। একই সঙ্গে রহস্যময়ভাবে মহান ও ব্যর্থ ফাউস্টের কণ্ঠে যেন মানবজীবনের সুগভীর শূন্যতাই সুর হয়ে ফুটে উঠেছে।

বার্তিনের মনে হলো আসলে সে নিজেও যেন ফাউস্টেরই মত। সে নিজেও যেন ফাউস্টের মত শয়তানকে বলছে, আমি চাই যৌবন, অনন্ত যৌবন, যার মধ্যে সঞ্চিত থাকবে আমার জীবনের সমস্ত সম্পদ।

প্রথম অঙ্ক শেষ হয়ে গেল। তৃপ্তিসূচক করতালি ও অভিনন্দনে ফেটে পড়ল সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ। মন্ত্রোজের গানের তুলনা হয় না। মন্ত্রোজ দেখতেও বেশ সুন্দর, বয়সও বেশী না। দর্শকরা একবাক্যে তার প্রতিভা আর এই সাফল্যের কথা আলোচনা করতে লাগল। এ্যান্নেতও তাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল।

যেখানেই যায় মন্ত্রোজ সেখানেই চরম সাফল্য লাভ করে। তার কণ্ঠ ও দেহ-সৌন্দর্য দুটোই একসঙ্গে আকর্ষণ করে সকলকে। বিশেষ করে মেয়েরা তাকে মঞ্চের উপর দেখার সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়ে যায়। মিসাদো এই সুদর্শন গায়কের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী এ্যান্নেতকে শোনাল। ডাচেসীও স্বীকার করলেন, ওর কণ্ঠের আকর্ষণ ও আবেদন দুর্নিবার।

বার্তিন কিন্তু ভেবে পেল না ওকে নিয়ে এত হৈ চৈ করার কি আছে। ওর কণ্ঠটা মিষ্টি এটা ঠিক। কিন্তু ও একজন ভ্রাম্যমান কুশলী অভিনেতা মাত্র। একের পর এক শুধু বিভিন্ন মানবচরিত্র নকল করে যায় ও।

একথা শুনে ডাচেসী বললেন, তোমরা অভিনেতাদের দেখতে পার না। কারণ তারা তোমাদের থেকে আরো সফল আরো যশস্বী।

তারপর এ্যান্নেতের দিকে ফিরে ডাচেসী বললেন, তুমি ত সবে জীবনে প্রবেশ করতে চলেছ। এবার সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বলত এই দুই বিখ্যাত গায়ক সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর ?

এ্যান্নেত জোর দিয়ে বলল, ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হলো।

বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা হেলমন অভিনয় করছিলেন মার্গারিতের। তার গান আর অভিনয়ও অপূর্ব হয়ে উঠল। ফাউস্ট এক জায়গায় বলল, হে সুন্দরী, তুমি কি আমার বাহুলগ্না হয়ে আমার সঙ্গে পথ চলবে না ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন মার্গারিতে বলল, না না, হে পুরুষপ্রবর, আমি নারীও নই সুন্দরীও নই, পথচলার জন্য কোন বাহুর প্রয়োজন নেই আমার।

দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষে হাততালিতে কানে তালা লাগার উপক্রম হলো। এ্যান্নেত এতক্ষণ ধরে হাততালি দিচ্ছিল যে বার্তিনের মনে হলো তার হাত ধরে থামিয়ে দেয়। বার্তিনের খুব খারাপ লাগছিল। তার অন্তরটা মোচড় দিয়ে উঠছিল। এ্যান্নেতের প্রতি ক্রমশই ভালবাসার পরিবর্তে ঘৃণা জাগছিল।

এবার তৃতীয় অঙ্ক শুরু হলো। এক নিবিড়তম প্রেমাবেগের গীতিময়তায় সিক্ত এ অঙ্কের অভিনয়। ফাউস্ট মার্গারিতেকে বলছে, হে সুন্দরী, তোমার মুখসুধাকে দৃষ্টি দিয়ে আমায় পান করতে দাও।

এই প্রেমময় দৃশ্যের প্রভাবে সহসা প্রেমের বানে উপচে উঠল সকলের অন্তর। সকলের হৃদয়েই প্রেম জাগল। সকলেরই মনে হলো, কোন অভিনেতা অভিনেত্রী না, যেন এক শাশ্বত প্রেমময় পুরুষ তার জন্মান্তরের প্রেমিকার কাছে নিবেদন করছে তার কালজয়ী অবিনশ্বর প্রেম।

বার্তিন দেখল রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছছে এ্যান্নেত। তার সরল কিশোরী হৃদয় প্রেম সম্বন্ধে আজ প্রথম দীক্ষা পেল যেন। প্রেম কি জিনিস, তার গতিপথ আনন্দবেদনাবিমিশ্রিত, কত বিচিত্র, কত জটিল, কত কুটিল। বার্তিনের রাগ হলো তা দেখে। মার্কুইএর পরিবর্তে সে রাগটা গিয়ে পড়ল মন্ত্রোজের উপর। ঐ ভ্রাম্যমান অভিনেতাটা যার নিজস্ব কোন বোধ নেই, যে সবকিছু নকল করে যায়, সে কিনা প্রেমের সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে এ্যান্নেতকে। বার্তিনের সবচেয়ে খারাপ লাগল, এ্যান্নেত যখন ঐ লোকটার গান শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছে তখন সে বুঝতে পারছে না তারই জন্য তার কাছে বসা বার্তিনের অন্তর তপ্তরিক্ত মরুভূমির মতই জ্বলছে।

অভিনয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা কথাও বলল না বার্তিন। একমনে ভাবতে লাগল শুধু। অনুষ্ঠান শেষে তারা বাইরে বেরিয়ে এল। মার্কুই এ্যান্নেতের হাত ধরল। বার্তিন আর মিসাদো বাদে তারা সবাই গাড়িতে গিয়ে উঠল।

মিসাদোর প্রতি হঠাৎ এক মমতা জেগে উঠল বার্তিনের মনে। এই জনারণ্যে মিসাদোই তার একমাত্র পরিচিত। মিসাদোকে নিয়ে ম্যাদলেনের দিকে হেঁটে যেতে লাগল বার্তিন।

মিসাদোর মাথায় দুতিনটে বিষয়বস্তু গজগজ করছিল। সে অনর্গল বকে যাচ্ছিল। বার্তিন তা মোটেই শুনছিল না। শুনত মিসাদো যদি এ্যান্নেতের কথা বলত। বার্তিন শুধু ভেবে চলল নিজের বেদনার কথা, এক ব্যর্থ বন্ধ্যা কামনার অন্তহীন যন্ত্রণার কথা। সে ভাবল বিশ্বের প্রাচীন প্রাচীন কবিরা সিসিফাস, ট্যান্টালাস, প্রমিথিয়াস প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের কত দুঃখ বিড়ম্বনার গান গেয়েছেন।

সিসিফাস কত অমিত বোঝাভার নীরবে বহন করেছে। ট্যান্টালাস কত তৃষ্ণার যন্ত্রণা সহ্য করেছে, শকুনের শানিত চঞ্চু ক্ষতবিক্ষত করেছে বন্দী প্রমিথিয়াসের অসহায় দেহকে। কিন্তু যেসব কবিরা এইসব চরিত্র সৃষ্টি করেছে তারা জানত না কোন এক বালিকার প্রতি এক বৃদ্ধের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা কত মর্মান্তিক। সেই নিষ্করুণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বালিকার মুখচ্ছবি শকুনির শানিত চঞ্চুর থেকে আরো অনেক বেশী ভয়ংকর যা সেই বৃদ্ধ ব্যর্থ প্রেমিকের অন্তরটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

মিসাদো আরো কি সব বলতে যাচ্ছিল। সেদিকে কান না দিয়ে বার্তিন বলল, আজ সন্ধ্যায় এ্যানেতকে সত্যিই খুব সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

হ্যাঁ, সত্যিই খুব সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

বার্তিন আবার বলল, ওর মার থেকেও বেশী সুন্দরী।

মিসাদো তখনো তার আগের কথা ভাবছিল। তাই আনমনে বলল, হ্যাঁ—হ্যাঁ, বেশী সুন্দরী।

কিন্তু এই নতুন আলোচনাটার মধ্যে মিসাদোকে টেনে আনতে চাইছিল বার্তিন। সে বলল, বিয়ের পর ওদের বৈঠকখানাটা মনে হয় প্যারিসের মধ্যে জমজমাট হয়ে উঠবে।

এ কথাটা মনে ধরল মিসাদোর। সুন্দরী মেয়েদের বৈঠকখানায় ঘুরে বেড়ানোর নেশা তার অপরিসীম। মিসাদো তখন মার্কুইস দ্য ফারান্দাল কী ধরনের প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ফরাসী সমাজে তা বুঝিয়ে বলল।

সেকথা ভেবে আরো ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল বার্তিন। মেলশার্বে এসে গিলেরয়দের বাড়ির দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল বার্তিন। দেখল তখনো সে বাড়িতে আলো জ্বলছে। তার মনে হলো, নিশ্চয় ওরা ডাচেসী আর তাঁর ভাইপোকে এক কাপ চা খেয়ে যাবার জন্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। তার বাড়ির কাছে আসতে বার্তিন মিসাদোকে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। রাত হয়ে গেছে, যেতে চাইছিল না মিসাদো। তবু ছাড়ল না বার্তিন। তার স্টুডিওতে নিয়ে যেতেই তার একটা ছবি পছন্দ করে নিয়ে গেল মিসাদো। ছোট ছোট মেয়েরা স্কিপিং করছে একটা ফুটপাথে—এই হলো বিষয়-বস্তু ছবিটার।

মিসাদো চলে গেলে আবার সেই দুঃসহ একাকীত্ব। আবার সেই স্মৃতির খাঁচায় ছটফট করতে থাকা।

সকালে চাকর চা ও খবরের কাগজ দিতে এসে দেখল বার্তিন তার বিছানার উপর ম্লান মুখে বসে আছে। এভাবে তাকে বসে থাকতে দেখে চাকর বলল, আপনি কি অসুস্থ স্যার ?

না, এমনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এমন কিছু না।

আমায় কিছু করতে হবে ?

না, আজকের দিনটা কেমন ?

বৃষ্টি পড়ছে স্যার।

ঠিক আছে।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বর্তমান শিল্পকলার উপর একটা লেখা চোখে পড়ল বার্তিনের, লেখাটা শেষ পর্যন্ত পড়ল। আধুনিক চারজন শিল্পীর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করা হয়েছে তাতে আর লেখকেরা বলা হয়েছে অলিভার বার্তিনের ছবি পুরনো ধাঁচের।

নিজের নিন্দা প্রশংসার প্রতি বরাবরই তীক্ষ্ণভাবে সচেতন বার্তিন। আজ মনটায় ক্ষত থাকার জন্য এই নিন্দায় খুবই আঘাত পেল সে। এখন নতুন নতুন শিল্পীর প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠছে বলে, তার শিল্পকর্মকে পুরনো ধাঁচের বলে নিন্দা করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছে। হঠাৎ তার মনে হলো আজ তার এই দুঃখের সময় তার সহৃদয় একমাত্র বন্ধু মাদাম গিলেরয়ই সান্ত্বনা দিতে পারে তাকে।

গিলেরয়দের বাড়িতে বার্তিন গিয়ে দেখল বসার ঘরে এ্যানেত পিছন ফিরে একা কি করছে। তাকে দেখে এ্যানেত বলল, ও, আপনি, আপনাকে দেখতেই পাইনি। মাকে ডেকে দিচ্ছি। দর্জি এসেছে পোশাক তৈরীর জন্য। জানেন ত বিয়ের সময় পোশাকের ঝামেলাটা কত বড়।

এ্যানেত সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। যে তাকে এত ভালবাসে তার প্রতি একটা মিষ্টি কথাও বলে গেল না। বার্তিন মনে আরো আঘাত পেল।

হঠাৎ বার্তিন দেখল যাতে তার বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছে সেই খবরের কাগজটা এ্যানেতের টেবিলে রয়েছে। তবে কি ও সেটা দেখেছে? না দেখলেও পরে দেখবে। বার্তিন চোরের মত কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরে নিল।

মাদাম গিলেরয় ঘরে ঢুকে বার্তিনের মুখপানে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন তার মনোকষ্ট এবার চরমে উঠেছে। তার ব্যর্থ ও প্রতিহিত সেই গোপন প্রেমটার সবচেয়ে অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করেছে। বার্তিনের কাঁধের উপর হাত রেখে মাদাম গিলেরয় গভীর দৃষ্টিতে তার মুখপানে তাকিয়ে বললেন, কত অশান্তিই না ভোগ করছ!

এবার কিন্তু অস্বীকার করল না বার্তিন। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, হ্যাঁ···হ্যাঁ ··হ্যাঁ।

বর বসার ঘরটার অন্ধকারময় একটা কোণে বার্তিনকে নিয়ে গেলেন মাদাম গিলেরয়। সেখানে সিল্কের পর্দাঢাকা একটা জায়গায় দুটো আর্ম চেয়ার ছিল পাশা-পাশি। দুজনে বসে পড়ল। মাদাম গিলেরয়ের কাঁধে মাথাটা রেখে দিল বার্তিন। তাঁর মনে হচ্ছিল বার্তিন বোধ হয় কান্নায় ফেটে পড়বে তাই সামনে থেকে ওকে সরিয়ে এনেছে। তিনি বললেন, আমি জানতাম এমন হবে, বড় আঘাত পেয়েছ।

বার্তিন বলল, এটা ত আমার দোষ নয় এ্যানি।

আমি তা জানি। আমি ত তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। এটা হচ্ছে আমাদের অন্তরের দোষ, যে অন্তর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আজও বুড়ো হয়ে পড়েনি।

কথা বলতে গিয়েও কথা বলতে পারল না বার্তিন। মাদাম গিলেরয় আশ্চর্য হয়ে বললেন, হা ভগবান, তুমি কত ভালবাস তাকে!

হ্যাঁ, আমি তাকে সত্যিই ভালবাসি।

মাদাম গিলেরয় একটু ভেবে বললেন, আমাকে ত তুমি কখনো এত ভালবাসনি।

আজ কোন কথাই গোপন করল না বার্তিন। আজ সে সব সত্য যেন প্রকাশ করতে চায়। সে বলল, তখন আমার বয়স কম ছিল। ভালবাসার মর্ম ঠিক বুঝতে পারিনি বলেই তোমাকে ততখানি ভালবাসতে পারিনি। আমাদের মত বয়সেই মানুষ ভালবাসার প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে। দুঃখ আর হতাশা সত্ত্বেও ভালবাসতে পারে।

আচ্ছা। আমার প্রতি আর এ্যানেতের প্রতি তোমার ভালবাসার আস্বাদ কি এক? একদিন আমাকে ভালবাসতে আর আজ এ্যানেতকে ভালবাসছ—এই দুটো ভালবাসার প্রকৃতি কি এক?

এর উত্তরে হ্যাঁ না দুইই বলা যায়—আসলে দুটো ভালবাসাই এক। একজন পুরুষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন নারীকে যেভাবে ভালবাসে সেইভাবেই তোমাকে আমি ভালবাসতাম, আর আজ তাকেও ভালবাসি, কারণ তার মধ্যেই তুমি আছ, তোমাকেই নতুনরূপে পাই তার মাঝে। তবে এ ভালবাসার বেগ দুর্বার, বড় ধ্বংসাত্মক, মৃত্যুর থেকে শক্তিমান। অগ্নির লেলিহান কবলের মধ্যে যেমন কোন জলন্ত বস্তু ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আমিও তেমনি এই ভয়ংকর ভালবাসার নিশ্চিত অভিগ্রাসের দিকে এগিয়ে চলেছি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্য, পুড়ে ছাই হয়ে যাবার জন্য।

মমতার সঙ্গে মাদাম গিলেরয় বললেন, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ওর বিয়ে হয়ে যাবে। তখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

মাথা নেড়ে বলল, আমি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছি। ফুরিয়ে গিয়েছি।

না না, তিনমাস তাকে না দেখলেই তুমি ঠিক হয়ে যাবে।

বার্তেন অনুনয়ের সুরে বলল, এ্যানি, তুমি আমাকে এখন ছেড়ে দিও না, আমাকে যতদূর সম্ভব এখানে রেখে দাও। আমি একই সঙ্গে তোমার ও তার কাছে থাকতে পাব। আমাকে একা ছেড়ে দিও না।

কিন্তু তার কাছাকাছি থাকলে তোমার কষ্ট বেড়ে যাবে।

তা হোক, তবু তুমি আমাকে এখানে থাকতে দাও।

আমি প্রায়ই তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব। বিয়ের আগে তার সঙ্গে দেখা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অথবা দেখা হলেও খুব কম হয় যেন।

আজকের সন্ধ্যাটা আমাকে থাকতে দাও।

না। তোমার মনের অবস্থা এখন খুব খারাপ। আজ সন্ধ্যায় তুমি ক্লাবে বা অপেরায় যাও। আজ তোমার কিছু আমোদ প্রমোদ করা উচিত।

আমি তোমায় অনুরোধ করছি এ্যানি।

তা কখনই সম্ভব না। তাছাড়া আজ এমনকিছু লোককে নিমন্ত্রণ করেছি যাদের তোমার ভাল লাগবে না।

বুঝেছি। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।

এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ?

আমি এখন হাঁটব।

হ্যাঁ, হাঁট, খুব হাঁট, হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত করে তোল নিজেকে। তারপর বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়বে।

হ্যাঁ, তোমার দয়া মমতা কখনো ভুলব না।

আমি তোমায় ভালবাসি।

আমিও তোমায় ভালবাসি। বিদায়।

যাবার সময় মাদাম গিলেরয়ের হাত দুটো একে একে চুম্বন করে তাঁকে দুহাত দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল বার্তেন। তারপর তাঁর কপালে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে চুম্বন করল। যেন তার সারা জীবনের সমস্ত ভালবাসাকে একমুহূর্তেই মুখ দিয়ে শুষে নিতে চাইল নিঃশেষে। তারপর পিছন ফিরে না তাকিয়েই চলে গেল তাড়াতাড়ি।

বার্তেন চলে যেতে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়।

সন্ধ্যের সময় ডাচেসী আর মার্কুই এসে ডিনারে যোগদান করল। হঠাৎ একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাকর এসে একটা বড় ফুলের তোড়া দিল। ডাচেসী চীৎকার করে বললেন, 'এটা আবার কে পাঠিয়েছে?' এ্যানেত খুশি হয়ে বলল, চমৎকার। মাদাম গিলেরয় বললেন, নিশ্চয় এটা বার্তিন পাঠিয়েছে।

ফুলের তোড়ার ভিতর তিনটে কার্ডে মাদাম গিলেরয়, ডাচেসী আর এ্যানেতের নাম লেখা ছিল। বার্তিনের নিজের হাতে লেখা নাম।

ডাচেসী বললেন, তোমার বন্ধু বার্তিন অসুস্থ?

মাদাম গিলেরয় বললেন, হ্যাঁ, তবে মুখে কিছু বলে না।

মঁসিয়ে গিলেরয় বললেন, বার্তিনকে সম্প্রতি যেন খুব বেশী বুড়ো দেখাচ্ছে। সে যেন অনেক বদলে গেছে।

কোঁতেসী গিলেরয় বললেন, 'হ্যাঁ।' ফারান্দাল এ্যানেতকে চুপি চুপি বলল, আজ ফিগারো কাগজে ওঁর সম্বন্ধে একটা বিরূপ-সমালোচনা বেরিয়েছে।

তা শুনতে পেয়ে মাদাম গিলেরয় বললেন, 'বার্তিনের মত প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষে এ ধরনের কোন সমালোচনা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই।' বার্তিনের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ সমালোচনা বা নিন্দা সহ্য করতে পারতেন না তিনি। শুনলেই রাগ হত।

মঁসিয়ে গিলেরয় রাজনীতি ছাড়া আর কোন বিষয়ে খবরই রাখেন না। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল ওদের মধ্যে। মাদাম গিলেরয়ের কিন্তু কোনদিকে কোন খেয়াল নেই। তাঁর শুধু মনে হচ্ছিল বার্তিন এখন কোথায় গেল, কি করছে?

সবাই চলে গেলে বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে ভাবতে লাগলেন মাদাম গিলেরয়। রাত তখন অনেক। হঠাৎ দরজায় পর পর ঘণ্টা বেজে উঠতে চমকে উঠে বেরিয়ে গেলেন তিনি। গিয়ে দেখলেন একজন লোক একটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছে তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য। লোকটি কোন এক ডাক্তারের লেখা একটি চিঠি দেখাল। বার্তিন এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। তার পাকস্থলীর উপর দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেছে। সে এখনো বেঁচে আছে এবং মাদাম গিলেরয়কে দেখতে চাইছে।

নিদারুণ দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেও যাবার জন্য তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলেন মাদাম গিলেরয়। তাঁর স্বামীকেও যাবার জন্য তাড়া দিতে লাগলেন। যে গাড়িটা এসেছিল তাতে করেই বার্তিনের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। এই ভয়ই করেছিলেন মাদাম গিলেরয়। ভয়ে বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছিল তাঁর। চিঠিটা পড়ে দেখেছেন। ডাক্তার রিভিল নামে একজন ভদ্রলোক মঁসিয়ে গিলেরয়কে লিখেছেন, তিনি যেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এখনি চলে যান। এক দুর্ঘটনায় ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়েছে বার্তিন। তাঁদের দেখতে চাইছে সে।

বার্তিন ছিল দোতলার ঘরে। সিঁড়ির মুখে ডাক্তার রিভিল দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ওদের অভ্যর্থনা করলেন হাত বাড়িয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে মাদাম গিলেরয় প্রশ্ন করলেন, উনি কেমন আছেন? ওঁর কি মৃত্যু হতে পারে?

ডাক্তার রিভিল বললেন, না আমি তা মনে করি না। আমার মনে হয় পাকস্থলীর ভিতরটা ফেটে যায় নি। ফেটে গেলে ভয়ের কারণ হত। লিভারটাও ফেটে যেতে পারে।

তাহলে কি হত? মৃত্যু হতে পারত?

হ্যাঁ।

www.BanglaBook.org

খুব তাড়াতাড়ি?

ভাববেন না মাদাম, আশ্বস্ত হোন। আমার মনে হয় একপক্ষকালের মধ্যেই উনি সেরে উঠবেন। তবে চলুন ভিতরে গিয়ে দেখা যাক, নতুন কোন উপসর্গ হলো কিনা।

ভিতরে ঢুকেই মাদাম গিলেরয় দেখলেন বার্তিনের মুখখানা মৃত লোকের মুখের মতই একেবারে সাদা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তার মুখে বা দেহের কোথাও একফোঁটা রক্ত নেই। বাতির আলো আর ঘরের মধ্যে জ্বলতে থাকা আগুনের আঁচে আলোকিত বার্তিনের সেই সাদা ম্লান মুখখানা হতে একজোড়া ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টি তাঁর উপর নিবদ্ধ রয়েছে।

সমস্ত সাহস ধৈর্য উবে গেল মাদাম গিলেরয়ের। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বার্তিনের বিছানার দিকে গিয়ে বললেন, হা ভগবান!

ম্লান হাসি হেসে নীরবে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল বার্তিন। সে হাসি সে চেষ্টা দেখে আরো ভয় পেয়ে গেলেন মাদাম গিলেরয়। বললেন, 'হা আমার হতভাগ্য বন্ধু!' বার্তিন মুখ না ঘুরিয়েই খুব আস্তে বলল, না এটা এমন কিছু না।

কোঁতেসীর মনে হলো, কে যেন ভিতর থেকে বার্তিনের মুখের সব রক্ত নির্মমভাবে শুষে নিচ্ছে। কাঁদ-কাঁদ গলায় তিনি বললেন, কি করে এমন ঘটল?

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল বার্তিনের। তবু টেনে টেনে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আমি একটা জিনিস ভাবছিলাম। এমন সময় একটা বাস ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে আমার পাকস্থলীর উপর দিয়ে চলে গেল।

মাদাম গিলেরয় জিজ্ঞাসা করলেন, রক্ত পড়েছে? কোথায় এ ঘটনা ঘটল?

বার্তিন বলল, না রক্ত পড়েনি। কোথায় কেটেছে তা আমার খেয়াল নেই! হাঁটতে হাঁটতে আমি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম।

বার্তিনকে দেখে মঁসিয়ে গিলেরয় বলে উঠলেন, কী দুর্ভাগ্যের কথা!

কিছুক্ষণ আর কোন কথা বলতে পারলেন না কোঁতেসী। কণ্ঠটা জড়িয়ে আসছিল কান্নার বেগে। পকেট থেকে রুমাল বার করে কাঁদতে লাগলেন আকুলভাবে। তিনি এই ভয়ই করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে দুঃখ এই যে তিনি তখন বার্তিনকে বাড়িতে থাকতে না দিয়ে সেই অবস্থায় তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন রাস্তায়। দুঃখে বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে সে গাড়িচাপা পড়ে রাস্তায়।

ক্ষীণ গলায় বার্তিন বলল, কেঁদো না, তাহলে আমি আরো আঘাত পাব।

তখনো চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছিল মাদাম গিলেরয়ের। তবু জোর করে কান্না থামিয়ে চোখ থেকে রুমালটা সরিয়ে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন বার্তিনের দিকে। বার্তিনও নীরবে তাঁর মুখপানে তাকিয়ে ছিল। তাদের দুজনের সেই নীরব বেদনা-বিহ্বল দৃষ্টির সুতো ধরে তাদের অন্তরের গূঢ় অন্তঃস্থল থেকে অনেক গোপন কথা না-বলা কথা দুর্বার বেগে বেরিয়ে এসে ঠোঁটের কাছে জমে উঠছিল। কিন্তু কেউ তা বলতে পারছিল না। মাদাম গিলেরয় হয়ত পারতেন, কিন্তু দুজন লোক তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য পারলেন না।

তিনি ডাক্তারকে বললেন, আপনি ত সকাল পর্যন্ত এখানে থাকবেন না। একজন নার্স পাঠিয়ে দিতে পারেন?

www.BanglaBook.org

ডাক্তার বলল, আমি চার ঘণ্টা ধরে আছি। আমি একজন হাউস সার্জেনকে পাঠিয়ে দিতে চাই, তাহলে আরো ভাল হবে।

আপনি আজ রাত্রেই পাঠিয়ে দিতে পারেন ওদের দুজনকে? আপনি যাবার পথে পাঠিয়ে দেবেন।

ডাক্তার যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এই রাত দুপুরে ওদের পাওয়া কঠিন হবে। আসব বলেও এখন আসবে না। তবে চেষ্টা করব।

আমার স্বামী আপনার সঙ্গে গিয়ে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

কিন্তু আপনি একা এখানে থাকতে পারবেন?

মাদাম গিলেরয় রেগে গিয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তিনি নারী-সেবা কাকে বলে তা জানেন, তার উপর বার্তিন তার প্রিয় বন্ধু। আসল কথা তিনি ওদের বিদায় দিয়ে বার্তিনের সঙ্গে কিছুক্ষণ একা থাকতে চাইছিলেন।

ডাক্তার আর একবার বার্তিনকে পরীক্ষা করে বললেন, ওকে বিশ্রাম নিতে হবে। কোন কথা বলবেন না। মঁসিয়ে গিলেরয় বললেন, এখনি ফিরে আসব।

ডাক্তার কোঁতেসীকে বলল, আপনি কথা বলবেন না, শুধু চেয়ারটা নিয়ে ওঁর কাছে বসুন। আমি কাল সকাল নটায় আসব।

ওরা চলে গেলে বার্তিনের চাকর আর তার স্ত্রী এল। চাকরের স্ত্রী রান্নার কাজ করত, কোঁতেসী তাদের বললেন, তোমাদের থাকার এখন দরকার হবে না। আমি একাই থাকব।

তারাও চলে গেল।

এবার বার্তিনের বিছানার কাছ ঘেঁষে সরে এলেন কোঁতেসী। তার বালিশের দুদিকে দুটো হাত রেখে তার মুখের খুব কাছে মুখটা এনে বললেন, তুমি ইচ্ছে করে গাড়ির তলায় চাপা পড়েছিলে?

মুখে জোর করে আবার সেই করুণ হাসিটা ফুটিয়ে বার্তিন বলল, না, গাড়িটাই আমায় চাপা দেয়।

না, একথা সত্যি না, তুমিই চাপা পড়েছিলে।

না না। বলছি, আমি না, গাড়িটাই আমায় চাপা দিয়েছিল।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কেউ কোন কথা না বললেও ওরা যেন পরস্পরের মন দুটোকে ছুঁতে পারছিল। কোঁতেসী বললেন, হায় প্রিয়তম অলিভার, আমি যদি তখন তোমায় যেতে না দিতাম, যদি তোমায় তখন রেখে দিতাম।

বার্তিন বলল, কিন্তু একদিন না একদিন এটা ত ঘটতই।

আবার তারা দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। দুজনে দুজনের মনের কথা বুঝতে চাইল। বার্তিন বলল, আমার ত মনে হয় না আমি সেরে উঠব। আমার যন্ত্রণা হচ্ছে।

কোঁতেসী বললেন, তোমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

হ্যাঁ।

কোঁতেসী তখন বার্তিনের কপালে চোখে ও গালে আলতোভাবে তাঁর ঠোঁটদুটোকে বুলিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর এই শান্ত নীরব চুম্বনের মধুর স্পর্শে বার্তিন বেশ আরাম অনুভব করছিল। তার মুখের সেই বিকৃত ভাবটা কেটে যাচ্ছিল। বার্তিন একসময় ডাকল, এ্যানি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুম্বন বন্ধ করে তার কথা শোনার চেষ্টা করলেন কোঁতেসী। কি বলছ প্রিয়তম ?

আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে।

আমি তোমাকে যেকোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারি ?

যদি আমি কাল সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে কথা দাও এ্যানেতকে একবার এখানে আনবে। আমি মরার আগে তাকে একবার দেখে যেতে চাই। মনে রেখো, কাল…কাল ঠিক এই সময় চিরদিনের মত আমার দুচোখ বন্ধ হয়ে যাবে। আর আমি তোমাদের কোনদিন দেখতে পাব না।

আর শুনতে পারছিলেন না কোঁতেসী। তাঁর অন্তর দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ওঃ, চুপ করো, আর বলো না। আমি তাকে আনব, কথা দিচ্ছি।

তুমি শপথ করে বলছ ?

আমি শপথ করছি প্রিয়তম। কিন্তু আর কথা বলো না। চুপ করো। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

একটা প্রবল যন্ত্রণার ঢেউ সহসা ভিতর থেকে উত্তাল হয়ে উঠল বার্তিনের মধ্যে। সে ঢেউটা কোনরকমে কাটিয়ে উঠে বার্তিন বলল, শেষ বিদায় নেবার আগে যদি আমরা দুজনে কয়েক মুহূর্ত একসঙ্গে থাকি তাহলে তাকে বাধা দিও না। আমি তোমাকে জীবনে অনেক ভালবেসেছি।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কোঁতেসী বললেন, আমিও অনেক ভালবেসেছি এবং আজও বাসছি।

বার্তিন আরো বলতে লাগল, আমার জীবনের যত কিছু সুখ শুধু তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে। শুধু জীবনের এই শেষ কিছুদিন একটু কষ্ট পেয়েছি।…কিন্তু সেটা ত তোমার দোষ না। হায়, বল এ্যানি, জীবন কেন মাঝে মাঝে এমন দুঃখের হয় ? এবং মরতেই বা এত কষ্ট হয় কেন ?

আমার কথা শোন অলিভার। চুপ করো।

সেকথায় কান না দিয়ে বার্তিন বলল, তোমার মেয়ে যদি না থাকত তাহলে আমার শেষ জীবনটা সত্যিই কত সুখের হত।

চুপ করো। চুপ করো অলিভার, আর কথা বলো না।

যিনি এই জীবন সৃষ্টি করেছেন তিনি কত অন্ধ, কত নিষ্ঠুর।

অলিভার, আমার কথা রাখো। যদি আমি কোনদিন তোমায় ভালবেসে থাকি তাহলে তার খাতিরে চুপ করো।

এবার মাদাম গিলেরয় বার্তিনের কাছে চেয়ারটা টেনে বসে বিছানার উপর নামানো তার একটা হাত ধরলেন। তার মুখের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যাতে মনে হলো, তাঁরও মৃত্যুর আর দেরী নেই। আর কোন কথা না বলে দুজনেই চুপ করল। দুজনেই দুজনের মুখপানে তাকিয়ে রইল। দুজনেই নীরবে দুজনের দেহের স্পর্শসুখ অনুভব করতে লাগল। বার্তিনের হাতটায় মাঝে মাঝে মৃদু চাপ দিতে লাগলেন আর বার্তিন তাঁর হাতের আঙুলগুলো জড়ো করে হাতটা মুঠো করছিল। মাদাম গিলেরয়ের হাতের এই মৃদু চাপ তাঁর স্পর্শের নিবিড়তায় মৃত অতীতের অনেক কথাই মনে পড়ছিল তাদের। পুরনো প্রেমের অনেক ঘুমিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া কথা জেগে উঠছিল বহুদিন পর। অনেক গোপন প্রশ্ন আর গোপন উত্তরের দেওয়া নেওয়া চলছিল এই নীরব নিরুচ্চার স্পর্শের মাধ্যমে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বার্তিনের এই মৃত্যুশয্যায় তাঁদের এই শেষ বিদায়ের সকরুণ মুহূর্তে তাদের মৃত প্রেম যেন নতুন করে বেঁচে উঠছিল।

হঠাৎ যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠল বার্তিন, তোমার চিঠিগুলো ?

মাদাম গিলেরয় প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে আমার চিঠিগুলো ?

চিঠিগুলো নষ্ট না করেই যদি আমি মারা যাই ?

তাতে কি হয়েছে ? তাতে কিছুই আসে যায় না। যে খুশি পড়ুক, আমি তা গ্রাহ্য করি না।

বার্তিন বলল, আমি তা চাই না, ওঠ এ্যানি। আমার উকিল, চাকর বা তোমার স্বামী—যার হোক হাতে পড়বে চিঠিগুলো। আমি তা চাই না। ওঠ, ঐ ডেস্কের তলার ড্রয়ারটায় তোমার সব চিঠি এক জায়গায় আছে। ওগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ফেল সব।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন কোঁতেসী। বললেন, আমার মনে হচ্ছে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলা মানে আমাদের অন্তর দুটোকেই পুড়িয়ে ফেলা।

বার্তিনের মুখখানা আবার বিকৃত হয়ে উঠল যন্ত্রণায়। বার্তিনের সে যন্ত্রণাটা কমিয়ে তাকে একটু স্বস্তি দেবার জন্য কোঁতেসী চিঠিগুলো সব বার করলেন। খামগুলো নতুন করে দেখলেন। তাঁর অন্তরের প্রেম যথাসম্ভব বার করে ভরে দিয়েছিলেন এই খামগুলোর মাঝে।

বার্তিন সেদিকে তাকিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি ওগুলো পুড়িয়ে ফেল।

চিঠিগুলো দু হাতের দু মুঠোয় ধরলেন কোঁতেসী। ভাবতে লাগলেন, কত আবেগের সঙ্গেই না লিখেছিলেন চিঠিগুলো। অন্তরের কত গোপন সুবাসই না ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সেগুলোর মাঝে। মৃতদেহের মত আজ সে চিঠিগুলো ভারী বোধ হলেও তাঁর অন্তরের সে সুবাস আজও রয়েছে তাদের মধ্যে। সেদিনের সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সে সুবাসে।

অলিভার আবার অধৈর্য হয়ে বলল, পুড়িয়ে ফেল।

তাড়াতাড়ি চিঠিগুলো ঘরের ভিতর জ্বলতে-থাকা আগুনের মাঝে ফেলে দিলেন কোঁতেসী। তারপর ড্রয়ারের ভিতরের বাকি চিঠিগুলোও বার করে ফেলে দিলেন সেই আগুনে।

চিঠির স্তূপ আগুনে জ্বলতে লাগল। আগুনের শিখাটা দ্বিগুণ বেড়ে গেল শুকনো কাগজ পেয়ে। বার্তিন বিছানার ধারে ঝুঁকে পড়ে তা দেখতে লাগল। কোঁতেসীর মনে হলো তাদের দুজনের কত সাধের সেই প্রেম যেন এই চিঠিগুলোর সঙ্গে আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

সেই দ্বিগুণীকৃত আগুনের শিখায় বিশেষভাবে আলোকিত হয়ে উঠল কোঁতেসী আর বার্তিনের মলিন মুখ দুটো।

বার্তিন জিজ্ঞাসা করল, আর চিঠি নেই তো ?

না।

হঠাৎ কোঁতেসীর নজর পড়ল চিঠিগুলোর মাঝে লালমত কি একটা জিনিস পুড়ছে। মনে হলো ওটা যেন ওঁদের হৃদয়ের রক্ত। পরে তিনি বুঝতে পারলেন, ওটা একটা চিঠির লাল মোমের সীল।

কোঁতেসী বার্তিনের বিছানার কাছে এসে তার মাথাটা বালিশের উপর ঠিক করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিলেন। বার্তেনের যন্ত্রণা আবার প্রবল হয়ে উঠল, কারণ সে একটু নড়াচড়া করেছিল, কথা বলেছিল। যন্ত্রণায় তার মুখটা বিকৃত হয়ে পড়েছিল। সে হাঁপাচ্ছিল।

মাদাম গিলেরয় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

বার্তেন উত্তর দিতে পারল না। মাদাম গিলেরয়ের উপস্থিতিটাকেও আর অনুভব করতে পারছিল না। তার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল ক্রমশঃ। মাদাম গিলেরয় তখন তার কপালে একটা আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলেন। ভাবলেন, বার্তেন তাহলে চোখ মেলে তাকাবে।

কিন্তু চোখ খুলতে পারছিল না বার্তেন। চোখ দুটো তার কেবলি জড়িয়ে আসছিল। মাদাম গিলেরয়ের হাতের স্পর্শে চোখ দুটো অবশ্য কোনরকমে একবার খুলল, কিন্তু বড় ঘোলাটে সে চোখের দৃষ্টি।

ভীত হয়ে মাদাম গিলেরয় ডাকলেন, অলিভার, বল তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? কাউকে ডাকব? বল অলিভার।

অতিকষ্টে আচ্ছন্নের মত অলিভার বলল, তাকে আন।···তুমি কথা দিয়েছিলে।

বিছানার উপর তার দেহটা ছটফট করতে লাগল। তার মুখখানা হঠাৎ চঞ্চল ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

কোঁতেসী বারবার বলতে লাগলেন—হা ভগবান! অলিভার বল কি কষ্ট হচ্ছে?

অলিভার টেনে টেনে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, না, কিছু না।

এই কথা বলে এক নিবিড় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল অলিভার বার্তেন। আর নড়ল না। কোঁতেসীর মনে হলো বার্তেন যেন বিশ্রাম করছে। যেন তার ঘুম এসেছে। যেন সে অনেক উত্তাল যন্ত্রণার নদী পার হয়ে চলে পড়েছে এক শান্তির মহাসমুদ্রের বুকে।

মাঝে মাঝে শুধু তার আঙ্গুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু সে কম্পনের মধ্যে তার কোন সচেতন ইচ্ছা ছিল না, ছিল শুধু যন্ত্রণাগত দেহবিকৃতির অচেতন তাড়না। কোঁতেসী একবার ভাবলেন উঠে গিয়ে কাউকে ডেকে আনেন। কিন্তু পাছে তাতে অলিভার জেগে পড়ে, পাছে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে বলে উঠতে পারলেন না।

কোঁতেসীর সত্যিই ভয় করছিল। তাঁর একটা হাত তখনো বার্তেনের হাতের মধ্যে ছিল। কিন্তু সে হাতটাও ছাড়িয়ে নিতে পারছিলেন না। শুধু এক নারীর দুঃসহ প্রতীক্ষায় মৃত্যুর মতই ভারী আর ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলো গুণে যেতে লাগলেন তিনি।

একমাত্র ঘড়ির টিক টিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না ঘরে। মনে হচ্ছিল এ ঘরের সব কিছু মৃত, গোটা ঘরটাই যেন একটা মৃতদেহ। পোড়া চিঠিগুলির কালো ছাই-এর গাদায় আগুন নিভে আসছিল।

দুটো বাতি নিভে গেল। আরো দুটো বাতি ক্ষীণভাবে জ্বলছিল। তবু সেখানে অনড় অচল হয়ে বসে রইলেন কোঁতেসী মাদাম গিলেরয়। তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল তাঁর ভয়টা বাড়তে বাড়তে এবার এক করাল দৈত্যের রূপ নিয়ে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়ে, কত দুঃস্বপ্ন এসে আক্রমণ করল তাঁর জাগ্রত চেতনার দুর্বল পটভূমিটাকে।

হঠাৎ অনুভব করলেন মাদাম গিলেরয় তাঁর হাতের মধ্যে বার্তেনের আঙ্গুলগুলো ঠাণ্ডা হিম হয়ে উঠেছে।

www.BanglaBook.org

এটা কি সত্যি ?

না না, সত্যি না, অলিভার মরতে পারে না ।

তবে কোথা হতে আসছে এই হিমশীতল স্পর্শের ধারা ?

উন্মাদের মত উঠে দাঁড়ালেন মাদাম গিলেরয় । বাতির স্বল্প আলোয় বার্তিনের মুখখানা আরো ভাল করে দেখলেন । দেখলেন সে মুখে প্রাণের কোন চিহ্নই নেই । বেদনার কোন বিকার নেই । তার নিজের দেহের মধ্যেই আর নেই বার্তিন । বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত সুখ দুঃখ ও আনন্দ বেদনার মত দ্বন্দ্ব বিকারকে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে তার নিজের দেহটাকে পরিত্যক্ত খাঁচার মত ফেলে রেখে বার্তিন যেন এক চিরন্তন বিস্মৃতির মহাশূন্যে বিলিন হয়ে গেছে, উধাও হয়ে গেছে ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG